# ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

## যোহন লিখিত সুসমাচারের টীকাপুস্তক

Commentary on the Gospel of John

### Part 1 : John Chapter 1-11

### ১ম অংশ : যোহন ১-১১ অধ্যায়

# ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

## যোহন লিখিত সুসমাচারের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

### ১ম অংশ

### যোহন ১-১১ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : রেভা. টমাস নির্ঝর বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

**Matthew Henry Commentary in Bengali**

**The Gospel According to John**

**Primary Translator :** Rev. Thomas Nirjhar Baroi

**Editor:** Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

**Translation Resource:**

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

**Published By:**

International Bible Church (IBC) and

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

**https://www.ibc-bacib.com**

BACIB | International Bible CHURCH

# ভূমিকা

এই সুসমাচারটি কখন এবং কোথায় বসে লেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে খোঁজ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, এই সুসমাচারটি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণীত হয়েই রচনা করা হয়েছিল। আর এই চমৎকার সুসমাচারটির রচয়িতা হচ্ছেন যোহন, যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বারো জন শিষ্যের একজন এবং তাঁদের মধ্যে একজন শিষ্য যাকোবের ভাই। তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে এই বলে, *যে শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন*। তিনি ছিলেন দায়ূদের বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন, কারণ তিনি যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সকল বি-শ্রামের সময়, পদতের উপরে রূপান্তরের সময় এবং গেৎশিমানী বাগানে দুঃখভোগের সময় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, যোহন অন্য যে কোন শিষ্যের চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচে ছিলেন এবং তিনিই একমাত্র শিষ্য, যিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুরণ করেছেন। অপরদিকে অন্য সকল শিষ্যই শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকে এ কথা বলেন যে, তিনি এই সুসমাচারটি ইফিষে বসে লিখেছিলেন এবং এটি লেখার মূলে ছিল এশিয়ার একাধিক মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের অনুরোধ। সে সময় করিন্থীয় এবং ইবোনীয় মণ্ডলীর কয়েকজন বিরোধিতাকারী এই কথা তুলেছিল যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। তাই তাদের কথার প্রতিবাদে এশীয় মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীরা যোহনকে এই সুসমাচার লিখতে অনুরোধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি পাট্‌ম দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার আগেই এই সুসমাচারটি রচনা করেছিলেন, কারণ সেখানে বসে তিনি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি রচনা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির শেষাংশ আমাদেরকে এই ইঙ্গিত দেয় যে, এই পুস্তকের মধ্য দিয়েই পবিত্র বাইবেল ক্যানন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর তাই যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই সুসমাচারটি নিশ্চয়ই প্রকশিত বাক্য পুস্তকের পরে লেখা হয় নি। তবে আমি এক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের ক্যাথলিক পুরোহিতদের কথার তীব্র বিরোধিতা করবো, যারা এ কথা বলেন যে, এই সুসমাচারটি যোহন নির্বাসিত অবস্থায় রচনা করেছিলেন, কিংবা সেখান থেকে ফিরে আসার পর লিখেছিলেন, যিরূশালেম নগরী ধ্বংসের অনেক বছর পর। সে সময় তাঁর বয়স ছিল নব্বই বছর, এমনটি অনেকে মনে করে থাকেন। তবে এটি একেবারেই সুস্পষ্ট যে, তিনি চারজন সুসমাচার রচয়িতার মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন। অন্য সকল সুসমাচারের সাথে তুলনা করলে আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাই:

১. পূর্ববর্তী সুসমাচার রচয়িতাগণ যা কিছু বাদ দিয়ে গেছেন, যোহন সেগুলোকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর সুসমাচার হচ্ছে অন্য সকল সুসমাচারের সহায়িকা বা পরিপূরক। অন্যরা যা যা বলতে ভুলে গেছেন, যোহন ঠিক সেগুলোকেই উল্লেখ করেছেন। এভাবেই রাজা শলোমনের জ্ঞানপূর্ণ কথা নিয়ে হিতোপদেশ পুস্তকটি সঙ্কলন করা হয় (হিতোপদেশ ২৫:১) । তথাপি তিনি যা বলেছিলেন সেসবের তুলনায় পুস্তকটির আকৃতি নিতান্তই ক্ষুদ্র।

২. তিনি আমাদেরকে সেই রহস্য সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, যা অন্যান্য সুসমাচার

## ভূমিকা

রচয়িতাগণ কেবলমাত্র ইতিহাস রূপে উপস্থাপন করেছেন। অবশ্যই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো আগে স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল, সে কারণে তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের কাজ এবং শিক্ষার পূর্বেকার সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন (লূক ১:১; প্রেরিত ১:১)। কিন্তু যেহেতু এই ঘটনাগুলো দুই বা তিনজন সাক্ষীর মুখ হতে নিসৃত হয়েছে, তাই এখন যোহন আর সেই ভূমিকায় গেলেন না (ইব্রীয় ৬:১)। তিনি আবার নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করলেন না, বরং তিনি স্থাপিত ভিত্তির উপরেই ইমারত নির্মাণ করতে শুরু করলেন এবং আমাদের সামনে একের পর এক পর্দা উন্মোচন করতে লাগলেন। অনেক প্রাচীন পণ্ডিত এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে, অন্যান্য সুসমাচার রচয়িতারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা লিখেছেন, তা হচ্ছে *Ta somatika* – খ্রীষ্টের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা এর আনুষাঙ্গিক কার্যাবলীর বর্ণনা। কিন্তু যোহন লিখেছেন *Ta pneumatika* – সুসমাচারের আত্মিক বিষয়াবলীর বিবরণ, খ্রীষ্টের জীবন এবং আত্মার বর্ণনা। এ কারণ অনেকে এই সুসমাচারকে প্রচারক*দের চাবি* বলে অভিহিত থাকেন। স্বর্গের একটি দরজা খুলে গেছে এবং সেখান থেকে প্রথম যে স্বরটি আমাদের কানে ভেসে আসে তা হচ্ছে, "এখানে এসো, উপরে এসো।" অনেক প্রাচীন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে, যোহন তাঁর দর্শনে যে চারটি জীবন্ত প্রাণী দেখেছিলেন, তা চারজন সুসমাচার রচয়িতাকে উপস্থাপন করে। তাঁদের মধ্যে যোহন নিজে হচ্ছেন সেই উড়ন্ত ঈগল পাখি, কারণ তিনি স্বর্গীয় এবং ঈশ্বরীয় শিক্ষা এবং নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের প্রতি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে তিনি তা আলোকপাত করেছেন।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ১

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল, খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করা যে, খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা; যাতে আমরা তাঁকে গ্রহণ করি, আমাদের ভাববাদী, পুরোহিত এবং রাজা রূপে মান্য করে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা শাসিত হই, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তাঁর মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করি। সুবিন্যস্তভাবে আমরা দেখতে পাই: (ক) লেখক স্বয়ং প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এই পুস্তক লিখেছেন। সমগ্র শাস্ত্রে তিনি যে পরিকল্পনা অঙ্কন করতে চেয়েছেন তা শুরুতেই ব্যক্ত করেছেন। এর প্রমাণ আমরা পাব পদ ১-৫ এবং আবার পদ ১০-১৪ এবং আবারও পদ ১৬-১৮তে। (খ) তাঁর সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য (পদ ৬-৯ এবং পদ ১৫), সম্পূর্ণভাবে এবং বিশেষভাবে (পদ ১৯-৩৭)। (গ) তিনি স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেছেন আন্দ্রিয় এবং পিতরের কাছে (পদ ৩৮-৪২), এবং ফিলিপ ও নথনেলের কাছে (পদ ৪৩-৫১)।

## যোহন ১:১-৫ পদ

একবার একজন দার্শনিক বলেছিলেন, যোহনের সুসমাচারে লিখিত এই প্রথম পদগুলো স্বর্ণের অক্ষরের মতই মূল্যবান। বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস জুনিয়াস এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেছেন, যুবক বয়সে কিভাবে তিনি ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে বেশ হঠাৎ করেই তিনি একটি নতুন নিয়ম থেকে এই পদগুলো পাঠ করার মাধ্যমে আশ্চর্যজনকভাবে তার বিশ্বাস ফিরে পান। ঐ নতুন নিয়মটি তার পিতা ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তায় ফেলে রেখেছিলেন। তিনি এর রচনাশৈলীর মধ্যে এমন কর্তৃত্ব এবং মহিমা দেখেছেন যে, তিনি প্রচণ্ড শিহরিত হয়েছিলেন। তিনি এমনই মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, সারাদিন তিনি কোথায় ছিলেন বা কি করেছেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি এবং ঠিক ঐ সময় থেকেই তার ধর্মীয় সত্তার সূচনা ঘটে। আসুন আমরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করি এই পদগুলোর মাঝে কী নিহিত আছে, যা সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষকে এভাবে আন্দোলিত করেছে। এই সুসমাচার রচয়িতা এমন একটি সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই একজন ঈশ্বর, যিনি তাঁর নিজ পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। লক্ষ্য করুন:

ক. কার সম্পর্কে তিনি বলেছেন – *হো লোগোস* (*ho logos*) শব্দটি। এটি যোহনের রচনাশৈলীর একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য (যোহন ১:১; ৫:৭; প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩)। তথাপি কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রেরিত ২০:৩২; ইব্রীয় ৪:১২; লূক ১:২ পদ দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রকাশ করা হয়েছে। কল্‌দীয় ভাষায় খ্রীষ্ট শব্দটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে *মেমরা* (*Memra*) অর্থাৎ "যিহোবার বাক্য" (*the Word of Jehovah*) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, এই কাজ

সদাপ্রভু নিজেই সম্পন্ন করেছেন। এই কারণে পবিত্র শাস্ত্রে সদাপ্রভুর বাক্য বলা হয়। এমন কি সাধারণ যিহূদীরাও ঈশ্বরের বাক্যকেই ঈশ্বর বলে মনে করত। যোহন তাঁর আলোচনার সমাপ্তিতে (পদ ১৮) সরলভাবে বলেছেন যে, কেন তিনি যীশু খ্রীষ্টকে বাক্য বলেছেন। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে – যীশু খ্রীষ্ট হলেন একজাত পুত্র, যিনি পিতার অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং তিনি তাঁকে প্রকাশ করেছেন। বাক্য শব্দটি দু'টি ভাগে বিভক্ত: *লগোস এন্ডিয়াথিটোস* (*logos endiathetos*) অর্থাৎ বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন এবং *লগোস প্রোফোরিকোস* (*logos prophorikos*) অর্থাৎ বাক্য প্রকাশিত হলেন।

১. বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন বা মাংসে মূর্তিমান হলেন – এটি হচ্ছে একটি *চিন্তা*, এটি আত্মার কেবলমাত্র প্রথম এবং তাৎক্ষণিক ফল (সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে ঈশ্বরের চিন্তা ও ইচ্ছার মাধ্যমে) এবং এটি আত্মার অপর একটি সত্তা। এভাবে ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তির যথাযথ আখ্যা হচ্ছে বাক্য, কারণ তিনি পিতার প্রথমজাত। এই শাশ্বত অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান সদাপ্রভুর অধিকারে রয়েছে, তাঁর কার্যের শুরু থেকেই আত্মা সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছে (হিতোপদেশ ৮:২২)। আমরা যখন তাঁর গভীর ভালবাসার মধ্যে থাকি, তখন আমরা সেই ভালবাসার গভীরতা পরিমাপ করতে পারি না।

২. বাক্য প্রকাশিত হয়েছে, এটি হল অন্তরের মূল কথা এবং সবচেয়ে সহজাত চিন্তা। আর এভাবে খ্রীষ্ট বাক্য হয়েছেন, প্রতীক্ষিত দিনগুলোর শেষে ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন (ইব্রীয় ১:২) এবং তাঁর কথা শোনার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন (মথি ১৭:৫)। তিনি ঈশ্বরকে জানার অন্তর আমাদেরকে দিয়েছেন, যেন একজন মানুষ তার কথা বা ভাষা দ্বারা চিন্তা ব্যক্ত করতে পারে, এটি করার মাধ্যমে তিনি যথা সম্ভব সন্তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হন। খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে বিস্ময়কর বক্তা, (দানিয়েল ৮:১৩ পদের ব্যাখ্যা দেখুন), ব্যাখ্যার বিষয়গুলো লুক্কায়িত এবং আশ্চর্যজনক ও রহস্যময়। তিনি ঈশ্বরের নিকট থেকে এসে আমাদের কাছে বাক্য প্রকাশ করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য কথা বলেছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন হলেন কণ্ঠ, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন বাক্য। বাক্যের অস্তিত্বে তিনি সত্য, আমেন, ঈশ্বরের অন্তরের বিশ্বস্ত সাক্ষী।

খ. তাঁর সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তিনি যে ঈশ্বর তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার জন্য সেটাই যথেষ্ট। তিনি দাবী করেছেন যে:

১. শুরু থেকেই তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান: শুরু থেকেই বাক্য ছিলেন; কেবলমাত্র মানব দেহ ধারণের পূর্ব থেকে নয়, বরং সকল সময় ছিলেন, সৃষ্টির পূর্বকাল থেকেই। শুরুর সময় যখন সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন হয় এবং অস্তিত্ব সম্পন্ন করা হয়, তখন এই শাশ্বত বাক্যের অস্তিত্বও রূপলাভ করে। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ছিল, কিন্তু বাক্য সৃষ্টির আগে থেকেই ছিলেন। সাধারণত অনন্তকালকে ব্যক্ত করা হয় পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপনের অস্তিত্ব দ্বারা। অনন্তকালীন আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৯০:২): *পদতমালার জন্ম হবার পূর্বে, তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দেবার পূর্বে*। একইভাবে দেখুন, হিতোপদেশ ৮:২৩। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকে বাক্যের অস্তিত্ব আছে। তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে ছিলেন যা কখনোই শুরু করা হয় নি এবং যার কোন শেষ নেই। তাই তিনি অনন্তকালীন *এখরোনোস* (*achronos*) – যে সময় কখনো শুরু করা হয় নি।

২. তাঁর সহ অস্তিত্ব ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। যখন আমরা কাউকে খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো, তখন তাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছি, কারণ খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মাঝে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঈশ্বর। একইভাবে ২ পদে সেই কথাই পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, যা আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রচার করি। তিনি সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, অর্থাৎ তিনি এভাবে অনন্তকাল ধরে আছেন। ঈশ্বরের মাধ্যমে পৃথিবীর সূচনা হয়েছে; কিন্তু বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে তাঁর কাছে আছেন।

(১) প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ: এই অস্তিত্ব এবং প্রকৃতির কারণে বাক্য হলেন ঈশ্বর, একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা। তার নিজস্ব পৃথক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, তথাপি একই প্রকৃতি হওয়ার কারণে তিনি হলেন ঈশ্বর (ইব্রীয় ১:৩)।

(২) আত্মতৃপ্তি এবং সুখ প্রসঙ্গ: পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সাথে মহিমা এবং সুখে বাস করছিলেন। পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসার আনন্দ হ্রাস পায় নি (হিতোপদেশ ৮:৩০)।

(৩) পরামর্শ এবং পরিকল্পনার প্রসঙ্গ: মানবদেহী বাক্যের মাধ্যমে মানব মুক্তির গুপ্ত রহস্য পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের কাছে রক্ষিত ছিল (ইফিষীয় ৩:৯)। ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন (১ পিতর ৩:১৮)। ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলনের মত গুরুতর বিষয়টি পিতা এবং পুত্র সৃষ্টির পূর্বে পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ব্যাপারে তাদের দুজনের মধ্যে মতের মিল ছিল (সখরিয় ৬:১৩; মথি ১১:২৭)।

৩. তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে, পদ ৩। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) সুস্পষ্ট ঘোষণা: সকল বস্তু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট, তিনি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। এটি কেবল অনন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গীয় পরামর্শ সম্পর্কে অবগত থাকা নয়, কিন্তু সেই সাথে সূচনা কালের মধ্যে স্বর্গীয় কার্যকারী প্রভাব বিস্তার করা। "তখন আমি তাঁর পাশে ছিলাম" (হিতোপদেশ ৮:৩০)। ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বাক্যের মাধ্যমে (গীতসংহিতা ৩৩:৬) এবং খ্রীষ্ট হলেন সেই বাক্য। তাঁর পাশে তিনি যন্ত্রের মত নয়, বরং সহমনা প্রতিনিধির মত ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (ইব্রীয় ১ অধ্যায়), দক্ষ কারিগরের মত কুড়াল দিয়ে কেটে নয়, কিন্তু চোখের মাধ্যমে দেহ দেখার মত।

(২) অসঙ্গতি অগ্রাহ্যকরণ: যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্টি হয় নি। পিতা ঈশ্বর তাঁকে ছাড়া এই কাজ করেন নি। যিনি সব কিছু নির্মাণ করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বর, এটাই প্রমাণ করে যে তিনিই ঈশ্বর (ইব্রীয় ৩:৪)। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাধ্যমে বার বার ইস্রায়েলের ঈশ্বর নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন (যিশাইয় ৪০:১২,২৮; ৪১:৪; যিরমিয় ১০:১১,১২)। পৃথিবীর স্রষ্টা এবং প্রতিষ্ঠাতা যে একই, এটাই খ্রীষ্টান ধর্মে ভালবাসাকে প্রমাণ করে। এই চমৎকার স্থাপনার জন্য অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে নিয়ম লাভ করা প্রয়োজন, যিনি সকল মহিমার উৎস। যখন আমরা খ্রীষ্টের উপাসনা করি তখন সেই মধ্যস্থতাকারীর উপাসনা করি, যাকে সমস্ত পৃথিবীর স্রষ্টারূপে সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং যার উপরে সমস্ত সৃষ্টি নির্ভর করে। এটি দেখায় যে, আমাদের

প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তির কার্যের জন্য তিনি কতটা উপযুক্ত। ক্ষমতাবান একজন ব্যক্তির উপর সাহায্য অর্পিত হয়েছে, সব কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাঁর উপর এটি অর্পিত হয়েছে; যিনি আমাদের সত্তার কর্তৃত্বকারী এবং আমাদের সমস্ত সুখের কর্তৃত্বকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

৪. প্রকৃত জীবন এবং জ্যোতি তাঁর মধ্যে আছে: তাঁর মধ্যে জীবন ছিল, পদ ৪। এটি আরও অধিক প্রমাণ করে যে তিনিই ঈশ্বর এবং তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক পদ্ধতিই উপযুক্ত; কারণ–

(১) এর মধ্যে তাঁর নিজের জীবন আছে, কেবলমাত্র সত্য ঈশ্বর নন কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজেই হলেন জীবন, সমস্ত সৃষ্টি যখন তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তখন তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

(২) তাঁর সৃষ্টির জীবিত সব কিছুর জীবন তাঁর মধ্যে আছে, কেবলমাত্র তাঁর দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়গুলো নয়, সেই সাথে সৃষ্টির মধ্যকার সমস্ত জীবনও তাঁর কাছ থেকে লাভ করা যায় এবং তাঁর দ্বারা সব কিছু রক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এটাই হল ঈশ্বরের বাক্য, যিনি সৃষ্টির চলমান জীব সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে জীবন আছে (আদিপুস্তক ১:২০; প্রেরিত ৭:২৫)। তিনিই সেই বাক্য যাঁর দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকে, এটি রুটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ (মথি ৪:৪)।

(৩) উপযুক্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁর দ্বারা আলো পায়, এই জীবনের জন্য যে আলো দরকার তা তাঁরই কাছ থেকে আসে। মানুষের মধ্যকার জীবন কিছুটা মহান এবং অন্য প্রাণীর জীবন থেকে সম্মানজনক, এই জীবন ও অন্তর বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন, কেবলমাত্র জীবন্তই নয়। যখন মানুষ জীবনপ্রাপ্ত হয় তার জীবন আলোকিত হয়, তিনি তাঁর ক্ষমতায় তাকে এর মাধ্যমে পৃথক করেন এবং মর্যাদাপূর্ণ করেন, পশুরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের আশা ঈশ্বরের প্রদীপ এবং শাশ্বত বাক্য সেই প্রদীপকে আলোকিত করে। আলোর জ্ঞান এবং আলোর অনুভূতি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় এবং তাঁর উপর নির্ভর করে। মানুষ যখন সজীব প্রাণবিশিষ্ট হল, তখন তার জীবন ছিল আলোময়। তার ক্ষমতা তাকে বিশিষ্ট করেছিল, তাকে করেছিল উচ্চমর্যাদাশীল। আর পশুরা ছিল ক্ষয়ের অধীন। মানুষের আত্মা হল ঈশ্বরের মোমবাতি, অনন্ত বাক্যকে এই মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করে। বিচার-বুদ্ধি, অধিকন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং তার উপর নির্ভরশীল। জীবন ও আলো, আত্মিক, অনন্ত জীবন ও আলো, এই সব প্রমাণ করে যে, তিনি আমাদের পরিত্রাণ দানের কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত। দু'টি মহৎ বিষয়ে মানুষ পতিত হয়, যারা খুব বেশি মৃত্যুর এবং অন্ধকারের ক্ষমতার অধীনে অবস্থান করে এবং এর প্রয়োজন বোধ করে। মানবীয় বুদ্ধির আলো প্রদানকারীর চেয়ে আমরা কার কাছ থেকে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের আলো অধিকতর প্রত্যাশা করতে পারি? যে প্রাকৃতিক জীবন তিনি আমাদের দান করেছেন সেই জীবন যদি পুত্রের মধ্যেও থাকে, তাহলে যে অনন্ত জীবন তিনি আমাদের দান করেছেন যা তাঁর পুত্রের মধ্যেও আছে, সুসমাচারের এই বিবরণটি গ্রহণ করার জন্য আমাদের কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?

৫. মানুষের সন্তানদের কাছে তাঁর প্রকাশ: যদি এই অনন্ত বাক্য জগতের সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রধান হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে কি করে এত ক্ষুদ্রভাবে দেখা হল বা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হল? এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছেন (পদ ৫): "সেই জ্যোতি অন্ধকারের

মধ্যে জ্বলছে, কিন্তু অন্ধকার জ্যোতিকে জয় করতে পারে নি"। লক্ষ্য করুন:

(১) ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীতে অনন্ত বাক্যের প্রকাশ এমন কি তাঁর মাংসে আবির্ভূত হওয়ার আগেও সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছিল। জ্যোতি স্বপ্রমাণিত এবং এই জ্যোতি নিজেকে জানেন। মানুষের প্রতি জ্যোতি কিরণ দিচ্ছিলেন এবং এখনও কিরণ প্রদান করছেন।

[১] অনন্ত বাক্যরূপী ঈশ্বর জাগতিক জীবনের অন্ধকারে কিরণ প্রদান করছেন। যদিও মানুষের পতনের মাধ্যমে পাপের অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে, তথাপি ঈশ্বরকে জানা যায় এ রকম সব কিছু তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে (রোমীয় ১:১৯-২০)। প্রাকৃতিক জ্যোতি হল সেই জ্যোতি যা অন্ধকারে আলো প্রদান করছে। স্বর্গীয় বাক্যের শক্তির একটি অংশের উভয়ই সৃষ্টিকারী এবং কর্তৃত্বকারী। তাঁর মাঝে সমস্ত মানবিক সহজাত অনুভূতি রয়েছে।

[২] অনন্ত বাক্য পুরাতন নিয়মের অন্ধকারের সময়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ঈশ্বরের প্রতীক এবং আদর্শ রূপে এবং ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিজ্ঞা হিসেবে কাজ করছে, যা খ্রীষ্টের সঙ্গে সৃষ্টির প্রথম থেকেই ছিল। তিনি যে জ্যোতিকে অন্ধকারে আলো প্রদান করতে আদেশ করেছেন সেই জ্যোতি তাঁর কাছ থেকে জ্যোতি নিয়ে অন্ধকারে আলো প্রদান করছে, এই জ্যোতির উপরে রয়েছে একটি আচ্ছাদন (২ করিন্থীয় ৩:১৩)।

(২) অধঃপতিত পৃথিবী এই প্রকাশকে গ্রহণ করতে অসমর্থ ছিল: অন্ধকার তা উপলব্ধি করতে পারে নি। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই প্রকাশকে বৃথাই গ্রহণ করে।

[১] মানবীয় পৃথিবী উপলব্ধি করতে পারে নি যে, প্রকৃতিগত এই জ্যোতির জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারা অনন্ত বাক্য এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে কল্পনা করতে ব্যর্থ হয়েছে (রোমীয় ১:২১,২৮)। এই জ্যোতি অসত্যের অন্ধকার, পাপের ক্ষমতায় এবং কর্তৃত্বে উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। ঈশ্বর একবার কথা বলেন, দুইবার বলেন, কিন্তু মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে নি (ইয়োব ৩৩:১৪)।

[২] পুরাতন নিয়ম যাকে আলোকিত করেছিল তিনিই যে খ্রীষ্ট, এ বিষয়টি যিহূদীরা উপলব্ধি করতে পারে নি। মোশির মুখের আচ্ছাদনের মত তাদের হৃদয় আচ্ছাদিত ছিল। প্রতীকী অন্ধকার এবং ছায়ার মধ্যে জ্যোতি আলো দেয়, কিন্তু তাদের জ্ঞান এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল যে তারা সেই জ্যোতিকে দেখতে পায় নি। অতএব পৌত্তলিক জগতের নৈতিক অপরাধ সংশোধন এবং যিহূদী মণ্ডলীকে উন্নত করা এই উভয় বিষয়ের জন্য খ্রীষ্টের আগমনের প্রয়োজন হয়েছিল।

## যোহন ১:৬-১৪ পদ

লেখক এখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রদত্ত খ্রীষ্ট সম্পর্কিত মর্যাদাপূর্ণ সাক্ষ্যের বিষয়টি চিত্রিত করেছেন। এই পদ অনুসারে এই কার্য সাধনের পূর্বে–

ক. তিনি আমাদের কাছে কিছু সাক্ষ্যের বিবরণ প্রদান করেছেন, যা তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর নাম ছিল যোহন, এই নামের অর্থ হল অনুগ্রহশীল। তাঁর কথাগুলো খুব

কঠোর হলেও তাঁর দয়াশীলতা তুচ্ছ করার মত ছিল না।

১. এখানে আমরা তাঁর সম্পর্কে সাধারণভাবে জেনেছি যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত মানুষ। লেখক যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিই ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু এখানে যোহন সম্পর্কে তিনি বলছেন যে, তিনি ছিলেন একজন মানুষ, খাঁটি মানুষ। ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে আনন্দিত হন। যোহন একজন মহান মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কেবলই মানুষ, মানুষের সন্তান। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত, ঈশ্বরের বার্তাবাহক, তাই তাঁকে এই নামে ডাকা হত (মালাখি ৩:১। ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিচিতি এবং নির্দেশে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে তাঁর কার্য সাধন এবং বার্তা ঘোষণার উভয়ের জন্যই দায়িত্ব দিয়েছেন। যোহন কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি। তাঁর দর্শন এবং প্রত্যাদেশ সম্পর্কে আমরা কোন কিছু খুঁজে পাই না। কিন্তু তাঁর জীবন এবং মতবাদের কঠোরতা ও শুদ্ধতা এবং পৃথিবীর মানুষের অন্তরের সংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রবণতা উভয়ই ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের আগ্রহকে মানুষের মধ্যে জাগরিত করার জন্য। তাঁর সম্পর্কে সরল ঘোষণা হল, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।

২. আমরা এখানে তাঁর কার্যস্থল এবং কাজ সম্পর্কে জানতে পারি (পদ ৭): একই সাথে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্য এবং অগ্রগামী সাক্ষ্য দানকারী হওয়ার জন্য। তিনি এসেছিলেন *ইস মারটাইরিয়ান* (*eis martyrian*) – *সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য*। বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যিহূদী মণ্ডলী দীর্ঘ সময় ধরে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। তাদের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। এই অংশটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে এখান থেকে আমরা যে সমস্ত সাক্ষ্য পাই তা হল, ব্যবস্থা-তাঁবুর সাক্ষ্য, নোহের জাহাজের সাক্ষ্য, নিয়ম-কানুনের সাক্ষ্য। যদিও এখন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তথাপি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য হল ঈশ্বরের সাক্ষ্য (১ করিন্থীয় ১:৬; ২:১)। বস্তুত ঈশ্বর পরজাতীয়দের কাছেও তাঁর সাক্ষ্য রেখেছিলেন (প্রেরিত ১৪:১৭); কিন্তু তাদের মধ্যে পরিত্রাণকর্তার জন্মের কোন সাক্ষ্য নেই। খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমনের আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে একটি গভীর নীরবতা বিরাজ কর-ছিল। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) এই সাক্ষ্যের বিষয়: তিনি জ্যোতির সাক্ষ্য বহন করতে এসেছেন। জ্যোতি এমন একটি বিষয় যা তার নিজের জন্য নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সব সময় এর মধ্য দিয়েই নিজের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু যারা এই বিষয়ের প্রতি আলোর সামনে চোখ বন্ধ করে রেখেছেন, সেখানে এই সব বিষয় প্রতি সাক্ষ্য বহন করা আবশ্যক। খ্রীষ্টের জ্যোতির জন্য মানুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অন্ধকার পৃথিবী সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নৈশপ্রহরীর মত শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন, যারা চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে তাদের কাছে ভোরের আগমন বার্তা ঘোষণা করার জন্য (যিশাইয় ২১:১১,১২)। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন জগতকে এই কথা বলার জন্য যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খ্রীষ্ট এখন এসেছেন। তিনি হবেন আলোবিহীন পরজাতীয়দের আলো এবং তাঁর নির্বাচিত ইস্রায়েল জাতির গৌরব। তিনি মানুষের কাছে সেই পরিত্রাণ ঘোষণা করবেন, যা জীবন আনে এবং আলোকে অমরত্ব দান করে।

(২) তাঁর সাক্ষ্যের পরিকল্পনা: যেন সকল মানুষ সরাসরি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে, যাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি মানুষকে সরাসরি তাঁর দিকে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। পাপের জন্য অনুতাপের শিক্ষার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করা। পাপের দর্শন এবং অনুভূতির জাগরণের মধ্য দিয়ে তিনি লোকদেরকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ, তাঁর অভ্যর্থনা এবং সুসমাচারের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন এর মধ্য দিয়ে তাদের চোখ খুলে যায়, তারা স্বর্গীয় জ্যোতির রশ্মি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, যা খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। এখন তারা তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যদি তারা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তাহলে তারা খুব শীঘ্র দেখতে পাবে যে, ঈশ্বরের সাক্ষ্য আরও মহৎ (১ যোহন ৫:৯; যোহন ১০:৪১)। লক্ষ্য করুন, এর উদ্দেশ্য হল তাঁর প্রচার কার্যের প্রভাবের সুফল এবং দয়া থেকে কোন কিছু বাদ না দিয়ে যেন সকল মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে, সাধারণ লোকের মত নিজেদের বিরুদ্ধে যারা ঈশ্বরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এবং বৃথাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করে।

৩. আমাদের এখানে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, আমরা যেন জ্যোতি সম্পর্কে কোন ভুল না করি। যোহন এসেছিলেন জ্যোতির পক্ষ্যে সাক্ষ্য বহন করার জন্য, পদ ৮। তিনি সেই প্রত্যাশিত এবং প্রতিজ্ঞাত জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু কেবলমাত্র মহান এবং কর্তৃত্বকারী জ্যোতির সাক্ষ্য বহন করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন সেই তারার মত, যে তারা পণ্ডিতদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য পথ দেখিয়েছিল। প্রভাতী তারা, কিন্তু তিনি সূর্য নন; তিনি বর নন, কিন্তু বরের বন্ধু; তিনি রাজা নন, বরং বাদশাহের অগ্রদূত। অনেকে ছিল যারা যোহনের জন্য বাপ্তিস্ম পেয়েছিল এবং অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করতো না, ঠিক যেন ইফিষীয়দের মত (প্রেরিত ১৯:৩)। ভুল সংশোধনের জন্য লেখক এখানে যখন তাঁর সম্পর্কে সম্মানসূচক কথা বলেছেন, তখন তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি নিজে খ্রীষ্টকে সেই স্থান দিয়েছেন। উচ্চতম ভাববাদীদের মত তিনি ছিলেন মহান ভাববাদী কিন্তু নিজে তিনি স্বয়ং মহান ছিলেন না। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই অতি আত্মবিশ্বাসী পুরোহিতদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ তারা আমাদের প্রভু নয়, আমাদের বিশ্বাসের উপরে তাদের কোন আধিপত্য নেই। কিন্তু যাদের মধ্য দিয়ে আমরা সদাপ্রভুর উপরে বিশ্বাস করি, তারা ঈশ্বরের গৃহের ধনাধ্যক্ষ। যেহেতু তারা সেই জ্যোতি নয়, সেজন্য আমরা তাদের পরিচালনায় অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবো না। কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য মনযোগ দিয়ে শুনব এবং গ্রহণ করব, কারণ তারা সেই জ্যোতির সাক্ষ্য বহন করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাই আসুন, এজন্য তাদের আমরা সম্মান করি, অন্যথায় নয়। যদি বাপ্তিস্মদাতা যোহন ঐ জ্যোতির মিথ্যে দাবীদার হতেন, তাহলে তিনি জ্যোতি সম্বন্ধে এমন চমৎকার সাক্ষ্য দিতে পারতেন না। যারা খ্রীষ্টের সম্মানকে অন্যায়পূর্বক নিজের বলে গ্রহণ করবে, তারা এই অন্যায়ের জন্য খ্রীষ্টের সেবাকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও যোহন সেই জ্যোতি ছিলেন না, তথাপি তিনি জ্যোতির একজন অত্যন্ত কার্যকরী সাক্ষী ছিলেন। এমন কি যারা অন্য জ্যোতির আলোয় আলোকিত তারাও আমাদের মহান পরিত্রাণের কাজের জন্য উপযোগী হতে পারেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্যের আগে সাক্ষ্য দিলে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে অধিকতর বিবরণ হত তা যোহনের লিপিবদ্ধ বিবরণকে বিরক্তিকর করে তুলত। অধ্যায়ের শুরুতে খ্রীষ্টের গৌরবময়

ঈশ্বরীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি এসেছেন তাঁর মানব দেহ ধারণের অনুগ্রহকে এবং মধ্যস্থাকারীর মত তাঁর পক্ষের মানুষকে উপস্থাপন করার জন্য।

১. খ্রীষ্ট হলেন আসল জ্যোতি (পদ ৯), বাপ্তিস্মদাতা যোহন যদি জ্যোতি নাও হন, তবুও খ্রীষ্টের তুলনায় তিনি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতি। খ্রীষ্ট মহান জ্যোতি, বাস্তবিকই তিনি এই নামের যোগ্য। অন্য সব জ্যোতি আলঙ্কারিক এবং সন্দিগ্ধভাবে আখ্যায়িত, কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন আসল জ্যোতি। সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য আসল জ্যোতির আবশ্যকতা রয়েছে। তাঁর জ্যোতির রশ্মি আমাদের এই অন্ধকারময় পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। কিন্তু কিভাবে তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আলো পৌঁছাবেন?

(১) তাঁর সৃষ্টিকারী ক্ষমতায় ন্যায়সঙ্গত আলোর দ্বারা তিনি সমস্ত মানুষের কাছে জ্যোতি পৌঁছে দেবেন। যে আলো মানুষের জীবন তা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে। সব প্রকাশ এবং পরিচালনা, আমাদের সমস্ত স্বস্তি প্রদান, আমাদের প্রতি অর্পিত সব সৌন্দর্য খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে।

(২) তাঁর সুসমাচার প্রকাশের মাধ্যমে তিনি বস্তুত সমস্ত জাতির কাছে আলো প্রদান করেছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন জ্যোতি ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র যিরূশালেম এবং যিহূদিয়া এবং যর্দনের চারদিকে আলো প্রদান করেছেন, ঠিক যেমন একটি মোমবাতি একটি কক্ষকে আলোকিত করে। কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন প্রকৃত জ্যোতি, কারণ তিনি পরজাতীয়দেরও আলো প্রদান করেছেন। তাঁর চিরস্থায়ী সুসমাচার পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং ভাষাভাষীদের কাছে প্রচার করতে হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬)। সূর্যের মত তা আলো প্রদান করে মানুষের চোখ খুলে দেয় এবং তারা এই আলো গ্রহণ করে (গীতসংহিতা ১৯:৬), যা সুসমাচারের প্রচারকে তুলনা করে (রোমীয় ১০:১৮)। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ এখন কেবলমাত্র একজন মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা পরিব্যাপ্ত হবে সমস্ত মানুষের মাঝে (মথি ৫:১৫)।

(৩) তাঁর আত্মার কাজ এবং অনুগ্রহ সব কিছু আলোকিত করে পরিত্রাণকে আলোকিত করার জন্য। অন্ধকারে জীবন হারানোর জন্য তিনি আলো প্রদান করেন না। তিনি এসেছেন ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞানের আলো প্রদানের জন্য এবং পৃথিবীর সব মানুষকে আলোকিত করার জন্য। মানুষের প্রাকৃতিক অথবা অতিপ্রাকৃত যে কোন আলো থাকুক তা খ্রীষ্টের জন্য বৃদ্ধি করতে হবে।

২. খ্রীষ্ট পৃথিবীতে ছিলেন, পদ ১০। মাংসে মূর্তিমান হওয়ার আগে এবং সমস্ত জিনিস সৃষ্টির পূর্বে তিনি এ জগতে ছিলেন। কিন্তু এই বাণীতে এই জগতে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন তিনি আমাদের স্বভাব গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন (যোহন ১৬:১৮): *আমি এই জগতে এসেছি*। মহান ঈশ্বরের পুত্র এই নিচের পৃথিবীতে আসলেন; এর অর্থ হল, অন্ধকার জগতে আলো এসেছে, পাপপূর্ণ নোংরা পৃথিবীতে পবিত্র বস্তুর আগমন ঘটেছে। তিনি পরম সুখ এবং গৌরবময় জগত ছেড়ে এই বিষাদময় দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন যেন এটি ব্যবহার করতে পারেন, যথাযথভাবে স্থাপন করতে পারেন। সেই সাথে তিনি পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের সন্তুষ্টি এবং ঈশ্বরের

পক্ষে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করতে এসেছেন। তিনি এই পৃথিবীতে মহা সম্মান অর্পণ করেছেন, যা এই বিশ্বে অতি সামান্য এবং অতি নগণ্য একটি অংশ। ঈশ্বরের পুত্র একবার এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বর্গের সাথে যুক্ত করেছে, যেখানে খ্রীষ্ট বাস করেন। এভাবেই যেখানে একবার আমাদের খ্রীষ্ট ছিলেন আমাদের সেই বর্তমান বাসস্থানের সাথে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন তিনি। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত কালের জন্য এই পৃথিবীতে ছিলেন, অতীত হয়ে যাওয়া বিষয়ের মত তা আমাদের কাছে বলা হয়ে থাকে। তাই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে, আমরা এই পৃথিবীতে এখন বাস করছি। ওহ্! আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকব না, তখন খ্রীষ্ট এখন যেখানে আছেন সেখানেই আমরা থাকব! এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট কি উদ্দেশে এই পৃথিবীতে সম্ভাব্য অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ এবং সম্মানসূচক সাদর সম্ভাষণ করেন, কারণ তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এসেছেন, কারণ এই পৃথিবী তাঁর নিজের সৃষ্টি। কেন তিনি জ্যোতিকে জাগরিত করার ব্যাপারে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নি, যা তাঁর নিজ প্রেরণায় জীবনকে আশ্রয় দেওয়া এবং নিজ প্রতিমূর্তিতে নবায়ন করার ব্যাপারে সম্পর্কযুক্ত, যা তাঁর নিজ বৈশিষ্ট্য? পৃথিবী তাঁর দ্বারা সৃষ্ট, তাই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে এই পৃথিবী বাধ্য!

(২) কি শীতল আতিথেয়তার সম্মুখীন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও পৃথিবী তাঁকে জানে না। তিনিই পৃথিবীর মহান নির্মাতা, শাসনকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা, তথাপি এই পৃথিবীতে বাসকারী অল্প কয়েকজন মানুষ ব্যতিত কেউ এই বিষয়ে অবগত নয়। ষাঁড় তার মালিককে চেনে, কিন্তু আরও অধিক পশুবৎ পৃথিবী তাঁকে চিনল না। তারা তাঁর নিজের হতে পারে নি, তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ডাক দেয় নি, কারণ তারা তাঁকে চেনে না। তাঁকে না চেনার কারণ হল বাহ্যিক গৌরব এবং মহিমার মধ্য দিয়ে তাঁকে চেনার জন্য তাদের ঐ প্রত্যাশিত পথ তিনি সৃষ্টি করেন নি। যখন তিনি শেষ বিচারের সময় আসবেন তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারবো।

৩. তিনি নিজের দেশে নিজের লোকদের মধ্যে আসলেন (পদ ১১); কেবল তাঁর নিজের এই পৃথিবীতে নয়, কিন্তু সর্বোপরি যারা তাঁর বিশেষ লোক, সেই ইস্রায়েলের লোকদের কাছে তিনি এসেছেন। তাদের মধ্যে তিনি বসবাস করেছেন, যাদের কাছে তিনি প্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন। ঐ সময় যিহূদীরা ছিল নীচ এবং ঘৃণ্য প্রজাতির মানুষ, তাদের মাথা থেকে মুকুট পতিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের এই অবস্থার জন্য লজ্জিত হন নি। *টা ইডিয়া* (*Ta idia*) – *তাঁর নিজের সম্পত্তি*, টো ইডিয়াস (*tous idious*) নয়, যার অর্থ – *তাঁর নিজের লোক*, যাদের প্রকৃত বিশ্বাসী বলা হত (যোহন ১৩:১)। তাঁর কাছে যিহূদী জাতির লোকেরা ছিল একজন মানুষের গৃহ, জমি এবং দ্রব্যাদির মত, যা তিনি ব্যবহার করতেন এবং যা ছিল তাঁর অধিকারভুক্ত। কিন্তু তাঁর কাছে বিশ্বাসীরা হলেন একজন লোকের কাছে তার নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের মত, যাদের তিনি ভালবাসেন এবং যাদের নিয়ে তিনি আনন্দ পান। তিনি তাঁর নিজের লোকদের কাছে আসলেন কথা বলার জন্য এবং তাদের রক্ষা করার জন্য, কারণ তারা তাঁর একান্তই নিজের। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন ইস্রায়েলের গৃহে হারানো মেষদের কাছে, কারণ ঐ মেষগুলো তাঁর নিজের ছিল। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) সেই অধিকাংশরা তাঁকে অগ্রাহ্য করল: তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলো না। তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাবে – তাঁর এই প্রত্যাশার কারণ আছে। তাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তাঁর জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য তাদের কত সুন্দর সুযোগ রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের স্বর্গীয় বাক্য রয়েছে, যা কখন এবং কোথায় তাঁকে প্রত্যাশা করা যাবে এবং কোন বংশ থেকে তিনি উঠবেন তা পূর্ব থেকে বলে দেবে। তিনি স্বয়ং তাদের মধ্যে এসেছিলেন আশ্চর্য ঘটনার চিহ্নের সাথে এবং তাঁর নিজের মহত্ত্বের সাথে পরিচিত করাতে, অতএব যা পৃথিবীর তা তাদের বলার বিষয় নয়, পদ ১০। কিন্তু যারা তাঁর নিজের তারা তাঁকে চিনল না; তারা তাঁকে চিনে নিয়ে গ্রহণ করলো না, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করলো না। তারা খ্রীষ্ট রূপে তাঁকে স্বাগত জানালো না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিল। প্রধান পুরোহিতদের বিষয়ে তাঁর নিজের নির্দিষ্ট নীতি ছিল, দুষ্ট নেতারা এই ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল। এটি খুবই অন্যায় হয়েছিল, কারণ তারা ছিল তাঁর নিজের লোক, তাই তিনি তাদের কাছ থেকে সম্মান পেতে পারতেন। অপরদিকে এটি ছিল খুবই নির্দয়তা এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচয়, কারণ তিনি এসেছিলেন তাদের খুঁজতে এবং পরিত্রাণ দিতে; আর এইভাবে তিনি তাদের কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্য করুন, অনেকে আছে যাদের কাছে খ্রীষ্ট নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তথাপি তারা তাঁকে গ্রহণ করে নি, তাদের পাপের ভাগ তাঁকে দেয় নি এবং খ্রীষ্টকে তাদের উপরে রাজত্ব করতে দেন নি।

(২) তথাপি কিছু সংখ্যক অবশিষ্ট লোক রয়েছে যারা তাঁর নিজের এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত। যদিও তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নি, তথাপি কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করলো (পদ ১২): "কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন।" যদিও ইস্রায়েলের লোকেরা একত্রিত হয় নি, তথাপি খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। যদিও ঐ জাতির কিছু অংশ আছে যারা নাস্তিকতার মধ্য থেকে জীবন হারাচ্ছে, তথাপি তাদের মধ্যে অনেকেই আবেগপূর্ণ হয়ে খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং আরও অনেক লোক আছে যারা এই দলের নয়। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানদের বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য: তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর নামে তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে; শেষোক্ত বিষয় পূর্বোক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, প্রকৃতপক্ষে একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করতে হবে। এটি সুসমাচার সমর্থিত বিষয় এবং তাঁর কাজ সম্বন্ধে সুসমাচারের প্রচারের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। তাঁর নাম হল ঈশ্বরের বাক্য, বাদশাহের রাজা, আমাদের ধার্মিকতার প্রভু, পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট। আমরা তাঁর নামে বিশ্বাস করলে এটিই স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, তিনি কত না মহান নামের উত্তরাধিকারী, যা তাঁকে আগে থেকেই প্রদান করা হয়েছে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করার অর্থ হল ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করা। আমরা অবশ্যই সেই শিক্ষা গ্রহণ করব, যা সত্য এবং উত্তম। আমরা তাঁর নিয়ম গ্রহণ করব, যা দয়াপূর্ণ এবং উপকারী এবং আমরা অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহের ভাবমূর্তি এবং

ভালবাসার মুদ্রাঙ্ক গ্রহণ করব, যা আমাদের প্রভাব এবং কার্যের পরিচালনাকারীর নীতি।

[২] প্রকৃত খ্রীষ্টানের মর্যাদা এবং সুযোগ প্রাপ্তি দু'টি ভাগে বিভক্ত:-

*প্রথমত*, গ্রহণ করার সুযোগ। এই সুযোগ তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে নিয়ে যায়, তিনি তাদের ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার দেন। তাছাড়া অধিকারে থাকার সুযোগ কেবলমাত্র যিহূদীদের (ইস্রায়েল আমার পুত্র – আমার প্রথমজাত); কিন্তু এখন খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে পরজাতিরাও ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে (গালাতীয় ৩:২৬)। তাদের রয়েছে ক্ষমতা, *এক্সোউসিয়ান* (*exousian*) – কর্তৃত্ব; কেউ স্বয়ং এই ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু সে-ই পারে যে সুসমাচার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের তিনি সঠিক বিষয় প্রদান করেছেন, তিনি তাদের এই সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় দিয়েছেন। এই ক্ষমতা সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তির রয়েছে। লক্ষ্য করুন:

১. প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টানের জন্য ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার একটি অপূর্ব সুযোগ এটি। জাগতিক সন্তানেরা প্রকৃতিগতভাবে ক্রোধের সন্তান। যদি তারা ঈশ্বরের সন্তান হন তাহলে তারা *ফিয়ান্ট, নন ন্যাসকিউন্টার খ্রিস্টিয়ানি* (*Fiunt, non nascuntur Christiani*) – কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টান হয়ে জন্ম নেয় না, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা খ্রীষ্টান হয় – এ কথা বলেছেন টার্টুলিয়ান। দেখুন, কত না উত্তম এই ভালবাসা! (১ যোহন ৩:১)। তিনি তাদের তাঁর সন্তান বলে ডেকেছেন, তারা তাঁকে পিতা বলে ডাকে। সন্তানের সব সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার তারা পেয়েছে, এ সবই তাদের পথ এবং এ সবই তাদের গৃহ।

২. সম্পূর্ণরূপে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার সুযোগ, তিনি তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছেন যেন তারা তাঁর নামে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে। ঈশ্বর তাঁর পিতা এবং এইভাবে তিনি আমাদেরও পিতা। আমাদের নৈতিক উৎকর্ষ তাঁকে সমর্থন করে এবং তাঁর সাথে যুক্ত করে, যেন আমাদের পিতা হিসেবে ঈশ্বরের সাথে আমরা সম্পর্কযুক্ত হতে পারি। পূর্বনির্ধারিত উপায়ে আমরা খ্রীষ্টের দত্তক হয়েছি। তাঁর কাছ থেকে আমরা চরিত্র এবং আত্মা উভয়ই গ্রহণ করেছি এবং তিনি অনেক ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রথমজাত। ঈশ্বরের পুত্র মনুষ্যপুত্র হলেন, যেন মানুষের পুত্র ও কন্যারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হতে পারে।

*দ্বিতীয়ত*, পুনর্জন্ম হওয়ার সুযোগ (পদ ১৩): যারা জন্ম নিয়েছে। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক ঈশ্বরের সন্তান নতুন জন্ম লাভ করেছে, প্রত্যেক দত্তক পুত্র-কন্যা পুনর্জাত হয়েছে। প্রকৃত পরিবর্তনের ফলে একজন মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবে। যে কোন স্থানে ঈশ্বর সন্তানের সম্মান দান করলে তিনি সন্তানদের স্বভাব এবং প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। মানুষ যখন দত্তক হয়, তখন সে এটি করতে পারে না। এখন আমাদের কাছে নতুন জন্মের প্রকৃত বিবরণ আছে।

১. নেতিবাচকভাবে:

(১) এটি স্বাভাবিক বংশগতভাবে পিতামাতার জন্ম থেকে হয় নি। রক্ত দ্বারাও নয়, মাংসের ইচ্ছা থেকেও নয়, দূষিত বীজ থেকেও নয় (১ পিতর ১:২৩)। মানুষকে বলা হয় রক্ত-মাংসের সত্তা, কারণ এটিই তার প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু আমাদের জাগতিক পিতা-মাতার সন্তানের মত আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি না। লক্ষ্য করুন, যেভাবে পাপ করে

সেইভাবে অনুগ্রহ মানুষের রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয় না। মানুষ নিজের সাদৃশ্যে পাপে পূর্ণ সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে (আদিপুস্তক ৫:৩), কিন্তু মানুষ পবিত্র এবং নতুন জীবনের সাদৃশ্যে পুত্র জন্ম দিতে পারবে না। যিহূদীরা তাদের বংশ পরিচয় এবং তাদের ধমনীতে যে অ-ভজাত রক্ত বইছে এ জন্য গর্ববোধ করে: "আমরা অব্রাহামের সন্তান;" আর তাই তাদের বংশ দত্তক নেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের জন্ম ঐ রক্তে। কিন্তু নতুন নিয়মে এরূপ কোন প্রাকৃতিক সম্পর্কের মধ্যে দত্তক গ্রহণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(২) আমাদের নিজের ইচ্ছায় প্রাকৃতিক শক্তির মধ্য দিয়ে এটি উৎপন্ন হয় নি। এটি নৈতিক সঙ্কল্পের সুবিধা ভোগ করে, যা উত্তম। তাই স্বর্গীয় জীবনের নীতি আমাদের নিজেদের তৈরি নয়, এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা তাঁর হওয়ার জন্য ইচ্ছুক হতে আমাদের প্রস্তুত করে। মানবীয় নীতি এবং পুঁথিগত বিদ্যা ধার্মিকতায় জয়ী হতে এবং আত্মার নবজীবন দান করতে পারে না, যদি তাই হত তাহলে নতুন জীবন মানুষের ইচ্ছাক্রমেই হত। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নতুন জন্ম হল ঈশ্বরের বাক্যের কারণে (১ পিতর ১:২৩) এবং মহান ও একমাত্র স্রষ্টা ঈশ্বরের আত্মার কারণে। প্রকৃত বিশ্বাসীগণ ঈশ্বর থেকে জন্মপ্রাপ্ত হয়েছেন (১ যোহন ৩:৯; ৫:১)। তাদের দত্তক হওয়া আবশ্যক, যদি আমাদের ঈশ্বরের সামান্যতম সাদৃশ্য না থাকে তাহলে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রত্যাশা করতে পারব না। যদি আমরা পুনর্জন্মের ক্ষমতার অধীনে না থাকি, তাহলে আমরা দত্তক হওয়ার জন্য দাবী জানাতে পারবো না।

৪. বাক্য মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, পদ ১৪। খ্রীষ্টের মানব দেহে জন্মের এই প্রকাশটি পূর্বের চেয়েও পরিষ্কার। তাঁর স্বর্গীয় সত্তার দ্বারা তিনি সব সময় পৃথিবীতে অবস্থিতি করছেন এবং তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে নিজে এই পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর তিনি আগে প্রেরিত হলেন, অন্য এক ধারায় তিনি নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন (গালাতীয় ৪:৪)। ইয়োব ভাববাদীর বিশ্বাস এবং আশা অনুযায়ী ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হলেন ও প্রকাশিত হলেন। *তথাপি আমি জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখতে পাব* (ইয়োব ১৯:২৬)। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) খ্রীষ্ট তাঁর মানব প্রকৃতিকে আবৃত করে রেখেছিলেন এবং দু'ভাবে তা প্রকাশ করেছেন।

[১] বাক্য মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। যে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, সন্তান হিসেবে সে দেহ এবং রক্তের অংশী হয়েছে। এছাড়া অনুরূপভাবে সে নিজে একই কাজে অংশী হয় (ইব্রীয় ২:১৪)। সোসিনিয়ানরা এই বিষয়ে একমত যে, খ্রীষ্ট একইসাথে ঈশ্বর এবং মানুষ; কিন্তু তারা বলে যে, তিনি হলেন মানুষ এবং মোশির মতই ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ (যাত্রা ৭:১)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন এখানে স্পষ্টভাবে বিপরীত কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে, *থিওস এন* (*Theos en*) – তিনি ঈশ্বর। কিন্তু *সারনেগনিটো* (*sarxegeneto*) – তিনি মানুষের রূপ ধারণ করলেন। এই ইঙ্গিতটি কেবল এমন নয় যে তিনি বাস্তব এবং সত্যিকারভাবে মানুষ, কিন্তু তিনি কৃচ্ছতা এবং ক্লেশকে মানবীয় স্বভাবের অধীন করেছেন। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, মানুষের সামান্য অংশ হলেন। দেহ প্রকাশ করে মানুষ দুর্বল, আর তিনি দুর্বল অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন (২ করিন্থীয় ১৩:৪)। দেহ প্রকাশ করে যে, মানুষ মরণশীল এবং মৃত্যুর অধীন (গীতসংহিতা ৭৮:৩৯) এবং তিনি দেহে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (১ পিতর ৩:১৮)। কেবল তা নয়, দেহ প্রকাশ করে মানুষ পাপে আক্রান্ত

(আদিপুস্তক ৬:৩) এবং খ্রীষ্ট যদিও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং নির্দোষ ছিলেন তথাপি তিনি পাপ দেহের সাদৃশ্যে প্রকাশিত হয়েছিলেন (রোমীয় ৮:৩) এবং আমাদের জন্য তিনি পাপস্বরূপ হলেন (২ করিন্থীয় ৫:২১)। যখন আদম পাপে পতিত হলেন তখন ঈশ্বর তাকে বললেন, *মাটি থেকে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে*। কেবলমাত্র মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে বলে নয়, কিন্তু পাপের কারণে তিনি মাটিতে গমন করেছেন এবং দেহের মধ্য দিয়ে পাপ বাতিল করে দিয়েছেন (রোমীয় ৮:৩)। মুক্তিদাতার ভালবাসা আরও বিস্ময়কর, যিনি আমাদের ক্রয় করেছেন এবং পরিত্রাণ দিয়েছেন। তিনি মানুষ ছিলেন এবং ঘাসের মত ক্ষয়শীল ছিলেন, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য, যিনি দেহ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি চিরকাল স্থির, তিনি যখন মানব হলেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য না হওয়ার জন্য বিরত হলেন।

[২] এই নিম্ন পৃথিবীতে তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছেন। মানুষের স্বভাবকে নিজের সম্পত্তির মত করে গ্রহণ করলেন। অন্য মানুষের স্থানে এবং অবস্থায় তিনি নিজেকে অর্পণ করলেন। বাক্য মানব হলেন এবং স্বর্গদূতদের মধ্যে বাস করলেন, কিন্তু আমাদের একই ছাঁচের দেহ তিনি গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে তিনি আসলেন এবং আমাদের সঙ্গে একই পৃথিবীতে বাস করলেন, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করলেন। আমরা পৃথিবীর কীট, আমাদের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই; আমাদের দ্বারা তিনি কিছুই প্রাপ্ত হন না। আমরা দুষ্টতাপূর্ণ ও নীতিভ্রষ্ট এবং ঈশ্বরের বিরোধী। ঈশ্বর আসলেন, এমন কি তিনি বিদ্রোহীদের মধ্যে বাস করলেন (গীতসংহিতা ৬৮:১৮)। তিনি স্বর্গদূতদের মধ্যে বাস করলেন, যারা অভিজাত এবং চমৎকার সত্তার অধিকারী। আমাদের পাপীদের মাঝে এসে যে বাস করলো সে হচ্ছে সাপের বংশধর, এটি কেদর এবং মেসায় দায়ূদের আঘাতজনিত স্ফীতি অথবা যিহিস্কেলের বৃশ্চিকের মধ্যে বাস করা অথবা পর্গাম মণ্ডলীর শয়তানের আসনের মধ্যে বাস করার চেয়েও অধিকতর মন্দ। যখন আমরা উপরের পৃথিবীর দিকে তাকাই ও আত্মার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা দেখি, কত না হীন এবং ঘৃণ্য কাজ করেছে এই মাংস, দেহ, এই অবয়ব! কিন্তু অনন্ত বাক্য যে দেহ নির্মাণ করে তা পোশাক পরিহিত দেহ, যেমন আমরা পরিধান করেছি এবং এই পৃথিবীতে বাস করে, যেমন আমরা বাস করছি। উভয়ই এটি তাদের সম্মানিত করে এবং আমাদের মাংসিক দেহকে মেনে চলার ইচ্ছা সৃষ্টি করে যখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের কিছু করার থাকে। যে কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছেন তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই মন্দ পৃথিবীতে বাস করেছেন (পদ ১৭:৪)। তিনি যিহূদীদের মধ্যে বাস করে নিয়ম-কানুনের বাণী পূর্ণ করেছেন: "সে শেমের তাঁবুতে বাস করুক" (আদিপুস্তক ৯:২৭; সখরিয় ২:১০)। যদিও যিহূদীরা তাঁর প্রতি নির্দয় হয়েছিল তথাপি তিনি তাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করেছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছেন। তিনি এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী মানুষের মত রাতে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করতে আসেন নি। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন বসবাসের জন্য আমাদের মধ্যে এসেছেন। মূল শব্দটি এখানে লক্ষ্যণীয়: *এসকিনোসেন এন হিমিন* (*eskenosen en hemin*) – তিনি আমাদের মধ্যে বাস করলেন, তিনি আবাস-তাঁবুর মত স্থানে বাস করলেন।

*প্রথমত*, মেষপালকদের তাঁবুর মধ্যে বাস করার মত তিনি এখানে কষ্টপূর্ণ অবস্থায় বাস করেছেন। প্রাসাদের মত স্থানে তিনি আমাদের সাথে বাস করেন নি, বরং তাঁবুর মধ্যে বসবাস করেছেন। তাঁর মাথা রাখার জন্য কোন জায়গা ছিল না, কারণ তিনি সব সময়

পরিভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, এখানে তাঁর রাজ্য হল সাময়িক রাজ্য। তিনি প্রথম থেকে দীর্ঘ সময় ধরে শয়তানের সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর এখন তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র হল মানুষ, তাঁর আদর্শ এবং নিয়মে সুসজ্জিত হয়ে এবং তাঁবু স্থাপন করে যুদ্ধ চালাবার জন্য।

*তৃতীয়ত*, চিরকাল তিনি অবস্থান করবেন না। তিনি এখানে তাঁবুর মধ্যে বাস করছেন, কিন্তু গৃহে নয়। গোষ্ঠীপতি তাঁবুতে বসবাস করার মাধ্যমে ব্যক্ত করে যে, তারা এই পৃথিবীতে আগন্তুক এবং পরিভ্রমণকারী এবং তারা অধিকতর ভালো দেশ খুঁজছে। খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করে এই রূপ ধারণ করেছেন (ইব্রীয় ১৩:১৩,১৪)।

*চতুর্থত*, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর মোশির তাঁবুর মধ্যে বসবাস করেছেন, কারূবীর মধ্যস্থিত *সকিনার* (*shechinah*) মধ্যে, এভাবে এখন তিনি খ্রীষ্টের মানবীয় স্বভাবের মধ্যে বাস করছেন। যা এখনকার আসল সকিনা, ঈশ্বরের উপস্থিতির বিশেষ প্রতীক। খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত সম্ভাষণ প্রস্তুত করি এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা স্বর্গীয় দৈববাণী গ্রহণ করি।

(২) তাঁর স্বর্গীয় গৌরবের কিরণ, যা তাঁর মানবদেহের অবগুণ্ঠন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে: পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। সূর্যগ্রহণ কিংবা মেঘলা আকাশ হলেও সূর্য এখন সমস্ত আলোর উৎস। তেমনি খ্রীষ্ট তাঁর পিতার মহিমায় এখন উজ্জ্বল হয়ে আছেন, এমন কি এই নিম্ন পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে বাস করার সময়েও। আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখে যিহূদীরা তাঁর সম্পর্কে কত যৎসামান্য চিন্তাই না করেছে। লক্ষ্য করুন:

[১] কারা এই গৌরবের সাক্ষী: "আমরা, তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীগণ, তাঁর সাথে অত্যন্ত অবাধে এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলাপ করেছি, তাঁর সাথে আমরা বসবাস করছি।" অন্য লোকেরা তাদের দুর্বলতা খুব ঘনিষ্টজনের সাথে মিশে আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে যতটা পারে ততটা নয়। যারা তাঁর খুব ঘনিষ্ট তারা তাঁর মহা গৌরব দেখতে পায়। এর মাধ্যমে শিষ্যরা খ্রীষ্টের শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারে। আর ঐ সময় অন্যরা এই গোপন কথা জানতে পারে উপদেশমূলক ছোট ছোট গল্পের বা উপমা বা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। এভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে শিষ্যরা তাঁর স্বর্গীয় গৌরব দেখতে পায়, আর অন্যরা তখন কেবলমাত্র তাঁর মানবীয় স্বভাব দেখতে পেয়েছে। তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জগতের অন্যান্যদের কাছে তা প্রকাশ করেন নি। ঐ উপযুক্ত বারোজন শিষ্য হলেন সমস্ত সাক্ষ্যের নির্ণায়ক, অতি সাধারণ এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ এবং যে কোন বিষয় ষড়যন্ত্র করা থেকে তাঁরা দূরে থাকতেন।

[২] এই বিষয়ে তাঁদের সাক্ষ্য-প্রমাণ কি: "আমরা তা দেখেছি।" বাক্য প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী সত্যের অর্থ প্রকাশ করে, এটি তাঁদের পর্যবেক্ষণ তৈরি করার সুযোগ প্রদান করে। সুসমাচার রচয়িতা যোহন স্বয়ং এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন: *যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, স্বচক্ষে দেখেছি, নিরীক্ষণ করেছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করেছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখছি* (১ যোহন ১:১)।

[৩] কেমন মহিমা ছিল: পিতার একজাত পুত্রের মত মহিমা। বাক্যের মহিমা সৃষ্ট মানব দেহের এমন মহিমা যে, তা ঈশ্বরের একজাত পুত্রে পরিণত করেছে এবং অন্য কোন মহিমা তা করে নি। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যীশু খ্রীষ্ট পিতার একজাত পুত্র, ঈশ্বরের দত্তক পুত্রের বিশেষ আনুকূল্যে এবং নবজন্মের বিশেষ অনুগ্রহে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে পরিগণিত হন। তারা মানবীয় স্বভাবের মধ্যে রয়েছে – *হোমোইয়োসিয়োই* (*homoiousioi*) এবং একই সাথে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি রয়েছে (২ পিতর ১:৪)। কিন্তু খ্রীষ্ট হচ্ছেন হোমোউসিওস (*homousios*) – একই স্বভাবের এবং এটি তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রতিমূর্তি প্রকাশ করে। স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু তিনি তাদের কাউকে এ কথা বলেন নি যে, "আজই আমি তোমার পিতা হলাম" (ইব্রীয় ১:৫)।

*দ্বিতীয়ত*, যখন তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন তখন তাঁর যে মহিমা দৃষ্ট হয়েছিল তার মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিলেন যে – তিনি ঈশ্বরের পুত্র, একমাত্র পুত্র। তথাপি অনুগ্রহের বিচারে তাঁর অবস্থান হল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে চতুর্থ, ঈশ্বরের পুত্রের মত। তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র, এটির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শুদ্ধতা, সদাশয়তা এবং পরোপকারিতার মধ্যে, উপরন্তু তাঁর সমগ্র কথোকথনের মধ্যে। ঈশ্বরের ধার্মিকতা হল তাঁর মহিমা এবং তিনি উত্তম কাজ করে গেছেন। ঈশ্বরের দ্বারা রূপায়িত হয়ে তিনি কথা বলেছেন, কাজ করেছেন এবং সব কিছু করেছেন।

সম্ভবত সুসমাচার রচয়িতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্যোতিনী চেহারা লাভ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কোন বিষয় বলতে চেয়েছেন, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি নিজে (২ পিতর ১:১৭-১৮)। ঈশ্বর তাঁকে তাঁর প্রিয় পুত্র বলে ডেকেছেন, যাঁর উপর তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। পিতার একজাত হিসেবে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের খুব ঘনিষ্ট। তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এটি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পূর্ণ অনুগ্রহ এবং সত্যে মানুষের মধ্যে বাস করেছিলেন। আবাস-তাঁবুর মধ্যে ঈশ্বরের যে বিধান অবস্থিতি করছিলেন তিনি ছিলেন অনুগ্রহপূর্ণ, তাঁর মধ্যে ছিল আদর্শ, তা ছিল সত্য। পতিত মানুষকে উঠিয়ে দাঁড় করানোর জন্য দু'টি মহৎ বিষয় প্রয়োজন ছিল এবং এটি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং সম্মানকে যথাযথভাবে প্রমাণ করে।

*প্রথমত*, তাঁর নিজের কারণে তিনি ছিলেন অনুগ্রহ এবং সত্যে পরিপূর্ণ; তাঁর তেজস্বিতা ছিল সীমাহীন। তিনি ছিলেন অনুগ্রহে পূর্ণ, তাঁর পিতার কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। আর তাই আমাদের মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি ছিলেন যোগ্য। এছাড়া তিনি ছিলেন সত্যে পূর্ণ; যা তাঁর প্রকাশ করা দায়িত্ব ছিল তা তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছেন। আর তাই আমাদের শিক্ষা দান করার জন্য তিনি উপযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের জন্য তাঁর রয়েছে অনুগ্রহ এবং সত্যের পরিপূর্ণতা, যা তিনি গ্রহণ করেছেন তা প্রদান করেছেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রতিও খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এটাই হল বৈধ আদর্শের সত্য।

# যোহন ১:১৫-১৮ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখি:

ক. বাপ্তিস্মদাতা যোহন আমাদের কাছে যীশু সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করতে আরম্ভ করেছেন, পদ ১৫। তিনি বলেছিলেন যে, (পদ ৮) তিনি এসেছেন সাক্ষ্য দিতে; এখন এখানে তিনি আমাদের বলছেন যে, তিনি সেই অনুসারে সাক্ষ্য বহন করছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কিভাবে তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন: তিনি তাঁর উক্তি অনুসারে জোর গলায় বলছেন যে, তিনি হলেন একজনের চিৎকার করা কণ্ঠস্বর। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীরা লোকদেরকে তাদের পাপ দেখানোর জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার করতেন। এই নতুন নিয়মে ভাববাদীরা লোকদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে চিৎকার করেন তাদের পরিত্রাণকর্তাকে দেখানোর জন্য। এখানে আমরা দেখি:

(১) এটি উন্মুক্ত জনসাধারণের কাছে সাক্ষ্য, এটি ঘোষণা করা হয়েছে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আচার ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সকলে যেন এই বিষয়ে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে। ভ্রান্ত শিক্ষকরা গোপনে লোকদের বিপথে নিয়ে যায়, কিন্তু প্রজ্ঞা তার শিক্ষা প্রকাশ করে গণসমাগমের প্রধান স্থানে।

(২) এই সাক্ষ্য প্রদান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত স্বাধীন এবং আন্তরিক ছিলেন। তিনি জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন যেন যা তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তার মাধ্যমে যেন যে কোন ব্যক্তি সত্য সম্পর্কে উত্তম রূপে নিশ্চিত হতে পারে এবং তা যেন তার জীবনে উত্তম রূপে কার্যকারী হতে পারে। খ্রীষ্টের আগমনের আনন্দে তিনি মাতৃগর্ভে নেচে উঠেছিলেন। নতুন গর্ভধারণের ফলে মনের উল্লাস প্রকাশের মত খ্রীষ্টের জনসমক্ষে আবির্ভূত হওয়ার জন্য তিনি এখনই তাঁকে স্বাগতম জানালেন।

২. তাঁর সাক্ষ্য কি ছিল: যোহন তাঁর প্রচার কাজের শুরুতে আবেদন করে বলেছিলেন যে, তাঁর পিছনে তাদের প্রত্যাশার মানুষটি আসছেন। তিনি তাঁর বার্তাবাহক ছিলেন; লোকদের তাঁর দিকে চালিত করা এবং তাদের প্রস্তুত করা ব্যতিত অন্য কোন কিছু তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। প্রথম থেকে তিনি এই বিষয়ে জ্ঞাত করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন, একজন প্রচারকর প্রচার কাজের জন্য সৎ নীতি এবং আন্তরিক পরিকল্পনার জন্য সাধুতার সাক্ষ্যদান তার জন্য কতটা স্বস্তিকর। যাকে তিনি পরে বাপ্তিস্ম দিয়েছেন, সেই খ্রীষ্ট সম্পর্কে তিনি আবেদন করেছিলেন এবং সে সময় তিনি এই অসাধারণ স্বীকারোক্তি করেছেন: *ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছি*। যোহন তাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন এবং তাদের ত্যাগ করে তাঁকে খুঁজতে অন্যত্র যাবেন। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের সব ভাববাদীকে অতিক্রম করে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছি, যিনি আমার পশ্চাৎ আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। কারণ তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পেয়েছি; কারণ ব্যবস্থা মোশির মধ্য দিয়ে দত্ত হয়েছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নি; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।" এখন তিনি এখানে কি বলছেন?

(১) তিনি খ্রীষ্টকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন: "তিনি আমার পরে আসছেন। তিনি তাঁর জন্ম এবং জনসমক্ষে আবির্ভূত হওয়ার সময়, আমার পূর্বে গুরুত্ব লাভ করেছেন, তিনি আমার প্রচার কার্যকে সার্থক করেছেন। তিনি আরও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাঁর শিষ্য হিসেবে তৈরি করেছেন।" এই বিবরণ একজন রাজপুত্র অথবা অভিজাত ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করার জন্য একজন অগ্রদূত কিংবা পথ প্রদর্শকের মত করে প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্ট, যাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকা হয় (লূক ১:৩২), তিনি যোহনের পূর্বেই উপস্থাপিত ছিলেন, যোহনকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের ভাববাদী হিসেবে বলা হয়েছে (লূক ১:৭৬)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নতুন নিয়মের একজন প্রচারক ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন নতুন নিয়ম অর্থাৎ নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী। লক্ষ্য করুন, যদিও যোহন একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর নাম ও প্রভাব মহান ছিল, তথাপি তিনি তাঁকেই যোগ্য সম্মান প্রদান করেছেন, যিনি ছিলেন এর একমাত্র অধিকারী। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সকল বার্তাবাহকের অবশ্যই তাঁকে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদের সামনে থাকবে স্বয়ং তাঁর স্বার্থ। লোকেরা মন্দ পরিকল্পনা করে নিজের স্বার্থে ব্যস্ত থাকার জন্য, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য নয় (ফিলিপীয় ২:২১)। *তিনি আমার পরে আসবেন, কিন্তু আমার আগে তিনি গুরুত্ব পেয়েছেন*। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত দান বিতরণ করে থাকেন এবং অনেক সময় তা হস্তান্তরিত হয়; যেমন যাকোবের ক্ষেত্রে হয়েছিল, জ্যেষ্ঠের আগে কনিষ্ঠ প্রাধান্য পেয়েছিল। খ্রীষ্টের সামনে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে পৌল নিজেকে অর্পণ করেছিলেন।

(২) তিনি এর একটি যথার্থ কারণ উল্লেখ করেছেন: "তিনি এসেছেন আমার আগে থাকার জন্য, *প্রটোস মউ এন* (*protos mou en*) – তিনি আমার অগ্রে ছিলেন অথবা আমার অগ্রে আছেন, তিনি আমার স্রষ্টা ও আমার আদর্শ; প্রথমে একমাত্র ঈশ্বরের নাম (যিশাইয় ৪৪:৬)। তিনি আমার পূর্বে ছিলেন":-

[১] বয়োজ্যেষ্ঠতার দিক থেকে: "যেমন অব্রাহামের পূর্বে ছিলেন (যোহন ৮:৫৮); কেবল তাই নয়, তিনি সব কিছুর আগে ছিলেন (কলসীয় ১:১৭)। আমি গতকাল মাত্র এসেছি, কিন্তু তিনি অনন্তকাল ধরে আছেন।" বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আবির্ভাবের মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছিলেন (মথি ৩:১), কিন্তু আমাদের প্রভু যীশুর সূচনা অতি প্রাচীন কাল থেকে, অনন্ত কাল থেকে (মীখা ৫:২)। এটি প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টের দু'টি প্রকৃতি রয়েছে। খ্রীষ্ট মানব রূপে যোহনের পরে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বর রূপে তাঁর পূর্বে ছিলেন। অন্যথায় তিনি কিভাবে অনন্ত অস্তিত্ব দ্বারা যোহনের পূর্বে থাকতে পারতেন?

[২] শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে: "তিনি আমার রাজপুত্র। তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর উদ্দেশে এবং কাজের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁর পরিচর্যাকারী এবং বার্তাবাহক।"

২. এই পর্যায়ে এসে সুসমাচার রচয়িতা যোহন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাক্ষ্য না টেনে নিজেই যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলেন, পদ ১৯। এই অধ্যায়ের ১৬ পদের সাথে ১৪ পদের একটি সংযোগ রয়েছে। এখানে অনন্ত বাক্যকে বলা হয়েছে অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। তিনি এখানে এই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন যে, কেবল আমাদের আরাধনা নয় কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রয়োজন, কারণ তাঁর ঐ পূর্ণতা থেকে আমরা সব কিছু পেয়ে

থাকি। তিনি মানুষের জন্য দান গ্রহণ করেছেন (গীতসংহিতা ৬৮:১৮), যেন তিনি মানুষকে দান দিতে পারেন (ইফিষীয় ৪:৮)। তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন, যেন তিনি সর্বেসর্বা ও পরিপূর্ণ হতে পারেন (ইফিষীয় ১:২৩), সেই সাথে পরিপূর্ণ করতে পারেন আমাদের ধনভাণ্ডার (হিতোপদেশ ৮:২১)। তাঁর রয়েছে পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের উৎস, যার সবই আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা সবাই প্রেরিত, এই রূপে আমরা সামান্য। আমরা তাঁর সেবার দান গ্রহণ করেছি, তা হল অনুগ্রহ এবং সত্যের জন্য যোগ্যতা। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী খ্রীষ্টের পূর্ণতা থেকে দান গ্রহণ করে থাকেন; শ্রেষ্ঠ এবং মহান সাধুরাও তাঁকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না, নিকৃষ্ট এবং দুর্বলরাও তাঁর দ্বারা বেঁচে থাকতে পারে। আমরা কি অমূল্য দান গ্রহণ করেছি আসুন আমরা তা দেখি:

১. আমরা আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য অনুগ্রহ গ্রহণ করেছি। খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের সব কিছু গ্রহণ করাটা এই একটি শব্দের মধ্যে সন্নিহিত হয়েছে, তা হল অনুগ্রহ। আমরা গ্রহণ করেছি অনুগ্রহ, যা এমন এক মহা দান, এমন মূল্যবান, এমনই অমূল্য। অনুগ্রহ থেকে আমরা কোন কিছু কম গ্রহণ করি নি, এমন একটি দানের কথা এখানে জোর গলায় বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(১) অনুগ্রহ গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল অনুগ্রহ; আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এবং আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল কাজ। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা মঙ্গল কাজ সাধন করে এবং তাঁর মঙ্গল কাজ তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার আরও নিদর্শনের জন্য আমাদের যোগ্য করে। জলাধার যেমন করে ঝর্ণার প্রাচুর্যতা থেকে জল গ্রহণ করে, শাখা যেমন করে শিকড়ের প্রাচুর্যতা থেকে রস গ্রহণ করে, আকাশ যেমন করে সূর্যের প্রাচুর্যতা থেকে আলো গ্রহণ করে, তেমন করে খ্রীষ্টের প্রাচুর্যতা থেকে আমরা অনুগ্রহ গ্রহণ করে থাকি।

(২) অনুগ্রহ গ্রহণের রীতি: অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ; *কারিন আন্তি করিটোস* (*Charin anti charitos*) – এই শব্দগুচ্ছটি খুবই অসাধারণ এবং অনুবাদক এর ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন, যা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অননুসন্ধেয় ঐশ্বর্যের প্রত্যেকটি উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

[১] এই অনুগ্রহের স্বাধীনতা: এই অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহের উদ্দেশ্য আরও গভীর। আমরা আমাদের ইচ্ছার বা আকাঙ্খার জন্য অনুগ্রহ গ্রহণ করি না (আমাদের তা জানতে হবে), বরং পিতার দৃষ্টিতে উত্তম বোধ হয়েছে বলেই আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। অনুগ্রহ অনুসারে এটি একটি দান (রোমীয় ১২:৬)। যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উদ্দেশ্যের কারণে আমাদের অনুগ্রহ করা হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট। আর এই কারণে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিও তিনি সন্তুষ্ট (ইফিষীয় ১:৬)।

[২] এই অনুগ্রহের প্রাচুর্যতা: অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ হল অনুগ্রহের প্রাচুর্য, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ। একজনের অনুগ্রহ অন্যের উপর বর্তিত হয় (ইয়োব ২:৪)। এই অনুগ্রহ প্রবাহমান, এটি গ্রহণ করার জন্য কোন স্থান সঙ্কুলান হবে না। এটি এমন এক প্রাচুর্য যা ঈশ্বরের প্রাচুর্য বলে অভিহিত করা হয়, যার দ্বারা আমরা পরিপূর্ণ হই। খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মধ্যে আমরা বিস্তার লাভ করতে পারব না, যদি আমরা আমাদের নিজের বিস্তৃতি সঙ্কুচিত না করি।

[৩] এই অনুগ্রহের কার্যের উপযুক্ততা: অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ হল উন্নতি বিধানের জন্য অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহের অগ্রগতি। অনুগ্রহ আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হবে; প্রশংসনীয় অভ্যাসের জন্য প্রশংসনীয় কাজ। অনুগ্রহ অন্যদের মন্ত্রণা প্রদান করে – স্বেচ্ছায় সদয় রাজি হওয়ার জন্য সদয় কার্য সম্পাদন। অনুগ্রহ হল তালন্ত, যার মধ্য দিয়ে কার্য সম্পাদন করা যায়। প্রেরিতগণ অনুগ্রহ গ্রহণ করেছিলেন (রোমীয় ১:৫; ইফি ৩:৮), তারা সেটি হস্তান্তর করেছিলেন (১ পিতর ৪:১০)।

[৪] নতুন নিয়মের অনুগ্রহের পরিপূরক হিসেবে পুরাতন নিয়মের স্থান গ্রহণ: এই ধারণা নিশ্চিত হয়েছে (পদ ১৭); পুরাতন নিয়মের অনুগ্রহের জন্য রয়েছে নমুনা, নতুন নিয়মে রয়েছে সেই অনুগ্রহের সত্য। পুরাতন নিয়মের অধীনে অনুগ্রহ ছিল, এরপর সুসমাচার তা প্রচার করে (গালাতীয় ৩:৮); কিন্তু এই অনুগ্রহ নতুন নিয়মে এসে স্থান পেয়েছে, এখানেই এই গৌরব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে (২ করিন্থীয় ৩:১০)। এখন অনুগ্রহের প্রকাশ আরও পরিষ্কার, অনুগ্রহের ব্যাপ্তি আরও বেশি সুদূর প্রসারী।

[৫] অনুগ্রহের বিস্তৃতি এবং বৃদ্ধির পূর্বাভাস: অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ হল একটি অনুগ্রহকে উন্নত করা, নিশ্চিত করা এবং চূড়ান্ত অনুগ্রহকে খাঁটি করা। আমরা স্বর্গীয় প্রতিমূর্তির মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছি; গৌরব থেকে গৌরব, গৌরবময় একটি ধাপ থেকে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। যাদের সত্যের অনুগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে আরও অনুগ্রহ (যাকোব ৪:৬)। যখন ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তিনি বললেন, *এর অংশ গ্রহণ কর*; তার জন্য তিনি এটি প্রদান করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

[৬] অনুগ্রহের সাদৃশ্য এবং উপযোগী অনুগ্রহকে ঈশ্বরভক্তদের মধ্যে প্রদানের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুগ্রহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আছে। অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ হল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য উপযুক্ত করা, যেমন করে কাজের জন্য কাজকে উপযুক্ত করার জন্য সীলগালার উপর মোহর দিয়ে ছাপ মারা হয়। যে অনুগ্রহ আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি তা একইভাবে আমাদের পরিবর্তন করে (২ করিন্থীয় ৩:৮), পুত্রের সাদৃশ্য (রোমীয় ৮:২৯) এবং স্বর্গের সাদৃশ্য (১ করিন্থীয় ১৫:৪৯)।

২. আমরা অনুগ্রহ এবং সত্য গ্রহণ করেছি, পদ ১৭। যোহন বলেছেন, খ্রীষ্ট অনুগ্রহ এবং সত্যে পূর্ণ, পদ ১৪। এখন এখানে তিনি বলেছেন, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অনুগ্রহ এবং সত্য আসে। খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা অনুগ্রহ গ্রহণ করে থাকি। এটি হল খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া বীণা, যা বাজিয়ে তিনি আনন্দিত হন; তিনি কখনো তা ছেড়ে চলে যান না। এই পদে অনুগ্রহ সম্পর্কে আরও দু'টি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা যায়:

(১) এটি মোশির নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে: মোশির মাধ্যমে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সম্পর্কে এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পর্কে একটি গৌরবময় সত্যের প্রকাশ ঘটানো। কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচার সুখ এবং দায়িত্ব উভয়ই আরও বেশি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে। মোশির মাধ্যমে যে আইন দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে আতঙ্কজনক এবং ভীতি প্রদর্শনমূলক এবং শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ। এটি এমন একটি আইন যা জীবন দিতে পারে না, এর দ্বারা ভীতি প্রদান করে সুপথে চালিত করা হয় (ইব্রীয় ১২:১৮)। কিন্তু যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে, তার রয়েছে

ভিন্ন প্রকৃতি; এর মধ্যে রয়েছে আইনের সমস্ত উপকারী প্রয়োগ, কিন্তু কোন আতঙ্ক নয়। বরং এখানে যা রয়েছে তা হল অনুগ্রহের জন্য; অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা প্রদান করে (তীত ২:১১), অনুগ্রহ রাজত্ব করে (রোমীয় ৫:২১)। এটি একটি আইন, তবে আরোগ্যকারী আইন। ভালবাসার কোমলতা হল সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য, আইনের আতঙ্ক এবং অভিশাপ নয়।

(২) এটি সত্যের সাথে যুক্ত: অনুগ্রহ এবং সত্য। বুদ্ধি দিয়ে আমরা সুসমাচারের মধ্যে মহা সত্য আবিষ্কার করে সাগ্রহে গ্রহণ করি এবং ইচ্ছা ও প্রভাব দ্বারা মহা অনুগ্রহকে সাগ্রহে গ্রহণ করি। এটি একটি বিশ্বস্ত বচন এবং সকল অর্থেই মহামূল্যবান; তা হল, এটি অনুগ্রহ ও সত্য। অনুগ্রহের দান হল অকপট। এই অনুগ্রহ এবং সত্য আইনে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যবস্থা মোশির মধ্য দিয়ে প্রদান করা হয়েছিল। কারণ হল:

[১] পুরাতন নিয়মের সমস্ত প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করা। পুরাতন নিয়মের আমরা কদাচিৎ দেখতে পাই যে, দয়া এবং সত্য একত্রে অবস্থান করছে। এটি হল প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দয়া, এভাবে এখানে দয়া এবং সত্য প্রতিজ্ঞা অনুসারে অনুগ্রহকে চিহ্নিত করে (লূক ১:৭২; ১ রাজা ৮:৫৬)।

[২] এটি পুরাতন নিয়মের সমস্ত আদর্শ এবং ছায়ার সারাংশ। অনুগ্রহের অংশ বিশেষ, উভয় অধ্যাদেশের মধ্যে যা ইস্রায়েলীয়দের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, যা ছিল তাদের প্রতি ঈশ্বরের যত্নের বিষয়, এটি ইস্রায়েলীয়দের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু আগমনের জন্য তারা ছিল কেবলমাত্র উত্তম বিষয়ের ছায়া, এমন কি অনুগ্রহ, যা যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায়। তিনি হলেন নিস্তার-পর্বের প্রকৃত মেষশাবক, প্রকৃত মুক্ত ছাগ, প্রকৃত মান্না। তাদের অনুগ্রহ ছবির মধ্যে আমাদের অনুগ্রহ ব্যক্তির মধ্যে, এটি হল অনুগ্রহ এবং সত্য। অনুগ্রহ এবং সত্য এসেছিল, *এগেনেটো* (*egeneto*) – সৃষ্টি করা হয়েছে; এই অধ্যায়েরই ৩ পদে এই শব্দটি খ্রীষ্টের সব কিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবস্থা ভিত্তিক আইন মোশির হাত ধরে আমাদের কাছে এসেছে, কিন্তু এই অনুগ্রহের অস্তিত্ব এবং সত্য এবং তাদের প্রকাশ যীশু খ্রীষ্টের অবদান। এটি তাঁর দ্বারা সৃষ্ট, যেভাবে প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাঁর দ্বারা অনুগ্রহ এবং সত্য সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

৩. অপর একটি বিষয় খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করি, তা হল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ (পদ ১৮)। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখে নি। তাঁর সঙ্গে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। এই অনুগ্রহ এবং সত্য খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এসেছিল, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁর সাথে এই অনুগ্রহ ও সত্য সংযুক্ত ছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) অন্য সব প্রকাশের অপ্রতুলতা: ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখে নি। এর অর্থ হচ্ছে:

[১] ঈশ্বরের প্রকৃতির অস্তিত্ব হল আত্মিক, তিনি দৈহিক চোখে অদৃশ্য। তিনি এমন এক অস্তিত্ব যাকে কোন মানুষ কোন দিন দেখে নি, দেখতে পায়ও না (১ তীমথিয় ৬:১৬)। অতএব আমাদের প্রয়োজন বিশ্বাসের দ্বারা জীবন যাপন করা, যার মাধ্যমে ঐ অদৃশ্য সত্তা আমরা দেখতে পাই (ইব্রীয় ১১:২৭)।

[২] এই প্রত্যাদেশ যা ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং

অসম্পূর্ণ। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখে নি; অর্থাৎ এখন যা দেখা যায় এবং জানা যায়, খ্রীষ্টের মানবদেহ ধারণের পূর্বে ঈশ্বর সম্পর্কে তার কিছুই জানা যায় নি এবং দেখা যায় নি। মানুষ আগে যে রকম ছিল তার তুলনায় এখন তাদের জীবন এবং নীতিহীন কাজকে আরও পরিষ্কার আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে।

[৩] পুরাতন নিয়মে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত এমন কোন যথার্থ যোগ্যতা সম্পন্ন ভাববাদী নেই যিনি মনুষ্য সন্তানদের মন জানতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারেন; কারণ তাদের মধ্যে কেউ কখনো ঈশ্বরকে দেখেন নি। মোশি সদাপ্রভুর প্রতিরূপ দেখেছেন (গণনা ১২:৮); কিন্তু সদাপ্রভু বলেছেন যে, তিনি তাঁর মুখ দেখতে পাবেন না (যাত্রা ৩৩:২০)। কিন্তু এটি আমাদের কাছে খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্মকে সুপারিশ করছে যে, এই ধর্ম যিনি স্থাপন করেছেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। অন্যরা যেভাবে জানে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানেন।

(২) লেখক এ থেকে সুসমাচারের সমস্ত পর্যাপ্ততা প্রমাণ করেছেন: তাঁর সঙ্গে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] এটি প্রকাশ করার জন্য তিনি কতটা যোগ্য এবং এর প্রতিটি পর্যায়ের জন্য যোগ্য। তিনি এবং একমাত্র তিনিই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং সীলমোহর খুলবার যোগ্য (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)। এর কারণ হচ্ছে–

*প্রথমত*, তিনি একমাত্র পুত্র; *কে পুত্রের মত এমন করে পিতার অন্তর জেনেছেন? পিতা ছাড়া পুত্রকে কে বেশি জানে?* (মথি ১১:২৭)। তাঁর স্বভাব পিতার স্বভাবের মত, যে কারণে যে তাঁকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে (যোহন ১৪:৯)। মনিব কি করেন দাস তা জানে না (যোহন ১৫:১৫)। মোশি একজন দাসের মত বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন পুত্রের মত।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্র। অনন্তকাল থেকে প্রিয়পাত্রের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। যখন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, এমন কি এখনও ঈশ্বরের কাছে তিনি পিতার প্রিয়পাত্র, স্বর্গে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সেখানে ফিরে গেলেন। পিতার প্রিয়পাত্র, তাঁর একান্ত আপন, যাঁর উপরে তিনি খুব সন্তুষ্ট, সব সময় পরম আনন্দদায়ক। ঈশ্বরের সমস্ত ভাববাদী তাঁর অধীনে, কিন্তু তাঁর পুত্র তাঁর প্রিয়পাত্র, একই স্বভাব এবং একই অস্তিত্ব, উচ্চ পর্যায়ের ভালবাসায় এক। তিনি গোপন পরামর্শের সময় অন্তরঙ্গ থাকেন। পিতা এবং পুত্রের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক আত্মপ্রসাদের মত পারস্পরিক আত্মজ্ঞান (মথি ১১:২৭)। তাঁর মত এমন যোগ্য কেউ নেই যে ঈশ্বরকে জানে, কারণ তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে কেউ জানে না। আমাদের অত্যন্ত গোপন বিষয়গুলো আমরা যেমন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে লুকিয়ে বলি, তেমনি করে খ্রীষ্ট পিতার সাথে গোপনে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেন। শিক্ষার্থীর মত ভাববাদীরা যাঁর পায়ের কাছে বসে থাকেন, খ্রীষ্ট বন্ধুর মত তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছেন (ইফিষীয় ৩:১১)।

[২] এটি প্রকাশ করার জন্য তিনি কতটুকু স্বাধীন: তিনি প্রকাশিত হলেন। তাকে সৃষ্টি করা হয় নি। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, যাকে কখনোই কোন মানুষ দেখে নি এবং তাঁকে জানেও না। কেবল তাই নয়, যা ঈশ্বর গোপনে রেখেছেন (ইফিষীয় ৩:৯)

*এক্সেগেসাটো* (*exegesato*) – তা একটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, যা পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত; সাধারণ কিংবা সন্দেহপূর্ণ সংকেত দ্বারা নয়, কিন্তু সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিত্রাণের উপায় জানার জন্য এগিয়ে যেতে পারেন। এই হল অনুগ্রহ, এটিই সত্য, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এসেছে।

## যোহন ১:১৯-২৮ পদ

এখানে আমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে পরীক্ষা করার জন্য যিরূশালেম থেকে পাঠানো দূতদের কাছে তাঁর সাক্ষ্যের বিষয়ে দেখতে পাই। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কে তাদেরকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল?

১. তারা ছিল যিরূশালেমে বসবাসকারী যিহূদীরা, যারা মহাসভা অথবা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত এবং যিহূদী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী। ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তাদের জানা ছিল। তারা মনে করতো যে, তারাই হল যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সে সময় এমন ধারণা জন্মেছিল যে, তারা বুঝতে পেরেছিল খ্রীষ্টের আগমন ঘটেছে। তাই অবিলম্বে তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন হচ্ছেন খ্রীষ্টের অগ্রদূত এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা তাঁকে জেরা করার জন্য দূত পাঠালো। বৈষয়িক শিক্ষা, সম্মান এবং ক্ষমতা মানুষের মনকে স্বর্গীয় জ্যোতি গ্রহণ করার জন্য কিছুটা প্রভাবিত করে।

২. কাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল?

(১) কয়েকজন পুরোহিত এবং লেবীয়কে, সম্ভবত তারা মহাসভার সদস্য ছিল। এরা ছিল জ্ঞানী, গম্ভীর প্রকৃতির এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। হারোণের বংশধর হিসেবে যোহন স্বয়ং একজন পুরোহিত ছিলেন। তাই পুরোহিত ছাড়া অন্য কারও দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করা উপযুক্ত ছিল না। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি লেবীয়দের শুচি করবেন (মালাখি ৩:৩)। আর তাই তারা তাঁকে তাঁর শিক্ষার জন্য ঈর্ষা করত।

(২) তাদের মধ্যে ছিল ফরীশীরা, যারা অহঙ্কারী এবং আত্ম বিচারক। তারা মনে করতো যে, তাদের অনুতাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ অনুতাপ সম্পর্কে প্রচার করলে তা তাদের নিজেদের জন্য নয় বলে মনে করত।

খ. যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের কি কাজ ছিল? তাদের কাজ ছিল বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং তাঁর বাপ্তিস্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। তারা যোহনের জন্য তাদেরকে সেখানে পাঠান নি। কারণ, সম্ভবত তারা লোকদের ভয় করত, পাছে যোহন কোন বিষয়ে লোকদের জাগিয়ে তোলেন, অথবা তাঁর দ্বারা তারা কোন কিছু বা কারো সাথে পরিচিত হয় কি না। তারা চিন্তা করলো, তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা শ্রেয়। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করার পেছনে তাদের যুক্তি ছিল এই–

১. তাদের কৌতূহল নিরসন: যেমন করে পৌলের শিক্ষার তাৎপর্যের কারণে এথেন্সবাসী

তাঁর শিক্ষার অনুসন্ধান করেছিল (প্রেরিত ১৯:১৯,২০)। তারা এতই আত্ম-অহঙ্কারী ছিল যে, অনুতাপের এই শিক্ষা তাদের কাছে অদ্ভুত শিক্ষা বলে মনে হয়েছিল।

২. নিজেদের কর্তৃত্ব দেখানো: তারা ভাবল যে, তাদেরকে মহান ব্যক্তির মত মনে হচ্ছে, কারণ লোকেরা যাকে ভাববাদী হিসেবে গণ্য করে তাঁকে তারা জেরা করতে এসেছে এবং তাঁকে তাদের ধর্ম-শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে।

৩. তাঁকে দমন করার পরিকল্পনা: যদি তারা তাঁর মধ্যে কোন ভনিতা খুঁজে পায় তাহলে তারা তাঁকে তাঁর কাজে নিবৃত করবে বলে চিন্তা করেছিল, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে ও প্রসারে তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। অথচ দীর্ঘ দিন ধরে তারা যার অধীনে ছিল, সেই মোশির আইনের একটিও যোহন তাঁর প্রচারে বাতিল করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন নি।

গ. তিনি তাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি তাদের কাছে তাঁর নিজ কাজের বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর বাপ্তিস্ম কাজ উভয়ের সম্পর্কে বলেছিলেন, উভয়ই ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কিত সাক্ষ্য।

১. নিজের সম্বন্ধে এবং প্রকাশ্যে নিজের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *তবে আপনি কে?* তিনি আশ্চর্যজনকভাবে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইস্রায়েলীয়দের কাছে তাঁকে উপস্থাপন করার দিন পর্যন্ত তিনি মরুভূমিতে ছিলেন। তাঁর ক্ষমতা, তাঁর আলাপচারিতা, তাঁর শিক্ষা তাদের কাছে আদেশের মত এবং সম্মান লাভ করার মত ছিল; কিন্তু তিনি সেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন নি, যেভাবে প্রলুব্ধকারীরা নিজেদেরকে মহান ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তাঁকে যে রকম মহান বলে মনে হয় তার চেয়েও তিনি আরও অধিক মহান ছিলেন; আর এই কারণে তারা তাঁকে বৈধভাবে কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত হল। তিনি যেটুকু কথা বলেছেন তার বেশিরভাগই তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন। তিনি দু'ভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন:

(১) নেতিবাচক উত্তর। তিনি সেই বহুল আকাঙ্খিত মহান ব্যক্তি নন, তথাপি অনেকে তাঁকে সেই মহান ব্যক্তি বলে মনে করতো। যে সমস্ত কথা পৌলকে অতিমূল্যায়ন করেছিল তার বিরুদ্ধে তিনি আবেগপূর্ণভাবে লিখেছিলেন। যা তাঁকে অবমূল্যায়ন করেছে তিনি তার বিপক্ষে ছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে, তাঁর দেহের উপস্থিতি দুর্বল এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে আহ্বান করেন তখন তাঁর পোশাক তিনি খুলে ফেলেছেন।

[১] যোহন নিজেকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করলেন (পদ ২০), তিনি বলেছেন: *আমি খ্রীষ্ট নই*। তিনি নিজেই তাঁকে প্রত্যাশা করছেন এবং তাঁর অপেক্ষায় আছেন। লক্ষ্য করুন, যারা প্রচারক তাদের মনে রাখা উচিত যে, তারা খ্রীষ্ট নন। এই কারণে তারা যেন খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং বিশেষ অধিকার অন্যায় পূর্বক গ্রহণ না করেন, এমনকি তাদের প্রাপ্য প্রশংসাও যেন লাভ করার আকাঙ্খা না করেন। তারা খ্রীষ্ট নয়, আর এই কারণে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারের উপর অবশ্যই কর্তৃত্ব করা যাবে না এবং খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসের উপর আধিপত্য দাবী করা যাবে না। তারা অনুগ্রহ এবং শান্তি সৃষ্টি করতে পারে না, তারা আসল জ্যোতি প্রদান করতে পারে না, পরিবর্তন আনতে পারে না, জীবিত করতে পারে না, আনন্দ দান করতে পারে না – কারণ তারা খ্রীষ্ট নয়। লক্ষ্য করুন, যোহন সম্পর্কে কত জোরালোভাবে এই বিষয়টি

ব্যক্ত করা হয়েছে: তিনি এই কথা অস্বীকার করলেন না, বরং স্বীকার করলেন। লক্ষ্য করুন, অহঙ্কার এবং গর্বের প্রতি প্রলোভন, যা আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, তাকে আমাদের উৎসাহ এবং আন্তরিকতার সাথে জোরালোভাবে প্রতিরোধ করা উচিত। যখন লোকেরা যোহনকে খ্রীষ্ট বলে গ্রহণ করতে চাইল, তিনি এতে সম্মত হলেন না। তিনি লোকদেরকে প্রতারিত করতে পারতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি স্বীকার করলেন যে, *আমি সেই খ্রীষ্ট নই – হোটি আউক এইমি এগো হো খ্রিস্টোস* (*hoti ouk eimi ego ho Christos*) – *আমি সেই খ্রীষ্ট নই, আমি নই, অন্য একজন রয়েছেন, তিনি যেই হোন না কেন, কিন্তু আমি নই*। খ্রীষ্ট হওয়ার জন্য নিজেকে অস্বীকার করাকে বলা হয়েছে তাঁর স্বীকারোক্তি এবং এতে তিনি খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্য করুন, এই নম্রতা এবং নিজেকে হেয় জ্ঞান করার দ্বারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

[২] তিনি ভাববাদী এলিয় হতেও অস্বীকার করলেন (পদ ২১)। যিহূদীরা প্রত্যাশা করতো যে, ভাববাদী এলিয় মানুষ রূপে আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং তাদের মহৎ বিষয় সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করবেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পর্যবেক্ষণ করে তারা ভাবলো, স্বর্গ থেকে ঠিক ঐ রকম একজন এসেছেন। সেই একই স্থানে তিনি এসেছিলেন, যেখান থেকে ভাববাদী এলিয়কে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তারা তাঁকে ভাববাদী এলিয় বলে মনে করেছিল, যা কোন আশ্চর্য বিষয় ছিল না। কিন্তু এই সম্মান গ্রহণ করতেও তিনি অস্বীকার করলেন। বস্তুত এলিয়ের নামের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (মালাখি ৪:৫)। তিনি এলিয়ের ক্ষমতা এবং শক্তি নিয়ে আসবেন (লূক ১:১৭) এবং ভাববাদী এলিয়ের সত্যিই আসার কথা ছিল (মথি ১১:১৪)। কিন্তু তিনি মানুষ এলিয় ছিলেন না। তিনি সেই এলিয় নন, যিনি আগুনের রথে চড়ে স্বর্গে গিয়েছেন এবং খ্রীষ্টের জ্যোতিনী চেহারা গ্রহণের সময় একত্রে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি হলেন সেই এলিয়, যাঁর সম্পর্কে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ইনি সেই এলিয় নন, লোকেরা নির্বোধের মত যাঁর আকাঙ্খা করছিল। ভাববাদী এলিয় এসেছিলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে চিনতে পারে নি (মথি ১৭:১২)।

[৩] তিনি ভাববাদী এলিয় হতে এবং নিজে কোন ভাববাদী হতে অস্বীকার করলেন।

*প্রথমত*, ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে, তাদের কাছে সমাজের মধ্য থেকে তাদেরকে উঠাবার জন্য তাঁর সদৃশ একজন আসবেন, কিন্তু তিনি সেই ভাববাদী ছিলেন না।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাদের প্রত্যাশিত এবং আকাঙ্খিত ভাববাদী শমূয়েল এবং ভাববাদী এলিয়ের কিংবা অন্য ভাববাদীদের মত ভাববাদী ছিলেন না, যিনি হবেন জনগণের কাজের মধ্যস্থতাকারী এবং তিনি রোমীয় পরাধীনতার জোয়ালি থেকে তাদেরকে মুক্ত করবেন।

*তৃতীয়ত*, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা প্রাচীন কোন ভাববাদী ছিলেন না, যেমন করে তারা প্রত্যাশা করেছিল এলিয়ের পূর্বে কোন একজন ভাববাদীকে এবং খ্রীষ্টের পূর্বে এলিয়কে।

*চতুর্থত*, যদিও যোহন একজন ভাববাদী ছিলেন, হ্যাঁ, ভাববাদীর চাইতেও বেশি, তথাপি তিনি কাজ করেছিলেন তাঁর প্রত্যাদেশ, স্বপ্ন বা দর্শনের মাধ্যমে নয়; যেমনটি ছিল পুরাতন

নিয়মের ভাববাদীদের কাজের ধারা। তাঁর কার্য সম্পাদন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির এবং অন্য অনেক বিধানকে অংশীভূত করেছেন তিনি। কিন্তু প্রচারকদের অবশ্যই সমস্ত ঘটনার উপর নিজেদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। লোকদের কোন ভুল সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে পারবে না এবং বিশেষ করে স্বর্গের জন্য কি উপযুক্ত এ সম্পর্কে তাদের চিন্তা করার জন্য কোন বিষয় প্রচার করতে পারবে না।

(২) ইতিবাচক উত্তর। যে দল তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য পাঠিয়েছিল তারা তাঁর কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর প্রত্যাশা করেছিল, পদ ২২। যারা তাদেরকে পাঠিয়েছিল তারা এই প্রত্যাশা করেছিল যেন তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে উত্তর দান করেন: "আমাদের বলুন, আপনি কে? এর মানে এই নয় যে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো অথবা আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব; কিন্ত আমাদের যারা পাঠিয়েছেন তাদের যেন আমরা উত্তর দিতে পারি এবং তাদেরকে যেন আমরা এটি বলতে পারি যে, আমরা আমাদের কাজে ব্যর্থ হই নি।" বাপ্তিস্মদাতা যোহন আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন এবং এই কারণে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি তাদেরকে কোন ছলনাপূর্ণ বা সন্দেহপূর্ণ উত্তর দেবেন না। যোহন সুন্দরভাবে ও প্রকাশ্যে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি সরল প্রশ্নের সরল উত্তর দিয়েছেন। "নিজের সম্পর্কে আপনি কি বলেন" – এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: *আমি সেই ব্যক্তি, প্রান্তরে যার রব একজনের পথ ঘোষণা করছে*। লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ছিল শাস্ত্রের কথা। এটি দেখায় যে, তাঁর মধ্য দিয়ে এই কথা পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত কাজ ঈশ্বরের সমর্থনের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে।

[২] তিনি খুব নম্রভাবে, ভদ্রতার সাথে এবং নিজেকে অস্বীকার করার মনোভাব নিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি শাস্ত্রের যে কথা নিজের জন্য মনোনীত করেছিলেন তা তাঁর সম্মানের জন্য ব্যবহার করেন নি; কিন্তু এটি ছিল তাঁর দায়িত্ব, যা তাঁর সম্পর্কে পূর্ব থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল: *আমিই সেই কণ্ঠস্বর*। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন ঠিক তেমনই এক কণ্ঠস্বর।

[৩] তিনি তাদের এমন উত্তর দিয়েছিলেন যা ছিল তাদের জন্য চমকপ্রদ এবং তাঁর প্রতি মনোযাগী হওয়ার মত; কারণ তিনিই ছিলেন সেই কণ্ঠস্বর (যিশাইয় ৪০:৩)। তাঁর ছিল এক সতর্কীকরণ কণ্ঠস্বর, মনযোগী হওয়ার মত সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন একজন প্রচারক এবং স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, যাঁর দ্বারা ঈশ্বর মানুষের সাথে যোগাযোগ করেছেন। প্রেরিত পৌল এবং আপল্লো বার্তাবাহক ছাড়া আর কি? লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, তিনি ছিলেন একজন মানব কণ্ঠস্বর। লোকে আইন গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বজ্রধ্বণির শব্দের মাধ্যমে, ঐ পরিস্থিতি লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু লোকেরা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল আমাদেরই মত একজন মানুষের কণ্ঠস্বর দ্বারা। একটি মৃদু কণ্ঠস্বর, ঈশ্বর এই রকম কণ্ঠস্বর দ্বারা এলিয়ের সাথে কথা বলেছিলেন (১ রাজাবলি ১৯:১২)।

*দ্বিতীয়ত*, মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে; এটি প্রকাশ করছে:-

১) আন্তরিকতাপূর্ণ এবং সনির্বন্ধ অনুরোধের মাধ্যমে লোকদের অনুতাপ করার জন্য

আহ্বান; তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করছিলেন এবং কখনো তা থেকে কোন কিছুই তাঁকে বিরত করতে পারে নি। প্রচারকদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে সব সময় প্রচার করা উচিত। তাদের অবশ্যই লোকদেরকে ঐ সব বিষয়গুলোর দ্বারা প্রভাবিত করতে হবে, যে বিষয়গুলো দ্বারা তারা অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবে। সেই কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, যা শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রবেশ না করে কেবল বক্তার ঠোঁটের মধ্যে জমে থাকে।

২) তাঁর শিক্ষার প্রচার জনগণের কাছে ছিল উন্মুক্ত। তিনি ছিলেন এক কণ্ঠস্বর, যিনি চিৎকার করছেন, *সুবুদ্ধি কি ডাক দেয় না?* (হিতোপদেশ ৮:১)।

*তৃতীয়ত*, যেখানে এই কণ্ঠস্বর চিৎকার করছে সেই স্থানটি ছিল মরুভূমি; নির্জন এবং নীরব স্থানের মধ্যে পৃথিবীর কোলাহলের বাইরে এই কাজ তরান্বিত হয়েছে। পার্থিব বিষয়ের গোলযোগ থেকে ঈশ্বরের কথা শোনার প্রস্তুতি নেবার জন্য আমরা অধিকতর অবসর পাই।

*চতুর্থত*, তিনি চিৎকার করে সদাপ্রভুর পথকে সরল করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

১) তিনি এসেছিলেন ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো সংশোধন করার জন্য; নিশ্চিতভাবে তারা সঠিক পথে ছিল, কিন্তু যিহূদী শিক্ষক এবং ফরীশীদের জাঁকজমকপূর্ণ কলুষিত আইন তাদেরকে অসরল করে তোলে। এখন যোহন লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা তাদের আদি নিয়মে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি এসেছিলেন খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে অভ্যর্থনা এবং গ্রহণ করার জন্য লোকদের প্রস্তুত করার জন্য এবং প্রভাবিত করার জন্য। এটি রাজপুত্র অথবা মহান কোন ব্যক্তির অগ্রদূতকে পরোক্ষভাবে ঘর প্রস্তুত করার জন্য চিৎকার করার মত। লক্ষ্য করুন, যখন আমাদের দিকে ঈশ্বর আসেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং বিনামূল্যে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি (গীতসংহিতা ২৪:৭)।

২. এখানে রয়েছে তাঁর বাপ্তিস্ম সম্পর্কে তাঁর নিজ সাক্ষ্য।

(১) অনুসন্ধানী দল এ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল: *আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয়ও নন, সেই ভাববাদীর নন, তবে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন?*

[১] তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলো যে, বাপ্তিস্ম পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান অথবা পবিত্র ক্রিয়াকর্মের মত উপযুক্ত এবং তা যথাযথভাবে পবিত্রভাবে পালন করা উচিত। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা তক্‌ছেদ করার মাধ্যমে যিহূদী সমাজে প্রবেশ করার অনুষ্ঠান পালন করতো। বিগত জীবনের কলুষিত জীবন থেকে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য এটি ছিল একটি চিহ্ন। খ্রীষ্টান মণ্ডলীতে এর যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা আরও সহজসাধ্য। খ্রীষ্ট কট্টর আইন-কানুন দ্বারা প্রভাবিত নন এবং তাঁর প্রচারকদেরও তিনি তেমন দেখতে চান না।

[২] তারা প্রত্যাশা করছিল খ্রীষ্টের দিনে তা ব্যবহার করা হবে, কারণ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল ঐ সময় একটি ঝর্ণা খোলা হবে (সখরিয় ১৩:১) এবং পরিষ্কার জল ছিটানো হবে (যিহিস্কেল ৩৬:২৫)। এটি ধারণা করা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট, এলিয় এবং অন্যান্য ভাববাদীরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবেন যখন তারা এই কলুষিত পৃথিবীতে শুচি হওয়ার জন্য আসবেন।

ঈশ্বরের বিচারে পুরাতন পৃথিবী তার পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে আছে। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে নতুন পৃথিবীতে পাপের কলুষতা থেকে পরিষ্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই তারা এর মাধ্যমে জানতে পারলো যোহন কি ক্ষমতায় বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন। তাঁর নিজেকে এলিয় কিংবা অন্য কোন ভাববাদী মনে করতে অস্বীকার করার বিষয়টি তাঁকে আবার প্রশ্ন করতে তাদেরকে বাধ্য করল: *তবে কেন আপনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন?* লক্ষ্য করুন, মানুষের নম্রতা তাকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করে বা তার সংস্কারকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। লোকেরা আমাদের নিজেদের মন্দ চিন্তা গ্রহণ করে আমাদের অবজ্ঞা করার চেয়ে অধিকতর উত্তম হবে আমাদের উচ্চ চিন্তা গ্রহণ করে শয়তান আমাদের যদি অহঙ্কারী হতে এবং তার দোষের মধ্যে আমাদের আকর্ষণ করার জন্য প্রলুব্ধ করে।

(২) তিনি এর বিবরণ দিয়েছেন, পদ ২৬,২৭।

[১] বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজের প্রচার কাজের কেবলমাত্র বাহ্যিক চিহ্নের কথা বলেছেন, "আমি জলে বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকি এটিই যথেষ্ট, তোমরা যা দেখেছ আমি তার চেয়ে বেশি কিছু নই এবং এর চেয়ে বেশি কিছু করতেও পারি না। বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছাড়া আমার আর অন্য কোন আখ্যা নেই। আমি এর মাধ্যমে আত্মিক অনুগ্রহকে চিহ্নিত করতে পারি না।" প্রেরিত পৌল এই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন যে, তাঁর কাজ দেখে বা তাঁর কথা শুনে লোকে তাঁকে যা মনে করে, কেউ যেন তাঁকে তার চেয়ে বেশি মনে না করে (২ করিন্থীয় ১২:৬); যেমন ছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন। প্রচারকদের অবশ্যই নিজেকে প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত নয়।

[২] তিনি এমন একজনের দিকে তাদেরকে নির্দেশ করেছিলেন, যিনি তাঁর চেয়েও মহান। তারা যদি সম্মত হয় তবে তিনি তাদেরকে বাপ্তিস্মদান করবেন: "আমি জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, এটাই হল আমার কাজের বড় দায়িত্ব; আমার আর কিছুই করার নেই। কিন্তু এর দ্বারা আমার পরে যিনি আসছেন তার দিকে চালিত করা এবং তাঁর কাছে তোমাদের সমর্পিত করাই হল আমার কাজ"। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রচারকদের মহান কাজ হল সমস্ত লোকদের খ্রীষ্টের দিকে চালিত করা। আমরা নিজেদের বিষয়ে প্রচার করবো না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করব। বাপ্তিস্মদাতা যোহন একই বিবরণ দিয়েছিলেন প্রতিনিধিদের কাছে, যা তিনি দিয়েছিলেন লোকদের কাছে (পদ ১৫): "ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম।" বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর সাক্ষ্য প্রচারে অবিচল ছিলেন এবং একই বিষয়ে স্থির ছিলেন। তিনি বাতাসে কাঁপতে থাকা কোন কঞ্চির মত ছিলেন না। সেনহেড্রিন যোহনের প্রতি জনগণের এই আগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে এই কথা বলতে ভীত ছিলেন না যে, এমন একজন খুব শীঘ্রই উপস্থিত হতে যাচ্ছেন, যিনি তাঁকে অতিক্রম করে যাবেন।

প্রথমত, তিনি তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের আসন্ন উপস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন, "কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে তোমরা জানো না।" আমরা যতটা দূরে থাকি ঈশ্বর কখনো কখনো আমাদের তার চেয়ে আরও কাছে অবস্থান করেন। তিনি আমাদের অনেক আগে থেকেই আছেন এবং তথাপি আমরা তাকে চিনতাম না। তারা স্থিরভাবে খ্রীষ্টের প্রত্যাশায় ছিল: *দেখ, তিনি এখানে, অথবা তিনি ওখানে*; যখন ঈশ্বরের রাজ্য তাদের চারিদিকে এবং যা ইতোমধ্যে তাদের মধ্যে রয়েছে (লূক ১৭:২১)।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টকে তিনি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে তাদের বলেছিলেন: *তিনি আমার পরে আসছেন, তথাপি আমার পূর্বেই তিনি আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছেন*। তিনি এর আগে যা বলেছিলেন তা এখানে যোগ করেছেন, "আমি তাঁর জুতার ফিতাঁ পর্যন্ত খুলে দেওয়ার যোগ্য নই। তাঁর নামের সাথে আমার নাম উচ্চারণের যোগ্য আমি নই। তাঁর পরিকল্পিত কাজের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করার দাবী করা আমার জন্য আরও মহা সম্মানের বিষয়" (১ শমূয়েল ২৫:৪১)। যে এই বিষয়গুলোকে খ্রীষ্টের কাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করবে, তাকে সম্মানিত করা হবে (গীতসংহিতা ৮৪:১০)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত কোন মহান ব্যক্তি যদি খ্রীষ্টের সম্মানের কাছে নিজেকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে আরও কত না অযোগ্য বলে মনে করতে হবে। এখন কেউ ভাবতে পারে, এই মহাপুরোহিত এবং ফরীশীদের কাছে খ্রীষ্ট সম্পর্কে দেওয়া ইঙ্গিতের উপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, কে এই চমৎকার মানুষ এবং তিনি কোথায় থাকেন। তদুপরি সাধারণভাবে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে আরও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কে দিতে পারবে এটাও তাদের জানতে চাওয়া উচিত ছিল। না, তারা তাদের কাজ কিংবা কথার কোন অংশেই এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করে নি। তারা যোহনকে অসুবিধায় ফেলার জন্য এসেছিল, তাঁর কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য আসে নি। তাদের এই রকম উদাসীনতা ছিল ইচ্ছাকৃত। তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানতে পারতো, কিন্তু তা তারা করে নি।

*সবশেষে*, এই সব কাজ যেখানে ঘটেছিল সেই স্থানটি লক্ষ্য করুন: *জর্ডান নদীর অন্য পারে বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটলো*, পদ ২৮। *বৈথনিয়া* শব্দের অর্থ *উত্তরণের গৃহ*। কেউ কেউ মনে করে যিহোশূয়র নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়রা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের জন্য যর্দনের ঠিক এই স্থান দিয়ে পার হয়েছিল। এখান থেকেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সুসমাচারের রাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। যিরূশালেম থেকে এই যর্দনের দূরত্ব ছিল অনেক। যোহন যেখানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন ঠিক সেই স্থানে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি দিলেন, যারা সেই বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তারা সবাই এর সাক্ষী হবে।

## যোহন ১:২৯-৩৬ পদ

এই পদগুলোতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর নিজের অনুসারী শিষ্যদের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পরপরই পরীক্ষিত হবার জন্য মরুভূমিতে চলে গেলেন। আর সেখানে তিনি চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে যোহন তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং তাঁর সম্পর্কে লোকদের কাছে বলতে লাগলেন। কিন্তু এখন, অবশেষে তিনি খ্রীষ্টকে মরুভূমিতে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাঁর কাছে ফিরে আসতে দেখলেন। যোহনের কাছে খ্রীষ্ট দ্রুত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিল: এখন থেকে কে প্রচার করবেন এবং কে বাপ্তিস্ম দেবেন? খ্রীষ্ট পরীক্ষিত হয়েছিলেন আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার জন্য এবং উৎসাহিত করার জন্য। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে:-

১. পরীক্ষার এই কষ্টকর অবস্থা আমাদেরকে তাঁর আদেশের কাছে অবস্থান করার লক্ষ্যে

ঈশ্বরের পবিত্রস্থানের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে (গীতসংহিতা ৩৭:১৭)। শয়তানের সাথে আমাদের যুদ্ধ আমাদেরকে শয়তানের সমাজের কাছে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে। দু'টির চেয়ে একটি উত্তম।

২. বিজয়ী হওয়ার কারণে প্রাপ্ত সম্মান অবশ্যই আমাদেরকে আইন এবং দায়িত্বের উর্ধ্বে রাখবে না। খ্রীষ্ট শয়তানের উপর বিজয় লাভ করেছেন এবং স্বর্গদূত কর্তৃক পরিচর্যা পেয়েছেন। তথাপি তিনি ফিরে আসলেন সেই স্থানে, যেখানে যোহন প্রচার করছিলেন এবং বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। যতক্ষণ আমরা স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকি, সে সময় পর্যন্ত যে কোন অসাধারণ ও স্বর্গীয় অনুগ্রহের বাণী যে কোন সময় আমাদের কাছে আসতে পারে। আমরা অবশ্যই অনুগ্রহের সাধারণ অর্থ এবং প্রতিজ্ঞা আমাদের কাছে রাখব এবং এসবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাব। এখন খ্রীষ্টকে প্রদান করার জন্য যোহন কর্তৃক দু'টি সাক্ষ্য উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ঐ দু'টি সাক্ষ্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে।

ক. এখানে প্রথম দিনে মরুভূমিতে থেকে তাঁর কাছে আসার সময় যোহন খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের সম্পর্কে দেয়া সাক্ষ্যে চারটি বিষয় রয়েছে।

১. যোহন খ্রীষ্টকে দেখামাত্রই বলেছিলেন: "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি পৃথিবীর পাপর ভার নিয়ে যান" (পদ ২৯)। আসুন আমরা এখান থেকে শিখি:

(১) এই যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক, যাঁকে মহান উৎসর্গ রূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। তাঁকে মানুষের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া হয়েছিল, যেন মানুষ ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হতে পারে। মেষশাবকের উৎসর্গকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তিনি অন্য সব বৈধ কেরবানীকে বন্ধ করেছিলেন; কেবলমাত্র এই কারণে নয় যে, মেষশাবক নম্রতার প্রতীক এবং জবাই হওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় (যিশাইয় ৫৩:৭)। কিন্তু বিশেষভাবে এটি উল্লেখ্য যে:-

[১] প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সকাল এবং বিকালে একটি মাত্র মেষশাবককে উৎসর্গ দিতে হত (যাত্রা ২৯:৩৮)। এটি চিরস্থায়ী পাপের ক্ষমা লাভের ব্যবস্থার মত খ্রীষ্টের নমুনা, যাঁর রক্ত সব সময় কথা বলবে।

[২] নিস্তার-পর্বের মেষের রক্ত নিয়ে ইস্রায়েলের লোকেরা সংহারকারী স্বর্গদূতর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরজার চৌকাঠের দুই পাশে এবং উপরে লেপন করেছিল। খ্রীষ্ট আমাদের নিস্তার-পর্বের মেষ (১ করিন্থীয় ৫:৭)। তিনি ঈশ্বরের মেষশাবক, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত (রোমীয় ৩:২৫)। ঈশ্বর নিজেই তাঁকে উৎসর্গ করেছেন (পদ ১৭:১৯) এবং তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছেন; তাঁর উপর তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। ভাগ্য পরীক্ষায় যে ছাগলটি পাপের উৎসর্গের জন্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় সদাপ্রভুর জন্য উৎসর্গীকৃত (রোমীয় ১৬:৮,৯); একইভাবে খ্রীষ্ট পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করেছেন বলে তাঁকে বলা হয় ঈশ্বরের মেষশাবক।

(২) ঈশ্বরের মেষশাবক হিসেবে যীশু খ্রীষ্ট জগতের সমস্ত পাপের ভার তুলে নিয়েছেন। এটি ছিল তাঁর দায়িত্ব; নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে মানুষের পাপ দূর করার জন্য তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন (ইব্রীয় ৯:২৬)। লোকদের পাপের ক্ষমার অভিপ্রায়ে বাপ্তিস্মদাতা

যোহন তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখন এখানে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে এবং কার মাধ্যমে পাপের ক্ষমা প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং আমাদের অনুতাপের উপর আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করার বিশ্বাসের ভিত্তি কি, যদিও আমাদের অনুতাপ এ বিষয়ের জন্য কোন সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। বিশ্বাসের ভিত্তি আমাদের আছে – যীশু খ্রীষ্টই হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক।

[১] তিনি আমাদের পাপ দূর করেছেন। তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিদ্যমান মধ্যস্থতাকারী। তিনি সেই সমস্ত বিষয় দূর করেছেন, যা ঈশ্বরের পবিত্রতার প্রতি আক্রমণাত্মক এবং মানুষের সুখের প্রতি ধ্বংসাত্মক। তাঁর আগমনের লক্ষ্যসমূহ:-

*প্রথমত*, সকল অনুতাপকারী বাধ্যগত বিশ্বাসী যেন তাঁর মৃত্যুর গুণে পাপের দোষ দূর করে বিচারের রায় বাতিল করতে এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ পিছন দিকে ফিরিয়ে দিতে দাবী করতে পারে।

*দ্বিতীয়ত*, অনুগ্রহের আত্মার দ্বারা পাপের ক্ষমতা দূর করতে যেন তার কোন আধিপত্য না থাকে (রোমীয় ৬:১৪)। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক রূপে তাঁর নিজের রক্ত দ্বারা আমাদের সব পাপ মুছে দিয়েছেন। তিনি জগতের সমস্ত পাপ দূর করে দিয়েছেন। ক্ষণিকের জন্য নয়, বরং চিরকালের জন্য তিনি আমাদের পাপ সকল দূর করে দিয়েছেন। পাপ দূর করার জন্য এটি তাঁর এমন একটি স্থায়ী ও চলমান কাজ, যা কখনো সমাপ্ত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সময়ের বিলুপ্তি হয়। স্বর্গে তাঁর রক্তের চলমান মধ্যস্থতার দ্বারা এবং পৃথিবীতে তাঁর অনুগ্রহের চলমান প্রভাব দ্বারা তিনি সব সময় পাপ দূর করে থাকেন।

[২] তিনি জগতের পাপ দূর করেছেন। দেশ, জাতি অথবা ভাষা নির্বিশেষে যারা অনুতাপ করেছে, যারা সুসমাচারের উপর বিশ্বাস করেছে তাদের সবার জন্য খ্রীষ্ট ক্ষমা ক্রয় করেছেন। কেবলমাত্র বনি-ইস্রায়েলের পাপের বৈধ উৎসর্গের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে তাদের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করার জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের মেষশাবক উৎসর্গ দান করেছেন সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য (১ যোহন ২:২)। এটি আমাদের বিশ্বাসকে এভাবে উৎসাহিত করে যে, যদি খ্রীষ্ট জগতের সমস্ত পাপ দূর করে থাকেন, তাহলে কেন তিনি আমার পাপ দূর করবেন না? খ্রীষ্ট পাপের অধিপতিকে হত করেছেন, তার মূলে আঘাত করেছেন। তিনি পরাজিত করে ছুঁড়ে মেরেছেন সেই মন্দতাকে, যার মধ্যে জগত শায়িত আছে। ঈশ্বর পৃথিবীকে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন।

[৩] তিনি নিজে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তিনি ঈশ্বরের মেষশাবক, তিনি জগতের পাপের ভার তুলে নিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য পাপকে বিদ্ধ করেছেন এবং এজন্য আমাদের কাছ থেকে তিনি পাপ তুলে নিয়েছেন। অনেকের পাপ তিনি বিদ্ধ করেছেন; যেমন করে মুক্ত ছাগলটি ইস্রায়েলীয়দের পাপ তার মাথায় বহন করে ঘুরে বেড়াতো (লেবীয় ১৬:২১)। পাপীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পাপকে দূর করেছেন, যেমন করে তিনি পুরাতন পৃথিবীর পাপ দূর করেছেন। কিন্তু এখন তিনি পাপ লোপ করার সর্বোত্তম পথ বের করেছেন এবং তথাপি তাঁর পুত্রের দ্বারা পাপীদের প্রতি তিনি যত্নশীল!

(৩) আমাদের দায়িত্ব হল ঈশ্বরের মেষশাবকের জগতের পাপ দূর করার এই বিষয়টি বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখা। আমাদের অবশ্যই পাপের অভ্যাস বজায় রাখা উচিত নয়,

কারণ খ্রীষ্ট আমাদের পাপ দূরে সরিয়ে দেবেন নতুবা আমাদেরকেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। আমাদের উচিত খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করা এবং এ কথা স্মরণ করা যে, তাঁর নিজ রক্তে তিনি আমাদের সব পাপ ধুয়ে দিয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৫)। ঈশ্বর যদি এভাবে আমাদের পাপ দূর করেন, তাহলে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার অবশ্যই কারণ থাকবে; উপরন্তু অভিযোগ করার কোন কারণ থাকবে না।

২. ইনি হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে পূর্বে তিনি বলেছিলেন (পদ ৩০,৩১): "উনি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। আর আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের কাছ প্রকাশিত হন, এজন্য আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি।" লক্ষ্য করুন:

(১) এই সম্মান বাপ্তিস্মদাতা যোহন, সর্বোপরি ভাববাদীদের ছিল। বাস্তবিক তাঁকে বলা হয়েছিল যে, একজন আসবেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে ইতোমধ্যে তিনি এসেছেন। ইনিই তিনি। এখন তিনি তাঁকে দেখলেন (গণনা ২৪:১৭)। এমন একটি পার্থক্য রয়েছে বর্তমান বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের দর্শনের মধ্যে। আমরা এখন যাঁকে ভালবাসি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা তাঁকে দেখতে পাব, যিনি আমাদের আত্মার ভালবাসা। আমরা তাঁকে দেখব এবং বলব, "ইনিই হলেন সেই, যাঁর কথা আমি বলেছিলাম, আমার খ্রীষ্ট এবং আমার সব, আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার বন্ধু।"

(২) বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন, "আমার পরে একজন ব্যক্তি আসবেন – তিনি অনেক ক্ষমতাবান একজন ব্যক্তি, গাছের মূলের মত দৃঢ় একজন ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকেন।"

(৩) তিনি পূর্বে তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করেছেন: *ইনিই তিনি, যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম*। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে সবচেয়ে সম্মানসূচক কথা বলবে তারা কখনো কথা উল্টানোর চেষ্টা করবে না। বরং তারা তাঁর সম্পর্কে আরও জানলে তাঁকে শ্রদ্ধা করার বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে পারবে। যদিও খ্রীষ্ট বাহ্যিক জাঁকজমকের সাথে অথবা উদ্ধত ভাব নিয়ে প্রকাশিত হন নি, তথাপি যোহন স্বয়ং লজ্জিত হন নি। বরং তিনি জোর গলায় বলেছেন, "ইনিই সেই ব্যক্তি, ইনিই তিনি, যার কথা আমি বলেছিলাম, যিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন।" যোহনের অবশ্যই তাদের কাছে খ্রীষ্টকে ব্যক্তি হিসেবে দেখাবার প্রয়োজন ছিল; তা না হলে তারা বিশ্বাস করতে পারতো না যে, ইনিই সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে যোহন মহৎ বিষয়ে কথা বলেছেন।

(৪) তিনি এই খ্রীষ্টের সাথে কোন রূপ সম্পর্ক অথবা যোগাযোগ থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন, আমি তাঁকে জানি না। যদিও জাগতিকভাবে তাঁদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক রয়েছে, যেহেতু যোহনের মা ইলীশাবেৎ ছিলেন মরিয়মের খালাতো বোন; তথাপি তাঁদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের খ্রীষ্ট সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান ছিল না, যে পর্যন্ত না তিনি তাঁকে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসতে দেখলেন। তাঁদের জীবন যাপনের রীতি ছিল ভিন্ন – যোহন মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছিলেন, অপরদিকে খ্রীষ্ট নাসরতে ছিলেন এবং কাঠমিস্ত্রীর কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন

যোগাযোগ ছিল না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়েছিল স্বর্গের পরিকল্পনায় এবং ব্যবস্থাপনায়, তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং পরিকল্পনার দ্বারা নয়। তিনি তাঁকে বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেন নি, কারণ তাঁর কাছে তিনি ছিলেন আগন্তুক। তিনি তার সম্পর্কে কোন কিছু বলতে অসমর্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি যা স্বর্গ থেকে গ্রহণ করেছেন তা-ই প্রকাশ করেছেন (যোহন ৩:২৭)।

(৫) বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার কার্য এবং বাপ্তিস্মের মহান উদ্দেশ্য ছিল যীশু খ্রীষ্টকে উপস্থাপিত করা, যা তিনি ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশ করেছেন: *আমি এসেছি জলে বাপ্তিস্ম দিতে*। লক্ষ্য করুন:

[১] যদিও বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশু খ্রীষ্টকে চেহারায় চিনতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। লক্ষ্য করুন, আমরা নিশ্চিতভাবে যা জানি, তাতে হয়তো সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানি না। আমরা জানি যে, স্বর্গের সুখ ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা আমরা বর্ণনা করতে পারি না।

[২] বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সাধারণ নিশ্চয়তা ছিল যে, খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা করবেন পরিশ্রম এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের মাধ্যমে কাজের মধ্য দিয়ে; যদিও তিনি নির্দিষ্ট বিষয়টি সময়ের আগ পর্যন্ত অপ্রকাশিত রেখেছেন। আমাদের ভবিষ্যত যদিও আমাদের অজানা, তবুও তা আমাদের কর্তব্যকে তরান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

[৩] ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে ক্রমশ তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যোহন খ্রীষ্ট সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি জানতেন না, যদি না তিনি তাঁকে প্রকাশ করতেন। বাপ্তিস্ম দেওয়া শুরু করার পর এই প্রথম তিনি তাঁর দৃষ্টির দ্বারা আনুকূল্য পেলেন। যারা ঈশ্বরের বাক্যের যা দেখেনি, তারা তাতে বিশ্বাস করে অবিলম্বে দেখতে পাবে যে, তারা কি বিশ্বাস করেছে।

[৪] ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে খ্রীষ্টের দিকে পরিচালনা দান করা। জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ খ্রীষ্টকে প্রকাশ করার জন্য পথ প্রস্তুত করে। এতে মনে করা হয় যে, আমাদের পাপ এবং অপবিত্রতা তাঁর দ্বারা পরিষ্কৃত হয়েছে।

৩. ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর উপরে স্বর্গ থেকে কবুতরের মত পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সাক্ষ্যের নিশ্চয়তার জন্য তিনি এখানে খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম গ্রহণের কাজকে সমর্থন করলেন, যা স্বয়ং ঈশ্বর সমর্থন করেছেন। এটি খ্রীষ্টের কার্যের উদ্দেশ্যের উপযুক্ত প্রমাণ। এর সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আমরা এখানে দেখতে পাই (পদ ৩২-৩৪):

(১) বাপ্তিস্মদাতা যোহন এর সাক্ষী: তিনি তথ্য বহন করেছেন, গল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন নি; কিন্তু সাক্ষ্য বহনের সমস্ত গাম্ভীর্য এবং পবিত্র কাজের দ্বারা তিনি তা পবিত্রতায় যুক্ত করেছেন। তিনি এর হলফনামা প্রস্তুত করেছেন: *আমি স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মাকে নেমে আসতে দেখেছি*। যোহন পবিত্র আত্মাকে দেখেন নি, কিন্তু কবুতর দেখেছেন; যা ছিল পবিত্র আত্মার চিহ্ন এবং প্রতিরূপ। এখন যে পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের উপর নেমে এসেছে উভয়ই তাঁর কাজের জন্য তাকে আগুন হিসেবে প্রস্তুত করতে এবং জগত তাঁকে জানার জন্য। খ্রীষ্ট প্রচারিত হয়েছেন, তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নয় অথবা দেহের

রূপান্তরের মাধ্যমে নয়; কিন্তু তিনি প্রচারিত হয়েছেন স্বর্গ থেকে কবুতরের মত পবিত্র আত্মা তাঁর উপর নেমে আসার মাধ্যমে তাঁকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এভাবে প্রেরিতদের প্রতি প্রথম সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছিল তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। তাদের মহিমা তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যের জন্য সঞ্চিত থাকবে। লক্ষ্য করুন, পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন প্রত্যেক উত্তম এবং খাঁটি দান স্বর্গ থেকে আনার জন্য। তিনি নেমে এসেছিলেন কবুতরের মত – যা ছিল নম্রতা, কোমলতা এবং সজীবতার প্রতীক, যা তাঁকে শিক্ষার জন্য যোগ্য করেছিল। কবুতরটি জলপাই গাছের শান্তির পাতা বয়ে এনেছিল (আদিপুস্তক ৮:১১)।

(২) পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের উপর নেমে এসেছিলেন তাঁর উপর অবস্থিতি করার জন্য, যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (যিশাইয় ১১:২)। পবিত্র আত্মা তাঁকে শুধুমাত্র ঐ সময়ের জন্য চালিত করেন নি, যেমন করেছিলেন শিমিয়োনকে (বিচারকর্তৃকগণ ১৩:২৫); কিন্তু সব সময় তাঁকে চালিত করেছেন। তাঁকে অপরিমেয় পবিত্র আত্মা দান করা হয়েছিল। ঈশ্বরের দ্বারা প্রাপ্ত অধিকারের বলে তাঁর উপর সব সময় পবিত্র আত্মা অবস্থিতি করেছে। এর ফলে এটি পাওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় নি যে, তিনি তাঁর কাজের জন্য অযোগ্য কি না অথবা তাঁর সেই অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য তা খোঁজার দরকার কি না। তিনি এমন বিষয় প্রত্যাশা করতে বলেছেন যা প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। তিনি নিশ্চিতভাবে দেখেছেন যে, কে সেই ব্যক্তি, যাঁর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছে: তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক চিহ্ন পূর্বেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যার মাধ্যমে তিনি পরবর্তীতে নিশ্চিতভাবে তা জেনেছেন (পদ ৩৩): *আমি তাঁকে জানি না*। তিনি এর উপর বেশি জোর দিয়েছেন যে, অন্য লোকেরা যা জানে তার চেয়ে তিনি বেশি কিছু জানেন না; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তা জেনেছেন। *তিনি আমাকে বাপ্তিস্মের জন্য এই চিহ্ন প্রদান করেছেন, যাঁর উপর পবিত্র আত্মাকে নেমে আসনতে দেখবে, তিনিই সেই জন*।

[১] এখানে দেখুন, কোন্ নিশ্চিত ভিত্তির উপরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর প্রচার কাজ এবং বাপ্তিস্ম দানের কাজ চালিয়ে গেছেন; কল্পনাগ্রাহ্য সমস্ত সন্তুষ্টির দ্বারা তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

*প্রথমত*, তিনি প্রেরণ করা ব্যতিত তিনি এই কাজ করেন নি: ঈশ্বর তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যা করছেন তা নিশ্চিতভাবে স্বর্গ থেকে বলা হয়েছিল। যখন একজন প্রচারককে দেওয়া আহ্বান পরিষ্কার থাকে, তখন তার সান্ত্বনা নিশ্চিত হয়; যদিও তার সার্থকতা সব সময় একই থাকবে না।

*দ্বিতীয়ত*, যখন তাঁকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠানো হয়েছিল, তিনি এমন একজনকে নির্দেশ করেছিলেন যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম দেবেন। এই ধারণার অধীনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টকে প্রত্যাশা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি লোকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই মত অনুতাপ করতো এবং বিশ্বাস করতে এবং অনুগ্রহের কাঠামোর যে ভিত্তি তিনি স্থাপন করেছেন তা চালিয়ে যেতে এবং পূর্ণ করতে। লক্ষ্য করুন, এটি খ্রীষ্টের প্রচারকদের জন্য মহা সন্তুষ্টির বিষয় যে, তাঁর প্রচারকরা এর দ্বারা তাদের অনুগ্রহের চিহ্ন মিলিয়ে দেখতে পারে।

[২] খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের নিশ্চয়তা, যার উপর নির্ভর করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ঈশ্বর পূর্বেই তাঁকে চিহ্ন দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন শৌল সম্পর্কে শমূয়েলকে, "যার উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসতে দেখবে, উনিই সেই লোক।"এটি কেবল ভুল প্রতিরোধ করা নয়, কিন্তু তাঁকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাহস দিতে বলা হয়েছে। যখন তাঁকে এ রকম নিশ্চয়তা দেওয়া হল, তিনি তখন নিশ্চয়তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। যখন যোহন পূর্বে তা বলেছিলেন, তিনি প্রত্যাশা করেন নি; কিন্তু তিনি খুব বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যখন উক্ত ঘটনার সঠিক উত্তর তিনি পেয়েছেন তখন তিনি শুধু বিশ্বাসই করেন নি, কিন্তু তার নিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিষয়টি লেখা হয়েছে যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

৪. তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। এটি হল যোহনের সাক্ষ্যের সারকথা, যার মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সাক্ষ্য, ঘটনার নিশ্চিত প্রমাণ (পদ ৩৪): *আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র*।

(১) এই সাক্ষ্যের মাঝে যে সত্য নিহিত আছে তা নিশ্চিত করে বলে যে, ইনিই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠ তা ঘোষণা করছে এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহন এতে সম্মতি দান করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি স্বর্গীয় ক্ষমতার দ্বারা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবেন, কিন্তু তাঁর রয়েছে স্বর্গীয় প্রকৃতি। এটি হল খ্রীষ্টিয়ানদের বিশেষ বিশ্বাসী সূত্র যে, খ্রীষ্ট হলেন জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র (মথি ১৬:১৬), আর এখানেই হল এর প্রথম কাঠামো।

(২) এ ব্যাপারে যোহনের সাক্ষ্য: *আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি। কেবল এখন এর সাক্ষ্য প্রদান করছি না, কিন্তু আমি অবিলম্বে তা দেখবো এবং সাক্ষ্য প্রদান করবো*।" লক্ষ্য করুন: তিনি যা দেখেছেন তা তিনি তাদের সম্মুখে সাক্ষ্য হিসেবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন (প্রেরিত ৪:২০)। যে বিষয় আমরা দেখেছি তা আমাদের অবশ্যই সাক্ষ্য হিসেবে বলা উচিত। যার সাক্ষ্য তিনি বহন করছেন তাঁকে তিনি দেখেছেন। খ্রীষ্টিয়ানদের সাক্ষ্য হল প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং তাই এর জন্য রয়েছে অধিক সম্মান: *আমরা কৌশল-কল্পিত গল্পের অনুগামী হই নি, কিন্তু তাঁর মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী হয়েছিলাম* (২ পিতর ১:১৬)।

খ. এখানে আমরা দেখি, পরদিন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশু খ্রীষ্টের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছেন (পদ ৩৫-৩৬)। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. লোকদেরকে যীশু খ্রীষ্টের দিকে পরিচালনা করার জন্য তিনি প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করতেন: যোহন খ্রীষ্টকে হেঁটে যেতে দেখলেন। এটি মনে হতে পারে যোহন জন সাধারণের কাছ থেকে অবসর নিচ্ছেন এবং তাঁর দুজন উম্মতের সাথে ঘনিষ্ট আলাপ করছেন। লক্ষ্য করুন, প্রচারকরা কেবলমাত্র জনগণের মাঝে তাদের প্রচার সীমাবদ্ধ রাখবেন না, কিন্তু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের জন্য এবং তাঁর বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবেও প্রচার করতে হবে। তিনি দেখলেন যীশু কিছুটা দূর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, যদিও তিনি নিজে তাঁর কাছে যান নি। তিনি খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি এক পলকের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টকে আগে দেখেছেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন (১ যোহন ১:১)।

২. যোহন একই সাক্ষ্য পুনরাবৃত্তি করেছেন, যা তিনি গত দিনে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন কিছু সত্য বিষয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এভাবে

তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সাক্ষ্যে একই বিষয় বলেছেন এবং একই বিষয়ে স্থির রয়েছেন; আর তাঁর মধ্যে নিজে অবিচল রয়েছেন। তার প্রচার ব্যক্তিগতভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি ছিল জনসাধারণের কাছেও; ঠিক যেমন করেছিলেন পৌল (প্রেরিত ২০:২০,২১)। যা আমরা শুনেছি তা বারবার বলা উত্তম (ফিলিপীয় ৩:১)। পৃথিবীর পাপ দূর করার জন্য খ্রীষ্টের উৎসর্গের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রত্যেক উত্তম প্রচারকর দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক: খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক, খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু।

৩. তিনি এই অভিপ্রায় তাঁর দুই জন উম্মতের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টের দিকে ফেরাতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি তাদের শ্রবণের জন্য খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করলেন, যেন তারা সবাই তাঁকে ত্যাগ করে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে। তিনি এটি বিবেচনায় আনেন নি যে, তিনি তাঁর এই শিষ্যদের হারাবেন; কারণ তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে খ্রীষ্টের কাছে যাবে। যোহন শিষ্যদের জমায়েত করেছিলেন তাঁর নিজের জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য; যেন সদাপ্রভুর জন্য তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করতে পারেন (লূক ১:১৭)।

## যোহন ১:৩৭-৪২ পদ

আমরা এখানে যোহনের কাছ থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে চলে যাওয়া শিষ্যদের বিষয়ে উল্লেখ পাই। এদের মধ্যে একজন তৃতীয় আরেকজনকে আকর্ষিত করে নিয়ে এসেছিলেন। আর এরাই ছিলেন খ্রীষ্টের উম্মতের প্রথম ফল। দেখুন, শুরুতে এই মণ্ডলী কত ক্ষুদ্র ছিল এবং দিনের প্রভাতের এই বিষয়টি কত মহান ছিল।

ক. আন্দ্রিয় এবং আর একজন, এই দুই জনকে বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টের দিকে চালিত করেন, পদ ৩৭। অন্য আর একজন কে, তা আমাদেরকে বলা হয় নি। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি ছিলেন থোমা (যোহন ২১:২)। আর একজন হলেন যোহন স্বয়ং, যিনি এই সুসমাচারের লেখক। তিনি তাঁর রচনাশৈলীতে নিজের নাম গোপন করার রীতি অক্ষুণ্ন রেখেছেন (যোহন ১৩:২৩; ২০:৩)।

১. এখানে আমরা তাঁদের যীশু খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি দেখতে পাই। তারা যোহনকে বলতে শুনেছেন যে, খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক এবং এই কথা শুনে তাঁরা যীশুকে অনুসরণ করলেন। সম্ভবত তাঁরা আগের দিন যোহনকে এই একই কথা বলতে শুনেছেন, কিন্তু এখন যা করেছেন তা বিগত দিনের ঘটনার উপর কোন প্রভাব ফেলে নি। পুনরুক্তির সুযোগ দেখে এবং ব্যক্তিগত আলাপের মাধ্যমে এটি হয়েছে। তাঁরা যোহনের মুখে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের মেষশাবক বলতে শুনেছেন, যিনি জগতের সমস্ত পাপ দূর করে দেবেন এবং এটি তাঁদেরকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে সাহায্য করেছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা জাগরিত আত্মার সবচেয়ে জোরালো এবং বহুল প্রচলিত বাদানুবাদ হল খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা; একমাত্র তিনিই, যিনি সমস্ত পাপ দূর করেন।

২. খ্রীষ্ট দয়াপূর্বক তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, পদ ৩৮। তাঁরা পিছন পিছন আসছিলেন। যদিও তিনি তাঁদের দিকে পিছন ফিরে ছিলেন, তথাপি খুব শীঘ্র তিনি তাঁদের ব্যাপারে অবগত হলেন। তিনি তাঁদের দিকে ফিরলেন এবং দেখলেন যে, তাঁরা তাঁকে

অনুসরণ করছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের দিকে চালিত আত্মাকে স্বীকার করে নেন এবং স্বর্গের দিকে তাকে পরিচালিত করেন (যিশাইয় ৩৪:৫; লূক ১৫:২০)। তাঁরা তাঁর সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন না, বরং তিনি নিজেই তাঁদের সাথে প্রথমে কথা বললেন। খ্রীষ্ট এবং তাঁদের আত্মার মধ্যে যে মিলন ঘটল, তার ফলে তিনি তাঁদের সাথে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমরা কিসের অন্বেষণ করছো?* এটি তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ধৃষ্টতার জন্য অনুযোগ নয়। তাঁকে অন্বেষণ করার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য তিনি আমাদের অন্বেষণ করতে আসবেন না। কিন্তু এর বিপরীত হল, যাদের মধ্যে তিনি বিনয় এবং নম্রতা দেখতে পাবেন, তাদের তিনি তাঁর পরিচয়ের মধ্যে আমন্ত্রণ জানাবেন: "এসো, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও? তোমার আবেদন কী? কী তোমার অনুরোধ?" লক্ষ্য করুন, যাদের কাজ হল লোকদেরকে তাদের আত্মার বিষয়ে শিক্ষা দান করা, তারা যেন নম্র এবং বিনয়ী হয় এবং লোকদেরকে এই আচরণ প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করে। খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখছেন যে, আমাদের নিজেদের কি করা উচিত যখন আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করবো এবং তাঁর পবিত্র ধর্ম প্রকাশ্যে স্বীকার করবো: "তুমি কী খুঁজছো? তোমার পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা কী?" যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে থাকে, অথচ তারা যদি জগতকে খুঁজে অথবা মানুষের প্রশংসা পেতে চায়, তাহলে তারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে। খ্রীষ্টের কাছে আমরা কী অন্বেষণ করছি? আমরা কি তাঁর মাঝে একজন শিক্ষকের অন্বেষণ করছি, যিনি একইসাথে শাসক এবং পুনর্মিলনকারী? খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের মধ্যে আমরা কি অনন্ত জীবন এবং ঈশ্বরের অনুকম্পা অন্বেষণ করছি? যদি আমাদের চোখ সরল হয় তাহলে আমরা আলোয় পূর্ণ হব।

৩. খ্রীষ্টের আবাসস্থল সম্পর্কে তাঁদের বিনম্র অনুসন্ধান: "রব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?"

(১) খ্রীষ্টকে রব্বি সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁরা এই ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাঁরা তাঁর কাছে আসার পরিকল্পনা করেছেন। *রব্বি* (*Rabbi*) শব্দটি চিহ্নিত করে একজন প্রভুকে বা শিক্ষাগুরুকে। যিহূদীরা তাদের চিকিৎসক অথবা শিক্ষিত লোকদেরকে রব্বি বলে ডাকে। এই শব্দটি *রব* (*Rab*) থেকে এসেছে, যার প্রতিশব্দ হচ্ছে *মাল্টাস* (*Multus*) অথবা *ম্যাগনাস* (*Magnus*)। একজন রব্বি হলেন একজন মহান ব্যক্তি, যার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার সম্পদ লুকিয়ে থাকে। তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন তাঁর শিক্ষার্থী হতে, তাই তাঁরা সবাই নিজেদেরকে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন। যোহন তাদের বলেছিলেন যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক। এখন সেই মেষশাবক রব্বি হিসেবে পুস্তক গ্রহণ করার এবং সীলমোহরগুলো খোলার যোগ্য হয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে তাঁর দ্বারা শাসিত হতে না দেব এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের পাপ দূর করবেন না।

(২) তিনি কোথায় থাকেন – এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তাঁরা ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁরা তাঁর সাথে আরও ভালভাবে পরিচিত হতে চান। খ্রীষ্ট সেই দেশে একজন আগন্তুক ছিলেন, তাই তাঁরা চিন্তা করলেন কোথায় তাঁর আবাসস্থল, যেখানে তিনি বসবাস করেন? কারণ সেখানে তাঁরা তাঁর সাথে মূল্যবান সময় কাটাতে পারবেন। খ্রীষ্টের আচরণ তাঁর অনুসারীদের আ-চরণকেও ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারে পূর্ণ করে। এখন পথের এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের চেয়ে

তাঁরা তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি কিছু পেতে চাইলেন। খ্রীষ্টের সাথে তাঁদের সামান্য কথাবার্তা বলা সম্ভব হত না, যদি না তাঁদের ইচ্ছা থাকতো। তাঁর সাথে আরও বেশি কথোপকথন করে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবেন। তাঁর সাথে স্থির আলোচনায় বসে তাঁরা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করবেন। খ্রীষ্টের দিকে শুধুমাত্র মাঝে মাঝে মনযোগ দান করাই যথেষ্ট নয়, বরং আমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে সব সময় বাস করতে হবে।

৪. বিনম্রভাবে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তাঁর বাসস্থানে আমন্ত্রণ জানালেন: তিনি তাঁদেরকে বললেন, *এসো, দেখবে*। খ্রীষ্টের সাথে তাঁদের আলাপের এ রকম উত্তম ইচ্ছা নৈতিকভাবে অবশ্যই সমর্থিত।

(১) তিনি তাদেরকে তাঁর বাসস্থানে আমন্ত্রণ জানালেন: আমরা যতই খ্রীষ্টের নিকটবর্তী হব, ততই আমরা আরও বেশি করে তাঁর সৌন্দর্য এবং মহত্ত্ব দেখতে পাব। প্রতারকরা তাদের অনুসারীদের দূরে রেখে তাদের মধ্য দিয়ে নিজ কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর নিজ অবস্থান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, "এসো এবং দেখ, কি নিম্নমানের বাসস্থান আমার। কত না হতদরিদ্র অবস্থায় আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। আমাকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে তোমরা জগতের কোন সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারবে না, যেভাবে পুরোহিত এবং ফরীশীরা তাদের বাসস্থান তৈরি করেছে এবং তাদেরকে ডাকা হয় রব্বি বলে। যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে এসে দেখ এবং বিবেচনা কর" (যোহন ৮:১০)।

(২) কোন রূপ বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তাঁদেরকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কোথায় থাকেন। তাঁরা সম্ভবত সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি সুবিধাজনক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন এসে দেখার জন্য। বর্তমানের চেয়ে আর ভাল সময় নেই। এখান থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

[১] অন্যদের ক্ষেত্রে, যখন লোকদের মন ভাল থাকে তখন তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। লোহা কেবল তখনই আঘাত করতে হবে যখন সেটি উত্তপ্ত থাকে।

[২] আমাদের ক্ষেত্রে, বর্তমান সুযোগকে গ্রহণ করাই হল প্রজ্ঞার পরিচয়: *এখনই উপযুক্ত সময়* (২ করিন্থীয় ৬:২)।

৫. নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রফুল্লচিত্তে এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন: *অতএব তাঁরা গিয়ে তিনি যেখানে থাকেন সেই স্থান দেখলেন। তাঁরা সেদিন তাঁর কাছে থাকলেন*। যদি তাঁরা আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোন ভাল কাজ করতে যেতেন, তার চাইতে এই কাজটিতে মহা নম্রতা এবং উত্তম আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

(১) তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথে চলে গেলেন: তাঁরা তখনই গিয়ে যীশু যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটি দেখলেন। অনুগ্রহপূর্ণ আত্মা প্রফুল্ল চিত্তে খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে (গীতসংহিতা ২৭:৮)। তাঁর সাথে বসবাস করার জন্য স্থান সঙ্কুলান হবে কি না তা অনুসন্ধান করার জন্য তাঁরা সেখানে যান নি। কিন্তু সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করতে এবং যতটা সম্ভব অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন। যেখানে খ্রীষ্ট থাকেন

সেখানে মঙ্গল অবস্থিতি করে।

(২) সেই দিন খ্রীষ্টের সাথে অবস্থান করে তাঁরা যা পেয়েছিলেন তার জন্য তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। "প্রভু এখানে আছেন, এটি খুবই উত্তম বিষয়।" তাঁরা খ্রীষ্টের আবাসস্থলে দশ ঘটিকার সময় গিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যোহন রোমান হিসাব অনুযায়ী গণনা করতেন এবং সে অনুযায়ী সময়টি ছিল সকাল দশটা। সেক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর সাথে রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন যোহন অন্যান্য প্রচারকদের মত যিহূদী হিসাব অনুযায়ী গণনা করতেন, সে অনুযায়ী সময়টি ছিল বিকেল চারটা এবং তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে সেই রাত এবং পরের দিনও অবস্থান করেছিলেন। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, তারা পরের দিন খ্রীষ্টের সাথে বিশ্রামবার পালন করেছিলেন এবং ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় বিশ্রামবারের আগে তাঁরা বাড়ি যেতে পারেন নি। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যথাসাধ্যভাবে আমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য বিশ্রামবার পালন করতে সচেষ্ট থাকা উচিত। এভাবে যারা বিশ্রামবারে খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হয়ে তাদের জীবন্ত ভালবাসা, বিশ্বাস এবং প্রার্থনা প্রদর্শন করবেন, তারা অনুগ্রহ লাভ করবেন। বস্তুত মনুষ্যপুত্রের দিন হল সদাপ্রভুর দিন।

খ. আন্দ্রিয় তাঁর ভাই পিতরকে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলেন। বস্তুত পরবর্তী সময়ে পিতর আরও মূল্যবান দান সহকারে খ্রীষ্টের শিষ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আন্দ্রিয় খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত হয়ে প্রথম সম্মান প্রর্দশন করেছিলেন এবং তিনিই সহায়তার জন্য খ্রীষ্টের কাছে পিতরকে নিয়ে এসেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. আন্দ্রিয় পিতরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার জন্য যে তথ্য প্রদান করেছিলেন:

(১) তিনি তাঁকে খুঁজে বের করলেন: আন্দ্রিয় তাঁর ভাই শিমোনকে প্রথমে খুঁজেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শিমোন পিতর আন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোহনের প্রচার এবং বাপ্তিস্ম প্রদানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। আন্দ্রিয় জানতেন কোথায় তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন। সম্ভবত একই সময়ে অন্যান্য শিষ্যরাও তাঁদের বন্ধুদের খুঁজবার জন্য চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আন্দ্রিয় প্রথমেই দ্রুত চলে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি শিমোনের দেখা পেলেন, যিনি কেবলমাত্র যোহনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

(২) তিনি তাঁকে বললেন, কাকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন: *আমরা খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছি*। লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি নম্রভাবে বলছেন, "আমরা খুঁজে পেয়েছি"। কিন্তু তিনি নিজের সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করার এ কথা বলেন নি যে, "আমি খুঁজে পেয়েছি"। আবিষ্কারের সম্মান তিনি লাভ করতে চান নি, তিনি অন্যদেরকে এই আনন্দের সহভাগী করলেন।

[২] তিনি বিজয়ের উল্লাস এবং আনন্দের মাধ্যমে বলেছিলেন: *আমরা সেই মহামূল্যবান রত্ন এবং সত্যিকার সম্পদ খুঁজে পেয়েছি*। তা খুঁজে পেয়ে তিনি কুষ্ঠরোগীদের মত ঘোষণা দিয়েছিলেন (২ রাজাবলি ৭:৯); কারণ তিনি জানতেন যে, অন্যদের কাছে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলার কারণে তিনি ছোট হবেন না।

[৩] তিনি বুদ্ধিপূর্বক বললেন: *আমরা খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছি*। তথাপি তিনি যা বলেছেন এর গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি ছিল। যোহন বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের মেষশাবক এবং ঈশ্বরের পুত্র। তিনি দু'টি উক্তি একসঙ্গে তুলনা করে এই উপসংহারে উপনীত হলেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, সময় পূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি এখন এসেছেন। এভাবেই ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারীর সাক্ষ্যের প্রস্তুতির দ্বারা তিনি তাঁর শিক্ষকের চাইতেও আরও পরিষ্কারভাবে খ্রীষ্টের সম্পর্কে কথা বলেছেন (গীতসংহিতা ১১৯:৯৯)।

(৩) তিনি পিতরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনলেন: তিনি স্বয়ং তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি তাঁকে সমস্ত অনুগ্রহের প্রধান উৎসের কাছে নিয়ে এলেন। তিনি তাঁকে খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য প্ররোচিত করলেন এবং তাঁর সাথে পরিচয় করালেন। এই আচরণের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

[১] তাঁর ভাইয়ের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার দৃষ্টান্ত: পিতর ছিলেন আন্দ্রিয়ের আপন ভাই, তাই তিনি তাঁকে এখানে ডেকে এনেছেন; কারণ তিনি তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের আত্মার উন্নতি করা আমাদের দায়িত্ব। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের কারণে তাদের বাহ্যিক আচরণ এবং তাদের আত্মাকে উত্তম কার্যের সুযোগ গ্রহণ করতে উসাহিত করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

[২] এটি ছিল খ্রীষ্টের সাথে তাঁর আলাপচারিতার প্রথম দিনের ফলাফল। লক্ষ্য করুন, অনুগ্রহের সঙ্কল্প দ্বারা আমাদের মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি। এর দ্বারা প্রকাশ পেল যে, আন্দ্রিয় খ্রীষ্টের সাথে থাকার সময় তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জেনেছেন। তিনি জানতেন, সবার জন্য খ্রীষ্টের মধ্যে যথেষ্ট অনুগ্রহ রয়েছে। এটি জানতে পেরে তিনি প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করলেন। যাদেরকে তিনি ভালবাসতেন তাদেরকে এই অনুগ্রহ আস্বাদন না করানো পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন না। লক্ষ্য করুন, প্রকৃত অনুগ্রহ একচেটিয়া এবং একক ক্ষমতাকে ঘৃণা করে।

২. যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে যেভাবে অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন, তা তাঁর ভাইয়ের অনুপ্রেরণা এবং অভ্যর্থনার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না, পদ ৪২। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকলেন: যীশু *তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "তুমি যোহনের পুত্র শিমোন"*। সম্ভবত খ্রীষ্টের কাছে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে:-

[১] এটি খ্রীষ্টের সর্বদর্শিতার ও সর্বময়তার একটি প্রমাণ যে, প্রথম দর্শনে কোন রকম অনুসন্ধান ছাড়াই তিনি শিমোনের উভয় নাম এবং তাঁর পিতার নাম বলে দিয়েছিলেন। প্রভু যীশু তাঁদের নাম, পরিচয় এবং তাঁদের সমস্ত অবস্থার কথা জানতেন।

[২] এটি তাঁর অনুগ্রহের প্রসন্নতা এবং আনুকূল্য, কারণ তিনি প্রকাশে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁর নাম ধরে ডাকলেন; যদিও পিতর একটি নিচু বংশ থেকে এসেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একেবারেই অখ্যাত একজন মানুষ। মোশির প্রতিও ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই দৃষ্টান্ত ছিল যে, তিনি তাঁকে তাঁর নাম দ্বারা জানতেন (যাত্রা ৩৩:১৭)। অনেকে এই নামগুলোর অর্থের তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ করেন: *শিমোন* নামের অর্থ *বাধ্য* এবং *যোহন* নামের অর্থ

কবুতর। বাধ্য কবুতরের মত আত্মা আমাদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্য হতে যোগ্য করে।

(২) তিনি পিতরকে একটি নতুন নাম দেন – *কৈফা* (*Cephas*)।

[১] তাঁকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল। নতুন নাম মর্যাদাপূর্ণ নামকে চিহ্নিত করে (প্রকাশিত বাক্য ২:১৭; যিশাইয় ৬২:২)। খ্রীষ্ট এর দ্বারা কেবলমাত্র পিতরের বংশের হীনতা এবং কলঙ্ক মুছে দেবেন না, বরং সেই সাথে তাঁকে তাঁর নিজ স্বর্গীয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে যুক্ত করবেন।

[২] যে নামটি তিনি তাঁকে দিলেন সে নামটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য। যদিও তাকে কৈফা বলে ডাকা হবে (এর হিব্রু অর্থ হল পাথর), তা ছিল আসলে পিতর নামেরই অনুবাদ; তাই এই নামটি আসলে *পিতর* হওয়া উচিত (প্রেরিত ৯:৩৬)। পিতর প্রকৃতিগতভাবে একগুঁয়ে, দুঃসাহসী এবং স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। আমি মনে করি খ্রীষ্ট তাঁকে কৈফা বলে ডাকার এটিই প্রধান কারণ। পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন – অকৃতকার্যতার জন্য নয়, বরং যেন তিনি এর ফলে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হতে পারেন। একই সময় খ্রীষ্ট পিতরকে তাঁর ভাইদের শক্তিশালী করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের সজ্জিত করার জন্য তিনি তাঁকে সুসজ্জিত করলেন। যে নামে তিনি তাঁকে ডেকেছিলেন, সেই কৈফা অর্থাৎ পাথর হিসেবেই তিনি তাঁকে গঠন করেছিলেন। যারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে, তাদের অবশ্যই দৃঢ় এবং অবিচল থাকার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আসতে হবে। তাঁর অনুগ্রহে তারা এ রকম হতে পেরেছিলেন।

## যোহন ১:৪৩-৫১ পদ

আমরা এখানে ফিলিপ এবং নথনেলের আহ্বানের বিষয়টি দেখতে পাই।

ক. ফিলিপ স্বয়ং খ্রীষ্টের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি আন্দ্রিয়ের মত ছিলেন না, যিনি যোহনের দ্বারা খ্রীষ্টের দিকে চালিত হয়েছিলেন; অথবা তিনি পিতরের মত ছিলেন না, যিনি তাঁর ভাইয়ের মাধ্যমে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর নিকটে আসার জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু যে পন্থাই তিনি প্রয়োগ করেন না কেন, তিনি কারও প্রতি কখনো চাপ সৃষ্টি করেন না।

১. ফিলিপকে খ্রীষ্ট যেভাবে আমন্ত্রণ জানান: যীশু ফিলিপের সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করার আগেই তিনি আমাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে থাকেন এবং আমাদেরকে খুঁজে পান। ফিলিপ নামটি এসেছে মূলত একটি গ্রীক শব্দ থেকে। এই নামটি সে সময় জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি নাম ছিল। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন নামটি যিহূদী সমাজের অধঃপতিত হওয়ার এবং অযিহূদী জাতির প্রতি তাদের বশ্যতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। তথাপি খ্রীষ্ট ফিলিপের নাম পরিবর্তন করেন নি।

২. খ্রীষ্ট ফিলিপকে পরের দিন আহ্বান করেছেন। দেখুন, খ্রীষ্ট তাঁর কর্তব্য কাজের সাথে কতটা ঘনিষ্টভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের কোন কাজ করার থাকে, তখন আমাদের একটি দিনও নষ্ট করা উচিত নয়। তথাপি লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট

এখন দিনে একজন অথবা দুইজনকে আহ্বান করছেন; কিন্তু পবিত্র আত্মা বর্ষিত হলে তার ফল হিসেবে দিনে হাজার হাজার মানুষ আহ্বান পেতে পারে, যার পরিপূর্ণতা আমরা দেখতে পাই যোহন ১৪:১২ পদে।

৩. খ্রীষ্ট গালীলের মধ্য দিয়ে সামনে যাওয়ার সময় ফিলিপকে আহ্বান করেছেন। যাদেরকে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছে তাদের সবাইকেই তিনি খুঁজে বের করবেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন কাউকেই তিনি হারাবেন না।

৪. "আমার পশ্চাৎ এসো" – এই কথার ক্ষমতায় যীশু ফিলিপকে তাঁর শিষ্য হয়ে তাঁর পিছে চলার জন্য আহ্বান করেছিলেন। প্রকৃত যীশুয়ীত্বের প্রকৃতি দেখুন, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা, তাঁর কথোপকথন এবং পরিচালনার প্রতি আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করা, তাঁর কাজের সাথে যোগ দেওয়া এবং তাঁর পায়ের সাথে পা ফেলা। দেখুন, অনুগ্রহের কার্যফল হল তাঁর শক্তির লাঠি।

৫. ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদা গ্রামের লোক এবং আন্দ্রিয় আর পিতরও সেই একই জায়গার লোক, পদ ৪৪। এই বিখ্যাত শিষ্যদেরকে তাঁদের জন্মস্থানের খ্যাতির জন্য গ্রহণ করা হয় নি, বরং তাঁদের জন্যই সেই স্থানের উপর সম্মান প্রতিফলিত হয়েছে। বৈৎসৈদা নামের অর্থ হল *জালের গৃহ*। কারণ জেলে সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ গ্রামটির অধিকাংশ অধ্যুষিত ছিল। সেখান থেকে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা বিশেষ বিশেষ দানে সজ্জিত হবেন। আর সেই কারণে তাঁদের শিক্ষার সাধারণ সুযোগ লাভের কোন প্রয়োজন ছিল না। বৈৎসৈদা দুষ্টদের আবাসস্থল ছিল (মথি ১১:২১), তথাপি তখনও অনুগ্রহের নির্বাচনে কিছু অবশিষ্টাংশ রয়ে গিয়েছিল।

খ. নথনেল খ্রীষ্টের কাছে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ফিলিপের মাধ্যমে। তাঁকে এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছিল, যার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

১. ফিলিপ এবং নথনেলের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল। ভক্তির আগ্রহে দুর্বলতা মিশে যাওয়ার বিষয়টি এর মধ্যে লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সাধারণত এটি শিক্ষানবীশদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে:-

(১) ফিলিপ নথনেলের কাছে একটি আনন্দের সংবাদ এনেছিলেন, পদ ৪৫। ইতোপূর্বে আন্দ্রিয় যা করেছিলেন এখানে ফিলিপ তা-ই করলেন। স্বয়ং খ্রীষ্ট সম্পর্কে তিনি সামান্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। পরিত্রাণকর্তার সেই জ্ঞানের কথা প্রকাশ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন নি। যদিও ফিলিপ নিজেই সম্প্রতি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে এসেছেন, তথাপি ফিলিপ নিজে এককভাবে নথনেলকে খুঁজে বের করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমাদের আত্মার মঙ্গলের সুন্দর সুযোগ লাভ করার চেয়ে আমাদের উচিত অন্যের আত্মার মঙ্গল করার জন্য সুযোগ খোঁজা। খ্রীষ্টের এই উক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে, "পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতে আরও বেশি আশীর্বাদ রয়েছে" (প্রেরিত ২০:৩৫)। ফিলিপ তাঁকে বললেন, "মোশি শরীয়তে ও ভাববাদীরা যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের পুত্র।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] নতুন কাউকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করতে পেরে ফিলিপ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন: "ওহ্! যাঁর কথা আমরা অনেকবার বলেছি, দীর্ঘ সময় ধরে আমরা যাঁর আকাঙ্খা করছি

এবং যাঁর জন্য অপেক্ষা করেছি, অবশেষে আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি!"

[২] তিনি পুরাতন নিয়মের বিবরণের সাথে পরিচিত ছিলেন। এটি তাঁর অনেক উপকার করেছে, এটি সুসমাচার প্রচারের আলো গ্রহণ করার জন্য তাঁর মনকে প্রস্তুত করেছিল এবং এর জন্য পথ প্রস্তুত করা তাঁর জন্য আরও সহজ হয়েছিল। পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের গৌরবময় বিষয়গুলো লেখা রয়েছে। ফিলিপ সেই সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেই সমস্ত শিক্ষায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন, যা তাঁকে খ্রীষ্টের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে স্বাগত জানাতে সাহায্য করেছিল।

[৩] ফিলিপ খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য আহ্বান করতে গিয়ে যে ভুলটি করেছিলেন: তিনি খ্রীষ্টকে নাসরতীয় যীশু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন বৈৎলেহমের নাগরিক এবং যোষেফের পুত্র; বস্তুত তিনি ছিলেন যোষেফের পালিত পুত্র। তরুণ শিক্ষানবীসরা ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি অনেক ভুল ধারণা রাখে, যা সময় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ সংশোধন করবে। এটি শুধুমাত্র তাঁর কথা বলার দুর্বলতা ছিল। খ্রীষ্টের জন্য তাঁদেরকে খুঁজে পাওয়ার আগেই তাঁরা খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছেন। পৌল যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ফিলিপ সেভাবে খ্রীষ্টকে উপলব্ধি করতে পারেন নি (ফিলিপীয় ৩:১২)।

(২) নথনেল এই কথার বিপক্ষে যে প্রতিবাদ করেছিলেন: *নাসরত থেকে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে?* (পদ ৪৬)। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] নথনেলের সতর্কতা ছিল প্রশংসনীয়। যা বলা হয়েছে তা চিন্তা-ভাবনা না করে তা গ্রহণ করতে তিনি সম্মত হন নি, বরং প্রতিটি বিষয়কে তিনি পরীক্ষার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আমাদের উচিত হবে সব কিছুর প্রমাণ যাচাই করা।

[২] তথাপি তাঁর প্রতিবাদ তাঁর অজ্ঞতা থেকে উত্থিত হয়েছে। যদি তিনি মনে করেন যে, নাসরত থেকে উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে না, তাহলে এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। যদি তিনি এটি মনে করে থাকেন যে, খ্রীষ্ট অত্যন্ত মহান একজন ব্যক্তি, এই কারণে তিনি নাসরত থেকে আসতে পারে না, তাহলে বাস্তবিকই তিনি মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন; কারণ যীশু খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোশির শরীয়তে বলা হয়েছে, প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট যিহূদিয়া থেকে আসবেন এবং ভাববাদীরা নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তাঁর জন্ম হবে বৈৎলেহেমে। তাই ফিলিপ তাঁকে নাসরতের যীশু বলে আখ্যায়িত করে গুরুতর ভুল করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, প্রচারকদের ভুলগুলো প্রায়ই শ্রোতাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) নথনেলের এই প্রতিবাদের বিপরীতে ফিলিপ একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন: *এসো, দেখ*।

[১] ফিলিপের এই দুর্বলতা ছিল যে, তিনি নথনেলকে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। তথাপি তরুণ ধর্মীয় শিক্ষানবীসদের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ বিষয় হিসেবেই বিবেচিত। আমাদের নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য আমরা যা জানি তা যথেষ্ট, তবুও আমরা বিপক্ষদের তুচ্ছ আপত্তির যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম নই।

[২] যখন তিনি নথনেলের আপত্তির উত্তর দিতে তিনি পারছিলেন না, তিনি তখন তাঁকে এমন একজনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি এর উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন। এটি ছিল তাঁর জ্ঞান এবং উৎসাহের পরিচায়ক: *এসো এবং দেখ*। আমরা এখানে যুক্তি দাঁড় করাব না এবং যা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব না তেমন কোন জটিল বিষয় আমরা উপস্থাপন করবো না। আমরা যদি এগিয়ে যাই এবং স্বয়ং খ্রীষ্টের সাথে আলাপ করি, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত জটিলতা অদৃশ্য হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে তর্ক করে সময় ব্যয় করা মূর্খতা। এর চেয়ে বরং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সহকারে উপাসনা করে সময় কাটানো অনেক বেশি সুফল বয়ে আনবে। ফিলিপ এ কথা বলেন নি যে, "যাও এবং দেখ;" বরং তিনি বলেছেন, "এসো এবং আমি তোমার সঙ্গে যাব" (যিশাইয় ২:৩; যিরমিয় ১:৫। ফিলিপ এবং নথনেলের মধ্যকার কথোপকথনে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, অনেক ব্যক্তি অযৌক্তিক ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে ধর্মের বিরোধী হয়েছে। বাইরের কিছু ঘটনার বিবরণের উপর এই বিষয়ের কোন গুণ একেবারেই স্পর্শ করতে পারে নি।

*দ্বিতীয়ত*, ধর্মীয় যে বিদ্বেষ তারা পোষণ করছে, সর্বোত্তম উপায়ে তা দূর করার বিষয়টি তারা প্রমাণ করেছে এবং তা পরীক্ষা করেছে। এই বিষয়ে শোনার আগে আমরা যেন এই বিষয় নিয়ে কোন মন্তব্য না করি।

২. নথনেল এবং আমাদের প্রভু যীশুর মধ্যে কী কথা হয়েছিল? নথনেল আসলেন এবং দেখলেন, তিনি অনর্থক সেখানে আসেন নি।

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখলেন এবং যথাযথ উৎসাহের সাথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নথনেলের সামনেই তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, "ঐ দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার হৃদয়ে ছল নেই।" লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর প্রশংসা করলেন। তিনি নথনেলকে তোষামোদ করেন নি; বরং এই কথার সম্ভাব্য কারণ হল, তিনি তাঁকে একজন বিনয়ী লোক হিসেবেই জানতেন। নথনেল অন্য সব শিষ্যের চেয়ে খ্রীষ্ট সম্পর্কে অধিক আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট এটি দেখালেন যে, তিনি তাঁর ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন; কারণ তিনি জানতেন যে, নথনেলের হৃদয় সৎ। তিনি নথনেলকে এমন কোন সমুচিত জবাব দেন নি: *কান্না থেকে, গালীলের অখ্যাত এক নগর থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?* (যোহন ২১:২)। বরং তাঁকে দয়াপূর্বক এই সম্মান জ্ঞাপনের ফলে আমরা খ্রীষ্টকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত হই। যারা আমাদের প্রতি কোন কারণ ছাড়াই অবজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে, তাদের সাথে সম্মানপূর্বক কথা বলার জন্য এবং তাদের প্রাপ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করতে এই ঘটনা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

[২] নথনেলের সরলতার জন্য খ্রীষ্ট তাঁকে এই প্রশংসা করলেন।

*প্রথমত*, "ঐ দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়।" বিভিন্ন ব্যক্তি কেমন প্রকৃতির, তা জানা খ্রীষ্টের বিশেষ অধিকার। সমস্ত জাতি যিহূদী নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েলীয় প্রকৃত ইস্রায়েলীয় ছিল না (রোমীয় ৯:৬)। সে যাই হোক না কেন, এখানে তারা সকলেই যিহূদী। সরল চরিত্রের মানুষ হল ইস্রায়েল জাতির একজন প্রকৃত অনুসারীর উত্তম দৃষ্টান্ত। নথনেল প্রতীয়মান হয়েছিলেন যে, তিনি কার্যত যথার্থ ছিলেন এবং তাঁর কাজের অংশ

হিসেবে তিনি তা প্রকাশের জন্য কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি একজন আন্তরিক যিহূদী ছিলেন (রোমীয় ২:২৯), তাই তিনি একজন উত্তম খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হতে পেরেছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন ছল নেই। বস্তুত এটি হল যিহূদীদের চরিত্র, একজন খ্রীষ্টানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য: মানুষের প্রতি যে ছল করে না, প্রতারণাকারী অথবা মন্দ পরিকল্পনাকারী মানুষ নয়, এমন একজন মানুষ যার উপর নির্ভর করা যায়, ঈশ্বরকে যে প্রতারিত করে নি, সরলভাবে তার পাপের জন্য অনুতাপ করে, ঈশ্বরের সঙ্গে তার নিয়মের মধ্যে অকপটভাবে অবস্থান করে, যার অন্তরের মধ্যে কোন ছল নেই (গীতসংহিতা ৩২:২)। তিনি বলেন নি যে, তাঁর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তথাপি তাঁর মধ্যকার সততার জন্য তাকে উত্তম বলে স্বীকার করতে খ্রীষ্ট কুণ্ঠিত হন নি: "দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়। তাঁকে লক্ষ্য কর যেন তোমরাও তার পথ শিখতে পার, তার মত হতে পার।" নথনেল তাঁর প্রতি খ্রীষ্টের উচ্চ ধারণা লক্ষ্য করলেন এবং বিস্মিত হলেন। ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকদের ভণ্ডামী যিহূদীদের সমাজ এবং জাতির মধ্যে এত প্রভাব ফেলেছিল এবং লৌকিকতা অথবা রাজনীতির আবরণে তাদের ধর্ম এত অধঃপতিত হয়েছিল যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল (ইয়োব ১:৮)।

(২) খ্রীষ্ট নথনেলের পূর্ববর্তী সময়ের সততা এবং একাগ্রতার প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর নিজ সর্বদর্শীতার যে প্রমাণ দিলেন, তা দেখে নথনেল খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন।

[১] এখানে আমরা নথনেলের নম্রতার পরিচয় পাই, মূলত যে গুণের কারণে খ্রীষ্ট তাঁর প্রতি সদয় মনযোগ সহকারে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন: "আপনি কিসে আমাকে চিনলেন?" *হে ঈশ্বর প্রভু, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে, তুমি আমাকে এই পর্যন্ত এনেছ?* (২ শমূয়েল ৭:১৮)। এটি তাঁর সততার প্রমাণ, এটিকে তিনি প্রশংসা হিসেবে ধরেন নি; বরং তিনি তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমরা নিজেদের যতটুকু জানি, খ্রীষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের সম্পর্কে জানেন। একজন ব্যক্তির অন্তরে কি আছে তা তার মুখ দেখে আমরা বলতে পারব না, কিন্তু খ্রীষ্টের সামনে সব কিছু অনাবৃত এবং উন্মুক্ত রয়েছে (ইব্রীয় ৪:১২,১৩)। খ্রীষ্ট কি আমাদের জানেন? আসুন আমরা ব্যগ্রভাবে তাঁকে জানার জন্য সচেষ্ট হই।

[২] এখানে খ্রীষ্ট নথনেলের প্রতি অধিকতর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন: "ফিলিপ তোমাকে ডাকবার পূর্বে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলে ছিলে, তখন তোমাকে দেখেছিলাম।"

*প্রথমত*, তিনি তাঁকে জ্ঞাত করলেন যে, তিনি তাঁকে চেনেন। এভাবেই তিনি তাঁর ঈশ্বরীয় সত্তাকে প্রকাশ করলেন। এটি হল সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত বিষয়কে জানার জন্য ঈশ্বরের একান্ত নিজস্ব অধিকার। এর দ্বারা খ্রীষ্ট প্রমাণ করলেন যে, নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে বলার জন্য তাঁর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তিনি হবেন জ্ঞান ও সদাপ্রভুর প্রতি ভয়ের আত্মা। ঈশ্বরের ভয়ের আত্মা দ্বারা তিনি সততার সাথে ন্যায় বিচার করবেন, চোখ দিয়ে যা দেখবেন তা দিয়ে তিনি বিচার করবেন না (যিশাইয় ১১:২,৩)। তিনি এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন (২ তীমথিয় ২:১৯)।

*দ্বিতীয়ত*, ফিলিপ নথনেলকে ডাকার আগেই খ্রীষ্ট তাঁকে ডুমুর গাছের নিচে দেখেছিলেন; এটি ছিল তাঁর জন্য বিশেষ দয়া।

১. ফিলিপ নথনেলকে আহ্বান করার আগেই তাঁর প্রতি খ্রীষ্ট দৃষ্টিপাত করেছিলে। খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এটি ছিল তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। আমরা খ্রীষ্টকে জানার পূর্বেই তিনি আমাদের সম্পর্কে সব জানেন (যিশাইয় ৪৫:৪; গালা ৪:৯)।

২. ডুমুর গাছের নিচে থাকার সময় খ্রীষ্ট নথনেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এটি ছিল একটি ব্যক্তিগত চিহ্ন, যা কেউ না বুঝলেও নথনেল বুঝেছিলেন: "যখন তুমি বাগানের মধ্যে ঐ ডুমুর গাছের নিচে বিশ্রাম করছিলে, যখন কেউ তোমায় দেখে নি, তখন তোমার উপর আমার দৃষ্টি ছিল এবং যা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য তাই আমি তোমার মধ্যে দেখেছি।" খুব সম্ভবত নথনেল ডুমুর গাছের নিচে বসে মাঠে অবস্থানকারী ইসহাকের মত প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবত খ্রীষ্ট তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অলঙ্ঘনীয় চুক্তির মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট গোপনে তাঁকে দেখলেন এবং তিনি প্রকাশ্যে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। এখানে ডুমুর গাছের নিচে বসে থাকা আত্মার শান্ত অবস্থা এবং স্থিরতাকে নির্দেশ করেছে, যা ঈশ্বরের সাথে আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলাপ করার বিষয়টিকে নির্দেশ করে (মীখা ৪:৪; সখরিয় ৩:১০)। প্রকৃতপক্ষে নথনেল ছিলেন একজন যিহূদী, যিনি ইস্রায়েলের মত একাকী ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৪)। তিনি ভণ্ডদের মত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন নি, বরং ডুমুর গাছের নিচে নিভৃতে বসে প্রার্থনা করছিলেন।

(৩) খ্রীষ্টের এই উক্তির মধ্য দিয়ে নথনেল যীশু খ্রীষ্টে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করলেন। তিনি বিনম্রভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন (পদ ৪৯): "রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা। আপনিই প্রকৃত খ্রীষ্ট।" লক্ষ্য করুন:

[১] কতটা স্থির চিত্ত নিয়ে তিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করলেন: কিছুক্ষণ আগেই তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু এখন তার সবই দূরীভূত হল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিশ্বাসের মধ্যে কাজ করে, ভ্রান্ত কল্পনাকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নথনেল এখন আর সেই প্রশ্ন করছেন না, "নাসরত থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?" নাসরতীয় খ্রীষ্টের উপর তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর সর্বোত্তমতার জন্য এবং তদানুসারে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য।

[২] কেমন অবাধে তিনি মুখে খ্রীষ্টকে স্বীকার করলেন: এই স্বীকারোক্তি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ভক্তি থেকে। ভক্তিপূর্ণ ভয় আমাদেরকে প্রভু যীশুর দিকে চালিত করে, যা আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির সঠিক পথ। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

*প্রথমত*, তিনি খ্রীষ্টের ভাববাদী ত্বের কার্যের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন তাঁকে *রব্বি* বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে। সাধারণত এই উপাধি যিহূদীরা তাদের শিক্ষকদের প্রতি আরোপ করে থাকে। খ্রীষ্ট হলেন মহান রব্বি, যাঁর পায়ের নিচে আমরা সবাই অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করবো।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র নামে সম্বোধন করার মাধ্যমে নথনেল তাঁর স্বর্গীয় স্বভাব এবং কার্যের স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন। যদিও তাঁর কেবলমাত্র মানব আকৃতি দৃশ্যমান রয়েছে, তথাপি স্বর্গীয় জ্ঞানে, অন্তরের জ্ঞানে এবং গোপন বিষয়ের জ্ঞানে নথনেল সাথে সাথে এই

থাকবেন এবং তাঁর পরিচর্যা করবেন। সে সময় সকলেই কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং তা হবে একটি ব্যস্ততম দিন (২ তীমথিয় ১:১০)।

(খ) অনেকেই খ্রীষ্টের এই কথাগুলোকে আলঙ্কারিক অর্থে গ্রহণ করেন। তরা মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে এই ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকবে এবং সে বিষয়েই খ্রীষ্ট আমাদেরকে আভাস দিচ্ছেন, যেন আমরা তা বুঝতে পারি।

[১] খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ: নথনেল বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ প্রাচীন ভাববাদীদের করা ভবিষ্যদ্বাণী তিনি জানতেন। খ্রীষ্ট এখন আশ্চর্য কাজ করা শুরু করলেন, যা নথনেলের কাছে বহন করা সাক্ষ্যের চেয়ে আরও বেশি মহৎ এবং আশ্চর্যজনক। স্বর্গ যেন খুলে গেছে এবং মনুষ্যপুত্রের দ্বারা এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে, যেন স্বর্গদূতরা অসীম ক্ষমতা লাভ করে ক্রমাগতভাবে তাঁর আদেশ পালন করেন। এরপরপরই খ্রীষ্ট তাঁর আশ্চর্য কাজ করা শুরু করেন (যোহন ২:১১)।

[২] খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা: মানুষের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আদান-প্রদান করার জন্য খ্রীষ্ট স্বর্গ এবং জগতের মাঝে মধ্যস্থতা স্থাপন করেছেন, যার রহস্য উপলব্ধি করার জন্য তার শিষ্যরা অনুমতি লাভ করেছিলেন।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার দ্বারা তাঁরা স্বর্গ খোলা দেখতে পাবেন। আমরা খ্রীষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারবো (ইব্রীয় ১০:১৯,২০)। স্বর্গ উন্মুক্ত থাকা অবস্থায় বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা এর ভেতরে তাকাবো এবং অবশেষে সেখানে প্রবেশ করবো। তখন আমরা সদাপ্রভুর মহিমা দেখতে পাব এবং এরপর আমরা আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরের আনন্দের মাঝে প্রবেশ করব।

*দ্বিতীয়ত*, শিষ্যরা দেখতে পাবেন যে, স্বর্গদূতরা মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে উপরে উঠছেন আর নিচে নামছেন। খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা পবিত্র স্বর্গদূতদের দ্বারা উপকৃত হব। আমাদের সামনে স্বর্গ এবং জগতের সব কিছু একত্রিত করা হবে। খ্রীষ্ট আমাদের কাছে যাকোবের স্বপ্নের সিঁড়ির মত মঙ্গলজনক (আদিপুস্তক ২৮:১২); ঈশ্বরভক্তদের মঙ্গলার্থে স্বর্গদূতরা যাঁর মাধ্যমে ক্রমাগত উঠছেন এবং নামছেন।

সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।

*তৃতীয়ত*, নথনেলের স্বীকারোক্তি, "আপনিই ইস্রায়েলের রাজা, ইস্রায়েলের সেই রাজা, যাঁর জন্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করে আছি।" যদি তিনি ঈশ্বরের পুত্র হন তাহলে তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের জাতি ইস্রায়েলের রাজা। নথনেল তাৎক্ষণিকভাবে প্রভু যীশুকে ইস্রায়েলের রাজা বলে স্বীকার করে তাঁকে রাজা হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করলেন যে, তিনি একজন প্রকৃত যিহূদী।

(৪) এই সব কিছু থেকে অধিকতর কিছু এবং মহৎ কিছুর প্রতি নথনেলের আশা এবং প্রত্যাশাকে খ্রীষ্ট জাগিয়ে তুললেন, পদ ৫০,৫১। পরিবর্তিত এই তরুণের প্রতি খ্রীষ্ট খুব সহানুভূতিশীল এবং উত্তম কিছু আরম্ভ করার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করলেন, যদিও তিনি আত্মিক দিক থেকে এখনও অনেক দুর্বল (মথি ১২:২০)।

[১] এখানে তিনি নথনেলের তাৎক্ষণিক বিশ্বাসের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন: "আমি যে তোমাকে বললাম, সেই ডুমুরগাছের তলে তোমাকে দেখেছিলাম, সেজন্য কি বিশ্বাস করলে?" খ্রীষ্টের স্বর্গীয় জ্ঞানের এমন একটি ক্ষুদ্র নিদর্শনের এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। নথনেলের হৃদয় পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকার এটি একটি চিহ্ন, নতুবা এত দ্রুত এই কাজটি সাধিত হত না। লক্ষ্য করুন, এটি ছিল খ্রীষ্টের সম্মান এবং অনুগ্রহের পরিচয়, কারণ প্রথম আহ্বানের পরই নথনেল নিজেকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

[২] প্রথমে তিনি যা অর্জন করেছিলেন তাঁর সেই বিশ্বাসের নিশ্চয়তা এবং বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করবেন বলে খ্রীষ্ট তাঁকে প্রতিজ্ঞা করলেন।

*প্রথমত*, সাধারণভাবে: "এসব থেকেও মহৎ মহৎ বিষয় তুমি দেখতে পাবে – আমার খ্রীষ্টীয় সত্তার প্রমাণ, খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ এবং তাঁর পুনরুত্থান।" লক্ষ্য করুন, যা তাঁকে দেওয়া হবে, তা উত্তমরূপে ব্যবহার করলে তাঁকে আরও দেওয়া হবে। যারা সুসমাচারের প্রকৃত বিশ্বাসী, তারা এর প্রমাণ খুঁজবেন যেন এর উপর ভিত্তি করে তাঁরা বৃদ্ধি পেতে পারেন এবং এর উপর বিশ্বাস করার জন্য এর উদ্দেশ্যের প্রতি তারা আরও বেশি করে লক্ষ্য করবেন। এই পৃথিবীতে তাঁর লোকেরা তাঁকে জানতে পারলে যতটুকু আনন্দিত হবে, তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দের এবং বিস্ময়ের চিহ্ন তাঁর কাছে আছে। তখন তাঁর আরও বেশি মহিমা প্রকাশ পাবে।

*দ্বিতীয়ত*, বিশেষভাবে: "কেবল তুমি নও, বরং তোমরা, আমার সকল শিষ্যরা, যারা আমার উপর বিশ্বাস করেছ; সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দেখবে, স্বর্গ খুলে গেছে এবং ঈশ্বরের স্বর্গদূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়ে উঠছেন ও নামছেন।" খ্রীষ্টের শিষ্যরা স্বর্গ উন্মুক্ত দেখতে পাবেন। ডুমুর গাছের নিচে থাকার ব্যাপারে নথনেলকে যা বলা হয়েছিল এটি তার চেয়েও অনেক বেশি মহিমাপূর্ণ। গুরুত্বের সাথে বলার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর উক্তির শুরুতে বলেছেন, *সত্যি, সত্যি*। তাতে স্থির মনোযোগী হতে এবং যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য তাতে পূর্ণ সম্মতি প্রদান করতে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন: "আমি নিজে এই কথা বলছি, যাঁর কথার উপর তোমরা নির্ভর করতে পার।" এখানে মূলত আমেন (*Amen*) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যিহূদীরা প্রায়ই তাদের প্রার্থনার সমাপ্তিতে এই শব্দটি

উচ্চারণ করতো এবং কখনো কখনো এর দ্বিরুক্তি করতো; এটি হল পবিত্র শপথ। খ্রীষ্টকে আমেন বলে সম্বোধন করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪)। কেউ কেউ এই কথাটিকে এভাবে দেখেছেন, "আমি আমেন, আমেন, তোমাদের প্রতি বলছি। আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত সাক্ষী।" লক্ষ্য করুন, আমাদের এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, মহিমা প্রকাশিত হবে খ্রীষ্টের বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। এখন দেখুন, খ্রীষ্ট তাদেরকে কী নিশ্চয়তা দান করেছেন: "এখন থেকে, শীঘ্র, এই মুহূর্ত থেকে, তোমরা স্বর্গ খোলা দেখতে পাবে।"

(ক) এটি খ্রীষ্টের জন্য এমন একটি নিকৃষ্ট উপাধি, যা তাঁকে প্রদান করা হয়েছে: মনুষ্যপুত্র। সুসমাচারে তাঁর উদ্দেশে এই উপাধিটি প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তা সব সময়ই তাঁর নিজের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। নথনেল তাঁকে ডেকেছেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ইস্রায়েলের রাজা নামে, কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজেকে বলছেন মনুষ্যপুত্র। লক্ষ্য করুন:

১) তাঁকে যে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে তা তিনি অত্যন্ত নম্রতার সাথে গ্রহণ করেছেন।

২) তিনি তাঁর মানবতাবোধ আমাদেরকে শেখাতে চেয়েছেন, যা তাঁর পবিত্রতার উপর বিশ্বাস করার জন্য আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেবে।

৩) তাঁর বর্তমান অবমাননাকর অবস্থাকে ইঙ্গিত করতে তিনি এ কথা বলেছেন, যাতে করে নথনেল এ কথা চিন্তা না করেন যে, ইস্রায়েলের রাজা বাহ্যিক আড়ম্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হবেন।

(খ) তথাপি তিনি এখানে তাঁদের কাছে কিছু মহৎ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: "তোমরা দেখবে, স্বর্গ খুলে গেছে এবং ঈশ্বরের স্বর্গদূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়ে উঠছেন ও নামছেন।"

১) কেউ কেউ এটিকে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়েছেন এবং এটিকে বিশেষ কোন চিহ্ন হিসেবে মনে করেছেন।

[১] এখানে খ্রীষ্টের মহিমার কিছু দর্শন রয়েছে, যা এর মধ্যে যথার্থভাবে সম্পাদিত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নথনেল; যেমন তাঁর উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ধারণের সময় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন পিতর, যাকোব এবং যোহন। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের উপস্থিতিতে এমন অনেক কিছু করেছিলেন, যা লিপিবদ্ধ করা হয় নি (যোহন ২০:৩০), তাহলে কেন এটি লিপিবদ্ধ করা হবে না?

[২] এই ঘটনা প্রভু যীশুর স্বর্গে আরোহণের ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। বিশেষ করে তাঁর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় যখন স্বর্গ তাঁকে গ্রহণ করার জন্য খুলে যায় এবং স্বর্গদূতরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উপরে উঠছিলেন ও নিচে নামছিলেন এবং তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করছিলেন, তখন এর সবই ঘটছিল তাঁর শিষ্যদের দৃষ্টির মধ্যে। শিষ্যদের চোখের সামনে খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়া তাঁর কার্যের এক মহৎ প্রমাণ এবং এটি তাঁদের বিশ্বাসের অধিকতর নিশ্চয়তা দান করে (যোহন ৬:৬২)।

[৩] কিংবা এখানে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে। সেই সময় যখন স্বর্গ খুলে যাবে, তখন প্রত্যেক চোখ তাঁকে দেখতে পাবে। ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা তাঁর চারপাশ ঘিরে

# যোহন লিখিত সুসমাচার
# অধ্যায় ২

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে আমরা প্রথম শিষ্যদের বিবরণ পেয়েছি, যাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আহ্বান করেছিলেন। এরা হলেন আন্দ্রিয় এবং পিতর, ফিলিপ এবং নথনেল। এরা ছিলেন ঈশ্বর এবং মেষশাবকের প্রথম ফল (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪)। এখন এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব: (ক) গালীলের কান্না গ্রামে সাধারণ জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করার বিবরণ (পদ ১-১১) এবং কফরনাহূম শহরে উপস্থিত হওয়ার বিবরণ (অধ্যায় ১২)। (খ) জনসাধারণের মাঝে শিক্ষা দিতে শুরু করার পর প্রথম নিস্তার-পর্বের সময় যিরূশালেমে উপস্থিত হয়ে মন্দির থেকে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের বের করে দেয়ার বিবরণ (পদ ১৩-১৭); খ্রীষ্টের এই আচরণের জন্য যারা তাঁর সাথে বিবাদ করছিল তাদের প্রতি চিহ্ন প্রদান (পদ ১৮–২২)। এই ঘটনার পর কিছু লোক খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁকে অনুসরণ করছিল (২৩–২৫); তিনি তাদের খুব ভাল করে জানতেন যে, তাদের মধ্যে কতটুকু বিশ্বাস আছে।

## যোহন ২:১–১১ পদ

এখানে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক গালীলের কান্না গ্রামে এক বিয়ে বাড়িতে জলকে আঙ্গুর -রসে পরিণত করার আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ পাই। যখন তিনি কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি, তখনো অল্প কিছু লোক তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁকে অনুসরণ করছিল। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, "ঐ লোকদের তুমি কি প্রমাণ দেখাতে পার?" এই প্রশ্নের যে উত্তর খ্রীষ্ট দিয়েছিলেন, তদনুসারে কার্য সাধন না করা পর্যন্ত লোকেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। আশ্চর্য কাজ করার আগে তিনি তাদেরকে তাঁর সাধারণ জীবন-যাপন সম্পর্কে এবং তাঁর বন্ধুদের আনন্দের সহভাগী হওয়ার বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য কাজ হল তাঁর পবিত্র এবং ধর্মীয় শিক্ষার মুদ্রাঙ্ক। তিনি তাঁর সুসমাচার প্রচার শুরু না করা পর্যন্ত কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি। এখন লক্ষ্য করুন:

ক. এই আশ্চর্য কাজের উপলক্ষ্য: মোশি প্রান্তরে থাকাকালীন সময় যে পর্যন্ত চিহ্নকার্য করেছিলেন তা প্রয়োজনের খাতিরেই করেছিলেন, প্রয়োজনের সময় তিনি মান্না দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের তাই করেছিলেন।

১. সময়: তিন দিন পর তিনি গালীলে এলেন। লেখক ঘটনার দিনপঞ্জি লিপিবদ্ধ করেছেন, কারণ এমন কোনদিন অতিবাহিত হয়নি যে দিন তিনি কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি বা কোন শিক্ষা দেন নি। আমাদের প্রভু তাঁর পরিচর্যাকারীদের চেয়ে উত্তমরূপে তাঁর সময়কে কাজে লাগিয়েছেন। রোমীয় সম্রাটের মত রাতে ঘুমিয়ে তিনি একটি দিনও নষ্ট করতেন না।

২. স্থান: ঘটনাটি ঘটেছিল আশের গোষ্ঠীর কান্না নামক গ্রামে (যিহোশূয় ১৯:২৮)। এ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছিল, "আশের থেকে অতি উত্তম খাদ্য জন্মাবে; সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যুগিয়ে দেবে" (আদিপুস্তক ৪৯:২০)। খ্রীষ্ট তাঁর বহু আশ্চর্য কাজ করেছিলেন

যিরূশালেম থেকে দূরে, দেশের কোন এক প্রান্তে অখ্যাত এক স্থানে। এই কাজের দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি লোকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার প্রত্যাশী নন (যোহন ৫:৪১); কিন্তু তাঁর এই বিনম্রতা তাঁকে প্রশংসিত করেছিল। তাঁর শিক্ষা এবং আশ্চর্য কার্যের প্রতি গালীলের সরল এবং সৎ জনগণের কাছ থেকে বড় কোন বাধা আসে নি; যেমন করে এসেছিল যিরূশালেমের অহঙ্কারী ও বিদ্বেষপূর্ণ ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ লোকদের কাছ থেকে।

৩. এটি ছিল একটি বিয়ের অনুষ্ঠান, সম্ভবত একটি কিংবা উভয় পক্ষই ছিল খ্রীষ্টের সহগোত্রীয়। প্রভু যীশুর মা মরিয়মও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একই বাড়ির লোকদের মতই খ্রীষ্টের শিষ্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্য করুন, এই অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে খ্রীষ্ট বিবাহ অনুষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করেছেন। তিনি এই অনুষ্ঠানকে আ-শীর্বাদযুক্ত করেছেন কেবল তাঁর উপস্থিতি দ্বারা নয়, বরং সেই সাথে তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজের দ্বারা; কারণ এই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত এবং আশীর্বাদযুক্ত হয়েছে পবিত্রতার মধ্যে। এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছেন যে, এখনো ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের অন্বেষণ করছেন। এটি তাঁর এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে গুপ্ত ঐক্যস্বরূপ, কারণ তিনি এটি পূর্ব থেকেই তাঁর পিতার রাজ্যের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। যখন বিয়ের অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তা মর্যাদা লাভ করে; কিন্তু অসম বিবাহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কলুষিত করে। বিয়ে এবং বিয়ের ভোজ হল অনুগ্রহের কার্য। বিয়ে সাধারণত ভোজের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হত (আদিপুস্তক ২৯:২২; বিচার ১৪:১০)। এটি ছিল আনন্দ ও বন্ধুত্বের মর্যাদার নিদর্শন এবং অনুষ্ঠানটি পালিত হত ভালবাসার নিশ্চয়তার জন্য।

৪. খ্রীষ্ট এবং তাঁর মা ও শিষ্যরা ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। যীশুর মা (এটি ছিল তাঁর সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এখানে যোষেফের কোন উল্লেখ নেই। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই ঘটনার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। যীশুকে ডাকা হয়েছিল, তিনি এসেছিলেন। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলের সাথে ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তাদের সাথে সামাজিকতা রক্ষা করি, হোক তারা দরিদ্র কিংবা নিচু শ্রেণীর। যীশু খ্রীষ্টের জীবন যাপনের ধারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে ভিন্ন ছিল। যোহন পানও করতেন না আহারও করতেন না (মথি ১১:১৮,১৯)। আলাপচারিতা উপেক্ষা না করে কিভাবে তা উন্নত করা যায় এই বিষয়ে অধ্যয়ন করা হল একজন বিবেচকের জ্ঞান।

(১) সেই বিয়েতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] এটি খুবই আনন্দের বিষয় হবে, যখন কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যীশু খ্রীষ্ট উপস্থিত থাকেন, অনুষ্ঠানে তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানকে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেন ও আশীর্বাদ করেন। আর এই বিয়ে তখনই মর্যাদা লাভ করবে, যখন তারা প্রভুতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে (১ করিন্থীয় ৭:৩৯)।

[২] যারা বিয়ে করবে, তারা অবশ্যই প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টকে তাদের বিবাহে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। তারা তাঁকে আহ্বান জানালে তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত

*হবেন। তারা আমাকে ডাকবে আর আমি তাদের উত্তর দেব।*

(২) যে পাঁচজন শিষ্যকে খ্রীষ্ট আহ্বান করেছিলেন (পদ ১), সেই শিষ্যরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কারণ এ পর্যন্ত তাঁর পরিবার ছাড়া আর বেশি কেউ ছিল না। আর তাঁরাও তাঁর সাথে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে তাঁর পরিচর্যায় সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁরা খুব শীঘ্র বুঝতে পারলেন যে, যদিও তাঁর কোন সম্পদ নেই, কিন্তু তাঁর কাছে রয়েছে অসীম অনুগ্রহ। লক্ষ্য করুন:

[১] প্রভু যেভাবে চলেন তাঁদেরও সেভাবে চলতে হবে। তাঁদের সম্পর্কে খ্রীষ্ট বলেছেন (যোহন ১২:২৬): *আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীরাও সেখানে থাকবে।*

[২] যারা তাঁর লোক তাদের ভালবাসা করার মধ্য দিয়ে সকলের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসা প্রমাণিত হয়েছে। জন ক্যালভিন লক্ষ্য করেছেন, এই বিবাহ ভোজের আয়োজনকারী কত উদার ছিলেন। যদিও ভোজের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ছিল না, তথাপি তিনি চার কিংবা পাঁচজন বেশি অতিথিকে দাওয়াতের বাইরে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ এরা ছিলেন খ্রীষ্টের শিষ্য। ক্যালভিন বলেছেন, বিষয়টি প্রকাশ করে যে, অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির চাইতে কিছু কিছু বিশেষ নিচু পর্যায়ের ব্যক্তির আলাপচারিতায় রয়েছে আরও বেশি সরলতা এবং প্রকৃত বন্ধুসুলভ মনোভাব।

খ. যে আশ্চর্য কাজটি খ্রীষ্ট সাধন করলেন। লক্ষ্য করুন:

১. বিবাহ ভোজের আয়োজকদের আঙ্গুর-রসের ঘাটতি পড়েছিল (পদ ৩)।

(১) বিবাহ ভোজে আঙ্গুর-রসের অভাব ঘটেছিল। যথেষ্ট যোগান ছিল, তথাপি সব রস ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই জগতে অনেক সময় আমাদের কষ্টকর অবস্থায় পরতে হয়; যদিও আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রাচুর্যের পূর্ণতা রয়েছে। যদি সর্বদা খরচ হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, খুব শীঘ্র আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

(২) বিবাহ ভোজে আঙ্গুর-রসের সঙ্কট দেখা গিয়েছিল। বিবাহিতরা জাগতিক বিষয়ে অধিক যত্নবান হলে নিশ্চিতভাবে তারা নানা রকম সমস্যায় পতিত হবে এবং তাদের নৈরাশ্যকে ডেকে আনবে।

(৩) আপাতদৃষ্টিতে খ্রীষ্টের শিষ্যরাই এই আঙ্গুর-রসের সঙ্কট হওয়ার মূল কারণ ছিলেন, কারণ তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করা না হলেও তাঁরা সেই ভোজে যোগ দিয়েছিলেন, আর তাই হিসাব করা আঙ্গুর-রসে ঘাটতি পড়েছিল।

২. প্রভু যীশুর মা আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। খ্রীষ্ট এবং তাঁর মায়ের সাথে এই বিষয়ে যে আলাপচারিতা হয় তা আমরা ৩-৫ পদে দেখতে পাই।

(১) তাদের সমস্যার বিষয়টি তিনি খ্রীষ্টকে জানালেন (পদ ৩): *সেখানে আঙ্গুর-রসের অকুলান হলে যীশুর মা তাঁকে বললেন, "ওদের আঙ্গুর-রস নেই।"* অনেকে মনে করেন, মরিয়ম যীশুর কাছ থেকে কোন আশ্চর্য কাজ আশা করেন নি, কারণ তখনও খ্রীষ্ট কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট তাঁর যথাসাধ্য এমন কিছু করেন

যাতে করে বরের সম্মান রক্ষা পায় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিংবা জন ক্যালভিনের মতে, মরিয়ম চেয়েছিলেন খ্রীষ্ট যেন পবিত্র ও আত্মিক দিক থেকে মঙ্গলজনক কোন আলাপচারিতার দ্বারা আঙ্গুর-রসের অভাব পূরণ করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত মরিয়ম আসলে কোন আশ্চর্য কাজ আশা করেছিলেন; কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট মোশির মত একজন মহান ভাববাদী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি ইস্রায়েলীয়দের অভাবের সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করেছিলেন। যদিও এটি ছিল জনগণের সামনে খ্রীষ্টের প্রথম আশ্চর্য কাজ, তবে সম্ভবত খ্রীষ্ট তাঁর মা মরিয়ম এবং তাঁর পালক পিতা যোষেফকে তাঁদের দরিদ্র অবস্থায় বিভিন্ন সময় সাহায্য করে সমস্যা দূর করেছেন। বরের আরও আঙ্গুর-রসের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু যীশুর মা প্রধান উৎসের কাছেই আঙ্গুর-রসের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

[১] আমরা কেবল আমাদের নিজেদের অভাব এবং সমস্যার দিকে তাকাবো না, বরং সেই সাথে আমাদের বন্ধুদের অভাব এবং তাদের কষ্টকর অবস্থা সম্পর্কে জানবো, যেন আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি।

[২] আমাদের দায়িত্ব হল আমাদের নিজেদের এবং আমাদের বন্ধুদের কষ্টকর অবস্থাগুলো প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছে তুলে ধরা।

[৩] যখন আমরা খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করবো, তখন আমরা তাঁকে কোন আদেশ করবো না; বরং নম্রভাবে তাঁর কাছে আমাদের সমস্যাগুলো বলবো, যাতে তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন সেভাবে নিজেদেরকে তাঁর কাছে তুলে ধরবো।

(২) খ্রীষ্ট এই ব্যাপারে তাঁর মাকে তিরস্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে, আমরা যতটুকু ভুল করে থাকি, তিনি তার চেয়েও বড় ভুল করেছেন এখানে, নতুবা তিনি তাঁকে এভাবে তিরস্কার করতেন না। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] যে কথা বলে খ্রীষ্ট মরিয়মকে তিরস্কার করলেন: "নারী, এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?" খ্রীষ্ট যত বেশি ভালবাসেন ততটাই তিরস্কার করেন এবং শাস্তি দিয়ে সংশোধন করেন। তিনি মরিয়মকে নারী বলে সম্বোধন করেছেন, মা বলে নয়। যখন আমরা অহঙ্কারী হয়ে উঠি তখন আমাদের এই কথা স্মরণ করা উচিত যে, আমরা মানুষ, আমরা পুরুষ এবং নারী, আমরা দুর্বল, বুদ্ধিহীন ও দোষী। এই কথার দ্বারা তিনি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলেও পঞ্চম আদেশ অনুযায়ী তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁর মায়ের সম্মানহানী করেন নি এবং তাঁর অধীনে থাকার বিরোধিতা করেন নি। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে হতে পারে:

*প্রথমত*, তাঁর আত্মিক কাজে বাধা প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর মাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, বিষয়টি তাঁর মায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল না। যদিও তিনি মানুষ হিসেবে ছিলেন দায়ূদের সন্তান, তথাপি তিনি ছিলেন ঈশ্বর, যিনি দায়ূদের প্রভু। তিনি তাঁর মাকে এই বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। মহান উৎকর্ষতা আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের স্থানকে ভুলে যেতে দেয় না এবং অনুগ্রহের চুক্তিকে আমাদের ঘৃণা করতে এবং অভক্তি করতে বাধা দেয়।

*দ্বিতীয়ত*, এটি অন্যদেরকে, অর্থাৎ অনেকেই যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে তাঁর সম্পর্কে এই শিক্ষা প্রদান করে যে, তারা যেন কখনোই জাগতিক কোন বিষয় প্রত্যাশা না করে যে, তিনি তাদের এভাবে তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তৃপ্ত করবেন। ঈশ্বর কিভাবে তাঁর কাজ সাধন করবেন তা আমরা জানি না।

[২] এই তিরস্কারের উদ্দেশ্য: *আমার সময় এখনো হয়নি*। খ্রীষ্ট যা কিছু করেছেন এর প্রতিটি কাজের জন্য তাঁর একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল। প্রতিটি কাজ তিনি নির্ধারিত সময়ে এবং উপযুক্ত সময়ে সম্পন্ন করেছেন। এটি ছিল তাঁর সময়নিষ্ঠার এক চমৎকার উদাহরণ।

*প্রথমত*, "আমার আশ্চর্য কাজ করার সময় এখনো আসে নি।" তবুও সময়ের আগেই তিনি কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন, কারণ তিনি ভবিষ্যতের এই চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তাঁর এই সব নব্য শিষ্যদের বিশ্বাস নিশ্চিত করবে, পদ ১১। এজন্য যখন তাঁর সময় উপস্থিত হল তখন তিনি তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, "প্রকাশ্যে আমার আশ্চর্য কাজ করার সময় এখনো হয় নি। তাই প্রকাশ্যে এ ধরনের কথা বলবে না।"

*তৃতীয়ত*, "ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পরিত্রাণ দান করার সময় আমার এখনও আসেনি। আমি কি এখন একজন ভাববাদীর মত কাজ করা শুরু করবো?"

*চতুর্থত*, "এই আশ্চর্য কাজটি করার সময় আমার এখনও হয়নি"। যখন আঙ্গুর-রসের ঘাটতি শুরু হল তখন তাঁর মা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলেন, অন্ততপক্ষে পদ ৩ পাঠ করে তাই মনে হয়। কিন্তু আঙ্গুর-রস সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আশ্চর্য কাজ করার সময় হয় নি। আমাদেরকে এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ যখন অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে পতিত হয়, তখন ঈশ্বর তার দুঃখ লাঘব করার জন্য এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য উপস্থিত হন। যখন আমরা ভীষণভাবে সঙ্কটের মধ্যে পড়ি এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হই, তখন তাঁর সময় উপস্থিত হয়"। লক্ষ্য করুন, দয়া পেতে বিলম্ব হওয়ার অর্থ প্রার্থনাকে অস্বীকার করা নয়। সময় শেষে উত্তর পাওয়া যাবে।

(৩) কিন্তু মরিয়ম এই প্রত্যাশায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর বন্ধুদের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা দূর করতে সাহায্য করবেন; কারণ তিনি দাসদের আদেশ করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাদের যা করতে বলেন তারা যেন তাই করে (পদ ৫)। লক্ষ্য করুন:

[১] মরিয়ম খ্রীষ্টের এই তিরস্কার খুব নম্রভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই তিরস্কারের কোন জবাব দেন নি। সর্বোত্তম বিষয় হল খ্রীষ্টের কাছ থেকে তিরস্কার না পাওয়া, কিন্তু উত্তম বিষয় হল খ্রীষ্ট কর্তৃক তিরস্কৃত হলে বিনম্র এবং শান্ত থাকা এবং এটিকে তাঁর দয়া হিসেবে গণ্য করা (গীতসংহিতা ১৪১:৫)।

[২] তিনি এই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের করুণায় তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে। যখন কোন করুণা লাভের জন্য আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন দু'টি বিষয় আমাদের নিরাশ করতে পারে:

*প্রথমত*, আমাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্বলতার দ্বারা আমরা যে ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থনা করি তা নিশ্চিতভাবেই আমাদের প্রার্থনার গতি বাড়াতে বাধা দেয়।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের সদাপ্রভুর বিরক্তি এবং তিরস্কার। আমাদের দুঃখ-কষ্ট চলমান হলে, বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দেরি হলে আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। আমরা এখানে প্রভু যীশুর মায়ের বিষয়টি দেখতে পাই। তিনি এই আশায় অনুপ্রাণিত ছিলেন যে, খ্রীষ্ট অবশ্যই এই ব্যাপারটির সম্পূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান দেবেন। আমরা এখানে এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যেন বিশ্বাস এবং উৎসাহে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করি। যখন আমাদের কোন আশা থাকবে না তখন অবশ্যই আমাদের ঈশ্বরের উপর আশা রেখে বিশ্বাস করতে হবে (রোমীয় ৪:১৮)।

[৩] তিনি দাসদের এই নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাঁকে এই বিষয়ে কোন অনুরোধ না করে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে যা করতে বলবেন তারা যেন সেই মত কাজ করে। তিনি কর্তৃত্বের সব দাবী ত্যাগ করে খ্রীষ্টের উপর সব ভার ছেড়ে দিলেন, অথবা তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সব ভার ছেড়ে দিলেন। তাদের অন্তর যেন কেবল ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করে (গীতসংহিতা ৬২:৫)।

[৪] তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন যেন তারা কোন তর্ক কিংবা কোন প্রশ্ন না করে খ্রীষ্ট তাদের যে নির্দেশ দেবেন তা যথা সময়ে পালন করে। খ্রীষ্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তাতে যেন কোন ত্রুটি না থাকে সেজন্য তিনি দাসদের এই নির্দেশ দিলেন, যাতে আঙ্গুর-রস সরবরাহের জন্য খ্রীষ্ট যা করবেন এবং লোকদের কাছে তা সরবরাহ করার সময় পর্যন্ত যেন তারা তাঁর সাথে অবস্থান করে: "ইনি তোমাদের যা করতে বলেন তোমরা তাই কর। যদি তোমাদের কাছে মনে হয় যে, তিনি যা করছেন তা সঠিক নয়, তবুও তোমাদের তা করতে হবে। যদি তিনি বলেন, "যখন অতিথিরা আঙ্গুর-রস চাইবেন তখন তাদেরকে জল দাও," তোমরা তাই কোরো। যদি তিনি বলেন, "পাত্রের তলানি খুলে দাও, যেন সব আঙ্গুর-রস বের হয়ে শেষ হয়ে যায়," তোমরা তাই কোরো।" লক্ষ্য করুন, কোন সন্দেহ না করে বাধ্য হয়ে যদি আমরা খ্রীষ্টের নির্দেশ পালন করি, তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো। করুণা লাভ করার উপায় হল দায়িত্ব পালন করা।

(৪) খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে তাদের আঙ্গুর-রস প্রদান করেছিলেন। তিনি যা বলেন তার চেয়েও উত্তম কিছু করেন, কখনোই মন্দ কিছু করেন না।

[১] আশ্চর্য কাজটি ছিল জল আঙ্গুর-রসে পরিণত হওয়া। জলের প্রকৃতি একটি রূপ পেল এবং আঙ্গুর-রসের সমস্ত গুণ এবং মান এই আঙ্গুর-রসকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই রূপান্তর হওয়াটাই হচ্ছে এখানে খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ। এর দ্বারা খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করলেন। তিনি মানুষের জন্য ভূমিতে আঙ্গুরলতা জন্মাতে দেন, যেন সেখান থেকে মানুষ আঙ্গুর-রস পেতে পারে (গীতসংহিতা ১০৪:১৪-১৫)। প্রতি বছর ভূমি হতে উৎপাদিত আঙ্গুর থেকে রস বের করা হলেও জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় না। তা সত্ত্বেও ভূমির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এই আশ্চর্য কাজের মত আশ্চর্য কোন কাজ ভূমি করতে পারে না। মোশি প্রথম যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তা ছিল জলকে রক্তে পরিণত করা। এটি মোশির আইন এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্যে পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়। জলকে রক্তে পরিণত করা

হল শাস্তিজনক আইন, যা সুখ ও সাচ্ছন্দকে দুঃখ-কষ্ট এবং ভীতির দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে সুসমাচারের অনুগ্রহ হল জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করা। খ্রীষ্ট এর দ্বারা দেখিয়েছেন যে, এই পৃথিবীতে তাঁর যে কাজের ভার রয়েছে তা হল, সমস্ত বিশ্বাসীদের জীবনে আনন্দ এবং সুখ-সাচ্ছন্দকে বৃদ্ধি দান করা এবং উন্নত করা এবং তাদেরকে শান্তিতে রাখা। সুসমাচার আমাদের সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলছে: *তৃষিত সমস্ত লোক, তোমরা জলের কাছে এসো এবং বিনা মূল্যে আঙ্গুর-রস ক্রয় কর* (যিশাইয় ৫৫:১)।

[২] এই আশ্চর্য কাজের পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো একে আরও মহৎ করে তুলেছিল এবং এটি প্রতারণা এবং ছল-চাতুরির সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছে। কারণ:-

*প্রথমত*, এই আশ্চর্য কাজটি সাধিত হয়েছিল জলের জালার ভেতরে (পদ ৬): "সেখানে যিহূদীদের পবিত্র সাফের রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল।" লক্ষ্য করুন:

১. যে উদ্দেশ্যে জলের জালাগুলো ব্যবহার করা হত: ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম দ্বারা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা সমস্ত অপবিত্রতা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য। যিহূদীরা ধর্ম-শিক্ষকদের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হাত না ধুয়ে কখনো কোন কিছু আহার করতো না (মার্ক ৭:৩) এবং তারা হাত ধোয়ার জন্য প্রচুর জল ব্যবহার করতো; এই কারণেই ঐ স্থানে পাথরের ছয়টি জালা রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল – "যিনি পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি জল ব্যবহার করবেন, তিনি এই পৃথিবীতে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করবেন" (*Qui multâ utitur aquâ in lavando, multas consequetur in hoc mundo divitias*)।

২. খ্রীষ্ট এই জালাগুলোকে যে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন: তারা যা কল্পনা করেছিল তার থেকে এই সৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ এই জালাগুলো অলৌকিকভাবে আঙ্গুর-রসের জালায় পরিণত হয়েছিল। খ্রীষ্ট এভাবেই সুসমাচারের মাঝে অনুগ্রহ এনেছিলেন, এটি ছিল আঙ্গুর-রসের মত, যা ঈশ্বর এবং মানুষের আনন্দদানকারী। তারা ঈশ্বরের আইনকে পরিবর্তন করে মনগড়া আইন প্রতিষ্ঠিত করেছিল; যেমন জলের ব্যবহার – এই আইনে ছিল দুর্বল ও হীন উপাদান। এই পাথরের জলের জালাগুলো কখনো আঙ্গুর-রস রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়নি। এই পাথরের জালাগুলো পুরানো আঙ্গুর-রসের সুগন্ধ ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত ছিল না। যদি মনে করা হয় ঐ জালাগুলোতে আঙ্গুর-রস রাখা ছিল, তাহলে তা হবে ভুল চিন্তা। তারা প্রত্যেকে দু'টি কিংবা তিনটি পিপায় আঙ্গুর-রস রাখত। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সব আঙ্গুর-রস কেবল বিয়ের ভোজে পান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু এটি ছিল ইব্রীয় দম্পতির প্রতি শুভকামনা জ্ঞাপনের একটি নিদর্শন।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের নির্দেশমত দাসেরা জলের জালাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করল, পদ ৭। ঈশ্বর যেমন তাঁর প্রজা মোশিকে জল বের করে আনার জন্য পাথরের কাছে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে খ্রীষ্ট দাসদের জলের কাছে যেতে আদেশ করেছিলেন আঙ্গুর-রস আনার জন্য। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে কঠিন কোন কিছুই বাধা হতে পারে না এবং ঈশ্বরের আদেশে কোন কাজ সাধিত হওয়াই অসম্ভব নয়।

*তৃতীয়ত*, আশ্চর্য কাজটি হঠাৎ করে সাধিত হলেও এর গুরুত্ব ছিল ব্যাপক।

১. দাসেরা অতি দ্রুত জালাগুলো জলে পূর্ণ করল, তারা সেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করলো। এরপরই খ্রীষ্ট বললেন, "এখন এখান থেকে কিছু তুলে ভোজের মনিবের কাছে নিয়ে যাও" (পদ ৮) এবং দাসেরা তাই করল।

(১) কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই লোকদের চোখের সামনে এটি সম্পন্ন হয়েছিল। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে, খ্রীষ্ট সে সময় বের হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে এই জলকে আঙ্গুর-রসে রূপান্তরিত হতে বলেছিলেন (২ রাজাবলি ৫:১১)। না, তিনি তাঁর জায়গায় স্থির হয়ে বসে ছিলেন, একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু তিনি যা চেয়েছেন, ঠিক সেই মত কার্য সাধিত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কোন প্রকার কোলাহল ছাড়াই এমন মহৎ এবং চমৎকার কাজ সম্পন্ন করেছেন। কোন কোন সময় খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজের মধ্যে কথা এবং চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা শুধুমাত্র যে সমস্ত মানুষ তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বিশ্বাস করার জন্য বলা হয়েছিল (যোহন ১১:৪২)।

(২) তাঁর নিজ হৃদয় ছিল দ্বিধাহীন এবং অনিশ্চয়তামুক্ত। তিনি এ কথা বলেন নি যে, "এখনই কিছু আঙ্গুর-রস বের করে আনো এবং আমাকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও।" তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেই অনুসারেই কাজ সাধিত হবে, তাই এক্ষেত্রে আমাদের জন্য রয়েছে মহা নিশ্চয়তা। যদিও এটি ছিল তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ, তথাপি তিনি প্রথমেই ভোজের কর্তার হেফাজতে তা পাঠালেন। তিনি তাঁর কাজের কোন পরীক্ষা করেন নি, কিন্তু তবুও তিনি জানতেন তাঁর সমস্ত কাজ ছিল অতি উত্তম।

২. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দাসদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

(১) "এখন সেটি থেকে কিছু তুলে ভোজের মনিবের কাছে নিয়ে যাও...তুলে নাও।" ঐ আঙ্গুর-রস কেবলমাত্র পাত্রে রাখার জন্য কিংবা দেখার জন্য নয়, বরং 'তুলে আনো' বলা হয়েছিল তা পান করার জন্য। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ ছিল ব্যবহারের জন্য। মাটির নিচে লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি মানুষকে তালন্ত দেন না। তিনি তালন্ত দেন তা কাজে ব্যবহার করার জন্য। তিনি কি তাঁর জ্ঞান এবং অনুগ্রহ প্রদানের জন্য জলকে আঙ্গুর-রসে রূপান্তর করেন নি? এটি আরও মঙ্গলজনক, তাই বলা হয়েছে "এখনই তুলে আনো"। এটি *তুলে আনা* হয়েছে সকলের জন্য, *যারা তোমাকে ভয় করে এবং তোমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে* (গীতসংহিতা ৩১:১৯)। *যা জমিয়ে রাখা হয়েছে*, বিশ্বাসের চর্চার দ্বারা তা তুলে আনা হোক।

(২) ভোজের কর্তার কাছে আঙ্গুর-রস উপস্থিত করা হল। অনেকে মনে করেন যে, ভোজের কর্তা ছিলেন একমাত্র প্রধান অতিথি, যিনি সবচেয়ে উপরের বা উঁচু স্তরের আসনে বসে ছিলেন। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই ঐ আসনটি হওয়া উচিত আমাদের প্রভু যীশুর, কারণ তিনি ছিলেন সমস্ত বিবেচনার উর্ধ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমান। কিন্তু সম্ভবত উপরে আলাদা কোন কামরা ছিল এবং সম্ভবত বিশেষ কেউ একজন ঐ আসনটি বেছে নিয়েছিলেন (লূক ১৪:৭)। আর খ্রীষ্ট তাঁর নিজ নীতি অনুযায়ী *সবচেয়ে নিচের আসনে* বসে ছিলেন। যদিও তিনি ভোজের কর্তার মত ভোজ পরিচালনা করছিলেন না, তথাপি তিনি ভোজের একজন শুভাকাঙ্খী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যদি তিনি এখানে আঙ্গুর-রসের যোগানদাতা

নাও হতেন, তথাপি তিনি হতেন এর শ্রেষ্ঠ দাতা। অন্যরা মনে করেন যে, ভোজের কর্তা ছিলেন ভোজের পরিদর্শক এবং পরামর্শদাতা; অভিজাত শ্রেণী *সিম্পোসিয়ারখা* (*Symposiarcha*)-র সাথে এর মিল রয়েছে। এদের কাজ ছিল, যাদের প্রচুর ধন-সম্পদ আছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যেন তারা অতিরিক্ত বিলাসিতা না করে, কোন অশিষ্ট আচরণ না করে কিংবা কোন বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি না করে। লক্ষ্য করুন, ভোজের জন্য একজন ভোজ পরিচালকের প্রয়োজন হত, কারণ ভোজে অনেক লোক আমন্ত্রিত হত। যখন তারা ভোজের আয়োজন করতো তখন তাদের ভেতরে কোন শাসন বা নিয়ন্ত্রণ থাকতো না, সব কিছু ঐ ভোজের কর্তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। অনেকে মনে করেন, এই ভোজের কর্তা ছিলেন পুরোহিত। হয়তো একজন পুরোহিত অথবা লেবীয় ভোজে অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা দিতেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন। খ্রীষ্ট হয়তো একটি পাত্রে কিছু আঙ্গুর-রস তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি তাতে আশীর্বাদ করেন এবং ঈশ্বর যেন এতে আশীর্বাদ করেন। খ্রীষ্টের তাৎক্ষণিক অসাধারণ ক্ষমতার জন্য উপাসনা এবং ঈশ্বরের ভক্তির সাধারণ রীতি এবং নিয়ম স্থানচ্যুত হয়নি বা বিনষ্ট হয় নি।

চতুর্থত, যে আঙ্গুর-রস খ্রীষ্ট অলৌকিকভাবে যোগান দিয়েছিলেন, তা ছিল শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃ'মানের। ভোজের কর্তা তা স্বীকার করেছিলেন এবং যা সত্য তিনি তাই বলেছিলেন; কোন কাল্পনিক কথা বলেননি, নিশ্চিত হয়েই তিনি তা স্বীকার করেছিলেন। এটি কিভাবে এবং কোথা হতে এসেছে তা তিনি জানতেন না (পদ ৯,১০)।

১. এটি নিশ্চিত যে, যা রূপান্তরিত হয়েছিল তা ছিল আঙ্গুর-রস; যদিও ভোজের কর্তা জানতেন না যে, সেই আঙ্গুর-রস কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু দাসেরা জানতো তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু তারা তা পান করে এর স্বাদ গ্রহণ করে নি। যিনি স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন তিনি যদি দেখতে পেতেন কোথা থেকে এটি তোলা হয়েছে, অথবা যারা তা তুলেছিল তারা যদি এর স্বাদ গ্রহণ করতো, তাহলে কাল্পনিক কোন বিষয় আরোপ করা যেত; কিন্তু এখন এ বিষয়ে কল্পনা করার কোন অবকাশ নেই।

২. ঐ আঙ্গুর-রস ছিল সবচেয়ে উত্তম। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাদের মধ্যে কাজ করেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই কাজের স্রষ্টা কে তা জানে না। লোকদের দয়া দেখানোর জন্য তিনি সব সময়ই আশ্চর্য কাজ সাধন করতেন। সাধারণ আঙ্গুর-রস থেকে এই আঙ্গুর-রস ছিল 'ঘন ও রক্তবর্ণ' এবং 'চমৎকার সুগন্ধযুক্ত'। ভোজের কর্তা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বরকে জানালেন এবং বললেন যে, কেন তিনি এখন পর্যন্ত এমন অসাধারণ এবং উপভোগ্য আঙ্গুর -রস রেখে দিয়েছেন।

(১) আঙ্গুর-রস পরিবেশনের নিয়ম ছিল ভিন্ন রকমের। উত্তম আঙ্গুর-রস পরিবেশনের উত্তম সুযোগ হল ভোজের শুরুর সময়। তখন মেহমানেরা প্রফুল্ল থাকে এবং তারা থাকে ক্ষুধার্ত, সে সময় তারা পরিপূর্ণভাবে এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে; তাছাড়া প্রয়োজনে পরবর্তীতে তারা আরও পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যখন তারা পান করে পরিতৃপ্ত হয়, তখন তাদের ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। তাই উত্তম আঙ্গুর-রস প্রথমে পরিবেশন করতে হয়, মন্দ আঙ্গুর-রস পরিবেশন করতে হয় সব শেষে। ইন্দ্রিয়ের আনন্দের অসারতা দেখুন: তাঁরা দ্রুত অতিরিক্ত পান করলো, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারলো না। তারা দীর্ঘ সময় পান

করলো বটে, কিন্তু তাদের আনন্দ ছিল খুব সামান্য।

(২) ভোজের কর্তা ভেবেছিলেন, বর হয়তো তার বন্ধুদের জন্য উত্তম আঙ্গুর-রস আলাদা করে তুলে রেখেছেন: "তুমি ভালো আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ?" এই উত্তম আঙ্গুর-রসের জন্য তারা কার কাছে ঋণী তা তারা জানতেন না। ভোজের কর্তা বরের কাছে এসেছিলেন ধন্যবাদ দেবার জন্য। "সে তো বুঝতো না যে, আমিই তাকে সেই শস্য, আঙ্গুর-রস ও তৈল দিতাম" (হোশেয় ২:৮)। এখন লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট এই ভাবে অতিথিদের প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর-রসের যোগান দিয়েছিলেন। যদিও তিনি পরিমিত আঙ্গুর-রস পান করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন, বিশেষ করে আনন্দের সময় (যিহিস্কেল ৮:১০); তবুও তিনি তাঁর সতর্কতা বাতিল করেন নি। আমাদের অন্তরের মন্দ আনন্দ-স্ফূর্তির জন্য আমরা সামান্যতম আঙ্গুর-রস পান করতে পারি না, কোন বিবাহ অনুষ্ঠানেও নয়: "নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, পাছে উচ্ছৃঙ্খলতায়, মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের দিল ভারগ্রস্ত হয়" (লূক ২১:৩৪)। তিনি তাদের জন্য যে আঙ্গুর-রস যোগান দিয়েছিলেন তা ছিল খুবই ভাল পানীয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা সংযমী হয়। তিনি চেয়েছিলেন যেন অন্যের বিশ্বাসের জন্য কেউ কেউ এই আশ্চর্য কাজের সত্যের নিশ্চয়তার জন্য তাঁর কাছে আসে। আমাদের এটি মনে করার কারণ রয়েছে যে, সেই বিবাহ ভোজে যারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন, তারা উত্তম শিক্ষা লাভ করেছেন। খ্রীষ্টের উপস্থিতির মাধ্যমে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি তাদের ভয় জাগানো শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল, যেন তারা কেউ আঙ্গুর-রসের অপব্যবহার না করে। এই গল্প থেকে আমরা দু'টি বিষয় খুঁজে পাই, যেন যে কোন সময় অসংযমী হওয়ার প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারি।

*প্রথমত*, মাংস এবং পানীয় যা আমরা গ্রহণ করি তার সবই আমরা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়ার দান হিসেবে পেয়েছি। এগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং এগুলো ব্যবহার করে আনন্দ লাভ করার জন্য আমরা সদাপ্রভুর কাছে ঋণী। এই জন্য যারা অকৃতজ্ঞ এবং পাপী, তারা ঈশ্বরের দেওয়া দানের অপব্যবহার করে।

*দ্বিতীয়ত*, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, খ্রীষ্টের চোখ আমাদের উপর থাকে। তাই ঈশ্বরের সামনে আমাদের আহার করা উচিৎ (যাত্রা ১৮:১২), ভয়হীনভাবে আমাদের আহার করা উচিৎ নয়।

[২] তিনি আমাদের সামনে এই দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে, তিনি তাদেরকে তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করবে, যারা উত্তম রূপে শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সাথে কাজ করে যাবে এবং এই জন্য তাদেরকে প্রভুর উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে। তাদের পরিচর্যা এবং দুঃখভোগের পুরস্কার অন্য জগতের জন্য রক্ষিত আছে, সেখানে তাদের জন্য মহিমা প্রকাশিত হবে। আঙ্গুর-রসের পাত্রের লাল রঙের মধ্যে তারা পাপের আনন্দ লাভ করে, কিন্তু পরে তা তাদের দংশন করে; অপরদিকে ঈশ্বরের ভক্তির আনন্দ হবে চিরস্থায়ী আনন্দ।

গ. এই গল্পের উপসংহারে আমাদেরকে বলা হয়েছে (পদ ১১):

১. এটি হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের সাধিত প্রথম আশ্চর্য কাজ। তাঁর জন্মগ্রহণ এবং বাপ্তিস্মের সময়

তাঁকে ঘিরে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল এবং সমস্ত আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে স্বয়ং তিনি নিজে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ট আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু এটি ছিল তাঁর দ্বারা সাধিত প্রথম আশ্চর্য কাজ। আশ্চর্য কাজ করার সময় তাঁকে ধর্ম-শিক্ষকদের সাথে তর্কবিতর্ক করতে হয়েছিল, কিন্তু তখনো তাঁর সময় উপস্থিত হয় নি। তাঁর শক্তি ছিল বটে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর শক্তি লুকানো ছিল।

২. এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর গৌরব হল, তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। এছাড়া তিনি এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাব এবং তাঁর কাজকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং পরিত্রাণকর্তার অনুগ্রহ সমস্ত আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খ্রীষ্টের মহিমা।

৩. এতে খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করলো। যাঁদের তিনি ডেকেছিলেন (অধ্যায় ১), তাঁরা তাঁর কোন আশ্চর্য কাজ দেখেন নি, তবুও তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এখন তাঁরা তা দেখলেন, তাতে অংশগ্রহণ করলেন এবং এর দ্বারা তাঁদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। লক্ষ্য করুন, প্রথম বিশ্বাস সত্য হলেও তা থাকে দুর্বল। এখন যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, সেও এক সময় শিশু ছিল; শক্তিশালী খ্রীষ্টান বিশ্বাসদারেরাও তদ্রুপ। খ্রীষ্টের মহিমার প্রকাশ হল খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসের মহা নিশ্চয়তা।

## যোহন ২:১২-২২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. কফরনাহূম শহরে খ্রীষ্ট খুব অল্প সময় অবস্থান করেছিলেন, পদ ১২। এই কফরনাহূম শহরটি ছিল অনেক বড় এবং এটি ছিল ঘন বসতিপূর্ণ। কান্না গ্রাম থেকে কফরনাহূম শহরের দূরত্ব ছিল এক দিনের পথ (মথি ৯:১)। এই কারণে তিনি গালীলকে তাঁর প্রধান বাসস্থান করেছিলেন, যেন মাঝে মাঝে এখানে এসে তিনি যাত্রাবিরতি করতে পারেন। এই গালীল ছিল বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার একটি বিরতিস্থল, তাই খ্রীষ্ট এই স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর শিক্ষার খ্যাতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানেই সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

১. যে দলটি সেখানে তাঁর সাথে ছিলেন: তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা এবং তাঁর শিষ্যরা। খ্রীষ্ট যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই তাঁরা তাঁর সাথে সাথে গিয়েছিলেন।

(১) তিনি একাকী যান নি, কিন্তু যারা তাঁর পরিচালনার অধীনে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন তাদের তিনি সঙ্গে নিতেন, যেন তিনি তাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং তারা তাঁর আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

(২) তিনি একাকী যেতেন না, বরং তারা তাঁকে অনুসরণ করতেন; কারণ তারা তাঁর শিক্ষার চেয়ে খাবার অথবা আঙ্গুর-রস বেশি পছন্দ করতেন (যোহন ৬:২৬)। অল্প কিছু কাল আগে তিনি তাঁর মা মরিয়মকে এই কথা বুঝিয়েছেন যে, তাঁর প্রচার ও শিক্ষা দানের কাজের ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান দিতে পারেন না। তথাপি তিনি খ্রীষ্টকে

অনুসরণ করেছিলেন; কিন্তু মধ্যস্থতা করার জন্য নয়, বরং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। তাঁর ভাইয়েরা এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁর সাথে ছিলেন, যারা বিয়ে বাড়িতে আশ্চর্য কাজ করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সাথে ছিলে। প্রভু যে যে স্থানে গিয়েছিলেন সেখান তাঁরা তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। এটি মনে করা হয় যে, খ্রীষ্টের প্রথম আশ্চর্য কাজের চেয়ে লোকেরা আরও বেশি আকর্ষিত হয়েছিল যখন তিনি ব্যবসায়ীদের ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন।

২. ঐ স্থানে তিনি বেশি দিন ছিলেন না। তিনি সেখানে কেবলমাত্র নিজের পরিচিতির কাজ শুরু করেছিলেন, যা পরে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করেছিল। খ্রীষ্ট স্থান পরিবর্তন করে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর মূল্যবান সময়কে একটি মাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয় করতে চান নি, কারণ তাঁকে অনেকের প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁদের নিজেদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য শিক্ষা দিলেন, কারণ এই জগতে তাঁদের স্থায়ীত্ব অল্পকাল। তিনি তাঁর সুসমাচার প্রচারকদের এই শিক্ষা দিলেন, যেন তাঁরা প্রচার করার সুযোগকে কাজে লাগান এবং তাঁদের যেখানে যেতে বলা হবে তাঁরা যেন সেখানে গিয়ে প্রচার করেন। আমরা এই সময় খ্রীষ্টকে সমাজ-ঘরে খুঁজে পাই না। সে সময় তিনি তাঁর সঙ্গীদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং এভাবেই তিনি একটু একটু করে তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নতুন প্রচারকদের জন্য উত্তম হবে যদি তারা ধার্মিকতা এবং আত্মিক উন্নতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করে, এতে তারা ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে এবং শ্রদ্ধা জাগানো ভয় নিয়ে প্রচার করার জন্য লোকদের সমানে উপস্থিত হতে পারবে। কফরনাহূমে তিনি বেশি দিন অবস্থান করেন নি, কারণ নিস্তার-পর্বের আর বেশি দিন বাকি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যেন যিরূশালেমে নিস্তার-পর্ব পালন করতে পারেন, সব কিছুর জন্য এই ঋতুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর সময়।

খ. নিস্তার-পর্ব পালন করার জন্য তিনি যিরূশালেমে অবস্থান করলেন, তাঁর বাপ্তিস্মের পর এটিই তাঁর প্রথমবারের মত যিরূশালেমে আগমন। যোহন চারবার যিরূশালেমে নিস্তার-পর্ব পালনের বিষয় উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে চতুর্থবার ছিল যখন তিনি দুঃখভোগ করেছিলেন (তিন বছর পর); আর এখন তিনি এসেছেন বাপ্তিস্ম গ্রহণের ছয় মাস পরে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শাস্ত্রের আইনের নিয়ম অনুসারে নিস্তার-পর্ব পালন করার জন্য যিরূশালেমে এসেছিলেন (যাত্রা ২৩:১৭)। তিনি আমাদেরকে কড়াকড়িভাবে তাঁর স্বর্গীয় নিয়ম পালনের দ্বারা এবং ধর্মীয় সমাবেশে গভীর মনযোগ সহকারে উপস্থিত হওয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। যখন নিস্তার-পর্ব খুব কাছে এল তখন তিনি যিরূশালেমে চলে গেলেন, যেন প্রথম থেকেই তিনি নিস্তার-পর্ব পালন করতে পারেন। এটিকে বলা হত যিহূদীদের উদ্ধার-ঈদ, কারণ এটি ছিল তাদের বিশেষ ঈদ। খ্রীষ্ট প্রতি বছর নিস্তার-পর্ব পালনের জন্য যিরূশালেমে আসতেন। যখন তাঁর বয়স বারো বছর ছিল, তখন নিয়ম-কানুনের বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন; কিন্তু এখন তিনি জনসাধারণের কাছে শিক্ষা প্রদান করার কাজ শুরু করেছেন এবং পূর্বে যা ঘটেছিল আমরা তার চেয়ে আরও বেশি কিছু তাঁর কাছে প্রত্যাশা করতে পারি। তিনি এখানে যা করেছেন সেখান থেকে আমরা দু'টি বিষয় উল্লেখ করব:-

১. খ্রীষ্ট মন্দির পরিষ্কার করেন, পদ ১৪-১৭। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) আমরা তাঁকে প্রথমে দেখতে পাই যিরূশালেমে মন্দিরে এবং সম্ভবত ঐ স্থানে না আসা পর্যন্ত তিনি জনসাধারণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন নি। এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (মালাখি ৩:১): *দেখ, আমি আপন স্বর্গদূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার পূর্বে পথ প্রস্তুত করবে*; বাপ্তিস্মদাতা যোহন কখনোই মন্দিরে প্রচার করেন নি। কিন্তু *তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করছো, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসবেন*। এটাই ছিল সেই সময়, মন্দির ছিল সেই স্থান, যখন এবং যে স্থানে খ্রীষ্টকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

(২) আমরা দেখতে পাই, মন্দিরে তাঁর প্রথম কাজ ছিল তা পরিষ্কার করা। এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (মালাখি ৩:২,৩): "তিনি লেবির সন্তানদের পবিত্র করবেন, স্বর্ণের ও রৌপ্যের মত তাদের বিশুদ্ধ করবেন; তাতে তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে।" এখন সংস্কারের সময় এসেছে, খ্রীষ্ট একজন মহান সংস্কারক রূপে এসেছেন। যিহূদার রাজার সংস্কারের পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি প্রথমেই বিশৃঙ্খলতা এবং ভ্রান্ত বিষয়গুলো দূর করলেন, এরপর তিনি তাদের উত্তম কাজ করার শিক্ষা দিলেন। প্রথমত পুরাতন খামি দূর করা এবং এরপর ভোজের অনুষ্ঠান পালন করা। খ্রীষ্ট সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েই এই জগতে এসেছিলেন। তিনি এই প্রত্যাশা করেন যে, যারা তাঁর কাছে আসতে চায় তারা যেন তাদের অন্তর এবং জীবন সংস্কার করে (আদিপুস্তক ৩৫:২)। মন্দির পরিষ্কার করার মাধ্যমে তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন:-

[১] যে মন্দতা তিনি দূর করেছিলেন তা কি ছিল। তিনি মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি বাজার দেখতে পেলেন। এই প্রাঙ্গনকে বলা হত পরজাতীয়দের প্রাঙ্গণ। সেখানে তারা বিভিন্ন ব্যবসায় পরিচালনা করতো।

*প্রথমত*, তারা উৎসর্গের জন্য গরু, ভেড়া এবং কবুতর বিক্রি করছিল। যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসতো এবং সঙ্গে উৎসর্গের জন্য প্রয়োজনীয় পশু আনতে পারতো না, তারা যেন এখান থেকে পশু কিনতে পারে সেজন্য এখানে এই বাজার স্থাপন করা হয়েছিল (দ্বি.বি ১৪:২৪-২৬)। সম্ভবত এই বাজারটি বৈথসৈদার পুকুরের কাছে অবস্থিত ছিল (পদ ৫:২); কিন্তু মন্দিরের মধ্যে এটি স্থাপিত হয়েছিল প্রধান পুরোহিতদের দ্বারা এবং এর উদ্দেশ্য ছিল অবৈধভাবে অর্থ আয় করা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানে ব্যবসায়ের জন্য জায়গা ভাড়া এবং পশু বিক্রয়ের জন্য চাঁদা এবং পশুগুলো দোষমুক্ত হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক দিতে হত। মণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দতা হল টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা এবং তীব্র আকর্ষণ (১ তীমথিয় ৬:৫,১০)।

*দ্বিতীয়ত*, তারা টাকা-পয়সা বদল করতো। মন্দিরের উন্নতি এবং সংস্কার কাজের জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে প্রতি বছর আধা শেখেল মুদ্রা প্রদান করতে হত (যাত্রা ৩০:১২)। কোন সন্দেহ নেই যে, মন্দিরের পরিচালকেরা এর থেকে অর্থ লাভ করতো।

[২] এই সব মন্দতা দূর করার জন্য আমাদের প্রভু যীশু কী উপায় অবলম্বন করলেন। ইতোপূর্বে তিনি মন্দিরের মধ্যে এই সব দেখতে পেয়েছিলেন, যখন তিনি নিভৃতে ছিলেন, নিজেকে প্রকাশ করেন নি; কিন্তু তখনই কেবল তিনি এসব পরিষ্কার করার কাজে হাত দিলেন, যখন তিনি লোকদের চোখে ভাববাদী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি প্রধান পুরোহিতদের এ ব্যাপারে দোষারোপ করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে তারা এ

অন্যায়কে সমর্থন করে যাবে; তাই তিনি নিজেই উদ্যোগ নিলেন।

*প্রথমত*, তিনি সমস্ত ভেড়া ও গরু এবং যারা এসব বিক্রি করছিল তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মন্দির থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কোন শক্তি প্রয়োগ করেন নি, কিন্তু যারা এটি অপব্যবহার করছিল তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জন্য কোন গরু বা ভেড়া গ্রহণ করেন নি, এসব ক্রয় করেন নি বা এই পশুগুলো খোঁয়াড়েও আটকে রাখেন নি। তিনি দেখতে পেলেন তারা অনধিকারভাবে তাঁর পিতার ঘরের অপব্যবহার করছে, তাই তিনি তাদেরকেই তাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের মালিকদেরও তাড়িয়ে দিলেন। তিনি ছোট দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করলেন, সম্ভবত এই দড়িগুলো দিয়ে লোকেরা তাদের গরু এবং ভেড়া চালনা করত। তিনি ঐ কিছু দড়ি একসঙ্গে জড়ো করে তা দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে তা দিয়ে ভেড়া এবং গরুগুলো ঐ স্থান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পাপীরা নিজেদের প্রস্তুত করা চাবুক দ্বারা নিজেরাই ঈশ্বরের ঘর থেকে বিতাড়িত হবে। তিনি পাপীদের ধার্মিক তৈরি করার জন্য চাবুক তৈরি করেন নি (তাদের শাস্তি হবে অন্য প্রকার), কিন্তু তাঁর চাবুক ছিল মেষ এবং গরু তাড়ানোর জন্য। তাঁর লক্ষ্য হল লোকদের সংস্কার, কোন ক্ষতি করা নয় (রোমীয় ১৩:৩,৪; ২ করি ১০:৮)।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি টাকা-পয়সা বদল করে দেবার লোকদের সমস্ত টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিলেন। টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দেবার মধ্য দিয়ে তিনি এসবের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। তিনি তা মেঝে ফেলে দিলেন, কারণ তাঁর কাছে এই টাকা-পয়সা ছিল ধুলা-বালির মত। টেবিলগুলো উল্টে ফেলে দিয়ে জাগতিক লাভের জন্য ধর্মীয় উপকরণ ও স্থান ব্যবহারকারীদের প্রতি তিনি তাঁর অসন্তোষকে প্রকাশ করলেন। টাকা-পয়সা বদল করে দেবার লোকেরা এই কাজের দ্বারা মন্দিরকে অপবিত্র করেছিল। লক্ষ্য করুন, সংস্কারের সব কাজই ছিল মঙ্গলের জন্য। তিনি তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি যে কেবল টাকা-পয়সা ছড়িয়ে ফেললেন তা নয়, কিন্তু টেবিলগুলোও উল্টে ফেললেন; একই সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করে ফেললেন।

*তৃতীয়ত*, তিনি কবুতর বিক্রেতাদের বললেন, "এই স্থান থেকে এসব নিয়ে যাও।" যদিও কবুতরের জন্য অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এগুলো গরু বা ভেড়ার মত বিরক্তিকর কিংবা অনিষ্টকর ছিল না, তথাপি তিনি কবুতরগুলো ঐ স্থানে রাখতে দিলেন না। চড়ুই পাখির মত যে সমস্ত পাখি নিজেরা এসে মন্দিরের বিভিন্ন নিভৃত স্থানে বাসা বাঁধতো, তারা ঈশ্বরের কাছে সাদরে আমন্ত্রিত ছিল, কারণ সেগুলো ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে বাস করতো (গীতসংহিতা ৮৪:২৩)। কিন্তু কবুতর নয়, কারণ লোকেরা তাদের জাগতিক লাভের জন্য কবুতরকে ব্যবহার করত। ঈশ্বরের ঘর কখনোই কবুতরের ঘর হতে পারে না। যখন খ্রীষ্ট ভেড়া এবং গরুগুলো তাড়িয়ে দিলেন, তখন তাদের মালিকরাও তাদের পিছনে পিছনে গিয়েছিল। যখন তিনি টাকা-পয়সা মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন তখন তারা নিশ্চয়ই আবার তা সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তিনি যদি কবুতরগুলো আকাশে উড়িয়ে দিতেন, তাহলে সম্ভবত তারা আর সেগুলো খুঁজে পেত না। এই জন্য যারা সেগুলো বিক্রি করছিল তিনি তাদের বলেছিলেন, "এই জায়গা থেকে এই সব নিয়ে যাও"। লক্ষ্য করুন, বিচক্ষণতা সব সময় আমাদের উৎসাহকে পরিচালনা দান করে এবং নিয়ন্ত্রিত করে যেন আমরা অসুন্দর কোন কিছু না করি অথবা অন্যের অমঙ্গলজনক কোন কিছু না করি।

*চতুর্থত*, তিনি কি কারণে এই সব করেছেন তার উত্তম ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, "আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহ করো না।" তাদের দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করার কারণ ছিল যেন তারা নিজেদের সংশোধন করে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(ক) কেন তাদের মন্দিরকে ব্যবসার স্থান করা উচিৎ ছিল না এর কারণ হচ্ছে, এটি ছিল ঈশ্বরের ঘর; এটি ব্যবসায়ের ঘর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নয়। পেশা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য অবশ্যই ভাল, কিন্তু তা অবশ্যই মন্দিরের মধ্যে নয়। এর অর্থ হচ্ছে:-

[ক] ঈশ্বরের সম্মানের জন্য উৎসর্গীকৃত বস্তু অপব্যবহার করা, যা পবিত্র বস্তু তা অপবিত্র করা, যা ঈশ্বরের জিনিস তা ডাকাতি করা।

[খ] যা পবিত্র এবং মহিমান্বিত তা মর্যাদাহীন করা এবং হীন করা।

[গ] যারা পবিত্র, শ্রদ্ধা এবং একাগ্র মনে উপাসনা করার জন্য আসতো, তাদের এবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এবং উপাসনা করা থেকে তাদের বঞ্চিত করা। বিশেষ করে তাদের উপাসনার সময় তারা গরু এবং ভেড়ার ডাক শুনতে বাধ্য হত এবং বাজারের লোকদের কোলাহলের কারণে তাদের এবাদতে ভীষণ ব্যাঘাতের সৃষ্টি হত; কারণ এই বাজারটি ছিল পরজাতীয়দের প্রাঙ্গণ।

[ঘ] জাগতিক আয়ের জন্য এটি ছিল ধর্মের ব্যবসা, ঐ স্থানের পবিত্রতার জন্য অবশ্যই বাজারটি দূরে স্থাপন করা উচিৎ ছিল। তারা ঈশ্বরের ঘরকে ব্যবসা বাণিজ্যের গৃহে পরিণত করেছিল। যারা সম্পূর্ণ জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তায় পূর্ণ অন্তর নিয়ে কোন ধর্মীয় কার্যের জন্য উপস্থিত হয়, তারা এরূপ (আমোষ ৮:৫; ইহি ৩৩:৩১)। তারা অসৎভাবে আয়ের জন্য পবিত্র কাজ সম্পন্ন করে এবং পবিত্র আত্মার দান বিক্রি করে (প্রেরিত ৮:১৮)।

(খ) কেন খ্রীষ্ট মন্দির থেকে অপবিত্রতা দূর করার চেষ্টা করলেন? এর কারণ হল, এটি ছিল তাঁর পিতার ঘর।

[ক] তাই তাঁর অধিকার এবং ক্ষমতা ছিল ঐসব অপবিত্রতা অপসারিত করার, কারণ সেই ঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুত্র হিসেবে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত (ইব্রীয় ৩:৫,৬)। ঈশ্বর, তাঁর পিতা এই খেতাবের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন যে, তিনি হলেন খ্রীষ্ট, যাঁর উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হয়েছে, "আমার নামের জন্য সে এক গৃহ নির্মাণ করবে এবং আমি তার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করবো" (২ শমূয়েল ৭:১৩–১৪)।

[খ] অতএব তিনি অপবিত্রতা অপসারণের জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন, "এটি আমার পিতার ঘর, তাই আমি আর এই ঘরকে অপবিত্র হতে দিতে পারি না এবং আমার পিতাকে অসম্মানিত হতে দিতে পারি না।" লক্ষ্য করুন, যদি ঈশ্বর আমাদের স্বর্গীয় পিতা হয়ে থাকেন, যদি আমাদের এই ইচ্ছা থাকে যেন তাঁর নাম পবিত্রীকৃত হয়, যদি তা না হয়, তাহলে আমরা যেন তাঁর নাম কলঙ্কিত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। খ্রীষ্ট তাঁর চমৎকার কাজের ক্ষমতায় যথার্থরূপে মন্দিরের পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। *Inter omnia signa quæ fecit Dominus, hoc mihi videtur esse mirabilius* (Gk.) – "খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার কাজ হিসেবে।"

১) কোন বন্ধুর সাহায্য ছাড়াই তিনি এই সব কাজ করেছেন। সম্ভবত এটি এমন কোন মারাত্মক কাজ ছিল না যার ফলে লোকেরা উশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। যিনি মন্দিরের সর্বাপেক্ষা মহান সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁকে অবজ্ঞা করার বিরুদ্ধে তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট কখনোই বিশৃঙ্খলতা কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী কাজকে সমর্থন করেন নি।

২) তিনি তাঁর শত্রুদের কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই এই কার্য সম্পন্ন করেছেন। বাজারের লোকজন কিংবা প্রধান পুরোহিত, যাদের অনুমোদনে লোকেরা এই সব ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাচ্ছিল এবং মন্দিরের বাহিনী দ্বারাও তিনি বাধাগ্রস্থ হন নি।

*পঞ্চমত*, এই ঘটনায় তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন (পদ ১৭): *তাঁর শিষ্যদের মনে পড়লো যে, লেখা আছে, "তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করবে।"* যিনি তাঁদের ঈশ্বরের মেষশাবকের মত চালিত করছেন এবং যাঁকে তাঁরা ইস্রায়েলীয়দের রাজা বলে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছেন, যিনি নিজে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করে সেখানে তাদের নিয়ে যাবেন, তাঁকে এইভাবে উত্তেজিত হতে দেখে প্রথমে শিষ্যরা কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের একটি বাক্যের কথা তাদের মনে পড়ে গেল। ঈশ্বরের মেষশাবকের নম্রতা এবং ইস্রায়েলের রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, এই উভয় বিষয়ের কাজের সমন্বয়ে শিক্ষা তাঁরা ঐ বাক্য থেকে লাভ করলেন। রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের গৃহের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা ধারণা করতে পেরে এই কথা বলেছিলেন, "এই ভালবাসা এমনই মহৎ যে, তা তাঁর হৃদয়কে গ্রাস করেছিল (গীতসংহিতা ৬৯:৯)। লক্ষ্য করুন:

১. শিষ্যরা পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য স্মরণ করার মাধ্যমে খ্রীষ্টের এই কাজের অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা কথাটি তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ে গেল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের কাজ পরস্পর কাজ করে এবং একে অন্যের কাজের অর্থ ব্যাখ্যা করে। দেখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা পবিত্র শাস্ত্রের কথামত চমৎকার আচরণ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের স্মৃতি উত্তমরূপে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য সঞ্চয় করে রেখেছে। এর মাধ্যমে তাঁরা উত্তম কাজের জন্য নিজেদের গঠন করতে পারবেন।

২. পবিত্র শাস্ত্রের যে কথা তাঁরা স্মরণ করেছিলেন তা ছিল খুবই উপযুক্ত: "তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে।" এই ব্যাপারে রাজা দায়ূদ ছিলেন খ্রীষ্টের নমুনা, তিনিও ঈশ্বরের গৃহের জন্য আকাঙ্খী ছিলেন (গীতসংহিতা ১৩২:২,৩)। পুরাতন নিয়মের মধ্যে বিশ্বাসীদের সমস্ত অনুগ্রহ খ্রীষ্টের মহত্বের মধ্যে দেখতে পাই, বিশেষ করে ঈশ্বরের গৃহের প্রতি ভালবাসার মধ্যে এবং তাদের ভালবাসার মধ্যে। তারা আমাদের আদর্শের মত, তাই তারা খ্রীষ্টের আদর্শ। লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বরের ঘর তাঁর মণ্ডলীর প্রতি যীশু খ্রীষ্টের গভীর উৎসাহ এবং আগ্রহ রয়েছে। তিনি এই মণ্ডলীকে ভালবাসেন এবং সব সময় এর সম্মান এবং মঙ্গলের জন্য আকাঙ্খী থাকেন। এই উৎসাহ তার অন্তরে ভালবাসা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং নিজেকে নত নম্র করেছেন এবং নিজেকে এই জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। "আমার আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে" (গীতসংহিতা ১১৯:১৩৯)।

(২) ঈশ্বরের গৃহের জন্য আগ্রহ আমাদের নিজেদের সম্মান, আরাম-আয়েশ এবং নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে নিষেধ করে, যখন তারা আমাদের দায়িত্ব এবং খ্রীষ্টের কাজের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কখনো কখনো আমাদের অন্তর আমাদের কাজকে এত দূরে এবং এত দ্রুত চালিত করে যে আমাদের দেহ তাদের সাথে সমান বেগে যেতে পারে না। দুঃখের বিষয় হল, প্রতিকার আছে বলে মনে হলেও তা খুবই সামান্য এবং এটি উপেক্ষিত হয়; কিন্তু মন্দিরে ক্রয়-বিক্রয়কারীর মত লোকদের তিনি কখনোই মেনে নেবেন না। যদি তিনি মণ্ডলীর মধ্যে অন্ধকারের শক্তির কোন কাজ দেখতে পান, তাহলে তিনি কত না অসন্তুষ্ট হবেন।

২. খ্রীষ্ট মন্দির পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে যারা তাঁর এই কাজ করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য দাবী করেছিল তাদের প্রতি একটি চিহ্ন প্রদান করলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) তারা একটি চিহ্নের দাবী করলো: *তখন যিহূদীরা জবাবে তাঁকে বললো, "তুমি আমাদেরকে কি চিহ্ন-কার্য দেখাচ্ছো যে এসব করছো?"* নেতাদের সাথে আরও অনেক জনতার ভিড় ছিল সেখানে। উপস্থিত যিহূদীদের উচিৎ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাঁর উপর নির্ভর করা এবং তাদের মন্দিরের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করা। কিন্তু তার বদলে লোকেরা তাঁর এই কাজের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করল। লক্ষ্য করুন, যারা সংস্কারবাদের জন্য ব্যবহৃত হতে সঙ্কল্প করতো, তারা বিপক্ষদের সাথে মিলিত হলো। যখন তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন অভিযোগ আনতে পারল না, তখন তারা তাঁর এই কাজ করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলো: "এই সব করবার অধিকার যে তোমার সত্যিই আছে, তার প্রমাণ হিসেবে তুমি কি চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?" মন্দির প্রস্তুত করা বস্তুত উত্তম কাজ ছিল। কিন্তু যেখানে তাঁর কার্যস্থল ছিল না সেখানে তিনি কি দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য এই কাজ করলেন? এই অধিকারের কাজকে তারা উপেক্ষা করলো এবং তাঁর নিজেকে তাদের কাছে ভাববাদী হিসেবে প্রমাণ করতে হল। হ্যাঁ, তিনি একজন ভাববাদীর চেয়েও বেশি ছিলেন। কিন্তু এটি কি চিহ্নের জন্য যথেষ্ট নয়? কোন বাধা ছাড়াই তাদের সমস্ত কার্যক্রম আরও বেশি খর্ব করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, যেন তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, এই কাজ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি একজন স্বর্গীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি নিশ্চিতভাবে জানেন স্বর্গীয় ক্ষমতা দ্বারা তাঁকে সেই দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে।

(২) খ্রীষ্ট তাদের দাবীর উত্তর প্রদান করলেন, পদ ১৯। তিনি তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি। তবে যা ভবিষ্যতে ঘটবে সেরকম কিছু চিহ্নের কথা তিনি বললেন, এই সত্যটি অবশ্যই ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে (দ্বি.বি. ১৮:২১,২২)।

[১] তিনি তাদের যে চিহ্নের কথা বলেছিলেন, তা ছিল তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান। কি ঘটবে সেই বিষয় তিনি উল্লেখ করেছিলেন, প্রথমত, তাঁর শেষ চিহ্ন। তারা যা দেখেছে এবং শুনেছে যদি এতে তাদের সন্দেহ দূর না হয় তাহলে অবশ্যই তাদের অপেক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বড় চিহ্ন হল তিনি যে খ্রীষ্ট তা প্রমাণ করা; কারণ তাঁর সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তাঁকে চূর্ণ হতে হবে (যিশাইয় ৫৩:৫), তাঁকে হত্যা করা হবে (দানিয়েল ৯:২৬) এবং তথাপি তাঁর দেহ নষ্ট হবে না (গীতসংহিতা ১৬:১০)। এই সব

যীশুর অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং এই কারণেই সতিই তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং পিতার গৃহ মন্দিরে কর্তৃত্ব করার অধিকার তাঁর রয়েছে।

(২) তিনি তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; কিন্তু সহজভাবে নয়, যা তিনি প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন। তিনি এখানে ভাবের মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। তাই এখানে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যেই তা উঠাবো।" এইভাবে তিনি ধাঁধার মত করে তাদের বললেন; যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে অবজ্ঞা করেছিল, তারা এই কথা বুঝতে পারেনি (মথি ১৩:১৩,১৪)। এই রূপক কথাটি তাদের জন্য এমন বিঘ্নজনক ছিল যে, যখন তিনি বিচারিত হয়েছিলেন তখন তারা এই কথা দিয়ে তাঁকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল (মথি ২৬:৬০,৬১)। যদি তারা নম্রভাবে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করত, তিনি নিশ্চয়ই তাদের তা বলতেন। এটি ছিল জীবনের পরিত্রাণের বিষয়, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। কঠিন হৃদয়ের কারণে তাদের সন্দেহ দূর হবে না।

*প্রথমত*, যিহূদীরা খ্রীষ্টকে হিংসাপূর্বক হত্যা করবে, এই কথাগুলো তিনি নিজেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন। "তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল" – এই কথা যেন তিনি এভাবে বলতে চেয়েছেন: "তোমরা তা ভেঙ্গে ফেল, আমি জানি তোমরা তা ভেঙ্গে ফেলবে, আমিই তোমাদের ভেঙ্গে ফেলবার অনুমতি দিচ্ছি।" লক্ষ্য করুন, বাস্তবিক খ্রীষ্ট তাঁর প্রচার কাজের শুরুতেই স্পষ্টভাবে ভবিষ্যত দেখতে পেয়েছিলেন যে, শেষে তাঁকে চরম দুঃখভোগ করতে হবে, তথাপি তিনি আনন্দপূর্ণ অন্তর নিয়ে তাঁর দুঃখভোগের দিকে এগিয়ে গেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি নিজ ক্ষমতায় পুনরুত্থিত হবেন। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। খ্রীষ্ট স্বয়ং পুনরুত্থিত হয়েছেন, নিজ জীবন পুনরায় গ্রহণ করেছেন।

[৩] তিনি তাঁর নিজের পুনরুত্থানের বিষয়টি ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্দিরের 'ধ্বংস' এবং 'পুনর্নির্মাণ' সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

*প্রথমত*, যা লোকেরা অপবিত্র করেছিল, সেই ঈশ্বরের গৃহ পরিষ্কার করে তিনি যথার্থ কাজ করেছেন, যদি তিনি এমন বলতেন, "তোমরা ঈশ্বরের একটি গৃহ অপরিষ্কার কর এবং অন্যটি ভেঙ্গে ফেল। তোমরা যা 'তৈরি' করে ঈশ্বরের গৃহকে 'ধ্বংস' করবে, আমি তা পরিষ্কার করবার দ্বারা আমার ক্ষমতাকে প্রমাণ করব।" ঈশ্বরের গৃহের অপবিত্রতা এটিকে ধ্বংস করেছিল এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে এর পুনরুত্থান ঘটেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের মৃত্যুর কারণে বস্তুত যিহূদীদের মন্দির ধ্বংস হয়েছিল এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে অন্য একটি মন্দির সৃষ্টি হয়েছিল, আর তা ছিল সুসমাচারের মণ্ডলী (সখরিয় ৬:১২)। তাদের স্থান এবং জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (যোহন ১১:৪৮), এক সময় যা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচুর্যময় জাতি এবং স্থান (আমোষ ৯:১১; প্রেরিত ১৫:১৬)।

(৩) এই উত্তরের প্রেক্ষিতে তারা যুক্তি উত্থাপন করলো: "এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বৎসর লেগেছে," পদ ২০। মন্দিরের মত উপাসনা-গৃহ নির্মাণের কাজ হল ধীর গতির কাজ। এত দ্রুত এটি নির্মাণ করা কিভাবে সম্ভব?

[১] খ্রীষ্টের বিরোধিতাকারীরা এখানে কিছু জ্ঞানের প্রকাশ ঘটালো। মন্দির নির্মাণ করতে কতটা সময় লেগেছিল সেটা তারা বললো। ড. লাইটফুট হিসেব করে দেখেছেন যে, এটি সরুব্বাবিলের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ঠিক ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল। কাইরাসের দ্বিতীয় বছরের রাজত্বকালে এবং আর্টাজারেক্সেসের রাজত্বের বত্রিশতম বছরে মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়। হেরোদও মন্দিরের নির্মাণ কাজের সময় ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। তাঁর উত্থানের আঠারো বছরে এই নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

[২] তারা আরও বেশি অজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের কথার অর্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করুন। শাস্ত্রে রূপক অর্থে যা বলা হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে অর্থ করার মাধ্যমে মানুষ প্রায়ই নির্বোধের মত ভুল করে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। যারা এ কথা জানে যে, কে ছয় দিনে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারা কখনোই তিন দিনের মধ্যে মন্দির তৈরি করার কথা অবিশ্বাস করতে পারে না।

(৪) তাদের যুক্তি থেকে খ্রীষ্টের আরও একটি যথার্থ উত্তর প্রদান: খুব দ্রুত খ্রীষ্ট তাঁর কথার ব্যাখ্যার দ্বারা এই জটিলতার সমাধান করলেন। "তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলছিলেন," পদ ২১। যদিও তিনি বিষয়টি রূপক গল্পের মাধ্যমে বলে এর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তথাপি তিনি আমাদেরকে এর প্রকৃত অর্থ জানালেন (ইব্রীয় ৯:৯; কলসীয় ২:১৭)। অনেকে মনে করেন যে, যখন তিনি বলছিলেন, "তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল," তখন তিনি তাঁর নিজের শরীরের কথাই বলেছিলেন। তবে এখন আমরা নিশ্চিত যে, মন্দিরের কথা বলে তিনি তাঁর নিজের শরীরের কথাই বলনে চেয়েছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শরীর ছিল প্রকৃত মন্দির, যা যিরূশালেমের নমুনা ছিল।

[১] মন্দিরের নকশার মত খ্রীষ্টকেও একটি স্বর্গীয় নির্দেশনায় পরিকল্পনা করা হয়েছিল: "এ সব সদাপ্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি; তিনি আর্দশের সমস্ত কাজ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন" (১ বংশাবলি ২৮:১৯)।

[২] মন্দিরের মত তিনি ছিলেন পবিত্র। তাঁকে বলা হত "সেই পবিত্রজন"।

[৩] মন্দিরের মত খ্রীষ্টের ঈশ্বরের মহিমার বাসস্থান; যেখানে অনন্তকাল স্থায়ী বাক্য বাস করেন। তিনি হলেন *ইম্মানূয়েল*, অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর।

[৪] মন্দির হল ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে কথা বলার স্থান এবং মাধ্যম। সেখানে ঈশ্বর তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতেন। তারা সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান করতো এবং উপাসনা করতো। এইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলি। উপাসনাকারীরা এই জায়গার দিকে তাকিয়ে উপাসনা করতো (১ রাজাবলি ৮:৩০,৩৫)। সেভাবে আমাদেরও ঈশ্বরের উপাসনার সময় খ্রীষ্টের দিকে তাকানো উচিত।

(৫) শিষ্যদের জীবনে এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছিল অনেক পরে, কিন্তু তা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে (পদ ২২): *অতএব যখন তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়লো যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন;*

*আর তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রে এবং যীশুর বলা কথায় বিশ্বাস করলেন*। আমরা ১৭ পদে দেখতে পাই "তাঁর শিষ্যদের মনে পড়লো যে, লেখা আছে..।" এখানে আমরা দেখতে পাই, তিনি তাদের কি বলেছিলেন তা তাঁদের মনে পড়ে গেল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের স্মৃতিশক্তি হল একজন উত্তম গৃহস্থের সম্পদের মত, যিনি পুরাতন এবং নুতন উভয় দ্রব্যের যোগান দিয়ে সমন্বয় ঘটান (মথি ১৩:৫২)। এখন লক্ষ্য করুন:-

[১] কখন তাদের এই কথা মনে পড়ে গেল: যখন তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন। সম্ভবত শিশু বিশ্বাসী হিসেবে ক্ষুদ্র জ্ঞানের কারণে শিষ্যরা ঐ সময় খ্রীষ্টের ঐ কথার অর্থ পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা তাঁর এই কথা তাঁদের অন্তরে ধারণ করে রেখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ কথা তাঁদের কাছে বোধগম্য এবং কার্যকর হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, "যে সময় আসছে সেই সময়ের জন্য আমার কথা শোনা তোমাদের প্রতি মঙ্গলজনক হবে" (যিশাইয় ৪২:২৩)। নতুন বিশ্বাসীদের বিশ্বাস এবং তাদের কাজকে এই সত্যগুলো সমৃদ্ধশালী করে তুলবে, যে সত্যের অর্থ এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে তারা এখনোও ভালো করে জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি। পরবর্তী সময়ে তারা তা কার্যে ব্যবহার করতে পারবে, যখন তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। বলা হয়ে থাকে যে, পীথাগোরাসের অনুসারী পণ্ডিতরা মনে করতেন, চল্লিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান হিমায়িত থাকে এবং এরপর তাদের জ্ঞানের বরফ গলতে থাকে। এজন্য খ্রীষ্টের এই কথা তাঁর শিষ্যদের মাঝে উপলব্ধি জাগরিত করেছিল যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর। এর কারণ এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, কারণ তখন পবিত্র আত্মা তাঁদের এই বিষয় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁদের কি বলেছিলেন। তখন পবিত্র আত্মা তাঁদের উপলব্ধিকে সহজ করে দিয়ে তাঁদেরকে তৎপর করেছিলেন (যোহন ১৪:২৬)। ঠিক যেদিন খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেদিন তিনি তাঁদের বুদ্ধি খুলে দিয়েছিলেন (লূক ২৪:৪৫)।

*দ্বিতীয়ত*, কারণ ঠিক তখন খ্রীষ্টের কথা কার্যকর হয়েছিল। যখন তাঁর দেহের মন্দির ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিল, তখন তাঁর শিষ্যদের এই কথার সাথে অন্য সব কথাও মনে পড়ে গেল, যা খ্রীষ্ট তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন। লক্ষ্য করুন, শাস্ত্রের পূর্ণতার পর্যবেক্ষণের জন্য শাস্ত্রের জ্ঞানে আরও অধিক শক্তিশালী হতে হবে। চলমান ঘটনাই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা দেবে।

(২) এতে শিষ্যরা কী অর্জন করলেন: তখন শিষ্যরা পবিত্র শাস্ত্রের কথায় এবং প্রভু যীশু যে কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বাস করলেন। চাক্ষুষ ঘটনা তাঁদের বিশ্বাস নিশ্চিত করলো এবং তাঁরা নতুন সাহস এবং শক্তি গ্রহণ করলেন। তাঁরা বিশ্বাসে দুর্বল ছিলেন (লূক ২৪:২৫), কিন্তু এখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলেন এবং বিশ্বাস করলেন। পবিত্র শাস্ত্রের কথা এবং যীশু খ্রীষ্টের কথা তাঁরা একত্র করলেন। এই কারণে নয় যে, তাঁদের একত্রে সম্মত হতে হবে, বরং এর কারণ হল যেন তাঁরা পারস্পরিক সাহায্য এবং বিশ্বাসে একে অপরকে বলবান করতে পারেন। যখন তাঁর শিষ্যরা দেখতে পেলেন যে, পুরাতন নিয়মে তাঁরা যা পাঠ করেছেন এবং খ্রীষ্টের মুখ থেকে তাঁরা যা শুনেছেন তা তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন তাঁদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় এবং নিশ্চিত হল।

# যোহন ২:২৩-২৫ পদ

এখানে আমরা যিরূশালেমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রচার এবং আশ্চর্য কাজের সাফল্যের বর্ণনা পাই, যা তিনি এখানে এসে নিস্তার পর্ব পালন করার সময় সম্পন্ন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

ক. আমাদের প্রভু যীশু যখন যিরূশালেমে এসে নিস্তার পর্ব পালন করছিলেন, সে সময় তিনি প্রচার কাজ এবং আশ্চর্য কাজ করেন। লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল, কারণ তিনি তাদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এটি ব্যাপকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যে সকল আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা তারা দেখেছিল। তিনি সে সময় ছিলেন যিরূশালেম শহরে, সেই পবিত্র শহরে, যেখান থেকে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল। তিনি বেশিরভাগ সময়ে গালীলে বাস করতেন। এ কারণে যখন তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন, সে সময় তিনি খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন। সে সময়টি ছিল একটি পবিত্র সময়, নিস্তার পর্ব বা নিস্তার-পর্বের সময়, যে সময়টি শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। এ সময় নিস্তার-পর্বের মধ্য দিয়ে লেবীয়রা লোকদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দিত (২ বংশাবলি ৩০:২২) এবং খ্রীষ্ট সেই সময়টিকেই তাঁর শিক্ষা প্রদানের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। সে সময় জন-সমাগম অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং খ্রীষ্ট এভাবেই তাদের মধ্যে নিস্তার পর্বের সময় তাঁর সম্মান এবং স্বর্গীয় অবস্থান প্রতিষ্ঠা করলেন।

খ. সে সময় অনেকেই তাঁর প্রচার শুনে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল। তারা তাঁকে ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরিত একজন শিক্ষক হিসেবে ধরে নিয়েছিল, যেভাবে নীকদীম তাঁকে একজন মহান ভাববাদী হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন (যোহন ৩:২)। সম্ভবত যারা যিরূশালেমের উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট বলে ধরে নিয়েছিলেন। আর সে কারণেই তারা এই উজ্জ্বল ভোরের তারাকে এত সহজে এবং তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

গ. তখনও প্রভু যীশু নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না, কারণ তিনি সব মানুষকে জানতেন, পদ ২৪। তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করলেন না। তাঁর উপর বিশ্বাস করার প্রসঙ্গেও এই শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। সে কারণে যীশুর উপরে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে তাঁর সকল কথা এবং কাজ এবং পরিচালনার উপরে বিশ্বাস করা। প্রভু যীশু যিরূশালেমের এই নব্য বিশ্বাসীদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার কোন যুক্তি পেলেন না, যেখানে তাঁর অনেক শত্রু তাঁকে হত্যা করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এছাড়া এর কারণ হতে পারে:-

১. তারা ভণ্ড ছিল, অন্ততপক্ষে সব না হলেও তাদের মধ্যে অনেকেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেলেই তাঁর সাথে বে বিশ্বাসী করতে পারে, অথবা তা করার জন্য কঠিনভাবে প্রলোভিত হতে পারে। তিনি যিরূশালেমের যত বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, তার চেয়ে গালীলে তিনি আরও অনেক বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন। বিপজ্জনক সময় এবং স্থানে সন্দেহজনক যে কারও কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটাই উত্তম, তাদেরকে অবিশ্বাস করাই উচিত।

২. কিংবা হতে পারে যে, তারা তাদের বিশ্বাসে দুর্বল ছিল এবং আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে খারাপ বিষয়। তারা যে বিশ্বাসঘাতক ছিল এবং তাঁকে কোন ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করার চিন্তায় ছিল তা নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে:-

(১) তারা ছিল ভীত এবং তাদের মধ্যে সাহস এবং উদ্দীপনার ঘাটতি ছিল। সম্ভবত তারা কোন ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পেত। কঠিন এবং বিপজ্জনক সময়ে ভীতু এবং কাপুরুষদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়।

(২) কিংবা তারা ছিল বিশৃঙ্খল, তাদের প্রয়োজন ছিল নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলার। সম্ভবত যিরূশালেমের এই লোকদের আশা ছিল এই যে, খ্রীষ্টের রাজত্ব অন্য যে কোন রাজত্ব এবং শক্তির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর হবে। আর এই প্রত্যাশা অনুসারে খ্রীষ্ট যদি নিজেকে তাদের কাছে ধরা দিতেন বা নিজেকে তাদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেন, তাহলে তিনি তৎকালীন সরকার ব্যবস্থার উপর একটি আঘাত হানতে পারতেন এবং তার পতন ঘটাতে পারতেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তা করেন নি, কারণ তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীতে নয়। এ ধরনের অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জনতার কারণে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, কারণ আমাদের প্রভুও সে সময় তাদের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। যদিও তারা খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছে বলে স্বীকার করেছিল, তথাপি তাদের সেই স্বীকারোক্তির কোন সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না।

ঘ. তিনি কেন তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন নি? এর উত্তর হচ্ছে, তিনি তাদেরকে জানতেন, পদ ২৫। তিনি জানতেন তাদের মাঝে কতটা দুষ্টতা রয়েছে এবং অন্যান্যদের মাঝেও কতটা দুষ্টতা রয়েছে। এই সুসমাচার লেখক খ্রীষ্টের সর্বজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করার জন্য এই ঘটনাটিকে তুলে ধরেছেন ও ব্যবহার করেছেন।

১. তিনি সকল মানুষকে জানতেন। তিনি যে কেবলমাত্র তাদের নাম এবং চেহারাই জানতেন তা নয়, কারণ আমাদের অনেকের পক্ষেই এমনটি সম্ভব। কিন্তু তিনি তাদের আচার-আচরণ, প্রকৃতি, আকর্ষণ, আগ্রহের বিষয়, পরিকল্পনা, চিন্তা – এর সবই জানতেন; অন্যান্যদের ব্যাপারে যার কোন কিছুই আমরা জানি না, এমন কি নিজেদের ক্ষেত্রেও না। তিনি সকল মানুষকে জানেন, কারণ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে তিনি সকল মানুষকে তৈরি করেছেন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছে, তাদের গহীনে দৃষ্টিপাত করেছে। তিনি তাঁর সহজাত শত্রুকে চেনেন ও জানেন এবং তাদের সকল গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি তাদের মিথ্যে ছদ্মবেশ চেনেন এবং তিনি তাদের সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। তিনি জানেন তারা সত্যিকার অর্থে কি, তারা কিসের ভান করছে। যারা সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টের কথা চিন্তা করে এবং যারা সত্যিই শুধু খ্রীষ্টের, তাদেরকে তিনি চেনেন। তিনি তাদের অন্তর জানেন এবং সেই সাথে তাদের দুর্বলতাও জানেন। তিনি তাদের কাঠামো এবং চিন্তাধারা জানেন।

২. তাঁর জন্য কোন মানুষকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তিনি অন্য কারও কাছ থেকে কারও ব্যাপারে তথ্য গ্রহণ করেন না, বরং তিনি তাঁর নিজ অব্যর্থ পর্যবেক্ষণ এবং সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেন। এটি সমস্ত পার্থিব রাজাদের ক্ষমতা থেকে আলাদা। তারা সবাই অন্য লোকের চোখে দেখে জানে, অন্য লোকের কানে শুনে বিশ্বাস করে এবং অন্যরা যা বলে তাই গ্রহণ করে; কিন্তু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র উপযুক্তভাবে তাঁর নিজ বিবেচনা এবং জ্ঞানে

নিজেকে পরিচালনা দান করেন। স্বর্গদূতরা তাঁর বার্তাবাহক, কিন্তু তাঁর গুপ্তচর বা গোয়েন্দা নয়। কারণ তিনি তাঁর নিজ চোখ দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করেন (২ বংশাবলি ১৬:৯) । শয়তানের প্রলোভনের সময় এই বিষয়টি আমাদের মনে সান্ত্বনা এনে দিতে পারে যে, খ্রীষ্ট কেবলমাত্র শয়তানের কথায় বিশ্বাস করে মানুষকে বিচার করবেন না।

৩. তিনি জানেন মানুষের মনের মাঝে কি রয়েছে। প্রতিটি বিশিষ্ট জাতি, পৃথক প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের মানুষের মাঝে কি রয়েছে তা তিনি জানেন। আমরা জানি মানুষ কি করেছে, খ্রীষ্ট জানেন তারা কি কারণে তা করেছে এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে তা করেছে। তিনি মানুষের হৃদয় এবং অন্তরের ভেতরে দৃষ্টি দেন। এটি হচ্ছে আবশ্যকীয় বাহ্যিক পৃথিবীর পূর্ববর্তী ধারণা (ইব্রীয় ৪:১২,১৩)। আমরা যদি মানুষের হৃদয় বিচার করতে যাই তাহলে আমরা খ্রীষ্টের পূর্বপরিকল্পনার বিরোধিতা করি। খ্রীষ্ট মানুষের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে কত না উপযুক্ত! তিনি মানুষের চিকিৎসক হিসেবে সবচেয়ে উপযুক্ত। চিকিৎসক ছাড়া আর কার রোগীর অবস্থা, কার্যকারণ, আনন্দ এবং বেদনা সম্পর্কে এমন যথোপযুক্ত ও স্বচ্ছ ধারণা থাকে? তিনি জানেন তার ভেতরে কি আছে। তিনি আমাদের সকলের বিচারক হিসেবে কত না উপযুক্ত! কারণ তাঁর বিচারের আওতায় সকল মানুষকে সত্যের পথে আসতে হবে এবং তিনি সকল মানুষকে জানেন।

এই সকল ঘটনা হচ্ছে যিরূশালেমে ভ্রমণের সময় খ্রীষ্টের প্রচার এবং আশ্চর্য কাজের সাফল্য। প্রভু তাঁর মন্দিরে আসলেন এবং সেখানে তেমন কেউই তাঁকে গ্রহণ করলো না। শুধু কিছু দুর্বল চিত্তের সাধারণ লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, যাদেরকে তিনি তাঁর উপকারার্থে গ্রহণ করতে পারলেন না এবং তাদের উপরে বিশ্বাসও স্থাপন করতে পারলেন না; যদিও পরবর্তীতে তিনি তাদের জন্যই তাঁর আত্মার যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন এবং কষ্টভোগ করেছিলেন।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই: (১) খ্রীষ্টের সাথে নীকদীমের আলাপ, যিনি ছিলেন একজন ফরীশী। সুসমাচারের মহান রহস্য সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন (পদ ১-২১)। (২) বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টের আগমন উপলক্ষ্য করে তাঁর শিষ্যদের কাছে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে আলোচনা (পদ ২২-৩৬); সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারপূর্বক সরল এবং বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টকে সম্মানিত করা এবং তাঁকে বিশিষ্টরূপে অভিহিত করা।

## যোহন ৩:১-২১ পদ

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সমাপ্তিতে আমরা জানতে পেরেছি যে, অল্প কয়েকজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু এখানে আমরা মাত্র একজনকে দেখতে পাই; যদিও তিনি ছিলেন বেশ গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। পরিত্রাণের মহান পথ অবলম্বন করার জন্য মাত্র একটি প্রাণই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করুন:

ক. এই নীকদীম কে ছিলেন? অনেক ক্ষমতাবান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খ্রীষ্টের কাছে আহ্বান করা হয়নি, তথাপি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টের কথায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখানে আমরা একজনের বিষয় দেখতে পাই। অনেক নেতা কিংবা ফরীশীদের ডাকা হয়নি; তথাপি ব্যতিক্রম রয়েছে।

১. এই মানুষটি ছিলেন ফরীশীদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই কথা বলা হয় নি যে, যারা অশিক্ষিত এবং মূর্খ কেবল তারাই খ্রীষ্টের শিষ্য হবে। ফরীশীদের নীতি এবং ফরীশী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খ্রীষ্টান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি সমাজের উচ্চ পর্যায়ের অনেকেই নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করে হতাশ হয়ে এবং বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টের কাছে এসেছে। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ সবচেয়ে বড় বিপক্ষকেও বশীভূত করতে সক্ষম।

২. তিনি ছিলেন যিহূদীদের একজন নেতা, যিহূদীদের মহাসভার একজন নেতা এবং সদস্য, যিরূশালেম নগরীর কর্তৃত্বকারীদের মধ্যে একজন। খারাপ বিষয় হল, কিছু কিছু নেতা ছিলেন যারা প্রকৃতই ভালো বিষয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, তথাপি এরা খুব সামান্য পরিমাণে ভাল কাজ করতেন, কারণ তাদের প্রতিকূলের প্রবাহ ছিল খুব শক্তিশালী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে কোন সিদ্ধান্ত অথবা বিষয় তারা বাতিল করতে পারতেন। যা ভাল এবং মঙ্গলজনক তা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেন বটে, কিন্তু তা কখনোই করতেন না। তথাপি নীকদীম তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ চালিয়ে গেছেন। যা করার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তা যখন করতে পারতেন না, তখন তিনি নিজে যা করতে পারতেন

তাই করতেন।

খ. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি নীকদীমের শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি, পদ ২। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কোন সময় এসেছিলেন: *তিনি রাত্রিকালে যীশুর কাছে আসলেন*। লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি খ্রীষ্টের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কথোপকথনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রকাশ্যে জনতার সামনে এই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা সমীচীন হবে না বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যখন খ্রীষ্ট একা থাকবেন এবং তাঁর অবসর থাকবে, সে সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। আমাদের আত্মার বিষয় নিয়ে একজন দক্ষ এবং বিশ্বস্ত পুরোহিতের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করলে তা আমাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে (মালাখি ২:৭)।

(২) আলাপ আলোচনা করার জন্য তিনি রাতের বেলা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন, সম্ভবত সব দিক থেকে এই সময়টিই ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সময়।

[১] নীকদীমের এই কাজটি ছিল বিচক্ষণতা এবং সর্তকতাপূর্ণ কাজের মত। জনতার মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে তিনি সমস্ত দিন ব্যয় করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, তিনি হয়তো চাননি এরপর আর কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক। এমন কি তিনি হয়তো নীকদীমের আগমনের প্রত্যাশাও করেন নি, কিন্তু 'খ্রীষ্টের সময়' লক্ষ্য করুন। দেখুন, যে সময় তিনি অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন, ঐ সময়ই তিনি নীকদীমের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। খ্রীষ্টের অনেক শত্রু ছিল বিধায় নীকদীম গোপনে এক প্রকার ছদ্মবেশে এসেছিলেন, পাছে প্রধান পুরোহিতগণ বিষয়টি জানতে পেরে যীশু খ্রীষ্টের উপর আরও বেশি রাগান্বিত হয়ে যান।

[২] এটি আগ্রহী এবং তৎপরতাপূর্ণ কাজ। নীকদীম ছিলেন একজন ব্যস্ত মানুষ। তিনি খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সমস্ত দিন ব্যয় করতে পারেন না, তাই দিনের চেয়ে বরং রাতকেই তিনি আলাপ আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে নির্ধারণ করলেন। যখন সমস্ত লোক ঘুমিয়ে ছিল ঠিক ঐ সময় নীকদীম খ্রীষ্টের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করছিলেন, যেমন দায়ূদ রাতের বেলা ঈশ্বরের বিষয়ে ধ্যান করতেন (গীতসংহিতা ৬৩:৬; ১১৯:১৪৮)। খুব সম্ভবত এটি ছিল তিনি খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখার ঠিক পরের রাত, তাই তিনি তাঁর বিশ্বাস নিশ্চিত করার প্রথম সুযোগকে অবহেলা করতে চান নি। তিনি জানতেন না যে, খ্রীষ্ট কোন সময় এই শহর ছেড়ে চলে যাবেন অথবা তিনি এটাও জানতেন না যে, পরবর্তী নিস্তার-পর্বের মধ্যে কি ঘটনা ঘটবে, এই কারণে তিনি সময় নষ্ট করতে চান নি। রাতের বেলা খ্রীষ্টের সাথে আলাপ আলোচনাটি আরও বেশি খোলামেলা ছিল এবং এমন কোন গোলযোগ ছিল না, যার কারণে তাঁদের আলাপ আলোচনায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই রাতটি ছিল এক প্রকৃত খ্রীষ্টানের *রাত*, এই রাতটি ছিল অন্যান্য রাতের চেয়ে আরও বেশি শিক্ষাপ্রদ রাত।

[৩] অথবা এটি ছিল নীকদীমের জন্য ভয়ের এবং কাপুরুষোচিত কাজের মত। পাছে কেউ তাঁকে খ্রীষ্টের সাথে কথা বলতে দেখে, এই ভয়ে এবং লজ্জায় তিনি রাতের বেলায় খ্রীষ্টের

কাছে এসেছিলেন। যখন ধর্ম তার যথাযথ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে, তখন বিশেষ করে নীকদীমের মত নেতাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টের এবং তাঁর ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হন এবং তখন তারা এই সব জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যদিও নীকদীম রাতের বেলায় এসেছিলেন, তথাপি খ্রীষ্ট তাঁকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন, তাঁর সাধুতা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি নীকদীমের মানসিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনলেন, কারণ সম্ভবত তিনি কিছুটা ভীত ছিলেন এবং তাঁর পদমর্যাদা এবং কাজের ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। এর দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নেতাদের সব মানুষের সব বিষয়ের উপযোগী করা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারবেন এবং উত্তম কিছু করার জন্য উৎসাহ দিতে পারবেন, যদিও তিনি দুর্বল ছিলেন। পৌল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে গোপনে প্রচার করেছিলেন (গালাতীয় ২:২)।

*দ্বিতীয়ত*, যদিও তিনি এখন রাতের বেলায় এসেছেন, তথাপি পরবর্তী সময় যখন উপযুক্ত পরিস্থিতি এসেছে তখন তিনি নিজেই সর্বসমক্ষে খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলেছেন (যোহন ৭:৫০; ১৯:৩৯)। অনুগ্রহ, যা এখন সরিষা বীজের দানা, তা একসময় বৃদ্ধি পেয়ে বিশাল গাছে পরিণত হবে।

২. তিনি কি বলেছিলেন? তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজনীতি কিংবা দেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আসেন নি (যদিও তিনি একজন নেতা ছিলেন), বরং তিনি তাঁর নিজের আত্মা এবং আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে আলাপ করার জন্য এসেছিলেন। কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই দেরি না করে তিনি আলাপ শুরু করলেন। তিনি খ্রীষ্টকে "রব্বি" বলে সম্বোধন করলেন, যা একজন 'মহান ব্যক্তি' এবং 'শিক্ষক'-কে চিহ্নিত করে (যিশাইয় ১৯:২০)। যাদের খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান রয়েছে এবং যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সম্মানপূর্বক তাঁর বিষয়ে চিন্তা করে এবং কথা বলে, তাদের জন্য আশা রয়েছে। নীকদীম খ্রীষ্টকে বললেন যে, তিনি তাঁকে কতটা সম্মান করেন: "রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক।" লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর দাবী: "আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।" অন্য শিক্ষকদের মত তিনি শিক্ষিত নন, মানুষের দ্বারা অভিষিক্তও নন; কিন্তু স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা এবং স্বর্গীয় ক্ষমতার সাহায্যে তিনি শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা, যিনি প্রথমে এসেছেন শিক্ষক হয়ে। তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা শাসন করবেন, কঠোরতার সাথে নয়; সত্যের ক্ষমতা দ্বারা, তরবারির দ্বারা নয়। পৃথিবী শায়িত আছে মূর্খতা এবং ভ্রান্তির মাঝে। যিহূদী শিক্ষকেরা ছিল মন্দতায় পূর্ণ এবং তারা ভ্রান্ত পথে চলত, তাই সদাপ্রভুর জন্য কাজ করার এখনই সময়। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন, করুণার পিতার মত ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, ভুল পথে চালিত পৃথিবীর জন্য দয়া অনুভব করে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন আলোর পিতা এবং সত্যের উৎস হয়ে; সাথে করে নিয়ে এসেছেন সমস্ত আলো এবং সত্য, যা আমরা আমাদের আত্মায় গ্রহণ করতে পারি।

(২) এই বিষয়ে তার নিশ্চয়তা: "আমরা জানি;" কেবল "আমি" নই, বরং "অন্যরাও" তা জানে। গ্রহণযোগ্যতার জন্য তিনি এইভাবে কথাটি বলেছিলেন। তাই এই বিষয়টি এতটা

সহজে প্রমাণিত হয়েছিল। অনেকে এখানে মনে করেন যে, নীকদীম হয়তো খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য তার সাথে এক বা একাধিক বন্ধুকে অথবা পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। "রব্বি," তিনি বললেন, "আমরা শিক্ষা গ্রহণ করার আকাঙ্খা নিয়ে এসেছি, আপনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এসেছি; কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনি একজন স্বর্গীয় শিক্ষক।"

(৩) নিশ্চয়তার ভিত্তি: "কেননা আপনি এই যেসব চিহ্ন-কার্য সাধন করছেন, ঈশ্বর সহবর্তী না থাকলে এসব কেউ করতে পারে না।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের সত্যের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, আর আমরা জানি যে তা কৃত্রিম নয়। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি যুক্তি দিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেন। তাঁর সাধিত বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ তিনি দেখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে যারা যারা তাঁর বিপক্ষে অবস্থান করতে চেয়েছে, তিনি তাদের প্রতি বিরোধিতা করেছেন।

[২] তাঁর আশ্চর্য কাজ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি? এর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে *ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা শিক্ষক* হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো ছিল তাঁর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টিকারী পরিচয়পত্র। স্বাভাবিক নিয়মে যা পরিবর্তিত করা যায় না, তা ঈশ্বরের প্রকৃতির ক্ষমতায় পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়। আমরা নিশ্চিত, কে সত্যের ঈশ্বর ও ধার্মিক এবং কে কখনো মিথ্যা ও ছলনাকে সমর্থন করবেন না।

গ. খ্রীষ্ট এবং নীকদীমের মধ্যে আলোচনার ও কথোপকথন। খ্রীষ্ট ধর্মীয় যে উপদেশ ও শিক্ষাদান করেছিলেন তা ছিল নীকদীমের সন্তুষ্টির জন্য। সম্ভবত তিনি জনতার কাছে যে শিক্ষাদান করতেন তা থেকে এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, পদ ১১,১২। এখানে আমাদের পরিত্রাণকর্তা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন:

১. পুনর্জন্মের প্রকৃতি অথবা নতুন জন্মের আবশ্যকতা সম্পর্কে, পদ ৩–৮। আমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করবো:

(১) নীকদীমের প্রশংসা ও সম্বোধনের মধ্যে যে ত্রুটি খ্রীষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে তিরস্কার করলেন। খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ এবং জ্ঞানের জন্য নীকদীম মুগ্ধভাবে যে প্রশংসা করেছিলেন, তা তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

[১] নীকদীমের জন্য যা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল তা হল নতুন জন্ম। তিনি সরলভাবেই স্বর্গীয় রাজ্যের প্রত্যাশা করছিলেন, খ্রীষ্টের রাজ্যের নিকটে তিনি এখন উপস্থিত হয়েছেন। সে দিনের ভোরের আগমনের জন্য তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি অন্যান্য সাধারণ যিহূদী জনগণের মত এই প্রত্যাশা করতেন যে, খ্রীষ্টের রাজ্য প্রকাশিত হবে বাহ্যিক জাঁকজমক এবং ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। তিনি যে খ্রীষ্ট, এই ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। এই সব আশ্চর্য কাজ খ্রীষ্ট দ্বারা সাধিত হচ্ছে না কি অন্য কোন ভাববাদী দ্বারা সাধিত হচ্ছে এই ব্যাপারে তাঁর কোন সংশয় ছিল না। এই কারণে তিনি খ্রীষ্টের কাছে এসে তাঁর প্রতি প্রশংসাসূচক কথা বলেছিলেন এবং এভাবে তিনি ঐ রাজ্যের সুবিধাসমূহের অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁকে বলেছিলেন

যে, রাজ্যের পরিবর্তন দ্বারা তিনি কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবেন না, যদি না তিনি তাঁর আত্মার পরিবর্তন না করেন।

[২] নীকদীমের প্রশ্নের মধ্যে যে পরিকল্পনা খ্রীষ্ট দেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী তিনি উত্তর প্রদান করলেন। নীকদীম স্বীকার করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক। স্বর্গ থেকে এক অসাধারণ প্রত্যাদেশের দায়িত্বভার বিশ্বাসপূর্বক খ্রীষ্টের উপরে অর্পণ করা হয়েছে। এই প্রত্যাদেশ কী, তা সরলভাবে জানার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, দ্রুত সম্পাদনের প্রস্তুতির জন্য তা গ্রহণ করেছেন এবং তা ঘোষণা করেছেন।

(২) স্পষ্টভাবে এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে আমাদের প্রভু যীশু ঘোষণা করলেন: "সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি।" তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন: *আমিই সত্য, আমিই বিশ্বস্ত। আমিই বিশ্বস্ত এবং সত্য সাক্ষী*। এই বিষয়টি অমোচনীয় সত্য যে, "নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।" একজন ফরীশী বা ইস্রায়েলের কোন মহান শিক্ষকও তা দেখতে পাবে না। লক্ষ্য করুন:

[১] কী দাবী করা হয়েছিল: নতুন করে জন্ম নেয়া।

*প্রথমত*, আমরা অবশ্যই নতুন জীবনে বেঁচে থাকবো। জন্ম হল জীবনের প্রারম্ভ। নতুন জন্ম হল নতুন করে শুরু হওয়া। যারা এই পর্যন্ত ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে জীবন যাপন করেছে অথবা জীবনে যারা শুভ ফল লাভ করতে পারে নি, তাদের অবশ্যই নতুন জন্মের প্রয়োজন। আমরা অবশ্যই পুরাতন দালানের ভগ্ন স্থান মেরামত করার কথা চিন্তা করবো না, বরং আমরা নতুন করে দালানের ভিত্তি স্থাপনের কথা চিন্তা করবো।

*দ্বিতীয়ত*, আমরা অবশ্যই নতুন স্বভাব লাভ করব, আমাদের থাকবে নতুন নীতি, নতুন অনুভূতি, নতুন লক্ষ্য। আমরা অবশ্যই স্বর্গ থেকে নতুন জন্ম লাভ করি।

১) আমাদের অবশ্যই নতুন করে জন্ম নিতে হবে। এই ধরনের কথা আমরা দেখতে পাব গালাতীয় ৪:৯ এবং লূক ১:৩ পদে। আমাদের প্রথম জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা পাপী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছি। পাপ এবং অপরাধের মধ্য আমরা গঠিত হয়েছি, তাই আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের আত্মাকে অবশ্যই নতুন করে সজ্জিত হতে হবে এবং নতুন করে আমাদের ভেতরে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে হবে।

২) আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে জন্ম নিতে হবে (যোহন ৩:৩১; ১৯:১১)। আমাদের এই নতুন জন্মের উৎস হচ্ছে স্বর্গ (যোহন ১:৩), আর এর লক্ষ্য হল স্বর্গ। পবিত্র এবং স্বর্গীয় জীবন যাপনের জন্য এর জন্ম। এই জীবন আমাদের ঈশ্বর এবং স্বর্গের সাথে মিলন ঘটায় এবং এর উদ্দেশ্য হল স্বর্গীয় স্বভাবের অংশী হওয়া এবং স্বর্গীয় ভাবমূর্তি বহন করা।

[২] এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা: নতুন জন্ম ছাড়া একজন মানুষ (যে মানব সমাজের অংশী এবং এর অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত) ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না। খ্রীষ্টের রাজ্য অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তা মহিমায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের কাছ থেকে জন্ম না নিলে আমরা সেই রাজ্য দেখতে পাব না।

*প্রথমত*, আমরা এর প্রকৃতি বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের রাজ্যের অংশী হওয়ার জন্য আমাদের যে স্বভাবের প্রয়োজন তা হল, আমাদের আত্মাকে অবশ্যই পুনর্গঠিত হতে হবে এবং নতুন ছাঁচে নির্মিত হতে হবে। এই বিষয়ে নীকদীম খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। একজন জাগতিক মানুষ অবশ্যই আত্মিক মানুষ হতে পারেন। কিন্তু তার আগে তাকে অবশ্যই এটি গ্রহণ করার জন্য সক্ষম হতে হবে এবং এর জ্ঞান বুঝবার জন্য সক্ষম হতে হবে (১ করিন্থীয় ২:১৪)।

*দ্বিতীয়ত*, আমরা এর থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারবো না। আমরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচার থেকে কোন প্রকার লাভের আশা করতে পারবো না। লক্ষ্য করুন, পুনর্জন্ম এই জগতে এবং পরবর্তী জগতে আমাদের সুখের জন্য প্রয়োজন। মানব সমাজের বিবেচনায় আমরা দোষী এবং পাপী। ঈশ্বরের মাধ্যমে আমরা সুখী হতে পারি এবং স্বর্গে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ সুখ সংরক্ষিত আছে। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আমাদের নতুন জন্ম; কারণ যদি আমরা পবিত্র না হই তাহলে আমাদের পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব (১ করিন্থীয় ৬:১১,১২)। পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তার এই মহান সত্য আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নরূপে বলা যায়:

১) এই বিষয়ে নীকদীমের প্রতিবাদ (পদ ৪): "মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে? সে কি দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?" এখানে প্রকাশ পেয়েছে:-

(ক) নীকদীমের জ্ঞানের দুর্বলতা। খ্রীষ্ট আত্মিক অর্থে যা বলেছেন, নীকদীম তা শারীরিক এবং রক্ত-মাংসের বিষয় বলে মনে করলেন। পুনর্জন্মের এবং আত্মা পুনর্গঠন করার অন্য কোন উপায় নেই এবং দেহকেও আবার নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। দেহের প্রাণ এবং আত্মাকে খণ্ডিত করে পুনরায় তা নতুন করে হাড়ের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে নতুন মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় – এটা ছিল নীকদীমের ধারণা। অন্যান্য যিহূদীদের মত নীকদীমও তাঁর প্রথম জন্ম, বংশমর্যাদা ও বিশেষ অধিকারকে খুব বেশি মূল্যায়ন করতেন, বিশেষত যেহেতু তাঁর জন্মস্থান ছিল এক পবিত্র ভূমি, এক পবিত্র নগর। প্রেরিত পৌলও তাঁর নিজ বংশ পরিচয়ের কারণে গৌরব বোধ করতেন (ফিলিপীয় ৩:৫)। এই কারণে নতুন জন্মের কথা শুনে তিনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যিহূদী জাতির সন্তান এবং জন্মের চেয়ে এই জন্ম কি আরও অধিক উত্তম নয়? অন্য কোন জন্মের মাধ্যমে কি এমন উত্তম কিছু অর্জন করা সম্ভব যার মাধ্যমে খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়? বস্তুত তারা অ যিহূদীদের যিহূদী ধর্মে দিক্ষীত হওয়াকে গণ্য করতো "নতুন জন্ম" অথবা "নতুন করে জন্ম" বলে। কিন্তু তিনি এটি কল্পনা করতে পারেন নি যে, কিভাবে একজন যিহূদী, একজন ফরীশী নতুন জন্মের মাধ্যমে আরও উন্নত হতে পারেন। এই জন্য তিনি মনে করলেন যে, যদি সত্যিই তাঁকে নতুন জন্ম লাভ করতে হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হবে।

(খ) তাঁর আগ্রহ তাঁকে শিখতে সাহায্য করল। তাঁর কঠিন উক্তির জন্য তিনি খ্রীষ্টের দিকে পেছন ফিরলেন না, বরং তিনি অকপটভাবে তাঁর মূর্খতা প্রকাশ করলেন, যা আরও উত্তমরূপে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করলো। তাই খ্রীষ্ট যা বলেছেন সেই নতুন জন্ম সম্বন্ধে সহজভাবে বুঝবার জন্য নীকদীমের উক্তি ছিল এমন: "প্রভু, আমাকে এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করুন, কারণ বিষয়টি আমার কাছে খুবই রহস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আমি এমনই

মূর্খ যে, কিভাবে একজন মানুষ পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে পারে এই বিষয়টি আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।" অনেক সময় আমাদের ঈশ্বরের রহস্যপূর্ণ বিষয় কিংবা যা একেবারেই বুঝা যায় না এমন সব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তখন আমাদের উচিত নম্রভাবে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিয়ে অপেক্ষা করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐসব বিষয় বুঝতে আমাদের সাহায্য করেন।

২) এই বিষয়ে আমাদের প্রভু যীশুর খোলাখুলি এবং আরও সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই, পদ ৫-৮। নীকদীমের বিরোধিতা থেকে তিনি এর যুক্তি ও ব্যাখ্যা উত্থাপন করেছেন।

(ক) তিনি যা বলেছিলেন তার পুনরুক্তি করলেন এবং তা নিশ্চিত করলেন (পদ ৫): "সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বাক্য সর্বদাই 'হ্যাঁ' এবং কখনোই 'না' নয়। তা সর্বদাই 'হ্যাঁ' এবং 'আমেন'। তিনি যা বলেন তিনি তাতে স্থির থাকেন। মানুষের ভুল কিংবা মূর্খতার জন্য তিনি তাঁর কথা কখনও প্রত্যাহার করেন না। যদিও নীকদীম পুনর্জন্মের রহস্য বুঝতে পারেন নি, তথাপি খ্রীষ্ট পূর্বের মত স্পষ্টভাবে নতুন জন্মের নিশ্চয়তার প্রয়োজন সম্পর্কে কথা বললেন। লক্ষ্য করুন, অস্পষ্ট বিষয় জানার জন্য যারা প্রার্থনা করেন তাদের সুসমাচার সংক্রান্ত উপদেশ অবহেলা করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে (রোমীয় ৩:৩,৪)।

খ) খ্রীষ্ট পুনরায় যে উদাহরণ দিয়েছিলেন তাতে নতুন জন্মের বিষয়টির ব্যাখ্যা ছিল এবং তা বুঝতে সহজ করেছিল।

[ক] এখানে আমরা দেখতে পাই কে এই কাজটি করেন। নতুন জন্ম হতে হবে পবিত্র আত্মা থেকে, পদ ৫-৮। এই পরিবর্তন আমাদের জ্ঞান কিংবা শক্তি দ্বারা ঘটে না, কিন্তু অনুগ্রহের আত্মার প্রভাব এবং ক্ষমতা দ্বারা এই পরিবর্তন ঘটে। "পবিত্র আত্মা তোমাদের পবিত্র করেছেন" (১ পিতর ১:২) এবং "তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু তাঁর করুণা অনুসারে, নতুন জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নতুনীকরণ দ্বারা আমাদেরকে পরিত্রাণ করলেন" (তীত ৩:৫)।

[খ] এই পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং যা পরিবর্তন ঘটায় তা হলো পবিত্র আত্মা (পদ ৬)। এই পুনর্জন্ম হল আত্মিক এবং এটি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পঙ্কিলতা এবং জাগতিক সমস্ত মন্দতা থেকে পরিষ্কৃত করে। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং অবিনশ্বর আত্মার পরিচালনায় উচিত হবে মাংসিক বিষয় পরিহার করে সদাপ্রভুর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। ফরীশীরা তাদের ধর্মকে স্থাপন করেছিল বাহ্যিক সুস্থতা এবং বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর। আত্মিক হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই এই সব বিষয় পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল।

[গ] এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা:

*প্রথমত*, তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে, আমাদের প্রকৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। কারণ হল, যে পরিবর্তন আমাদের নতুন জন্মে না হবে, সে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করবো না। "দেহ থেকে যা জাত, তা দেহই," পদ ৬। আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ, এটাই হল আমাদের রোগ এবং এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভের একমাত্র এবং সহজ সরল উপায় হল নতুন জন্ম গ্রহণ করা।

১. আমরা কে? আমরা হলাম মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ। কেবলমাত্র রক্ত-মাংসের নই, আমরা মন্দতায় ডুবে আছি (আদিপুস্তক ৬:৩)। আত্মা হল আত্মিক প্রকৃতি, কিন্তু মাংসিকভাবে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হওয়া, মাংসিক ইচ্ছার দ্বারা চালিত হওয়া, মাংসিক আনন্দকে ভালবাসা, এই সব কিছুকে বলা হয় মাংসিক; এটা হল রক্ত-মাংস সম্বন্ধীয়। এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বর, যিনি পবিত্র আত্মা, তাঁর এবং আত্মার মধ্যে কি আলাপ হতে পারে?

২. কিভাবে আমাদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ঘটায়? মাংসিক জন্মের মাধ্যমে এটি প্রকাশ ঘটায়। পাপ আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে, এই জন্য আমরা নতুন স্বভাব লাভ করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে। পাপ প্রকৃতি, যা মাংসিক আমাদের প্রথম জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা এটি প্রাপ্ত হই। আর এই জন্য নতুন প্রকৃতি যা আত্মিক, তা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করতে হবে। নীকদীম পুনরায় তাঁর মায়ের গর্ভে প্রবেশ করা এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। যদি তিনি ঐভাবে জন্মগ্রহণ করেও থাকেন, তবে তা কি উদ্দেশ্যে? যদি তিনি তাঁর মায়ের গর্ভে শতবারও জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবুও এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন কিংবা কোন সংস্কার হবে না, কারণ মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ। বিষয়টির কোন পরিবর্তন ঘটে না। পবিত্র কোন কিছু অপবিত্র বিষয় প্রকাশ করতে পারে না। তাকে অবশ্যই অন্য কোন সৃষ্টির বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে, তাকে অবশ্যই আত্মায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তিনি কখনও আত্মিক হতে পারবেন না। সহজভাবে বলা যায়, যদিও মানুষ দেহ এবং আত্মা দ্বারা সৃষ্ট তথাপি তার যে মাংসিক ভাব তার সজীব প্রাণের উপর প্রভুত্ব করে সেই মাংসিক ভাবের উপর তার মধ্যে অবস্থিত আত্মিক অংশ আরও বেশি প্রভুত্ব করে (আদিপুস্তক ৭:২)। কিন্তু মাংসিক অভিলাষকে প্রশ্রয় দান করে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মত অবস্থা হলে মানুষ আবার মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এই ভাবে তার নিজ জীবন কলুষিত করে। তাতে জীবন দীর্ঘায়িত হয় না, কারণ দেহ হলো ধূলিমাত্র। জীবন্ত মানুষ একসময় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার জীবন হয়ে যায় অকার্যকর। এই ভাবে যে সময় সে পাপ করে সেই সময়ই সে মৃত্যুর অধীন হয়ে পড়ে, তাই সে পার্থিব মানুষে পরিণত হয়। এই অধঃপতিত অবস্থায় মানুষ নিজ সদৃশ্যে যে সন্তানের জন্ম দেয় সেই সন্তান মানবীয় স্বভাব লাভ করে, যে স্বভাবের মধ্যে রয়েছে পাপ এবং মন্দতা। আর এই ভাবে মানুষ যে সন্তানের জন্ম দেয় তার মধ্যে এই পাপ স্বভাব প্রবেশ করে। পাপ এবং মন্দতা আমাদের স্বভাবের মধ্যে যুক্ত হয়ে আছে। আমরা পাপে গঠিত হয়েছি। তাই যা আমাদের পাপের পথে চালিত করে সেই পাপ স্বভাবকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কেবল নতুন পোশাক পরিধান করা বা নতুন চেহারা গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই নতুন মানুষ হতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই নতুন সৃষ্টি হতে হবে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট পুনরায় এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন: "আমি যে তোমাকে বললাম, তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক, এতে আশ্চর্য জ্ঞান করো না," পদ ৭।

১. খ্রীষ্ট যা বলেছেন তিনি তা কখনোই পরিবর্তন করবেন না, তাই জগতের সমস্ত মানুষ কখনই এই কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না যে, "আমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম হওয়া দরকার।" যিনি মহান আইনকর্তা, তাঁর ইচ্ছাই হলো আইন। তিনিই মহান মধ্যস্থতাকারী এবং ঈশ্বরের সাথে তিনিই আমাদের পুনর্মিলনের ও ঈশ্বরকে আনন্দের ভাগী হওয়ার সময়

নির্ধারণ করেছেন। তিনিই আত্মার মহান চিকিৎসক, যিনি লোকদের সমস্ত বিষয় জানেন এবং জানেন তাদের আরোগ্য লাভের জন্য কি প্রয়োজন। তিনিই এই কথা বলেছেন: "তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া দরকার। আমি তোমাদের যা বলেছি সব বিষয় এর মধ্যে রয়েছে; অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের নতুন জন্ম হওয়া দরকার। কেবলমাত্র সাধারণ জনগণ নয়, কিন্তু শাসনকারী এবং যারা ইস্রায়েল জাতির নেতা, তাদেরও নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার।"

২. আমরা এতে আশ্চর্য হবো না, কারণ আমরা যখন ঈশ্বরের পবিত্রতাকে গ্রাহ্য করবো, তখন পরিত্রাণের মহান পরিকল্পনায় আমাদের স্বভাবের মন্দতা এবং আনন্দের সমস্ত নিয়ম-কানুন আমাদের সামনে অবস্থান করবে। আমাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এই বিষয়টি একজন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই বিষয়টি যেন আমরা অদ্ভুত বিষয় বলে মনে না করি।

[ঘ] দু'টি উপমার দ্বারা এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

*প্রথমত*, আত্মার পুনর্জন্মের কাজ হল জলের মত (পদ ৫)। নতুন জন্ম হল জলের জন্ম এবং আত্মার জন্ম। এই আত্মা কাজ করে জলের মত, যেমন মথি ৩:১১ লেখা আছে, "তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দিবেন" – এর অর্থ হল পবিত্র আত্মা হল আগুনের মত।

(১.) প্রথমে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে যে, আত্মা হল পবিত্র।

১) যা আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অযোগ্য করে সেই সমস্ত বিষয়ের কালিমা এবং ময়লা জলের মত ধুয়ে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ করে। এটি হল নতুন জন্মের পরিষ্কারকরণ (তীত ৩:৫)। "তোমরা যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমাদের ধৌত করা হয়েছে, পবিত্র করা হয়েছ ও ধার্মিক বলে গণনা করা হয়েছ" (১ করিন্থীয় ৬:১১; ইহি ৩৬:২৫)।

২) জল খুঁজে বেড়ানো হরিণ এবং পরিশ্রান্ত শ্রমিককে যেমন করে জল শীতল এবং সতেজ করে ঠিক তেমনি আত্মা জলের মত কাজ করে। আত্মাকে তুলনা করা হয়েছে জলের সাথে (যোহন ৭:৩৮,৩৯; যিশাইয় ৪৪:৩)। তিনি প্রথম জীবন হিসেবে যা সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল জলে সৃষ্ট (আদিপুস্তক ১:২০)। সম্ভবত এটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্গ থেকে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে বলা হয়েছে জলের জন্ম।

২. সম্ভবত খ্রীষ্টের দৃষ্টি ছিল বাপ্তিস্মের নিয়ম প্রচলনের দিকে, যা যোহন প্রদান করেছিলেন। খ্রীষ্ট হয়তোবা স্বয়ং বাপ্তিস্মের কাজ শুরু করবেন বলে ভাবছিলেন। "তোমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করতে হবে।" আত্মার মাধ্যমে যা পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হয় তা অবশ্যই জল দ্বারা ধৌত হওয়ার চিহ্নকে প্রকাশ করে, যেমন আত্মিক অনুগ্রহ প্রকাশিত হয় দৃশ্যমান চিহ্ন দ্বারা। সকলেই নয়, কিন্তু কেবলমাত্র তারা যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে তারাই রক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নতুন করে জন্ম না নিলে এবং বাপ্তিস্মের চিহ্ন গ্রহণ না করলে আমরা কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাব না। যিহূদীরা খ্রীষ্টের রাজ্যের অংশ হতে পারবে না। তারা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না হবে। তারা পরীক্ষা করছে অনুতাপের বাপ্তিস্মের কাজ,

মহান সুসমাচারের কাজ, পাপের ক্ষমার কারণ, মহান সুসমাচারের সুযোগের জন্য।

*দ্বিতীয়ত*, এটিকে বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে: "বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে এবং তুমি তার আওয়াজ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক জন সেরূপ," পদ ৮। এই শব্দটি (নিউমা) বাতাস এবং আত্মা উভয়কে প্রকাশ করে। শিষ্যদের উপর জোর বাতাসের মত করে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল, (প্রেরিত ২:২) পাপী মানুষের অন্তরে এই পবিত্র আত্মার শক্তিশালী প্রভাবকে তুলনা করা যায় "বাতাসের শ্বাসের" সঙ্গে (যিহিস্কেল ৩৭:৯)। এই তুলনা এখানে এটি দেখাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে:

(১.) পুনর্জন্মের কাজে একজন স্বাধীন কর্তৃত্বকারীর মত আত্মা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন। বাতাস আমাদের জন্য যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে বয়। কিন্তু এই বাতাস আমাদের আদেশ পালন করে না এবং বাতাস আমাদের আদেশের বিষয় নয়। ঈশ্বর বাতাসকে পরিচালনা করেন, বাতাস ঈশ্বরের আদেশ পালন করে (গীতসংহিতা ১৪৮:৮)। পবিত্র আত্মা তাঁর অনুগ্রহ কোথায়,কখন, কাকে এবং কি পরিমাণ ও পদ অনুসারে বিতরণ করেন না কেন, সবই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে করেন। পবিত্র আত্মা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দান করেন (১ করিন্থীয় ১২:১১)।

(২.) তিনি পূর্ণ ক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষ স্বভাবের দ্বারা কাজ করেন। যদিও এর কারণ গোপন থাকে তথাপি এর প্রভাব প্রকাশিত হয়। যখন পবিত্র আত্মা পাপের কারণে দুঃখিত হন, পাপের ভারে আর্তনাদ করে উঠেন, তখন *আব্বা*, *পিতা*, বলে খ্রীষ্ট আর্তনাদ করেন। যখন আমরা পবিত্র আত্মার আওয়াজ শুনতে পাব তখন দেখতে পাব যে, পবিত্র আত্মা কাজ করছে (প্রেরিত ৯:১১)।

(৩.) তিনি রহস্যপূর্ণভাবে কাজ করে থাকেন এবং গোপনভাবে কাজ করে থাকেন। কিভাবে বাতাসের শক্তি জড়ো হয় এবং কিভাবে ব্যয় হয় তা আমাদের কাছে হেঁয়ালীপনার মত মনে হয়। একইভাবে পবিত্র আত্মার কাজের ধারা এবং নিয়ম রহস্যপূর্ণ (১ রাজাবলি ২২:২৪; হেদা ১১:৫; গীতসংহিতা ১৩৯:১৪)।

২. এখানে আমরা সুসমাচারের সত্যতার নিশ্চয়তার এবং মহত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) নীকদীম পুনরায় প্রতিবাদ করলেন (পদ ৯): "এসব কি প্রকারে হতে পারে?" সম্ভবত খ্রীষ্টের পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তার শিক্ষার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছিল না। পাপ স্বভাবের কারণে পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয়েছে এবং পুনর্জন্মের সম্পর্কে যা কিছু তাঁর কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি তা বুঝতে সক্ষম হবেন। যদিও নীকদীম খ্রীষ্টকে একজন স্বর্গীয় শিক্ষক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর শিক্ষা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এভাবে অনেকে প্রকাশ্যে সাধারণভাবে খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করে বা স্বীকার করে। তথাপি তারা খ্রীষ্টান ধর্মের সত্যের উপর বিশ্বাস করে না এবং খ্রীষ্টান ধর্মের আইনের বশ্যতা স্বীকার করে না।

[১] খ্রীষ্টের শিক্ষার অর্থ বুঝবার মত কোন জ্ঞান নীকদীমের ছিল না: "এ কেমন করে হতে

পারে? এই বিষয়গুলো আমি বুঝতে পারছি না, এগুলো বুঝবার মত ক্ষমতা বা সাধ্য আমার নেই।" ঈশ্বরের আত্মার এই সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে মূর্খতাস্বরূপ। তিনি কেবল তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নই নন, এই কারণে তারা তাঁকে বুঝতে পারে না। তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এই কারণে তারা তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়।

[২] যেহেতু এই শিক্ষা তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল, তাই তিনি এর সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। যেহেতু এটি তাঁর কাছে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলে মনে হয়েছে, তাই এটি ছিল তাঁর কাছে একটি মিথ্যে কল্পনা। অনেকে আছে যারা নিজের ক্ষমতা অনুসারে এমন ধারণা পোষণ করে চিন্তা করে যে, যা প্রমাণ করা যায় না তা তারা বিশ্বাস করবে না। জাগতিক জ্ঞান দ্বারা তারা খ্রীষ্টকে চিনতে পারবে না।

(২) নীকদীমের মূর্খতা এবং অজ্ঞতার জন্য খ্রীষ্ট তাঁকে তিরস্কার করলেন: "তুমি ইস্রায়েলের শিক্ষক হয়েও এসব বুঝতে পারছো না? তুমি একজন শিক্ষক, একজন গুরু, এমন একজন ব্যক্তি, যে মোশির আসনে বসে আছে; তথাপি পুনর্জন্মের শিক্ষার বিষয়ে তুমি অজ্ঞাত এবং এই বিষয়ে বুঝতে তুমি অক্ষম?"এই কথাগুলো ছিল তিরস্কারের।

[১] যাদের উপর অন্যদের শিক্ষা দেবার ভার অর্পিত ছিল, তারা নিজেরা স্বয়ং ধার্মিকতার বাক্যের বিষয়ে অজ্ঞ ছিল এবং মূর্খ ছিল।

[২] এরা ধর্মীয় মত এবং অনুষ্ঠানের বিষয়ে জ্ঞান এবং শিক্ষা দেবার জন্য সময় ব্যয় করতো, বাক্য সুষ্ঠুরূপে বিচার বিশ্লেষণ করতো এবং অন্তর ও জীবনের সংস্কারের জন্য যা কার্যকর এবং উপযুক্ত তা অবহেলা করতো। তিরস্কারের দু'টি শব্দ খ্রীষ্ট খুব জোরের সাথে উচ্চারণ করলেন।

*প্রথমত*, নীকদীমের এ লোকটির নাম তিনি উচ্চারণ করলেন: ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে, যেখানে রয়েছে জ্ঞানের এমন মহা প্রাচুর্যতা, যেখানে স্বর্গীয় বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে। পুরাতন নিয়ম থেকে তিনি এই বিষয়গুলো প্রচুর গ্রহণ করেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, যে বিষয় তিনি অজ্ঞ ছিলেন: *এই সব বিষয়*। এই বিষয়গুলো খুবই প্রয়োজনীয়, এই বিষয়গুলো মহৎ, এই বিষয়গুলো হল স্বর্গীয় বিষয়, তিনি এই সব কখনোই পাঠ করেন নি (গীতসংহিতা ১:৫,১৪; ইহি ১৮:৩১; ৩৬:২৫,২৬)।

(৩) এই কারণে খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের সত্যের নিশ্চয়তা এবং মহত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন (পদ ১১-১৩), যেন তিনি তাদের মূর্খতা দেখতে পারেন, যারা এই মহৎ বিষয়গুলোকে অদ্ভুত বিষয় বলে মনে করে। লক্ষ্য করুন:

[১] যে সত্য খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন তা ছিল খুবই নিশ্চয়তাপূর্ণ এবং আমরা এই বিষয়ে সাহসী হতে পারি (পদ ১১): "আমরা যা জানি তা-ই আমরা বলি।" কেউ কেউ মনে করেন, এটি হল তাঁর জন্য সাক্ষ্য বহন করা এবং এই পৃথিবীতে তাঁর সাথে অবস্থান করা। ভাববাদী গণ এবং যোহন যা দেখেছেন তাই বলেছেন এবং যা শুনেছেন তাই বলেছেন। যখন তাঁরা দেখতেন যে, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ খ্রীষ্টের জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে তখন তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন। এদের মধ্যে অন্যরা স্বর্গ থেকে সাক্ষ্য বহন করেছেন, পিতা এবং পবিত্র আত্মা; তিনি তাঁর সাথে ছিলেন, সদাপ্রভুর আত্মা তাঁর উপরে ছিল। এই কারণে

তিনি বহুবচনে কথা বলেছেন; যেমন যোহন ১৪:২৩ পদে রয়েছে: "আমরা তাঁর কাছে আসবো ও তাঁর সঙ্গে বাস করবো।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের সত্যতার সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা রয়েছে। এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের বিশ্বাসযোগ্য বাণীর নিশ্চয়তার সমস্ত কিছু আমরা দেখতে পাই। এটি এমন নিশ্চয়তা যে, আমাদের অন্তর সাহসপ্রাপ্ত হয়েছে, কারণ তিনি কেবলমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নন, যিনি আমাদের হতাশ করবেন না, কিন্তু সেই সাথে তিনি একজন ক্ষমতাশালী সাক্ষী, যিনি নিজে হতাশাগ্রস্থ হন না। তিনি শোনা কথার মাধ্যমে কথা বলেন নি, কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেছেন; আর এই কারণে আমাদের জন্য রয়েছে মহা নিশ্চয়তা। তিনি ঈশ্বরের অদৃশ্য পৃথিবীর, স্বর্গের, দোজখের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন এবং যা দেখেছেন এবং জেনেছেন সেই শান্তির পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ তিনি কারিগর হিসেবে পাশে ছিলেন (হিতোপদেশ ৮:৩০)। খ্রীষ্ট যা কিছু বলেছেন সবই নিজ জ্ঞান থেকে বলেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের সত্যের অভ্রান্ত নিশ্চয়তার মাধ্যমে একজন পাপী তার অবিশ্বাস দূর করতে পারে। বিষয়টি এমনই নিশ্চিত এবং স্পষ্ট, অথচ "*তুমি আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছো না।*" সাধারণ জনগণের অবিশ্বাস দূর হবে যদি তারা বিশ্বাসযোগ্য বাক্যের কাছে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে আসে।

[২] যদিও খ্রীষ্ট সত্য শিক্ষাগুলো ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন এবং সাধারণ ও জাগতিক বিষয় দিয়ে বুঝিয়েছেন, তথাপি ঐ বিষয়গুলো ছিল মহান এবং স্বর্গীয়। পদ ১২-র সাথে এটি সম্পর্কিত: "আমি পার্থিব বিষয়ের কথা বললে, তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবে?" ঈশ্বরের মহান সত্যের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাগতিক উপমা দিয়ে কথা বললে এই বিষয়গুলো সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ এবং বোধগম্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'নতুন জন্ম' এবং 'বা-তাস' বা 'আত্মা'; "যদি আমি এই ভাবে তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী এবং অস্পষ্টভাবে তোমার ভাষায় কথা বলি এবং তুমি আমার শিক্ষা বুঝতে সক্ষম না হও, তাহলে যখন আমি স্বর্গীয় বিষয় কথা বলবো এবং স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলবো যা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তখন তুমি কি করবে? যদি এই রকম সুপরিচিত অভিব্যক্তিগুলো বাধাজনক পাথরস্বরূপ হয়, তাহলে জটিল বিষয় এবং আত্মিক বিষয়গুলো কিভাবে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবে?" আমরা এখান থেকে যে শিক্ষা পাই তা হল:-

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের শিক্ষার গুরুত্ব এবং গভীরতার প্রশংসা করা। এটি ঈশ্বরত্বের মহান রহস্য। সুসমাচারের বিষয়গুলো হল স্বর্গীয় বিষয়, মানবীয় বুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা এটি অনুসন্ধান করা সম্ভব নয় এবং মানবীয় বুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা এটি আবিষ্কার করা আরও অসাধ্য।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের সদয় ভাবের জন্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করা, কারণ তিনি আমাদের বুঝবার ক্ষমতা অনুযায়ী সুসমাচারের প্রত্যাদেশের নিয়মনীতি ও শিক্ষা প্রদান করেছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই ভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানেন আমরা ধূলিমাত্র এবং তিনি জানেন আমাদের অবস্থান, তাই আমাদের গঠন এবং প্রকৃতিকে তিনি বিবেচনা করে থাকেন। যেহেতু আমাদের মানবীয় দুর্বলতা রয়েছে, সেই কারণে তিনি আমাদের কাছে জাগতিক বিষয়ের মাধ্যমে কথা

বলেছেন। আত্মিক বিষয়ের শিক্ষাকে বোধগম্য বিষয় করার জন্য জাগতিক বিষয়ের শিক্ষাগুলো আমাদের আরও বেশি সহজ এবং গ্রহণযোগ্য করেছে। তাঁর শিক্ষার ব্যাখ্যাপূর্ণ রূপক কাহিনী এবং প্রয়োগ উভয়ের মধ্যে তিনি এই ভাবে কাজ করেছেন।

*তৃতীয়ত*, আমাদের স্বভাবের সমস্ত মন্দতা এবং আমাদের অনুপযুক্ততা খ্রীষ্টের সত্য গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে। জাগতিক বিষয় ঘৃণিত, কারণ তা খুব অমার্জিত এবং স্বর্গীয় বিষয় খুবই জটিল। তাই যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাতে কিছু ত্রুটি থাকে বা অন্য কিছু এতে পাওয়া যায় (মথি ১১:১৭); তবুও প্রজ্ঞা তার সন্তানদের ন্যায্য বলে প্রমাণ করে।

[৩] আমাদের প্রভু যীশু এবং তিনি একা আমাদের কাছে এই রকম নিশ্চয়তাপূর্ণ এবং মহান শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত। *আর স্বর্গে কেউ উঠে নি; কেবল যিনি স্বর্গ থেকে নেমেছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন*, পদ ১৩।

*প্রথমত*, আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা খ্রীষ্ট ছাড়া আর কারও নেই। নীকদীম খ্রীষ্টকে একজন ভাববাদী হিসেবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তিনি পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভাববাদীর চেয়ে মহান, কারণ তাদের মধ্যে আর কেউই স্বর্গে আরোহণ করেন নি। তাঁরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় লিখেছেন, তাঁদের নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা কোন কিছু লেখেন নি (যোহন ১:১৮)। মোশি পদতে আরোহণ করেছিলেন, কিন্তু স্বর্গে আরোহণ করেন নি। ঈশ্বরের জ্ঞানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে এবং স্বর্গীয় বিষয়ে খ্রীষ্টের জ্ঞান রয়েছে তা আর কারও নেই (মথি ১১:২৭)। এটি আমাদের নির্দেশ গ্রহণের জন্য আমাদেরকে স্বর্গে পাঠাবার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্বর্গ থেকে পাঠানো হয় নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে (হিতোপদেশ ৩০:৪; দ্বি.বি. ৩০:১২)।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য যীশু খ্রীষ্টই হলেন যোগ্য উপযুক্ত এবং সমর্থ, এর কারণ হল তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন এবং তিনি এখন স্বর্গে আছেন। তিনি বলেছেন (পদ ১২): "আমি পার্থিব বিষয়ের কথা বললে, তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবে?" আমরা এখানে দেখতে পাই:

১. তিনি তাঁদের যা বলেছিলেন সেই স্বর্গীয় বিষয়সমূহের উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে, একজন স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, অধিকন্তু তিনি মনুষ্যপুত্র, ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি স্বর্গে আছেন। যদি মানুষের জীবনের পুনর্জন্ম এত রহস্যময় হয় তাহলে ঈশ্বরের পুত্রের মানব রূপ ধারণ করা আরও কত না রহস্যময়। বস্তুত এসব বিষয় হল পবিত্র এবং স্বর্গীয় বিষয়। খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের স্বভাবের মধ্যে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাই। একটি হল তাঁর পবিত্র প্রকৃতি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। অপরটি হল মানবীয় প্রকৃতি, যা মনুষ্যপুত্রের প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। ঐ দু'টির মিলনে তিনি মনুষ্যপুত্র থাকলেও তিনি হলেন স্বর্গীয়।

২. স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বলার ক্ষমতার প্রমাণ তিনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদেরকে অদৃশ্য স্বর্গীয় রাজ্যের দিকে চালিত করেছেন এই কথার দ্বারা:

(১) "তিনি এসেছে স্বর্গ থেকে।" ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে স্থির করার কাজ শুরু হয়েছে স্বর্গ থেকে। এই পরিকল্পনা প্রথমে জগত থেকে উত্থাপিত হয়নি, কিন্তু স্বর্গ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। আমরা তাঁকে ভালবাসি এবং তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। আমরা এখানে দেখতে পাই এটি প্রকাশ করছে:

[১] খ্রীষ্টের স্বর্গীয় স্বভাব। তিনি যে স্বর্গ থেকে এসেছেন তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। তিনি হলেন প্রভু, যিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:৪৭)।

[২] স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, কারণ স্বর্গীয় রাজ্য থেকে আসার জন্য তাঁর স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে।

[৩] ঈশ্বরের প্রকাশ। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাহায্য করার বিষয় প্রকাশ করেছেন স্বর্গ থেকে শোনার মাধ্যমে (২ বংশাবলি ৭:১৪), স্বর্গ থেকে দেখার মাধ্যমে (গীতসংহিতা ৮০:১৪), স্বর্গ থেকে কথা বলার মাধ্যমে (গীতসংহিতা ৫৭:৩)। কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন আমাদের শিক্ষা দিতে এবং পরিত্রাণ দিতে। তিনি যে এইভাবে বিস্ময়কর রহস্যের মাধ্যমে অবতরণ করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ভালবাসাকে প্রকাশ করেছেন।

(২) তিনি হলেন মনুষ্যপুত্র। এই মনুষ্যপুত্র সম্পর্কে দানিয়েলের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে (দানিয়েল ৭:১৩)। এর দ্বারা যিহূদীরা বুঝতে পারত যে, এটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে অভিহিত করেছেন এটি দেখাবার জন্য যে, তিনি হলেন দ্বিতীয় আদম; কারণ প্রথম আদম ছিলেন মানুষের পিতা। পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্পর্কে সমস্ত উপাধির মধ্য থেকে তিনি এই উপাধিটি ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, কারণ এটি তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক নম্রতার প্রকাশক। আর এটি তাঁর অবনমনের বর্তমান অবস্থার সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য উপাধি।

(৩) তিনি স্বর্গে আছেন। এখন এই সময়ে যখন তিনি এই জগতে নীকদীমের সাথে কথা বলছিলেন, তখনও তিনি ঈশ্বরের মত স্বর্গে অবস্থান করছিলেন। এটি এমন নয় যে স্বর্গে আরোহণ পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র থাকবেন। কিন্তু এখন মনুষ্যপুত্র স্বর্গে রয়েছেন তাঁর স্বর্গীয় স্বভাবের জন্য, তিনি মনুষ্যপুত্র সর্বস্থানের জন্য বিশেষ করে স্বর্গে সমাসীন। মহিমার প্রভু এই ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হতে পারেন না এবং ঈশ্বর এই ভাবে রক্ত সেচন করতে পারেন না; তথাপি সেই ব্যক্তি যিনি ছিলেন মহিমার প্রভু তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ২:৮) এবং ঈশ্বর তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা মণ্ডলীকে ক্রয় করেছেন (প্রেরিত ২০:২৮)। একজন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি স্বভাব ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকার অর্থ হল সেখানে রয়েছে সম্পদের যোগাযোগ। স্বর্গ হল তাঁর পবিত্রতার বাসগৃহ।

৩. খ্রীষ্ট এখানে তাঁর এই পৃথিবীতে আগমনের মহা পরিকল্পনা সম্পর্কে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে যে সুখ ও শান্তিময় জীবন পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (পদ ১৪–১৮)। আমরা এখানে সুসমাচারের সম্পূর্ণ সারাংশ দেখতে পাই, যা ১ তীমথীয় ১:১৫ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট এসেছিলেন মানব সন্তানদের অন্বেষণ করতে এবং মৃত্যু থেকে তাদের জীবন রক্ষা করতে ও তাদেরকে

পুনর্জীবিত করতে। পাপী মানুষ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত মানুষ:–

(১) যে লোক মারাত্মকভাবে আহত কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাকে বলা হয় মৃত মানুষ; কারণ হল সে মারা যাচ্ছে। তাই খ্রীষ্ট আমাদের আরোগ্য দান করে রক্ষা করার জন্য এসেছিলেন, যেমন করে ব্রোঞ্জের সাপ ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করেছিল (পদ ১৪,১৫)।

(২) ক্ষমাহীন অপরাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত বলে বিবেচিত মানুষ হল মৃত মানুষ। আইনের দৃষ্টিতে সে একজন মৃত মানুষ এবং এটি হলো আমাদের বিপদের একটি অংশ। খ্রীষ্ট এসেছিলেন একজন রাজা কিংবা একজন বিচারকের মত করে। কিন্তু তিনি এসেছিলেন বিচার করে শাস্তি না দেয়ার বিষয় প্রকাশ করতে কিংবা নিশ্চিত উপায়ের মাধ্যমে সাধারণ ক্ষমা করতে। যারা এই পরিত্রাণের বিষয়ে বিরোধিতা করবে কিংবা পরিত্রাণ গ্রহণ করবে না, তারা দোষীকৃত হবে (পদ ১৬–১৮)।

[১] যীশু খ্রীষ্ট আরোগ্যদানের মাধ্যমে আমাদের পরিত্রাণ দেবার জন্য এসেছিলেন। ঠিক যেমন করে বনি-ইস্রায়েলের লোকেরা ভয়ানক এবং বিষাক্ত সাপের জ্বালাময় দংশন থেকে আরোগ্য লাভ করেছিল এবং পিতল দ্বারা তৈরি সাপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল, আমরা এই ঘটনার বিবরণ পাই গণনা ২১:৬-৯ পদে। এটি ছিল মোশির মৃত্যুর আগে তাঁর দ্বারা সাধিত সর্বশেষ আশ্চর্য কাজ। এখন আমরা খ্রীষ্টের এই দৃষ্টান্তের বিষয়ে আলোচনা করব:-

*প্রথমত*, পাপের মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক স্বভাব এখানে সূচিত হয়েছে। পাপের অপরাধ বিষাক্ত সাপের দংশনের মতই জালাময়। সাপের কামড়ে যেমন করে বিষ ছড়িয়ে পড়ে, পাপের ক্ষমতাও তেমন করে ছড়িয়ে পড়ে। শয়তান হল পুরাতন সাপ, প্রথম থেকেই সে ছিল চতুর (আদিপুস্তক ৩:১)। কিন্তু শয়তান সব সময় জ্বালাময় এবং তার প্রলোভন জ্বালাময় বর্শার মত। তার অকস্মাৎ আক্রমণ ভীতিকর, সে ধ্বংস করে বিজয় লাভ করে। জেগে ওঠা বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন, ঘৃণিত পাপীকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে এই উত্তর দেবে যে, পাপের প্রলোভন কি মুগ্ধকর! কিন্তু তা সাপের মত কামড়ায়, বিষধর সাপের মত কামড়ায় (হিতোপদেশ ২৩:৩০–৩২)। পাপের কারণে আমাদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে, ঠিক যেমন করে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বিষধর সাপ পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতি অসন্তোষ এবং বিরক্তি প্রকাশের শাস্তি স্বরূপ। আইনের অভিশাপ হল বিষধর সাপের মত। এই সবই হল ঈশ্বরের ক্রোধের নিদর্শন।

*দ্বিতীয়ত*, এই রোগের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী প্রতিরোধকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ভাগা পাপীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কিন্তু এটা কি নিরাশাজনক? ঈশ্বরের প্রশংসা করি ও তাঁকে ধন্যবাদ জানাই যে এটা আদৌ নিরাশাজনক অবস্থা নয়। কারণ এখানে রয়েছে ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত করে রাখা পরিত্রাণের ব্যবস্থা। মোশির দ্বারা যেমন করে পিতলের সাপকে উঁচুতে তোলা হয়েছিল ইস্রায়েলীয়দের সাপের কামড়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য ঠিক তেমনি করে মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুতে তোলা হয়েছিল।

১. যা তাদের আরোগ্য করেছিল তা ছিল একটি পিতলের সাপ। পিতল হল উজ্জল দ্রব্য। আমরা যদি প্রকাশিত বাক্য ১:১৫ পদ পাঠ করি তাহলে দেখতে পাব যে সেখানে লেখা

আছে, তার পা ছিল আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করা খুব চকচকে পিতলের মত। এটি স্থায়ী ও সুদৃঢ়, খ্রীষ্টের তেমনি। এটি তৈরি করা হয়েছিল বিষাক্ত সাপের আকৃতিতে। যদিও ঐ সাপের কোন বিষ ছিল না, ছিল না কামড়ের কোন যন্ত্রণা। এটি ছিল খ্রীষ্টের উপযুক্ত নির্দশন, যিনি নিজেকে আমাদের পাপস্বরূপ করেছিলেন। তথাপি তিনি স্বয়ং নিজে কোন পাপ করেন নি। তিনি পাপে পূর্ণ মানুষের মত হয়েছিলেন কিন্তু নিজে পাপে পূর্ণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নির্দোষ, যেমন পিতলের সাপটি নির্দোষ ছিল। সাপ হল অভিশপ্ত প্রাণী, খ্রীষ্টের তেমনি নিজেকে অভিশপ্ত করেছিলেন। এটি তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা মহামারী থেকে আরোগ্য লাভ করেছে। ঠিক তেমনি আমাদের যে ভীষণ এবং মারাত্মক পাপ ছিল খ্রীষ্ট তা দূর করে দিয়ে আমাদের আরোগ্য করেছেন।

২. একটি দণ্ডের উপরে রেখে পিতলের সাপটিকে উঁচুতে তোলা হয়েছিল। মনুষ্যপুত্রকেও ঠিক তেমনি করে উঁচুতে তোলা হয়েছিল। এর জন্য তিনি উপযুক্ত ছিলেন, কারণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (লূক ২৪:২৬,৪৬)। খ্রীষ্টকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়েছিল:-

(১) তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুকে বলা হয় *মাটি থেকে উঁচুতে তোলা* (যোহন ১২:৩২,৩৩)। খ্রীষ্টের মাটি থেকে উঁচুতে তোলার বিষয়টি ছিল একটি প্রদর্শনী, একটি নিদর্শন, কারণ স্বর্গ এবং পৃথিবীর মাঝামাঝি স্থানে তাঁকে তোলা হয়েছিল। স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয়ের দ্বারা তিনি পাপী ও অযোগ্য বলে গণিত হয়েছিলেন।

(২) তাঁর উন্নত অবস্থার মধ্য দিয়ে। তিনি পিতার ডান হাত তুলেছিলেন ক্ষমা দেবার জন্য। তিনি ক্রুশে আরোহণ করেছিলেন মুকুট পুনর্বার তুলে ধরার জন্য।

৩. তাঁর চিরস্থায়ী সুসমাচার প্রকাশ প্রকাশ এবং তা প্রচার করার মধ্য দিয়ে (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬। মোশি মরুভূমিতে সেই সাপকে মাটি থেকে উঁচুতে তুলেছিলেন যেন তা হাজার হাজার লোক দেখতে পায়। খ্রীষ্ট সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলের সামনে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। খ্রীষ্ট মাটি থেকে উঁচুতে উত্থিত হয়েছেন পতাকার মত (যিশাইয় ১১:১০। পিতলের সাপটি মোশির মাধ্যমে তোলা হয়েছিল। খ্রীষ্ট মোশির ব্যবস্থা অনুযায়ী মাটি থেকে উঁচুতে উত্থিত হয়েছিলেন। মোশি এই বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

৪. পিতলের সাপটি যেভাবে উঁচুতে তোলা হয়েছিল তা ধার্য করা হয়েছিল, যেন যাদের ঐ বিষধর সাপ দংশন করবে সেই ইস্রায়েলীয়রা যেন সেই সাপের দিকে তাকিয়ে আরোগ্য লাভ করতে পারে। ঈশ্বর যে মহামারী পাঠিয়েছিলেন তা থেকে রক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। কেউ আমাদের রক্ষা করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে না কিন্তু একমাত্র তিনিই পারেন যাঁর ন্যায় বিচারে আমাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের মুক্তির মূল্য প্রদান করেছেন এবং এর সমস্ত ক্ষমতা নির্ভর করছে তাঁর ইচ্ছার উপর। সদাপ্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা করার শাস্তিস্বরূপ তাদের মধ্যে ঐ বিষধর সাপ পাঠানো হয়েছিল, প্রেরিতগণ ঠিক এই কথাই বলেছেন (প্রেরিত ১০:৯)। তথাপি তারা সুস্থ হয়েছিল তাদের প্রতি সদাপ্রভুর অনুগ্রহের জন্য। যাঁকে আমরা অসন্তুষ্ট করেছি তিনি আমাদের শান্তিস্বরূপ হলেন।

*তৃতীয়ত*, এই আরোগ্য লাভের উপায়। তারা বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্য লাভ করেছিল। বনি-ইস্রায়েলীয়দের সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা পিতলের সাপের দিকে তাকায়। এর উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে তাদের আরোগ্য লাভ। যদি ইস্রায়েলীয়দের কোন কিছু দংশনের ফলে যদি তাদের সামান্যতম ব্যথার সৃষ্টি করে অথবা সামান্যভাবে বিপদগ্রস্থ হয় অথবা মোশির আইনের প্রতি তাদের বিশ্বাস এমনই অল্প যে যার ফলে মোশির দ্বারা উঁচুতে তোলা ঐ পিতলের সাপের প্রতি দৃষ্টি দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, তাদের ঐ ক্ষত অবশ্যই তাদের মৃত্যু ঘটাবে। কিন্তু যদি কাউকে সাপে কামড়াত, সে যদি ঐ পিতলের সাপের দিকে তাকাতো তাতে সে বেঁচে যেত। যদি কেউ পাপের দ্বারা সামান্য রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সে যদি যীশু খ্রীষ্টের সুস্থতাকারী পদ্ধতির দ্বারা নিজেকে সুস্থ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার অপরাধ নিশ্চিতভাবেই তার মাথার উপর বর্তাবে। সদাপ্রভু বলেছেন "আমার দিকে ফির এবং উদ্ধার পাও" (যিশাইয় ৪৫: ২২); "ফির এবং বাঁচ"। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে গ্রহণ করবো এবং স্বর্গের প্রতি সম্মতি প্রদান করব, কারণ এটি এই পাপময় পৃথিবীতে আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার দ্বারা এবং তাঁর মহান উৎসর্গের মাধ্যমে আমরা রক্ষা পাব।

*চতুর্থত*, বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিতে আমাদের মহা উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

১. পাপের পরিত্রাণের কাজ সমাপ্ত করার জন্য তিনি ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন, যেন তাঁর অনুগামীরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

২. খ্রীষ্টের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিত্রাণের প্রস্তাব ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। যদি কেউ কোনরূপ আপত্তি ছাড়া খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তবে তারা তাঁর দ্বারা নিশ্চিতভাবেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।

৩. পরিত্রাণের উৎসর্গের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(১) তারা প্রাণ হারাবে না, তাদের ক্ষতের জন্য তারা মৃত্যুবরণ করবে না। যদি তারা যন্ত্রণাভোগ করে, যদি কোন ক্ষতিকর ভয় তাদের গ্রাস করে, যদি তাদের মধ্যে কোন অপরাধ থেকেও থাকে তা তাদের ধ্বংস করবে না। কিন্তু এটিই সব নয়।

(২) তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। ইস্রায়েলীয়রা কেবলমাত্র তাদের ক্ষতের কারণে মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে না তাই নয়, কিন্তু তারা প্রতিজ্ঞাত কনান দেশেও পৌঁছাতে সক্ষম হবে (যেখানে তারা প্রবেশ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল) এবং তারা সেই প্রতিজ্ঞাত বিশ্রাম উপভোগ করবে।

[২] যীশু খ্রীষ্ট এসেছিলেন ক্ষমা করার দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ দিতে। নিয়ম-কানুনের কথা মত আমরা মৃত্যুবরণ করবো না, পদ ১৬,১৭। বস্তুত এখানে যা সর্বশ্রেষ্ঠ তা স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে। এখানে অনেক কিছু রয়েছে, এখানে অল্পের মধ্যে সব কিছু রয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরে রয়েছে পুনর্মিলনের বাক্য।

*প্রথমত*, ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন (পদ ১৬), আমরা এখানে তিনটি বিষয় দেখতে পাই:-

১. মহান সুসমাচারের রহস্য প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তিনি

তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের পুনর্জন্ম দান করেছেন এবং পুত্রের ক্রুশে জীবন দানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন ঘটেছে। লক্ষ্য করুন:

(১) যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। তাঁর মহান ভালবাসার জন্যই তিনি তাঁকে আমাদের দান করেছেন এবং তাঁকে ভালবেসেছেন আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশের জন্য। আমাদের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র প্রেরণের জন্য আমরা এখন জানতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন। এতে কেবলমাত্র তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায় নি পিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সব সময় তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

(২) মানুষের পরিত্রাণ পুনরায় ক্রয়ের অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছিলেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে কেবলমাত্র স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে শান্তির সেতু বন্ধন স্থাপন করার কার্য সম্পাদনের জন্য মহা এবং পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েই এই পৃথিবীতে পাঠান নি কিন্তু তিনি তাঁকে দান করেছেন যেন খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য দুঃখভোগ করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মৃত্যুবরণ করেন। কেন তাঁকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়েছিল আমরা এখানে তার কারণ জানতে পেরেছি। কারণ এটি ছিল ঈশ্বর কর্তৃক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং পরিকল্পনা। তিনি তাঁকে এই উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং এই অভিপ্রায়ে তিনি মানব দেহ ধারণের মধ্যে দিয়ে তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর শত্রুরা কোনক্রমেই তাঁকে ধরতে পারত না যদি ঈশ্বর তাঁকে সমর্পণ না করতেন। যদিও তখনও ক্রুশারোপিত হননি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ক্রুশারোপিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন (প্রেরিত ২:২৩) । কেবল তাই নয় পিতা ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন এর মানে হল, তিনি তাঁর উপহার হিসাবে তাঁকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি প্রত্যেককে, প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে তাঁকে দান করেছেন, নতুন নিয়মের সমস্ত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য জানতে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ভাববাদী স্বরূপ এবং মানুষের কাছে তাঁর সাক্ষ্যস্বরূপ, আমাদের ধর্মীয় কাজে পুরোহিত হতে, আমাদের শান্তি হতে, আমাদের মণ্ডলীর মস্তক হওয়ার জন্য, মণ্ডলীর সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রধান হতে এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাবার জন্য জন্য।

(৩) এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এই জগতে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন: ঈশ্বর মানুষকে এমনই ভালবাসেন, যে ভালবাসা অত্যন্ত বাস্তব এবং খুবই সমৃদ্ধশালী। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জীব দেখতে পারে যে, তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা রয়েছে। তিনি জগতের পাপে পতিত মানুষকে যতটা ভালবাসেছেন, স্বর্গদূতদের তিনি ততটুকু ভালবাসেন নি (রোমীয় ৫:৮; ১ যোহন ৪:১০)। দেখুন এবং বিস্ময় প্রকাশ করুন যে, মহান ঈশ্বর অযোগ্য মানুষকে কেমন ভালবেসেছেন! যখন লোকেরা ঈশ্বরের মহান প্রসন্নতার দিকে ফিরেও তাকায় নি, তখনও মহান ও পবিত্র ঈশ্বর এই জগতের দুষ্ট মানুষদেরকে মঙ্গল ইচ্ছা সাধনের জন্য তাদের প্রতি তাঁর মহান ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তখনই হল ভালবাসার সময় (যিহিস্কেল ১৬:৬,৮)। যিহূদীরা দাম্ভিকভাবে কল্পনা করতো যে, খ্রীষ্টকে প্রেরণ করা হবে কেবলমাত্র তাদের জাতিকে ভালবাসার জন্য এবং তাদের সমস্ত প্রতিবেশী দেশ এবং জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের চালিত করার জন্য। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এসেছেন পৃথিবীর সমস্ত

মানুষকে ভালবাসতে, বিশেষ করে পরজাতি এবং অযিহূদীদের (১ যোহন ২:২)। যদিও পৃথিবীর অনেক মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তথাপি ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর তাঁর ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মধ্য দিয়েই সার্বজনীন উৎসর্গ এবং সবার জন্য পরিত্রাণ প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই ভালবাসা হল কোন রাজ্যের রাজদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মত, যেন তারা সকলে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই ভালবাসার কাছে আসে, তারা হাঁটু গেড়ে নিজেদের পাপ স্বীকার করে এবং পুনরায় যেন তারা এর বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি বিনষ্টপ্রাপ্ত পৃথিবীর মানুষকে এমনই ভালবাসেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে চমৎকার এক প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন যেন, যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, একজন কিংবা অনেক জন হলেও তারা বিনষ্ট হবে না। যিহূদীরা ভেবেছিল পরিত্রাণ কেবল তাদের জন্যই, কিন্তু এখন খ্রীষ্ট পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সব সময়ের জন্য পরিত্রাণকে সার্বজনীন বলে অভিহিত করেছেন।

২. এখানে মহান সুসমাচারের দায়িত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তা হল যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা, যাকে ঈশ্বর এভাবে পাঠিয়েছেন, আমাদের জন্য দিয়েছেন, আমাদেরকে দিয়েছেন, তাঁর উপহার গ্রহণ করা এবং দাতার পরিকল্পনায় সাড়া দেওয়া। আমাদের অবশ্যই অকপটভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার জন্য সম্মত হতে হবে এবং ঈশ্বর খ্রীষ্ট সম্পর্কে বাক্যের মধ্যে যা প্রদান করেছেন তাতে সম্মতি প্রদান করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়েছেন ভাববাদী, পুরোহিত এবং রাজা হিসেবে; যেন আমরা নিজেদের অস্বীকার করে তাঁর বশীভূত থাকি, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করি।

৩. এখানে রয়েছে মহান সুখবরের অনুগ্রহ: "যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়।" তিনি পূর্বেই এই কথা বলেছিলেন। এখন তিনি তা পুনরুক্তি করলেন। এটি সকল প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য সেই সুখময় জীবন, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এই কারণে যে, তারা চিরকাল খ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ থাকবে।

(১) তারা দোজখের যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, দুঃখ-দুর্দশার গহ্বরে পতনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তাদের ক্ষমা ক্রয় করা হয়েছে এবং সমস্ত পাপের কলঙ্ক মুছে ফেলা হয়েছে।

(২) তাদের স্বর্গের আনন্দের অংশী হওয়ার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারা লাভ করবে অনন্ত জীবন। দোষী সাব্যস্ত বিশ্বাসঘাতকই কেবল ক্ষমা পাবে তা নয়, কিন্তু তিনি তাকে মনোনীত করেন, প্রিয়পাত্র করেন এবং তার মত আচরণ করেন, যিনি রাজাদের রাজার প্রসন্নতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। যখন কেউ বিশ্বাস করে, তখন সে সন্তান হিসেবে গণ্য হয়। আর যখন কেউ সন্তান হিসেবে গণ্য হয়, তখন সে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হয়।

*দ্বিতীয়ত*, আমরা এখানে ঈশ্বরের তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করার পরিকল্পনা দেখতে পাই: যেন পৃথিবীর প্রত্যেকে তাঁর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করে। তিনি পরিত্রাণ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই জন্য পূর্বে উল্লিখিত জীবনের উৎসর্গ এবং পরিত্রাণ

সম্পূর্ণরূপে অকপট এবং যথার্থ ছিল এবং যদি কেউ বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করে তবে নিশ্চিতভাবে তাদের সকলে মঙ্গল হবে (পদ ১৭): ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, এই পাপে পূর্ণ, বিদ্রোহী, ভ্রষ্ট পৃথিবীতে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে। এটি কখনও কখনও এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গদূতদের অতিথিদের মত আগমন নয়, বরং চিরকাল বসবাসকারীরর মত। মানুষ প্রথম থেকে পাপ করে আসছে, স্বর্গ থেকে উপস্থিত এবং প্রকাশিত যে কোন বিশেষ বাণী তাকে ভীত করে তোলে, যেমন পাপের জ্ঞান এবং শাস্তির জন্য ভয়: "আমরা অবশ্যই মারা যাব, কারণ আমাদের চোখ ঈশ্বরকে দেখছে।" যদি এই কারণে ঈশ্বরের পুত্র এই জগতে আগমন করেন, তাহলে আমরা এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখতে চাই তাঁর আগমনে কি অর্জিত হয়েছে: তা কি শান্তি? অথবা বৃদ্ধরা যেমন কাঁপতে কাঁপতে এসে শমূয়েলকে বলেছিল, "আপনি কি শান্তির মনোভাব নিয়ে এসেছেন?" আর এই বাক্য আমাদের এই উত্তর প্রদান করে: "শান্তি"।

১. তিনি পৃথিবীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আসেন নি। আমাদের কাছে এটি প্রত্যাশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কারণ এই জগত হল অপরাধে পূর্ণ জগত। এই জগত দোষী হিসেবে সাব্যস্ত। কি কারণ দেখনো যাবে, কেন বিচারে দোষী ব্যক্তির শাস্তি হবে না এবং আইন অনুযায়ী কেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারের রায় কার্যকর করা হবে না? একজন মানুষ থেকে তিনি সমস্ত জাতির মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (প্রেরিত ১৭:২৬)। এর মধ্য দিয়ে গেহসীর মত বংশগতভাবে কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক বিস্তার লাভ করে নি, কিন্তু বংশগতভাবে পাপের কলঙ্ক সংক্রামিত হয়েছে; ঠিক আমালেকীয়দের মত যাদের সাথে ঈশ্বর বংশের পর বংশ ধরে যুদ্ধ করেছেন। আর এই রকম জগতকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। যদি ঈশ্বর জগতকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাহলে তিনি স্বর্গদূতদের আদেশ করবেন তার ক্রোধের পাত্র থেকে ক্রোধ প্রবাহিত করার জন্য এবং ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত তরবারি দেবেন শাস্তি দেবার জন্য। যদি ঈশ্বর তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের মেরে ফেলতে চাইতেন, তাহলে তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রদান করতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন (যোহন ৫:২২,২৭)। তিনি দোষী সাব্যস্ত কর-ার মধ্য দিয়ে বিচার কাজ আরম্ভ করবেন না। আইনের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়েও কিছু করবেন না, বা পবিত্রতার নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগও গ্রহণ করবেন না, কিন্তু অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে নতুন আদালতে বিচারের জন্য আমাদের দাঁড় করাবেন।

২. তিনি এসেছিলেন যেন জগত তাঁর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করে, যেন এই জগতে পরিত্রাণের দরজা খুলে যায় এবং যে কেউ পরিত্রাণের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাপী মানুষকে নিজের সাথে পুনর্মিলন করেছেন এবং এই ভাবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরিত্রাণ দান করেছেন। শাস্তির আদেশ রহিত করার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রতিকার সাধক আইন তৈরি হয়েছে। মানব জাতির পৃথিবী পুরাতন নিয়মের কঠিনতা অনুযায়ী আচরণ করছে না, বরং নতুন নিয়মের অনুগ্রহ এবং প্রাচুর্যতা অনুযায়ী আচরণ করছে। এই পৃথিবী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে। কারণ খ্রীষ্ট ব্যতীত এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার নামে

আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। এটি বিবেকের সন্দেহ দূর করার সুসংবাদ, ভাঙ্গা হাড় এবং রক্তাক্ত ক্ষতের সুস্থতা লাভের সুসংবাদ। খ্রীষ্ট আমাদের বিচারক, তিনি আমাদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন।

[৩] সব কিছু থেকে এটি হল প্রকৃত বিশ্বাসীদের সৌভাগ্যের সিদ্ধান্ত: "যে সেই পুত্রের উপর বিশ্বাস করে তার কোন বিচার হয় না।" যদিও তাঁকে একজন পাপী, মহা পাপী এবং দোষী বলে স্থির করা হয়েছে, তথাপি তাঁর বিশ্বাসের স্থাপনের জন্য বিচার প্রক্রিয়া থেমে গেছে। বিচার কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং সে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত নয়। এটি দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করার চেয়েও বেশি কিছু বুঝানো হয়েছে, কারণ সে আর দোষী হিসেবে সাব্যস্ত নয়। সে বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত, সে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করবে এবং যদি সে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়, তাহলে সে দোষমুক্ত হবে। সে বিচারিত হবে না, কোন কঠিন রায় তার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হবে না। তার পাপ পরিত্যাগ অনুযায়ী। সে অভিযুক্ত, তাকে অভিযুক্ত করার সময় সে নিজেকে দোষী নয় বলে আবেদন করতে পারবে না, কিন্তু সে আসামীর কাঠগড়ায় আবেদন করতে পারবে। অনুগ্রহপ্রাপ্ত পৌল বলেছেন, তিনি কে যিনি দোষীকৃত? তিনি খ্রীষ্ট, যিনি মানুষের পাপের জন্য দোষীকৃত হয়েছেন। তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তি ভোগ করেছেন, মানুষ কর্তৃক নির্যতিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি দোষী ছিলেন না। সম্ভবত ক্রুশ তাঁর কাছে অত্যন্ত ভারী বোঝার মত হয়েছিল, কিন্তু তিনি মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। জগতের লোকদের দ্বারা দোষীকৃত হয়েছেন। কিন্তু জগতের লোকদের সঙ্গে আমাদের দোষী বলে স্থির করা হবে না (রোমীয় ৭:১; ১ করি ১১:৩২)।

৪. খ্রীষ্ট উপসংহারে এসে আলোচনা করেছেন যারা বিশ্বাস করে না সেই সমস্ত ব্যক্তির সম্পর্কে এবং স্বেচ্ছাচারী মূর্খদের দুর্দশা সম্পর্কে, পদ ১৮-২১।

(১) আমরা এখানে পড়েছি যে, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী বলে স্থির করা হয়েছে: তাদেরকে আগেই দোষী বলে স্থির করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

[১] অ- বিশ্বাসীদের পাপ কত ভয়ানক। তারা ব্যক্তিত্বের মহত্বকে উপক্ষো করে তাদের পাপকে গুরুতর করেছে। তারা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করে নি, যিনি অনন্তকালীন ভাবে সত্য, যিনি সত্য বলে বিবেচিত, অনন্তকালীন রূপে মঙ্গলময়, অনন্তকালীন রূপে পবিত্র, তিনি এমন এক ব্যক্তি যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এবং এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগ্য। ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সব চেয়ে প্রিয়পাত্র, তাহলে আমরা কেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হতে পারবো না? যদি আমরা তাঁর নামে বিশ্বাস না করি তাহলে এমন কি কোন পবিত্র নাম আছে, যে নামে বিশ্বাস করে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি?

[২] অ- বিশ্বাসীদের দুর্দশা কত ভয়ানক: কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে। এটি পূর্বেই বলা হয়েছে:-

*প্রথমত*, নিশ্চিত দণ্ড। তারা যেমন আগে থেকেই দোষী বলে স্থির হয়ে আছে তাই নিশ্চিতভাবেই শেষ বিচারের সেই মহা দিনে তারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

*দ্বিতীয়ত*, বর্তমান সময়ের দণ্ড। ইতোমধ্যে ধ্বংস তাদের ঘিরে ধরেছে। ঈশ্বরের ক্রোধ

তাদের উপর অবস্থিতি করছে। তারা আগেই দোষী বলে স্থির করা হয়েছে, এর কারণ হল তাদের হৃদয় তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

*তৃতীয়ত*, এই দণ্ডের ভিত্তি হল তাদের অতীতের পাপ: সে কারণে অনেক আগে থেকেই তারা দোষী স্থির করা হয়েছে, কারণ তারা সমস্ত পাপের কারণে সে আইনকে প্রকাশ্যে মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন করেছে। আইনের বাধ্যবাধকতা তার উপর পূর্ণ চাপ সৃষ্টি করেছে, আইনের ক্ষমতা এবং পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে তার বিরুদ্ধে অবস্থান করছে। সে বিশ্বাসের মাধ্যমে সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয় নি। সে আগেই দোষী বলে স্থির হয়ে আছে, কারণ সে বিশ্বাস করে নি। বিশ্বাস না থাকাকে বলা হয় দোজখের দণ্ডযোগ্য পাপ, কারণ এই পাপ আমাদের অন্য সব পাপের অধীনে সমর্পণ করেছে। এই পাপ হল অপ্রতিকার্য, আমাদের আবেদনের বিরুদ্ধে।

(২) আমরা আরও পড়েছি ঐ সমস্ত দণ্ডের বিষয়ে, যা খ্রীষ্টকে আরও বেশি করে না জানা এবং যথার্থভাবে না জানার ফলে আরোপিত হয়েছে, পদ ১৯। অনেক কৌতূহলী মানুষ আছেন যাদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান এবং ধারণা রয়েছে, তারা খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে ভাল করেই জানেন। কিন্তু তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে পারেন না। যখন অধিকাংশ মানুষ নির্বোধের মত উদাসীন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের পক্ষে খ্রীষ্টকে বিশ্বাসে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এটি হল দণ্ড। পাপ তাদের বিনষ্ট করে ফেলে। জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষ খারাপ কাজ করে বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালবেসেছে। আমরা এখন লক্ষ্য করি:

[১] সুসমাচার হল আলো, যখন সুসমাচার এসেছে তখন জগতে আলো এসেছে। আলো স্বতসিদ্ধ ও প্রমাণিত, ঠিক সুসমাচারও তেমন প্রমাণ করে যে, তার নিজ পবিত্র উৎপত্তি হয়েছে কোথা হতে। আলো প্রকাশ পায় এবং বাস্তবিক আলো হল মধুর এবং হৃদয়ের আনন্দ দানকারী। আলো অন্ধকার স্থানে আলো প্রদান করে এবং অন্ধকার স্থান অর্থাৎ এই পৃথিবী আলোক বিহীন অবস্থায় ছিল। এই সুসংবাদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে ফল জন্ম দিচ্ছে (কলসীয় ১:৬)। এই আলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে বা একটি অংশে আলো প্রদান করছে না, পুরাতন নিয়মে যেমন আলো একটি মাত্র অংশে আলো প্রদান করতো তেমন করে নয়।

[২] এটি বেশির ভাগ মানুষের অনির্বচনীয় মূর্খতা যে তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই বেশি ভালবেসেছে, বিশেষ করে তারা এই আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই বেশি পছন্দ করেছে। যিহূদীরা মশীহের শিক্ষার চেয়ে তাদের নিজেদের আইনের অন্ধকার ছায়াকে এবং তাদের অন্ধ পথ প্রদর্শকদের শিক্ষা ও উপদেশকে বেশি ভালবাসত। সুসমাচারে নির্দেশ মত ন্যায় সঙ্গতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার চেয়ে পরজাতীয়রা মূর্খভাবে যার উপাসনা করতো, সেই অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে বেশি ভালবাসত তারা। পাপীরা তাদের কাম প্রবৃত্তির ভালবাসা, তাদের অজ্ঞতা এবং তাদের ভ্রান্তিজনক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে নিজেকে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যা পাপ করার জন্য তাদের সমর্থন করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের সত্য আরও মহান, কারণ তা মানুষকে পাপ করা থেকে তাদের পৃথক রাখতে সক্ষম। মানুষের স্বধর্মত্যাগ শুরু হয় নিষিদ্ধ জ্ঞানের

ভণ্ডামীপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে, কিন্তু নিষিদ্ধ মূর্খতার ভণ্ডামীপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তা চালু থাকে।

[৩] কেন মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালবাসে? এর প্রকৃত কারণ হল তাদের কার্যকলাপ হল মাদকতা পূর্ণ। তারা অন্ধকারকে ভালবাসতো, কারণ তারা মনে করে এটি তাদের সমস্ত মন্দতাপূর্ণ কার্যকলাপকে ক্ষমা করে দেবে। তারা আলোকে ঘৃণা করতো, কারণ আলোর উত্তম ক্ষমতার দ্বারা তাদের মন পরিবর্তনের জন্য তাদের পাপ জীবনের অবস্থা এবং অন্তরের দীনতার চিত্র প্রকাশ করে। তাদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক, কারণ তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা তাদের পাপ জীবনের অবস্থার সংশোধন করবে না। তারা আরও দৃঢ়ভাবে এই সঙ্কল্প করেছে যে, তারা কোন অবস্থাতেই আলোর কাছে আসবে না।

[৪] স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ মূর্খতা পাপের ক্ষমা থেকে এত দূরে যে, তা শেষ বিচারের দিনে তাদের দোষী করার জন্য গুরুতরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে: এটি হল দোষ, যা তাদের আত্মাকে ধ্বংস করে। তারা তাদের চোখ আলোর দিক থেকে সরিয়ে রেখেছে, তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়, যেন ঈশ্বরের পথের জ্ঞান জানার ইচ্ছা তাদের না থাকে (ইয়োব ২১:১৪)। আমাদের অবশ্যই শেষ বিচারের সময় কৈফিয়ত দিতে হবে, কেবলমাত্র আমাদের যে জ্ঞান আছে এবং তা ব্যবহার না করার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান অবশ্যই থাকা উচিত ছিল তা না থাকার জন্য এবং আমাদের জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে পাপ করছি কেবল সে জন্য নয়, কিন্তু ঐ জ্ঞানের জন্য আমরা পাপ করে দূরে সরে গেছি সেই জন্য। মানুষের হৃদয় এবং জীবন ভাল অথবা মন্দ কি না তা যীশু খ্রীষ্ট জগতে যে আলো নিয়ে এসেছেন তার দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে আরও বেশি ব্যাখ্যা আমরা পদ ২০ ও ২১-এ দেখতে পাই।

*প্রথমত*, এটি মোটেও আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে, যদি তারা মন্দ কাজ করে এবং মন্দ কাজে নিজেদের লিপ্ত রাখার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলোকে যদি তারা ঘৃণা করে। কারণ এটি সাধারণ ভাবে লক্ষণীয় যে, যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে আলো ঘৃণা করে, পদ ২০। কুকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি লজ্জার অনুভূতি এবং শাস্তির ভয় থেকে নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করে। পাপপূর্ণ কাজ হল অন্ধকারের কাজ। মানুষ প্রথম থেকে পাপ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে (ইয়োব ৩১:৩৩)। আলো শয়তানকে ঝেড়ে ফেলে দেয় (ইয়োব ৩৮:১২,১৩)। এই ভাবে মন্দ জগতের কাছে সুসমাচার আতঙ্কস্বরূপ হয়, তারা এই আলোর কাছে আসে না। তারা যতটুকু সম্ভব তা দূরে সরিয়ে রাখে, পাছে তাদের সমস্ত মন্দ কাজ প্রকাশ হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করুন:

১. সুসমাচারের আলো এই জগতে পাঠানো হয়েছিল যেন পাপী মানুষের পাপ কাজগুলোকে নিন্দা করে এবং তা প্রকাশ করে (ইফিষীয় ৫:১৩)। এই আলো পাঠানো হয়েছিল যেন লোকেরা তাদের অপরাধ সমূহ দেখতে পায়, তারা দেখতে পায় যে, যা তারা চিন্তা করে নি সেই পাপ তারা করেছে, তাদের পাপের সমস্ত কদর্য চেহারা যেন তারা দেখতে পায়। নতুন নিয়মের মাধ্যমে এই পাপকে আরও ভয়াবহ পাপ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। সুসমাচারের বিশ্বাস তার সান্ত্বনার জন্য পথ সৃষ্টি করে।

২. এটি এই কারণের জন্য যে, মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা সুসমাচারের আরোকে ঘৃণা করে। যারা মন্দ কাজে লিপ্ত আছে তাদের মধ্যে যারা কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করে, সুসমাচারের আরও গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করে, তারা কর-আদায়কারী এবং বেশ্যাদের মত। কিন্তু সে মন্দ কাজ করে এবং মন্দ কাজ চালিয়ে যায় এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে ঐ মন্দ পথ থেকে সরে যাবে না। যদি সুসমাচারের আলোকে ঘৃণা করে তাহলে তার পাপের শাস্তি থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। খ্রীষ্টের সুসমাচারের যে সমস্ত বিপক্ষতার মোকাবিলা এই জগতে করতে হয় তার সমস্ত কিছুই আসে মানুষের দুষ্টতাপূর্ণ হৃদয় থেকে এবং দুষ্ট ব্যক্তির প্ররোচনার মাধ্যমে। খ্রীষ্টকে তারা ঘৃণা করে কারণ পাপকে তারা ভালবাসে।

৩. যদি কেউ আলোর কাছে না আসে তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে, সে আলোর গোপন বিদ্বেষকারী এবং ঘৃণাকারী। যদি তাদের জীবন রক্ষাকারী জ্ঞানের প্রতি কোন বিদ্বেষ না থাকে, তাহলে তারা অজ্ঞতার অভিশাপের সন্তুষ্টির মধ্যে বসে থাকবে না।

*দ্বিতীয়ত*, অন্য দিকে যাদের হৃদয় শুদ্ধ তারা প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে তারা সৎ এবং তারা তাদের জীবনে আলো আসার জন্য খুলে দিতে প্রস্তুত। যে সত্যের পথে চলে সে আলোর কাছে আসে, পদ ২১। আমরা এটি মনে করতে পারি যে, সুসমাচারের যেমন শত্রু আছে, তেমনি অনেক বন্ধুও আছে। এটি সকলেই জানে যে, সত্য কোন একটি প্রান্ত অন্বেষণ করে না। যারা এটি মনে করে এবং সেই অনুযায়ী সৎভাবে কাজ করে, তারা সূক্ষ্ম পরীক্ষাকে ভয় করবে না। এখন এটি সুসমাচারের আলোর জন্য উপযুক্ত। মন্দ কাজের প্রতি সন্দেহ এবং ভীতি নিশ্চিত করে যে তার সততার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করুন:

১. একজন ভাল মানুষের চরিত্র:

(১) তিনি এমন একজন মানুষ যিনি যা সত্য সেই অনুযায়ী কাজ করেন। এর অর্থ হল, তার সমস্ত কাজ যথার্থ এবং অকপট। যদিও তিনি কখনও কখনও খুব সামান্য ভাল কাজ করেন, যা ভাল তাই তিনি করেন তবুও তিনি সত্যে কাজ করছেন, তার লক্ষ্য সততা। তার দুর্বলতা আছে বৈকি, কিন্তু তিনি দ্রুত সততাকে আঁকড়ে ধরেন, যেমন গাইয় (১ যোহন ৫ অধ্যায়), পৌল, (২ করিন্থীয় ১:১২), নথনেল (যোহন ১:৪৭), আসা (১ রাজাবলি ১৫:১৪) বিশ্বস্তভাবে করেছেন।

(২) যদি কেউ আলোর কাছে আসেন। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ তার কাছে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য এবং তা হৃদয়ে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকেন। হতে পারে তার মধ্যে অস্বস্তিকর কোন বিষয় থাকতে পারে। তিনি যে সত্য জানার জন্য ইচ্ছুক হয়েছেন তা নিজ জীবনে প্রকাশ করার জন্য তাকে আগ্রহী হতে হবে। একজন উত্তম মানুষ সব সময় চেষ্টা করে নিজেকে শুদ্ধ রেখে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে এবং এই জন্য তিনি চান যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে তার হৃদয়ের সব দুর্বলতা দূর হয়ে যায় (গীতসংহিতা ২৬:২)। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানতে চান এবং সেই ইচ্ছা পালন করার জন্য স্থির সঙ্কল্প আবদ্ধ থাকেন। যদিও তার নিজের ইচ্ছা এবং আগ্রহে অনেক বিপরীত বিষয় উত্থিত হবে।

২. এখানে আমরা উত্তম কাজের প্রকৃতি দেখতে পাই: চুক্তিবদ্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলনের ফলে এবং ভালবাসাপূর্ণ ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন। আমাদের কার্যসমূহ তখনই উত্তম হিসেবে পরিগণিত হবে এবং পরীক্ষিত হওয়ার জন্য নীত হবে, যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে ও পরিচালনা করবে এবং ঈশ্বরের মহিমা ঐসব কাজকে সম্পাদন করবে। যখন তারা মানুষের উপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করে এবং তাঁর উদ্দেশে সমস্ত কাজ করে। আর যদি সুসমাচারের আলোর দ্বারা আমাদের কাছে তা প্রকাশ পায়, তাহলে আমাদের কাজ আলোর মাধ্যমে ঘটবে, তাহলে আমরা আনন্দ প্রকাশ করতে পারবো (গালাতীয় ৬:৪; ২ করি ১:১২)।

## যোহন ৩:২২-৩৬ পদ

আমরা এই পদ গুলোর মধ্যে দেখতে পাই:

ক. এর পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যিহূদিয়া প্রদেশে গেলেন, পদ ২২। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে কিছু দিন অবস্থান করলেন। লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের প্রভু যীশু যখন জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেন, তখন তিনি পূর্বপুরুষদের মত অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রায়ই তিনি স্থান পরিবর্তন করতেন। এটি নিজেকে অবনমন করার একটি ভাল উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যে, তাঁর বাস করার নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না, কিন্তু পৌলের মত প্রায়ই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তিনি পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এটি ছিল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের উদাহরণ, যে কাজের জন্য তিনি এই জগতে এসেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করে গেছেন। অনেক ক্লান্ত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিনি অনেক আত্মার মঙ্গল সাধন করেছেন। ধার্মিকতার সূর্য বিশাল স্থান জুড়ে আবর্তিত হয় তার আলো এবং তাপ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য (গীতসংহিতা ১৯:৬)।

২. তিনি দীর্ঘদিন যিরূশালেমে অবস্থান করার জন্য অভ্যস্থ ছিলেন না। যদিও তিনি বাধাহীনভাবে সেখানে যেতে পারতেন, তথাপি তিনি খুব বেশি দেরি না করে অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণ করার জন্য যেতেন, যেমন এখানে এসেছেন। এই সমস্ত ঘটনার পরে, নীকদীমের সাথে তাঁর সমস্ত আলোচনা শেষ করার পরে তিনি এহুদিয়া অঞ্চলে গেলেন। এই স্থান উপকার সাধনের জন্য খুব বেশি নির্জন স্থান ছিল না। যদিও ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ স্থান নম্র খ্রীষ্টের কাজের জন্য অনুপযুক্ত ছিল না। খ্রীষ্টের প্রচার এবং আশ্চর্য কাজ সম্ভবত যিরূশালেমে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তিনি হয়ে গেলেন সংবাদের প্রধান উৎস। কিন্তু যেখানে যিহূদী সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বাস করতেন, সেখানে খ্রীষ্ট খুবই কম আশ্চর্য কাজ করতেন।

৩. যখন খ্রীষ্ট যিহূদিয়া অঞ্চলে এসেছিলেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর শিষ্যরাও এসেছিলেন। কারণ তাঁরা সব সময় খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকার জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। *যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা-সিন্দুকটি লেবীয় পুরোহিতরা বয়ে নিয়ে যায়, তবে তোমরা তোমাদের জায়গা ছেড়ে তার পিছনে পিছনে যাবে* (যিহোশূয় ৩:৩)। তাই প্রভু খ্রীষ্ট যেখানে যাবেন, তাঁর শিষ্যদের সেখানে যেতে হবে।

৪. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে অবস্থান করেছিলেন, তিনি তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছন্দ ভোগ করার অভিপ্রায়ে এই স্থানে আসেন নি, বরং আরও অবাধ এবং উন্মুক্তভাবে তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি পাঁচ কিংবা ছয় মাস ঐ প্রদেশে ছিলেন।

৫. যেখানে তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই স্থান থেকেই তিনি তাঁর শিষ্যদের গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে বিশ্বাসে গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা এখন এই যিরূশালেমে আসায় তাঁদের সরলতা এবং সাহস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে (যোহন ২:২৪)। যোহন যিহূদিয়া প্রদেশে বাপ্তিস্ম দানের কাজ আরম্ভ করেছিলেন (মথি ৩:১); এই কারণে খ্রীষ্ট সেখান থেকেই কাজ শুরু করেন, কারণ যোহন বলেছিলেন, "আমার পরে একজন আসছেন"। তিনি নিজের হাতে বাপ্তিস্ম দিতেন না। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা খ্রীষ্টের আদেশ এবং নির্দেশ অনুসারে বাপ্তিস্ম দিতেন (যোহন ৪:২)। শিষ্যরা যে বাপ্তিস্ম দিতেন, তা ছিল খ্রীষ্টেরই বাপ্তিস্ম। খ্রীষ্টের নির্দেশ ছিল পবিত্র, যদিও যারা তা পালন করতেন তাঁরা ছিলেন দুর্বল মানুষ।

খ. যোহনের কাজের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ২৩,২৪)। এই পদে আমরা যা জানতে পারি:-

১. যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের প্রকৃতি ছিল যোহনের বাপ্তিস্মের মতই, কারণ যোহন খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করছিলেন। এই জন্য তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটে নি কিংবা পরস্পরের কাজের কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু:-

(১) যোহনের জ্ঞাতসারে খ্রীষ্ট তাঁর কাজ শুরু করেন এবং যখন যোহনের শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন খ্রীষ্ট তাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেন যোহন এবং খ্রীষ্টের কাজের ধারা চলমান থাকে। এটি তখনই কার্যকরী মানুষদের জন্য প্রফুল্লতার বিষয় হয়, যখন তারা দেখতে পান তাদের দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের ঐ শূন্যস্থান পূরণ করে তাদের কার্যসমূহ চালিয়ে নেওয়ার জন্য অন্য কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর কাজ শুরু করলেও যোহন তখনও তাঁর প্রচার এবং বাপ্তিস্ম দানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ তাঁর উপরে ন্যস্ত দায়িত্বের নিরূপিত সীমা পর্যন্ত তখনও তিনি পৌঁছাতে পারেন নি, যা ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের কাছে লোকদের নিয়ে আসা। যোহনের তখনও অনেক কাজ বাকি ছিল, কারণ তখনও লোকেরা ব্যাপকভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানতে পারে নি এবং মানুষের অন্তর তখনও অনুতাপের মাধ্যমে সরাসরি তাঁকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয় নি। যোহন স্বর্গ থেকে তাঁর করণীয় সম্পর্কে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পুনরায় অন্য কোন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কাজের সমাপ্তির আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন, যেখান থেকে তিনি তাঁর কাজের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোহন খ্রীষ্টের কাছে তাঁদের উভয়ের কাজের সমন্বয় ঘটানোর জন্য আসেন নি, বরং ঈশ্বর তাঁকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সামান্য কিংবা ছোট কোন উপহার অন্য পরিশ্রমকারীদের প্রদান করা যাবে না, কারণ তাতে তাদের জন্য ঐ উপহার কম হয়ে যাবে, অনাবশ্যক এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে ঐ উপহার। এই জন্য তাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট

কাজের সুযোগ রাখতে হবে। যখন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের আর কোন আশা নেই, তখন তারা বিষণ্ন হয়ে বসে থাকবে এবং কিছুই করবে না। যদি আমাদের একটি মাত্র তালন্ত থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিত তা গণনায় নিয়ে আসা, যখন আমরা দেখতে পাবো যে, তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

২. যোহন শালীম নামক একটি গ্রামের কাছে ঔনন বলে একটি স্থানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। আমরা অন্য কোথাও ঐ জায়গা দু'টির নামের উল্লেখ পাই না। সেই স্থান দু'টি যেখানেই থাকুক না কেন, সম্ভবত যোহন প্রায়ই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। তিনি এটি চিন্তা করেন নি যে, জর্ডানে কোন পুণ্য স্থান নেই, কারণ খ্রীষ্ট সেখানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। তিনি যেখানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন সেই স্থানের কাছাকাছি খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন বলে যোহন অন্য কোথাও যেখানে জল আছে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। প্রচারকদের অবশ্যই সেই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে যেখানে সুসমাচার প্রচার করা যায়। যোহন এমন একটি স্থান বেছে নিয়েছিলেন যেখানে যথেষ্ট জল ছিল। তাই তিনি এমন একটি স্থান খুঁজেছেন যেখানে অনেক জল থাকবে, যেখানে তিনি বাপ্তিস্ম দিতে পারবেন। ঐ প্রদেশে জলের প্রাচুর্যতা ছিল একটি মূল্যবান সম্পদ।

৩. সেখানে অনেক লোক তাঁর কাছে এলো এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। যদিও তাঁর কার্যের প্রথম অবস্থায় যেভাবে দলে দলে জনতা তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য আসত এখন সেই ভাবে লোক দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর মুখ বন্ধ রাখেন নি। যে সমস্ত লোক তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য আসত তাদের তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলে উৎসাহিত করতেন। অনেকে মনে করে এই বাপ্তিস্মের কাজটি খ্রীষ্ট এবং যোহনের উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাহলে কেউ কেউ যোহনের কাছে আসছিল এবং তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিল। আবার কেউ কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসছিল এবং তাঁর দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিল এবং তাঁদের এই বাপ্তিস্ম ছিল তাদের হৃদয়ের বাপ্তিস্ম।

৪. পদ ২৪ লক্ষ্যণীয়: "তখনও যোহন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন নি।" এটি বলা হয়েছে গল্পের বিন্যাস পরিষ্কার করতে এবং দেখাতে যে, সুসমাচারের অংশগুলো এর মধ্যে এসেছে মথি ৬:১২ এর পূর্বে। যোহন যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করে গেছেন। কখনোও তিনি তাঁর কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বেশি পরিশ্রমের কাজ করে যাচ্ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর ভবিষ্যত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে। তথাপি তিনি তখনও জেলে বন্দী হন নি, কিন্তু অনেক আগে থেকে তিনি তা প্রত্যাশা করেছিলেন (যোহন ৯:৪)।

গ. ব্যবস্থা মত শুচি হওয়ার বিষয় নিয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য এবং যিহূদীদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছিল, পদ ২৫। দেখুন কিভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসে নি কিন্তু বিভেদের জন্য এসেছে। লক্ষ্য করুন:

১. তার্কিক কারা ছিল: যোহনের শিষ্যরা এবং একজন যিহূদী, যে যোহনের অনুতাপের বাপ্তিস্মকে স্বীকার করতে চায়নি। এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে দু'টি ভাগ রয়েছে, যেখানে রয়েছে অনুতাপী এবং অননুতাপীর দল, সম্ভবত তর্ক বিতর্কের সূচনা করেছিলেন যোহনের শিষ্যরা এবং তারা তাদের তর্কের জন্য বাধ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে যোহনের শিষ্যরা ছিলেন

শিক্ষানবীসের মতে, যাদের পরিণামদর্শিতার চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। তর্ক করে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করে তাদের কারও কারও একগুঁয়েমী আচরণ ঈশ্বরের সত্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

২. তর্কের বিষয় কি ছিল : ব্যবস্থা মতে শুচি হওয়া।

(১) এটি আমরা মনে করতে পারি যে, যোহনের শিষ্যরা অন্যদের কাছে যোহনের বাপ্তিস্ম এবং শুচি হওয়ার বিষয়ে তাঁর শিক্ষার উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। একই সঙ্গে যিহূদীদের শুচি হওয়ার বর্তমানে প্রচলিত রীতি যথার্থ নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন, শিষ্যরা হয়তোবা দাবী করেছিলেন যে, তাদের কার্যকলাপই সঠিক। নতুন বিশ্বাসীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং শিক্ষার জন্য কখনও কখনও অহঙ্কারী হয়ে ওঠেন। বাস্তবিক তাদের উচিত লুকিয়ে থাকা জ্ঞানের অন্বেষণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত হতে না পারেন যে, তিনি তা পেয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্বেষণ করা প্রয়োজন। তাই কোন বিষয়ে তর্ক করার প্রয়োজন হলে তাদের প্রথমে বেশি কথা বলা উচিত হবে না।

(২) সন্দেহ নেই যে, ব্যবস্থা মতে শুচি হওয়ার যে রীতি যিহূদী দলের মধ্যে চালু ছিল, সে সম্পর্কে ঐ যিহূদীরা উভয়ে মোশির ব্যবস্থা দ্বারা এবং প্রাচীনদের ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হতেন। সম্ভবত ঐ যিহূদীরা তর্কের মাধ্যমে যোহনের চমৎকার স্বভাব এবং তা দেওয়া বাপ্তিস্মের পরিকল্পনা অস্বীকার করতে পারে নি, তবে খ্রীষ্টের দেওয়া বাপ্তিস্মের জন্য একটি প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল, যে কারণে যোহনের শিষ্যরা যোহনকে অভিযোগ করে বলেছিলেন (পদ ২৬): "রব্বি, যিনি যর্দনের অন্য পারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন। ঠিক একই সময় অন্য দিকে খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন। আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যোহনের শিষ্যরা যোহনের বাপ্তিস্মের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করছিলেন।

[১] বিপদজনক এবং মন্দ প্রভাব মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টান সমাজের সদস্যদের মধ্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষতিকর। কারণ আপনি দেখতে পাবেন ঐ অবস্থার ফলে মণ্ডলীতে বিভেদের দরজা খুলে গিয়ে দলের সৃষ্টি হয়েছে। যোহন বাপ্তিস্ম দিলেন একা, আমাদেরও বাপ্তিস্মের জন্য অবিলম্বে খুব কম শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

[২] যা সর্বোত্তম বলে মনে হয় দেখা যাবে তা হয়তো ত্রুটিপূর্ণ বা অশুদ্ধ। "যদি আপনি এই ভাবে যোহনের বাপ্তিস্মের উত্তম কোন কিছুর গুণ কীর্তন করেন, তাহলে তা খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মকে ছাড়িয়ে যাবে এবং আপনার এই কাজের ফলে ইতোমধ্যেই আপনি আপনার অংশকে অপেক্ষাকৃত মহৎ আলো দিয়ে ঢেকে ফেলেছেন। এতে খুব শীঘ্র আপনার বাপ্তিস্ম অনুরোধের বাইরে চলে যাবে।" এই রকম প্রতিবাদ সুসমাচারের আলোর উন্নতি সাধন উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম এবং যোহনের বাপ্তিস্মের মধ্যে বিরোধিতার কোন কারণ থাকতে পারে না, কারণ তারা একসঙ্গে একমত বিশিষ্ট হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

ঘ. যোহনের শিষ্যরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এবং তাঁর বাপ্তিস্ম সম্পর্কে একটি অভিযোগ তাদের গুরুর কাছে উপস্থাপন করলো, পদ ২৬। তারা খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের কাজের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে

পড়েছিল এবং খুব সম্ভবত এর দ্বারা তারা খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং তাদের অন্তরে খুব আঘাত করছিল। তারা এই কারণে তাদের গুরুর কাছে তারা এসেছিল এবং তাঁকে বলেছিল, "রব্বি, যিনি জর্ডান নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন, যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং সকলে তাঁর কাছে যাচ্ছে, আপনি কি এই জন্য দুঃখ পাচ্ছেন না?" তাদের অস্বস্তির এবং অস্থিরতার জন্য এই তর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের জন্য এটি খুবই সাধারণ বিষয় হবে, যদি তারা তাদের অযৌক্তিক তর্কগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়, তাহলে অনেক ক্ষতিকর অবস্থা থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারবে। যদি যোহনের শিষ্যরা বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝবার আগে ঐ যিহূদীদের সাথে শুচি হওয়ার বিষয়ে তর্ক করার দায়িত্ব গ্রহণ না করতেন, তাহলে কোন রকম উত্তেজনা ছাড়া তারা যথার্থভাবে তাদের প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারতেন। তারা যখন খ্রীষ্ট সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তখন তাদের গুরুকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "রব্বি"। কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তার সম্পর্কে খুব হালকাভাবে কথা বলেছিলেন, যদিও তারা তাঁর নাম উচ্চারণ করেন নি।

১. তারা এই পরামর্শ দিলেন যে, খ্রীষ্ট বাপ্তিস্মের যে প্রথা চালু করেছেন তা দাম্ভিকতার একটি অংশ এবং এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। যেহেতু যোহন সর্বপ্রথম বাপ্তিস্মের প্রথা চালু করেছেন এবং এই বাপ্তিস্ম প্রদানের পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, তাই এই বাপ্তিস্মের বিষয়ে একমাত্র যোহনের একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে। শিষ্যরা দেখতে পেলেন যে, যিনি যর্দনের অন্য পারে তাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি এখন এখানে একই রকম বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এতে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তারা ভাবলেন যে, তাদের বাপ্তিস্মের কাজ তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। খ্রীষ্ট খুব প্রসন্ন হতেন, যখন যোহনের দ্বারা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত লোকেরা প্রকৃতভাবে তাকে জানার জন্য তার কাছে আসছে।

২. যোহনের শিষ্যরা এই অভিমত ব্যক্ত করলো যে, খ্রীষ্টের এই বাপ্তিস্মের কাজের ফলে তিনি যোহনের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যোহনের বাপ্তিস্মের সময় খ্রীষ্টের বিষয় প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন। খ্রীষ্টের ঋণী হওয়া উচিত এই কারণে যে, যোহন সমস্ত মর্যাদা যীশু খ্রীষ্টকে প্রদান করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের এখন সাক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে (পদ ৩৬)। খ্রীষ্ট যোহনের কাছ থেকে যতটা সম্মান গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তার চেয়েও বেশি সম্মান যোহনের উপর প্রতিফলিত করেছিলেন, তথাপি আমরা এই ঘটনাটি এই ভাবে ভাবতে পারি যে, তারা প্রকৃতপক্ষে যতটুকু ঋণী, তারা আমাদের কাছে তার চেয়েও বেশি ঋণী। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের কাজ মোটেও নিন্দনীয় ছিল না, কিন্তু এটি যোহনের বাপ্তিস্মের কাজকে আরও উন্নত করেছিল, যা খ্রীষ্টের পথে চালিত হয়েছিল। যোহন যথার্থভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্ট তার যে প্রত্যুত্তর করেছিলেন তা যোহনের প্রচার কাজের চেয়েও সমৃদ্ধশালী ছিল।

৩. যোহনের শিষ্যরা পরিশেষে যে কথা বলেছিলেন তা যোহনের কাজের সমাপ্তিরই ইঙ্গিত দেয়: "সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।" তারা বলতে চাইছে, "যারা এতদিন আমাদের সাথে ছিল তারা এখন খ্রীষ্টের দলভুক্ত হয়েছে। তাই এখন সময় এসেছে আমাদের নিজেদের দিকে তাকানো এবং চিন্তা করা।" *সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে*, বাস্তবিক এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। যতদূর সম্ভব খ্রীষ্ট প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে। তাহলে কেন

যোহনের শিষ্যরা এর জন্য হতাশা প্রকাশ করছেন? লক্ষ্য করুন, একটি মণ্ডলীতে যদি কারও সকল বয়সের লোকদের উপর একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করার লক্ষ্য থাকে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ঐ মণ্ডলীর জন্য ক্ষতির কারণ হবে এবং তা ঐ মণ্ডলীর বিশ্বাসী, পুরোহিত এবং প্রচারকদের জন্য লজ্জাষ্কর বিষয় হবে। একইভাবে যদি ঐ মণ্ডলীতে নিজ স্বার্থের জন্য যদি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং প্রতিযোগিতার কারণে পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে। আমরা ভুল করবো যদি আমরা এই চিন্তা করি যে শ্রেষ্ঠ দান এবং শিষ্য, পরিশ্রম এবং উদ্দম অন্যদের জন্য অবিশ্বাস এবং অবনতি, তারা অনুগ্রহ লাভ করে শুধুমাত্র বিশ্বাস থাকার জন্য। মনে রাখতে হবে, পবিত্র আত্মা স্বাধীন, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেই ভাবে এই সব দান প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে দেন। পৌল এটি কার্যকারী হওয়ার জন্য এবং এতে বাধাগ্রস্থ হলেও আনন্দ প্রকাশ করেছেন (ফিলিপীয় ১:১৮)। এটি বেছে ে যিরমিয় জন্য এবং বিতরণের জন্য ও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করার জন্য আমাদের অবশ্যই তা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেবলমাত্র নিজে লাভ করার জন্য অন্যায় আকাঙ্খা করা উচিত না।

ঙ. বাপ্তিস্মদাতা যোহন এখানে তাঁর শিষ্যদের অভিযোগের উত্তর প্রদান করেছেন, পদ ২৭। যোহনের শিষ্যরা এখানে আশা করেছিলেন যে তারা এ ব্যাপারে যেভাবে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যোহনের ঠিক একই ভাবে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের কাছে খ্রীষ্টের প্রকাশ যোহনের কাছে আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, কারণ যোহন তাঁরই প্রত্যাশায় ছিলেন। খ্রীষ্টের এই বাপ্তিস্মের কাজের জন্য তাঁর কাজের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি, এটাই তিনি আশা করেছিলেন। তাই তিনি শিষ্যদের এই অভিযোগ মোশির মত প্রতিহত করলেন। মোশি যিহোশূয়কে বলেছিলেন, "আমার মান সম্মানটাই তোমার কাছে বড় হলে উঠল?" তিনি এই ঘটনায় নিশ্চিত হলেন যে, যে সাক্ষ্য তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে জনগণের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং যে সম্মান দিয়ে উচ্চে স্থাপন করেছিলেন তা যথার্থ ছিল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যে, এখন ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত আগ্রহ এবং দৃষ্টি তাঁর দিক থেকে সরে গিয়ে খ্রীষ্টের উপর নিবদ্ধ হয়েছে। আমরা এখানে যে সমস্ত আলোচনা করেছি তার মধ্যে যোহন হলেন সুসমাচারের মধ্যে প্রথম পরিচর্যাকারী যিনি ছিলেন অন্য পরিচর্যাকারীদের জন্য নম্রতা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সম্মানিত করে উচ্চে স্থাপন করার চমৎকার নমুনা।

১. আমরা এখানে দেখতে পাই, যোহন খ্রীষ্টের সাথে নিজের তুলনা করে নিজেকে অবনত করেছেন, পদ ২৬-৩০। অন্যরা আমাদের যত বেশি সম্মান প্রদর্শন করবে আমাদের তত বেশি নম্র হতে হবে। আমাদের সম্মানের জন্য যখন আমাদের বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয় তখন যেন আমরা গর্ববোধ না করি। আমাদের উন্নত অবস্থার জন্য অন্যদের প্রশংসা পাওয়া এবং তোষামদের প্রলোভনকে দৃঢ় ভাবে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের অবস্থান এবং আমরা কি তা আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত (১ করিন্থীয় ৩:৫)।

(১) যোহন ঈশ্বরের দিক-নির্দেশনা এবং পরিচালনাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন (পদ ২৭): "স্বর্গ থেকে মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণ করতে পারে না।" জীবনের প্রত্যেকটি সুন্দর এবং নিখুঁত দান স্বর্গ থেকে নেমে আসে (যাকোব ১:১৭); এই বিষয়ে সাধারণ সত্য খুবই উপযুক্ত। বিভিন্ন কাজ পরিচালিত

হয় ঈশ্বরের নির্দেশ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রতিভা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুযায়ী বিতরণ করা হয়। কেউ নিজে নিজে মহাপুরোহিত হবার সম্মান নিতে পারে না (ইব্রীয় ৫:৪)। আমাদের আত্মিক জীবনের আচরণ এবং কার্যের সমস্ত প্রয়োজন এবং স্থায়িত্বের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে যেমন করে আমরা পার্থিব জীবনের কার্য এবং এবং আচরণের জন্য পরিকল্পনার জন্য নির্ভর করি। আমরা এখানে এর একটি উদ্দেশ্য দেখতে পাই:

[১] আমাদের যা আছে তার চেয়ে বিশাল দানের অংশের ব্যাপারে এবং ব্যাপকভাবে কার্যকরী হবার ব্যাপারে কেন ঈর্ষান্বিত হব না? যোহন তাঁর শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে যে দান গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে নিজেকে তিনি অধিক কিছু মনে করেন নি। মানুষ হিসেবে এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেছেন এবং ঈশ্বর যে দান করেন তা মেপে দেন না, পদ ৩৪, তাহলে কেন তারা ঈর্ষান্বিত হবেন? একই উদ্দেশ্য অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি ঈশ্বর আমাদের চেয়ে অন্যদেরকে বেশি সমর্থ এবং সার্থকতা দান করেন, তাহলে আমরা কি এতে অসন্তুষ্ট হব এবং আমরা কি মনে করবো যে তার প্রতি যা করা হয়েছে তা অন্যায্য, অবিবেচনা প্রসূত কাজ এবং তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে? (মথি ২০:১৫)।

[২] কেন আমরা অসন্তুষ্ট হব না, যদিও আমরা অন্যদের দান এবং কাজের জন্য হীনমন্যতায় ভুগি এবং তাদের মহত্বের দ্বারা নিজে ম্লান হয়ে পড়ি। যোহন এটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এটি একটি দান, স্বাধীন দান, যা স্বর্গ থেকে প্রদান করা হয়েছে, এই দান তাঁকে পরিণত করেছে একজন প্রচারক রূপে, একজন ভাববাদী হিসেবে, বাপ্তিস্মদাতা হিসেবে। ঈশ্বর তাঁকে অনুগ্রহ দান করেছেন যেন তিনি মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেন। যদি এখন তিনি তাঁর আগ্রহ থেকে সরে আসেন তবুও ঈশ্বর তাঁর সাথে থাকবেন এবং অনুগ্রহ করবেন, যেন ঈশ্বর তাঁকে যা দান করবেন তা গ্রহণ করতে পারেন। যা আমরা স্বর্গ থেকে গ্রহণ করবো আমাদের অবশ্যই তা দান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যোহন কখনো চিরস্থায়ী কাজের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি কিন্তু একজন অস্থায়ী কার্যকারী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, যে কাজের মেয়াদ খুব শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। তাই যখন তিনি দেখতে পাবেন যে তিনি তাঁর পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করেছেন তখন তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে দেখতে পারবেন যেন তাঁর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার এই কথার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন যে, যোহন তাঁর শিষ্যদের দ্বারা অন্তরে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তিনি তাঁদের এই কথা দ্বারা খ্রীষ্টের এই বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই কথা বলতে চেয়েছেন, তিনি তাঁর পরে আসবেন বটে কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর পূর্ব থেকেই আছেন এবং যা তিনি করতে পারেন নি খ্রীষ্ট তাদের জন্য তাই করবেন। তথাপি মোটের উপর তারা যোহনের প্রতি গভীর ভালবাসা ব্যক্ত করেছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়নি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা খ্রীষ্টের প্রাধান্যকে মেনে নিলেন। যোহন উত্তম কথা বলেছেন, আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছি স্বর্গ থেকে তাঁকে যে দান প্রদান করা হয়েছে সেই দান ছাড়া অন্য কোন দান গ্রহণ করেন নি। পরিচর্যাকারীর পরিশ্রম করার সব উদ্যম যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা তা স্বার্থক হবে। মানুষ বুঝতে পারে না কোনটি তার জন্য সহজ হবে এবং যেটি সবচেয়ে স্পষ্ট সেটি বিশ্বাস করতে পারে

না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গ থেকে তাদের তা বুঝবার জন্য জ্ঞান এবং বিশ্বাস করার শক্তি দেওয়া না হবে।

(২) যোহন তাঁর সাক্ষ্যকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছিলেন (পদ ২৮): *আমাকে যে সাক্ষ্য বহন করার ভার আমাকে দিয়েছেন তা আমি বার বার উল্লেখ করেছি, আমি খ্রীষ্ট নই কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে*। দেখুন যোহন খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করার জন্য কেমন তৎপর এবং কতটা স্থির ছিলেন, তিনি বাতাসের দোলা নলের মত ছিলেন না। মহা পুরোহিতের অগ্নিদৃষ্টি কিংবা তাঁর শিষ্যদের অতি প্রশংসা যোহনকে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রদানের কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। এখানে এটি যা প্রদান করা হয়েছে তা হলো:

[১] তাঁর শিষ্যদের দোষারোপ করার অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যোহনের শিষ্যরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা যোহন যীশু সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করেছিলেন (পদ ২৬): যোহন বললেন, "তোমাদের কি মনে নেই আমি এতদিন যাবৎ খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি সাক্ষ্য বহন করে এসেছি? তোমাদের অন্তরকে প্রশ্ন করে দেখ তাহলে তোমাদের অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। আমি কি তোমাদের এই কথা বার বার বলেনি যে, 'আমি সেই খ্রীষ্ট নই?' তাহলে কেন এখন তোমরা আমাতে তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছো? আমি কি বলিনি আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে? তাহলে কেন তোমরা এমন অদ্ভুত কথা ভাবলে যে, আমি তোমাদের এই অযৌক্তিক কথায় সমর্থন দেব এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করব?"

[২] যোহন মনে মনে স্বস্তি বোধ করছিলেন, কারণ খ্রীষ্টের সাথে তাঁর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করার সুযোগ তিনি তাঁর শিষ্যদের কখনোই দেননি। কিন্তু তিনি তাদের এই বিরুদ্ধ মনোভাবের, বিশেষ করে তাদের ভুলের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যদিও তাদের দমন করার জন্য তাঁর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী সন্তুষ্ট হন যখন তিনি তাঁর এলাকার লোকদের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারা কৃত কোন অসংযমী আচরণ কিংবা অন্যান্য কাজকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেন। তাঁর শিষ্যরা যেন এই প্রত্যাশা না করে যে, তিনি খ্রীষ্ট, এই বিষয়ে তিনি কেবল তাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন তা নয় কিন্তু তাদের ভুল এবং বিপরীত চিন্তার কথাও খুব সহজ এবং সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন, এই বিষয়গুলো এখন যোহনের সন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা তাদের অন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করে তাদের জন্য তিনি সাধারণ সময় যদি কেউ ভুল পথে চালিত হয় তবে তা করতে দাও। যদি কেউ ভুল কাজ করে তাদের ঐ ভুল কাজগুলো শুধরে না দিয়ে যারা তাদের ঐ ভুল কাজগুলো চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে তারা নিঃসন্দেহে অসৎ উদ্দেশ্যেই তা করে। সত্যবাদীর কথা চিরকাল স্থায়ী।

(৩) খ্রীষ্টের উন্নতি এবং বৃদ্ধির বিষয়ে যোহন প্রকাশ্যে তাঁর মহা সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি অত্যন্ত মার্জিত উপমার দ্বারা এটি ব্যক্ত করেছেন (পদ ২৯)।

[১] তিনি আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে তুলনা করেছেন একজন কনের সাথে: "যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হয়েছে সেই বর।" সব মানুষ কি তাঁর কাছে আসবে? এটি ভাল, নচেৎ কোথায় যাবে তারা? মানুষের দয়ায় তিনি সিংহাসন লাভ করবেন। নচেৎ কে এটি দিতে

পারে? এটি খ্রীষ্টের অধিকার। কে বর হয়ে কনের কাছে নীত হবে? পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টতে কনেরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৪৫ অধ্যায়)। বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। স্বভাবের এই বৈষম্য মিলনের জন্য বা সমরূপ হওয়ার জন্য কোন বাধা হতে পারে না। এই বন্দোবস্ত করা হয়েছে পরিত্রাণের পবিত্রতার জন্য, পাপর অপবিত্রতা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে না। খ্রীষ্ট স্বয়ং মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্ট কনে হয়েছেন তাঁর ভালবাসার জন্য, তাঁর প্রতিজ্ঞার জন্য। খ্রীষ্ট পরিত্রাণকে তাঁর অধীনে রাখতেন। যেমন করে কনে বরকে সমস্ত বিশ্বাস এবং ভালবাসা উৎসর্গ করে ঠিক তেমনি কনে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে তাঁর বিশ্বাস এবং ভালবাসা প্রভুকে উৎসর্গ করতে হবে।

[২] যোহন নিজেকে বরের বন্ধুর সাথে তুলনা করেছেন, যে বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বরের কথা শোনে ও তাঁর নির্দেশ মত কাজ করে এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের মিলনের জন্য সমস্ত প্রকার সহযোগিতা করে, বরের জন্য উত্তম এবং মঙ্গলজনক কথা বলে, বরের পক্ষে সঙ্গল জনক কাজ করে, আনন্দ করে বর ও করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এই ভাবে যখন সমস্ত কাজ খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় তখন বর স্বয়ং আনন্দিত হন। যোহন প্রচার এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টের পরিচিত করানোর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন তিনি এসেছেন এবং তাঁর আকাঙ্খা হলো: 'বরের পাশে দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনা।' তিনি তাঁর প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। বরের গলার আওয়াজ শুনে তিনি খুব খুশি হন। কারণ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি বিয়ে করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা হলেন বরের বন্ধু, মানুষের সন্তানদের ভালবাসতে এবং বেছে নেবার জন্য সুপারিশ করছেন। তাঁর কাছ থেকে চিঠি এবং বার্তা বয়ে নেবার জন্য কারণ অন্যের মাধ্যমে তিনি কাজ করছেন। এর মধ্যে তাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

*দ্বিতীয়ত*, বরের বন্ধুকে অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং বরের গলার আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই বরের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে এবং তার আদেশ অনুযায়ী সমস্ত কাজ করতে হবে। তাদের কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রমাণ করার জন্য আকাঙ্খা থাকতে হবে এবং তা প্রমাণ করতে হবে (২ করিন্থীয় ১৩:৩) এটি হলো বরের গলার আওয়াজ।

*তৃতীয়ত*, উত্তম পরিচর্যাকারীর হৃদয় যদি যীশু সমীহের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবে তাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে।

(৪) তিনি এর উপযুক্ততা এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বললেন যে, খ্রীষ্টের উন্নতি এবং সম্মান বৃদ্ধি পেতে হবে এবং তাঁকে হ্রাস পেতে হবে (পদ ৩০): তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে এবং আমাদের সরে যেতে হবে। যদি তারা খ্রীষ্টের মহত্বের বৃদ্ধির মনোভাব প্রশ্রয় দেয়ার জন্য আরও অনেক বেশি ব্যথিত হতে হবে। যোহন খ্রীষ্টের বৃদ্ধি পাওয়া এবং নিজের সরে যাওয়া সম্পর্কে কথা বলেছেন। এটি কেবল প্রয়োজন এবং অপরিহার্যতার জন্য নয়, এটি সহায়ক হবে না কিন্তু ন্যায্য এবং উপযুক্তভাবে তাঁর সমস্ত সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য এটি বলা প্রয়োজন ছিল।

[১] খ্রীষ্টের রাজ্যের ভিত্তি দেখতে পেয়ে যোহন খুব খুশি হয়েছিলেন: তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে। আপনি চিন্তা করুন, যোহন একটি বড় কাজে সফলতা অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে যে সফলতা অর্জন করবেন তা কিছুই নয়। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রাজ্য ক্রমবৃদ্ধিশীল রাজ্য। এই রাজ্য ভোরের আলোর মত, সরষে দানার অঙ্কুরের মত।

[২] যোহন নিজেকে সরে যেতে হবে ভেবে দুঃখিত কিংবা ব্যাথিত ছিলেন না: "আমাকে সরে যেতে হবে। এই ধারার বা নিয়মের অধীনে কেউ যদি চমৎকার কিছু সৃষ্টি করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নিজেকে অবনত করতে হবে। আমি সমস্ত পরিপূর্ণতার শেষ দেখেছি।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের মহিমার উজ্জ্বলতার ম্লান হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া পৃথিবী এবং মানবীয় মহিমার জ্ঞার ও শক্তি হ্রাস পাবে এবং ভিত্তি হারিয়ে ফেলবে এবং খ্রীষ্টের ভালবাসা বেড়ে উঠতে থাকবে এবং ভিত্তি পাবে। কিন্তু যা তাকে সাহায্য করবে সেই সম্পর্কে এখানে কথা বলা হয়েছে। ভোরের আলোর বৃদ্ধি পাওয়ার মত যা প্রভাতী তারার আলোকে হ্রাস করে।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের অবনত এবং নম্রতার মনোভাবের ফলে খ্রীষ্টের নামের গৌরবের বৃদ্ধিতে অতি সামান্য অবদান রাখতে পারে। তবুও তা আমাদের আনন্দের সাথে অর্পণ করতে হবে। এতে কোন ফল হোক বা না হোক আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। খ্রীষ্ট অবশ্যই মহিমান্বিত হবেন।

২. বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রীষ্টকে সামনে নিয়ে এলেন এবং তাঁর শিষ্যদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন যে, দুঃখ প্রকাশের পরিবর্তে অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে, তাঁরা নিজেরাও তাঁর কাছে আসতে পারে।

(১) যোহন তাঁর শিষ্যদের খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত মহত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন (পদ ৩১): তিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন, যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সকলের উপরে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে:

[১] তিনি এটি মনে করেন যে, খ্রীষ্টের অবস্থিতি ছিল পবিত্র রূপে, তিনি উপর থেকে এসেছেন, অর্থাৎ স্বর্গ থেকে এসেছেন। এই বিষয়ে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের পবিত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি তাঁর পবিত্র স্বভাব সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তাঁকে গর্ভে ধারণের আগেও তাঁর অস্তিত্ব ছিল, সেই অস্তিত্ব হল স্বর্গীয় অস্তিত্ব। আর কেউ স্বর্গ থেকে আসেন নি কেবলমাত্র খ্রীষ্ট এসেছেন এই কারণে তিনি আমাদের স্বর্গীয় পরিকল্পনা জানাবার এবং স্বর্গে যাবার উপায় সম্পর্কে জানাবার জন্য উপযুক্ত।

[২] ঈশ্বর যখন মানুষকে পরিত্রাণ দিতে চান তখন তিনি এখান থেকেই যোহনের খ্রীষ্টের প্রভুত্ব করার ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করলেন: তিনিই সর্বেসর্বা তিনি সমস্ত কিছুর উপরে এবং সমস্ত মানুষের উপরে কর্তৃত্বকারী। ঈশ্বর সব কিছুর উপরে চিরকালের জন্য তাঁকে অনুগ্রহ করেছেন। খ্রীষ্টের অগ্রগামিতা এবং অধিকতর পদমর্যাদা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা খুব সাহসিকতাপূর্ণ কাজ এবং এই তর্ক বিতর্ক খুব সতর্কতার সাথে করা প্রয়োজন, যেন খ্রীষ্টের মর্যাদা রক্ষিত হয়। যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উচ্চ পদমর্যাদা নিয়ে কথা বলতে যাব

তখন আমরা দেখতে পাব তাঁর সমস্ত ধারণা, মত এবং অভিব্যক্তিকে অতিক্রান্ত করে গেছে। তখন আমরা কেবলমাত্র একটি কথাই বলবো: "খ্রীষ্ট সর্বেসর্বা।" এটি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের উক্তি, "নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তাঁর মত এমন মহৎ ব্যক্তি তাদের মধ্যে নেই।" স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের ফলে যে মর্যাদা তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন তা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণের ফলে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি কিংবা সেই মর্যাদা হারিয়ে যায়নি। তিনি ঠিক তেমনই সর্বেসর্বা আছেন। তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করবার জন্য দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের আরও কিছু নিকৃষ্টতম ব্যাখ্যা রয়েছে: তিনি জগতের একজন, তিনি পার্থিব মানুষ, তিনি জগতের মানুষ, জগতেরই একজন। তাঁর উৎপত্তি এই জগত থেকে তিনি খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন, জগতের বিষয় নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেন, তাঁর সব চিন্তা জগতের মানুষের জন্য। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, মানুষের উৎপত্তি পৃথিবী থেকে অর্থাৎ মাটি থেকে। কেবলমাত্র আদম সর্বপ্রথম নয়, কিন্তু আমাদেরও মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে (ইয়োব ৩৩:৬)। দেখুন, পাথরকে আমরা কিভাবে খণ্ডিত করেছি।

*দ্বিতীয়ত*, এই জন্য মানুষের গঠন পার্থিব। কেবলমাত্র নশ্বর এবং মরণশীল নয় তাই নয়, কিন্তু তার অন্তর পাপে পূর্ণ এবং সে পতিত, পার্থিব বিষয়ের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক এবং তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। ভাববাদী এবং প্রেরিতগণ অন্য মানুষের মত একই প্রকৃতির। তারা মাটির পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও তাদের বহু মূল্য ধন সঞ্চিত আছে। এগুলো কি খ্রীষ্টের কাছে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে? *সেতো মাটির পাত্রগুলোর মধ্যে একটি পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়*। কিন্তু স্বর্গ থেকে যিনি এসেছেন তার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ যেন না হয়।

(২) তাঁর শিক্ষার নিশ্চয়তা এবং মহত্ব সম্পর্কে। যোহনের শিষ্যরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল কারণ যোহনের চেয়ে খ্রীষ্টের প্রচার আরও বেশি প্রশংসিত হচ্ছিল এবং লোকেরা আরও বেশি খ্রীষ্টের সেবা করছিল। কিন্তু যোহন তাদের বলেছেন যে, এরকম হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কারণ:-

[১] যোহন, তাঁর কাজের অংশ হিসেবে এবং তাঁর ক্ষমতার জন্য জগতের কথা বলেছেন এবং এমনিভাবে সব কিছুই করেছেন যা জগতের। ভাববাদীরা মানুষ ছিলেন তাই মানুষ হিসেবে কথা বলেছেন, তারা জগতের বিষয় ছাড়া কথা বলতে পারেন না (২ করিন্থীয় ৩:৫)। যোহন এবং ভাববাদীদের প্রচার খ্রীষ্টের প্রচারের তুলনায় নিম্ন এবং খুব সাধারণ মানের। যেমন স্বর্গ পৃথিবী থেকে উঁচু, একইভাবে তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনার চেয়ে খ্রীষ্টের চিন্তা ও পরিকল্পনা অনেক উন্নত। তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবীতে কথা বলে থাকেন, কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে কথা বলেন।

[২] কিন্তু খ্রীষ্ট কেবলমাত্র ব্যক্তি হিসবে স্বর্গ থেকে আসেন নি কিন্তু তাঁর শিক্ষাও ছিল স্বর্গীয় শিক্ষা। সমস্ত ভাববাদীরা চিরকাল এই জগতে বাস করেছেন। কোন ভাববাদী খ্রীষ্টের মত করে শিক্ষা দিতে পারেন নি। খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের যে সমস্ত সুপারিশ করে তা হলো:-

*প্রথমত*, অভ্রান্ত নিশ্চয়তা এবং নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের গ্রহণ অনুসারে (পদ ৩২): "তিনি যা

দেখেছেন এবং শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন।" এখানে দেখুন:

১. খ্রীষ্টের স্বর্গীয় জ্ঞান। খ্রীষ্ট যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন, তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা যথার্থভাবে জ্ঞান করেছেন এবং তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি যা দেখেছেন সেই স্বর্গীয় স্বভাবের এবং অদৃশ্য জগতের প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রত্যক্ষরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি যা শুনেছেন ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে তিনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। এই কাজ তিনি অন্যের মাধ্যমে করেন নি। ভাববাদীরা স্বর্গদূতদের মধ্যস্থতার দ্বারা যে দর্শন এবং মূল বিষয় অবগত হতেন তারা সেই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন কিন্তু তারা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা দ্বারা নয়। যোহন ছিলেন চিৎকার করা কণ্ঠস্বর, যিনি বলেছিলেন, "তোমরা সদাপ্রভুর পথ ঠিক কর, তার রাস্তা সোজা কর এবং নীরব থাক যে পর্যন্ত আদেশপ্রাপ্ত না হও।" কিন্তু সেই সময় তিনি খ্রীষ্টের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সাক্ষ্য বহন করার ভার তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টের সুসমাচারের শিক্ষা সন্দেহপূর্ণ নয়, এটি কাল্পনিক কোন মতবাদ বা দর্শনের নতুন কোন মতের মত নয় যা লোকেরা এর উপর বিশ্বাস করতেও পারে নাও আনতে পারে। কিন্তু এটি ঈশ্বরের পরিকল্পিত প্রত্যাদেশ, যার মধ্যে রয়েছে অনন্ত সত্য এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা।

২. তাঁর স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং উৎকর্ষতা: যা তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন তিনি আমাদের তা বলতে পারার জন্য আনন্দিত ছিলেন, কারণ যা তিনি জানতেন সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বলতে পারছেন। পৌল তৃতীয় স্বর্গে যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তিনি তার সমস্ত বর্ণনা দিতে পারেন নি (২ করিন্থীয় ১২:৪)। যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা কিভাবে প্রকাশ করতে হয় খ্রীষ্ট তা খুব ভাল করেই জানেন। খ্রীষ্টের প্রচারকে এখানে সাক্ষ্য বলা হয়েছে। এটি আমাদের কাছে যা প্রকাশ করে তা হল:-

(১) এর সন্দেহ মুক্ত করার প্রমাণ। জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন সংবাদ তিনি প্রদান করেন নি, কিন্তু যে সাক্ষ্য স্বর্গ থেকে প্রদান করা হয়েছে তাই তিনি প্রকাশ করেছেন। আর এই সাক্ষ্য ছিল সতর্কবাণী এবং একই সাথে নিশ্চয়তার বাণী।

(২) অকপট ভালবাসা পূর্ণ সাক্ষ্যের প্রকাশ। এই সাক্ষ্য প্রদান হল একাগ্রভাবে এবং নাছোড়বান্দার মত সাক্ষ্য প্রদান (প্রেরিত ১৮:৫)। খ্রীষ্টের শিক্ষার নিশ্চয়তা থেকে যোহন কিছু বিষয় গ্রহণ করেছেন:

[১] বেশি ভাল মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীনতার দুঃখ: যদিও তিনি অভ্রান্ত সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তথাপি কেউ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নি। যারা এই সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোক, বলতে গেলে কেউই খ্রীষ্টের এই সাক্ষ্যের তুলনা বা পর্যালোচনা করে দেখে নি। লোকেরা এটি গ্রহণ করে নি, তারা এটি শুনবে না, তারা এর প্রতি কোন মনযোগ দেয় নি অথবা এই সাক্ষ্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। এই সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না এমন আশ্চর্য কোন বিষয়ের কথা তিনি বলেন নি, (আমাদের সাক্ষ্য কে বিশ্বাস করবে? মানব জাতির একটি বিশাল অংশ কত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং নির্বোধ, তারা এই সাক্ষ্যের প্রতি কি শত্রুভাবাপন্ন!) কিন্তু তিনি কথা বলেছেন দুঃখের বিষয়ের কথার মত। যোহনের শিষ্যরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন,

কোন মানুষ তার কাছে আসছে না (পদ ২৬)। তিনি তাদের সম্পর্কে আরও কিছু ভাবলেন। লক্ষ্য করুন পাপী মানুষের বিশ্বাসহীনতা হল বিশ্বাসী মানুষের দুঃখ। এই জন্য পৌল এই বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন (রোমীয় ৯:২)।

[২] তিনি বিশ্বাস বেছে নেওয়ার ফল সম্পর্কে বলেছেন (পদ ৩৩), যে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে যে তার দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, ঈশ্বর যা বলেন তা সত্য (এই রকম বিশ্বাস খুব কম মানুষেরই আছে।) ঈশ্বর সত্য, যদিও আমরা এই সত্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করি নি। ঈশ্বর হলেন সত্য। এজন্য সমস্ত মানুষ মিথ্যাবাদী। আমাদের বিশ্বাস সমর্থন করার জন্য তার সত্যকে গ্রহণ করার জন্য বিচার করতে পারি এবং এর দ্বারা ঈশ্বর সম্মানিত হন। ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা হল হ্যাঁ এবং আমেন। আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ঐ প্রতিজ্ঞা সমূহের প্রতি আমাদের আমেন জ্ঞাপন করতে পারি (প্রকাশিত বাক্য ২২:২০)। লক্ষ্য করুন, তিনি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন তা কেবলমাত্র খ্রীষ্টের সত্যে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্যে, কারণ তার নাম হল ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের হুকুমে এবং খ্রীষ্টের সাক্ষ্য একত্রে অবস্থান করছে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭)। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আমরা আমাদের সমর্থন অর্পণ করতে পারি।

প্রথমত: খ্রীষ্টের জ্ঞাতসারে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন সেই প্রতিজ্ঞাসমূহের ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা তিনি তার সমস্ত পাক ভাববাদীদের মুখ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের পিতার কাছে যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছেন তার সবই সম্পন্ন করেছেন এবং একটি মাত্র অংশ কিংবা সামান্যতম প্রতিজ্ঞা বিফল হয়ে মাটিতে পড়বে না (লূক ১:৭০) এবং চলমান থাকবে (প্রেরিত ১৩:৩২,৩৩)।

দ্বিতীয়ত: খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর করেছেন তা রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর বিশ্বস্ত। আমরা সাহসপূর্বক ঈশ্বরের সত্যবাদিতার উপর আমাদের আত্মা অর্পণ করে সন্তুষ্ট হয়েছি কারণ তিনি সত্য। আমরা তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাজ করতে পারি এবং আনন্দ পুনরায় লাভ করার জন্য আমরা পৃথিবীর সব কিছুকে ত্যাগ করবো। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রতি মহা সম্মান দেখাতে সক্ষম হব। যাকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, তাঁকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করছি।

*দ্বিতীয়ত*, এটি আমাদের প্রদান করা হয়েছে স্বর্গীয় শিক্ষা হিসেবে। তিনি নিজের কথা বলেন না, কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তার কথাই বলেন (পদ ৩৪): ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের ই কথা বলেন। যে কথা বলার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল, সেই কথা বলার জন্য তিনি সমর্থ ছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মা মেপে দেন না। বার্তাবাহক রূপী ভাববাদীরা স্বর্গ থেকে পত্র নিয়ে আসতেন, কিন্তু খ্রীষ্ট এসেছিলেন একজন রাজদূতের ক্ষমতা নিয়ে এবং রাজদূতের ক্ষমতায় আমাদের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন। কারণ:

১) তিনি ঈশ্বরের বাক্যের কথা বলেছেন এবং মানবীয় দুর্বলতা প্রতিপত্তির কথা কিছুই বলেন নি। উভয়ের মূল বিষয় এবং ভাষা স্বর্গীয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি ঈশ্বর কতৃক প্রেরিত (যোহন ৩:২), এই কারণে তাঁর বাক্য গ্রহণ করা হয়েছে ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে। এই নিয়মের দ্বারা আমরা আত্মাকে পরীক্ষা করতে পারি: এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের স্বর্গীয় বাক্যের মত এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বিশ্বাসের পরিমাণ অনুযায়ী, যেন এগুলো

ঈশ্বরের প্রেরিত হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

২) অন্য ভাববাদীরা যেভাবে কথা বলেছেন তিনি সেভাবে কথা বলেন নি। কারণ ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মা পরিমাপ করে দেন নি। ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউ ঈশ্বরের বাক্য বলতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:১০,১১)। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের যে পবিত্র আত্মা ভাববাদীদের প্রদান করা হত, সেখানে তিনি খ্রীষ্টকে পবিত্র আত্মা প্রদান করেছেন পরিমাপ ছাড়া। সমস্ত পূর্ণতা তার মধ্যে বাস করে, ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা, অপরিমেয় পূর্ণতা। খ্রীষ্টের মধ্যে যে পবিত্র আত্মা আছে তা একটি পাত্রের মধ্যে রাখা পবিত্র আত্মার মত নয়, কিন্তু তা যেন বিশাল জলপ্রবাহের মত, যেন অতল সাগরের মত। ড. হুইটটবাই এভাবে বলেছেন, "ভাববাদীদের পবিত্র আত্মা ছিল সীমিত আকারে এবং সীমিত উদ্দেশ্যে, কেবলমাত্র বিশেষ কোন প্রত্যাদেশ মাঝে মাঝে লোকদের কাছে প্রকাশ করতেন। কিন্তু খ্রীষ্টের যে পবিত্র আত্মা রয়েছে তা সব সময় তার সাথে বসবাস করছেন, পরিমাপ ছাড়া, সব সময়ই ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেছেন।"

(৩) তাঁর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের পদে সজ্জিত হওয়া সম্পর্কে, যা তাঁকে অন্য সমস্ত কিছুর উপরে সর্বোৎকৃষ্ট করেছে এবং তাদের নামের চেয়ে আরও চমৎকার নাম প্রদান করেছে।

[১] তিনি হলেন পিতার একমাত্র পুত্র (পদ ৩৫): পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। ভাববাদীরা দাসদের মত বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন পুত্রের মত। তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল চাকরের মত, কিন্তু খ্রীষ্টকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল একমাত্র পুত্ররূপে। তিনি সব সময় তাঁকে খুশিতে পূর্ণ রাখতেন (হিতোপদেশ ৮:৩০)। পিতা তাঁর উপরে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁকে কেবলমাত্র ভালবাসতেন তা নয়, বরং তিনি তাঁকে সব সময়ই ভালবেসে গেছেন। এমন কি তিনি যখন ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন, তখনও পিতা তাঁকে ভালবেসেছেন। তাঁর দরিদ্রাবস্থায় কিংবা তাঁর কষ্টভোগের সময়ও পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসা হ্রাস পায় নি।

[২] তিনি সব কিছুর প্রভু। ঈশ্বর খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণের জন্য খ্রীষ্টের হাতে জগতের সমস্ত কিছু অর্পণ করেছেন। ভালবাসা হল উদার। পুত্রের প্রতি পিতা এমন প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁর উপর এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, তিনি তাঁকে মানব জাতির রক্ষার্থে তাঁর সমস্ত সম্পদের ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি পুত্রকে অপরিমেয়ভাবে পবিত্র আত্মা দান করেছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত কিছু প্রদান করেছেন। এর দ্বারা তিনি সমস্ত কিছুর প্রভু এবং নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, এটি খ্রীষ্টের মর্যাদা এবং এটি সকল বিশ্বাসীদের অনির্বচনীয় আনন্দের বিষয় যে, পিতা সব কিছু আমাদের মধ্যস্থতাকারীর হাতে সমর্পণ করেছেন।

*প্রথমত*, সমস্ত ক্ষমতা। এটি মথি অধ্যায় ২৮ পদ ১৮-তে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।" সৃষ্টির সমস্ত কাজ খ্রীষ্টের পায়ের নিচে অবস্থান করছে। পরিত্রাণের সমস্ত কাজ তাঁর হাতে রাখা হয়েছে। তিনি সব কিছুর প্রভু। স্বর্গদূতরা তাঁর আদেশ পালন করে। শয়তান তাঁর হাতে বন্দী। সমস্ত মানব জাতির উপরে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য তাঁর শাসনের অধীনে অর্পণ করা হয়েছে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে শান্তির চুক্তির সময় স্থির করার ক্ষমতা তাঁর

আছে। মহান আইনকর্তা হিসেবে তাঁর মণ্ডলীকে পরিচালনা করার অধিকার তাঁর রয়েছে। মহান খাদ্য বিতরণকারী হিসেবে স্বর্গীয় অনুগ্রহ বিতরণ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে এবং মহান বিচারক হিসেবে সবাইকে বিচারের জন্য ডাকার অধিকার এবং ক্ষমতা তাঁর উপর অর্পিত আছে। স্বর্ণময় রাজদণ্ড এবং লৌহদণ্ড উভয়ই তাঁর হাতের মধ্যে রয়েছে।

*দ্বিতীয়ত*, হস্তান্তর করার পথ হিসেবে সমস্ত অনুগ্রহ তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত উত্তম জিনিস যা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের দেওয়ার জন্য মনস্থ করেছেন তা তাঁর হাতে রয়েছে; অনন্ত জীবন এবং এর সমস্ত প্রারম্ভিক অংশ। পিতা আমাদের হাতে ঐ সমস্ত জিনিস অর্পণ করবেন। আমরা এর যোগ্য নই, কারণ আমরা নিজেদেরকে তাঁর ক্রোধের সন্তান করেছি। তাই তিনি তাঁর ভালবাসার পুত্রকে আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি তাঁর হাতে সেই সব অর্পণ করেছেন, যিনি তাঁর মর্যাদা রক্ষা এবং আমাদের সাহায্য করা উভয় কাজের জন্য যোগ্য। ঐ সব জিনিস তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে তাঁর হাতের মধ্য দিয়ে আমাদের দেওয়ার জন্য। বিশ্বাসের জন্য এটি মহা উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়। নতুন নিয়মের ধন সম্পদের মধ্যে রক্ষিত আছে প্রচুর নিশ্চয়তা, প্রচুর অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা। তাঁর হাত এগুলো আমাদের জন্য সংগ্রহ করছে এবং আমাদেরকে তাঁর জন্য সংগ্রহ করছে, যিনি ঐ সব বস্তু রক্ষা করতে সমর্থ, যা ঈশ্বর এবং বিশ্বাসীগণ উভয়ে তাঁর কাছে সমস্ত ভার অর্পণ করতে সম্মত।

[৩] তিনি হলেন বিশ্বাসের মূল বিষয়, যা অনন্ত সুখের মহান শর্ত এবং এর ফলে তিনি অন্য সব কিছুর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন: "যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়" (পদ ৩৬)। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আমরা তাতে মনযোগ দিয়েছি এবং এটি হল সমস্ত বিষয়ের উপসংহার। ঈশ্বর যদি পুত্রের উপর এই সম্মান অর্পণ করতে পারেন, তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিত বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা। যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঈশ্বর দান এবং উত্তম জিনিস আমাদের প্রদান করেন, যার বাক্য হল স্বর্গীয় অনুগ্রহের বাহন, তাই এই সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে ঐ অনুগ্রহের অংশী আমরা হই এবং তা গ্রহণ করি এবং সত্য এবং মঙ্গলজনক হিসেবে ঐ বাক্য গ্রহণ করি। এটি প্রদান করার উপায় হল গ্রহণের উপায়ের যথার্থ উত্তর। আমরা কয়েকটি সুসমাচারে দেখতে পাই, এই সুসমাচারের কথা সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচার করতে বলা হয়েছে (মথি ১৬:১৬)। সকল প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানদের অনুগ্রহের অবস্থা: "যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়"। লক্ষ্য করুন:

১. প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টানের চিহ্ন হল এই, তারা ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস এনছেন। তিনি যা বলেছেন তা সত্য, কেবলমাত্র এই কথার উপর বিশ্বাস করা নয়, কিন্তু তাঁর উপরে পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে, তাঁকে ধরে রাখতে হবে, তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের অনুগ্রহ অনন্ত জীবনের চেয়ে কম নয়। এটি হল তা-ই যা খ্রীষ্ট আমাদের আমাদের জন্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের প্রদান করার জন্য এসেছেন। অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অমর আত্মার সুখের চেয়ে কম সুখ নেই।

২. প্রকৃত বিশ্বাসীগণ বাস্তবিক এখন অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছেন। তারা যে পরকালে সেই জীবন লাভ করবেন তা নয়, কিন্তু তারা এখনই তা লাভ করেছেন, কারণ এই বিষয়ের জন্য রয়েছে তাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা। এটি তাদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল এটি তাদের

প্রদান করা হয়েছিল। আর এভাবেই তারা তা প্রাপ্ত হয়েছিল। এটি তাদের জন্য তাদের অভিভাবকের হাতে প্রদান করা হয়েছিল। আর এই কারণে তারা তা প্রাপ্ত হয়েছিল। যদিও ঐ অধিকার হস্তান্তর করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তারা ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ করেছে, তাঁর দ্বারা তারা জীবনপ্রাপ্ত হয়েছে এবং লাভ করেছে ঈশ্বরের আত্মা ও এই জীবনের বায়না। তারা এই জীবনে সুখপ্রদ আস্বাদ পূর্ব থেকে লাভ করেছে ঈশ্বরের সাথে বর্তমানে যুক্ত থাকার জন্য এবং ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ। অনুগ্রহের মহিমা আরম্ভ হয়েছে।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ৪

ইস্রায়েলের দেশের গৌরব হলো, এটি ইম্মানুয়েলের দেশ, আর এটি অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি কিছু (যিশাইয় ৮:৪), এটি কেবলমাত্র তার অবস্থান বলে নয় কিন্তু এই স্থানে তিনি প্রচার করেছেন এবং আশ্চর্য কাজগুলো করেছেন। এই দেশটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ের তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণে ছিল যিহূদিয়া, গালীল উত্তরে এবং শমরীয়া এই দুই প্রদেশেরে মাঝখানে অবস্থিত ছিল। আমরা ঐ তিনটি প্রদেশের প্রত্যেকটিকে খ্রীষ্টের পরিচর্যার বিষয়ে এই অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ পাব। ক. যিহূদিয়া থেকে প্রস্থান, পদ ১-৩। খ. শমরীয়া প্রদেশের মধ্যে দিয়ে গমন, যদিও পথিমধ্যে এই সাক্ষ্য হয়েছিল কিন্তু এই উপলক্ষ্যে অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছিলেন। (১) শমরীয়াতে তাঁর আগমন, পদ ৪-৬। (২) কূপের পাশে শমরীয় স্ত্রীলোকের সাথে কথোপকথন, পদ ৭-২৬। (৩) স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সংবাদ গ্রামের লোকদের কাছে দিয়েছিল, পদ ২৭-৩০। (৪) ঐ সময়ে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলেছিলেন, পদ ৩১-৩৮। (৫) শমরীয়দের মধ্যে এর চমৎকার প্রভাব, পদ ৩৯-৪২। গ. আমরা তাঁর গালীলে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করার বিষয়টি দেখতে পাই (পদ ৪৩–৪৬) এবং এখানে তিনি একজন রাজকর্মচারীর মৃতপ্রায় ছেলেকে সুস্থ করেন, পদ ৪৬–৫৪।

## যোহন ৪:১-৩ পদ

যিহূদিয়ায় খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়টি আমরা অধ্যায় ৩ পদ ২২ এ পাঠ করেছিলাম, যিরূশালেমে পদ পালনের পর এবং এখন দেখতে পাই ফসল কাটার চার মাস পূর্বে যিহূদিয়া ত্যাগ করলেন, তিনি এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। এভাবে গণনা করে বোঝা যায় যে, যোহন যিহূদিয়ায় যা স্থাপন করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ছয় মাস যিহূদিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। এখানে আমরা খ্রীষ্টের প্রচার কিংবা আর্শ্চয কাজের সুনির্দিষ্ট কোন বিবরণ পাই না, কেবলমাত্র সাধারণভাবে উল্লেখ পাই (পদ ১১)

ক. তিনি শিষ্য তৈরি করেছিলেন। অনেক লোককে তার শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং একইভাবে সফল হয়েছিলেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষকরূপে তাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। তার পরিচর্যার কাজ ছিল সম্পূর্ণ সফল, তা না হলে তার শত্রুরা তাকে এই বিষয়ে আক্রমণ করতো (গীতসংহিতা ১১০:২,৩)। তারা যে আত্মা লাভ করেছিল, তা তাদের ধর্মান্তরিত করেছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্য তৈরি করেছিলেন প্রথমত তাদেরকে তাঁর অধীনে আনার জন্য এবং তারপর তাঁর পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের গঠন করা এবং সজ্জিত করার জন্য। খ্রীষ্টানরা এই ভাবে সৃষ্ট, কিন্তু এই ভাবে তাদের জন্ম নয়, বলেছেন টার্টুলিয়ান।

খ. তাঁর শিষ্যদের যাদের তিনি বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, জলে তাদের পরিষ্কার করার মাধ্যমে

তাদের স্বীকার করেছিলেন। তিনি নিজে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন না, তাঁর শিষ্যরাই বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, (পদ ২)। কারণ:-

১. তিনি তাঁর বাপ্তিস্ম এবং যোহনের বাপ্তিস্মের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন। যোহন যিনি নিজে সমস্ত বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, একজন চাকরের মত, কিন্তু খ্রীষ্ট প্রভু হিসেবে, যার আদেশে বাপ্তিস্মের কাজ সাধিত হচ্ছিল।

২. তিনি নিজেকে আরও বেশি ব্যাপৃত রেখেছিলেন প্রচারের কাজে এটি ছিল আরও বেশি উৎকৃষ্ট, (১ করিন্থীয় ১:১৭)।

৩. শিষ্যদের ক্ষমতা প্রদান এবং এই কর্ম সম্পাদনের জন্য নিখুঁত করার মাধ্যমে খ্রীষ্ট তাদের সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এই ভাবে তাদের পরবর্তী সময়ের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য প্রশিক্ষিত করেছিলেন।

৪. যদি খ্রীষ্ট কিছু লোককে বাপ্তিস্ম দিতেন তাহলে তারা এই বাপ্তিস্মকেই বেশি গুরুত্ব দিত এবং তারা এই বাপ্তিস্মকেই উপযুক্ত বলে মনে করতো এবং অন্যের দেয়া বাপ্তিস্মকে অবজ্ঞা করতো। খ্রীষ্ট এই অবস্থা ঘটতে দেন নি, যেমন পৌল করেছিলেন (১ করিন্থীয় ১:১৩,১৪) ।

৫. তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম দেবার সম্মানজনক কাজটি নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন (প্রেরিত ১:৫)।

৬. খ্রীষ্ট আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন অনুষ্ঠানের সফলতা ঐ অনুষ্ঠানের পরিচালনাকারীদের গুণ বা দক্ষতার দ্বারা হয় না, কিন্তু তা সফল হয় তাঁর আদেশ পালন করার মাধ্যমে। তাঁর শিষ্যরা এভাবেই তাঁর আদেশ পালন করে সফল হয়েছিলেন।

গ. তিনি যোহনের চেয়ে অনেক বেশি বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন কেবলমাত্র যোহন ঐ সময় যে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিল তা নয় কিন্তু এটি যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি ছিল। খ্রীষ্ট যোহনের চেয়ে অনেক বেশি শিষ্য মুক্ত এবং বিনামূল্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে আরোগ্য দানের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

ঘ. ফরীশীরা এই বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। তাঁরা এই কথা শুনেছিলেন যে খ্রীষ্ট বহু সংখ্যক বাপ্তিস্ম দিয়েছেন। তারা চান নি যে লোকেরা খ্রীষ্টের প্রতি মনযোগী হয়।

১. যখন ফরীশীরা ভেবেছিল যে তারা যোহনের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছে (কারণ ঐ সময় যোহন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন) তারা এই জন্য খুব উল্লাসিত ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় খ্রীষ্ট জনসমক্ষে প্রকাশিত হলেন, যিনি ফরীশীদের কাছে আরও অধিক মাত্রায় বিরক্তির কারণ হয়েছিলেন যোহনের যে কোন কাজ করার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাজ করার জন্য। পুনর্বার সাক্ষীর উত্থান ঘটল।

২. যা তাদের দুঃখের কারণ হয়েছিল তা হল, খ্রীষ্ট অনেক শিষ্য তৈরি করেছিলেন। সুসমাচারের সার্থকতা হলো যখন এর শত্রুরা সুসমাচারের প্রতি ক্রুদ্ধভাব পোষণ করে, সুসমাচারের ভিত্তি পাওয়ার উত্তম চিহ্ন হলো যখন অন্ধকারের ক্ষমতা এই সুসমাচারের বিপক্ষে প্রবল হয়ে ওঠে।

ঙ. আমাদের প্রভু যীশু খুব ভাল করে জানতেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কি সংবাদ ফরীশীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা হতে পারে যে সংবাদ বাহকেরা ইচ্ছাপূর্বক তাদের নাম গোপন রাখতো এবং ফরীশীরা তাদের অভিপ্রায় জানতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কেউ মাটি খুঁড়ে গভীর গর্ত করে তাদের পরিকল্পনা চাপা দিয়ে আমাদের সদাপ্রভুর কাছ থেকে লুকাতে পারবে না, (যিশাইয় ২৯:১৫) এবং এখানে খ্রীষ্টকে প্রভু বলে ডাকা হয়েছে। ফরীশীরা কি বলেছেন এবং কতটুকু বলেছেন তা খ্রীষ্ট জানতেন, এটি সম্ভবত সত্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, কারণ এটি এমন ছিল না যে খ্রীষ্ট যোহনের চেয়ে বেশি বাপ্তিস্ম দিয়েছেন। কিন্তু এটি খ্রীষ্টকে আরও বেশি ভয়ানকভাবে উপস্থাপন করেছিল (২ রাজাবলি ৬:১২)।

ঘ. এই কারণে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদিয়া ত্যাগ করেছিলেন এবং গালীলে চলে গিয়েছিলেন।

১. তিনি যিহূদিয়া ত্যাগ করেছিলেন, কারণ সম্ভবত সেখানে তাঁরা অত্যাচারিত হতেন এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হতে পারতেন। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ফরীশীদের এমন প্রচণ্ড রাগ ছিল শৈশব অবস্থাতেই একজন মানব সন্তানকে ধ্বংস করার জন্য। তাদের পরিকল্পনা থেকে রেহাই পেতে খ্রীষ্ট ঐ দেশ ত্যাগ করলেন এবং তিনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে যা করেছিল তা ফরীশীদের চোখে কম ক্রোধ সৃষ্টিকারী ছিল। কারণ:-

(১) তাঁর সময় তখনও আসেনি (যোহন ২:৩০), ঈশ্বরের পরামর্শে তাঁর সময় নির্ধারিত ছিল এবং পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি বিচ্ছিন্ন হবেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্য প্রদান শেষ করেন নি।

(২) যিহূদিয়ায় যে সমস্ত শিষ্যদের তিনি একত্রিত করেছিলেন তাঁরা কষ্টকর কোন কাজ করার জন্য সমর্থ ছিলেন না এবং এই কারণে তিনি তাদের বিপদগ্রস্থ হতে দেন নি।

(৩) এই জন্য তিনি নিজের নিয়মের উদাহরণ দিলেন: "যখন তারা তোমাদের এক শহরে অত্যাচার করবে, তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যেও।" আমাদের দুঃখভোগ করার জন্য ডাকা হয়নি, যখন আমরা পাপ না করে তাদের এড়িয়ে যেতে পারব এবং যদিও আমরা তা না পারি, নিজেদের রক্ষা করার জন্য ধর্ম পরিবর্তন করি, তবুও আমরা আমাদের স্থান পরিবর্তন করব। খ্রীষ্ট নিজেকে নিরাপদ করেছিলেন তবে তা কোন আশ্চর্য কাজের দ্বারা নয়। সাধারণ মানুষ যেভাবে তা করে সেভাবেই করেছিলেন, আর এটা করেছিলেন কষ্টভোগরত মানুষকে উৎসাহ দেবার জন্য।

২. তিনি গালীলে চলে গেলেন। কারণ সেখানে তাঁর জন্য তার অনেক কাজ ছিল এবং সেখানে অনেক বন্ধু এবং শত্রুও অপেক্ষা করছিল। তিনি গালীলে গমন করলেন:-

(১) কারণ যোহনের পরিচর্যার কাজ তাঁর জন্য সেখানে পথ প্রস্তুত করে রেখেছিল। এই গালীল ছিল রাজা হেরোদের শাসনাধীন প্রদেশ, এখানে যোহন তাঁর শেষ বাপ্তিস্ম প্রদানের কাজ সাধন করেছিলেন।

(২) কারণ যোহন কারাবাসের ফলে খ্রীষ্টের জন্য সেখানে স্থান প্রস্তুত করে গিয়েছিল। তবে এই আলো এখন খাটের নিচে রাখা আছে, মানুষের মন যোহন এবং খ্রীষ্টের মধ্যে পৃথক হয়নি। এইভাবে একজন উত্তম পরিচর্যাকারীর স্বাধীনতা এবং সীমাবদ্ধতা উভয়েই সুসমাচারের উন্নতি সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় (ফিলিপীয় ১:১২)। কিন্তু

তিনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে গালীলে গিয়েছিলেন, তা কি তাঁর নিরাপত্তার জন্য? হেরোদ, যিনি ছিলেন যোহনের নির্যাতনকারী তিনি কখনই যীশু খ্রীষ্টের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন না।

## যোহন ৪:৪-২৬ পদ

খ্রীষ্ট শমরীয়াতে যে কাজ করেছেন তার একটি সুন্দর বিবরণ আমরা এখানে দেখতে পাই। গালীলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এই কাজগুলো তিনি করেছিলেন। শমরীয়া হল শমরীয় প্রদেশের লোক। আশেরীয়রা ইস্রায়েল রাজ্য দখল করে দশ বংশকে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় কিছু গরীব লোক ও যিহূদীদের সেখানে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অনেক যিহূদী সেখানে আসে এবং তারা তাদের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। এদের মাধ্যমে যে জাতির সৃষ্টি হয় এটাই ছিল শমরীয়। তারা ইস্রায়েলীয়দের একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতো। তারা যিরূশালেমের সাথে প্রতিযোগিতা করে গরিষীম পদতে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শমরীয় এবং যিহূদীদের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল। শমরীয়রা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নেয় নি যখন তারা দেখতে পেয়েছিল যে যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেমে যাচ্ছেন (লূক ৯:৫৩)। যিহূদীরা মনে করতো যে, *এ একজন শমরীয়* – এই কথা কাউকে বলার চেয়ে অধিক খারাপ আর কিছুই নেই। যখন যিহূদী জাতির উন্নতি সাধিত হল তখন শমরীয়রা যিহূদীদের সমজাতির লোক বলে দাবী করেছিল (উযায়ের ৪:২) এখন লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্টের শমরীয়ায় আগমন। খ্রীষ্ট তার শিষ্যদের নিষেধ করেছিলেন যেন তারা শমরীয় কোন গ্রামে প্রবেশ না করে (মথি ১০:৫), যেন তারা সেখানে সুসমাচারের কথা প্রচার না করে, কোন আশ্চর্য কাজ না করে, তিনি নিজেও জনতার সামনে প্রচার করেন নি, কোন আশ্চর্য কাজও করেন নি। তাঁর দৃষ্টি ছিল কেবল ইস্রায়েল বংশের হারানো ভেড়াদের প্রতি। কিন্তু এখানে শমরীয়দের প্রতি যে অনুগ্রহ পূর্ণ কাজ করেছেন তা ছিল আকস্মিক। এটি সদাপ্রভুর টেবিল থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া সন্তানদের রুটির এঁটো মাত্র।

১. গালীলে যাবার সময় শমরীয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে হল (পদ ৪): *আর শমরীয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হল*। তাছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। যদি তিনি কম্পাস দিয়ে মাপতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যর্দনের অন্য দিকে রয়েছে বিশাল পথ। ঈশ্বরের ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেক দুষ্ট এবং অধার্মিক লোক ছিল। আমরা এরকম মন্দ সঙ্গীদের এড়িয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে পারি না (১ করিন্থীয় ৫:১০)। এই জন্য আমাদের প্রয়োজন যুদ্ধসজ্জা অথবা ডান হাতে এবং বাম হাতে পবিত্রতা, যেন আমরা এর দ্বারা এদের রাগান্বিত হতে না দেই এবং পরিবেশ কলুষময় করতে না দেই। আমরা প্রলোভনের স্থানের মধ্যে যাব না। কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই যেতে হবে। আর তখন আমাদের উচিৎ হবে প্রলোভনের মধ্যে বাস না করা। কিন্তু আমাদেরকে প্রলোভনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টের শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাঁর অনেক কাজ করণীয় ছিল: একজন দরিদ্র স্ত্রীলোক পাপ জীবন থেকে পরিবর্তিত হত, হারানো মেষের দেখা পেতেন এবং তাদের রক্ষা করতেন। এই কাজের

জন্য তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তাই এই পথেই তাঁর যাওয়া প্রয়োজন ছিল। এটি শমরীয়ার জন্য আনন্দের বিষয় যে, শমরীয়া খ্রীষ্টের যাত্রাপথে অবস্থিত ছিল, যা লোকদের কাছে প্রচার করার সুযোগ তাঁকে দিয়েছিল (যিহিস্কেল ১৬:৬)।

২. খ্রীষ্টকে আকৃষ্ট করার ঘটনার স্থানটি ছিল শমরীয়া শহরে। এখন লক্ষ্য করি:-

(১) ঐ স্থানের বর্ণনা: ঐ স্থানকে বলা হত শুখর। সম্ভবত একে শিখিম বলা হত। এই জায়গা সম্পর্কে আমরা পুরাতন নিয়মে অনেক কিছু পড়তে পারি। এইভাবে স্থানের নামগুলো সাধারণত মন্দতায়পূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত হত। শিখিম সর্ব প্রথম স্বধর্ম ত্যাগ করে ইস্রায়েল সমাজে প্রবেশ করে (আদিপুস্তক ৩৪:২৪) এবং এখন এটি হল প্রথম স্থান যেখানে ইস্রায়েলীয়দের সম্পদের বাইরে অন্য জাতির মধ্যে সুসমাচার প্রচার করা হল। ড. লাইটফুট বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আখোর উপত্যকার মতও বটে, যা দেওয়া হয়েছিল ভিন্ন জাতির দরিদ্র লোকদের আশার দরজাস্বরূপ। ঐ শহরের সাথে চলার জন্য (হোশেয় ২:১৫) আবিমালেক এখানে রাজা হয়েছিলেন এটি যারবিয়ামের রাজধানী ছিল। কিন্তু সুসমাচার লেখক ঐ স্থানের প্রাচীন নির্দেশন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি যাকোবের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, যা এর মাথার মুকুটের চেয়ে আরও বেশি মর্যাদা পূর্ণ ছিল।

[১] এখানে যাকোবের জমি ছিল, যে জমির অংশ যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে দান করেছিলেন। যোষেফের হাড় এখানে কবর দেয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ৪৮:২২; যিহোশূয় ২৪:০২)। সম্ভবত এটি খ্রীষ্টের সম্পর্ককে নির্দেশ করে, খ্রীষ্ট পথ চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে কুয়ার পাশে বসেছিলেন, তখন তিনি এই জায়গাটি থেকে সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই জায়গাটি যাকোব যোষেফকে দান করেছিলেন ধ্যান করার জন্য।

[২] এখানে যাকোবের কুয়া ছিল যা তিনি খনন করেছিলেন, তা না হলেও অন্তত ব্যবহার করতেন এই কুয়া খনন করেছিলেন তার নিজের এবং নিজ পরিবারের জন্য। পুরাতন নিয়মে এই কুয়া সম্পর্কে কোন উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে যাকোবের কুয়া হিসেবেই পরিচিত ছিল।

(২) ঐ স্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবস্থান: পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যীশু ঐ কুয়ার পাশে বসেছিলেন।

[১] অনেক হাঁটার ফলে সাধারণত পথিকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। খ্রীষ্ট হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তখন বেলা ছয় ঘটিকা (তখনকার সময় ছিল), খ্রীষ্ট তাঁর যাত্রার অর্ধ দিন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলেছেন, তবুও তিনি ক্লান্ত ছিলেন। অথবা এর কারণ ছিল, তখন বেলা দুপুর হওয়ার কারণে সূর্য কিরণ প্রখর ছিল। আর এই জন্য খ্রীষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমরা এখানে দেখতে পাই:-

*প্রথমত*, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মানুষ, মানুষের স্বভাবের সাধারণ এবং স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলো তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পাপর সাথে পরিশ্রমও এই পৃথিবীতে এসেছিল (আদিপুস্তক ৩:১৯)। আর এই জন্য খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে অভিশাপ্ত স্বরূপ করে দুঃখ কষ্টগুলো স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি একজন গরীব মানুষ ছিলেন, নতুবা নিশ্চয়ই তিনি হয় ঘোড়ায় চড়ে অথবা রথে চড়ে ভ্রমণ করতেন। খ্রীষ্ট সারা জীবন তাঁর যাত্রাপথে পায়ে হেঁটেছেন। তাঁর এই দরিদ্রতা এবং কষ্ট সাধনের বা কষ্ট স্বীকার করার ঘটনা আমাদের কাছে তাঁর নম্রতার চরিত্রকে প্রকাশ করে। যখন দাসদের ঘোড়া না থাকে তখন উঁচুপদের রাজকর্মচারীরা দাসের মত পায়ে হেঁটে পথ চলে (উপদেশক ১০:৭)। যখন আমরা সহজে বহন করতে সক্ষম হই, তখন যেন আমরা আমাদের সদাপ্রভুর পরিশ্রমের কথা চিন্তা করি।

*তৃতীয়ত*, এটি মনে হতে পারে যে তিনি ছিলেন অনেক দুর্বল মানুষ তার শারীরিক গঠন শক্তিশালী ছিল না। আবার এটি মনে হতে পারে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা ক্লান্ত ছিলেন না তাই যখন তাঁদের প্রভু কুয়ার পাশে বসলেন এবং হাঁটার মত শক্তি ছিল না তখন তারা কোন রকম সমস্যা এবং কষ্ট ছাড়াই শহরে চলে গিয়েছিলেন। উত্তম গঠনের দেহ কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম এবং যে কোন কষ্টকর কাজ করতে সক্ষম।

[২] এখানে আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্ট পথিকের মত ক্লান্তি দূর করার জন্য একটি উপায় অবলম্বন করেছেন, "হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যীশু সেই কুয়ার পাশে বসলেন।"

*প্রথমত*, তিনি কুয়ার পাশে বসলেন। এটি ছিল অস্বস্তিকর, ঠাণ্ডা এবং কঠিন জায়গা। তাঁর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য সেখানে তাঁর কোন বিছানা ছিল না, ছিল না কোন আরামদায়ক চেয়ার। কিন্তু এটি অন্য দিকে আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে জীবনের চলার পথ সব সময় সুন্দর এবং ফুলের পাঁপড়ি ছড়ানো থাকে না, কিন্তু থাকে না দুঃখ কষ্ট এবং নানা রকম বাধা বিঘ্ন।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি অস্বস্তিকর অবস্থায় বসে ছিলেন, উদাসীনভাবে। অথবা তিনি যাত্রাপথে ক্লান্ত পথিকদের বিশ্রামের জন্য বসায় অভ্যস্ত লোকদের মত বসেছিলেন।

খ. শমরীয় স্ত্রীলোকদের সাথে তাঁর আলাপ এখানে বিশদভাবে লিখিত হয়েছে। যখন খ্রীষ্ট ধর্ম-শিক্ষকদের সাথে তর্ক করেছিলেন এবং পদতের উপর ভাববাদী মোশি ও ভাববাদী এলিয়ের সাথে আলাপ করেছিলেন তখন তা ছিল কবরের নিস্তব্ধতার মত। শমরীয় স্ত্রীলোকের সাথে খ্রীষ্টের আলাপের চারটি শিরোনাম রয়েছে:-

১. তাঁরা বাণী সম্পর্কে আলাপ করছিলেন (পদ ৭:১৫)

(১) একটি পরিস্থিতির কারণে এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

[১] শমরীয়ার একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে আসল। এটি তার দারিদ্রাবস্থা প্রকাশ করে যে জল তুলে সাহায্য করার মত তার কোন দাস ছিল না। তাই সে নিজে পরিশ্রম করে জল তোলার কাজটি সম্পাদন করতো। এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, ঈশ্বর কিভাবে আমাদের জায়গায় সৎ নম্র পরিশ্রমীদের স্বীকার করেন ও অনু করেন। মেষপালকেরা তাদের মেষ পাল রক্ষা করার জ্ঞান প্রদান করেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, অনেক সময় ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন অবস্থা বা ঘটার মধ্য দিয়ে সময়োচিত স্বর্গীয় সাহায্য প্রদান করে থাকেন যা আমাদের কাছে আকস্মিক এবং দৈবাৎ বিষয় বলে মনে হতে পারে ঐ স্ত্রীলোকটির যীশু খ্রীষ্টের সাথে কুয়ার পাশে সাক্ষাত

করার বিষয়টি আমাদের রেবেকা, রাহেল এবং যিথ্রোর কন্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন তারা জল তোলার জন্য কুয়ার পাশে এসেছিলেন তখন তারা তাদের স্বামীর সাথে উত্তম স্বামীর সাথে দেখা হয়েছিল। তারা ইস্হাক, যাকোব এবং মোশির মত স্বামীকে লাভ করেছিলেন।

*তৃতীয়ত*, কিভাবে ঈশ্বরের বাধাপ্রাপ্ত অনুগ্রহ মাঝে মাঝে মানুষের পরিবর্তন এবং পরিত্রাণের জন্য আকস্মিকভাবে নেমে আসে। তারা খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করে নি, কিন্তু খ্রীষ্ট নিজে তাঁদের খুঁজে পেয়েছেন।

[২] তাঁর শিষ্যরা খাবার কিনতে গ্রামে গেছেন। এখান থেকে আমরা একটি শিক্ষা লাভ করি।

*প্রথমত*, সাধুতা এবং সততা। যে খাবার যীশু খ্রীষ্ট খেয়েছিলেন, তা তিনি টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, যেমন পৌল বলেছিলেন (২ থিষলনীকীয় ৩:৮)।

*দ্বিতীয়ত*, প্রতিদিনের প্রয়োজন আয়োজনের উপর নির্ভর করে মেটাতে হবে: "কালকের বিষয় নিয়ে চিন্তা করো না"। খ্রীষ্ট খাবার খাওয়ার জন্য গ্রামে যান নি। কিন্তু তিনি সেখানে তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন তাঁর জন্য খাবার কিনে আনার জন্য। গ্রামের মধ্যে তাঁর না যাওয়ার কারণ এটা নয় যে, তিনি শমরীয় গ্রামের মধ্যে যেতে দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। কিন্তু:-

১. এই কুয়ার পাশে তাঁর একটি উত্তম কাজ করণীয় ছিল। যখন তাঁর শিষ্যরা খাবার কিনছিলেন, তখন তিনি এই কাজটি করেছিলেন। যদি আমরা আমাদের অবসর সময়টা উত্তম কাজ করে পূর্ণ করি তবে তা হবে প্রজ্ঞার পরিচয়। এতে আমাদের সময়ের ছোট ছোট অংশগুলো অপচয় হবে না। পিতরের যখন দুপুরের খাবার প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তিনি তন্দ্রার মধ্যে ছিলেন (প্রেরিত ১০:১০)।

২. তিনি আমাদের পরিমিত ব্যয় করা সম্পর্কে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমাদের যা আছে সেই অনুযায়ী যেন আমরা খরচ করি, আমরা যেন এর বাইরে খরচ না করি। আমাদের তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন, অন্তত আমরা যেন উত্তম কোন কাজের ক্ষতি সাধন না করি। খ্রীষ্ট শহরের সবচেয়ে সেরা হোটেলে বসে খাওয়ার মত করে শমরীয়ার ঐ কুয়ার পাশে বসে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন। আসুন আমাদের সময়গুলোকে উপযুক্ত করে তুলি। খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তাতে ঐ শমরীয় স্ত্রীলোকটি আত্মিক বিষয়ের প্রতি নিরুৎসাহ সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু খ্রীষ্ট বরং উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি সাধারণত সাধারণ জনতার কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন, যারা তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে আসতো। তবুও তিনি খুশি মনে মাত্র একজন মানুষকে, একজন স্ত্রীলোককে, দরিদ্র স্ত্রীলোককে, একজন আগন্তুককে, একজন শমরীয়কে তার ওস্তাদের শিক্ষার চেয়ে আরও বেশি কিছু শিক্ষা প্রদান করলেন। যদিও সেখানে একজন ছিল, তবুও তিনি সেই মহিমান্বিত কার্য সাধন করলেন যার দ্বারা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে সাহায্য করেছে।

(২) আসুন আমরা বিশদভাবে এই কথোপকথন নিয়ে আলোচনা করি।

[১] জল পান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়ে খ্রীষ্ট আলাপ শুরু করেন: "আমাকে একটু জল খেতে দাও।" তিনি আমাদের জন্য দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এখন তিনি নিজেকে ভিখারীর মত করলেন, এমন একজনের মত করলেন যার অভাব আছে, যে খনন করতে পারে না, যে ভিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করে না। খ্রীষ্ট পিপাসিত ছিলেন বলে জল পান করতে চান নি, বা স্ত্রীলোকটি এসেছিলেন বলে তার কাছে সাহায্য চান নি। কিন্তু স্ত্রীলোকটির সাথে আলাপ করার প্রসঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য তিনি এই কথা বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, যখন কোন উপলক্ষ বা সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন তা গ্রহণ করে অপেক্ষা করতে হবে যেন এর মধ্য দিয়ে উত্তম কোন কাজ সাধিত হয়। খ্রীষ্ট এখন তাঁর দরিদ্র বিশ্বাসীদের কাছে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল ভিক্ষে করেছেন। ঠিক এখানের মত যদি কেউ তাঁকে ঠাণ্ডা জল দেয় তবে সে কিছুতেই তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

[২] স্ত্রীলোকটি যদিও খ্রীষ্টের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেনি, তবুও স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টকে দেখে অবাক হয়েছিল কারণ খ্রীষ্ট তার জাতির প্রথা অনুযায়ী ব্যবহার করেন নি, তাই স্ত্রীলোকটি বলেছিল (পদ ৯): "এটি কেমন করে সম্ভব?" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যিহূদী জাতি এবং শমরীয়দের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ ছিল: যিহূদী এবং শমরীয়দের মধ্যে ধরা-ছোঁয়ার বাছ বিচার ছিল। শমরীয়রা যিহূদী জাতির শত্রু ছিল (ইষ্রা ৪:১), পরস্পর যা করতো তা সবই ছিল ক্ষতিকর। যিহূদীরা শমরীয়দের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পরায়ণ ছিল। যিহূদীরা মনে করতো যে, পুনরুত্থানে শমরীয়দের কোন অংশ নেই, তাদেরকে তারা সমাজের বাইরে বলে গণ্য করত। তারা পবিত্র ঈশ্বরের নাম করে তাদেরকে মহা অভিশাপ দিত। তাদের নিয়ম অনুসারে কোন ইস্রায়েলীয় শমরীয়দের কোন খাবার খেতে পারত না। যদি কোন কারণে কোন ইস্রায়েলীয় সেই খাবার খেত, তাহলে শূকরের মাংস খেয়েছে বলে দোষী সাব্যস্ত হত। লক্ষ্য করুন, ধর্মীয় সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ সাধারণত নিষ্ঠুরতার বিবাদে পরিণত হয়। মানুষ সাধারণত একে অন্যের সাথে মেলামেশা করে, কথাবার্তা বলে থাকে, কিন্তু যদি মানুষ এক মন্দির থেকে গিয়ে অন্য মন্দিরে উপাসনা করে আবার প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যস্থানে অন্যভাবে উপাসনা করে তাহলে তাদের মধ্যে মানবতার কাজ এবং দয়ার কাজগুলো প্রত্যাখাত হতে পারে। তারা সরলভাবে দেখতে চেষ্টা করবে যে তাদের ধর্ম প্রকৃত এবং খাঁটি। কিন্তু ধর্মের জন্য হিংসাত্মকভাবে বিবাদ, ধর্মের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে দেয়।

*দ্বিতীয়ত*, যিহূদী জাতির মন্দ স্বভাব এবং বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টকে নিন্দাপূর্ণ উত্তর দেবার জন্য কতটা কতটা প্রস্তুত ছিল: "আপনি যিহূদী হয়ে কেমন করে আমার কাছে জল চাইছেন?" খ্রীষ্টের পোশাক অথবা কথার ভাষা শুনে অথবা উভয়ের দ্বারা স্ত্রীলোকটি বুঝতে পেরেছিল যে খ্রীষ্ট একজন যিহূদী জাতির লোক। স্ত্রীলোকটির কাছে এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে সে দেখতে পেল খ্রীষ্ট অন্য যিহূদীদের মত শমরীয়দের প্রতি কোন বিদ্বেষপূর্বক আচরণ করেন নি এবং কোন হিংসাত্নক কাজ করেন নি। লক্ষ্য করুন, নিয়ন্ত্রিত লোকেরা সব দিক থেকে যিহোশূয় এবং তার সঙ্গীদের মত (সখরিয় ৩:৮)। মানুষ এতে বিস্মিত হয়। দু'টি বিষয়ে এই স্ত্রীলোক অবাক হয়েছিল:

১) খ্রীষ্ট খুব নম্রভাবে তার কাছে জল পান করতে চেয়েছেন। কারণ একজন যিহূদী একজন শমরীয় দেখে যতটা সহ্য করতে পারত তার চেয়ে সহ্য করতে পারত যে কোন ভয়ানক কষ্ট। এটি খ্রীষ্টের জন্যে অবমাননাকর বিষয় ছিল যে, তিনি যিহূদী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঐ দেশটি কেবলমাত্র যে পাপপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু তা ছিল রোমীয়দের শাসনাধীন। তারা তাদের সুনাম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করেছিল। কী অবজ্ঞার এবং ঘৃণাভরা কণ্ঠে পীলাত বলেছিলেন, "আমি কি যিহূদী?" তাদের খ্যাতি ছিল না বলে পীলাত যে কেবল এই কথা বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু যিহূদীদের দুর্নামের জন্য তিনি এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের কাছে পাপের স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমাদের উচিৎ আমাদের সদাপ্রভুর মত সাধুতা এবং দয়াশীলতাকে পরিধান করা। যদিও আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান লোক আছেন অথবা আমাদের দলের মধ্যে দক্ষ লোক রয়েছে তথাপি তারা কখনও কখনও কঠিন স্বভাব এবং মন্দ স্বভাবের অধীন হয়ে যান। স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টকে অন্য যিহূদীদের মত বলে মনে করেছিল। সমাজের সাধারণ দোষ ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি কাউকে দায়ী করা বা দোষী মনে করা আপত্তিকর।

২) স্ত্রীলোকটির কাছে এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, খ্রীষ্ট একজন শমরীয় স্ত্রীলোকের কাছে সাহায্য পেতে চাইলেন: "আপনাদের কোন একজন যিহূদীর কছে এভাবে জল পান করতে চাইলে নিশ্চয়ই আপনারা তা দিতে অস্বীকার করতেন। তাহলে আমি কেন তা আপনাকে দেব?" এইভাবে প্রতিহিংসা এবং বিদ্বেষের মাধ্যমে অবিরামভাবে তাদের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকতো।

[৩] খ্রীষ্ট এই প্রসঙ্গের সুযোগে ঐ স্ত্রীলোকটিকে আত্মিক শিক্ষা দান করলেন: "তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলছে, *আমাকে পান করার জল দেও*, তবে তাঁরই কাছে তুমি যাচঞা করতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন" (পদ ১০)। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট যিহূদী এবং শমরীয়দের মধ্যে বিবাদের সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটির দাবী তিনি পরিত্যাগ করলেন এবং এই বিষয়ের প্রতি কোন মনযোগ দিলেন না। কিছু কিছু অনৈক্য আছে যা সামান্য বিষয়ের মাধ্যমেও দূর হতে পারে এবং বিবাদের সমস্ত কারণগুলো এড়িয়ে গেলে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটিকে পরিবর্তিত করেছিলেন, তবে তা শমরীয়দের উপাসনাকে ভিন্ন ধর্মালম্বীর উপাসনা বলে দেখানোর মাধ্যমে নয় (যদিও বাস্তবিক তাই ছিল), কিন্তু তাকে তার নিজ অজ্ঞতা এবং তার দুষ্টাচারণ এবং তার পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা দেখানোর মাধ্যমে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই উপকার পাওয়ার চমৎকার সুযোগ থেকে সে দূরে ছিল। কিন্তু এখন সে তা লাভ করতে যাচ্ছে। যিহূদীদের বাছবিচারের কারণে স্ত্রীলোকটির সত্য সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ ছিল না। এই জন্য খ্রীষ্ট তার কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন যে, তার এখন অনুগ্রহ এসেছে। এটি হল তার পরিত্রাণ লাভের দিন।

ক. যে বিষয়ে সে অজ্ঞ ছিল খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটিকে তা জানার জন্য ধারণা দিলেন: "যদি তুমি

জানতে ঈশ্বরের দান কি!" এই কথাটি তিনি পরের কথায় ব্যাখ্যা করেছেন, "যদি জানতে কে তোমার কাছে জল চাইছেন, তবে তুমিই তাঁর কাছে জল চাইতে। যদি তুমি আমাকে জানতে!" মাত্র কিছুক্ষণ আগে স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টকে দেখেছে, সে দেখতে পেয়েছে একজন দরিদ্র, পথ চলে পরিশ্রান্ত এক পথিককে। তথাপি খ্রীষ্ট সম্পর্কে এখনও এমন কিছু জানার বাকি রয়েছে যা তার কাছে এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(ক) যীশু খ্রীষ্ট হল ঈশ্বরের দান, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার অপূর্ব নিদর্শন, আমাদের সমস্ত মঙ্গলের জন্য মহামূল্য সম্পদ। এটি একটি দান, যা কোন ঋণ নয় যে, আমরা ঈশ্বরের কাছে পাওয়ার জন্য দাবী করতে পারি, এটি কোন ধার নয় যে তিনি আমাদের কাছ থেকে পুনরায় দাবী করবেন। কিন্তু এই দান হল বিনামূল্যের দান।

(খ) এই দানের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের একটি বিশেষ অধিকার দেবার প্রস্তাব করেছেন এবং তা গ্রহণ করার সুযোগ আমাদের দেয়া হয়েছে: যিনি ঈশ্বরের সেই মহা মূল্যবান দান, তিনি এই মুহূর্তে তোমার সামনে বসে আছেন এবং নিজের পরিচয় তোমাকে জানাচ্ছেন। তিনি একথা বলেছেন, "আমাকে একটু জল খেতে দাও।" সেই দান তোমাকে দিতে এসেছে।

(গ) যদিও খ্রীষ্ট আমাদের সামনে রয়েছেন এবং তাঁর সুসমাচারের মধ্যে এবং সুসমাচারের দ্বারা আমাদের কাছে নিবেদন করেছেন, তথাপি অধিকাংশ মানুষ খ্রীষ্টকে জানে না। "আমাকে একটু জল খেতে দাও," এই কথাটি কে তাদের বলেছেন তা তারা জানে না। যিনি তাদের ডাকছেন, তিনিই যে প্রভু তা তারা বুঝতে পারছে না।

খ. খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন যে সে যদি তাঁকে জানাত তাহলে তার যা করণীয় ছিল তা সে করতো। এটি নিশ্চিত যে স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টকে কোন রূঢ় কিংবা অশোভন উত্তর দেয় নি। কেবল তাই নয়, খ্রীষ্টকে অবিশ্বাস করার কোন চিন্তাই তার মনে উপস্থিত হয় নি। বরং সে খ্রীষ্টকে তার প্রশ্ন উত্থাপন করল: "কেমন করে আপনি আমার কাছে জল চাইছেন?" লক্ষ্য করুন:

(ক) খ্রীষ্টের মাধ্যমে কোন উপকৃত হতে হলে তা অবশ্যই চাইতে হবে, অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তা লাভ করার জন্য প্রার্থনা দিতে হবে।

(খ) যে সব বিষয়ে খ্রীষ্টের প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে তা চাইতে হবে এবং যদি আমরা খ্রীষ্টের কাছে তা না চাই তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আমরা তাঁকে জানি না (গীতসংহিতা ৯:১০)।

(গ) তারা যে জ্ঞান লাভ করতে চাইছে যদি তারা তা লাভ করে তাহলে তারা কি করবেন তা খ্রীষ্ট জানেন (মথি ১১:২১)।

গ. যদি সে তাঁর কাছে নিবেদন করে তাহলে খ্রীষ্ট তার জন্য কি করবেন সেই বিষয়ে তিনি তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন: "তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন, তুমি আমাকে যে জল দিতে চাইছ এই জল তেমন নয়।" জীবন্ত জল শব্দটি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা হল 'আত্মা', যা কূপের নিচে অবস্থানরত জলের মত নয়, যা খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে চেয়েছিলেন; কিন্তু জীবন্ত বা প্রবাহমান জলের মত যা অত্যধিক মূল্যবান। লক্ষ্য করুন:

(ক) অনুগ্রহের আত্মা হল জীবন্ত জলের মত (যোহন ৭:৩৮)। এই উপমার অধীনে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল (যিশাইয় ১২:৩; ৩৫:৭; ৪৪:৩; ৫৫:১; সখরিয় ১৪:৮)। আত্মার অনুগ্রহ এবং তার আনন্দ, পিপাসিত সন্তুষ্ট আত্মা জানে এর স্বভাব ও আবশ্যকতা।

(খ) যীশু খ্রীষ্ট তাদের পবিত্র আত্মা দিতে দিতে পারেন এবং দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যারা তার কাছে পবিত্র আত্মা যাচঞা করে। কারণ তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন দান করার জন্য।

[৪] খ্রীষ্ট তাকে যা দিতে চেয়েছেন সেই বিষয়ে তিনি তাকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকটি প্রতিবাদ করলেন এবং আপত্তি জানালেন (পদ ১১,১২): "কিন্তু আপনার কাছে জল তুলবার কিছুই নেই," এবং এর পাশাপাশি, "আপনি কি আমাদের পূর্বপুরুষ যাকোবের চেয়ে বড়?" খ্রীষ্ট যে কথা রূপক অর্থে বলেছিলেন স্ত্রীলোকটি তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছিল, নীকদীমও তাই করেছিলেন। দেখুন যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের উর্ধ্বে সেই আত্মিক বিষয় সম্পর্কে তাদের কি বিভ্রান্তিকর মনোভাব। স্ত্রীলোকটি এই ব্যক্তিকে মহাশয় বলার মধ্য দিয়ে কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করল।

*প্রথমত*, স্ত্রীলোকটি ভেবেছে যে, তিনি তাকে কোন জল যোগান দিতে সক্ষম নন, যা এই কূপের মধ্যে এখন রয়েছে: "কিন্তু আপনার কাছে জল তুলবার কিছুই নেই, আর কুয়াটাও গভীর।" স্ত্রীলোকটি এখানে খ্রীষ্টের অজানা ক্ষমতার কথা বলতে চেয়েছেন, কারণ তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হতে বাষ্প উঠিয়ে আনতে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। যতক্ষণ তাঁর প্রতিভার কার্যের অর্থ স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা খ্রীষ্টের উপর আস্থা আনবে না এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস করবে না। যেমন তিনি আমাদের নিয়মকে চালিত করেন এবং আমাদের পাত্র ছাড়া জল তুলতে পারেন না। স্ত্রীলোকটি অবজ্ঞার সুরে বললো, "সেই জীবন্ত জল আপনি কোথা থেকে পেলেন? আমি আপনার কাছে কোন জল দেখতে পাচ্ছি না যা আপনি অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছেন।" লক্ষ্য করুন, জীবন্ত জলের যে উৎস খ্রীষ্টের কাছে আছে তা তিনি তাদের দেবেন যারা তা পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসবে। জীবনের ঝর্ণা খ্রীষ্টের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। আমাদের দেয়ার জন্য তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে। যদিও আমরা তা দেখতে পাই না কোথা থেকে তিনি তা দেবেন।

*দ্বিতীয়ত*, স্ত্রীলোকটি এই কথা ভেবেছে যে, জল ে যিরমিয় জন্য সে কুয়ার কাছে এসেছে সেই জলের চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট জল খ্রীষ্ট যোগান দিতে পারবেন না: "আপনি কি আমার পূর্বপুরুষ যাকোবের চেয়ে মহান, যিনি আমাদের এই কুয়া দিয়েছেন?"

ক. আমরা মনে করি এই ইতিহাস সত্য যে, যাকোব নিজে ও তাঁর ছেলেরা এই কুয়ার পানিই পান করতেন আর তাঁর পশুপালও পান করতো।" আমরা এখান থেকে যা পাই:

(ক) ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং নিয়ম বংশের পর বংশ ধরে ঝর্ণার জলের প্রবাহের মত চলমান। নদীর জল যেমন সমুদ্রে পতিত হয়ে পুনরায় বৃষ্টি হয়ে তার কাছ ফিরে আসে তেমনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বংশ থেকে বংশে প্রবাহিত হয়। যেমন দেহের মধ্যে সঞ্চালিত রক্ত (উপদেশক ১:৭)।

(খ) সরলভাবে যাকোবের কথা তুলে ধরেছে ঐ স্ত্রীলোকটি। যাকোব নিজে পান করেছেন, তাঁর ছেলেরা পান করেছেন এবং তাঁর পশুপালও ঐ কুয়ার জল পান করেছে।

খ. তথাপি সত্যকে প্রকাশ করতে স্ত্রীলোকটি ভিন্ন বিষয় তুলে ধরল। যেমন:-

(ক) যাকোবকে পিতা বলে সম্বোধন করা। শমরীয়রা নিজেদের যাকোবের বংশ বলে দাবী করার কি অধিকার রয়েছে? তাদের বংশধর এসেছে মিশ্র বংশের মাধ্যমে (আশেরিয়ার রাজা শমরীয়া শহরে যিহূদী জাতির সাথে কিছু কিছু ভিন্ন জাতির লোককে বসবাস করার জন্য নিয়ে এসেছিল)। সুতরাং তারা হল মিশ্র জাতি। তাই যাকোবের সাথে আর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তারা ইস্রায়েলের অধিকারের বাইরের একটি জাতি এবং ইস্রায়েল দেশের অন্যায় দাবীদার। তারা কি তাহলে ইস্রায়েলের রক্তের এবং মর্যাদার উত্তরাধীকার বলে দাবী করতে পারে? এগুলো একেবারেই অসম্ভব।

(খ) সেই স্ত্রীলোকটি দাবী করলো যে এই কূপটি যাকোবের দান, যেখানে তিনি মোশির দেয়া মান্নার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারেন নি (যোহন ৬:৩২)। কিন্তু আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, ঈশ্বরের দানের সংবাদবাহক তাদের দাতা? আর তাদের খুব ভালভাবে দৃষ্টি দিতে হবে সেই দিকে, যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছে। যাকোব এই কূপটি তাদের সন্তানদেরকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে নয়। তথাপি মণ্ডলীর শত্রুরা কেবল এভাবে মণ্ডলী দখল করে তা নয়, কিন্তু মণ্ডলীর সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়া ভোগ করে।

(গ) স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টের কথা আমাদের পিতা যাকোবের সাথে তুলনা করা উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। প্রাচীন কালের লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অনুগ্রহ থেকে আসে বলে কেউ কেউ মনে করে। আমাদের বর্তমান সময়ে উত্তম মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।

[৫] খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটির তুচ্ছ আপত্তির উত্তর দিলেন এবং তাকে এই কথা বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি যে জীবন্ত জল তাকে দিতে চাইছেন তা যাকোবের জলের কূপের চেয়ে আরও অনেক উত্তম (পদ ১৩, ১৪)। যদিও স্ত্রীলোকটি অনমনীয়ভাবে কথা বলেছিল তথাপি খ্রীষ্ট তাকে দূরে সরিয়ে দেন নি। কিন্তু তিনি তাকে শিক্ষা দিলেন এবং উৎসাহিত করলেন। তিনি তাকে এই শিক্ষা দিলেন:

*প্রথমত*, যদিও যাকোবের কূপের জল মানুষ গ্রহণ করে থাকে কিন্তু এই জলের তৃপ্তি এবং সরবরাহ ক্ষণিকের জন্য: "যে কেউ এই জল খায় তার আবার পিপাসা পাবে।" এই জল অন্য জলের চেয়ে উত্তম নয়। এই জল বর্তমান পিপাসাকে মেটাবে বটে কিন্তু আবার পিপাসা পাবে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একজন মানুষ প্রয়োজন প্রয়োজন অনুযায়ী জল পান করবে, যত খুশি সে পান করবে। কিন্তু তার কাছে যে জল আছে তা পান করলে কখনও পিপাসা পাবে না। এটি আমাদের কাছে এই অর্থ প্রকাশ করে:

১. বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেহ হল দুর্বল। মানুষ অভাবগ্রস্থ এবং চিরকাল তার আকাঙ্খা থাকে। মানুষের অভাব হল আগুন, প্রদীপ তাতে জ্বালানী কিংবা তেল যদি সরবরাহ করা না হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে তাড়াতাড়ি নিভে যাবে। প্রাকৃতিক তাপ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

২. এই জগতে আমাদের সকল সুখ-সাচ্ছন্দ্য অসম্পূর্ণ। এগুলো স্থায়ী নয়, এগুলোর মধ্যে

আমাদের সন্তুষ্টি সব সময় থাকে না। আমাদের পিপাসা নিবারণের জন্য যে জল পান করে থাকি তাতে সাময়িক পিপাসা মিটলেও পরে আবার আমরা পিপাসিত হই। গতকাল যে মাংস এবং জল আমরা খেয়েছি আজকে তা কাজ করবে না।

*দ্বিতীয়ত*, যে জীবন্ত জল খ্রীষ্ট দেবেন তা স্থায়ী তৃপ্তি ও স্বর্গীয় সুখ প্রদান করে (পদ ১৪)। খ্রীষ্টের দান সবচেয়ে মূল্যবান বলে পরিগণিত হয় যখন জগতের জিনিসের সাথে এর তুলনা করা হয়। কারণ দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে তুলনা করার এমন কিছুই নেই। যে কেউ অনুগ্রহের আত্মার অংশী হয়েছে এবং চিরস্থায়ী সুসমাচারের শান্তির অংশী হয়েছে, সে:-

ক. সে কখনও পিপাসিত হবে না। যা তার প্রাণের ইচ্ছাকে প্রচুর পরিমাণে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন কিছু সে চাইবে না। তারা আকুলভাবে চাইবে, কিন্তু নিস্তেজ হবে না। ঈশ্বরের চেয়ে অন্য কোন কিছুর প্রতি তার পিপাসা নেই, সব সময় ঈশ্বরের প্রতি তার পিপাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু সেই পিপাসা অসীম নয়।

খ. সে কখনও পিপাসিত হবে না, কারণ খ্রীষ্ট তাকে জীবন্ত জলের কূপ থেকে তাকে জল দেবেন। সে কখনোই ভীষণ অভাব বোধ করবে না। কারণ তাঁর রয়েছে যোগানদানকারী এবং তৃপ্তকারী ঝর্ণার পানি।

(ক) সর্বদা প্রস্তুত থাকে বলে সে তা লাভ করে। অনুগ্রহের নীতির পরিকল্পনা হল, তাঁর মধ্যে জীবন্ত জলের নদী বইয়ে দেয়া (যোহন ৭:৩৮)। তাঁর মাধ্যমে একজন উত্তম মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, কারণ খ্রীষ্ট তার অন্তরে বাস করেন। তার পরিতৃপ্তির জন্য জগতের কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আত্মার কাজ এবং সাক্ষ্য তার অন্তরকে আশার শক্ত ভিত্তি এবং আনন্দে উপচে পড়া নদীর মাধ্যমে সুন্দর করে সজ্জিত করবে।

(খ) কখনও অভাব ঘটে না, কারণ তাঁর কাছে আছে জীবন্ত জলের কুয়া। তাঁর হাতে যদি একটি জলের বালতি থাকে তবে তা থেকে যত খুশি তত জল পান করা যাবে না। কারণ খুব তাড়াতাড়ি তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জীবন্ত জলের কূপ, যা উপচে পড়ে চিরকাল প্রবাহিত হয়। মৌলিক শক্তি এবং অনুগ্রহ যা খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম তাদের হৃদয়ে স্থাপন করে যারা জীবন্ত জলের কূপের কাছে আনিত হয়।

[ক] এই জল উথলে উঠে প্রবাহিত হয়, অনুগ্রহের কাজের শক্তি এবং কার্যকারী ক্ষমতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যদি মঙ্গলজনক সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে যায়, স্থির হয়ে থাকা জলের মত, তাহলে আমাদের শেষ পর্যন্ত তা প্রদান করতে সক্ষম হবে না। যদি হৃদয়ের মধ্যে উত্তম সম্পদ থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা উত্তম জিনিস সামনে বহন করে নিতে পারব।

[খ] এই জল উথলে উঠে অনন্ত জীবনের দিকে প্রবাহিত হয়। যা প্রকাশ করে:-

*প্রথমত*, অনুগ্রহের কাজের লক্ষ্য। পবিত্রকৃত আত্মার চোখ স্বর্গের উপর নিবদ্ধ থাকে; এর অর্থ এবং পরিকল্পনা, এর জন্য সবকিছুই করে। এর কোন কিছুই কম গ্রহণ করে না। আত্মিক জীবনের নিজস্ব গুণ অনন্ত জীবনের দিকে প্রবাহিত হয়।

*দ্বিতীয়ত*, এই সব কাজের অপরিবর্তনশীলতা। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি পরিপূর্ণতা থেকে আসবে

ততক্ষণ পর্যন্ত তা উথলে উঠতে থাকবে।

*তৃতীয়ত*, সর্বশেষে তাদের মুকুট হল অনন্ত জীবন। জীবন্ত জলের উৎপত্তি স্বর্গ থেকে এবং স্বর্গ থেকে এবং স্বর্গের দিকে প্রবাহিত হয় (উপদেশক ১:৭)। এখন এই জল কি যাকোবের জলের চেয়ে উত্তম নয়?

[৬] স্ত্রীলোকটি সেই জলের কিছুটা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য আবেদন করলো (পদ ১৫): "মহাশয়, সেই জল আমাকে দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল তুলবার জন্য এতটা পথ হেঁটে আসতে না হয়।"

*প্রথমত*, কেউ কেউ মনে করেন স্ত্রীলোকটি বিদ্রুপ করে কথাটি বলেছিল এবং খ্রীষ্ট যে বিশুদ্ধ জিনিসের কথা বলেছিলেন তাতে সে পরিহাস করেছিল। আর সে এই জল পাওয়ার আকাঙ্খায় নয় কিন্তু পরিহাস করে কথাটি বলেছিল। আর সে সেই জল পাওয়ার আকাঙ্খায় নয় কিন্তু পরিহাস করে কথাটি বলেছিল। এই জন্য সে খ্রীষ্টের কাছে দাবী করেছিল যেন তাকে তিনি সেই জল প্রদান করেন: "এটি একটি চমৎকার আবিষ্কার। যদি কখনোই আমরা এই জলের জন্য এখানে না আসি, তাহলে আমাদের কষ্টের এবং পরিশ্রমের কাজ আমাদের রক্ষা করবে।"

*দ্বিতীয়ত*, অন্যরা মনে করেন সে প্রকৃতভাবেই সেই জল পেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আকাঙ্খা ছিল দুর্বল এবং জ্ঞানহীন। সে মনে করেছিল যে এই নিশ্চয়ই খুব ভাল এবং খুবই উপকারী। আর তাই সাহস করে খ্রীষ্টকে বলেছিল যেন তিনি সেই জল তাকে দেন। "এটি যাই হোক না কেন, আমাকে তা দয়া করে দিন। আর কে আমাকে এই উত্তম বস্তু দিতে পারবে?" শান্তি অথবা কষ্টের মুক্তি হল কষ্টভোগকারী দরিদ্র মানুষদের জন্য মূল্যবান বিষয়। লক্ষ্য করুন, যদিও আকাঙ্খা দুর্বল এবং জ্ঞানহীন ছিল, ইন্দ্রিয় শক্ত হৃদয় দৈহিক কোন বিষয় ছাড়া উচ্চ কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। সে বলেছিল, "সেই জল আমাকে দিন; তবে আমি যে অনন্ত জীবন পাব সে জন্য নয় (যা খ্রীষ্ট প্রস্তাব করেছিলেন) কিন্তু আমাকে যেন আর জল তোলার জন্য এই কুয়ার কাছে আসতে না হয়।"

২. স্ত্রীলোকটির সাথে তাঁর পরবর্তী আলোচনার বিষয় ছিল তার স্বামী সম্পর্কে, পদ ১৬-১৮। খ্রীষ্ট জীবন্ত জলের যে আলোচনা শুরু করেছিলেন তা চাপা পড়ে যায় নি। যেমন অনেকে আছেন যারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বটে, কিন্তু কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আলাপের মধ্যে নিয়ে আসার ফলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল অনুগ্রহের পরিকল্পনা, যা খ্রীষ্ট উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্ট তার অনন্ত জীবন এবং অনুগ্রহ সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্ত্রীলোকটির অন্তরে সামান্য রেখাপাত করতে সচেষ্ট হন। কারণ সে তার পাপ উপলব্ধি করে নি। তাই জীবন্ত জলের আলাপ ছেড়ে দিয়ে তিনি তার বিবেককে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন, যেন তার পাপর ক্ষত উন্মুক্ত হয় এবং যেন সে আরও সহজে অনুগ্রহের দ্বারা পাপের ক্ষতের প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। এটি হল আত্মার সাথে কাজ করার পদ্ধতি। প্রথমে তারা পাপর ভারে ক্লান্ত এবং ভারগ্রস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু পড়ে তারা বিশ্রামের জন্য খ্রীষ্টের কাছে আনিত হয়। প্রথমে অন্তর কষ্টভোগ করলেও পরে আরোগ্য প্রাপ্ত হবে। এটি হল আত্মিক চিকিৎসার কাজ। যদি আমরা এই পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রসর না হই তাহলে আমরা ভীষণ ভুল করব। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট কি বিচক্ষণতা এবং চমৎকারভাবে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন (পদ ১৬): "তবে যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে আনো।" এখন:

[১] খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটিকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল সুন্দর একটি পরিকল্পনা: "তোমার স্বামীকে ডেকে আন।" যেন তিনি তাকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং সে যে বিষয়টি অবজ্ঞা করেছে তা যেন তার স্বামী ভাল করে বুঝতে পারে এজন্য তাকে সাহায্য করতে পারেন। স্ত্রীরা যদি কোন কিছু জানতে চায় তবে অবশ্যই তাদের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে (১ করিন্থীয় ১৪:৩৫), সে জ্ঞানের মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে বাস করে (১ পিতর ৩:৭)। "তোমার স্বামীকে ডেকে আন, যেন সে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। তাহলে তোমরা উভয়ে জীবনের অধিকারের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। তোমার স্বামীকে ডেকে আন, তাহলে আমাদের মধ্যে কি আলাপ হয় সেই বিষয়ে সে সাক্ষী হতে পারবে।" খ্রীষ্ট এইভাবে সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে সততার সাথে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং যাতে মঙ্গল বিষয় নিহিত আছে তিনি সেইসব বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

[২] এর মধ্যে যেমন একটি ভাল উদ্দেশ্য ছিল তেমনি একটি ভাল পরিকল্পনাও ছিল। কারণ এখান থেকে স্ত্রীলোকটির পাপকে স্মরণ করিয়ে দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। তিরস্কার করার জন্য কৌশল এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন তকোয়ের স্ত্রীলোকটি চাতুরিপূর্ণ ষড়যন্ত্র করেছিল (২ শমূয়েল ১৪:২০)।

(২) নিজের অপরাধকে আড়াল করার জন্য স্ত্রীলোকটি কতভাবেই না চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মনের অজান্তে সে নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করলো এবং পূর্বের পাপের কথা মনে করে সে সতর্ক হয়ে বলল, "আমার স্বামী নেই।" তার এই বক্তব্য এটাই প্রকাশ করে যে, তার স্বামী যে নেই সেই ব্যাপারে সে আদৌ চিন্তিত নয় এবং এই ব্যাপারে সে আর কোন কথা বলতে চায় না। সে তার স্বামীকে নিয়ে এখানে আসবে না। আর সামান্য আলোচনা করলেই এই বিষয়ের সত্য বের হয়ে আসতো, আর তা হল স্ত্রীলোকটি লজ্জা। আর তাই সে যে বলতে চাইল "আপনাকে অনুরোধ করছি দয়া করে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন, আমার স্বামী নেই।" সে নিজেকে একজন অবিবাহিতা বা বিধবা হিসেবে ভাবতে পারে। বাস্তবিক যদিও তার কোন স্বামী ছিল না, তার অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এই দু'টির কোনটাই নয়। মাংসিক চিন্তা দোষী প্রতিপন্ন করা থেকে দূরে রাখতে এবং বন্ধন থেকে রক্ষা করতে, সতর্ক হয়ে পাপ লুকাতে খুবই পারদর্শী।

(৩) আমাদের প্রভু যীশু তাকে বাড়ির কতটা কাছে নিয়ে গেলেন যেন তার বিবেক তাকে দোষী প্রতিপন্ন করে। সম্ভবত এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা ছিল তার স্বামী সম্পর্কে। এখানে দেখতে পাই:

[১] একটি বিস্ময়কর উক্তি ছিল আগের আলাপে: "তোমার পাঁচজন স্বামী হয়ে গেছে।" নিঃসন্দেহে এটা তার শারীরিক কিংবা মানসিক দুঃখ ছিল না, (অনেক স্বামীকে কবর করার জন্য), কিন্তু এটা ছিল তার পাপ যা খ্রীষ্ট তাকে তিরস্কার করার জন্য বলেছিলেন। হয়তো সে গোপনে পালিয়ে গিয়েছিল এবং অন্য কাউকে বিয়ে করেছিল। অথবা তার অবাধ্যতা, অপবিত্রতা, অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি, তাকে ত্যাগ দিতে তার স্বামীদের বাধ্য করেছিল। অথবা তার অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিয়ম-কানুনের পরিপন্থীভাবে সে নিজেই তার স্বামীদের

ত্যাগ দিয়েছিল। যদি কেউ এই রকম অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে মনে করে যে বিষয়টি খুব হালকা একটি বিষয়। এই সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত করা হলেও যদি সে ঐ অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে না আনে তাহলে মনে রাখতে হবে খ্রীষ্ট অবশ্যই এই সব কিছুই তার বিরুদ্ধে গণনা করবেন।

[২] তার বর্তমান জীবনের অবস্থা তিরস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল: "আর এখন যে তোমার সঙ্গে আছে সে তোমার স্বামী নয়।" হতে পারে সে তাকে আদৌ বিয়ে করে নি, অথবা ঐ স্বামীর একাধিক স্ত্রী ছিল, অথবা যেটি খুব সম্ভবনাময় তা হল তার স্বামী বা স্বামীরা জীবিত ছিল এই কারণে সংক্ষেপে বলা যায় যে সে ব্যভিচারিণীরূপে জীবন যাপন করেছিল। লক্ষ্য করুন, তথাপি খ্রীষ্ট কত কোমলভাবে এই বিষয়ে তার সাথে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বেশ্যা বলেন নি। কিন্তু তিনি তাকে বলেছেন, "এখন যে তোমার সঙ্গে আছে সে তোমার স্বামী নয়।" তখন অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতে তার বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হল। লক্ষ্য করুন, তিরস্কার সাধারণত অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয় যখন সেই তিরস্কার অত্যন্ত কম রাগ উদ্দীপক হয়।

[৩] স্ত্রীলোকটি কৌশল এবং ছলের মাধ্যমে যে কথাটি বলেছিল সেই প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট অধিকতর সুন্দর কথা উপস্থাপন করলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ তোমার স্বামী নেই," এবং আবারও "তুমি সত্যি কথাই বলেছ।" স্ত্রীলোকটি যে ঘটনা অস্বীকার করার পরিকল্পনা করেছিল (এখন সে যার সাথে বসবাস করছে সে তার স্বামী নয়) খ্রীষ্ট তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অথবা কমপক্ষে সে যেন তার পাপ বা দোষ স্বীকার করে এজন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যদি কেউ কোন আত্মা জয় করে তাদের উত্তম রূপে তৈরি করেন তাহলে এর দ্বারা তিনি চাইবেন যেন তারা তাদের উত্তম স্বভাব দ্বারা কাজ করতে সচেষ্ট হয়।

৩. স্ত্রীলোকটির সাথে খ্রীষ্টের আলাপের পরবর্তী বিষয় ছিল উপাসনা সম্পর্কে, পদ ১৯-২৪। লক্ষ্য করুন, ধর্মীয় রীতিনীতির এই রকম পার্থক্য রয়েছে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে। উপাসনাকারীদের মনের স্থিরতা এবং প্রবণতা। এই সব কিছু দিয়ে তারা সত্যের এবং আত্মায় ঈশ্বরের উপাসনা করবে। এটি বলা হয়েছে (পদ ২৩), তাদের চরিত্র অনুযায়ী (পদ ২৪) তাদের কাজ অনুযায়ী। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, তাদের আত্মায় এবং সত্যে তাদের উপাসনা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে।

(১) আত্মায় (ফিলিপীয় ৩:৩): আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার উপর নির্ভর করতে হবে আমাদের শক্তি এবং সাহায্যের জন্য, তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যের উপর আমাদের আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের কার্যের জন্য আমাদের নিজ আত্মাকে উৎসর্গ করবো এবং আত্মাকে এর মধ্যে নিযুক্ত করবো (রোমীয় ১:৯)। বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে, এবং ভালবাসার শিখা উজ্জ্বল করে এবং আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল যাকিছু আছে তার সব কিছু দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। যা পাপ স্বভাবের সেই মাংসিক স্বভাবের বিরুদ্ধে পবিত্র আত্মা কখনও কখনও আমাদের নতুন স্বভাব প্রদান করে থাকেন। আর তাই আমাদের আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হল আমাদের ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরের

উপাসনা করা (ইব্রীয় ১২:২৮)।

(২) সত্যে: এর অর্থ হল, সরলতায় উপাসনা করা। ঈশ্বর আমাদের এবাদতে কেবলমাত্র দিল চান না, কিন্তু তিনি চান আমরা যেন সত্য অন্তরে ঈশ্বরের উপাসনা করি (গীতসংহিতা ৫১:৬)। যা মানুষ দেখতে পায় না, সেই ঈশ্বর এবং তাঁর মহা গৌরবের দিকে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য থাকতে হবে। আমাদের আরও আত্মার শক্তি অর্জনের ইচ্ছা থাকতে হবে। আমাদের সত্য এবং খাটি অন্তরে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে হবে (ইব্রীয় ১০:২২)। ঈশ্বর কেন এই রকমের উপাসনা চান এর কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন।

[১] কারণ সুসমাচারের সময় প্রকৃতপক্ষে তারাই উপাসনাকারী হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুসমাচার উপাসনার আত্মিক পথ তৈরি করেছে, এই জন্য সুসমাচারের শিক্ষকরা তাদের কার্যে সত্যনি'হবে না, সুসমাচারের আলো এবং আইন তুলে ধরতে পারবে না। যদি তারা সত্যে এবং আত্মায় ঈশ্বরের উপাসনা না করেন।

[২] কারণ পিতা এই রকম উপাসনাকারীদেরই খোঁজেন। এটি আমাদের ব্যক্ত করে যে:

(ক) এই রকম উপাসনাকারীর খুবই বিরল এবং কচিৎ সাক্ষ্য পাওয়া যায় (যিরমিয় ৩০:২১)। আত্মিক উপাসনার তোরণ অপ্রশস্ত।

(খ) এই রকম উপাসনা আবশ্যক এবং এবং স্বর্গে ঈশ্বর যা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেছেন সেইভাবে উপাসনা করতে হবে। যখন ঈশ্বর অনুসন্ধান করার জন্য উপাসনাকারীদের কাছে আসেন তখন সেই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় না যে, "কে যিরূশালেমে উপাসনা করছে?" কিন্তু এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল, "কে আত্মায় উপাসনা করছে?" এটি হবে কষ্টিপাথর।

(গ) ঈশ্বর এই রকম উপাসনা এবং উপাসনাকারীদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং অনুগ্রহ দ্বারা তা গ্রহণ করেন। "আমি এটাই চেয়েছি" (গীতসংহিতা ১৩২:১৩,১৪)।

(ঘ) যারা বর্তমানে আছে এবং যারা শেষ পর্যন্ত এই রকম উপাসনাকারীর অবশিষ্টাংশ হয়ে স্থির থাকবে, তিনি এই রকম উপাসনাকারীদের অনুগ্রহে পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। ঈশ্বর সব সময় আত্মিক উপাসনাকারীদের বংশকে তাঁর কাছে সংগ্রহ করে থাকেন।

[৩] কারণ ঈশ্বর হলেন আত্মা। খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য এসেছেন (যোহন ১:১৮) এবং তাঁর সম্পর্কে তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি এটা শমরীয় স্ত্রীলোকটির কাছে প্রকাশ করেছেন। যেন এই পাপী স্ত্রীলোকটি ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার পরিকল্পনা দ্বারা সে তার ধর্মীয় উপাসনার ভ্রান্তিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারে, যে উপাসনা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। লক্ষ্য করুন:

(ক) ঈশ্বর হলেন আত্মা, কারণ তিনি অনন্ত অসীম, শাশ্বত ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন সত্ত্বা, ইন্দ্রিয়ের গোচর, অদৃশ্য, অশরীরী এবং অক্ষয়। 'ঈশ্বর কি', তা বলার চেয়ে, 'ঈশ্বর কি নন', তা বলা আরও সহজ। আত্মার কোন মাংস কিংবা হাড় নেই। কিন্তু কে আত্মার পথ জেনেছে? যদি ঈশ্বর আত্মা না হন, তাহলে তিনি পবিত্র এবং খাঁটি হতে পারবেন না, অনন্ত

অসীম হতে পারবেন না, শ্বাশত হতে পারবেন না, স্বাধীন হতে পারবেন না, আত্মার পিতা হতে পারবেন না।

(খ) উপাসনার আত্মিকতার জন্য চমৎকার পদ্ধতি হল পাক স্বভাবের আত্মিকতা। যিনি আত্মা তাই যদি আমরা আত্মায় ঈশ্বরের উপাসনা না করি তাহলে আমরা তার নামের প্রাপ্য গৌরব প্রদান করতে ব্যর্থ হব। আর এই জন্য আমরা উপাসনার কাজ সম্পন্ন করতে পারব না এবং অর্জন করতে পারব না তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। আর এই জন্য আমরা উপাসনার উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হব (মথি ১৫:৮,৯)।

৪. স্ত্রীলোকটির সাথে আলোচনার সর্বশেষ বিষয় ছিল খ্রীষ্ট সম্পর্কে (পদ ২৫,২৬) এখানে আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টের যে প্রত্যাশা সে করেছিল তার মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি বিশ্বাস: "আমি জানি খ্রীষ্ট আসছেন তিনি যখন আসবেন তখন সবই আমাদের জানাবেন।" খ্রীষ্ট যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকটির কোন আপত্তি ছিল না। বিষয়টি স্ত্রীলোকটির জানা সত্ত্বেও খ্রীষ্টের প্রত্যাশা দ্বারা কি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটবে সেই বিষয়ে তিনি স্ত্রীলোকটির সাথে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সে তা গ্রহণ করলো আর এই সময়ের মধ্যে সে চিন্তা করল, তার পরিত্রাণকে অপেক্ষমান রাখাটা উত্তম হবে। এই ভাবে পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেকের হৃদয় আকাঙ্খী থাকে না (হিতোপদেশ ১৭:১৬), কারণ তারা মনে করে যে, অন্য এমন কিছু আছে যা আরও উত্তম। যা তারা এখন অবজ্ঞা এবং অবহেলা করছে, ভবিষ্যতে তারা বুঝতে পারবে যে, যে মহান প্রতিজ্ঞা তাদের জন্য করা হয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞার সাথে তারা প্রতারণা করেছে। লক্ষ্য করুন:–

[১] কাকে সে প্রত্যাশা করেছিল: "আমি জানি খ্রীষ্ট আছেন।" যিহূদী এবং শমরীয়দের মধ্যে যদিও অনেক অনৈক্য ছিল, তবুও খ্রীষ্টের প্রত্যাশার ব্যাপারে এবং তাঁর রাজ্যের ব্যাপারে একমত ছিল। শমরীয়রা মোশির লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং ভাববাদী হওয়ার মত কেউ ছিল না, এবং যিহূদী জাতির প্রতি কোন আশা ছিল না। যে জানে, সে সামান্যতম হলেও জানে যে, খ্রীষ্ট আসবেন, তার প্রত্যাশা হল সাধারণ এবং বিরোধ ছাড়া, এবং যেকোন সময় থেকে এই সময় আরও উন্নত (যিহূদার কাছ থেকে রাজার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল, দানিয়েলের মৃত্যুর সপ্তাহ কাছাকাছি ছিল) এই জন্য যে সে তা শেষ করতে চেয়েছিল তা নয়, "তিনি আসছেন" নয়, বরং "তিনি এসেছেন।" তিনি এই মুহূর্তে নিকটে আছেন, তিনি *খ্রীষ্ট*, যাকে বলা হয় অভিষিক্ত। সুসমাচারের লেখক তাঁর লেখায় হিব্রু শব্দ *মসীয়াখ* (যা স্ত্রীলোকটি ব্যবহার করেছিল) ব্যবহার করেছেন পবিত্র ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এবং যিহূদী সমাজের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য, যা খুব ঘরোয়া এবং সুপরিচিতভাবে ব্যবহার করা হত। তবুও তিনি পরজাতীয়দের ব্যবহারের জন্য এটি লিখেছিলেন। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে গ্রীক শব্দ থেকে এটি অনুবাদ করেছিলেন যা একই অর্থ প্রকাশ করে, যাকে বলা হত খ্রীষ্ট অভিষিক্ত, পৈরিতিক নিয়মের উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। যে কোন অজানা কিংবা সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলা হোক না কেন অতি সহজেই তা অনুবাদ করা যাবে (১ করিন্থীয় ১৪:২৭,২৮)।

[২] স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেছিল: "যখন তিনি আসবেন তখন তিনি সব কিছুই জানাবেন; ঈশ্বরের কাজকে সম্বন্ধযুক্ত করতে যা আমাদের জানা অতি আবশ্যক।

তিনি আমাদের অভাবের সময় কি যোগান দেবেন তাই বলবেন, আমাদের দোষগুলো সংশোধনের বিষয় বলবেন। তিনি আমাদের ঈশ্বরের পরিপূর্ণ এবং স্পষ্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে সব জানাবেন।" এখন এটি স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত প্রদান করছে।

*প্রথমত*, প্রকাশের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি থাকলেও এখন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পেরেছে এবং আত্মিক উপাসনার নিয়ম তারা জানতে পেরেছে। যারা উপাসনা করতে আসে এটি তাদের পূর্ণতা করতে পারে না এবং এই কারণে তারা ধর্মীয় বিষয়ের উৎকর্ষতা এবং আরও উন্নত কোন বিষয় প্রত্যাশা করছিল।

*দ্বিতীয়ত*, এই পরিবর্তনের জন্য খ্রীষ্টের ক্ষমতা: "তিনি আমাদের সব কিছুই জানাবেন, যা আমরা জানতে চাই এবং অন্ধকারে যে বিবাদ করি তা জানবেন। তিনি আমাদের কাছে শান্তি উপস্থিত করেছেন, তিনি আমাদের তাঁর পরিচালনার দ্বারা সমস্ত সত্যে নিয়ে গেছেন, পাপের কুয়াশা দূর করে দিয়েছেন।" এই অন্ধকারপূর্ণ সময়ে ঈশ্বরের লোকদের জন্য আনন্দের বিষয় হল, আলো উদিত হয়েছে। যদি তারা নিজেদের ক্ষতি দেখতে পায় এবং যদি দেখতে পায় তারা চড়ায় আটকে আছে, তাহলে সন্তুষ্ট মনে স্থির হয়ে থাকতে হবে যে, "খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন সবই আমাদের জানাবেন।" বর্তমান সময় অনুযায়ী তাঁর এই কথা দ্বিতীয় আগমনের আশা প্রকাশ করে: "এখন আমরা আয়নার মধ্য দিয়ে নিজেদের দেখছি। কিন্তু তখন সম্মুখা-সম্মুখী হয়ে দেখবো।"

## যোহন ৪:২৭-৪২ পদ

খ্রীষ্ট যখন শমরীয়াতে এসেছিলেন তখন একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এর পরবর্তীতে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার বাকি অংশ নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা করব।

ক. শিষ্যদের আসার ফলে খ্রীষ্ট এবং শমরীয় স্ত্রীলোকটির আলাপ আলোচনায় ব্যঘাত ঘটলো। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে খুব সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশি আলাপ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক যখন তাদের আলাপ আলোচনা একটি প্রধান বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হলো এবং যখন তিনি নিজেকে স্ত্রীলোকটির কাছে খ্রীষ্ট বলে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিক তখনই শিষ্যরা এসে উপস্থিত হলেন। "হে যিরূশালেমের মেয়েরা, তোমরা আমার ভালবাসাকে জাগিও না বা উত্তেজিত করো না যতক্ষণ তার উপযুক্ত সময় না হয়।"

১. স্ত্রীলোকটির সাথে খ্রীষ্টকে কথা বলতে দেখে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল বিষয়টি, কারণ খ্রীষ্ট খুব নম্রভাবে (সম্ভবত তাঁরা দূর থেকে তা লক্ষ্য করেছিলেন) একজন স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি ছিল একা। তিনি তার সাথে খুব সংযতভাবে কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে এই স্ত্রীলোকটি ছিল শমরীয় জাতির এবং সে অ-ইস্রায়েল জাতির কোন হারানো ভেড়া ছিল না। শিষ্যরা মনে করেছিলেন যে অন্যান্য যিহূদীদের মত তাদের প্রভু খ্রীষ্টের শমরীয়দের সাথে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন, কমপক্ষে তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবেন না। এই রকম একজন দরিদ্র নিচু জাতির স্ত্রীলোকটির সাথে খ্রীষ্টকে নম্র এবং প্রসন্ন মনে কথা বলতে দেখে তাঁরা

খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা একথা ভুলে গেলেন যে, খ্রীষ্ট যখন তাঁদের তাঁকে অনুসরণ করার জন্য ডেকেছিলেন, তখন তাঁরা কতটা নিচ এবং হীন অবস্থায় ছিলেন।

২. তবুও তাঁরা এতে কোন আপত্তি করলেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এর কোন ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে এবং উত্তম কোন পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি এই ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ছিলেন না। তাই কেউ স্ত্রীলোকটিকে এ ধরনের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন না, "তুমি কি চাচ্ছ?" অথবা "কেন তুমি তাঁর সাথে কথা বলছো?" এইভাবে পৃথিবীতে যখন কোন কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটে এবং ঈশ্বরের নিরুপিত কোন ঘটনা ঘটে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে, কারণ খ্রীষ্ট যা বলেন এবং যা করেন তা সবই মঙ্গলজনক। খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটির সাথে কথা বলার জন্য শিষ্যদের এই রকম আশ্চর্য হওয়ার যথার্থতা ছিল না। এটি কিছুটা ফরীশীদের মত অবস্থা, কারণ খ্রীষ্ট কর-আদায়কারী এবং পাপীদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য বিঘ্ন পেয়েছিল। কিন্তু তারা যা -ই চিন্তা করুক, তারা এ ব্যাপারে কোন কথা বলেন না। "যখন অন্যের বিরুদ্ধে তোমরা কুমতলব কর, তখন তোমাদের হাত মুখের উপর চাপা দাও। মন্দ কথা থেকে ফিরে আসতে হবে, যেন মন্দ চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়" (হিতোপদেশ ৩০:৩২; গীতসংহিতা ৩৯:১-৩)।

খ. সৌভাগ্যক্রমে যে অসাধারণ ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত ঘটেছিল, তাঁর সম্পর্কে প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য প্রদান, পদ ২৮-২৯। লক্ষ্য করুন:

১. কেমন করে সে কুয়ার পাশে তার আলাপ ভুলে গেল, পদ ২৮। কারণ হল, শিষ্যরা এসে পড়েছিল বলে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং সম্ভবত সে লক্ষ্য করেছিল যে খ্রীষ্টের শিষ্যরা এই ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে পারছেন না, এই কারণে সে ফিরে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের কাছ থেকে স্ত্রীলোকটি চলে যাওয়ায় তিনি দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য অবকাশ পেলেন। স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টের আলাপ আলোচনায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সে কোন অশিষ্ট আচরণ করেন নি। নিজস্ব সময়ে প্রতিটি জিনিস বা বিষয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। স্ত্রীলোকটি ভেবেছিল যে, খ্রীষ্ট যখন দুপুরের আহার শেষ করবেন তিনি আবার তাঁর যাত্রা শুরু করবেন এবং যেখানে যাবার জন্য এসেছিলেন সেখানে চলে যাবেন। এই জন্য সে দেরি না করে তার প্রতিবেশীদের সংবাদ দিয়েছিলেন যেন তারা খুব দ্রুত কুয়ার কাছে আসতে পারে। *তথাপি আর কিছু কাল জ্যোতি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন*। দেখুন, সে কিভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করেছে, যখন একটি ভাল কাজ করা হল, তখন সে সেই ভাল কাজের ঘটনা অন্যদের কাছে তুলে ধরল। যখন কোন ভাল কাজ প্রাপ্তির সুযোগ থাকে না বা যখন কোন ভাল কাজের ব্যঘাত সৃষ্টি হয়, তখন আমাদের ভাল কাজ করার সুযোগ খোঁজ করা উচিৎ। যখন আমরা শোনার কাজ শেষ করবো তখন আমরা তা অন্যদের কাছে বলার কাজ শুরু করব। সংবাদ দেবার জন্য স্ত্রীলোকটি তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল।

(১) সে এটিকে খ্রীষ্টের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ পান করার জন্য যথেষ্ট জল খ্রীষ্টের কাছে ছিল। তিনি জলকে পরিবর্তন করে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন অন্যদের জন্য, কিন্তু তা নিজের জন্য নয়। অব্রাহামের চাকরের প্রতি রিবিকার সৌজন্য আচরণের

সাথে এর তুলনা করুন (আদিপুস্তক ২৪:১৮; মথি ১০:৪২)।

(২) সে কলসী ফেলে এসেছিল কারণ, সে যেন অতি দ্রুত গ্রামে আসতে পারে সেখানে লোকদের কাছ অতি দ্রুত সেই শুভ সংবাদটি পৌছে দিতে পারে। যারা খ্রীষ্টের নাম প্রচার করার কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের এমন কোন কিছু যেন ব্যতিব্যস্ত কিংবা ব্যকুল না করে যা সেখানে তাদের বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। যখন শিষ্যরা মনুষ্যধারী হয়েছিল তখন তারা সব কিছু পরিত্যাগ করেছিল।

(৩) সে কুয়ার পাশে কলসী ফেলে এসেছিল, যেমন অনেকেই অসতর্কভাবে করে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উত্তম কাজকে তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের জ্ঞানের কাছে আনীত হয়েছে তাদের কাছে এই পৃথিবীর অবিশ্বাস এবং এই পৃথিবীর বিষয়ের দ্বারা তা দেখাতে হবে। যারা সদ্য ঈশ্বরের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারা অবশ্যই রেহাই পাবে, যদি যে বিষয়গুলো অবজ্ঞাত হয়েছে পৃথিবীর সেই সব বিষয় নতুন পৃথিবীতে তুলে ধরে। মি. হিলডারশ্যাম এই পদের উপর কোন এক উপদেশে বিশদভাবে ন্যায্য বলে প্রতিপাদন করেছেন তাদের কাছে, যারা রবিবার ছাড়া অন্যদিন তার প্রচার শোনার জন্য তার কাছে আসতো।

২. কত দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সে তার সংবাদটি গ্রামের লোকদের কাছে পৌছে দিয়েছিল। কারণ এটি তার হৃদয় খুলে দিয়েছিল। সে গ্রামে গেল এবং লোকদের কাছে তা বললো, সম্ভবত গ্রামের নেতাদের, যারা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। হতে পারে সে তাদের একটি জনসভায় একসাথে সবাইকে পেয়েছিল। সে এটি সমাবেশের প্রধান স্থানে ঘোষণা করেছিল, "তোমরা একজন লোককে এসে দেখ। আমি জীবনে যা করেছি, সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন। তাহলে উনিই কি সেই খ্রীষ্ট?" লক্ষ্য করুন:

(১) সে তার বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের কাছে খ্রীষ্টকে পরিচিত করানোর জন্য কেমন ব্যাকুল হয়েছিল। যখন সে সেই মূল্যবান ধন লাভ করল, সে তার বন্ধু-বান্ধবদের এবং প্রতিবেশীদের ডাকল (এই রকম বিষয় রয়েছে লূক ১৫:৯), তার সাথে কেবল আনন্দ কর-ার জন্য নয়, কিন্তু তারাও যেন সেই ধনের সহভাগী হতে পারে, খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জেনে সে যেভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তারাও যেন তার অংশী হতে পারে। লক্ষ্য করুন, লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে এল। খ্রীষ্টের সাথে অবস্থান করলো এবং তাঁর সাহচার্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করল। তারা সবাই এমনভাবে অনুপ্রণিত হলো যে, তারা ভাবল, তাদেরও অন্যদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা উচিৎ। তাঁকে সম্মান জানানোর বিষয়ে তিনি আমাদের জ্ঞাত করেছেন। তাহলে আসুন, আমরাও খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের বিষয়টি অন্যদের কাছেও প্রকাশ করি, কিন্তু আমরা যেন নিজেদের সম্মানের জন্য অধিক সচেষ্ট না হই। এই স্ত্রীলোকটিকে একজন প্রেরিতের মত করে প্রেরণ করা হয়েছিল। *Quæ scortum fuerat egressa, re-greditur magistra evangelica – যে অপবিত্রতার নমুনা রূপে সামনে অগ্রসর হয়েছিল সে সত্য ধর্মের শিক্ষক রূপে ফিরে এসেছিল*, বলেছিলেন *এ্যারিটিয়াস*। খ্রীষ্ট তাকে বলেছিলেন যেন সে তার স্বামীকে ডেকে আনে। কিন্তু সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখল যে, আরও উত্তম হবে যদি সে সবাইকে ডেকে আনে। স্ত্রীলোকটি গ্রামে চলে গিয়েছিল, যে গ্রামে সে তার আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের সঙ্গে বাস করত। "যাদের প্রতি আমার উত্তম

কাজ করার সুযোগ রয়েছে তারা যদিও আমার প্রতিবেশী, তবুও তারা আমার সবচেয়ে কাছে বাস করছেন। আমার সবচেয়ে বড় সুযোগ রয়েছে এবং মহান দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে বলে তাদের প্রতি আমি উত্তম কাজ করতে পারি।" যেখানে কোন গাছের বীজ পতিত হয়, সেখানে উপকারী কোন কিছুর সৃষ্টি হয়।

(২) যে মেহমানের সাথে তার দেখা হয়েছিল, কত সুন্দরভাবে এবং কার্যকরীভাবে সে লোকদের কাছে তাঁর সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিল।

[১] খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হওয়ার জন্য যা তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল সে তা সরলভাবে লোকদের কাছে ব্যক্ত করল, "আমি জীবনে যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।" তার স্বামীর বিষয়ে খ্রীষ্ট তাকে আর কিছু বলেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে আর কোন কিছু এখানে লেখা হয় নি। কিন্তু তার দোষের কথা আরও বেশি কিছু বলে তাকে উন্নতশীল করার বিষয় ছিল না এটি। অথবা তিনি তাকে এমন কোন কথা বলেন নি যার দ্বারা সে আত্মিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে না পারে। কিন্তু তিনি তাকে সেই সব বিষয় জানিয়েছিলেন যা তার পক্ষে উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী চিরকাল কাজ করা সম্ভব। যদি তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানের অধিকারী হন, তাহলে সেই জ্ঞানে রয়েছে সর্বজ্ঞতা। তিনি তাকে যা বলেছেন তা অন্য কেউ জানে না কেবল ঈশ্বর এবং তার নিজ বিবেক জানে। দু'টি বিষয় তাকে প্রভাবিত করেছিল:

*প্রথমত*, তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি। আমরা যা কিছু করে থাকি তার সব কিছুই বলতে পারি না। অনেক বিষয় উপেক্ষিত থাকে, অনেক বিষয় আমাদের পাশ কাটিয়ে যায় অনেক বিষয় আছে যা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু খ্রীষ্ট মনুষ্য সন্তানদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা, এবং সমস্ত কাজ সম্পর্কে জানেন (ইব্রীয় ৪:১৩)। তিনি বলেছেন, "আমি জানি তোমার সমস্ত কাজ।"

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর বাক্যের ক্ষমতা। এই রকম বর্ণনাতীত শক্তি এবং ক্ষমতার দ্বারা তার সমস্ত গুপ্ত পাপের কথা বলার জন্য স্ত্রীলোকটির অন্তরে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। একজনের কথায় সে নিজের পাপ সম্পর্কে চেতনা পেল এবং সব কিছু বিচার করতে পারল। স্ত্রীলোকটি বলেন নি যে, "এসো, একজন মানুষকে দেখ, যিনি আমাকে ধর্মীয় উপাসনা সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কথা বলেছেন এবং উপাসনা নিয়ম সম্পর্কে নতুন কথা বলেছেন যার দ্বারা এই পাহাড় এবং যিরূশালেমের মধ্যে সমস্ত বিবাদের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁকে খ্রীষ্ট বলা হয়। "এসো, একজন মানুষকে দেখ, যিনি আমার পাপের কথা বলে দিয়েছেন।" খ্রীষ্টের আলোচনার এই অংশটি সে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল। অনেকে একথা ভাবতে পারেন যে, বারবার একই কথা বলার বিষয়টি ছিল লজ্জাজনক পুনরুক্তি। কিন্তু খ্রীষ্টের বাক্য এবং আত্মার ক্ষমতা পরীক্ষিত প্রমাণিত যে এটি সব কিছুর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক এবং এটি সন্দেহমুক্ত। পতন এবং পাপের দণ্ডাজ্ঞা যদি খ্রীষ্টের জ্ঞানের দ্বারা চালিত করি তাহলে তা হবে যথার্থ এবং রক্ষাকারী।

[২] সে তাদের আসার জন্য এবং তাঁকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যার উপর সে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কেবলমাত্র এটা বলার জন্য নয় "এসো এবং তাঁর দিকে তাকাও," কেবলমাত্র তাঁকে প্রদর্শন করার জন্য সে লোকদের আমন্ত্রণ জানায় নি; কিন্তু এ কথা বলার জন্য: "তোমরা এসো এবং তাঁর সাথে আলাপ করো। এসো এবং তাঁর প্রজ্ঞার কথা শোন,

যেমন আমি তা করেছিলাম। যদি তোমরা তা করো তবে তোমরা আমার মত অনুগ্রহ লাভ করবে।" যা তাকে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়ে সে কোন বাদানুবাদে অংশ নেয় নি, কিন্তু অন্যদের প্রভাবিত করার রীতি সে গ্রহণ করেছিল। অন্য কারো দেখার মধ্য দিয়ে নয় কিন্তু তার নিজের সত্যের প্রমাণ দেখতে পেল। "এসো এবং তাঁর সঙ্গে কথা বল, তাহলে তুমি তাঁর বাক্যের মধ্যে এমন ক্ষমতা দেখতে পাবে যা অন্য সব প্রমাণকে অতিক্রম করে বহুদূর চলে যাবে।" লক্ষ্য করুন, যদি কেউ অন্যদের আলোচনা এবং বিশ্বাসকে সামান্যতম হলেও সামনের দিকে চালিত করে তাহলে সে অবশ্যই তাদের অনুগ্রহের উদ্দেশ্যের কাছে আনতে সক্ষম হবে, যার মধ্যে তাদের সার্থকতা খুঁজে পাবে। খ্রীষ্ট এখন গ্রামের এক প্রান্তে রয়েছেন। "এখন এসো এবং তাঁকে দেখ।" যখন ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের সুযোগ আমাদের নাগালের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তখন যদি আমরা তা অবজ্ঞা করি তাহলে তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। যদি কোন ভাববাদী বা রাজা দরজার কাছে এসে উপস্থিত হন তাহলে কি আমরা তাঁকে দেখার জন্য দৌড়ে যাব না?

[৩] তাদের অনুরোধ করার ব্যাপারে স্ত্রীলোকটি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল, যেন তারা পরীক্ষা করে নিজেদের মত সম্পর্কে, নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। "তাহলে উনিই কি সেই খ্রীষ্ট? " সে সুনিশ্চিতভাবে বলে নি, "তিনিই হলেন খ্রীষ্ট।" সে তার নিজের চিন্তায় কতটা পরিষ্কার ছিল, তবুও সে সুবিবেচকের মত খ্রীষ্টের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল। অন্যথায় তারা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতো না। এই কারণে সে তাদের কাছে বিষয়টি অর্পণ করেছিল। সে তার বিশ্বাস অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয় নি। কিন্তু কেবলমাত্র তাদের কাছে বিষয়টি প্রস্তাব করেছিল। এমন সরল কিন্তু জোরালো অনুরোধ ছিল যে, লোকদের বিষয়জ্ঞান এবং বিবেক কিছু সময় বিষয়টি অবগত হওয়ার জন্য চিন্তা করল।

(৩) এই আমন্ত্রণে সে কি সাফল্য অর্জন করেছিল: *এতে লোকেরা গ্রাম থেকে বের হয়ে যীশুর কাছে আসতে লাগল*, পদ ৩০। কিন্তু যদিও এটি খুব অসম্ভব বলে মনে হতে পারে যে, একজন ক্ষুদ্র শারীরিক গঠনের স্ত্রীলোক এবং যে দুর্বল স্বভাবের, সে শমরীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টের আবিষ্কার করার কারণে সম্মান পাবার যোগ্য হয়েছে। তবুও ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে লোকেরা তাদের হৃদয় অবনত করে স্ত্রীলোকটির সংবাদের প্রতি মনযোগী হয়েছিল, অলস গল্পের মত অবজ্ঞা করেনি। মহা বিপদের সময় একদল কুষ্ঠরোগী সর্বপ্রথম শমরীয়ায় বিপদ থেকে মুক্তির কথা পৌঁছে দিয়েছিল (২ রাজাবলি ৭:৩)। লোকেরা তাঁর কাছে এসেছিল, তাঁর জন্য লোকদেরকে গ্রামে পাঠান নি, কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শনের নমুনা এবং তাঁকে দেখার আগ্রহে ব্যকুলতার জন্য তারা গ্রামের বাইরে তাঁর কাছে গিয়েছিল। যারা খ্রীষ্টকে জানার জন্য তাঁর কাছে আসেন এবং বিশ্বাস করেন তাদের নাম তাঁর কাছে লিখে রাখেন।

গ. স্ত্রীলোকটির অনুপস্থিতির সময় খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, পদ ৩১ -৩৮। দেখুন আমাদের প্রভু যীশু সময় রক্ষা করার ব্যাপারে কতটা সজাগ ছিলেন, তিনি প্রতিটি মিনিটের সদ্ব্যবহার করতেন, অবকাশ সময় তিনি কোন না কোন কাজ করে তা পূরণ করতেন। যখন তাঁর শিষ্যরা গ্রামে চলে গিয়েছিল ঐ সময়ে খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকটির সাথে কথা বলেছিলেন। আর এই আলোচনা ছিল খুব শিক্ষাপ্রদ এবং তার জীবনের বিষয়ের জন্য উপযোগী। এটি খুব মঙ্গলজনক হবে যদি আমরা এই ভাবে খণ্ডিত সময়গুলোকে একত্র

করে সদ্ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের সময়গুলো অপচয় হবে না। এই আলোচনায় দু'টি লক্ষণীয় বিষয় আছে:

১. খ্রীষ্ট তাঁর নিজের কাজে কেমন সন্তোষ প্রকাশ করতেন। তাঁর কাজ ছিল যারা হারিয়ে গেছে তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের পরিত্রাণ দান করা, যেন তারা উত্তম অনুগ্রহে পূর্ণ হতে পারে। এখন এই কাজের দ্বারা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার বিষয়টি দেখতে পাই কারণ:-

(১) তাঁর কাজের সময় তিনি আহার পানীয়কে অবহেলা করেছেন। যখন তিনি কুয়ার পাশে বসে ছিলেন, তিনি ক্লান্ত ছিলেন, তিনি ক্ষুধার্থ ছিলেন বলে তাঁর আহারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখনই হারানো আত্মাকে পরিত্রাণ দেবার সুযোগ লাভ করলেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ এবং ক্ষুধার কথা ভুলে গেলেন। তিনি তাঁর খাবারের জন্য এত কম ইচ্ছুক ছিলেন যে:-

[১] তাঁর শিষ্যরা এই খাবার গ্রহণ করতে তাঁকে আহ্বান করলেন, "রব্বি, আহার করুন।" তাঁরা খ্রীষ্টকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের ভালবাসার নমুনা; পাছে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আত্মার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মহত্বের উদাহরণ হল পাপীদের তাঁর কাছে আহ্বান। আমরা এখান থেকে পবিত্রতার প্রতি উদাসীন এবং এমনকি জীবনের উপকারী সাহায্য বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারি আত্মিক বিষয় দিয়ে তুলনা করার মাধ্যমে।

[২] খ্রীষ্ট খাবার গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক দেখে শিষ্যরা মনে করলেন, তাঁরা যখন খাবার আন-ার জন্য গ্রামে গিয়েছিল তখন কেউ হয়তো তাঁকে খাবার দিয়ে গেছে (পদ ৩৩): "তাহলে কি কেউ তাঁকে কোন খাবার এনে দিয়েছে?" দুপুরের খাবার গ্রহণ করার জন্য তাঁর স্পৃহা এত কম ছিল যে, তাঁর শিষ্যরা ভাবলেন তিনি ইতোমধ্যে তাঁর দুপুরের আহার সম্পন্ন করেছেন। যারা ধর্মীয় কাজ করার জন্য ইচ্ছুক থাকেন, যখন তাদের সামনে কোন ধর্মীয় কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাদের দায়িত্ব হল, তাদের জাগতিক খাবার গ্রহণ করার আগে ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করা। যেমন অব্রাহামের দাস করেছিলেন, তিনি তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের কথা না বলা পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করেন নি। আমরা শমূয়েলের কথা বলতে পারি, দায়ূদকে অভিষেক না করা পর্যন্ত তিনি খেতে বসেন নি (১ শমূয়েল ১৬:১১)।

(২) তাঁর কাজকে তিনি রুটি এবং পানীয় বলে মনে করতেন। শমরীয়দের মধ্যে যে কাজ তিনি করেছিলেন, তিনি আশা করলেন যেন আরও অনেক বেশি উত্তম কাজ তিনি করতে পারেন। আর এটাই হল তাঁর কাছে রুটি এবং পানীয়; এটি হলো মহা আনন্দ এবং সন্তুষ্টি। কখনোই একজন ক্ষুধার্থ এবং একজন পেটুক মানুষের মত প্রচুর পরিমাণে খাবার খাওয়ার জন্য আকাঙ্খী হওয়া উচিৎ নয়। সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত বিলাসপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ নয়। আত্মার মঙ্গল সাধন করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যেমন আকাঙ্খিত ছিলেন, তেমনি আমাদেরও প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তিনি যা বলেছেন সেই সম্পর্কে দেখুন:-

[১] এটি ছিল চিরকালীন খাবারের বিষয়, যে খাবারের সম্পর্কে শিষ্যরা জানতেন না।

শমরীয়দের মধ্যে তাঁর সুসমাচারকে স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা বা আকাঙ্খা খ্রীষ্টের থাকতে পারে, তাঁর শিষ্যরা তা কল্পনাও করতে পারেন নি। যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি তা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। লক্ষ্য করুন, তাঁর শিষ্যরা যা জানতেন, প্রত্যাশা করতেন, খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচার এবং আত্মার মাধ্যমে তার চেয়ে মানুষের আত্মার মঙ্গল সাধনের জন্য আরও অনেক বেশি মঙ্গলজনক কাজ করেছিলেন। এটি উত্তম বিশ্বাসীদের কথাও হতে পারে যারা বিশ্বাসের মধ্যে বাস করছেন। তারা যে খাবার গ্রহণ করে তা অন্যরা হয়তো জানে না। তারা সেই অজানা বিষয়ে আনন্দ করে যা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে না। তাঁরা এই কথা পরস্পর বলাবলি করছিলেন, "তাহলে কি কেউ তাঁকে কোন খাবার এনে দিয়েছে?" যখন খ্রীষ্ট রূপক কথা ব্যবহার করেছিলেন, তখন তাঁর নিজের শিষ্যরা দৈহিক এবং মাংসিক জ্ঞান দ্বারা তা অনুধাবন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন।

[২] কেন তিনি তাঁর কাজকে খাবার এবং পানীয় বলেছিলেন তার কারণ হলো, এটি ছিল তাঁর পিতার কাজ, তাঁর পিতার ইচ্ছা, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তার ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই হল আমার খাবার" (পদ ৩৪)। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, পাপী মানুষের পরিত্রাণ লাভ করা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং খ্রীষ্টের বিষয়ের সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে এবং তাঁর কার্যের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে (১ তীমথিয় ২:৪)। তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অনেককে পরিত্রাণের মাধ্যমে বাছাই করবেন।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টকে এই জগতে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, যেন তাঁর মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে।

*তৃতীয়ত*, তিনি এই কাজকে তাঁর কর্তব্য এবং আনন্দের বিষয় বলে মনে করতেন। যখন তিনি ক্ষুধা অনুভব করতেন তিনি তাঁর হৃদয়কে এমন কাজে নিয়োজিত করতেন যে, তিনি তাঁর ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়েই, রুটি এবং পানীয় উভয়েই গ্রহণ করতে ভুলে যেতেন। মঙ্গলজনক কোন কাজ করা ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোন কিছুই মহৎ ছিল না। যেখানে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পেতেন, তিনি সেখানে যেতেন যেন তিনি সেখানে উত্তম কিছু করতে পারেন, কারণ তাঁর খাবারই ছিল উত্তম কাজ করা।

*চতুর্থত*, তিনি যে কেবল উপযুক্ত সময়ে তাঁর কাজ করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি আন্তরিক এবং যত্নের সাথে কাজ করতেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের সব কিছুই খুব সুন্দরভাবে শেষ করতেন। তিনি কখনোই তাঁর কাজ থেকে অব্যাহতি ে যিরমিয় চেষ্টা করেন নি, কখনোই কাজ ফেলে রাখেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না বলেছেন, "শেষ হয়েছে।" অনেকে আছেন যারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এই আগ্রহ থাকে না। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাজ শেষ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যেন আমরাও ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করার বিষয়ে শিখতে পারি।

১) পরিশ্রম এবং গভীর অধ্যবসায়ের সাথে আমাদের কাজ করতে হবে।

২) আমাদের কাজ আনন্দ এবং সন্তুষ্টির অপরিহার্য বিষয় হতে হবে।

৩) স্থিরতা এবং অধ্যাবসায়ের দ্বারা কাজ করতে হবে। কেবলমাত্র কাজ করার ইচ্ছা

থাকলে চলবে না, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকবে যেন আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারি।

২. এখানে লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর কাজে কীভাবে সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর শিষ্যদের তাঁদের কাজে পরিশ্রমী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁরা তাঁর সাথে কাজ করতেন, এই কারণে সহকর্মীদের তাঁর মত হওয়া প্রয়োজন। তিনি যেভাবে কাজকে 'খাবার' বলে মনে করতেন, তাঁদেরও ঠিক তেমনিভাবে কাজকে 'খাবার' বলে মনে করতে হবে। তাঁদের যে কাজ করণীয় ছিল তা হল সুসমাচারের কথা লোকদের কাছে প্রচার করা এবং খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপন করা। খ্রীষ্ট এটিকে ফসল কাটার কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এটি হল এই পৃথিবীর ফসল কেটে সংগ্রহ করার কাজ। আর এই উপমা তিনি তাঁর আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন (পদ ৩৫-৩৮)। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের সময় হলো ফসল কাটার সময় এবং সুসমাচারের কাজ হল ফসল কাটার কাজ। ফসল কাটার কাজ পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে এবং এটি প্রত্যাশিত, যেমন সুসমাচার ছিল। ফসল কাটার সময় হল খুব ব্যস্ততার সময়। প্রতিটি হাত কার্যে নিযুক্ত থাকতে হবে। প্রত্যেককে তার নিজের জন্য কাজ করতে হবে যেন সে সুসমাচারের আনন্দ এবং অনুগ্রহের পুরস্কার লাভ করতে পারে। কার্যকারীরা অবশ্যই ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করবেন আত্মা সংগ্রহ করে তার কাছে আনার জন্য। ফসল কাটার সময়ের সুযোগ খুব স্বল্প এবং এর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যা চিরস্থায়ী নয়। ফসল কাটার কাজ অবশ্যই যথাসময়ে সম্পন্ন করার কাজ, অন্যসময় একেবারেই ফসল কাটা উচিৎ নয়। তেমনি সুসমাচারের অনুগ্রহ লাভ করারও একটি বিশেষ সময় রয়েছে যেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কারণ যে সময় চলে যায় তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। শিষ্যরা খ্রীষ্টের জন্য আত্মা সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিল। খ্রীষ্ট তাদের পরিশ্রমী হওয়ার জন্য তাদের উদ্দীপ্ত করতে তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন:-

(১) এটি খুব প্রয়োজনীয় কাজ। এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এটি খুব জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজ (পদ ৩৫): "তোমরা কি বল না, আর চার মাস পরে শস্য কাটার সময় হবে? দেখ, আমি তোমাদেরকে বলছি, চোখ তুলে ক্ষেতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটার মত শ্বেতবর্ণ হয়েছে।" এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] ফসল কাটা সম্পর্কে খ্রীষ্টের এই উক্তি: *আর চার মাস বাকী আছে, তার পরেই ফসল কাটার সময় হবে*, সাধারণত যা এভাবেই করা হয়। "বীজ বোনার সময় তোমরা বীজ বপনকারীকে উৎসাহ দেবার জন্য বলে থাক, আর মাত্র চার মাস বাকী আছে তার পরেই ফসল কাটতে পারবে।" যবের বীজ বপন করা এবং ফসল কাটার মধ্যবর্তী চার মাস সময় হাতে থাকে। সম্ভবত অন্য শস্যের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। অথবা "বিশেষভাবে তোমরা এইভাবে গণনা করে থাক প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ফসল কাটার জন্য এখনো চার মাস সময় বাকী রয়েছে।" যিহূদীদের ফসল কাটার সময় হয় নিস্তার-পর্বের সময়, পুনরুত্থানের সময়, যা তুলনামূলকভাবে আমাদের বছরের অনেক আগে, এই বীজের অঙ্কুর প্রকাশিত হয় শীতকালে, নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। ঐ সময় খ্রীষ্ট গালীলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য যিহূদিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কারণ খ্রীষ্ট উত্তম কাজ করার সময় যে কোন আবহাওয়ার সময় ভ্রমণ করতেন। ঈশ্বর প্রতি বছর একবার ফসল কাটার প্রতিজ্ঞা করেন নি কিন্তু ফসল কাটার সপ্তাহরূপে নিয়োগ করেছেন। তাই আমরা জানি কখন তা

প্রত্যাশা করবো এবং আমাদের পরিমাণ অনুযায়ী গ্রহণ করব।

[২] খ্রীষ্টের এই উক্তি ছিল সুসমাচারের ফসল কাটা সম্পর্কে। অন্যদের অন্তর যেমন জগতের ফসল কাটার উপর ন্যস্ত থাকে ঠিক তেমনি খ্রীষ্টের অন্তরও তাঁর সুসমাচারের ফলের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই বিষয়ের দিকে চালিত করার জন্য তিনি তাঁর চিন্তাকে তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করলেন, "চোখ তুলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ ফসল কাটবার মত তা সাদা বর্ণের হয়েছে।"

*প্রথমত*, যে স্থানে তাঁরা এখন অবস্থান করছেন, সেখানে তাঁর জন্য ফসল কাটার কাজ রয়েছে। শিষ্যরা খ্রীষ্টকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, পদ ৩১। শিষ্যরা বলেছিলেন, "রব্বি, কিছু খান।" তিনি বলেছিলেন, "আমাকে অন্য কাজ করতে হবে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রয়োজনীয়। তাকিয়ে দেখ, শমরীয়ার জনস্রোত গ্রাম ছেড়ে মাঠের উপর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য।" সম্ভবত এখনো অনেকে আছেন যারা এমন দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। লোকদের সুসমাচার শোনার জন্য গভীর ব্যাকুলতা পরিচর্যাকারী আনন্দকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাঁকে আরও কর্ম তৎপর করে তোলে।

*দ্বিতীয়ত*, অন্যস্থানে দেশের সমস্ত স্থানে, ফসল কাটার জন্য তাঁদের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে কাজ করতে হবে। "এই অঞ্চলের কথা বিবেচনা কর, দেশের অবস্থার কথা চিন্তা কর। তুমি দেখতে পাবে, ফসলের মাঠ যেমন পরিপূর্ণভাবে পাকা ফসল কাটার জন্য হয়ে থাকে ঠিক তেমনি বৃহৎ জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।" মাঠের শস্য এখন কাটার মত সাদা হয়েছে।

১. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের কাছে লোকদের সংগ্রহ করার এখনই সময় (আদিপুস্তক ৪৯:১০), যখন মণ্ডলীতে মহা সম্মেলন হবে। এই জন্য এই সময় হলো কাজে ব্যাপৃত হবার সময়। ঈশ্বরের জন্য যে কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে আমাদের উৎসাহিত করবে, যদি আমরা সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারি যে, এটাই ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার উপযুক্ত সময়, তাহলে এতে আমরা কৃতকার্য হব।

২. মানুষের বিন্যাস দ্বারা। যোহন প্রভু যীশুর জন্য একদল লোককে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করেছিলেন (লূক ১:১৭)। তারপর থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসংবাদ প্রচার করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সঙ্গে সেই রাজ্যে ঢুকেছে (লূক ১৬:১৬)। এই জন্য সুসমাচার প্রচারের জন্য তাদের কাজে সর্বশক্তি এবং সমস্ত তেজকে প্রয়োগ করার, পাকা ফসল কাটার জন্য কাস্তের উপর নির্ভর করার এটাই সময় (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৫)। এখনই কাজ করা আবশ্যক, খুবই দুঃখজনক বিষয় হবে যদি এই উপযুক্ত সময়ে কেউ ঘুমিয়ে থাকে। যদি শস্য পেকে যায় এবং যথাসময়ে তা কাটা না হয় তা হলে সেই শস্যের খোসা খুলে যাবে। শস্যটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে এবং মুরগী সেই শস্য খুটে খুটে খাবে। যদি কোন আত্মা দোষী হিসেবে প্রতিপন্ন হয় এবং যদি তার ভাল কোন প্রবণতা থাকে, এখন তাদের সাহায্য করা যাবে না, তাদের আরম্ভ আশাজনক হবে না এবং তারা বেঁচে থাকার ভানকারী হবে। এখনই কাজ করাও সহজ। যখন মানুষের অন্তর প্রস্তুত থাকে সেই মুহূর্তে কাজ করতে হবে (২ বংশাবলি ২৯:৩৬)। আনন্দের সাথে পরিশ্রম করে ঈশ্বরের বাক্য

প্রচার করার সময় যখন পরিচর্যাকারী দেখতে পাবেন যে, লোকেরা খুব আনন্দের সাথে প্রচার শুনছেন সেখানে নিশ্চই অনুগ্রহ নেমে আসবে।

(১) এটি খুবই মঙ্গলজনক এবং সুবিধাজনক কাজ, যার দ্বারা তারা নিজেরা লাভবান হবে, (পদ ৩৬): "যে কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য শস্য সংগ্রহ করে; যেন যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ করে।" যারা তাদের কাজের দায়িত্ব যথাযথ এবং বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করেছে, খ্রীষ্ট তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন বলে স্থির করেছেন। কারণ তিনি কখনোই যিহোয়াকীমের মত করবেন না, যিহোয়াকীম তাদের দেশের লোককে খাটিয়েছে কিন্তু তাদের পরিশ্রমের মজুরি দেয় নি (যিরমিয় ২২:১৩), অথবা যারা কাজের জন্য ভাড়া করা লোকদের সঙ্গে প্রতারণা করে ন্যায্য মজুরী দেয় নি, বিশেষ করে তাদের জন্য জমিতে শস্য ছেদন করেছিল (বিলাপ ৫:৪)। খ্রীষ্টের পক্ষে শস্য ছেদনকারীরা যদিও দিনে এবং রাতে তাঁর কাছে ক্রন্দন করে তবুও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করার মত কোন কারণ তারা দেখতে পারবে না। তারা একথা বলতে পারবে না যে, তারা একজন নির্দয় মনিবের পরিচর্যা করছে। তিনি কেবল শস্য ছেদন করেন না, এর মজুরীও তিনি গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টের কাজের জন্য রয়েছে তৎক্ষণিক পুরস্কার। তাঁর কাজে তিনি স্বয়ং মজুরী দেন।

[১] খ্রীষ্টের শস্য ছেদনকারীদের রয়েছে ফল তিনি অনন্ত জীবনের জন্য ফল সংগ্রহ করেন, তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করবে এবং যারা তাঁর কথা শুনবে তারাও রক্ষা পাবে (১ তীমথিয় ৪:১৬)। যদি বিশ্বস্ত শস্য ছেদনকারী তার নিজের জীবন রক্ষা করে তাহলে তার সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করবে, এই ফল অনন্ত জীবনে সংগৃহীত হবে। অধিকন্তু যদি সে অন্যদের জীবন রক্ষা করার জন্য সাহায্য করে থাকে তবে তাও সংগৃহীত হবে। খ্রীষ্টের কাজে আত্মা সংগ্রহ করা হল উত্তম ফল, খ্রীষ্ট এমন ফলের অন্বেষণ করে থাকেন (রোমীয় ১:১৩)। এটি সংগ্রহ করা হয় খ্রীষ্টের জন্য, এটি সংগ্রহ করা হয় অনন্ত জীবনে। একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর আনন্দের বিষয় হলো যে সে, মহামূল্য আত্মার অনন্ত পরিত্রাণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

[২] তাদের রয়েছে আনন্দ: তিনি বীজ বপন করেন এবং তারা ফসল কাটে আনন্দের সাথে তা সংগ্রহ করতে পারে। যে পরিচর্যাকারী যোহনের মত আনন্দের সঙ্গে বীজ বপন করার মত উত্তম কাজ আরম্ভ করে, যে এই কাজে নিয়োজিত থেকে সামনে এগিয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ফসল কাটবে এবং উভয়েই একসঙ্গে আনন্দ করবে। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যদিও সুসমাচারের সার্থকতার গৌরব ঈশ্বরের প্রতি বর্ষে, তথাপি বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা এর আনন্দের ভাগী হতে পারবে। যারা ফসল কাটে তারা ফসল কাটার আনন্দে অংশী হবে, যদিও সম্পূর্ণ লাভ পাওয়ার অধিকারী একমাত্র মনিব (১ থিষলনীকীয় ২১:১৯)।

*দ্বিতীয়ত*, যে পরিচর্যাকারীরা, যারা বিভিন্ন গুণের অধিকারী, যারা একের প্রতি অন্যের হিংসা করা করা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে, তারা পরস্পর একে অন্যের সাফল্যে এবং উন্নতিতে আনন্দ করবে। যদিও খ্রীষ্টের সব পরিচর্যাকারী সমভাবে কার্যকারী নয়, এবং সমভাবে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম নয়, তবুও তারা বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য সদাপ্রভুর করুণা লাভ করবে; তারা অবশেষে সবাই একত্রে তাদের সদাপ্রভুর আনন্দের মধ্যে প্রবেশ

করতে সক্ষম হবে।

(২) এই কাজটি সহজ, এই কাজটির অর্ধেক সম্পাদিত হয় যারা তাদের আগে ক্ষেত্রে গিয়েছে: "একজন বীজ বোনে আর একজন বীজ কাটে," পদ ৩৭-৩৮। কখনো কখনো তার উপর দুঃখজনক দণ্ডাজ্ঞা নেমে আসে এই রকম বপনের জন্য (মীখা ৬:১৫; দ্বি.বি. ২৮:৩০): তারা ফসল বুনবে এবং অন্য কেউ সেই ফসল কেটে নিয়ে যাবে। যেমন দ্বি.বি. ৬:১১ পদে আছে: "উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সব গৃহ ও যা খনন কর নি, এমন সব খনন করা কূপ এবং যা প্রস্তুত কর নি, এমন সব আঙ্গুরক্ষেত ও জলপাইক্ষেত পেয়ে যখন তুমি ভোজন করে তৃপ্ত হবে," একই রকম এখানেও। মোশি, অন্য ভাববাদীরা এবং যোহন সুসমাচারের পথ প্রস্তুত করেছেন, তারা যে উত্তম বীজ বপন করেছিলেন বস্তুত নতুন নিয়মের পরিচর্যাকারীরা তার ফল সংগ্রহ করেছে। "আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠালাম যার জন্য তোমরা কোন পরিশ্রম করো নি" (যিশাইয় ৪০:৩-৫)।

[১] পুরাতন নিয়মের প্রচার সম্পর্কে এখানে দু'টি বিষয় নির্দেশ করে।

*প্রথমত*, পুরাতন নিয়মের পরিচর্যার কাজ খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। মোশি এবং অন্য ভাববাদীরা বীজ বপন করেছিলেন বটে কিন্তু ফসল কাটার ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি। তাদের পরিশ্রমের খুব সামান্যই তারা দেখতে পেয়েছিলেন। তারা যে প্রচার করেছিলেন তার চেয়ে তাদের যে লেখা আমাদের কাছে আছে তা আরও বেশি প্রভাব ফেলেছে।

*দ্বিতীয়ত*, এটি নতুন নিয়মের প্রচারের পক্ষে খুবই সাহায্য করেছে এবং এর জন্য পথ প্রস্তুত করেছে। ভাববাদীদের লেখা প্রতি বিশ্রামবারে সমাজ-ঘরে পাঠ করা হত মানুষের হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রত্যাশাকে জাগাবার জন্য এবং খ্রীষ্টের আগমনকালে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। পুরাতন নিয়মের লেখা কিছু বিষয় আমাদের খুব উপকৃত করেছে। বিশেষ করে তাঁরা প্রথমে খ্রীষ্ট সম্পর্কে লিখেছেন, কারণ তাঁরা যে কাজ সম্পাদন করেছেন তার দ্বারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি (১ পিতর ১:১২; ইব্রীয় ৪:২; রোমীয় ১৬:২৫,২৬)।

[২] এটিও খ্রীষ্টের প্রেরিতদের প্রচার সম্পর্কে দু'টি বিষয় নির্দেশ করেছে।

*প্রথমত*, এটি হল ফলদায়ক প্রচার: তারা যে ফসল কাটছে তা হল আত্মা সংগ্রহ করে খ্রীষ্টের গোলায় জমা করা। পুরাতন নিয়মে যেমন পরবর্তী সাত বছর ফসল সংগ্রহের কথা লেখা আছে যেন পরবর্তী সাত বছর দুঃর্ভিক্ষের সাত বছর খাদ্যাভাব না হয় তার চেয়ে এটি আরও অনেক আশাপ্রদ যে, এই সংগ্রহ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য যেন অনন্তকাল তারা সেখানে থাকতে পারে।

*দ্বিতীয়ত*, এটিই খুব সহজতর হয়েছিল বিশেষ করে যিহূদীদের মধ্যে, যাদের কাছে ভাববাদীদের লেখার মাধ্যমে প্রথমে পাঠানো হয়েছিল। ভাববাদীরা চোখের জলে বীজ বপন করেছিলেন, তাঁরা আর্তনাদ করে প্রচার করেছিলেন, আমরা বৃথা পরিশ্রম করেছি। প্রেরিতরা আনন্দের সাথে বীজ বপন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়েছি বলে ঈশ্বর তাঁর জয়যাত্রায় সব সময় আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।" লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীর পরিশ্রম থেকে উত্তম ফল আসবে। যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে লোকদের মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন এবং পরিচর্যাকারী সার্থকতা লাভ

করবেন, কারণ তারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। যোহন এবং তাঁর সহযোগীরা পরিশ্রম করেছেন, এবং খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাদের পরিশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন এবং যা তাঁরা বুনেছিলেন তার ফল তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। দেখুন, যারা আমাদের আগে চলে গেছেন তাদের জন্য ঈশ্বরের আমরা যে অনুগ্রহ পেয়েছি তার কারণ হলো, তাদের প্রচার এবং তাদের লেখার জন্য; তাদের সময়ে তারা যা করেছেন এবং কষ্টভোগ স্বীকার করার জন্য, তাদের পরিশ্রমের ফলের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য। তাদের অধ্যয়ন এবং পরিচর্যা আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। যদি প্রাচীনকালের মজুরেরা সকাল নয়টায় এবং বর্তমান কালের মজুরেরা বিকেল পাঁচটায় আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করতে যায়, শেষ বিচারের দিনে, ফসল বোনা এবং ফসল কাটার জন্য উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার কারণে তারা এতই আনন্দিত হবে যে, তারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ থেকে অনেক দূরে থাকবে এবং সমস্ত ফসলের মনিব সব কিছুর জন্য মহিমান্বিত হবেন।

ঘ. শমরীয়দের সঙ্গে খ্রীষ্টের সাক্ষাতের ফলে তাদের উপর উত্তম প্রভাব ফেলেছিল, সেই সুন্দর ফল এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিরাজ করছে, পদ ৩৯-৪২। দেখুন, কি চমৎকার প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল:

১. খ্রীষ্ট সম্পর্কে স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্য দ্বারা। যদি একটি মাত্র সাক্ষ্য ছিল সেটি এবং সাক্ষ্যটির মধ্য দিয়ে তার পাপ প্রকাশ পেয়েছিল, তথাপি তার সাক্ষ্যে সে বলেছিল, "আমি জীবনে যা কিছু করেছি তিনি তার সবকিছুই বলে দিয়েছেন।" এই কথা ছাড়া সে আর অন্য কোন সাক্ষ্য দেয় নি। তথাপি এই কথা অনেককে প্রভাবিত করেছিল। কেউ হয়তো ভাবতে পারতো যে, তিনি এই মহিলার সব গোপন পাপের কথা বলে দিয়েছেন, তাই তাঁর কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়, পাছে তিনি তার সমস্ত গোপন পাপের কথা প্রকাশ করে ফেলবেন। কিন্তু ভাববাদী হিসেবে তিনি তাদের গোপন কথা প্রকাশ করবেন এমন ভয় তারা মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিল। বরং ভাববাদী হিসেবে তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সাহসী উদ্যোগ নিল। তার দু'টি বিষয় :

(১) খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস করা (পদ ৩৯) : স্ত্রীলোকটির কথা শুনে সেই গ্রামের অনেক শমরীয় লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করল। তারা তাঁর উপর এমনই বিশ্বাস করেছিল যে, তারা তাঁকে একজন ভাববাদী হিসেবে গ্রহণ করে নিল এবং তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলো। আর এটা ছিল তাঁর উপর বিশ্বাস করার সহায়ক ব্যাখ্যা। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

[১] যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল তারা কে ছিল: অনেক শমরীয়, যারা ইস্রায়েল জাতির লোক ছিল না। যারা অনেক বেশি খ্রীষ্টের প্রত্যাশা করেছিল সেই যিহূদীদের অ বিশ্বাসের শোচনীয় অবস্থার মত যে তাদের বিশ্বাস ছিল না কেবল তাই নয় অযিহূদীদের বিশ্বাসের প্রচণ্ড আগ্রহ খ্রীষ্টকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করেছিল, যা যিহূদীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

[২] বিশ্বাস করার জন্য তাদের যা উদ্দীপ্ত করেছিল: স্ত্রীলোকটির কথা। এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, একটি উত্তম কাজ আরম্ভ করার জন্য এবং তা চলমান রাখার জন্য ঈশ্বর মাঝে

মাঝে দুর্বল এবং অসম্ভব কোন উপায়কে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করে থাকেন। একটি কাজের মেয়ের কথায় একজন সেনাপতি ইলিশায়ের কাছে গিয়েছিলেন (২ রাজাবলি ৫:২)।

*দ্বিতীয়ত*, ক্ষুদ্র কোন আগুনের শিখা বড় কোন ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। আমাদের পরিত্রাণকর্তা একজন দরিদ্র স্ত্রীলোককে শিক্ষা দানের মাধ্যমে সমস্ত গ্রামে সেই শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরিচর্যাকারীরা তাদের প্রচারের যেন উদাসীন কিংবা নিস্তেজ হয়ে না পড়েন, কারণ তাদের শ্রোতারা অল্প সংখক, নগণ্য। কারণ তাদের ভাল কাজের দ্বারা তাদের আরও ভাল কিছু সমর্পণ করা যাবে এবং এই সবই আরও মূল্যবান হবে। যদি তারা তাদের প্রত্যেকে নিজ প্রতিবেশী এবং নিজ ভাইয়ের কাছে শিক্ষা দান করে তাহলে বিশাল সংখ্যক লোক পরোক্ষভাবে শিখতে পারবে। ফিলিপ রথের উপর বসা একজন মাত্র ব্যক্তির কাছে প্রচার করেছিলেন যিনি তার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি তা কেবলমাত্র নিজে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তিনি তা নিজ দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে তিনি তা প্রচার করে বিস্তৃত করেছিলেন।

*তৃতীয়ত*, দেখুন পরীক্ষামূলকভাবে খ্রীষ্টের কথা বলা এবং এবং ঈশ্বরের বিষয়ে বলা কত উত্তম। এই স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে খুব কম কথাই বলেছিল, কিন্তু সে যা বলেছিল তা আবেগপ্রবণ হয়েই বলেছিল, "আমি জীবনে যা কিছু করেছি তিনি তার সবকিছুই বলে দিয়েছেন।" তারা উত্তম কাজে খুব আনন্দ পেয়েছিল কারণ তারা এর ফলে তাদের আত্মার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছিল (গীতসংহিতা ৬৬:১৬)।

(২) তাদের সাথে অবস্থান করার জন্য তারা তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করলো। যখন তারা তাঁর কাছে আসলো, তখন তারা তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করলো। স্ত্রীলোকটির দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে তারা একজন ভাববাদী হিসেবে তাঁর উপর বিশ্বাস এসেছিল। কিন্তু যখন তারা তাঁর কাছে আসলো, তারা দেখতে পেল যে, তাঁর বেশভূষা খুবই সাধারণ এবং বাহ্যিক অবয়বে দরিদ্রতার সুস্পষ্ট ছাপ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এতে তাঁর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন কিংবা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশার পরিমাণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, কিন্তু তথাপি তারা তাঁকে ভাববাদী হিসেবে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে স্থির ছিলেন। লক্ষ্য করুন, এখানে তাদের জন্য আশা রয়েছে যারা সাধারণ মানুষের কুসংস্কারকে অতিক্রম করে গেছে, যে লোকেরা সাধারণ বিষয়ের মধ্যে মূল্যবান কোন কিছুর প্রত্যাশা করে। তারা অনুগ্রহ লাভ করেছে, যারা খ্রীষ্টকে প্রথম দর্শনের ফলে বিরক্তবোধ করেনি। তারা খ্রীষ্টের প্রতি বিরক্তির মনোভাব থেকে যত দূরে থাকবে তাদের পক্ষে ততটাই সহজ হবে খ্রীষ্টকে তাদের সাথে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করা।

[১] তারা তাঁকে সম্মান দেখাবার প্রমাণ দিতে পারবে এবং তাঁর সুনাম অনুযায়ী তাঁকে তাঁর প্রাপ্ত সম্মান দিতে পারবে এবং আতিথেয়তা করতে পারবে। যারা আন্তরিকভাবে এবং অকপটভাবে সুসমাচার গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে ঈশ্বরের ভাববাদীরা এবং পরিচর্যাকারীরা সম্মানীত অতিথি, (যেমন লুদিয়ার কাছে পৌল এবং তার সঙ্গীরা সম্মানিত হয়েছিলেন এবং আতিথ্য পেয়েছিলেন, প্রেরিত ১৬:১৫)।

[২] তারা তাঁর কাজ থেকে অনেক উপদেশ লাভ করেছিল। খ্রীষ্টের এই উপদেশ ছিল

ঈশ্বরের সম্পর্কে শিক্ষা সম্পর্কিত। তারা আরও বেশি এই শিক্ষা লাভ করার জন্য এবং তাঁর সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলো। অনেকে আছেন যারা দলের লোকদের কাছে ভাগ্য সম্পর্কে কথা বলেন, কিন্তু এই দলের কাছে পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তাদের পাপ এবং কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তাদের পাপ এবং কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, শমরীয় সত্তা তাদের উপর জোরালোভাবে প্রভাব ফেলেছিল (লূক ১০:৩৩; ১৭:১৬)। যিহূদীদের যে ধর্মীয় মর্যাদা ছিল তা শমরীয়দের ছিল না। তথাপি যিহূদীরা, যারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখেছে, তাদের কাছ থেকে তাঁকে তাড়িত হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে শমরীয়রা যারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখে নি, তারা তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় নি, তারাই তাঁকে তাদের কাছে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ দিয়েছিল। সুসমাচারের সার্থকতা সব সময় সম্ভাবনা অনুযায়ী হয় না কিংবা কোন উপায় লাভের প্রত্যাশা অনুযায়ী কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলো তা নয়। শমরীয়রা তাদের দেশের প্রথা দ্বারা শিক্ষা লাভ করেছিল বলে যিহূদীদের সাথে তারা সতর্ক হয়ে কথা বলত। শমরীয়রা খ্রীষ্টকে তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল (লূক ৯:৫৩), কিন্তু এই শমরীয়রা খ্রীষ্টকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করল। লক্ষ্য করুন, এটি আরও বেশি খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রশংসাকে এবং তাঁর কথাকে যুক্ত করবে যদি এটি প্রথা এবং শিক্ষার পক্ষপাতকে এবং মানুষের তিরস্কারকে জয়লাভ করতে পারে। আমরা এখন একথা বলতে পারি যে, খ্রীষ্ট তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

*প্রথমত*, তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। যদি এই গ্রামটি তাদের মন্দিরের কাছে ছিল, তথাপি তাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং তাদের সাথে অবস্থান করলেন। যদিও তিনি যাত্রাপথে ছিলেন এবং আরও দূরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তথাপি যখন তিনি একটি উত্তম কাজ করার সুযোগ পেলেন, তিনি সেখানে তাদের সাথে অবস্থান করলেন। যা অনেক দূরে রয়েছে বলে আমরা বিবেচনা করি তা প্রকৃত প্রতিবন্ধক নয়। তথাপি তিনি তাদের সাথে সেখানে অবস্থান করলেন কিন্তু মাত্র দুই দিনের জন্য। কারণ তাঁর অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং সেখানে অনেক কাজ করণীয় ছিল। ঐ দুই দিনে গ্রামের অনেক লোক তাঁর কাছে এসেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনেছিল। এই পৃথিবীতে আমাদের পরিত্রাণকর্তার অবস্থান ছিল অল্প দিনের জন্য।

*দ্বিতীয়ত*, আমরা বলেছি যে, খ্রীষ্টের নিজ কথার দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপের দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছিল (পদ ৪১,৪২) তিনি কি বলেছিলেন এবং কি করেছিলেন তা এখানে সম্পর্কযুক্ত নয়, তাদের অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করা বা না কর-াও সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু এটি প্রকাশ করে যে, তার কথা এবং তার আচরণে এমনভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছিল যে তারা খ্রীষ্টেরূপে তার উপর বিশ্বাস করেছিল এবং একজন পরিচর্যাকারীর পরিশ্রম উত্তম কথা বলবে তার ভাল ফলের দ্বারা। স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে তাঁর কথা শুনে তারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা তাঁকে চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে, এবং এর সুফল হলো:

১. তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল (পদ ৪১): *তখন আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর উপর বিশ্বাস করলো*। অনেক লোক বলতে যারা প্রভাবিত হয়ে গ্রাম থেকে বের হয়ে তাঁর

কাছে এসেছিল কেবল তারা নয়। কিন্তু তিনি যখন তাদের সাথে গ্রামে এলেন এবং তাদের সাথে অবস্থান করলেন তখন অনেক লোক তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকা আনন্দের বিষয়। কখনও কখনও কারও আগ্রহ এবং তৎপরতার ফলে অনেক লোক উদ্বুদ্ধ হতে পারে যেন তারা খ্রীষ্টের কাছে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে (রোমীয় ১১:১৪)।

২. তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল যারা স্ত্রীলোকটির কথা শুনে তার উপর বিশ্বাস করেছিল তারা এখন খ্রীষ্টকে নিজ চোখে দেখে, তাঁর কথা শুনে তাঁকে এই কথা বলল: "এখন যে আমরা বিশ্বাস করেছি তা তোমার কথাতে নয়" (পদ ৪২)। তিনটি বিষয় রয়েছে যা তাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছিল:-

(১) এর মধ্যকার বিষয় অথবা যে বিষয়ের উপর তারা বিশ্বাস করেছিল। স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্যের ফলে তারা ভাববাদী হিসেবে অথবা স্বর্গ থেকে আগত অসাধারণ কোন দূত হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তখন তারা তাঁর সাথে আলাপ করে তাঁর উপর এই বিশ্বাস করল যে, তিনিই খ্রীষ্ট, সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি। ঠিক একইভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রত্যাশায় ছিল, আর তাই খ্রীষ্ট হলেন সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা। কারণ, এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে পরিত্রাণদান করবেন (যিশাইয় ৪৯:৬)।

(২) এর নিশ্চয়তা। তাদের বিশ্বাস পূর্ণ নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি যে ইনিই প্রকৃত খ্রীষ্ট। তিনি কৃত্রিম খ্রীষ্ট নন কিন্তু সত্য খ্রীষ্ট, তিনি পরিত্রাণকর্তার প্রতীক নন, যেমন পুরাতন নিয়মের মধ্যে অনেক প্রতীক পরিত্রাণকর্তা রয়েছে। কিন্তু একজনই প্রকৃত পরিত্রাণকর্তা আছেন। স্বর্গীয় সত্যের এই রকম নিশ্চয়তায় আমাদের পরবর্তী কি করণীয় আছে। আমরা এটা ভাবনা যে হলেও হতে পারে বা আমরা এটা চিন্তা করবো না যে যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু আমরা জানি যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট, সত্য খ্রীষ্ট।

(৩) এর ভিত্তির মধ্যে ছিল আত্মিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রকাশ: "এখন আমরা যে বিশ্বাস করেছি তা তোমার কথাতে নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছি।" এর আগে তারা স্ত্রীলোকটির কথায় বিশ্বাস করেছিল এবং এটি ছিল একটি ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু এখন তারা আরও বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করলো এবং তাদের বিশ্বাসের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হল: "আমরা এখন বিশ্বাস করেছি কারণ আমরা তাঁর কথা নিজের কানে শুনেছি, এবং চমৎকার আর স্বর্গীয় সত্য সম্পর্কে শুনেছি, এমন মহা ক্ষমতাবান ও সাক্ষীর সাহচার্য পেয়েছি যে, আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমরা নিশ্চিত যে, তিনিই খ্রীষ্ট।" শলোমনের সম্পর্কে সাবার রাণী যা বলেছিলেন এটি সেই রকম (১ রাজাবলি ১০:৬,৭): "আমি নিজের দেশে থাকতে আপনার কথা ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনেছিলাম তা সমস্তই সত্য। কিন্তু আমি যতক্ষণ এসে স্বচক্ষে না দেখলাম, ততক্ষণ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নি, আর দেখুন অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নি।" যে শমরীয়রা স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করেছিল, তারা আরও আলোকিত হল; *কারণ তাকে তা দেয়া হবে*। যে লোকের বিশ্বাস কম সে তার বিশ্বাসকে আরও বেশি বৃদ্ধি করতে পারবে। এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই শোনার মাধ্যমে কি রকম বিশ্বাস করেছিল।

[১] বিশ্বাসের জন্ম হয় মানুষের সংবাদ শোনার মাধ্যমে। এই শমরীয়রা স্ত্রীলোকটির কথায় এমন বিশ্বাস করেছিল যে তারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল এবং তাঁকে দেখেছিল। তারা এসেছিল এবং তাঁকে পরীক্ষা করেছিল। এভাবে পিতামাতা এবং প্রচারকগণের উপদেশ, মণ্ডলীর সাক্ষ্য এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিবেশীর সাক্ষ্য খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের পরিচিতিকে সুপারিশ করে এবং অনন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে এটি গ্রহণ করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে।

[২] বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল, শক্তিশালী হয়েছিল এবং পরিপক্ক হয়েছিল খ্রীষ্টের নিজের সাক্ষ্য শোনার মাধ্যমে। এতে এটি আরও অগ্রসর হয়, তাঁর শিক্ষা আমাদের গ্রহণকে সুপারিশ করে এবং সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা হিসাবে বিশ্বাস করতে আমাদের বাধ্য করে। যারা পরিত্রাণ লাভের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে তারা এ সম্পর্কে আমাদের কি বলেছে তা জানার জন্য আমরা পবিত্র বাক্য অনুসন্ধান জন্য করার জন্য ব্যাপৃত হই। কিন্তু যখন আমরা নিজেরাও এর মধ্যে খুঁজে পাই, আলোকিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদনের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার, সাধুতার, উৎফুল্লতার, বাক্যের ক্ষমতার অভিজ্ঞতা, তখন আমরা বিশ্বাস আনি, তাদের কথা অনুযায়ী নয়, কারণ আমরা নিজেরা এইগুলো অনুসন্ধান করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞানের উপর স্থাপিত নয় কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত (১ করিন্থীয় ২:৫; ১ যোহন ৫:৯,১০)।

## যোহন ৪:৪৩-৫৪ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. খ্রীষ্টের গালীলে আগমন, পদ ৪৩। যদিও তিনি শমরীয়দের মধ্যে এমন সাড়া পেয়েছিলেন যা অন্য কোথাও পাননি এবং সেখানে যে সুফল পেয়েছিলেন তা অন্য কোথাও পান নি, তথাপি তিনি তাদের সাথে দুইদিন থাকার পর সেখান থেকে চলে গেলেন। সেখানে বেশি দিন থাকেন নি, কারণ তারা ছিল শমরীয়। তিনি চান নি যে, কেউ নিশ্চিত হয়ে বিদ্বেষমূলকভাবে এই কথা বলে: সে একজন শমরীয় (যোহন ৮:৪৮), কিন্তু তাঁকে অন্য গ্রামেও ঈশ্বরের সুসমাচার পৌছে দিতে হবে (লূক ৪:৪৩)। তিনি গালীলে চলে গেলেন, কারণ তাঁকে সেখানে প্রচুর সময় দিতে হবে। এখন লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট যেখানে গিয়েছিলেন সেই স্থানটির নাম ছিল গালীল, তিনি গালীলে বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলেন, কিন্তু নাসরতে যান নি। নাসরত ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের গ্রাম। তিনি বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু নাসরতে যেতে অস্বীকার করলেন, এই নাসরত ছিল প্রধান গ্রাম, এখানে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা খ্রীষ্ট নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যিনি তাঁর নিজের গ্রামের মনোভাব, সমস্ত লোকের অন্তরের অবস্থার কথা জানতেন, আর তা হল, "নিজের দেশে ভাববাদীর সম্মান নেই।" লক্ষ্য করুন:

(১) ভাববাদীরা সম্মান পাবার যোগ্য, কারণ ঈশ্বর তাঁদের সম্মানিত করেছেন, আমাদেরও সম্মান করতে হবে। আমরা তাঁদের মাধ্যমে আত্মিক সহায়তা লাভ করি।

(২) ঈশ্বরের ভাববাদীদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করতে তারা সবসময় অস্বীকার করেছে এবং

তাঁদের অবিশ্বাস করেছে।

(৩) তারা নিজের দেশের ভাববাদীদের সবচেয়ে বেশি এবং বারবার তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে অস্বীকার করেছে (লূক ৪:২৪; মথি ১৩:৫৭)। এটি যে চিরন্তন সত্য তা নয়, (এটি কোন নিয়ম না হলেও ঘটে থাকে), কিন্তু এটি দেশের সর্বত্র ঘটে থাকে। যোষেফ ভাববাদী হওয়ার সময় তাঁর ভাইদের দ্বারা ঘৃণা এবং অবিশ্বাস লাভ করেছিলেন, দায়ূদ তাঁর ভাইদের দ্বারা তিরস্কার লাভ করেছিলেন (১ শমূয়েল ১৭:২৮), যিরমিয় অনাথোদের লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন (যিরমিয় ১১:২১), পৌল তাঁর স্বজাতি যিহূদীদের দ্বারা বারবার বাধাগ্রস্থ এবং অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের নিকট আত্মীয়েরা তাঁর সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক কথা বলেছিল (যোহন ৭:৫)। মানুষ তার অহঙ্কার এবং হিংসা বিদ্বেষের জন্য একসময় যারা তার স্কুলের সাথী কিংবা খেলার সাথী ছিল তাদের উপদেশমূলক কথাবার্তাকেও অবজ্ঞা করে থাকে। নতুনত্বের আকাঙ্খা, অস্বাভাবিক কিছু করার প্রবণতা, নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার মনোভাব একজন মানুষকে অন্যদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে।

(৪) যদি একজন পরিচর্যাকারী এমন একজন লোকের পেছনে পেছনে চলে, যে লোকের জন্য তার পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই তাহলে সেই পরিচর্যাকারীর জন্য এটি হতাশার কারণ হবে। খ্রীষ্ট নাসরতে যান নি, কারণ তিনি জানতেন যে, সেখানে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৫) যখন কেউ সুসমাচার প্রচারকদের অবজ্ঞা করে তখন সে ঠিক ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে। প্রচারকদের প্রতি অবজ্ঞার কারণে তারা সুসমাচারের অনুগ্রহ থেকে তাদের বঞ্চিত করে।

২. গালীল প্রদেশের লোকদের কাছ থেকে তিনি আতিথ্যের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন (পদ ৪৫): সেখানকার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁকে স্বাগত জানাল, মনযোগ দিয়ে তার শিক্ষা শুনলো। খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচার বৃথাই এই জগতে পাঠানো হয় নি। যদি তারা কাউকে সম্মান না করে তাহলে তারা অন্যদের সম্মান করবে না। কেন গালীলের লোকেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল তার কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল গালীলের লোকেরা যিরূশালেমে খ্রীষ্ট যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা দেখেছিল (পদ ৪৫)। লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁরা যিরূশালেমে গিয়েছিলেন পদ পালনের জন্য, এই পদ ছিল উদ্ধার পর্বের ঈদ। গালীল থেকে যিরূশালেম ছিল অনেক দূরে। যিরূশালেমে যেতে হলে তাদের শমরীয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে হত। শমরীয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যিরূশালেমের উদ্দেশে তাঁদের ঐ যাত্রাপথটি ছিল খুবই কষ্টকর, পূর্বের বাকা উপত্যকার চেয়ে খারাপ। ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে তারা যিরূশালেমে গিয়েছিলেন নিস্তার-পর্ব পালনের জন্য, আর সেখানে তারা খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, তারা সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ ে যিরমিয় ব্যাপারে খুবই যত্নশীল এবং বিশ্বাসী ছিল অথবা অন্য যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিত তাদের প্রত্যাশিত লাভের জন্য।

(২) যিরূশালেমে তারা খ্রীষ্টের সাধিত আশ্চর্য কাজ দেখেছিল এবং তার প্রচার শুনেছিল যা

তাদের বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতিসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তথাপি গালীলীয়রা সেখানে তারা আকস্মিকভাবে যে সুযোগ লাভ করেছিল, তার চেয়ে বেশি সুযোগ পেল তার সাহচার্য লাভের জন্য। বৃহৎ জনতার কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করলে যারা সাময়িকভাবে সেই প্রচার শুনে তারা অবিরত প্রচার শ্রবণকারীদের চেয়েও কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারে।

৩. যে গ্রামে তিনি গিয়েছিলেন, তিনি যখন সেখানে পৌঁছালেন তিনি গালীলের কান্নাগ্রাম বেছে নিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য ইতোপূর্বে যেখানে তিনি জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন (পদ ৪৬)। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে চাইলেন, ইতোপূর্বে সেখানে তাঁর সাধিত আশ্চর্যকাজের ফলে কোন শুভ ফল হয়েছে কিনা, তাহলে তিনি তাদের বিশ্বাসকে আরও নিশ্চিত করবেন এবং এই জল সম্পর্কে বলবেন যা দ্বারা তিনি আঙ্গুর-রস সৃষ্টি করেছিলেন। সুসমাচারের লেখক আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এই আশ্চর্য কাজের উল্লেখ করেছেন, যেন আমরা খ্রীষ্টের সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজগুলো মনে রাখি।

খ. খ্রীষ্ট যে রাজকর্মচারীর ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন সেই ছেলেটি জ্বরে ভুগছিল। এখানে এই ছেলেটির যে সুস্থতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্য কোন সুসমাচারে উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে মথি ৪:২৩ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

১. সুস্থতার জন্য কে অনুরোধ করেছিলেন এবং কে রোগী ছিল: সুস্থতার জন্য কে অনুরোধকারী ছিলেন একজন রাজকর্মচারী আর রোগীটি ছিল তার ছেলে: "সেখানে একজন রাজকর্মচারী ছিলেন" – *Regulus* (ল্যাটিন শব্দ) এর অর্থ জমিদার; হয়তো তার ভূসম্পত্তির বিশালত্বের জন্য, অথবা তার ক্ষমতার বিস্তৃতি, অথবা রাজত্ব যা তার নিজ শাসনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল তার পদমর্যাদা। তিনি ছিলেন রাজ সভাসদ, যিনি রাজার পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতেন। আবার অন্য কেউ কেউ তার দলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন হেরোদিয়ান, একজন রাজভক্ত লোক, বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি, হেরোদের পক্ষালম্বন করার জন্য সুবিধা ভোগ করতেন, পিতা এবং পুত্র। সম্ভবত তিনি ছিলেন কূষ, যিনি রাজার ধনভাণ্ডারের দেখাশুনা করতেন (লূক ৮:৩), অথবা মনহেম, হেরোদের লালিত-পালিত ভাই (প্রেরিত ৮:১)। সেখানে সিজারের পরিবারের মধ্যে সাধু ব্যক্তি ছিলেন। পিতা ছিলেন একজন রাজকর্মচারী, তথাপি তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; কারণ সম্মানের উচ্চপদ এবং উপাধি কোন ব্যক্তি কিংবা তার পরিবারকে রোগ এবং মৃত্যুর আক্রমণ থেকে কখনোই নিরাপত্তা দিতে পারে না। যেখানে এই রাজকর্মচারী বাস করতেন সেই কান্না গ্রাম থেকে কফরনাহূমের দূরত্ব ছিল পনের মাইল। খ্রীষ্ট তখন কান্না গ্রামে অবস্থিত করছিলেন, তথাপি তার মনপীড়ার কারণে তিনি দূরে খ্রীষ্টের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন।

২. অনুরোধকারী চিকিৎসককে কিভাবে অনুরোধ করেছেন। তিনি শুনেছিলেন যে, খ্রীষ্ট যিহূদিয়া থেকে বের হয়ে গালীলে এসেছিলেন এবং তিনি খুঁজে দেখলেন যে, খ্রীষ্ট কফরনাহূমে আসেন নি। কিন্তু তিনি গালীলের অন্যদিকে সরে গেছেন। তাই তিনি নিজে কফরনাহূম থেকে খ্রীষ্টের কাছে এলেন এবং বিনম্রভাবে অনুরোধ করলেন যেন তিনি

কফরনাহূমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন (পদ ৪৭)। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) পুত্রের প্রতি তার আবেগপূর্ণ ভালোবাসা। যখন ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তিনি তার সুস্থতার জন্য এমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না যা তিনি করেন নি, এমন কোন সাহায্য পান নি যার ফলে সে সুস্থ হতে পারে।

(২) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তার মহা সম্মান প্রদর্শন। খ্রীষ্টের সাহচার্যের জন্য তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে আসলেন। যদি তিনি একজন দাসকে পাঠাতেন তাহলে সে নিশ্চই খ্রীষ্টকে বিনীতভাবে অনুরোধ করত। অনেকে মনে করেন, একজন ক্ষমতাবান মানুষ হলেও তিনি খুব বিনম্রভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহান ব্যক্তিরা যখন ঈশ্বরের কাছে আসেন, তখন তাদের অবশ্যই একজন ভিখারীর মত আসতে হবে এবং আবেদন করতে হবে নিঃস্ব ব্যক্তির মত। একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন, আমরা এখানে তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে মিশ্র অবস্থা দেখতে পাই।

[১] এর মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করতে সক্ষম, যদিও তার পুত্রের অসুস্থতা খুবই মারাত্মক। খুব সম্ভবত সেই রাজ কর্মচারী অনেক চিকিৎসককে দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছিলেন এবং চিকিৎসকরা তাকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে যদিও তার ছেলের অবস্থা খুব শোচনীয় তবুও খ্রীষ্ট তাকে সুস্থ করতে পারবেন।

[২] তবুও তার মধ্যে বিশ্বাসের দুর্বলতা ছিল। তিনি এটা বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার ছেলেকে আরোগ্যদান করতে পারবেন। কিন্তু মনে হয়, তিনি ভেবেছিলেন যে, এতদূর থেকে খ্রীষ্ট তাকে সুস্থ করতে পারবেন না। এই জন্য তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি তার সাথে যান এবং তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থতা দান করেন। নামান একইভাবে প্রত্যাশা করেছিলেন যে, ভাববাদী তার কাছে আসবেন এবং তার চর্মরোগের দেহ স্পর্শ করা দ্বারা তাকে সুস্থ করতে না হয়। এভাবে আমরা ইস্রায়েলের পবিত্র জনের প্রতি তৎপর হই এবং আমাদের গঠনকে তার হাতে সঁপে দেই যেন আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। একজন শত-সেনাপতি, একজন পরজাতীয়, একজন সৈন্য বিশ্বাসে এমনই দৃঢ় ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, "হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন; কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে" (মথি ৮:৮)। এই রাজকর্মচারী ছিলেন একজন যিহূদী, প্রত্যাশা করেছিলেন খ্রীষ্ট তার ঘরে যাবেন এবং তার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলেন। খ্রীষ্ট কিভাবে তার ছেলেকে সুস্থ করেন তা দেখাতে চেয়েছিলেন। আমরা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করি, কিন্তু আমরা এই পরামর্শ প্রদান করি না: "প্রভু, আমাকে সুস্থ কর।" কিন্তু আমরা যদি এই শব্দ ব্যবহার করি কিংবা সামান্যভাবেও বলি তাহলে অবশ্যই তারা তাই করবে।

৩. এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ভদ্রচিত তিরস্কার করলেন (পদ ৪৮): যীশু সেই রাজকর্মচারীকে বললেন, "চিহ্ন-কার্য এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করবে না। শমরীয়রা যেভাবে কোন আশ্চর্য কাজ না বা কোন চিহ্ন না দেখলেও আমার উপর বিশ্বাস করেছে, আমি এই জন্য তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করবো।" যদিও

তিনি একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, তথাপি এই সময় তিনি তার ছেলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি মহাসম্মান দেখানোর জন্য বহুদূর থেকে তার কাছে এসেছিলেন, তবুও খ্রীষ্ট তাকে তিরস্কার করলেন। মানুষের এই জগতের মহত্ব এবং উচ্চপদ ঈশ্বরের বাক্য কিংবা ঈশ্বরের পরিণামদর্শীতা থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। কারণ খ্রীষ্ট নিজ কানে যা শুনবেন তার জন্য তিরস্কার করবেন না, কিন্তু ন্যায্যভাবে এর প্রতিবিধান করবেন (যিশাইয় ১১:৩,৪)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট প্রথমে তাকে তার পাপ এবং দুর্বলতা দেখিয়ে দিলেন যেন তাকে করুণা করার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন এবং এর পরে তিনি তার অনুরোধ অনুমোদন করলেন। কেউ যদি খ্রীষ্টের সাহায্যের জন্য তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার আকাঙ্খী হয় তাহলে খ্রীষ্টের তিরস্কার তাকে নম্রভাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে সান্ত্বনাদাতার সন্দেহ দূর করতে হবে। হেরোদ অনেক দিন ধরে মশীহের আশ্চর্য কাজ দেখতে চাইছিলেন (লূক ২৩:৮) এবং এই রাজকর্মচারীটিও একই মানসিকতার ছিলেন, কেবল তাই নয়, সাধারণত এটা সব মানুষেরই স্বভাব। তাদের যে দোষ ছিল:-

(১) যেহেতু তারা অন্য জায়গায় খ্রীষ্টের সাধিত আশ্চর্য কাজের কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং সন্দেহাতীত সংবাদের ভিত্তিতে শুনেছিল তাই তারা নিজের চোখে এই রকম আশ্চর্য কাজ না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল (লূক ৪:২৩)। তারা অবশ্যই সম্মানিত হবে, তারা অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে, অন্যথায় তাদের সন্দেহ দূর হবে না। তাদের দেশ অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হবে এবং তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হবে চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ দেখার মাধ্যমে অন্যথায় যদিও অন্যত্র আশ্চর্য কাজ সাধনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের শিক্ষা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তবুও তারা বিশ্বাস করবে না। থোমার মত, যা তারা নির্দেশ করবে তার প্রমাণ প্রাপ্তি ছাড়া কখনোই বিশ্বাস করতে চায় না।

(২) বাস্তবিক তারা বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ দেখেছে, এর প্রমাণের জন্য অস্বীকার করতে পারে নি কিন্তু যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা হল, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষক এবং এখন তাঁর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা তাঁর কাছে আবেদন করেছে। এই শিক্ষা তার প্রতিবেশীরা অত্যন্ত ভদ্রভাবে এবং সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছিল। তারা আত্মিক শুদ্ধতার জন্য বিশ্বাস করেছিল এবং তারা এই বিশ্বাসে স্থির থেকে বিশ্বাসে আরও অগ্রসর হয়েছিল, যা চিহ্ন বা আশ্চর্য কাজ দেখার চেয়েও কার্যকর ছিল। বাক্যের আত্মিক ক্ষমতা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে নি এবং আকর্ষণ করতে পারে নি। কেবল আশ্চর্য কাজের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার দিকে দৃষ্ট ছিল, যারা বিশ্বাস করে নি। যখন ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয় তখন তা বিশ্বাসীদের জন্যই বলা হয় (১ করিন্থীয় ১৪:২২)। তারা কেবল আশ্চর্য কাজের প্রত্যাশী ছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এরা অ- বিশ্বাসীদের সঙ্গী।

৪. নাছোড়বান্দার মত সে তার অনুরোধ করতে লাগল (পদ ৪৯): "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" এই কথার প্রেক্ষিতে তার উত্তরে আমরা দেখতে পাই:

(১) এটি প্রশংসনীয় ছিল: খ্রীষ্ট সহিষ্ণুভাবে তিরস্কার করেছিলেন, আর রাজকর্মচারীটি সম্মানপূর্বক কথা বলেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন তাদেরই একজন যারা কোমল বস্ত্র পরিধান করেন তথাপি তাকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগকারীরা কেউই খ্রীষ্টের তিরস্কারী বাণী থেকে উপরে নয়। কিন্তু এটি মানুষের উত্তম প্রকৃতি এবং সুসজ্জীকরণের চিহ্ন। বিশেষ করে মহান ব্যক্তি যখন তারা তাদের

দোষের কথা বলতে সক্ষম হয় এবং রাগান্বিত হয় না। যদি তিনি অ বিশ্বাসের কারণে তিরস্কার গ্রহণ না করেন, তাহলে তা প্রতিবাদকের জন্য নয়, কিন্তু তার অনুরোধ চালিয়ে যাবার জন্য এবং যতক্ষণ কৃতকার্য না হয় ততক্ষণ অনুরোধের মল্লযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। অধিকন্তু তিনি এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করতেন: "যদি খ্রীষ্ট আমার আত্মাকে সুস্থ করেন, নিশ্চিতরূপেই তিনি আমার ছেলেকে সুস্থ করবেন। যদি তিনি আমার অ- বিশ্বাসের প্রতিকার করেন, তিনি ছেলের জ্বরের প্রতিকার করবেন।" এই খ্রীষ্ট গ্রহণ করেন, প্রথমে আমাদের উপরে কাজ করতে এবং এর পর আমাদের জন্য কাজ করতে। যদিও আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাহলে আমরা আশান্বিত হতে পারি।

(২) কিছু বিষয় তাকে অপরাধী করেছে, যেমন তার দুর্বলতা। কারণ:-

[১] তিনি এমন ভান করলেন যে, খ্রীষ্ট তাকে যে তিরস্কার করেছেন সেই বিষয়ে তার কোন মনযোগ ছিল না, এই তিরস্কার তেমন কিছুই ছিল না। যদি তিনি দেখাতেন যে তিনি মনযোগ দিয়েছেন হয়তো তখন তাকে অন্যায় স্বীকার করতে হত বা ক্ষমা চাইতে হত, কারণ তিনি তার ছেলের সুস্থতার জন্য হয়তো এমন কিছু করেছেন যা খ্রীষ্টকে বিরক্ত করেছে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের বাক্যের দ্বারা আমাদের লাভের মহা ক্ষতি সাধন করা হল এই পৃথিবীর দুঃখের কারণ। অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা এবং কষ্ট হলো কাঁটাস্বরূপ যা উত্তম ফলকে বাধাগ্রস্থ করেন (যাত্রা ৬:৯)।

[২] তথাপি খ্রীষ্টের ক্ষমতায় তিনি তার বিশ্বাসের দুর্বলতা আবিষ্কার করলেন।

*প্রথমত*, তিনি অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আসবেন, তিনি চিন্তা করেছিলেন, যদি তিনি তা না করেন তাহলে তার ছেলের প্রতি দয়া দেখাতে পারবেন না। আমাদের এটি বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে, সময় এবং স্থানের দূরত্ব আমাদের প্রভু যীশুর জ্ঞান এবং শক্তির কাছে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তাঁর বাক্য, *তাঁর ক্ষমতার বাক্য বেগে ধাবিত হয়*।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করবেন, কিন্তু একজন মৃত শিশুকে জীবন দিতে পারবেন না। আর এই জন্য তিনি বলে উঠলেন, "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" তিনি এমনভাবে অনুরোধ করলেন যেন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। খ্রীষ্টের ক্ষমতা কেবল দৈহিক রোগ সুস্থতা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবন দানেরও বটে। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, এলিয় এবং ইলিশায় মৃত বালককে জীবন দান করেছিলেন। আমাদের খ্রীষ্টের ক্ষমতা কি তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট? লক্ষ্য করুন, রাজকর্মচারীর কথায় কি অস্থিরতা রয়েছে: "দয়া করে আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন।" যেন সেখানে বিপদ তার সময়কে কেটে নিচ্ছে। যে বিশ্বাস করে সে যেন কোন কিছুর জন্য ত্বরা না করে। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে অর্পণ করলেন, "প্রভু, কি এবং কখনও কিভাবে আপনি পরিকল্পনা করবেন?"

৫. তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট অবশেষে যে শান্তির উত্তর দিয়েছিলেন (পদ ৫০): "য-াও, তোমার পুত্র বাঁচলো।" খ্রীষ্ট এখানে আমাদের কাছে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন:-

(১) তিনি তাঁর ক্ষমতায় কেবল রোগ থেকে আরোগ্যদান করতে পারেন তাই নয়, খুব শান্তেপূর্ণ ভাবেই আরোগ্য দান করতে সক্ষম, ভ্রমনের কষ্ট আরোগ্যদানের কাজকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না। খ্রীষ্ট এখানে রোগীকে কোন কিছুই বলেন নি, কিছুই করেন নি, কোন আদেশ রোগীকে পালন করতে হয় নি, তথাপি আরোগ্য কাজ সাধিত হয়েছে: 'আপনার ছেলেটি বাঁচল।' ধার্মিকতার সূর্যের রশ্মি স্বর্গের সীমানা থেকে আরোগ্যদানের কার্জ শুরু করে এবং এর প্রভাব একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে বিতরণ হতে থাকে। সূর্য রশ্মি উত্তপ্ত থেকে কোন কিছুই লুক্কায়িত থাকতে পারে না। যদিও খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে আছেন এবং তার মণ্ডলী এই পৃথিবীতে রয়েছে, তবুও তিনি তা স্বর্গ থেকে পাঠাত পারেন। এই রাজকর্মচারীটি চেয়েছিলেন যেন তার সাথে তার গৃহে যান এবং তার ছেলেকে সুস্থ করেন। খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে যান নি। আর এই ভাবে খুব দ্রুত সুস্থতার কাজ সাধিত হয়েছিল এবং রাজকর্মচারীটি তার ভুলের সংশোধন করলেন, এবং তার বিশ্বাসকে নিশ্চিত এবং সুদৃঢ় করলেন। এইভাবে খ্রীষ্ট তার পদ্ধতি দ্বারা যে কাজ-টি সম্পন্ন করলেন তা ছিল খুব উত্তম। আমরা খ্রীষ্টের কাছে যখন কোন কিছু যাচঞা করি তিনি কখনও কখনও হয়তো তা দিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি আমাদের আরও অনেক বেশি উপকার করেন যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমরা চাই নিরুদ্বিগ্নতা, তিনি আমাদের ধৈর্যশক্তি দান করেন। লক্ষ্য করুন, তিনি তার কথা দ্বারা তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। "যাও, তোমার পুত্র বাঁচলো" – এই উক্তির দ্বারা তিনি দেখালেন যে, তিনি তাকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর ক্ষমতা যাকে খুশি তাকেই জীবিত করতে পারে। খ্রীষ্টের উক্তি: "তোমার প্রাণ বাঁচল," অর্থাৎ তিনি সজীব করে সৃষ্টি করলেন।

(২) তাঁর সহানুভূতি। খ্রীষ্ট লক্ষ্য করলেন যে, ছেলের জন্য রাজকর্মচারীটির অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে এবং এই উক্তির দ্বারা তার স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে: "আমার ছেলেটি, একমাত্র ছেলেটি মারা যাচ্ছে, দয়া করে সে মারা যাবার আগে তাড়াতাড়ি করে চলুন।" আর এই কারণে খ্রীষ্ট তিরস্কার করা থেকে বিরত রইলেন এবং তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করলেন, কারণ অসুস্থ ছেলের জন্য একজন পিতার মনের কি অনুভূতি তা তিনি জানেন।

৬. রাজকর্মচারীটি খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস করলেন: যীশু *সেই ব্যক্তিকে যে কথা বললেন, তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন*। যদিও খ্রীষ্ট তার সাথে গিয়ে তার প্রতি দয়া দেখান নি, কিন্তু রাজকর্মচারীটি খ্রীষ্টের সুস্থতার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি ভেবে দেখলেন যে এতে তিনি তার কাজে লাভবান হয়েছেন। যা আমাদের বিশ্বাসের অভাব ঘটায় কত দ্রুততার সাথে এবং কত সহজভাবে খ্রীষ্টের বাক্য এবং ক্ষমতার দ্বারা তা পরিশুদ্ধ করে। এখন তিনি আর চিহ্ন বা আশ্চর্য কাজ দেখতে চান নি কিন্তু এটি বিশ্বাস করেছিলেন যে, আশ্চর্য কাজ সাধিত হবে।

(১) খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচল" এবং লোকটি খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস করলেন। কেবলমাত্র খ্রীষ্টের সর্বদর্শীতায় বিশ্বাস করেন নি কিন্তু তিনি জানতেন তার ছেলে আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু খ্রীষ্ট সর্বদর্শী, যা বাক্যের দ্বারা সুস্থতা দানের মধ্য দিয়ে কার্যকর হয়েছিল। তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছেলেকে রেখে এসেছিলেন, তথাপি খ্রীষ্ট যখন বললেন,

"তোমার পুত্র বাঁচলো।" আর এখন দাসেরা একই কথা বললো। তারাই শুভ সংবাদ লাভ করে যারা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তাদের আশা অর্পণ করেছে।

(২) তিনি জানতে চাইলেন ঠিক কয়টার সময় তার ছেলে ভাল হয়ে গেছে (পদ ৫২)। খ্রীষ্টের কথার প্রভাবে তার ছেলে সুস্থতা লাভ করেছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের জন্য নয়, কিন্তু তিনি তার বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার জন্য ইচ্ছুক হলেন যেন যিনি যে এই আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন, তার কথা সন্তুষ্ট মনে অন্যের কাছে বলতে পারেন, কারণ এটি ছিল শারীরিক সুস্থতার ঘটনা। লক্ষ্য করুন:

[১] এটি খুব মঙ্গলজনক বিষয় হবে, যদি আমরা দৃঢ় সত্যের সমর্থনের প্রমাণ এবং সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সজ্জিত করি, যেন খ্রীষ্টের বাক্যের মধ্যে আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে রাখতে পারি, যা আমাদের পূর্ণ নিশ্চয়তায় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। "তোমার মেহেরবানীর ইচ্ছার প্রমাণ আমাকে দেখাও।"

[২] তাঁর পরিশ্রমপূর্ণ কাজ এবং তাঁর বাক্য আমাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। এই উপায়টি রাজকর্মচারী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার দাসদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ঘটিকায় তাঁর উপশম আরম্ভ হয়েছিল?" তারা তাকে উত্তর দিল, "গতকাল সপ্তম ঘটিকার সময়ে তার জ্বর ছেড়ে গেছে।" সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে দুপুর একটার সময়, অথবা কেউ কেউ মনে করেন সুসমাচারের লেখক বলতে চেয়েছেন যে, এটি ছিল সন্ধ্যে সাতটা। ছেলেটি কেবলমাত্র সুস্থতা লাভ করতে থাকে নি, সে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করেছিল। ছেলেটির পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার পুত্র বাঁচলো।" এভাবে ঈশ্বরের বাক্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন আমাদেরকে তাঁর পরিমাণদর্শীতা বুঝতে সাহায্য করে। কারণ ঈশ্বর প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ করেছেন। তার বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য দু'টি বিষয় সাহায্য করেছে:

*প্রথমত*, তাঁর ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ হয়েছিল, ধীরে ধীরে বা ক্রমাগতভাবে নয়। তারা সুনির্দিষ্টভাবে সময় উল্লেখ করেছিল *গতকাল*। কেবল গতকালই নয়, কিন্তু গতকাল সাত ঘটিকার সময় তার জ্বর ছেড়ে গেছে। কম হওয়া নয় বা কমে যেতে থাকা নয় কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত কাজ করেন না, যাতে রোগীর পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ঔষধ প্রয়োগের পর তা কার্যকর হতে সময় ব্যয় হয় এবং মনে হয় শুধু প্রত্যাশা লাভের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করে। না, খ্রীষ্ট সেইভাবে করেন না; *Dictum factum* – তিনি বললেন আর সব কিছুর সৃষ্টি হল। খ্রীষ্ট কথা বললেন আর সবকিছুই স্থাপিত হল।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট তার সাথে যে সময়ে কথা বলেছিলেন ছেলেটি ঠিক সেই সময়ে সুস্থতা লাভ করেছিল: *ঠিক সেই সময়েই*। দু'টি ঘটনার সময় এবং কাজ যখন একই সময় সংগঠিত হয় তাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সুন্দরভাবে যুক্ত হয়। সময়টি লক্ষ্য করুন, বিষয়টি আরও বেশি মহান, কারণ প্রতিটি জিনিস তার নিজ সঠিক সময়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। অনেক আগে ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা তাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল (যাত্রা ১২:৪১) যে সময়ে পিতরের সাথে প্রার্থনা করা হচ্ছিল সেই

সময় তিনি মুক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১২:১২)। মানুষের কাজ স্থানের দূরত্বের কারণে সময়ের দেরি ঘটায় এবং কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু খ্রীষ্টের কাজ ঐ রকম নয়। ক্ষমা এবং শান্তি, আনন্দ এবং আত্মিক সুস্থতা যা তিনি স্বর্গ থেকে বলে থাকেন, যখন তিনি তা ইচ্ছা করেন ঠিক তখনই বিশ্বাসীদের আত্মায় কর্যকর হওয়ার জন্য ঘটে থাকে। আর যখন ঐ দু'টি মিলিত হবে মহান দিনে তখন তাঁর নিজের লোকদের মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের সকলের মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব হবে।

৭. সুখময় ফল এবং এর প্রভাব। ছেলেটির সুস্থতা লাভ ঐ পরিবারে পরিত্রাণ এনেছিল।

(১) ঐ রাজকর্মচারীটি যীশুর উপর বিশ্বাস করলেন। ইতোপূর্বে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে যীশু যা বলেছিলেন তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস এনেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি যীশুর উপর বিশ্বাস করেছেন প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট হিসাবে এবং তাঁর একজন শিষ্য হলেন। এইভাবে খ্রীষ্টের একটি বাক্যের ক্ষমতা এবং সার্থকতার বিশেষ অভিজ্ঞতা সুখের বিষয় উপস্থাপিত করে এবং আত্মার মধ্যে খ্রীষ্টের শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপন করে। আত্মা জয় করার জন্য খ্রীষ্টের অনেক পথ জানা আছে এবং জাগতিকভাবে করুণা করার মাধ্যমে উত্তম বিষয়ের জন্য পথ তৈরি করেন।

(২) অধিকন্তু তার পরিবারের সবাই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। তারা উপকৃত হয়েছিল, এটি পরিবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং আশাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। এই বিষয়টি তাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করেছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়টি তারা তাঁর কাছে অর্পণ করেছিল; কারণ পরিবারের প্রধানের প্রভাব সকলের উপরে বিস্তার লাভ করেছিল। একটি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি তার পরিবারের কাউকে বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে পারেন না বা বিশ্বাসের জন্য বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু বাহ্যিক পক্ষপাতিত্ব দূরে সরিয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে পরিবারের অন্যদের অর্ধেকের বেশি কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। এই বিষয়ে অব্রাহাম এবং যিহোশূয় খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন (আদিপুস্তক ১৮:১৯; যোহন ২৪:১৫)। ইনি একজন রাজকর্মচারী ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর পরিবারটি ছিল একটি রাজপরিবার। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টের দলভুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর পরিবারের অন্যদেরকেও খ্রীষ্টের দলভুক্ত করার জন্য নিয়ে এলেন। ছেলেটির অসুস্থতার মাধ্যমে এই পরিবারে অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আমাদের মানসিক এবং শারীরিক দুঃখ কষ্টকে শান্ত করে। এগুলো থেকে আমাদের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনবে তা আমরা জানি না। এই রাজকর্মচারী এবং তার পরিবার খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার ফলে কফরনাহূমে পরিচর্যার জন্য এগিয়ে যেতে খ্রীষ্টকে উৎসাহিত করেছিল। যখন কোন মহান ব্যক্তি সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করেন, তিনি যেখানে বাস করেন সেই স্থানে সুসমাচার বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

৮. সুসমাচার লেখক এই আশ্চর্য কাজের উপর মন্তব্য করেছেন (পদ ৫৪), যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসবার পর যীশু এই দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ করলেন। পূর্ববর্তী পদের উল্লেখ দেখুন (যোহন ২:১১), যেখানে তিনি জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন। ঐ আশ্চর্য কাজকে সুসমাচারের লেখক যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। অল্পকাল পরেই তিনি যিহূদিয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং খুব শীঘ্র তিনি দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করলেন।

যিহূদিয়াতে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন (যোহন ৩:২; ৪:৪৫)। যিহূদিয়ার লোকেরা প্রথমে অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ দেখেছিল এরপর খ্রীষ্ট গালীলে চলে এলেন এবং এখানে অনেক আশ্চর্য কাজ করলেন। অন্য কোথাও বা যে কোন স্থানে খ্রীষ্ট সমাদর লাভ করতে সক্ষম। লোকেরা ইচ্ছা করলে তাদের নিজেদের ঘর থেকে সূর্যের আলোকে বাইরে রাখতে পারে, কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে সূর্যের আলোকে বাইরে রাখতে পারবে না। এটি দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

১) কয়েক মাস আগে এই একই জায়গায় যে আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে। পূর্বের করুণা যেমন আমাদের উপর আরও করুণা লাভের জন্য উৎসাহিত করে তেমনি নতুন করুণা পূর্বের করুণাকে স্মরণ করিয়ে দিতে উদ্দীপ্ত করে। আমরা তার করুণা স্মরণে রাখি বা না রাখি তিনি আমাদের প্রতি উপযুক্ত সময়ে করুণা বর্ষণ করেন।

২) অন্যান্য সুসমাচারের লেখকরাও গালীলে খ্রীষ্টের আরোগ্য লাভের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন (মথি ৪:২৩; মার্ক ১:৫৪; লূক ৪:৪০)। সম্ভবত এই রোগীরা ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, এই আরোগ্য দানের কথা বহুল প্রচারের ফলে অনেক রোগী তাঁর কাছে পাঠানো হত। যখন এই রাজকর্মচারী খ্রীষ্টের কাছে আবেদন করেছিলেন তখন বিশাল জনতা তাঁকে অনুসরণ করছিল। মহান ব্যক্তি হয়তো অনেক মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে কিন্তু তারা সবাই কি উত্তম মানুষ!

# যোহন লিখিত সুসমাচার
# অধ্যায় ৫

যীশু খ্রীষ্ট যে সমস্ত কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং যে সমস্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, উভয়েরই বিশ্বস্ত এবং যথাযথ বিবরণ আমরা সুসমাচার সমূহের মধ্যে দেখতে পাই (প্রেরিত ১:১)। যীশু খ্রীষ্টের কাজ এবং শিক্ষা একই সুতায় গাঁথা। কারণ তিনি যা চিন্তা করেছেন তিনি তা তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তাই নিশ্চিত করেছেন যা তিনি চিন্তা করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা একটি আশ্চর্য কাজ এবং একটি প্রচার অনুযায়ী দেখতে পাই, ক. এই আশ্চর্য কাজটি ছিল আটত্রিশ বছর ধরে রোগে আক্রান্ত একজন অক্ষম ও অর্থব লোকের সুস্থতা এবং সুস্থতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা (পদ ১-১৬)। খ. বি-শ্রামদিনে একজন লোককে সুস্থ করার অপরাধে খ্রীষ্ট দোষী সাব্যস্ত হলে পর তিনি সেনহেড্রিনের সামনে নিজের সমর্থনে প্রচার করেছিলেন। আমরা এখানে দেখতে পাই, ১) তিনি খ্রীষ্ট হিসেবে নিজের ক্ষমতা এবং নিজেকে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য প্রচার করছেন (পদ ১৭-২৯)। ২) তিনি প্রমাণ উত্থাপন করেছেন পিতরের সাক্ষ্য দ্বারা, বাপ্তিস্ম দাতা যোহনের সাক্ষ্যের দ্বারা, তাঁর আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্যের দ্বারা এবং পুরাতন নিয়মের বাক্যের সাক্ষ্য দ্বারা ও যিহূদীদেরকে অ– বিশ্বাসের জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করার দ্বারা (পদ ৩০-৪৭)।

## যোহন ৫:১-১৬ পদ

এই সুস্থতা দানের আশ্চর্য কাজের বিবরণ অন্য কোন সুসমাচারের লেখক লিপিবদ্ধ করেন নি। তারা বেশির ভাগ গালীলে কৃত আশ্চর্য কাজের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু যোহন বর্ণনা করেছেন যে, এই দু'টি ঘটনা ঘটেছিল যিরূশালেমে। এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি:

ক. কোন সময়ে এই আরোগ্য দানের আশ্চর্য কাজটি সংগঠিত হয়েছিল: এই সময় যিহূদীদের একটা পদ ছিল। এই ঈদটি ছিল উদ্ধার-ঈদ। এটি ছিল সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাত ঈদ। যদিও গালীলে খ্রীষ্টের বাসস্থান ছিল তবুও তিনি নিস্তার-পর্ব পালন করার জন্য গালীল থেকে যিরূশালেমে এসেছিলেন, পদ ১।

১. যেহেতু এটি ছিল ঈশ্বরের আদেশ এবং সমস্ত যিহূদী জাতির অবশ্য পালনীয় পদ ছিল তাই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঈদটি পালনের জন্য তিনি যিরূশালেমে অবস্থান করেছিলেন। যদি পুত্র হিসাবে এই ঈদটি পালন না করার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তবুও তিনি তা করেন নি। তিনি ব্যবস্থা অনুযায়ী উদ্ধার-ঈদটি পালন করেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের এই শিক্ষা দিলেন যেন আমরাও ধর্মীয় সমাবেশ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করি (ইব্রীয় ১০:২৫)।

২. কারণ এটি ছিল অনুগ্রহ লাভ করার সুযোগ, কারণ:

(১) ঐ সময় বিপুল সংখ্যক জনতা একসঙ্গে মিলিত হত। এটি ছিল পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট স্থানে জনসাধারণের সমাবেশ। ধর্মীয় ভাবাপন্ন প্রায় সমস্ত লোক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে আসত। পাশাপাশি যিহূদী ধর্মে দীক্ষিত অন্য জাতির লোকরাও এই পদ পালনের জন্য সমবেত হত। *প্রজ্ঞা রাস্তার মোড়ে মোড়ে চিৎকার করছে* (হিতোপদেশ ১:২১)।

(২) তারা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত হওয়ার প্রত্যাশায় বিভিন্ন স্থান থেকে আসত। কারণ তারা আসত সকলে মিলে একসঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করার মনোভাব নিয়ে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সময় ব্যয় করত। ঐ সময় তারা তাদের অন্তরকে উপাসনার মধ্যে ব্যাপৃত রাখত এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাদের অন্তর এবং সময়কে আলাদা করে রাখত। স্বর্গীয় আলো এবং ভালবাসার আরও ব্যাপক প্রকাশের জন্য প্রত্যেক হৃদয় খুলে দিত। যদি আমরা এইভাবে করি তাহলে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের উপাসনা গ্রহণযোগ্য হবে।

খ. যে স্থানে এই আরোগ্যদানের কার্য সংগঠিত হয়েছিল: বৈথেস্‌দার পুকুরপাড়ে, এই স্থানে তিনি আরোগ্যদানের আশ্চর্য কাজটি সম্পাদন করেছিলেন। এই কাজটি যীশু খ্রীষ্ট অত্যন্ত ক্ষমতার সাথে করেছিলেন এবং এই ঘটনাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পদ ২-৪।

১. এটি কোথায় অবস্থিত ছিল: এটি ছিল যিরূশালেমে, যিরূশালেমের মেষ দরজার কাছে। এটি মেষ খোয়াড়ে পরিণত হয়েছিল, এখানে মেষ রাখা হত মেষের বাজার হিসেবে। এই সম্পর্কে আমরা পাঠ করতে পারি নহিমিয় ৩:১ পদে। এই দরজার মধ্য দিয়ে মেষ আনা হত এবং মেষের বাজার হিসেবে সেখান থেকে মেষ বিক্রয় করা হত। অনেকে মনে করেন এটি মন্দিরের খুব কাছে। যদি তাই হয় তবে মেষ বিক্রয়ের কাজটি হবে খুব দুঃখজনক বিষয়। তবুও যারা নিস্তার-পর্ব পালন করার জন্য বহুদূর থেকে আসত তাদের এই স্থান থেকে মেষ কিনতে সুবিধা হত।

২. কি এর নামকরণ হয়েছে: এটি ছিল একটি পুকুর (স্নান করার স্থান), হিব্রু ভাষায় বলা হত – *বৈথেস্‌দা* অর্থাৎ *করুণার গৃহ*, কারণ এখানে অনেক রোগী এবং অসুস্থদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম করুণা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ঈশ্বরের করুণা প্রকাশিত হয় তা ঈশ্বরের করুণার ঘর হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ ঐ স্থানে আর কোন দুঃখ কিংবা বিষাদের চিহ্ন দেখা যাবে না। ড. হ্যামন্ড লিখেছেন, ঐ স্থানটি ছিল দরিদ্রদের বিনামূল্যে আহার ও বসবাসের ব্যবস্থা সম্বলিত গৃহ। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, এটি ছিল উঁচু পুকুর (যিশাইয় ৭:৩) এবং পুরানো পুকুর (যিশাইয় ২১:১১)। তিনি মনে করেন যে এটি প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে দেহ ধৌত করে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য এই পুকুর ব্যবহার করা হত। পরবর্তী সময় এই পুকুরটি আরোগ্যদানের কার্যের পুকুর হিসাবে ব্যবহৃত হত।

৩. এটি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল: এর পাঁচটি চাঁদনি ঘাট বা ছাদ দেওয়া জায়গা ছিল, যেখানে রোগে আক্রান্ত লোকেরা পড়ে থাকত। ঈশ্বরের করুণার দ্বারা তাদের রোগ ব্যাধি বা অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকেরা জমায়েত হত। স্বাভাবিকভাবে কেউ কেউ হয়তো সুস্থতা লাভ করত। কেউ কেউ চিকিৎসকের কাছে যেত চিকিৎসার জন্য।

৪. কত লোক বিকলঙ্গ কিংবা রোগগ্রস্থ অবস্থায় পড়ে থাকত (পদ ৩): বিপুল সংখ্যক দুর্বল জনতা ঐ স্থানে পড়ে থাকত। এই পৃথিবীতে কত লোক আছে যারা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। সমস্ত জায়গায় কত লোক রয়েছে যাদের জীবন দুঃখ দুর্দশায় পূর্ণ হয়ে আছে এবং কি যন্ত্রণা তারা ভোগ করছে বিশাল জনতা! আমরা যদি হাসপাতালে

গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের অবস্থা দেখার সুযোগ লাভ করি তা হবে আমাদের জন্য উত্তম বিষয়। কারণ তাদের দুঃখ কষ্ট দেখার পর আমরা ঈশ্বরের গৌরব করার সুযোগ পাব এই জন্য যে, আমরা তাদের তুলনায় ভাল অবস্থায় আছি। সুসমাচারের লেখক এখানে তিন ধরনের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা এখানে পড়ে থাকত। তাদের মধ্যে ছিল অন্ধ, খোড়া, এমন কি যাদের শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল। এদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের শরীরে কোন একটি অংশ, আবার কারও কারও সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিল। এদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ জলের মধ্যে নামার সামান্যতম সাহায্যের আশায় তারা দীর্ঘদিন যাবৎ পুকুরের চাঁদনি ঘাটে অপেক্ষা করেছিল। যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ, সেই সব লোকেরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানসিক কষ্ট নিয়ে আসত এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতো সুস্থতা লাভের জন্য। আমাদের মধ্যে কেউ একই রকম অবস্থায় পতিত হলে আমরা তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা দিতে বাধ্য, কেবল তাই নয় আমরা তার আত্মিক সুস্থতার জন্যও প্রার্থনা করব, যেন সে আত্মিক সমস্ত অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে। আমরা সবাই স্বভাবগতভাবে আত্মিক বিষয়ে দুর্বল মানুষ, আমরা আত্মিকভাবে অন্ধ, খোঁড়া এবং বিকলঙ্গ। যদি আমরা চাই তাহলে আমরা অবশ্যই ফলপ্রসূভাবে সুস্থতা লাভ করতে পারি, কিন্তু আমাদের আদেশ পালন করতে হবে।

৫. ঐসব দুর্বল এবং অক্ষম দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের সুস্থতা লাভের জন্য ঐ পুকুরের কি গুণ ছিল (পদ ৪): একজন স্বর্গদূত মাঝে মাঝে নেমে এসে ঐ পুকুরের জল কাঁপাতেন। আর তারপরেই যে প্রথমে জলে নামত, তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। পুকুরের এই আশ্চর্য গুণ প্রাকৃতিক, হয়তোবা কৃত্রিম এবং উৎসর্গের পরিষ্কার করণের প্রভাব, একজন অন্ধ লোক কিভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লাভ করার ক্ষেত্রে ঐ জল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে আমি জানি না। আর একজন স্বর্গদূত যিনি বার্তাবাহক, একজন সাধারণ ব্যক্তি, জল কাঁপাবার জন্য নেমে আসতেন, এর সব কিছুই মনে হতে পারে যে এর কোন ভিত্তি নেই। মন্দিরের মধ্যে আলাদা কক্ষ রয়েছে, যেখানে পশু উৎসর্গ দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারীগণ এই বিষয়ে একমত যে ঐ পুকুরের মধ্যে আশ্চর্য গুণ ছিল। এটি সত্য যে যিহূদী লেখকরা যিরূশালেমের প্রশংসা বা স্বস্তির বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি, অথচ তাদের মধ্যে একজন লেখকও এই আরোগ্যকারী পুকুর সম্বন্ধে তাদের বিবরণ উল্লেখ করেন নি। যিহূদী লেখকরা এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না করার সম্ভাব্য কারণ ছিল যে, যদি তারা এ সম্পর্কে উল্লেখ করতেন তাহলে তা খ্রীষ্টের আসন্ন আগমনের বার্তাকে প্রকাশ করা হত, কেউ যেন খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করে এবং খ্রীষ্ট বলে তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এই জন্য বিষয়টি তার বর্ণনায় উল্লেখ না করে গোপন রেখেছিল। কিন্তু আমরা এই বর্ণনায় সমস্ত বিষয় জানতে পেরেছি। লক্ষ্য করুন:

(১) স্বর্গ থেকে নেমে আসা স্বর্গদূতর পুকুরের জল কাঁপাবার মাধ্যমে আরোগ্য দানের কার্য সাধনের প্রস্তুতি। স্বর্গদূতরা হলেন ঈশ্বরের বার্তাবাহক ও সেবাকারী এবং মানুষের সাহায্যকারী বন্ধু। আর সম্ভবত আমাদের রোগসমূহ দূর করার জন্য তারা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন যেমন মন্দ স্বর্গদূতরা মানুষের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করে)। রাফায়েল, একজন স্বর্গদূতর অপ্রামাণিক নাম, যা চিহ্নিত করে *Medicina Dei – ঈশ্বরের ঔষধ বা*

*চিকিৎসা;* বা অন্যভাবে বলা যায় *ঈশ্বরের চিকিৎসক*। দেখুন, মানব জাতির মঙ্গলের জন্য পবিত্র স্বর্গদূতরা নম্র হয়ে কত নিচু স্থানেও তারা চলে আসেন। স্বর্গদূতরা যেভাবে কাজ করে থাকেন আমরাও যদি তেমনি করে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে আগ্রহী হই তাহলে পাপের কাজ করা ছাড়া অন্য যে কোন নিচ কাজ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যখন পুকুরের জল কেঁপে উঠত তখন বোঝা যেত যে স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। কারণ স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতর পুকুরে নেমে আসার চিহ্ন ছিল পুকুরের জল কেঁপে ওঠা। যেমন দায়ূদ ঈশ্বরের নির্দেশ মত *বাকা* গাছের মাথার উপর সৈন্যদল চালাবার মত শব্দ শুনে যুদ্ধ করার জন্য তার সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রোগ সুস্থতার জন্য এখনই এটি কার্যকর হত যখন এই পুকুরের জল কম্পনের মধ্য দিয়ে পবিত্র হিসেবে রূপান্তরিত হত। পরিচর্যাকারীদের সেই জ্ঞানকে জাগিয়ে তুলতে হবে যা তাদের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তাদের পরিচর্যার কাজে শীতল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন তারা শান্ত এবং স্থীর জলের মত হয়ে পড়ে, এর ফলে আরোগ্য দানের কার্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পুকুরের জল কাঁপানোর জন্য স্বর্গদূত প্রতিদিন স্বর্গ থেকে নেমে আসতেন না বা ঘন ঘন আসতেন না। স্বর্গদূত নেমে আসতেন মাঝে মাঝে, হঠাৎ যে কোন সময়ে। অনেকে মনে করেন যে, এই পবিত্র কাজ সম্পাদিত হত তিনটি পবিত্র পর্বের সময়ে, যেমন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয় উপযুক্ত সময়ে। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে তার অনুগ্রহ বিতরণ করেন।

(২) আরোগ্যদান কার্যের ফল: যে প্রথমে জলের মধ্যে নামত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। আমরা এখানে দেখতে পাই:

[১] আরোগ্যদানের আশ্চর্যজনক ক্ষমতার ফলে রোগ দূর হয়ে যেত। যে কোন রোগ ঐ জলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত, ঐ জলের যে কোন রোগ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা ছিল। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম গোসলের দ্বারা যেমন কেউ কেউ উপকৃত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর অবস্থারও সৃষ্টি করে। কিন্তু এই জল সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য করত, যে কোন জটিল রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করত। যেখানে প্রকৃতিক ক্ষমতা বা শক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে সেখানে ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা সফলকাম হয়।

[২] আরোগ্যদান কার্যকারিতা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যে প্রথমে জলে নামত সে-ই উপকৃত এবং লাভবান হত, এর অর্থ হলো, যে বা যারা সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ এক মুহূর্তও দেরি না করে জলে নামত সে বা তারা সুস্থতা লাভ করত। কিন্তু যারা দেরি করে আসত কিংবা পরে আসত তারা সুস্থ হতে পারতো না। এই বিষয়টি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যেন আমাদের সুযোগগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখি এবং সেই সুযোগগুলোকে কার্যকর করার জন্য যত্নবান হই এবং আমাদের নিজেদের দিকে লক্ষ্য করে দেখি, যে মূল্যবান সময় আর কখনও ফিরে আসবে না সেই মূল্যবান সময়ে আমরা ঘুমিয়ে থেকে প্রাপ্ত সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছি কিনা। স্বর্গদূত জল কাঁপাতেন বটে কিন্তু রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের জলে নামতে হত। ঈশ্বর তাঁর বাক্য এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে তাঁর ক্ষমতা প্রদান করেছেন, যেন এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সুস্থ করতে পারেন। কিন্তু যদি আমরা আমাদের সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার না করি তাহলে তা হবে আমাদের নিজেদের দোষ আর এই কারণে আমরা কখনোই সুস্থতা লাভ করতে পারব না। এই নির্ধারিত আশ্চর্য কাজের সমস্ত বিবরণ আমাদের সামনে রয়েছে। তবে এই আশ্চর্য কাজ

কখন আরম্ভ হয়েছিল তা জানা যায় নি। এটি ছিল সম্পূর্ণ অজানা। অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, এই আশ্চর্য কাজ শুরু হয়েছিল যখন মহাপুরোহিত ইলিয়াশীব যিরূশালেমের প্রাচীর তৈরির কাজ শুরু করেন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তা উৎসর্গ করেন, এবং ঈশ্বর এই প্রার্থনা গ্রহণ করার সাক্ষ্যস্বরূপ বৈথেস্‌দার পুকুরের জলে আরোগ্যকারী আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন এটি শুরু হয়েছিল সাম্প্রতিককালে, খ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে, আবার অনেকে মনে করেন এটি শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় থেকে। ড. লাইটফুট যোষেফের বিবরণ খুঁজে পেয়েছেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন বছর আগে, রাজা হেরোদের রাজত্বকালের সপ্তম বছরে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল। ধারণা করা হয় ঐ ভূমিকম্পে ব্যবহার করা হয়েছিল স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে আসার জন্য এবং ঐ সময় প্রথমে বৈথেস্‌দার পুকুরের জল কাঁপিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই আশ্চর্য কাজ বন্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সে যা-ই হোক, এই আশ্চর্য কাজের মধ্যে যে গুরুত্ব ছিল তা নিশ্চিতভাবেই ছিল মহামূল্যবান।

*প্রথমত*, এটি ছিল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার নিদর্শন এবং এটি প্রকাশ করেছে যে যদিও তারা দীর্ঘদিন যাবৎ ভাববাদী বিহীন অবস্থায় ছিল এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন কোন আশ্চর্য কাজ হয়নি, তথাপি ঈশ্বর তাদেরকে পরিত্যাগ করেন নি, যদিও তারা এখন দুর্দশাগ্রস্থ এবং অবজ্ঞাত মানুষ এবং অনেকে এ কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই আশ্চর্য কাজসমূহ এখন কোথায়? কেন আমরা পূর্বের মত এখন আর মহা মহা আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই না? এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বুঝাতে চাইলেন যে, তিনি এখনও তাদের ধর্মকর্ম সাধনের পবিত্র শহরের প্রতি দয়াশীল রয়েছেন, তিনি তাদের এখনও মনে রেখেছেন, তাদের প্রতি তিনি তাঁর করুণা বর্ষণ করতে সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। প্রাকৃতিক জল বা খনিজ জলের মধ্যে ঈশ্বরের যে ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্যে তাঁর যে মঙ্গল ইচ্ছা রয়েছে, এই কথা ভেবে এই বিবরণ থেকে আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি, কারণ ঈশ্বর জলের ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন। *যিনি আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপাসনা কর* (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৭)।

*দ্বিতীয়ত*, এটি হল খ্রীষ্টের নির্দেশন, যিনি ঝর্ণা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যিনি ধার্মিকতার সূর্য, সেই খ্রীষ্টের প্রতি লোকদের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ এবং তাঁর আশ্রয়ের নিচে তাদের রেখে আরোগ্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন। এই পুকুরের জল প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন তা আরোগ্য দান কার্যের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে পরিষ্কৃত করার এবং শুচি করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের রক্তের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য। এই অতুলনীয় স্নান আমাদের সমস্ত রোগ আরোগ্য করতে সক্ষম। শীলোহের জল যা এই পুকুরকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল তা হল দায়ূদের রাজ্য এবং দায়ূদের বংশধর যীশুর নিদর্শন (যিশাইয় ৮:৬) । তাই প্রবল প্রতাপে তাদের মধ্যে অবস্থিত করার জন্য এটি উপযুক্ত ছিল। আমাদের আত্মিক সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য করার জন্য বৈথেস্‌দার পুকুরের মত পুনর্জন্মের জলের আধার আমাদের আছে। এটি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, কিন্তু সব সময়ের জন্য। যার

ইচ্ছা সেই আসতে পারবে।

গ. যে রোগীটি সুস্থতা প্রাপ্ত হয়েছিল (পদ ৫): আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল।

১. তার রোগ ছিল খুব কষ্টদায়ক: সে ছিল ঠিক পঙ্গু, দেহগতভাবে দুর্বল। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, কমপক্ষে দেহের একপাশ অবশ ছিল, সাধারণভাবে বলা যায় সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ। দেহগত এই রকম অক্ষমতা একজন মানুষের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি দেহের পরিবর্তে আমাদের আত্মা পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। কি কারণে আমাদের শারীরিক শক্তি তাঁর কাজে ব্যবহার করার জন্য এবং যারা তাঁর জন্য বন্দী তাদের প্রতি সহানূভুতির প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধন্যবাদ জানান।

২. এই কষ্টকর রোগের স্থায়ীত্ব: আটত্রিশ বছরের। তার জীবনের অধিকাংশ সময় সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ অবস্থায় ছিল। অনেকে আছেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ কার্যক্ষেত্রের জন্য অক্ষম অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, যেমন রাজা দায়ূদ তাঁর গানের মধ্যে এ ব্যাপারে বিলাপ প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন মানুষের যা কিছু আছে কিংবা সে যা কিছু অর্জন করে তার সব কিছুই বৃথা; মানুষের পরিশ্রম নিরর্থক, কারণ মানুষের জন্ম দুঃখ ভোগ করার জন্য, মানুষের জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য। আমরা কি একটি ক্লান্তিকর কিংবা কষ্টজনক রাতের কারণে বিলাপ করব। আমরা আমাদের অসুস্থতার কারণে যদি মূর্ছা যাই তাহলে কি বিলাপ করব? যারা দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থতার মধ্যে থাকে তাদের অন্তর দুঃখ বেদনা এবং হতাশায় পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু যারা সুস্থ হওয়ার উৎসের সন্ধান পেয়েছে এবং ঐ উৎসের কাছে এসেছে তারা সুস্থতা লাভ করেছে এবং তারা আত্মিক জীবনের সমস্ত অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিময় জীবনে প্রবেশ করেছে। এই বিষয়ের উপর বিশিষ্ট পণ্ডিত বাক্সটার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক টিকা লিখেছেন: "আটত্রিশ বছর ধরে এই লোকটি ঈশ্বরের মঙ্গলজনক শাসনের অধীনে জীবন যাপন করে আসছিল। হে ঈশ্বর, এই লোকটিকে আটত্রিশ বছর ধরে তোমার মঙ্গলজনক শাসনের অধীনে ছিল, এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ এখন তোমার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে তার জীবনে। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তার জীবন এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত, তার জীবন আগের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী এবং আনন্দময়।"

ঘ. সুস্থতার কাজ এবং এই ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে (পদ ৬-৯)।

১. যীশু খ্রীষ্ট লোকটিকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যখন যিরূশালেমে উপস্থিত হলেন তিনি মন্দিরের প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করেন নি। কিন্তু তিনি একটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন, সেখানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অনেক অসহায় রোগী সুস্থতার আশায় পড়ে ছিল। খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের নম্রতার ও অনুগ্রহের এবং দুঃখার্ত প্রতি সমবেদনা জানাবার নির্দেশ। এই পৃথিবীতে যারা অসুস্থ, রোগগ্রস্থ এবং তাদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের রক্ষা করতে অর্থাৎ তাদের সুস্থ করতে এবং তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছিলেন। ঐ অসুস্থ লোকদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের এই জগতে আগমনের মহান পরিকল্পনা চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। বৈথেস্‌দায় দরিদ্র পঙ্গুদের বিশাল জনতা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের দৃষ্টি কেবল একমাত্র

একজনের উপর নিবদ্ধ ছিল এবং অন্যদের কাছ থেকে তাকে এককভাবে আলাদা করলেন, কারণ সে ছিল সেই পুকুর পাড়ে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়জ্যেষ্ঠ, কেবল তাই নয়, তার অবস্থা অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। খ্রীষ্ট অসহায়দের সাহায্য করে আনন্দ লাভ করেন এবং যাদের দয়া লাভ করার প্রয়োজন আছে তাদের দয়া করেন। সম্ভবত তার সঙ্গীরা তাকে কষ্টজনক অবিশ্বাস করেছিল, কারণ প্রায় প্রতিটি সুস্থতার সময় সে হতাশাগ্রস্থ হত। এই জন্য খ্রীষ্ট তাকে তাঁর রোগী হিসেবে গ্রহণ করলেন। দুর্বলদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং যারা ভগ্ন স্বাস্থ্য বিশিষ্ট হিসাবে তাঁর চোখে দৃষ্ট হয় তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার দ্বারা তিনি তাদের প্রতি মমতা এবং করুণাকে প্রকাশ করেন।

২. লোকটি কতদিন ধরে এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে তা তিনি জানতে পারলেন এবং বিষয়টি তিনি বিবেচনায় আনলেন। যারা দীর্ঘ দিন ধরে কষ্টজনক অবস্থার মধ্যে থাকে তারা সেই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে স্বস্তি লাভ করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর তাদের গঠন জানেন। তারা যে দুর্বল তা তাঁর স্বরণে থাকে এবং তারা কতদিন ধরে এই রকম কষ্টভোগ করছে তা তিনি হিসাব করে রাখেন।

৩. তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকে, তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সে সুস্থ হতে চায় কিনা, তা নিঃসন্দেহে আশ্চর্যের বিষয় হবে। আবার অনেক লোক আছে যারা এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে বা সুস্থ হতে চায় না, কারণ তারা তাদের এই অসুস্থতা এবং এই কষ্টকর অবস্থাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ এবং ভিক্ষা করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তারা তাদের এই অবস্থাকে আলস্যের অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই গরীব লোকটির পক্ষে ভিক্ষা করার জন্য কোথাও যাওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না, কারণ সে ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্থ। তবুও খ্রীষ্ট এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটিকে এই প্রশ্ন করলেন:-

(১) খ্রীষ্ট লোকটির প্রতি তার নিজের সহানূভুতি এবং উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করার জন্য। যারা দুঃখ, কষ্ট, হতাশার মধ্যে জীবন যাপন করছে এবং বিভিন্ন কষ্টকর রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ইচ্ছা জানার জন্য খ্রীষ্টের সহানূভূতিপূর্ণ কৌতূহল রয়েছে। তাদের কি ইচ্ছা এবং তারা কি চায় এটি জানার জন্য তিনি আকাঙ্খিত থাকেন: "তুমি আমাকে বল আমি তোমার জন্য কি করব?"

(২) যিনি মানব জাতির অনিষ্টের জন্য নয় কিন্তু মঙ্গলের জন্য এসেছেন এবং সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে এসেছেন, তিনি তাকে সুস্থ করার জন্য তার প্রতি লোকটির কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।

(৩) করুণার মূল্য কি তা শিক্ষা দেবার জন্য এবং করুণার মূল্য সম্পর্কে জানার জন্য তাকে আগ্রহী করে তোলার জন্য। আত্মিক ক্ষেত্রে, যা মানুষের জীবনের অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় হয়ে যুক্ত হয়ে আছে, সেই পাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষ ইচ্ছুক নয়। যদি মানুষ পাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য আকাঙ্খিত হয় তবে সে লাভবান হবে। যদি মানুষ সুস্থ হওয়ার জন্য সম্মত হয় তাহলে খ্রীষ্টের সুস্থতা কার্যের অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যদি আমরা ইচ্ছুক হই বা সম্মত হই তাহলে সুস্থতা লাভ করবো (মথি ৮:৩)।

৪. এই দরিদ্র অক্ষম লোকটি রোগ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন লাভের সুযোগ গ্রহণ করলো এবং তার রোগের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরল এবং সে সুস্থ হওয়ার আকাঙ্খায় আরও ব্যাখ্যা করে বলল, "মহাশয় আমার এমন কেউ নেই যে, জল কেঁপে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়" (পদ ৭)। লোকটি মনে মনে ভাবল এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তার প্রতি অবজ্ঞা এবং অমনযোগীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সে ভাবল, "যদি আমাকে সুস্থ করার আপনার ইচ্ছা থাকে, আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন। পুকুরের জল কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেখানে নামিয়ে দিতে সাহায্য করুন, যেন আমাকে আর এভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে না হয়।" দরিদ্র পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটি বলল, "না মহাশয়। আমার প্রতি এমন মঙ্গল কিছু করবেন এমন ইচ্ছার কারণে আমি একথা বলি নি কিন্তু একজন বন্ধু মনে করে একথা বললাম যে আমি বাস্তবিক একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ। আমি নিজেকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু আমার সব চেষ্টাই ছিল নিরর্থক। আর তাছাড়া এমন কোন মানুষ নেই যে আমাকে জল কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে নামিয়ে দিতে সাহায্য করে।"

(১) লোকটি একথা ভাবতে পারে নি যে, এই জল ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে সুস্থতা লাভ করতে পারে। সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ অসহায় অবস্থায় এমন কোন বন্ধু সে পায় নি, যাদের দ্বারা সে সাহায্য লাভ করতে পারে। এই কারণে খ্রীষ্ট তাকে যখন সুস্থতা দান করলেন তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল তার কল্পনা এবং প্রত্যাশার অতীত একটি বিষয়, কারণ এমন সুস্থতার কাজ আদৌ যে ঘটতে পারে সে তা ভাবতে পারে নি।

(২) তাকে সাহায্য করার জন্য বন্ধুদের প্রয়োজনের বিষয়ে সে অভিযোগ করে বলল, "আমার এমন কোন মানুষ নেই, এমন কোন বন্ধু নেই যে আমার দিকে দয়ার হাত বাড়িয়ে দেয়।" কেউ একজন বলেছে যে, যারা সুস্থতা লাভ করেছে এমন কেউ থাকলে অবশ্যই সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। এটি খুব সাধারণ বিষয় যে দরিদ্র মানুষেরা সাধারণত বন্ধু পরিত্যক্ত হয়। কোন লোক তাদের প্রাণের এবং জীবনের প্রতি যত্নবান নয়। অসুস্থ এবং অক্ষম লোকদের তাপের এই কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করা হলে প্রকৃত দয়ার কাজের একটি অংশ। আর এইভাবে গরীব লোকেরা একজন অন্যজনের প্রতি দয়ার হাত বাড়িয়ে দিতে এবং তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে, আর এটি হতে বাধ্য। যদিও আমরা খুব কমই তাদের মধ্যে এই অবস্থা দেখতে পাই। তাদের লজ্জার জন্য আমি এই কথা বলছি।

(৩) তার শারীরিক অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো যে, যখনই সে পুকুরে নামার জন্য প্রস্তুত হয় আর তখন অন্য কেউ তার আগে গিয়ে পুকুরে নেমে পড়ে তার এবং তার সুস্থতার মধ্যে মাত্র একটি পদক্ষেপ, অথচ তার স্থায়ী অক্ষমতা তার সুস্থতার পথে অন্তরায় হয়ে আছে। কেউ তার প্রতি দয়া করে এই কথা বলে না যে, "আমার অবস্থার চেয়ে তোমার অবস্থা আরও খারাপ, তাই তুমি যাও এবং পুকুরের জলে নেমে পড়, আমি পরবর্তী জল কাঁপা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।" কারণ এই পুরাতন প্রবাদকে অতিক্রম করে যাওয়ার মত সেখানে কেউ ছিল না, 'প্রত্যেকজন স্বয়ং নিজের জন্য।' এইভাবে দরিদ্র পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটি বারবার চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছিল। এই কারণে সে চরম হতাশায় ডুবে গেল। আর এখন লোকটির অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রীষ্ট লোকটির অসহায় এবং হতাশার অবস্থায় সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত

হলেন। লক্ষ্য করুন, যারা তার প্রতি দয়াহীন আচরণ করেছে তাদের সম্পর্কে সে কেমন কোমলভাবে কথা বলেছে। তাদের প্রতি কোন বিরক্ত প্রকাশ করেন নি এবং তাদের সম্পর্কে কোন নিন্দাসূচক মন্তব্য করেন নি। এভাবে আমরা যদি সামান্যতম বিষয়ের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি তাহলে আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ রোগীতে পরিণত হব। আর আমাদের প্রতি লোকদের দয়াহীন কিংবা ক্ষতিকর আচরণ লোকটির মনোভাবের মত গ্রহণ করতে হবে, মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের মনোভাবের প্রকাশ সবসময় যেন শান্ত থাকে। আরও লক্ষ্য করুন তার প্রশংসনীয় বিষয় হলো, যদিও সে দীর্ঘদিন ধরে ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে অপেক্ষা করে আসছিল, তবুও সে পুকুর পাড়ে শুয়ে ছিল, সে এই প্রত্যাশায় দিন গুনছিল যে, এমন একটি সময় আসবে যখন সে জল কেঁপে উঠলে সবার আগে পুকুরে নামতে পারবে এবং সুস্থতা লাভ করবে অথবা হয়তোবা কোন একটি সময় আসবে যখন কোন একজন দয়ালু মানুষ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে যেন জল কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জলে নামিয়ে দিতে পারে, (হাবাক্কুক ২:৩)।

৫. এই জন্য খ্রীষ্ট একটি কথার দ্বারা তাকে সুস্থ করলেন, এই ব্যাপারে তিনি লোকটিকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। আমরা এখানে দেখতে পাই:

(১) তিনি তাকে এই কথা বলেছিলেন: "উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও, (পদ ৮)।"

[১] সে উঠে দাঁড়াতে এবং হেঁটে বেড়াতে আদেশ প্রাপ্ত হল। একজন দুঃখার্ত অক্ষম মানুষকে এক অদ্ভুত আদেশ পালন করা হল, যে মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে সুস্থতার আশায় পুকুর পাড়ে পড়েছিল। কিন্তু এই পবিত্র আদেশ স্বর্গীয় শক্তিতে পরিণত হল। এই আদেশ ছিল লোকটির মধ্য থেকে অসুস্থতা দূরীভূত হওয়ার এবং তার শারীরিক ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়ার আদেশ। কিন্তু তিনি এই আদেশ প্রদান করেছিলেন তাকে সচল করার জন্য। সে অবশ্যই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং হেঁটে বেড়িয়েছিল, এর অর্থ হল সে উঠে দাড়াতে এবং হেঁটে বেড়াতে সক্ষম হয়েছিল, আর এই কাজ অতি সহজ করার জন্য সে শক্তিও লাভ করেছিল। একজন পাপী লোকের পরিবর্তন হলো দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগের সুস্থতা। কেবলমাত্র একটি কথার দ্বারা এই সুস্থতার কার্য সাধিত হয়েছে। ঐ কথায় ছিল একটি আদেশ, "উঠে দাড়াও এবং হাঁট। ঘুরে বেড়াও এবং বেঁচে থাক। তুমি ইব্রীয় জীবন লাভ কর।" ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া, স্বতন্ত্র অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের জীবনে এই রকম অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি না। বিশেষ করে একজন কষ্টভোগরত অক্ষম মানুষের জীবনে যে অনুগ্রহ নেমে এসেছিল তা লাভ করার জন্য আমাদের খ্রীষ্টের ছায়ার নিচে আসতে হবে। কিন্তু লোকটি যদি নিজেকে সাহায্য করার জন্য উদ্যোগী না হত, তাহলে নিশ্চয়ই সে সুস্থতা লাভ করতে পারত না এবং তার এই অবস্থার জন্য সে দোষী হিসেবে গণ্য হত। তবুও এটি এই কারণে ঘটে নি যে, যখন সে উঠে দাঁড়াল এবং হাঁটল, সে তার নিজের শক্তিতে তা করেছিল না, এটি ঘটেছিল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতায়, এই সুস্থতা কার্যে সমস্ত গৌরব এবং প্রশংসা পাবার যোগ্য ছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট লোকটিকে উঠে দাঁড়াতে জলে নামার জন্য আদেশ করেন নি কিন্তু তাকে উঠে দাড়াতে এবং হেঁটে বেড়াতে আদেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা করেন আইন তা করতে পারে না।

[২] তাকে আদেশ করা হল যেন সে তার বিছানা তুলে নেয়। আমরা এখানে দেখতে পাই:

*প্রথমত*, এটি যেন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, লোকটির সুস্থতা ছিল যথার্থ, অর্থাৎ সে সম্পূর্ণরূপেই সুস্থতা লাভ করেছে এবং এটি ছিল বিশুদ্ধ আশ্চর্য কাজ, এখানে কোন চালাকি বা প্রতারণা ছিল না। কারণ সে ধাপে ধাপে বা একটু একটু করে তার শরীরের শক্তি ফিরে পায় নি কিন্তু তার দুর্বলতার এবং অক্ষমতার চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে শারীরিক শক্তির সর্বোচ্চ ধাপের এক মুহূর্তের পদক্ষেপ সে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থতা লাভ করেছিল। তাই সে এমন একটি ভারি বোঝা বহন করতে সক্ষম হয়েছিল যা দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজ অভ্যস্ত কুলিদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। অথচ সে যা বহন করেছিল তা বহন করার জন্য সে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। এই মুহূর্তে বিছানা বহন করতে সক্ষম হব। আমরা অন্য একটি ঘটনায় দেখতে পাই খ্রীষ্ট একজন অবশ রোগীকে সুস্থতা দান করে আদেশ দান করেছিলেন যেন সে তার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যায় (মথি ৯:৬), কিন্তু খুব সম্ভবত এই লোকটির কোন বাড়ি ছিল না যেখানে সে যেতে পারে, এই পুকুর পাড় রোগীদের আশ্রয়স্থল ছিল তার বাড়ি। এই জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছিল যেন সে উঠে দাড়ায় এবং হেঁটে বেড়ায়।

*দ্বিতীয়ত*, এটি ছিল সুস্থতার ঘোষণা এবং জনসাধারণের কাছে প্রচার। কারণ বিশ্রামবারে কাউকে যদি রাস্তা দিয়ে কোন বোঝা বহন করতে দেখা যায় তাহলে সে মানুষের তা আশ্চর্যের বিষয় বলে বিবেচিত হবে। লোকটি যখন রাস্তা দিয়ে তার বিছানা নিয়ে হেঁটে যাবে অবশ্যই সে লোকদের দৃষ্টিতে পড়ে যাবে এবং কেন সে বিশ্রামবারের ব্যবস্থা অমান্য করে বিছানা বহন করছে তার কারণ জানতে চাইবে। লোকটি নিশ্চই এর কারণ ব্যাখ্যা করবে আর এভাবে তার সুস্থ হওয়ার আশ্চর্যজনক কাজের কথা প্রকাশ পাব এবং ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন।

*তৃতীয়ত*, এইভাবে এইভাবে পুরানো দিনের ধর্ম-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দিলেন, কারণ পুরানো দিনের ধর্ম-শিক্ষকরা বিশ্রামবারের নিয়মের সাথে নিজের তৈরি নিয়ম যুক্ত করে বর্ধিত করেছিল যা বিশ্রামবারের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এছাড়া তিনি এর মধ্য দিয়ে দেখলেন যে, তিনিই হলেন বিশ্রামবারের প্রভু এবং তিনি যা পরিকল্পনা করেন সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার আছে। যিহোশূয় এবং সমস্ত ইস্রায়েল জনগণ ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে বিশ্রামবারে জেরিকো শহরের মধ্য দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে এই লোকটি খ্রীষ্টের আদেশের বাধ্যতাস্বরূপ বিশ্রামবারে বিছানা বহন করেছিল। বিশ্রামবারে বিছানা বহন করার মত কাজটি আবশ্যকতার কাজ কিংবা করুণার কাজ হিসেবে গণ্য করা যায়, কিন্তু এটি এর চেয়ে আরও বেশি, এটি ছিল ঈশ্বরভক্তির কাজ এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য পবিত্র পরিকল্পনা।

*চতুর্থত*, এর দ্বারা তিনি তার রোগীর বিশ্বাস এবং বাধ্যতার পরিকল্পনা করলেন। বিশ্রামবারে জনসম্মুখে বিছানা বহন করার ফলে ধর্মীয় আদালতের কাছে নিজেকে নিন্দার পাত্র হিসাবে প্রকাশ করলো এবং দোষী সাব্যস্ত হল, কমপক্ষে সে মহাসভায় শাস্তির যোগ্য হল। খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতার প্রমাণ দিতে গিয়ে সে কি এখন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নেবে? হ্যাঁ সে অবশ্যই ঝুঁকি নেবে। যারা খ্রীষ্টের বাক্যের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করেছে তার উচিৎ যে কোন মূল্যে খ্রীষ্টের আদেশ পালন করা।

(২) খ্রীষ্টের আদেশের ফল (পদ ৯): স্বর্গীয় ক্ষমতা তার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তখনই সেই লোকটি ভাল হয়ে গেল ও তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

[১] সে উপলব্ধি করলো যে খ্রীষ্টের আদেশের ক্ষমতায় সে সুস্থতা লাভ করেছে: তখনই লোকটি ভাল হয়ে গেল। দরিদ্র পঙ্গু লোকটির জন্য এটি কি চমক! কারণ সে দেখতে পেল এক মুহূর্তের মধ্যে তার সব কিছু কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, কি ফলদায়ক শক্তি তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিজেকে সাহায্য করতে কি সক্ষমই না সে হয়েছে! এক মুহূর্তের মধ্যে কি নতুন এক পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করলো সে! এমন কোন কিছুই নেই যা খ্রীষ্টের পক্ষে করা কঠিন।

[২] খ্রীষ্ট তাকে যে ক্ষমতাপূর্ণ আদেশ করেছিলেন সে তা মান্য করেছিল। সে উঠে দাঁড়ালো এবং বিছানা তুলে নিল এবং হাঁটতে লাগল। বিশ্রামবারে বিছানা বহন করার জন্য কেউ তাকে দোষী করলো কিনা বা কেউ তাকে ভয়ভীতি দেখালো কিনা তা সে গ্রাহ্য করলো না। আমাদের আত্মিক সুস্থতার প্রমাণ হল আমাদের জেগে ওঠা এবং এগিয়ে চলা। খ্রীষ্ট কি আত্মিক অসুস্থতা থেকে আমাদের আরোগ্য করেছেন? খ্রীষ্ট আমাদের যে কোন স্থানেই পাঠান না কেন, আসুন আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের জন্য যা কিছু পরিকল্পনা করেছেন তা মেনে নেই এবং তার সামনে হাঁটি।

ঙ. সুস্থতা লাভ করার পর লোকটির কি পরিণতি ঘটেছিল আমরা এখানে বলেছি:

১. যে যিহূদীরা তাকে বিশ্রামবারে বিছানা বহন করতে দেখেছিল তাদের এবং তার মধ্যে কি ঘটেছিল। কারণ বিশ্রামবারে এই সুস্থতার কার্য ঘটেছিল। আর এই বিশ্রামবার যিহূদীদের নিস্তার-পর্বের সপ্তাহের মধ্যে পড়েছিল, মহাদিন (যোহন ১৯:৩১)। খ্রীষ্টের কাজ ছিল এই রকম যে, তার কাজ করার প্রয়োজনে তিনি বিশ্রামবার এবং অন্য দিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করেন নি। কারণ সবসময় তিনি পিতার কাজ করার জন্য নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এই দিনে কিছু উল্লেখযোগ্য আশ্চর্য কাজ করেছিলেন বিশেষ করে সুস্থতার কাজ, সম্ভবত তার কাছ থেকে এই সব আত্মিক সাহায্য প্রত্যাশা করার জন্য তার মণ্ডলীর লোকদের উৎসাহিত করতে, যা যা তার সুস্থতার আশ্চর্য কাজের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে তা ঈসয়ীদের মনোযোগের মধ্যে আনায়ন করতো। এখন আমরা লক্ষ্য করি, এর-পর কি ঘটেছে:-

(১) বিশ্রামবারে নিজের বিছানা বহন করার জন্য যিহূদীরা লোকটির সাথে তর্ক করল। তারা লোকটিকে বলল যে, বিশ্রাম দিনে এই কাজ ব্যবস্থা সম্মত নয় (পদ ১০)। এটা এমন ছিল না যে তারা বিচারদের মত আচরণ করবে, যাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে, তারা ছিল সাধারণ জনগণ, তারা তাঁর কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোন কথা বলতে পারে। এটি তাদের কাছে প্রশংসনীয় ছিল না। তারা জানতো না যে, কোন ক্ষমতায় বা কার নির্দেশে তিনি এই কাজ করছেন। তারা বিশ্রামবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং তা পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিল এবং উদাসীনতা দেখিয়ে কাউকে বিশ্রামবারকে অশুচি করতে দেখলে প্রতিবাদ করতো; নহিমিয়ার মতো (যিহিস্কেল ১৩:৭)।

(২) যে আদেশের দ্বারা সে তার বিছানা বহন করেছে লোকটি তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলো

(পদ ১১): "এই কাজটি আমি ব্যবস্থা এবং বিশ্রামবারকে অবমাননা করার জন্য করি নি, কিন্তু যিনি আমাকে সুস্থতা দান করেছেন তার আদেশের বাধ্যতাস্বরূপ এই কাজ করেছি। তিনি আমাকে এমন অনস্বীকার্য প্রমাণ দিয়েছেন যে, যার দ্বারা আমি বুঝতে পারছি তিনি ব্যবস্থা এবং বিশ্রামবারের চেয়েও শ্রেষ্ঠ । তিনি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রদান করার মত আশ্চর্য কাজ করেছেন। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাকে বিছানা বহন করতে বলার ক্ষমতা এবং অধিকার তাঁর আছে। প্রকৃতির ক্ষমতাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন তাই সন্দেহ নেই যে স্বঘোষিত ব্যবস্থা অগ্রহ্য করার ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর আছে; বিশেষ করে এই রকম ঘটনার ক্ষেত্রে, কিন্তু নিয়ম-কানুনের মূল উপাদানের ক্ষেত্রে নয়। যিনি এমন দয়ার স্পর্শ দিয়ে আমাকে সুস্থতা দান করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোন পাপপূর্ণ কাজ করার আদেশ করবেন না।" খ্রীষ্ট অন্য একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে সুস্থতা দান করে পাপ মাফ করার ক্ষমতার প্রমাণ করেছিলেন। যদিও তার ক্ষমা বলবৎ থাকে, তার নির্দেশও স্থির থাকে তাহলে তার আশ্চর্য কাজ উভয়ই প্রমাণ করবে।

(৩) যিহূদীরা লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলো যে, কে সেই ব্যক্তি যে তাকে বিশ্রামবারে বিছানা বহন করার আদেশ দিয়েছে (পদ ১২): "কে সেই লোক?" এখানে লক্ষ্য করুন: যা তাদের খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে পারে তা ঐ যিহূদীরা কিভাবে ক্রমাগতভাবে উপেক্ষা করছে। তারা এই কৌতুহলের জন্য তাকে জিজ্ঞেস করে নি, "কে সেই মহান দয়ালু ব্যক্তি যিনি তোমাকে সুস্থতা দান করেছেন?" যখন তারা ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করার পর খ্রীষ্টের উপর তার বিশ্বাসের ভিত্তি কী তা ধরতে পারল (কে সেই লোক, যে তোমাকে বলেছে তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও) তখন তারা খুব আনন্দিত হয়ে যে তাকে সুস্থতা দান করেছে সেই সুস্থতাদানকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হওয়ার জন্য লোকটির উপর চাপ সৃষ্টি করল। লক্ষ্য করুন, তাদের প্রশ্নের মধ্যে:-

[১] খ্রীষ্টকে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিল: "কে সেই লোক? " কারণ, যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে এমন প্রমাণ দিলেন যা কখনও কেউ দিতে পারে নি, তবুও তারা এই সংকল্পে স্থির ছিল যে, তারা কখনোই খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে মেনে নেবে না।

[২] তারা সিদ্ধান্ত নিল যে খ্রীষ্টকে তারা একজন মন্দ লোক বলে গণ্য করবে এবং তারা একমত হল যে, এই বিষয়টি তারা এই অভিযোগে ব্যবহার করবে যে, বিশ্রামবারে লোকটিকে বিছানা বহন করার আদেশ দিয়ে খ্রীষ্ট ব্যবস্থা বিরোধী কাজ করেছেন। স্বর্গীয় আদেশ অনুসারে, তিনি যা কিছু করবেন সবকিছুই অপরাধ বলে গণ্য করবে, আর এই সব বিষয় নিয়ে তারা তাকে দেষী সাব্যস্ত করবে। "কে সেই মানুষ যে এমন কাজ করার দুঃসাহস দেখায়?"

(৪) দরিদ্র লোকটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে সমর্থ হলো না: *সে জানতো না তিনি কে, পদ* ১৩।

[১] খ্রীষ্ট তাকে যখন সুস্থ করেন তখন সে জানতো না তিনি কে। খ্রীষ্ট ছিলেন তার কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি। সম্ভবত সে যীশু খ্রীষ্টের নাম শুনেছিল, কিন্তু ইতোপূর্বে সে তাঁকে কখনো দেখে নি। এই জন্য সে বলতে পারে নি যে, তিনি হলেন খ্রীষ্ট। লক্ষ্য করুন, এমন

অনেক লোক আছে যারা খ্রীষ্টকে জানে না, কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের জন্য উত্তম কাজ করেছেন (যিশাইয় ৪৫:৪,৫)। তিনি আমাদের আলোকিত করেন, শক্তিশালী করেন, পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন, অথচ আমরা জানি না তিনি কে। প্রতিদিন আমরা তাঁর মধ্যস্থতায় কি পরিমাণ অনুগ্রহ গ্রহণ করি সে-ই সম্পর্কে আমরা অবগত নই। এই লোকটি খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, বস্তুত তার সুস্থতার জন্য সে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি। কিন্তু খ্রীষ্ট তার আত্মার প্রকৃতি জানতেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য উপযোগী করতেন, একই ঘটনা দেখতে পাই অন্ধ লোকের জীবনে (যোহন ৯:৩৬)। ঈশ্বরের সাথে চুক্তি এবং পরস্পর কথোপকথন দ্বারা আমরা আত্মানিকভাবে উন্নতি ও বৃদ্ধি পেয়ে থাকি। আমাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি নয়, তাই আমাদের ক্ষমতা ও জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে লাভ করা আবশ্যক। আমরা ঈশ্বরকে চিনেছি, তার চেয়ে বরং এই কথা বললে ঠিক হবে যে, ঈশ্বর আমাদের চিনেছেন (গালাতীয় ৪:৯)।

[২] আপাতত তিনি নিজেকে অজ্ঞাত রাখলেন, কারণ খুব শীঘ্র তিনি অনেক দূরে চলে যাবেন এবং সেখানে আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিচিত করবেন। (তিনি নিজেকে অপরিচিত করলেন কেউ কেউ এটি এইভাবে পড়ে), বিশাল জনতা সেখানে ছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে এটি দেখবার জন্য যে:-

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট তার লজ্জাশীলতা দ্বারা কিভাবে দূরে গিয়ে জনগণের কাছে নিজেকে পরিচিত করবেন, এভাবে জনগণের কাছে স্বতন্ত্র বা বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারবেন না। যিনি বাহিনীগণের প্রধাণ তিনি কচিৎ জনতার একজন হিসেবে নিজেকে গণ্য করেছেন। এটি কখনো কখনো তাদের অংশ হয় যারা তাদের কাজ দ্বারা তারা সংকেত দিয়ে বুঝায় যে তারা জনগনের সাথে একীভূত হয়েছে।

*দ্বিতীয়ত*, কেন তিনি দূরে নিজেকে পরিচিত করবেন, কারণ সেখানে বিশাল জনতা ছিল, এবং যারা তাঁর আশ্চর্য কাজকে অতি গুরুত্ব দিয়েছিল এবং বেশি প্রশংসা করেছিল তাদের প্রশংসাকে এড়িয়ে যাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছিলেন এবং সেই লোকদের তিরস্কার এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন যারা বিশ্রামবার অমান্য করার জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছিল এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। যারা ঈশ্বরের কাছে খুব তৎপর তারা তাদের সমকালীন সময়ে অবশ্যই প্রত্যাশা করবে যেন তারা মন্দ সংবাদ এবং ভাল সংবাদকে সহ্য করতে পারে এবং মন্দ সংবাদ ও ভাল সংবাদ উভয়েই না শুনে তা দূরে সরিয়ে রাখলে তা হবে প্রজ্ঞার পরিচয়, পাছে আমরা একজনের দ্বারা উন্নত হব এবং অন্যদের দ্বারা অতিমাত্রায় অবনত হব। খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজ করেছিলেন আদেশের দ্বারা যেন যে লোকটির প্রতি আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল সে এই আশ্চর্য কাজের প্রমাণ পায়।

২. ঐ পঙ্গু লোকটি এবং আমাদের প্রভু যীশুর মধ্যে পরবর্তী আলাপ কি ঘটেছিল, পদ ১৪। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন: মন্দিরের মধ্যে, জনসাধারণের উপাসনার স্থানে। আমরা যখন জনগণের সাথে সমবেতভাবে উপাসনা করার জন্য মিলিত হই তখন যেন খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাত করার প্রত্যাশা করি এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয়কে আরও উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হই। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট মন্দিরে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সেখানে অনেক শত্রু ছিল, তবুও তিনি জনতার মধ্যে উপস্থিত হলেন। কারণ ঐ পবিত্র প্রতিষ্ঠানে তার সাক্ষ্য প্রদান করতে এবং উত্তম কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করতে সেখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

[২] যে লোকটি সুস্থতা লাভ করেছিল সে মন্দিরে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট একই দিনে তার দেখা পেয়েছিলেন। এটি অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, সে সুস্থতা লাভ করেছিল। সে সুস্থতা লাভ করে সাথে সাথেই মন্দিরে চলে গিয়েছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই:-

*প্রথমত*, তার শারীরিক বৈকল্যের জন্য সে দীর্ঘদিন ঐ পুকুর পাড়ে ছিল। আটত্রিশ বছর ধরে সে রোগে ভুগলেও খুব সম্ভবত সে আটত্রিশ বছর ধরেই ঐ পুকুর পাড়ে পড়ে ছিল না, আর এই কারণে যখন তার বাধা দূর হয়ে গেল চিরকালের জন্য, সে সর্বপ্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন মন্দির। যেমন হিষ্কিয় চিহ্ন চেয়েছিলেন যে, তাঁর কী হবে (যিশাইয় ৩৮:২২): "আমি যে সদাপ্রভুর ঘরে উপস্থিত হতে পারব তার চিহ্ন কি হবে?"

*দ্বিতীয়ত*, যেহেতু সেখানে একটি মঙ্গলজনক আদেশের ফলে সে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেছিল এবং সমস্ত কাজ করার জন্য শরীরে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেজন্য ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাতে মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল। ঈশ্বর যখনই আমাদের রোগ থেকে আরোগ্য করেন কিংবা ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন তখনই আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে এই অনুগ্রহের জন্য তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করতে হবে (গীতসংহিতা ১১৬:১৮,১৯) এবং সদ্য লাভ করা করুণার অনুভূতি থাকতে থাকতেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করা উচিৎ।

*তৃতীয়ত*, যেহেতু তার নিজের বিছানা বহন করা দ্বারা সে বিশ্রামবারকে অবমাননা করেছে বলে মনে হতে পারে তাই সে এই ভাবে কাজ করে দেখালো যে সে এই বিশ্রামবারকে সম্মান প্রদর্শন করছে এবং ন্যায্যভাবে পবিত্র বিশ্রামবার পালন করার জন্য নিজের বিবেককে প্রস্তুত করছে। এর মধ্যে মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা হল, এই উপাসনা হল সাধারণ জনগণের ঈশ্বরের উপাসনা। এখানে সর্বজাতির লোকেরা উপাসনা করতে পারে। অপরিহার্য এবং করুণার কাজ গ্রহণযোগ্য। যখন এটি অধিক পরিমাণে হয় তখন আমাদের মন্দিরে যাওয়া উচিৎ।

(২) তিনি তাকে কি বললেন: যখন খ্রীষ্ট আমাদের সুস্থতা দান করেন, তখন তিনি আমাদের কাজে ব্যবহার করেন না। তিনি এখন নিজেকে ব্যাপৃত করলেন তার আত্মার সুস্থতার জন্য এবং এটিও তার আদেশের দ্বারা।

[১] খ্রীষ্ট তার সুস্থতার স্মরণার্থ সংকেত প্রদান করলেন: "দেখ তুমি ভাল হয়েছো।" লোকটি জানতো যে সে সুস্থতা প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও খ্রীষ্ট এই বিষয়টির প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন। দেখুন খুব গুরুত্ব সহকারে এটি বিবেচনা করুন, কত ত্বরিত, কত বিস্ময়কর, কত সহজলভ্য, কত সহজ ছিল এই সুস্থতা: "এর প্রশংসা করুন।" দেখুন এবং এটি মনে রাখুন। আসুন এটি মান্য করার জন্য প্রভাবিত হই এবং কখনও যেন হারিয়ে না ফেলি (যিশাইয় ৩৮:৯)।

[২] পাপ করার জন্য তিনি তকে সতর্ক করে দিলেন, তার সুস্থতা লাভের কথা বিবেচনা করে সে যেন আর পাপ না করে। এই কথায় এই ইঙ্গিত বহন করে যে, পাপের শাস্তিস্বরূপ এই রোগ হয়েছিল। এটি বিশেষ কোন গুরুতর পাপ অথবা সাধারণ কোন পাপর কারণে

হয়েছিল কিনা আমরা তা বলতে পারি না কিন্তু আমরা জানি যে, কখনো কখনো অসুস্থতা থেকে পাপর জন্ম হয় (গীতসংহিতা ১০৭:১৭,১৮)। কেউ কেউ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, খ্রীষ্ট কখনোই কখনো রোগীকে সুস্থতা দান করার সময় তার পাপ সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকটিকে বলেছিলেন এবং এই রকম রোগে আক্রান্ত রোগীকে বলেছিলেন (মার্ক ২:৫)। যখন দীর্ঘকাল বয়ে বেড়ানো এই রোগগুলো স্থায়ী হয়ে যায় তখন অনেক পাপের বাহ্যিক কাজকে এগুলো প্রতিরোধ করে। যখন অক্ষমতা দূর হয়ে যায় তখন আরও বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। খ্রীষ্ট এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, যাদের সুস্থ করা হয়েছে, যারা পাপের অনুভূতিশীল শাস্তি থেকে বর্তমানে রেহাই পেয়ে শাস্তি পাচ্ছেন, যতক্ষণ তাদের উপর ভয় এবং বাধা থাকবে ততক্ষণ তারা পাপের দিকে ফিরে যাওয়ার বিপদের মধ্যে থাকবে, নতুবা স্বর্গীয় অনুগ্রহ ঝর্ণা শুস্ক করে ফেলবেন। যখন কষ্ট কেবলমাত্র বাধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন জল তাদের পুরাতন কার্যকলাপের দিকে ফিরে আসে। এই জন্য এখানে সবচেয়ে বেশি যা খুব বেশি প্রয়োজন তা হলো সতর্কতা। নচেৎ সুস্থতা অনুগ্রহের পর আমরা আবার ফিরে যাব নির্বুদ্ধিতার কাছে। দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার দ্বারা আমাদের সতর্ক করা হয়, যেন আর পাপর জীবনে ফিরে না যাই এবং আর যেন পাপ না করি এবং পাপর যন্ত্রণা ভোগ না করি। সুস্থতার যে কাজ আমাদের মধ্যে ঘটেছে তা, যিনি আমাদের সুস্থ করেছেন তাঁর করুণায় হয়েছে, তাকে অসন্তুষ্ট করতে নয়। প্রতিটি দূরদর্শীতার কণ্ঠস্বর, যাও পাপে আর জীবন কাটিও না। এই লোকটি অত্যন্ত আশান্বিতভাবে মন্দিরে তার নতুন জীবন শুরু করলো। তবুও খ্রীষ্ট দেখলেন যে, তাকে সতর্ক করে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এটি মানুষের জন্য খুব সাধারণ বিষয় যে, যখন তারা অসুস্থ থাকে তারা সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক প্রতিজ্ঞা করে, সদ্য আরোগ্য প্রাপ্ত হয়ে কিছুটা প্রতিজ্ঞা পালন করে বটে কিন্তু খুব অল্প সময় পড়েই তারা সব কিছু ভুলে যায়।

[৩] তিনি লোকটির বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন, 'যদি সে তার পুরাতন কাজে আবার লিপ্ত হয়ে পড়ে: "নতুবা মন্দ বিষয় তোমোকে গ্রাস করবে এবং তোমার অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে।" খ্রীষ্ট যিনি সমস্ত মানুষের অন্তর জানেন, তিনি জানেন যে, তাদের মধ্যে কে পাপ থেকে সবচেয়ে ভীত আছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে আটত্রিশ বছরের বিলাপ নিশ্চয়ই কোন খারাপ বিষয়, তবুও পুনরায় পাপ করে তার জীবনে মন্দ কিছু ঘটেও, ঈশ্বর অবশ্যই তাকে এই অবস্থা থেকে অনুগ্রহ দান করবেন (ইষ্রা ৯:১৩,১৪)। লোকটি পুকুরপাড়ে রোগীদের মাঝে, যে স্থানে শুয়ে ছিল সেই স্থানটি ছিল দুঃখ এবং হতাশার স্থান। কিন্তু দোজখ আরও বেশি দুঃখ এবং হতাশার স্থান: আটত্রিশ বছরের পঙ্গু থাকার চেয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপর মধ্যে পড়ে থাকার শাস্তি আরও খারাপ বিষয়।

চ. খ্রীষ্ট এবং লোকটির মধ্যে কথোপকথন শেষ হওয়ার পর আসুন এখন আমরা উল্লেখিত পদ দু'টি নিয়ে আলোচনা করি।

১. যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যিহূদীদের কাছে দরিদ্র সাধারণ লোকটি যে কথা বলেছিল, পদ ১৫। যিনি তাকে সুস্থতা দান করেছিলেন তিনি হলেন যীশু। আমাদের এটি মনে করার কারণ রয়েছে যে, সে খ্রীষ্টের সম্মান এবং যিহূদীদের উপকার করার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টের কথা বলেছিল। হীন চিন্তা হলো, যার এমন ক্ষমতা এবং দয়া রয়েছে সে নিশ্চয়ই যে কোন প্রতি

তা প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আকাঙ্খিত তাদের অবশ্যই শয়তানের প্রজ্ঞা রয়েছে, নচেৎ তারা তাদের আগ্রহ দ্বারা ভাল কিছু করার চেয়ে ক্ষতিকর কিছু করবে এবং অবশ্যই শূকরের সামনে মুক্তা ছড়াবে না।

২. খ্রীষ্টের প্রতি যিহূদীদের প্রচণ্ড রাগ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হলো। এই কারণে যিহূদী নেতারা যীশুকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। দেখুন:-

(১) খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শত্রুতা কেমন অসংগত এবং অযৌক্তিক ছিল। এই জন্য যে, তিনি দরিদ্র লোকটিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা দান করেছিলেন এবং জনসাধারণের জেরার সামনে সাবলীল ছিলেন, যা অত্যন্ত সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিল তা হলো, লোকটি তার জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিল। খ্রীষ্ট ইস্রায়েলে উত্তম কাজ করেছিলেন বলে যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন।

(২) এটি কত নির্মম এবং নিষ্ঠুরত ছিল: তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টের রক্তপাত। খ্রীষ্টের প্রাণ বধ এবং খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারছে না। খ্রীষ্টকে হত্যা করতে পারলেই তারা যেন সন্তুষ্ট হতে পারবে।

(৩) বিশ্রামবারের মর্যাদা রক্ষার অজুহাতে তারা এই বিষয়টাকে হিংস্রতার রং দিয়ে রঞ্জিত করতে চেষ্টা করল, কারণ এটি ছিল তাদের কাছে মিথ্যাচারকারীদের অপরাধ এবং ধর্মীয় নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধ, কারণ তিনি এই কাজটি করেছিলেন বিশ্রামবারে। এই ঘটনাটি যেন তাকে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক কাজকে কলুষিতকারী এবং বিনষ্টকারী মানুষে পরিণত করলো। কিন্তু যার প্রশংসা পাবার যোগ্য ছিল তিনি ঘৃণিত মানুষ হিসেবে গণ্য হলেন। এইভাবে ভণ্ডরা তাদের হিংস্র মনোভাব দিয়ে ধার্মিকতার শান্তির বিরুদ্ধে সবসময় যুদ্ধ করতো।

## যোহন ৫:১৭-৩০ পদ

বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গকারী বা অমান্যকারী হিসাবে অভিযুক্ত হওয়া সম্পর্কে খ্রীষ্টের আলোচনার বিষয়টি আমরা এই অংশে দেখতে পাই এবং মনে হয় মহাসভার সামনে নিজের সমর্থনের জন্য এবং সাধারণ লোকের সামনে যখন তাকে অভিযোগ করা হয় তখন এইসব কথা বলেছেন। এই ঘটনাটি অর্থাৎ যিহূদীদের সাথে আলোচনা দুই বা তিনদিন পর হয়নি, খুব সম্ভবত এই আলোচনা হয়েছিল একই দিনে। লক্ষ্য করুন:

ক. বিশ্রাবারে তিনি যা করেছেন, সেই সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি তাঁর শিক্ষাকে ব্যবহার করলেন (পদ ১৭): তিনি সেই নেতাদের উত্তর দিলেন। এতে সম্ভবত তিনি তাঁর অভিযোগে কোন বিষয় আরোপ করেছিলেন। অথবা তাঁকে মেরে ফেলার অভিপ্রায়ে তারা পরস্পরের সাথে যে পরামর্শ করেছিল তার উত্তর দিয়েছিলেন (পদ ১৬)। তিনি এইসব জানতে পেরেছিলেন এবং তাদের এই উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার পিতা সবসময় কাজ করছেন এবং আমিও করছি।" অন্য কোন এক সময়ে যখন তাঁকে অভিযোগ করা হয় তখন তিনি দায়ূদের দর্শন রুটি খাওয়ার উদাহরণ দিয়েছিলেন, উদাহরণ দিয়েছিলেন পুরোহিতের উৎসর্গ দেয়ার বিষয়ে, বিশ্রামবারে লোকদের তাদের পশুপালকে

জল খাওয়ানোর বিষয়ে। কিন্তু এখানে তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে আরও উন্নত, সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় উদাহরণ দিলেন। তিনি অন্য সব আত্মপক্ষ সমর্থনের উত্তর ছেড়ে দিয়ে সবকিছু একটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করলেন এবং এর দ্বারা তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, যা তিনি উল্লেখ করেছিলেন মথি ১২:৮ পদে। মনুষ্যপুত্র হলেন বিশ্রামবারের প্রভু, কিন্তু এখানে তিনি এর কারণও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে বললেন যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে তাঁর পিতা হিসাবে সম্বোধন করে প্রকাশ করলেন যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। আর এই কারণে তার পবিত্রতা প্রশ্নাতীত এবং তাঁর প্রভুত্ব সন্দেহাতীত। এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন স্বর্গীয় আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর আছে। যিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী সেই পুত্রকে নিশ্চিতভাবে তাদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাতে হবে।

২. তিনি ঈশ্বরের সাথে একত্রে কাজ করেছেন।

(১) "আমার পিতা সবসময় কাজ করছেন।" ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকার্য শেষ করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এটি হলো আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। দশটি বিশেষ আদেশের মধ্যে চতুর্থ হুকুমে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। বিশ্রামবার বা বিশ্রামের দিন হিসেবে এটি পালন করার জন্য এই আদেশ পালন করা হয়েছে। ঈশ্বর ছয় দিন পূর্বে যে সৃষ্টির কাজ শুরু করেছিলেন, সেই সমস্ত কাজ থেকে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে এখন ঈশ্বর অন্যভাবে কাজ করছেন। তিনি প্রতিদিন কাজ করছেন, বিশ্রামবার এবং বিশ্রামবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন কাজ করেন, সমস্ত মানুষ এবং জীবের রক্ষা ও পরিচালনা করার কাজ এবং তাঁর গৌরবের জন্য প্রকৃতির কাজ এবং গতিকে একীভূত করেছেন তাঁর সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যদিও বিশ্রামবারকে আমাদের বিশ্রামের জন্য দেয়া হয়েছে তবুও ঈশ্বরের গৌরবের জন্য যে সমস্ত কাজ করা আমাদের কর্তব্য তা থেকে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি না, যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটি সুস্থতা লাভ করার পর খ্রীষ্টের আদেশ পালন করার জন্য বিশ্রামবারেও তার বিছানা বহন করেছিল।

(২) "আমি কাজ করি। আমি কাজ করতে পারি বলে তার মত কেবলমাত্র বিশ্রামবারে কাজ করবো তা নয়। আমি সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও ভাল ভাল কাজ করব।" ঈশ্বর খ্রীষ্টের দ্বারা পৃথিবীর সব কিছু যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি খ্রীষ্টের দ্বারা সবকিছুই ধরে রেখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন (ইব্রীয় ১:৩)। সর্বোপরি ব্যতিক্রমী যা কিছু করেছেন সব কিছুই এটি স্থির করেছেন। তিনি এমন একজন কার্যকারী যে তার অবশ্যই অদম্য শাসনকারী হওয়া আবশ্যক। যেহেতু তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি সব কিছুর প্রভু। যা তার ক্ষমতার বিশেষ অংশ তা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন। খুব শীঘ্রই তিনি তাদের দেখাবেন যে, সপ্তম দিন থেকে প্রথম দিনের পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন।

খ. তাঁর শিক্ষার সূত্র ধরেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল (পদ ১৮): যিহূদী নেতারা তাকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি যা বলেছিলেন তাতে তিনি তাদের কাছে ঘৃণ্য

মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, কারণ তিনি যা বলেছিলেন তা তাদের দৃষ্টি মন্দ থেকে আরও মন্দ ছিল। লক্ষ্য করুন, লোকেরা খ্রীষ্টের কথার দ্বারা তারা আত্মিকভাবে আলোকিত না হয়ে বরং রাগান্বিত এবং উত্তেজিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের নিজের অধিকার এবং কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে ঘোষণার বিষয়টি খ্রীষ্টের শত্রুদের এত বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল যে, এমন আর অন্য কিছু ছিল না যা তাদের এতটা ক্ষুব্ধ করতে পারে (গীতসংহিতা ২:৩-৫)। তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লাগল, কারণ:-

১. তিনি বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতে অপবিত্র করেছিলেন। খ্রীষ্ট তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যা বলেছিলেন তার চেয়ে তারা বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। যখন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে এবং হিংসার মনোভাব নিয়ে কোন কিছুর বিচারের জন্য আদালতে বসে তখন সত্যতা এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে ঐ আদালতে প্রায় নীরব থাকে। কারণ যা কিছু বলা হোক না কেন নিশ্চিতভাবে তা অগ্রাহ্য এবং বাতিল করা হবে।

২. কেবল তাই নয়, কিন্তু তিনি তাদের বলেছিলেন যে ঈশ্বর হলেন তাঁর পিতা। তারা বিশ্রামবারকে সামনে রেখে ঈশ্বরের সম্মান রক্ষার জন্য দাবী উঠালো এবং খ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে দাবী করার জন্য তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এটিকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করলো এবং (তাদের দৃষ্টিতে) যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সমান নন তাই তারা খ্রীষ্টের এই দাবীকে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করল। এটি ছিল লুসিফারের পাপ, "আমি ঈশ্বরের সমকক্ষ হব।" এখন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) এই অভিযোগের সিদ্ধান্ত ঠিক এই কথা থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট বলেছিলেন তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বর হলেন তাঁর পিতা – তাঁর নিজের পিতা। তিনি ছাড়া অন্য কারো নন। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি একই ক্ষমতার এবং একই কর্তৃত্বের পিতার সঙ্গে কাজ করছেন।

(২) তথাপি তারা অন্যায্যভাবে খ্রীষ্টের উপর এই দোষ আরোপ করেছিল যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে দাবী করেছেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করেছেন (ফিলিপীয় ২:৬)। এই জন্য খ্রীষ্ট এই দোষারোপের সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে তিনি তাদের অস্বাভাবিক এবং হিংসাপূর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে কথা বললেন যেন তাঁর দাবীকে প্রমাণ করতে পারেন এবং তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে তিনি ক্ষমতা এবং গৌরবে ঈশ্বরের সমান।

গ. কোন প্রকার বাধা বা ব্যাঘাত ছাড়াই খ্রীষ্ট এই অধ্যায় পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই বিষয়ের উপর কথা বললেন। এই পদের মধ্যে তিনি সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন, এবং পরবর্তী সময়ের নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে সন্ধির জন্য তিনিই ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং মাধ্যম তা প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা তিনি এমন সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা অন্য কোন মানুষের পক্ষে সেই উপাধি লাভ করা সম্ভব নয়, কারণ কোন মানুষ এই উপাধির উপযোগী নয়। একইভাবে যে কাজের ভার তার উপর বিশ্বাসপূর্বক অর্পণ করা হয়েছে অন্য কোন মানুষের সেই কাজের ভার গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যেহেতু তিনি হলেন ঈশ্বর পিতার সমকক্ষ।

১. সাধারণ অর্থে: একমাত্র তিনিই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পিতার সঙ্গে সমস্ত কাজ করেছেন এবং সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে চমৎকার এবং পূর্ণ সমঝোতা রয়েছে। এটি পবিত্রতার পরিচয় দান করে (পদ ১৯): "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি।" এই ঘোষণাটি এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে:

(১) অত্যন্ত মহিম্মান্বিত ও মহান, এবং মনযোগী হওয়ার জন্য ভাবগম্ভীর্যের আদেশ।

(২) অত্যন্ত নিশ্চিত এবং অকপটভাবে স্বীকার করার আদেশ।

(৩) এগুলো স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের পবিত্রতার বিষয়। খ্রীষ্ট আমাদের যা বলেছেন তা জানা বা সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের নিজের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। পিতার সাথে অদ্বিতীয় পুত্রের কাজ সম্পর্কে তিনি প্রায়ই দু'টি বিষয়ের কথা বলতেন:

[১] পুত্র পিতার আদেশমত কাজ করেন (পদ ১৯): "পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না; কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন তা-ই করেন।" প্রভু যীশু, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে:-

*প্রথমত*, পিতার আদেশের একান্ত বাধ্যগত। তিনি এমনই বাধ্য ছিলেন যে, তিনি নিজের থেকে কোন কিছুই করেন না, কেবল পিতার আদেশ মত করেন, একই অর্থে এই কথা বলেছেন, ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না, নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। যে সত্যের প্রকাশ তিনি করেছেন, তার শক্তির মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা নেই। তাই খ্রীষ্ট সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আদেশের কাছে উৎসর্গকৃত ছিলেন। তাঁর আদেশ ছাড়া কোন কিছু আলাদাভাবে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাঁর পিতার পরামর্শের প্রতি মনযোগী ছিলেন। তিনি নিজ থেকে কিছুই করতেন, কিন্তু তিনি যা করেন, বা যা ইচ্ছা করেন তার সবই পিতার অনুরূপ, তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন তা-ই করেন। কোন মানুষ ঈশ্বরের কাজ আবিষ্কার করতে পারেন না, কিন্তু তা পারেন একমাত্র পুত্র, যিনি ঈশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আছেন, তিনি যা কিছু করেন সব দেখেছেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলো তাঁর জানা, সমস্ত পরিকল্পনা পিতা তাঁর সাথে করেন। খ্রীষ্ট মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর উপর যে কাজের ভার অর্পিত ছিল তা তিনি সম্পাদন করেছেন পিতার কাজের অনুরূপ। পিতা যা করেছেন হুবহু তাই করেছেন। তিনি পিতার সাথে আমাদের মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন, কখন কিভাবে সেই মুক্তির কাজ সম্পাদন করবেন তার সব কিছুই আলোচনা করেছেন এবং এমন অনুগ্রহ দেবার জন্য পরিকল্পনা করেছেন যা কখনো ভাঙবে তা বা কখনও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এটি হল মহান ঈশ্বরের অনুরূপ। এটি ছিল খ্রীষ্টের বিশ্বস্ততা, যেমন মোশির ছিল, তিনি পদতের উপরে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে যে নমুনা দেখিয়েছিলেন তিনি ঠিক সেইভাবেই করেছিলেন। এটি বর্তমান কালে প্রকাশ করা হয়েছে, তিনি পিতাকে যা কিছু করতে দেখেছেন, যখন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হয়েছিল, যিনি স্বর্গে থাকেন (যোহন ৩:১৩) এবং যিনি পিতার একান্ত সান্নিধ্যে থাকে (যোহন ১:১৮), তিনি স্বর্গে থাকার সময় তাঁর যে স্বর্গীয় স্বভাব ছিল এবং স্বর্গে যে সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞানে করেছেন, এই পৃথিবীতেও একটি স্বভাব বিদ্যমান ছিল এবং একইভাবে কাজ করেছেন। পিতা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী যা কিছু করেছেনে তাঁর সবকিছুই পুত্রের দৃষ্টিতে রয়েছে, এবং সবসময় তাঁর এই বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত

রেখেছেন, যেমন দায়ূদ আত্মার দ্বারা বলেছেলেন "আমার চোখ সব সময় সদাপ্রভুর দিকে আছে (গীতসংহিতা ১৬:৮)।

*তৃতীয়ত*, তথাপি তিনি কার্যে পিতার সঙ্গে এক। কারণ পিতা যে সমস্ত কাজ করে থাকেন ঠিক একইভাবে পুত্রও সেই কাজ করেন তিনি ঠিক একই কাজ করেন কিন্তু একই রকম কাজ নয়, কিন্তু একই কাজ। আর তিনি সেই কাজগুলো করেন এই পদ্ধতিতে, একই ধারায়, একই নিয়মে; অধিকন্তু একই ক্ষমতায় এবং একই স্বাধীনতায় এবং একই প্রজ্ঞায়, একই শক্তিতে এবং দক্ষতায়। পিতা কি ইতিবাচক নিয়ম বাতিল কিংবা পরিবর্তনের কাজ করেন? তিনি কি প্রকৃতির কাজ মানুষের অন্তরের চিন্তা অগ্রাহ্য করেন? পুত্রও তেমনি করেন। মধ্যস্থতাকারীর ক্ষমতা হল স্বর্গীয় ক্ষমতা।

[২] পিতা পুত্রকে সমস্ত সংবাদ দেন (পদ ২০) লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, এটি উৎসাহিত করতে: "পিতা পুত্রকে ভালবাসেন।" তিনি ঘোষণা করেছেন, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র।" তার কাজ কেবল অনুগ্রহ প্রদান করাই নয় কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর প্রতি তাঁর অসীম সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। খ্রীষ্ট এখন মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছেন, তিনি জাতির কাছে তুচ্ছ এবং ঘৃণিত হয়েছেন (যিশাইয় ৪৯:৭)। কিন্তু যিনি বিষয়টি তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন, তা হল পিতা তাকে ভালবাসেন।

*দ্বিতীয়ত*, এর উদাহরণ। তিনি তা দেখিয়েছেন।

১. তাঁর সাথে তিনি যোগাযোগ করে কি করেছেন: তিনি নিজে যা কিছু করেন তার সবই পুত্রকে দেখান। সৃষ্টি কার্যে তাঁর ক্ষমতা এবং শাসন কার্যে তাঁর ক্ষমতা তিনি দেখেয়েছেন যেন তিনি একই ভাবে একই পদ্ধতিতে মণ্ডলী গঠন এবং পরিচালনা করেন, যা সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের পর্যবেক্ষণ কাজের অনুরূপ কাজ, একই কারণে পৃথিবীতে তা আসার জন্য অবস্থান করা হয়েছে। তিনি সমস্ত কিছুই তাঁকে দেখান। যা কিছু তিনি করেন, এর অর্থ হলো, পুত্র যা কিছু করেন তা অবিকল ঈশ্বরের কাজ। পুত্র যা কিছু করেন তা ঈশ্বরের নির্দেশ মতই করেন, ঈশ্বর তাঁকে সব কিছুই দেখান।

২. তিনি এর মধ্যে কি প্রকাশ করবেন। তিনি তাঁকে দেখাবেন, তা হল, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজে তাঁকে নিয়োগ করবেন এবং চালিত করবেন।

(১) পঙ্গু অক্ষম লোকটির সুস্থতার চেয়ে মহত্তর ক্ষমতার কাজ। কারণ তিনি মৃতকে জীবন দান করেছেন এবং স্বয়ং নিজে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ক্ষমতার দ্বারা কোন কিছুর মাধ্যমে যে কোন রোগ যে কোন সময় হয়তোবা সুস্থ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি কোন কিছুর মাধ্যমে কখনোই মৃত লোককে জীবিত করতে পারবে না, এটি একেবারেই অসম্ভব।

(২) বিশ্রামবারে লোকটিকে নিজের বিছানা বহন করার ক্ষমতা প্রদানের চেয়ে এটি মহত্বের কর্তৃত্বের কাজ। তারা চিন্তা করলো এটি একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠান পালন সংক্রান্ত সমস্ত আইনের কি বাতিল করবেন এবং নতুন কি অধ্যাদেশ দেবেন, যা তিনি শীঘ্র সম্পাদন করতে যাচ্ছেন, "যাতে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন।" খ্রীষ্টের কার্যকলাপের দিকে এখন তারা ঘৃণা এবং ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল কিন্তু তারা অতি শীঘ্র যা করবেন তার দিকে

তারা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাবে (লূক ৭:১৬)। অনেকে খ্রীষ্টের কাজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা তিনি সাধারণ লোকদের সম্মান লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু যে সব লোকেরা উপকৃত এবং অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং যারা খ্রীষ্টের এই সব আশ্চর্য কাজ দেখেছিল তারা সবাই কিন্তু তাঁর উপর বিশ্বাস করেনি।

২. বিশেষ অর্থে: ঈশ্বর যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন ঠিক একই রকম আশ্চর্য কাজ লোকদের সামনে ঘটিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, পিতা এবং তিনি এক। এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, পদ ২১-৩০। ঈশ্বরের যেমন মহা পরাক্রমশালী শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষমতা এবং অধিকার রয়েছে, বিচার করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং কাউকে শাস্তি প্রদান করা কিংবা দণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক তেমনিই পুত্র হিসেবে তাঁরও রয়েছে, এই ক্ষমতায় তিনি এই সব কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষমতায় সব কাজ করবেন, পদ ২২-২৪,২৭। যা একবার বলা হয় বা বারবার উচ্চারণ করা হয় ধারণা দেবার জন্য। এই দু'টি একত্রে সংযুক্ত এবং যখন খ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের সম্মান করবেন তখন এগুলো প্রমাণ করবেন যে তিনি ভ্রান্তিজনক কিছু বলেন নি।

(১) লক্ষ্য করুন, মধ্যস্থতাকারী মৃত্যু থেকে উত্থান এবং জীবন দান করার ক্ষমতা সম্পর্কে এখানে কি বলা হয়েছে। দেখুন:

[১] এটি করার ক্ষমতা তাঁর আছে। আর এই ক্ষমতা দ্বারা তিনি তা করতে সক্ষম (পদ ২১): 'পিতা যেমন মৃতদের জীবন দান করেন ঠিক তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দেন।'

*প্রথমত*, মৃতদের উঠানো এবং তাদের জীবন দান করা হল ঈশ্বরের বিশেষ ক্ষমা। তিনি প্রথমে মানুষের মধ্যে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন এবং এই ভাবে তাকে জীবন্ত মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন (দ্বি.বি. ৩২:৩০; ১ শমূয়েল ২:৬; গীতসংহিতা ৬৮:২০; রোমীয় ৪:১৭)। এই সমস্ত কাজ ঈশ্বর ভাববাদী এলিয় এবং ইলিশায়ের মাধ্যমে করেছিলেন এবং এই কাজ ছিল তাদের পরিচর্যার কাজের স্বীকৃতি এবং নিশ্চিত প্রমাণ। মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান কখনোই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ঘটা সম্ভব নয়, প্রকৃতির ক্ষমার সীমাবদ্ধতার দ্বারা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের বিষয়টি অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করা যাবে না। সুনিশ্চিতভাবে মানুষ মানবীয় জ্ঞানে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে। যখন কোন মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে যায় তা পুনরায় প্রজ্জলিত করা যায় না। এই জন্য এথেন্স শহরে মৃতদের আবার জীবিত হয়ে উঠবার কথা শুনে লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল (প্রেরিত ১৭:৩২)। এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ক্ষমার কাজ, এবং সম্পূর্ণ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। এটি যিহূদীদের অধিকার।

*দ্বিতীয়ত*, মধ্যস্থতাকারী বিশেষ ক্ষমা দ্বারা এটি অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই মৃত্যু থেকে জীবিত করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন তখনই তা করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রয়োজনে তিনি কখনও প্রাণ সঞ্চার করেন না। সূর্যের মত, যার কিরণ অবশ্যই পুনর্জাগরিত এবং উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তিনি কাজ করেন ক্ষমতাবান স্বাধীন কার্যকারীর মত। তার ক্ষমতার বণ্টন তিনি তাঁর নিজ হাতে রেখেছেন এবং এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কিছু কখনোই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে

পারবে না। যেহেতু তাঁর ক্ষমা আছে সেহেতু সে মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রজ্ঞা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। তাঁর কাছে কবর এবং মৃত্যুর চাবি আছে (প্রকাশিত বাক্য ১:১৮), চাকরের মত আদেশপ্রাপ্ত হয়ে খুলবেন না কিংবা বন্ধ করবেন না, কারণ তাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে, যার মনিব তিনি স্বয়ং (প্রকাশিত বাক্য ৩:৭)। একজন খাঁটি উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্ত এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন (দানিয়েল ৫:১৯): *তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করতেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে জীবিত রাখতেন*। অত্যুক্তি ব্যতীত এটি খ্রীষ্টের সত্য।

[২] এই কাজ করার জন্য তাঁর সামর্থ। পিতা যেমন মৃতদের জীবন দিয়ে উঠান ঠিক পুত্রও যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন, কারণ পিতা নিজে যেমন জীবনের অধিকারী তেমনি পুত্রও নিজে জীবনের অধিকারী (পদ ২৬)।

*প্রথমত*, এটি সুনিশ্চিত যে, পিতা নিজে জীবনের অধিকারী। তিনি যে কেবল স্বয়ং অস্তিত্ব প্রাপ্ত তা নয়, তিনি এমনই একজন, যার অন্য কারো কাছ থেকে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কিংবা কারো উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না (যাত্রা ৩:১৪)। কিন্তু তিনি হলেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দাতা, জীবন দানের অধিকার তাঁর আছে এবং সমস্ত উত্তম জিনিস দিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ করার অধিকারও তাঁর আছে (কারণ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এর প্রমাণ দেখতে পাই)। সব কিছু তাঁর দ্বারা পরিচালিত, সমস্ত সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন এবং সব কিছু তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জীবের জীবনের এবং সমস্ত মঙ্গল এবং ভাল কাজের উৎস। তিনি তাদের জীবনের প্রভু এবং তিনি উত্তম কার্যসাধক, তিনি জীবন্ত ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবিদের ঈশ্বর।

*দ্বিতীয়ত*, এটি সুনিশ্চিত যে, তিনি তাঁর পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা হিসাবে পিতা সমস্ত স্বাভাবিক জীবন এবং মঙ্গলের সৃষ্টিকারী, একইভাবে পুত্রও পরিত্রাণকর্তা হিসেবে আত্মিক জীবনের এবং মঙ্গলের সৃষ্টিকারী, পৃথিবীতে মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর যেভাবে কাজ করেন পুত্রও মঙ্গলের জন্য তাঁর মণ্ডলীতে কাজ করেন (দেখুন ১ করি ৮:৬, কলসীয় ১:১৯)। অনুগ্রহের রাজ্য সুনিশ্চিতভাবে পরিত্রাণকর্তার সাথে রয়েছে, ঠিক যেমন ঈশ্বরের রাজ্য সৃষ্টিকর্তার হাতে রয়েছে। ঈশ্বর যিনি সমস্ত জিনিস দিয়ে থাকেন তার নিজের ক্ষমতায়, একই ভাবে খ্রীষ্ট, যিনি জীবন দান করেন, তিনি নিজ ক্ষমতায় মৃত্যু থেকে জীবিত করেন, তাঁর প্রাণ দেবার ক্ষমতা আছে। (অধ্যায় ১০, পদ ১৮)।

[৩] তিনি তাঁর ক্ষমতা এবং সামর্থ অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি স্বয়ং জীবনের অধিকারী, এবং তিনি যাকে খুশি তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই ক্ষমতা দ্বারা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতাশালী বাক্যের দ্বারা দু'টি পুনরুত্থান সম্পন্ন হবে। এই দু'টি পুনরুত্থান সম্পর্কে তিনি এখানে কথা বলেছেন:-

*প্রথমত*, এটি পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে পদ ২৯-এ। একটি পুনরুত্থান হলো খ্রীষ্টের অনুগ্রহের ক্ষমতার দ্বারা পাপের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ধার্মিকতার জীবনে প্রবেশ কর-ার পুনরুত্থান। সেই সময় আসছে এবং এখন উপস্থিত। যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের গলার আওয়াজ শুনবে তখন মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে বের হয়ে আসবে, আর এভাবে শুরু হবে পুনরুত্থানের কাজ, এবং এই কাজ চলমান থাকবে, এটি সহজভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ২৮। এখানে বলা হয়েছে যে, এই পুনরুত্থান ঘটবে যুগের শেষে। এখানে এই কথা

বলা হয়নি যে সকলেই অনুগ্রহ লাভ করার জন্য মৃত্যু থেকে জীবিত হবে এবং সকলেই অনুগ্রহ পাবার জন্য কবর থেকে বের হয়ে আসবে। এখন:

১. অনেকে মনে করেন যে, যাদের তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন, যেমন যায়ীরের মেয়ে, বিধবার একমাত্র ছেলে এবং লাসার, এদের মৃত্যু থেকে আশ্চর্য জনক ভাবে জীবিত করার মাধ্যমে এই পুনরুত্থানের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, খ্রীষ্ট যাদের মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন তাদেরকে প্রত্যেকেই কিছু কথা বলেছেন জীবিত করার পূর্বে, যেমন যায়ীরের মেয়েকে বলেছিলেন, "খুকি ওঠো;" বিধবার ছেলেকে বলেছিলেন, "হে যুবক তোমাকে বলছি ওঠো;" লাসারকে বলেছিলেন, "লাসার বের হয়ে এসো।" পক্ষান্তরে, পুরাতন নিয়মে যে সমস্ত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয়েছিল, তাদের জীবিত করার সময় কোন কথা বলা হয় নি, তাদের বিভিন্ন উপায়ে জীবিত করা হয়েছিল (১ রাজাবলি ১৭:২১; ২ রাজা ৪:৩৪; ১৩:২১)। অনেকের ধারণা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সময় অনেক সাধু লোকের যে পুনরুত্থান ঘটেছিল তার মাধ্যমে পুনরুত্থানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের গলার আওয়াজ তাদের ডেকেছে, এমন কোন কিছু আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। কিন্তু:-

২. খ্রীষ্টের শিক্ষার ক্ষমতার এই বিষয়টি আরও বেশি করে জানার জন্য আগ্রহী হয়েছি, কারণ, যারা অবাধ্যতা এবং পাপর কারণে মৃত তারা মুক্ত হবে এবং পুনরুজ্জীবিত হবে (ইফিষীয় ২:১)। সময় আসছে যখন মৃত ব্যক্তিরা সুসমাচারের প্রচারের দ্বারা জীবিত হবে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত জীবনের আত্মা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে। এটি এমন নয় যে, খ্রীষ্ট যখন এই জগতে থাকবেন তখনই এটি কার্যকর হবে। এটি বিশেষ করে যিহূদী ছাড়া অন্যান্য জাতির লোকদের কাছেও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার কথা বলা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, এটি হলো যিহিস্কেলের দর্শনের পুনরাবৃত্তি (যিহিস্কেল ৩৭:১) এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত (যিশাইয় ২৬:১৯)। "তোমার মৃত লোকেরা জীবিত হবে।" কিন্তু যিহূদী এবং অন্যান্য জাতির উভয়ের মধ্যে এটি ঘটবে সুসমাচারের চমৎকার সার্থকতার জন্য। এই সময় এখন বিদ্যমান, এবং ভবিষ্যতে আসবে, যে পর্যন্ত মনোনীতদের ফলপ্রসূভাবে ডাকা না হবে। লক্ষ্য করুন:

(১) পাপীরা আত্মিককভাবে মৃত। তারা আত্মিক জীবনের, উপলব্ধির শক্তির এবং চলৎশক্তির অভাবগ্রস্থ। তারা ঈশ্বরের কাছে মৃত, হতভাগ্য, কিন্তু তাদের যন্ত্রণা এবং কষ্টের অনুভূতি দিয়ে কিংবা নিজেদের সাহায্যে এই অবস্থা থেকে কোন অবস্থাতেই তারা মুক্ত হতে পারবে না।

(২) ঈশ্বরের কাছে আত্মার পরিবর্তন হলো আত্মার মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ইব্রীয় জীবন লাভ। এই জীবন তখনই শুরু হবে যখন তারা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দেবে, তাঁর নিঃশাসে বেঁচে থাকার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে এবং তাঁর সাথে চলতে শুরু করবে।

(৩) ঈশ্বরের পুত্রের গলার আওয়াজ শোনার মাধ্যমে আত্মা আত্মিক জীবনে পুনরুত্থিত হবে। এটি ঘটবে তাঁর ক্ষমতার দ্বারা, এই ক্ষমতা তাঁর বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন করবে এবং প্রকাশ করবে মৃতরা তাঁর ডাক শুনবে, ডাক শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে যেন ডাক বুঝতে পারে, গ্রহণ করতে পারে এবং বিশ্বাস করতে পারে। ঈশ্বরের পুত্রের গলার স্বর

তারা শুনছে এই দৃঢ় প্রত্যয় তাদের থাকবে, তখন এর মাধ্যমে আত্মা জীবন প্রাপ্ত হবে অন্যথায় আক্ষরিক অর্থে তারা মৃত থাকবে।

(৪) ঈশ্বরের পুত্রের গলার আওয়াজ আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে, যেন আমরা এর দ্বারা জীবন প্রাপ্ত হই। তারা তা শুনবে এবং তারা যে শুনছে তাতে মনো যোগী হবে, যেন তারা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং জীবিত থাকে। "তাঁর কথা শোন, তাহলে তুমি জীবিত থাকবে" (যিশাইয় ৫৫:৩)।

*দ্বিতীয়ত*, একটি সময় আসবে যখন পুনরুত্থান ঘটবে, এটি বলা হয়েছে ২৮,২৯ পদে। এখন তিনি উপস্থাপন করেছেন, 'এই কথা শুনে আশ্চর্য হবেন না, আমি প্রথম পুনরুত্থানের কথা বলেছিলাম, এটি অসম্ভব এবং অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করবেন না, কারণ যুগের শেষে আপনা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের আরও ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বোধগাম্য এবং বিস্ময়কর প্রমাণ দেখতে পাবেন। তার নিজের পুনরুত্থান তার ব্যক্তিগত কাজের চূড়ান্ত এবং সমাপ্তির প্রমাণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একই ভাবে সমস্ত মানুষের পুনরুত্থান সংরক্ষিত আছে তার কাছে প্রমাণ করার জন্য, যে পুনরুত্থান খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা কার্যে পরিণত হবে। আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

ক. কখন এই পুনরুত্থান ঘটবে : 'সময় আসছে।' এটি স্থির করা সময়, এই মহান স্থিরকরণ অত্যন্ত সময়নি'বিচার পাপের মৃত্যুকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখবে না, একটি দিন তার জন্য স্থির হয়ে আছে। সময় আসছে:-

(ক) সেই সময় এখনো আসে নি। পদ ২৫-এ যে সময় আসছে বলা হয়েছে তা সেই সময় নয় এবং এখনও সেই সময় আসে নি। যারা একা বলে যে, পুনরুত্থান হয়ে গেছে তারা মারাত্মক ভুল করে (২ তীমথিয় ২:১৮)। কিন্তু:-

(খ) সেই সময় হঠাৎ আসবে। সেই দিন এগিয়ে আসছে, যতই দিন যাচ্ছে ততই সময় কাছে এগিয়ে আসছে। এটি এখন দরজার কাছে এসে যাচ্ছে। এটি এখন দরজার কাছে এসে গেছে। এটি কত দূরে তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা এ কথা জানি যে এটি অব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অপরিবর্তনসাধক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

খ. কে পুনরুত্থিত হবে? যারা কবরের মধ্যে আছে তারা সবাই, সৃষ্টির শুরু থেকে যারা মারা গেছে তারা সবাই এবং তারা সবাই যারা যুগের শেষে মারা যাবে। এটি বলা হয়েছে (দানিয়েল ১২:২), অনেকে পুনরুত্থিত হবে। খ্রীষ্ট এখানে আমাদের বলেছেন যে, ঐ অনেকে মানে হল সবাই। প্রত্যেককে অবশ্যই বিচারের সামনে উপস্থিত হতে হবে, এই জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে। প্রত্যেক মানুষ এবং সমগ্র মানব জাতি। প্রত্যেকটি দেহ তার প্রাণ ফিরে পাবে এবং প্রত্যেকটি হাড় তার হাড় ফিরে পাবে। কবর হলো মৃতদেহের জেলখানা, যেখানে তারা আটক অবস্থায় থাকে। তাদের অগ্নিকুণ্ড, তাদেরকে সেখানে পোড়াবে (ইয়োব ২৪:১৯)। তথাপি তাদের পুনরুত্থানের আশা, আমরা বলতে পারি যে, এই কবর হলো তাদের বিছানা। সেখানে তারা এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে যে, তারা আবার ঘুম থেকে জেগে উঠবে। তাদের ধন সম্পদ যেখানে তারা জমা করে রেখেছে যেন তারা আবার ব্যবহার করতে পারে। এমনকি যারা এখনও কবরপ্রাপ্ত হয়নি তারাও উত্থিত হবেন। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ মানুষ কবরস্থ হয়েছে এই জন্য খ্রীষ্ট এই

পন্থা ব্যবহার করেছেন যে, সকলেই কবরের মধ্যে আছে। যিহূদীরা কবর বুঝতে 'শিয়োল' শব্দটি ব্যবহার করে, এর দ্বারা বুঝানো হয় যে 'শিয়োল' হলো মৃতদের জায়গা। ঐ জায়গায় সমস্ত মৃতেরা খ্রীষ্টের গলার আওয়াজ শুনতে পাবে।

গ. কিভাবে তারা কবর থেকে উঠবে। এখানে আমরা দু'টি বিষয় দেখতে পাই :

(ক) এই পুনরুত্থানের কার্যকারিতা: তারা তাঁর গলার আওয়াজ শুনবে। এর মানে হলো, তিনি তাদের শোনার জন্য শ্রবণ শক্তি দেবেন, যেমন লাসার খ্রীষ্টের গলার আওয়াজ শোনার জন্য শ্রবণ শক্তি লাভ করেছিল, "লাসার, বের হয়ে এসো।" খ্রীষ্টের গলার আওয়াজে থাকবে স্বর্গীয় ক্ষমতা, যেন তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তাঁর ডাকের বাধ্য হওয়ার জন্য তারা শক্তি লাভ করে। খ্রীষ্ট যখন কবর থেকে উঠেছিলেন, তখন কোন গলার আওয়াজ শোনা যায় নি, একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নি, কারণ তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় কবর থেকে উঠেছিলেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্রের পুনরুত্থানে আমরা তিনটি কণ্ঠস্বরের কথা জানতে পারি (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬)। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই স্বর্গ থেকে জোড়ে আদেশের সঙ্গে নেমে আসবেন, একজন রাজার আদেশের সঙ্গে নেমে আসবেন, নেমে আসবেন প্রধান স্বর্গদূত ডাকের সঙ্গে। স্বর্গদূতদের নেতা স্বয়ং খ্রীষ্ট অথবা প্রধান সেনাপতির অধীনে স্বর্গের সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে এবং ঈশ্বরের শিঙ্গার ডাকের সঙ্গে। সৈন্যদের শিঙ্গার আওয়াজ হল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সজ্জিত হওয়ার আহ্বান, বিচারকের শিঙ্গার আওয়াজ হল আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ নামার ঘোষণা।

(খ) এর ফলাফল: বন্দীদের জেলখানা থেকে বের হয়ে আসার মত তারা কবর থেকে উঠে আসবে। তারা ধূলা থেকে উঠে আসবে এবং তাদের দেহ থেকে সমস্ত ধূলা থেকে ঝেড়ে ফেলবে (যিশাইয় ৫২:১,২,১১)। কিন্তু এটাই সব কিছু নয়। তারা সবাই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াবে, তারা কবর থেকে উঠে আসবে বিচারিত হওয়ার জন্য, তারা কবর থেকে উঠে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে সর্বসম্মক্ষে তাদের শাস্তি গ্রহণ করার জন্য।

ঘ. তারা কবর থেকে উঠে কি হবে। তাদের স্বভাবের বিভিন্নতা অনুযায়ী সুখ অথবা দুঃখ এই ভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবে; তাদের পরীক্ষাকালীন সময়ে তারা যা করেছে সেই অনু-যায়ী ফল ভোগ করবে।

(ক) যারা ভাল কাজ করছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে। চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য তারা আবার জীবিত হবে। লক্ষ্য করুন:

[ক] মানুষকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, কিংবা তারা প্রশংসনীয় যে কাজই করুক না কেন, শেষ বিচারের দিনে সেই সব কাজ ভাল বলে বিবেচিত হবে কেবলমাত্র যে সমস্ত উত্তম ও মঙ্গলজনক কাজ তারা করেছে, যে সমস্ত কাজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছে এবং ঈশ্বরের উপকার সাধন করেছে।

[খ] দেহের পুনরুত্থান সেই সব লোক জীবনের পুনরুত্থান লাভ করবে কেবলমাত্র যারা অকপট ভাবে এবং যারা বিশ্বস্ত ও অবিচলভাবে উত্তম এবং মঙ্গলজনক কাজ করছে। ক্ষমার যোগ্য অপরাধীর মত, যাদের আমরা বলি নতুন জীবন লাভকারী তাদের মত তারা যে সর্ব

সমক্ষে কেবল দোষ থেকে রেহাই পাবে তা নয়, কিন্তু তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যের মধ্যে প্রবেশ করবে। আর এটাই হল জীবন, এটি সাধারণ জীবনের চেয়ে উত্তম, তারা প্রকৃত আনন্দের সহযোগী হবে। বস্তুত এই জীবন যা মৃত্যুকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করেছে।

(খ) যারা অন্যায় কাজ করে সময় কাটিয়েছে তারা অনন্ত শাস্তি পাবার জন্য পুরস্থিত হবে। অনন্ত মৃত্যুর জন্য তারা আবার জীবিত হবে। ফরীশীরা মনে করতো যারা ন্যায়বান কেবলমাত্র তারাই পুনরুত্থানের অধিকারী হবে, খ্রীষ্ট তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করুন:

[ক] কুকর্মীরা যে দাবীই করুক, তারা দুষ্ট লোক হিসেবে শেষ বিচারের দিনে তাদের বিচার করা হবে।

[খ] যে সমস্ত কুকর্মকারী তাদের অন্যায় কাজের জন্য তওবা করেনি সে সমস্ত কুকর্মকারীদের পুনরুত্থান হবে অনন্ত শাস্তির পুনরুত্থান। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রহী আচরণের জন্য তারা সর্বসমক্ষে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং অনন্তকালীন শাস্তির জন্য বিবেচিত হবে। দোষী সাব্যস্ত হতে এবং দণ্ডাজ্ঞা রোহিতকরণ ছাড়া অবিলম্বে শাস্তি ভোগ করার জন্য পাঠানো হবে। কুকর্মীদের পুনরুত্থান হবে এই প্রকার।

(২) লক্ষ্য করুন, বিচার কার্য সম্পাদন করতে খ্রীষ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে এখানে কি বলা হয়েছে, পদ ২২-২৪,২৭। যেহেতু তাঁর সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা রয়েছে, তাই তাঁর রয়েছে বিচারালয়ের প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষমতা। এই মহান বিষয়ের কাজ সম্পাদনের জন্য তার মত এমন উপযুক্ত কে আছে, যিনি জীবনের উৎস এবং জীবনের পিতা? এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] বিচারের কার্য নির্বাহ করতে খ্রীষ্টের কার্যভারে এবং প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব সম্পর্কে এখানে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ২২): *তিনি সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন*, এবং আবার (পদ ২৭): *পিতা পুত্রকে মানুষের বিচার করার অধিকার দিয়েছেন*।

*প্রথমত*, পিতা কোন মানুষের বিচার করবেন না, তাই বলে এই নয় যে, তিনি শাসন ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছেন। যে কারণে ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য মানুষের ভয়ের কোন কারণ নেই, কিন্তু মধ্যস্থকারীর মাধ্যমে ঈশ্বরের আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করবে। কুমোর কাদা মাটি দিয়ে যেভাবে তাঁর ইচ্ছামত পাত্র তৈরি করে ঠিক তেমনি খ্রীষ্ট তাঁর পরিকল্পনা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের তৈরি করতে পারেন। তবুও তিনি এর সুযোগ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু একজন মানুষ দড়ি দিয়ে আমাদের আকর্ষণ করেছেন। তিনি নির্দোষীতার চুক্তি দ্বারা আমাদের চিরকালীন শর্তকে সীমাবদ্ধ করবেন না। এই চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা ে যিরমিয় সুযোগ নেবেন না। মধ্যস্থকারীর উপর যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়েছিল তা পালন করতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট এবং ঈশ্বর নতুন এক সন্ধির কাজ শুরু করার জন্য ইচ্ছুক হলেন। তা সৃষ্টিকর্তার নিয়মের অধীনে নয় কিন্তু পরিত্রাণকর্তার অনুগ্রহের অধীনে।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি পুত্রের উপর বিচার করার ভার অর্পণ করেছেন এবং তাঁকে সবকিছুর প্রভু

হিসেবে নিযুক্ত করেছেন (প্রেরিত ১০:৩৬; রোমীয় ১৪:৯) যেমন যোষেফকে মিশর দেশের উপর নিযুক্ত করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ৪১:৪০)। এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (গীতসংহিতা ৭২:১; যিশাইয় ১১:৩,৪; যিরমিয় ২৩:৫; মীখা ৫:১-৪; গীতসংহিতা ৬৭:৪; ৯৬:১৩; ৯৮:৯)।

১. বিচারের সমস্ত ভার প্রভু যীশুর উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং তাঁকেই সবকিছুর প্রধান করা হয়েছে (যোহন ১:১১)। সমস্ত মানুষের প্রধান, ১ করি ১১:৩। তাঁর মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে (কলসীয় ১:১৭)।

২. তিনি বিবেককে বন্ধ করতে সরাসরি আইন তৈরি করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নি। "আমি তোমাকে বলেছি যেন তুমি স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের অবস্থা সৃষ্টি কর। এই কাজটি তুমি সম্পন্ন কর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, এবং তাঁর ক্ষমতার দ্বারা।" তিনি তাঁর রাজদণ্ড স্পর্শ করে সমস্ত কাজ ক্ষমতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

৩. তিনি নতুন নিয়মের সময়কে ধার্য করা এবং স্থির করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শান্তি চুক্তিকে তুলে ধরার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে জগতের সাথে তার পুনর্মিলন করেছেন এবং মানুষকে অনন্ত জীবন দেবার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। জীবনের পুস্তক হলো মেষশাবকের পুস্তক। তাঁর বিচারের রায়ে হয় আমরা দাঁড়িয়ে থাকব, নয় পড়ে যাব।

৪. তিনি অন্ধকারী শক্তির সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং সেই যুদ্ধ সমাপ্ত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। পৃথিবীর কর্তব্যে বহিস্কার এবং বিচারক রায় দেবার ক্ষমতা লাভ করেছেন (অধ্যায় ১২ পদ ৩১)। তিনি কেবল বিচার করার ক্ষমতা পেয়েছেন তা নয় কিন্তু তিনি যুদ্ধ করার ক্ষমতাও লাভ করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১)। শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের পক্ষে এই যুদ্ধ করা হবে যেন তাদেরকে তার পতাকা তলে আনতে পারেন।

৫. শেষ বিচারের দিনের বিচার করার সর্বসময় ক্ষমতা তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে। পুরাতন সভ্য জাতিসমূহ সাধারণ এই কথাগুলোকে তাঁর বিচারক ক্ষমতার অভিষেকের কার্য বলে মনে করত। চূড়ান্ত এবং অনন্ত বিচারের কার্যের দায়িত্ব মনুষ্যপুত্রের উপর অর্পিত হয়েছে। এই আদালত তাঁর এবং আদালতের বিচারকের আসন খ্রীষ্টের। বিচারালয়ের পরিষদবর্গ তাঁর, আর তারা হলেন ক্ষতাশালী স্বর্গদূতরা। তিনি ন্যায় বিচার করার জন্য বিচারকের আসনে বসবেন (প্রেরিত ১৭:৩১)।

*তৃতীয়ত*, তিনি তাঁকে মানুষের বিচার করার অধিকারও দিয়েছেন (পদ ২৭)। লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে কি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে : মানুষের বিচার করার ক্ষমতা। তিনি কেবল ব্যবস্থাপক এবং বিচারকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নি বিচারের সর্বময় ক্ষমতাও লাভ করেছেন। এই বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষত দোষারোপের বিচারের জন্য (যিহূদা ১৫); সমস্ত মানুষের বিচার করা। একইভাবে অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার বিচার করা (২ থিষলনীকীয় ১:১৮)। অননুতাপী পাপের ধ্বংস খ্রীষ্টের হাতের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদেরও একইভাবে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন এবং বিচারে তাদের সবকিছু আপত্তিকর বলে বিবেচিত হবে।

আর পরিত্রাণকর্তার বিচার থেকে কেউ রেহাই পাবে না। খ্রীষ্ট যাদের পরিত্রাণহীনতার কারণে ধ্বংস হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন তাদের পরিত্রাণ লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

২. তিনি কোথা থেকে এই ক্ষমতা পেয়েছেন: পিতা স্বয়ং তাঁকে এই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। মধ্যস্থকারী হিসেবে খ্রীষ্ট হলেন প্রতিনিধিত্বকারী এবং আকর্ষণকারী। তিনি কাজ করতেন পিতার প্রতিনিধি স্বরূপ, প্রভু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত স্বরূপ। এই সব কিছুই খ্রীষ্টের সম্মানকে ছপিয়ে গেছে, নিজেকে ঈশ্বরের সমান দাবী করার জন্য ঈশ্বরের নিন্দার দোষ থেকে তাঁকে রেহাই দিয়েছে। আর তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীদের অত্যন্ত সান্ত্বনা এবং সাহায্যের উৎস হয়েছেন, যিনি তার এই রকম ক্ষমতার দ্বারা বিশ্বাসীদের মহান নিশ্চয়তার জন্য সাহস প্রদান করতে সক্ষম।

[২] যে দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য এখানে আমরা দেখতে পাই। তিনি তাঁর উপর বিচারভার অর্পণ করার যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন এর দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে:

*প্রথমত*, কারণ হল তিনি হলেন মনুষ্যপুত্র। যা এই সমস্ত কিছুর তিনটি বিষয়ের উপর নির্দেশ করে:

১. তাঁর অবনত ভাব এবং স্বেচ্ছায় উচ্চপদ ছেড়ে নিচে আসা। মানুষ হলো কীট। মনুষ্যপুত্রও কীট। যদিও এটি প্রকৃতি এবং এটি চরিত্র তবুও পরিত্রাণকর্তা মানুষকে ভালবাসার আলোর নিচে আনার জন্য এটি গ্রহণ করেছেন। এই নিচ অবস্থা নম্র হয়ে গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কারণ এটি ছিল তাঁর পিতার ইচ্ছা। ক্ষতিপূরণের জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মর্যাদাশীল করেছেন। কারণ মনুষ্যপুত্র হয়ে নিজেকে নত করেছেন, তাঁর পিতা তাঁকে সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন (ফিলিপীয় ২:৮,৯) ।

২. আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এবং ঐক্য। পিতা এই জগতের মানুষের উপর শাসন করার দায়িত্ব ভার তাঁর উপর দিয়েছেন। কারণ মনুষ্যপুত্র হওয়ার জন্য, যাদের তিনি উপরে স্থাপন করেছেন তাদের সঙ্গে একই স্বভাবের অধীন হলেন এবং বিচারক হিসেবে আরও নিখুত এবং আরও গ্রহণযোগ্য হলেন। তাদের মধ্য থেকে তাদের শাসনকর্তা উঠবে (যিরমিয় ৩০:২১)। এই আইন ছিল প্রতীকস্বরূপ। "সে যে তোমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্যে একজন হয় (দ্বি.বি. ১৭:১৫)।

৩. তিনি যে খ্রীষ্ট হিসেবে আসবেন তা আগে থেকে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। তাঁর রাজ্য এবং তাঁর মহিমার কথা দানিয়েলের বিখ্যাত দর্শনের মধ্যে উল্লেখ করা রয়েছে (দানিয়েল ৭:১৩,১৪)। তাঁকে ডাকা হবে মানুষের সন্তান বলে, এবং রাজত্ব হিসেবে তাদের দান করা হয়েছে গৌরব ও সম্মান। তাঁর হাতে সমস্ত সৃষ্টির শাষণভারে দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর সব কিছু তাঁর পায়ের তলায় রেখেছেন (গীতসংহিতা ৮:৪-৬)। তিনি হলেন খ্রীষ্ট, আর এই কারণেই তাঁর সমস্ত কর্তৃত্ব ক্ষমতা তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে। যিহূদীরা সাধারণত খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে সম্মোধন করত। কিন্তু খ্রীষ্ট সাধারণত নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে অভিহিত করতেন। মনুষ্যপুত্র নামটি ছিল আরও বেশি নম্রতার আখ্যা, এবং তাঁকে শাষণকর্তা

রাজা এবং পরিত্রাণকর্তা হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তবেকেবল মাত্র যিহূদী জাতির জন্য নয়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্য।

*দ্বিতীয়ত*, যেন সমস্ত মানুষ মনুষ্যপুত্রকে সম্মান করে, পদ ২৩। এখানে খ্রীষ্টের যে সম্মানের কথা বলা হয়েছে তা ছিল ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা। পুত্রের লক্ষ্য ছিল পিতাকে গৌরবান্বিত করা এবং এই কারণে পিতার লক্ষ্য হল পুত্রকে গৌরবান্বিত করা (যোহন ১২:৩২); আর মানুষের মহান দায়িত্ব হল এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা এবং প্রভুর বস্যতা স্বীকার করা। ঈশ্বর যদি তাঁর পুত্রকে এইভাবে সম্মান করতে পারেন তাহলে যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের সকলের দায়িত্ব হল খ্রীষ্টকে সম্মান প্রদান করা। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এই সম্মান প্রদান করতে হবে: আমাদের খ্রীষ্টকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, একজন মহান সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর দিকে তাকাতে হবে, তাঁর আশ্চর্য গুণ এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা এই উভয় বিবেচনা করে এবং যে সম্পর্কের উপর আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বিবেচনা করে আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই খ্রীষ্টকে সম্মান করা উচিত। আমাদের প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে, তিনিই হলেন একমাত্র প্রভু এবং তারই উপাসনা করতে হবে। আমরা অবশ্যই তাঁর সম্মান করবো এই জন্য যে তিনি আমাদের জন্য অবিশ্বাস ভোগ করেছেন।

২. তাঁর উপাধি বা পদমর্যাদা: যেন পিতার মত সম্মান করে। এটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আমাদের দায়িত্ব হল যেন আমরা পিতাকে সম্মান করি। কারণ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম প্রকাশ হয়েছে স্বাভাবিক ধর্মের উপর এবং আমাদেরকে পুত্রকে সম্মান করার জন্য নির্দেশ দেয়, এই সম্মান সাধারণ সম্মান নয়, এই সম্মান যেন স্বর্গীয় সম্মান হয়। আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা যেভাবে সম্মান করি ঠিক তেমনি করে আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে সম্মান করতে হবে। ঈশ্বরের সাথে নিজেক সমান করার জন্য, ধর্মনিন্দার কারণে যদি তাঁকে ঐ সময় চরম আঘাত করা হত বা তাঁর গুরুতর ক্ষতি সাধন করা হত, তাহলে আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভিন্ন চিন্তা করতাম। খ্রীষ্টান ধর্মের সত্য এবং নিয়ম-কানুনসমূহ এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে তা অতি পবিত্রতা এবং মর্যাদাপূর্ণ। এই সত্য এবং নিয়ম-কানুনের উপর বিশ্বাস করা ও তা গ্রহণ ও পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা সেই মর্যাদার অংশী হতে পারি। মনে রাখতে হবে এই সব পালনের জন্য খ্রীষ্টের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। এই খ্রীষ্ট হলেন আমাদের সত্ত্বার মালিক। আমরা এইভাবে আমাদের সমস্ত কাজের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর আমাদের সমস্ত ভার অর্পণ করি ঠিক তেমনি আমাদের পরিত্রাণকর্তার অনুগ্রহ লাভের জন্য তার উপর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা প্রয়োজন। এটি হল এই আইনের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি - যে আইন আমাদের পিতাকে সম্মান করার মত পুত্রকে সম্মান করতে সাহায্য করে। এই আইনের প্রতি বাধ্যতা, এটি সংযুক্ত হয়েছে পুত্রকে যে সম্মান করে না। অনেকে আছেন যারা সৃষ্টিকর্তার সম্মানের জন্য সচেষ্ট থাকে এবং তার সম্পর্কে সম্মানজনক কথা বলেন যিনি পরিত্রাণকর্তার আলো প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু এরা পরিত্রাণকর্তাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এটা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন যে, পিতা এবং পুত্রের কাজ ও সম্মান এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে এবং এমনভাবে সংযুক্ত যে পুত্রের সম্মান হানি হলে তিনি তা নিজের অবিশ্বাস বলে গণ্য করেন। লক্ষ্য করুন:

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে যদি অসম্মান কিংবা অবিশ্বাস করা হয় তাহলে সেই অসম্মান এবং অবিশ্বাস পিতার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাঁর উপর প্রতিফলন ঘটে। আর এই ভাবে তা স্বর্গের মধ্যে তা প্রভাবিত হয় এবং স্বর্গের জন্য অসম্মান বলেও গণ্য হয়। পুত্রকে যে সমস্ত অবিশ্বাস করা হয়েছে সেই সব অবিশ্বাস ঈশ্বরের উপরই পড়েছে (রোমীয় ১৫:৩)। পিতা স্বয়ং পুত্রের সম্মানকে কখনও হ্রাস পেতে দেন নি এবং পুত্রের অবিশ্বাস তাঁর জন্য একটি আঘাতস্বরূপ।

(২) পিতার এই মনোভাবের কারণ হল, পিতার মাধ্যমে মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য পিতা কর্তৃক এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। যিনি তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন তিনি হলেন পিতা। যদি কোন রাষ্ট্রদূত কোন দেশে অসম্মানিত বা অপমানিত হন তাহলে যে রাজা বা রাষ্ট্র প্রধান তাকে পাঠিয়েছেন তিনি অপমানিত হন। এই নিয়মের মাধ্যমে যারা প্রকৃতভাবে পুত্রকে সম্মান করবে ঈশ্বর তাদের সম্মানিত করবেন (ফিলিপীয় ২:১১)।

[৩] এই আইনের দ্বারা খ্রীষ্ট তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই মনে হয় এই কথাটি এর মধ্যে এসেছে (পদ ২৪): "আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যে পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে।" আমরা এখানে সমস্ত সুসমাচারের সার কথা দেখতে পাই। মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হয়েছে এবং এই বিষয়ে সুনিশ্চিত করার জন্য বলা হয়েছে: "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলছি, যে আমার রায়ের প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছে এবং যার মুখে স্বর্গীয় কথাবার্তা থাকবে, সে অসীম অনুগ্রহ লাভ করবে। তারা আমার কাছ থেকে খ্রীষ্টান স্বভাব এবং বিশেষ অধিকার গ্রহণ করবে।"

*প্রথমত*, একজন খ্রীষ্টানের স্বভাব : "আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে এবং অনন্ত জীবন আছে।" প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টানরা এই রকম:

১. যারা খ্রীষ্টের কথা শোনে। কেবলমাত্র তাঁর কথা শোনাই যথেষ্ট নয় কিন্তু আমাদের তার কথায় মনযোগ দিতে হবে এবং তা পালন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন তাদের শিক্ষকের শিক্ষায় মনযোগ দেয় এবং তা পালন করে, ঠিক সেই রকম। যেমন করে দাস তার মনিবের আদেশ পালন করে তেমনি আমাদেরও তার কথায় বাধ্য হতে হবে। সুখবরের সমস্ত আদেশগুলো আমাদের সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্বাসের সাথে পালন করতে হবে। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে। কারণ খ্রীষ্টের পরিকল্পনা হল আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়া। আর যেহেতু তিনি সমস্ত অনুগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এবং অনুগ্রহের প্রথম সৃষ্টিকারী তাই তিনি হলেন সমস্ত বিশ্বাসের শেষ আশার স্থল।

২. খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠানোর জন্য আমাদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাস এবং ভালবাসাকে অনুমোদন করার জন্য ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসকে স্থির রাখতে হবে। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝবার জন্য তাঁর কাছে প্রজ্ঞা চাইতে হবে (১ করিন্থীয় ৪:৬)। তিনি যেমন খ্রীষ্টের পিতা তেমনি আমাদেরও পিতা।

*দ্বিতীয়ত*, একজন খ্রীষ্টানের বিশেষ অধিকার; যার মধ্যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের সুবিধাসমূহ

রয়েছে। দেখুন, খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা কি পেয়েছি।

১. ক্ষমার অধিকার: সে দোষী বলে গণ্য হবে না। সুসমাচারের অনুগ্রহ আইনের অভিশাপ থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছে। একজন বিশ্বাসী যে অনন্ত কালের জন্য দোষী বলে গণ্য হবে না তা নয় কিন্তু এখন সে আর দোষী বলে গণ্য হবে না এবং এর ক্ষতির সম্মুখীন হবে না সে (রোমীয় ৮:১), সে আর বিচারের সম্মুখীন হবে না দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য।

২. সুবিধা ভোগের অধিকার: সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে যাবে, সে বর্তমান জীবনে আত্মিক জীবনের সুখ ভোগ করবে এবং জমা করবে যা ভবিষ্যতে অনন্ত জীবনের সুখের জন্য সঞ্চিত থাকবে। প্রথম চুক্তির অর্থ ছিল বিশ্বাস কর এবং বাঁচ। মানুষ এর মধ্যেই বেঁচে থাকবে। এখন খ্রীষ্ট পিতর সমকক্ষ হওয়ার এই এই প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, যারা তাঁর কথা শোনে তাদের একইভাবে উপকার সাধন করার ক্ষমতা তাঁর আছে, যিনি পুরাতন নিয়মের রক্ষক তাঁর উদ্দেশ্যের মত তিনিও একই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম; আর তা হল জীবন: "শোন এবং জীবন প্রাপ্ত হও। বিশ্বাস কর এবং জীবন প্রাপ্ত হও।" তিনি এমন একজন যার উপর আমরা আত্মা অর্পণ করতে সাহস প্রাপ্ত হয়েছি, যখন আমরা বেঁচে থাকতে অক্ষম ছিলাম (যোহন ১৭:২)।

[৪] তিনি কিভাবে তার ধার্মিকতার কার্য সাধন করেছেন সেই কার্য প্রণালী আমরা এখানে দেখতে পাই, পদ ৩০। সমস্ত বিচারের ভার খ্রীষ্টের উপর অর্পিত হয়েছে। আমরা নিজেরা তা পারি না কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, তিনি কিভাবে এই সব সম্পাদন করেছেন। আর এখানে সে উত্তর আমা পাই, তিনি এখানে বলেছেন, "আমার বিচার ন্যায্য।" খ্রীষ্টের নিয়ম বিধির সংক্রান্ত এবং বিচারক সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনিক কাজ সম্পূর্ণরূপে সুবিচারের আইনের উপযোগী (হিতোপদেশ ৮:৮)। পরিত্রাণকর্তার বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে কোন ওজর-আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু তার কার্যবিধির কোন প্রতিরোধ করা যাবে না তাই তার রায়ের বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা যাবে না। তার বিচারের রায় সুনিশ্চিতভাবে ন্যায্য এবং যথার্থ, কারণ সেই সব বিচারের রায় নির্দেশিত হয়:

*প্রথমত*, পিতর প্রজ্ঞার দ্বারা: "পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন তাই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন পুত্রও তাই করেন" (পদ ১৯)। পুত্র নিজ থেকে কিছুই করেন না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন পুত্র তাই করেন। তাই এখানে আমরা দেখতে পাই, পিতা তাঁকে যা বলেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছু তিনি বলেন না এবং করেন না: "আমি যা শুনি তাই বলি।"

১. পিতার গোপন স্বর্গীয় পরামর্শ শুনে আমি বিচার করি। আমরা কি জানি যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হবে? তা হল আমাদের খ্রীষ্টের কথা শুনতে হবে, তাঁর নির্দেশের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। স্বর্গীয় পরামর্শের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আমাদের এটি কেবল খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের বিষয়, এই গোপন বিষয়গুলো আমাদের অধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের শাসন এবং বিচারের মধ্যে এই গোপন পরামর্শের বিষয়ে প্রকাশ দেখতে পাই। যা নির্ভুলভাবে সুনিশ্চিত পথ প্রদর্শক হিসেবে আমাদের সাহায্য করবে। কারণ পিতা খ্রীষ্টকে

যেভাবে নির্দেশ করেন খ্রীষ্ট হুবহু সেই ভাবে কাজ সম্পাদন করেন।

২. পুরাতন নিয়মে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে। খ্রীষ্ট, এর মাধ্যমে তার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করতেন, বাক্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন এবং এর দ্বারা তাঁর কাজকে তিনি সুনিশ্চিত করতেন এবং তা পরিপূর্ণ করতেন এটি লেখা হয় শাস্ত্রের কণ্ঠস্বরের মত। এইভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন নিজের বুদ্ধি জ্ঞান এবং শক্তির উপর নির্ভর করে কিছু না করি, কিন্তু আমরা যেন ঈশ্বরের নির্দেশ শুনি এবং সেই নির্দেশমত কাজ করি। এইভাবে সমস্ত বিষয়ের বিচার করি এবং ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কাজ করি।

*দ্বিতীয়ত*, পিতার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী: "আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না, যেমন শুনি তেমনি বিচার করি। আমি ন্যায়ভাবে বিচার করি, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে চাই না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারই ইচ্ছামত কাজ করতে চাই।" যেন পিতার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা এবং পিতার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা পরস্পর বিরোধী না হয়। যেমন আমাদের দেহ এবং আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু:

১. খ্রীষ্ট মানুষ হিসেবে, মানবীয় সমস্ত স্বাভাবিক স্বভাব এবং অনুভূতি তাঁর মধ্যে রয়েছে, ব্যথার এবং কষ্টের অনুভূতি, আনন্দ এবং সুখের অনুভূতি, জীবনের প্রতি অনুরাগ, মৃত্যুর প্রতি অনীহা। তথাপি তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চান নি, কখনও এই বিষয়ের ব্যাপারে আলাপ করেন নি বা নিজেকে যুক্ত করেন নি। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি কেবল পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্মতি জানিয়েছিলেন।

২. মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি যা করেছেন তা কখনোই তার নিজ পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী অদ্ভুত কিছু বা বিশেষ কিছু করেন নি। তার নিজের অন্তরের সন্তুষ্টির জন্য তিনি কোন কাজ করেন নি। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তার পিতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং পিতার উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সব কাজ করেছেন। এইভাবে খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণকর্তা তার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সমস্ত শাসন এবং বিচারের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেছেন এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে সব কিছু পরিচালনা করেছেন।

## যোহন ৫:৩১-৪৭ পদ

এই পদগুলোতে দেখতে পাই, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে কাজ তিনি করেছেন তা প্রমাণ করতে এবং নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনিই হলেন ঈশ্বরের প্রেরিত সেই খ্রীষ্ট।

ক. তিনি নিজের সাক্ষ্যকে এক পাশে সরিয়ে রেখেছেন (পদ ৩১) "আমি যদি নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্যি নয়।" তথাপি মানুষের সাধারণ নিয়মের বিচারে এটি নিয়ম মাফিকভাবে আপনি এটি প্রমাণ করতে পারবেন না, এর কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। এখন লক্ষ্য করুন:

১. এটি মনুষ্যপুত্রের সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় বহন করে, যা তাদেকে

লজ্জিত করে। নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি, দায়ূদ তওবা করে বলেছেন, সকল মানুষ মিথ্যাবাদী, নতুবা এই রকম প্রবাদবাক্য কখনোই গ্রহণ করা হত না যে, মানুষ নিজের সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দেয় তা সন্দেহজনক এবং তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং নির্ভরযোগ্য নয়। সত্যের ভালবাসার চেয়ে আত্মার ভালবাসা আরও বেশি শক্তিশালী। তথাপি:

২. এটি ঈশ্বরের পুত্রের উপর সম্মান বর্ষিত হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর নম্রতা প্রকাশ করে, যদিও তিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, এবং এটি সত্য। যারা খ্রীষ্টকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করার জন্য ব্যাকুল এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে একটি মাত্র সাক্ষ্য দিতে পেরেছে তিনি অবশ্যই তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর আশীর্বাদ থেকে তিনি তাকে বঞ্চিত করবেন না। আর এইভাবে আমরা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারব।

খ. অন্য একজন সাক্ষী আছেন যিনি এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত।

১. পিতা স্বয়ং তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন (পদ ৩২): "অন্য একজন আছেন যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।" আমি মনে করি তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর। কারণ খ্রীষ্ট নিজে তাঁর সাক্ষ্যে এটা উল্লেখ করেছেন (যোহন ৮:১৮): "আমিই আমার নিজের পক্ষে সাক্ষী দেই, আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষী দেন।" লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁর কার্যভারের উপর পিতা সীলমোহর করেছেন: "তিনি আমার পক্ষে সাক্ষী দেন, সেই সাক্ষী এমন নয় যে, স্বর্গ থেকে কোন কণ্ঠস্বর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে কিন্তু এখন তিনি আমার সাথে উপস্থিতির নমুনাস্বরূপ সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছেন।" লক্ষ্য করুন, তারা কারা যাদের পক্ষে ঈশ্বর সাক্ষ্য বহন করেন।

[১] যাদের তিনি প্রেরণ করেন এবং কাজে নিযুক্ত করেন। যেখানে তিনি তাদের কাজে নিযুক্ত করেন, তাদের তিনি সুপারিশ পত্র দান করেন।

[২] যারা তাঁর পক্ষ্যে সাক্ষ্য বহন করেন, সেইভাবে খ্রীষ্ট সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। যারা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, সম্মানিত করেন ঈশ্বর তাদেরও সম্মান করবেন এবং স্বীকার করবেন।

[৩] যারা তাদের সাক্ষ্য বহন করতে গিয়ে ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং কষ্টভোগ করেছে। খ্রীষ্ট এই ভাবে ক্ষতি স্বীকার করেছেন এবং কষ্টভোগ করেছেন। যারা নিজেদের নত করে অবিশ্বাস ভোগ করেছেন এবং যারা নম্র, ঈশ্বর তাদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন, ঈশ্বর তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করেন যারা নিজেদের মহিমার জন্য কাজ করেন না এবং যারা কখনোই তাদের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায় নি।

(২) এই সাক্ষ্যে খ্রীষ্টের সন্তুষ্টি: "আর আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষী দেন তা সত্য। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, আমি যে কাজের ভার পেয়েছি তা স্বর্গীয়। এই বিষয়ে আমার মনে কখনোই সামান্যতম দ্বিধা আসে নি। তিনি এইভাবে তাঁর সাক্ষী প্রদান করেছেন।" ঈশ্বর পুত্র হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করে শয়তান তাঁকে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তিনি সেই পরীক্ষায় পতিত হন নি বা পরাজিত হন নি।

২. খ্রীষ্ট সম্পর্কে যোহনের সাক্ষী, পদ ৩৩। যোহন এসেছিলেন জ্যোতির পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে (যোহন ১:১০) তাঁর কাজ ছিল খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করা এবং লোকদের তাঁর

দিকে চালিত করা: "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক।"

(১) এখন আমরা দেখব যোহনের সাক্ষ্য কি ছিল:

[১] একটি পবিত্র এবং সর্বসাধারণ সাক্ষী: "যোহনের কাছে লেবীয় এবং পুরোহিতদের দূত পাঠিয়েছ, খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা বলার তা প্রকাশ করার জন্য একটি চমৎকার সুযোগ তুমি তাঁকে দিয়েছিলে এই সাক্ষী জনপ্রিয় বিষয় ছিল না কিন্তু এটি ছিল বিচার সমন্বয়।"

[২] এটি ছিল একটি সত্য সাক্ষ্য : তিনি সত্য সাক্ষ্য বহন করেছেন একজন সাক্ষী যা করতে বাধ্য ঠিক সেইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্য সাক্ষী দিয়েছেন, সত্য ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। খ্রীষ্ট বলেন নি, "তিনি আমার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন (যদিও আমরা সবাই জানি যে যোহন খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন) কিন্তু একজন সৎ মানুষের মত, তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন।: যোহন সুস্পষ্টরূপে একজন পবিত্র মানুষ ছিলেন, তিনি এই পৃথিবীতে অত্যন্ত সংযমী জীবন যাপন করেছিলেন এবং আত্মিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা বলেছেন, যদি তেমন না হয় এবং তিনি যা বলেছেন সেই বিষয়ে যদি তিনি নিশ্চিত না হন তাহলে যোহনকে জালিয়াতি এবং প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

(২) যোহনের সাক্ষ্যে দু'টি বিষয় যুক্ত হয়েছে :

[১] এটি ছিল সাক্ষ্য – আরও বেশি দৃঢ় সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল (পদ ৩৪): "আমি মানুষের সাক্ষ্যের উপর ভরসা করি না।" যদিও খ্রীষ্ট দেখলেন যে যোহনের সাক্ষীর বচনের উদ্বৃতি দেয়া উপযুক্ত হয়েছে। এখানে প্রতিবাদ করার মত কিছুই নেই বা ত্রুটি মনে করার কোন কারণ নেই যে, এখানে পক্ষপাতের কথা যুক্ত হয়েছে। খ্রীষ্টের কোন চিঠির বা কোন প্রশংসা পত্র, কোন অভিনন্দনপত্র অথবা কোন সনদপত্রের প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাহলে কেন তিনি যোহনের সাক্ষীর পক্ষ সমর্থন করলেন? তাঁর সমস্ত আলোচনায় এটি তাঁর লক্ষ্য ছিল, নিজের জীবনকে রক্ষা করতে নয় কিন্তু অন্যের জীবনকে রক্ষা করা এবং তাদের পরিত্রাণ দেয়া। তিনি যোহনের সাক্ষী ব্যবহার করেছেন, এর কারণ হল, তাদের মধ্যে কেউ যদি খুব মনযোগ সহকারে তা শোনে তাহলে তার মনে আশার সঞ্চার হবে। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের আকাঙ্খা এবং পরিকল্পনা হল মানুষকে পরিত্রাণ দান করা। এমনকি তার শত্রু এবং তাঁর এবং তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীদেরকেও তিনি পরিত্রাণ দেয়ার জন্য আকাঙ্খী।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট শব্দটি হল পরিত্রাণের সাধারণ অর্থ।

*তৃতীয়ত*, খ্রীষ্ট তাঁর কথা অনুযায়ী আমাদের দুর্বলতাসমূহ বিবেচনা করেন এবং আমাদের অক্ষমতায় সাহায্য করেন, কিভাবে আমাদের উপযুক্ত করবেন তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন না কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে সাহায্য করেন। আমরা কি বহন করতে পারি তা তিনি জানেন। একজন রাজার মত তিনি আমাদের জীবনের জন্য যা মঙ্গলজনক তাই করেন।

[২] এই সাক্ষ্যের দায়িত্বভার – একজন মানুষকে দেয়া হয়েছিল। কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন

এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে সমস্ত লোক সম্মান করতো (পদ ৩৫): "তিনি সেই জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ ছিলেন এবং তোমরা তাঁর আলোতে কিছু কাল আনন্দ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলে।"

*প্রথমত*, যোহনের চরিত্র: তিনি ছিলেন জ্বলন্ত এবং উজ্জ্বল আলো। খ্রীষ্ট প্রায়ই যোহন সম্পর্কে সম্মানসূচক কথা বলতেন। তিনি এখন জেলে আছেন কিন্তু তবুও খ্রীষ্ট তাঁকে প্রাপ্য সম্মানটুকু প্রদান করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে গেলে আমাদেরকেও একইভাবে অন্যদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

১. তিনি ছিলেন আলোস্বরূপ, একজন জ্যোতিষ্ক। তবে তা আরও উজ্জল জ্যোতিষ্কের অধীনস্থ আলো। তাঁর কাজ ছিল অন্ধকার পৃথিবীতে আলো দেখিয়ে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করা, যিনি হলেন প্রভাতী তারা।

২. তিনি ছিলেন জ্বলন্ত বাতি, যা সরলতাকে প্রকাশ করে। যে আগুনের তাপে কষ্ট বা ব্যথা অনুভূত হয় সেই আগুন সাধারণত উজ্জল হয়ে জ্বলে, কিন্তু যে আলো জ্বলছে তা সত্যের আগুন। এটি তাঁর কর্মতৎপরতা, তাঁর উৎসাহ এবং ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করে। এছাড়া আরও বুঝায় যে তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় ভুগছেন এবং এইভাবে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জ্বলছেন। আগুন সব সময় স্বয়ং নিজে অথবা আরও কিছু কাজ করে, তাই তিনি একজন উত্তম পরিচর্যাকারী।

৩. তিনি ছিলেন উজ্জ্বল বাতি। যা তার অনুকরণীয় কথপোকথনকে প্রকাশ করে এবং একই ভাবে আমাদের আলো যেন মানুষের সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে (মথি ৫:১৬)। অথবা যেন আমাদের আলো ব্যাপক বিস্তারশীল প্রভাব রাখতে পারে। অন্যদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ। যদিও তিনি নিজেকে গোপন রেখেছিলেন এবং নির্যনতাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং মরু এলাকায় বাস করছিলেন, তবুও তাঁর একই রকম শিক্ষা, বাপ্তিস্ম ও তাঁর জীবন যাপন প্রণালীর কারণে তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়েছিলেন এবং সমাজের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর প্রতি লোকদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা: "তোমরা কিছু সময়ের জন্য তার সেই আলোতে আনন্দ করতে রাজী হয়েছিলে।"

১. এটি ছিল একটি বাহন যার মধ্যে তারা অবস্থান করছিল, যোহনের উপস্থিতিতে: "তোমরা রাজী হয়েছিলেন, তোমরা তাঁর আলোতে আনন্দ করেছিলে। তোমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষকে পেয়ে তোমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করছ, যিনি তোমাদের দেশের এবং জাতির জন্য অত্যন্ত সম্মানিত। তোমরা এই আলোর সম্পর্কে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছিলে এবং হৈচৈ করেছিলে, ছেলেরা যেভাবে অগ্নি উৎসব করে থাকে।"

২. এটি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল: "তোমরা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, তবে তা প্রথম প্রহরের জন্য। একটি শিশু যেমন নতুন কোন বিষয় পেলে প্রথম প্রথম খুব আসক্ত থাকে তারপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি তোমরা যোহনকে নিয়ে কিছুকাল আনন্দ করেছিলে। কিন্তু খুব দ্রুত তোমাদের সেই আনন্দ হারিয়ে যায়, যোহনের প্রতি তোমরা বিরক্ত হয়ে ওঠ এবং তাঁর প্রচারে তোমরা অসন্তুষ্ট বোধ কর, আর এর জন্য

তোমরা বললে যে, যোহনকে শয়তানে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত তোমরা তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিলে।" লক্ষ্য করুন, অনেক লোক আছে যারা সুসমাচারের প্রতি প্রথমে অত্যন্ত আগ্রহ দেখায়, তারা প্রথমে খুব প্রভাবিত হয় এবং আনন্দ পায়, কিন্তু কিছুদিন পর তাদের এই আনন্দ এবং আগ্রহ থাকে না। সুসমাচারের প্রতি তারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং পরে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। একজন অত্যন্ত তৎপর এবং কোলাহলপূর্ণ অধ্যাপক শান্ত হয়ে যাবে এবং খসে পড়বে এটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এই লোকেরা যোহনের আলোতে আনন্দ লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু কখনোই এই আলোতে চলে নি। আর সেই কারণে তারা এই আলো জীবনে ধরে রাখে নি। তারা পছন্দ করতো পাথর নির্মিত ভিত্তি। যখন হেরোদ যোহনের বন্ধু ছিলেন তখন লোকেরা যোহনকে সমাদর করেছিল। কিন্তু যখন তিনি হেরোদের রোষানলের মধ্যে পতিত হল তখন তিনি লোকদের সমাদর এবং সহানুভূতি হারালেন। "তোমরা যোহনকে অনুগ্রহের চোখে দেখেছিলে এবং তাঁকে সমর্থনও করেছিলে। তোমরা যোহনকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলে। তোমরা চেয়েছিলে তাঁকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে, যেন যোহনের ক্ষমতা এবং তাঁর নামের ছত্রছায়ায় থেকে রোমীয় শাসনের জোয়ালী ভেঙে মুক্ত হতে পার, তোমাদের দেশের জনগণ স্বাধীন হতে পারে এবং দেশের হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পার।" এখন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) খ্রীষ্ট উল্লেখ করেছেন, যোহনের প্রতি তাদের সম্মানের বিষয়, বর্তমান অবস্থায় যোহনের বিরোধিতা করার জন্য তাদের তিরস্কারের বিষয়, যোহন যাঁর সাক্ষী দিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে। যদি যোহনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি চলমান থাকত, যদি তারা যোহনের নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকত তাহলে তারা খ্রীষ্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করত।

(২) খ্রীষ্ট উল্লেখ করেছেন, যোহনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দূরে সরিয়ে রাখার বিষয়, যোহনের কাজ স্থগিত থাকার বিষয়ে ঈশ্বরের সমর্থনের বিষয়, যেমন এখন যোহনের প্রচার বন্ধ আছে এবং সেই আলো এখন পাত্রের নিচে ঢাকা আছে।

৩. খ্রীষ্টের নিজের কাজ সম্পর্কে সাক্ষী (পদ ৩৬): "যোহনের সাক্ষীর চেয়ে আরও বড় সাক্ষী আমার আছে, কারণ পিতা আমাকে যে কাজগুলো করতে দিয়েছেন সেগুলোই আমি করছি।" আমরা মানুষের সাক্ষী গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষী তার চেয়ে বড়। আর ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে সেই সাক্ষীই দিয়েছেন (১ যোহন ৫:৯)। লক্ষ্য করুন, যদিও এক্ষেত্রে যোহনের সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা কম ছিল এবং এই সময় কত গ্রহণযোগ্যতা ছিল তবুও খ্রীষ্ট এই সাক্ষী ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তাদের পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য আমরা খুবই আনন্দিত, কারণ তাদের কারণে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করতে পেরেছি। যদি তারা প্রকাশ পাওয়ার মত নাও হয় তবুও আমরা এর কোন কিছু বাতিল করতে বা অগ্রাহ্য করতে পারি না। মিথ্যা ভান করি বা মিথ্যা প্রচার এখানে আরও বেশি সন্দেহ মুক্ত হতে পারে। আমাদের উভয় বিষয়ে খুব ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে। এটি ছিল মহান সাক্ষীর কাজ যা ঈশ্বর তাঁকে সমাপ্ত করতে দিয়েছিলেন। এটি হল:

(১) সঠিকভাবে তাঁর পরিচর্যা এবং তাঁর জীবনের সমগ্র কাজ - ঈশ্বরকে তা প্রকাশ করা, এবং আমাদের প্রতি তার ইচ্ছা, মানুষের মধ্যে তাঁর রাজ্য স্থাপন করা, পৃথিবীর সংস্কার

করা, শয়তানের রাজ্য ধ্বংস করা, পতিত মানবজাতিকে তার মৌলিক বিশুদ্ধতা এবং আনন্দের মধ্যে উপস্থিত করা, মানুষের অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং একে অন্যের প্রতি ভালবাসার ছায়া দিয়ে ঢাকতে, তার সমস্ত কাজের বিষয়ে যখন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি বলেছিলেন, *সমাপ্ত হল, সব কাজ শেষ হয়েছে*। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এই সব কিছুই ঈশ্বরের মহা মূল্যবান কাজ। তিনি যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন তার সব কিছুই ছিল পবিত্র এবং স্বর্গীয়। ঈশ্বরের বিশুদ্ধতা, ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ তিনি তাঁর কথা এবং কাজে দেখিয়েছেন এভাবে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত।

(২) বিস্তৃতভাবে তিনি যে সব আশ্চর্য কাজ করেছিন তা ঈশ্বরের দ্বারা অর্পিত কাজের অংশ তা প্রমাণের জন্য এই সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এখন তিনি এখানে তা প্রকাশ করেছেন:

[১] এই কাজের ভার তিনি পিতার মধ্যমে পেয়েছেন। এই কাজ করার জন্য নিযুক্ত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই কার্যের ভার এবং এই কার্যের সম্পাদন করার সামর্থ, ক্ষমতা এই উভয়ই পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন।

[২] তারা তাঁকে এটি শেষ করতে দিয়েছে। তিনি যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন তা ঈশ্বরের পরামর্শ এবং ঈশ্বরের ভবিষ্যত বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা সম্পাদন করার জন্য আগেই সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। আর এই কাজের সমাপ্তি তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। কারণ বলতে গেলে ঈশ্বরের সমস্ত কাজই খাঁটি।

[৩] এই আশ্চর্য কাজগুলা তাঁর সাক্ষ্য বহন করে। আর এই সব আশ্চর্য কাজ প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য (ইব্রীয় ২:৪)। "সেই সঙ্গে ঈশ্বর অনেক চিহ্ন এবং আশ্চর্য ও শক্তির কাজ দ্বারা সেই বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছেন" (প্রেরিত ২:২২)। পিতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন একজন পুত্র হিসেবে, কিন্তু একজন মনিবের মত দায়িত্ব দিয়ে কোন দাসকে পাঠাবার মত করে পাঠান নি। কিন্তু একজন পিতা হিসেবে নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন তার সমস্ত অধিকার ভোগ করার জন্য। যদি ঈশ্বর তাঁকে না পাঠাতেন তবে এই সব কাজ করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে অনুমোদন এবং সাহায্য করতেন না, তাঁকে মুদ্রাঙ্কিত করতেন না। কারণ এই সব কাজ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত এবং মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়ে প্রতারণা করতে পারেন না।

৪. তিনি আগের চেয়ে আরও পরিপূর্ণ ভাবে কাজ করেছেন, তাঁর পিতা এই সম্পর্কে সাক্ষী দিয়েছেন (পদ ৩৭): "আর পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।" কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রদূতের কথা অনুযায়ী তার কাজ এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় স্বর্গ থেকে বাণীর মাধ্যমে তাঁর পুত্রের সাক্ষী দেবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন (মথি ৩:১৭) : "ইনিই আমার দূত, তিনি আমার প্রিয় পুত্র।" যিহূদীরা মনে করতো "*বাথ-কোল*" – কণ্ঠস্বরের কন্যা, স্বর্গ থেকে আগত কণ্ঠস্বর, এটি হল অন্যতম একটি মাধ্যম যার মাধমে ঈশ্বর তাঁর মনের চিন্তা বুঝাতে পারেন। আর এই উপায়ের মধ্য দিয়ে তিনি খ্রীষ্টকে সর্বসমক্ষে এবং যথাযথভাবে অধিকার দিয়েছেন এবং তা পুনরায় উল্লেখ করতে অধিকার দিয়েছেন (মথি ১৭:৫)। লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বর যাদের প্রেরণ করেন তার পক্ষে তিনি সাক্ষী দেন। যেখানে তিনি কার্যভার অর্পণ করেন তা অনুমোদন করতে ভুলে যান না। তিনি সব সময় নিজের বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছেন প্রেরিত ১৪:১৭) তিনি সাক্ষী ছাড়া কখনোই কোন কাজ পরিত্যাগ করেন নি একইভাবে যারা তাঁর পরিচর্যা করে তাদেরও তিনি ছেড়ে যান নি।

(২) ঈশ্বর যেখানে বিশ্বাসের দাবী করেন সেখানে পর্যাপ্ত সাক্ষী রাখতে ত্রুটি করেন না যেমন তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য রেখেছিলেন। খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রধানত সাক্ষী ছিল এই যে, যদি তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত না হই তাহলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। এখন আমরা দেখতে পাই তিনি এ সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন (এবং এই কাজ করার জন্য তিনি উপযুক্ত) তিনি ঘোষণা দিলেন যে, তাঁর উপর তিনি খুব সন্তুষ্ট, যদি আমরাও সে রকম হই তবে কাজ সমাধা হবে। এখন এটি মনে এই প্রশ্ন জাগায়, যদি ঈশ্বর এই ভাবে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দিয়ে থাকেন তবে কিভাবে যিহূদী জাতির লোকেরা এবং শাসকরা সর্বজনীনভাবে গ্রহণ না করে এটি দূরে সরিয়ে রাখতে পারল? এই সম্পর্কে খ্রীষ্ট উত্তর দিয়েছেন যে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এটি খুব অদ্ভুত বিষয়, এমন নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। খ্রীষ্টের বিশ্বাস যোগ্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাসের দুর্বল ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে এটিকে অদ্ভুত বিষয় মনে করার কারণেই। এর জন্য দু'টি কারণ আছে:

[১] কারণ তারা ঈশ্বরের এই রকম অসাধারণ প্রত্যাদেশ এবং আকাঙ্খার সাথে পরিচিত হয় নি: "তোমরা কোন সময় এই রকম কণ্ঠস্বর শোন নি, কিংবা তার এই রকম গঠন ও আকৃতি কখনও দেখ নি।" তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ হিসেবে তুলে ধরেছিল, যদিও তারা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিল যে তাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক আছে। "আমরা একজন মানুষ হিসেবে, আমরা কখনও দেখিও নি অথবা শুনিও নি।" "তাহলে আমার পক্ষে ঈশ্বরের সাক্ষী দেয়ার বিষয় সম্পর্কে কেন আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো? তিনি এমন একজন যার সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না, কিংবা তাঁর সাথে তোমাদের কোন পরিচয় নেই এবং তাঁর সাথে কথোপকথনের কোন অভিজ্ঞতা নেই।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রকৃত কারণ হলো তার পুত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাখান করা। স্বাভাবিক ধর্মের সঠিক জ্ঞান আমাদের কাছে খ্রীষ্টান ধর্মের এমন প্রশংসনীয় সম্পর্কে প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের মনকে চমৎকারভাবে প্রস্তুত করে। কেউ কেউ এটির এই ব্যাখ্যা করে: "পিতা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আমার সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং আমার উপর কবুতর নেমে আসার মাধ্যমেও সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই বিষয় এমন অসাধারণ যে, তোমরা কখনোই এমন বিষয় শোনো ও নি দেখ ও নি। তথাপি আমার জন্য এমন কণ্ঠস্বর এবং কবুতর নেমে এসেছিল। হ্যাঁ, এবং তোমরা নিশ্চয়ই সেই কণ্ঠস্বর শুনেছিলে এবং কবুতর নেমে আসতে দেখেছিলে, যেমন অন্যরা শুনেছিল এবং দেখেছিল। যদি তোমরা গভীর মনযোগ সহকারে যোহনের প্রচার শুনে থাক। কিন্তু অমনোযোগের কারণে তোমরা সেই সাক্ষ্য লক্ষ্য কর নি।"

[২] কারণ তারা প্রভাবিত হয় নি: না, ঈশ্বর তাদের কাছে যে সহজ উপায় প্রকাশ করেছিলেন তার দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় নি: "তাঁর বাক্য তোমাদের অন্তরে থাকে না" (পদ ৩৮)। তাদের কাছে পুরাতন নিয়মের বাক্য আছে। তারা কি পুরাতন নিয়মের বাক্যের

মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টকে অন্তরে গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক হতে পারত না? হ্যাঁ পারত, যদি তারা ঐ বাক্যের উপর তাদের প্রাপ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারত। কিন্তু:-

*প্রথমত*, ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরে ছিল না। বাক্য তাদের মধ্যে ছিল, তাদের দেশের মধ্যে ছিল, তাদের হাতে ছিল; কিন্তু বাক্য তাদের অন্তরের মধ্যে ছিল না, তাদের অন্তরের প্রভুত্বকারী ছিল না। কিন্তু কেবলমাত্র তা চোখে উজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে এবং কেবলমাত্র কানে আওয়াজ তুলেছে। ঈশ্বর তাদের যে বাক্য দেবার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন তার দ্বারা তাদের কী উপকার হয়েছে (রোমীয় ৩:২), যখন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের এই বাক্য কর্তৃত্ব করে নি? যদি ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরে থাকত, যদি তাদের মধ্যে কর্তৃত্ব করতো তাহলে তারা খ্রীষ্টকে অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করত।

*দ্বিতীয়ত*, বাক্য তাদের মধ্যে অবস্থান করে নি। অনেকের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এসেছিল, তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিল। এটি তাদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বটে, কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্য মাত্র, বাক্য তাদের মধ্যে অবস্থান করে নি, এটি তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকে নি, ঘরে বসবাসকারী একজন মানুষের মত, কিছু সময় ঘরে থাকে আবার কিছু সময় বাইরে থাকে, আবার ভ্রমণকারী ব্যক্তির মত যদি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে বাস করে, যদি আমরা এর সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বারবার কথোপকথন করি, যদি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর এর সঙ্গে পরামর্শ করি, যদি তা আমাদের কথাবার্তায় উপযোগী করি, তাহলে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বরের যে সাক্ষী দিয়েছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে ইচ্ছাপূর্বক আমরা গ্রহণ করতাম (যোহন ৭:১৭)। যদি ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরে বাস না করে তাহলে কিভাবে এটি প্রকাশিত হবে? এটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যাঁকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করি নাই। পুরাতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। লোকদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি কোথায় এবং কখন জন্মগ্রহণ করবেন, কিভাবে জন্মগ্রহণ করবে, অনেক ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন লোকেরা খ্রীষ্টকে সহজে চিনতে পারে। যদি তারা এই সব বিষয় যথাযথ ভাবে মেনে নেয় এবং সমর্থন করে তাহলে ঈশ্বরের প্রেরিত খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারত না। এই জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না আনার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরের মধ্যে বাস করছে না। লক্ষ্য করুন, আমাদের অন্তরে বসবাসকারী বাক্য, পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এর কার্যালয়ের দ্বারা সর্বতভাবে চেষ্টা করে, যা তিনি পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করতে, যেমন তাদের আদেশ সমূহ, তার ভাববাদী গণ, তাঁর নিয়ম সকল এবং বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্ট যাঁকে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

৫. পুরাতন নিয়মকে তিনি শেষ সাক্ষী বলে অভিহিত করেছেন, যে সাক্ষী তাঁর সম্পর্কে ছিল, এবং এই বিষয়টি তিনি উপস্থাপন করেছেন (পদ ৩৯): পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান:

(১) এই ভাবে পাঠ করা যায়:-

[১] "তোমরা পবিত্র শাস্ত্র খুব ভাল করে অনুসন্ধান করে থাক আর তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে অধ্যাপকগণ রয়েছে, শিক্ষকরা রয়েছে, জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন এবং অনেক লেখক রয়েছেন। এদের কাজ হল পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এর উপর আলোচনা করা বা

ব্যাখ্যা করা।" যিহূদীরা হিল্লোলের দিনে পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষা লাভ সৌভাগ্য বলে মনে করে অহঙ্কার করত, এই লোক খ্রীষ্টের জন্মের বার বছর পর মারা যান। যিহূদীদের মন্ত্রীসভার কয়েকজন তাঁকে সম্মান করতো। এই মন্ত্রীসভা ছিল যিহূদীদের প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য এবং তাদের নিয়ম-কানুনের গৌরবের প্রতীক। খ্রীষ্ট এই কথা স্বীকার করেছিলেন যে, তারা খুব ভাল করে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতো এবং পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতো নিজেদের মহিমার জন্য: "তোমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান কর এবং ভাল করে পাঠ কর, আর এই জন্য যদি তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের অন্ধ করে না রাখ, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা আমার উপর বিশ্বাস করবে।" লক্ষ্য করুন, পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ বের করার জন্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভবত তবুও এবং অনেক ক্ষমতার বিষয় এবং প্রভাবের বিষয় অজানা থেকে যায়।

[২] এইভাবে আমরা এটি তেলাওয়াত করি : "তোমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান কর।" আর তাই:-

*প্রথমত*, স্বাভাবিক কারণে তাদের কাছে এই আবেদন করা হয়েছিল: "তোমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলে যে, তোমরা পবিত্র শাস্ত্র গ্রহণ করছো এবং এর উপর বিশ্বাস করেছ। এখানে আমি তোমাদের বিরোধী পক্ষে বিতর্কে অংশ নিলাম। এই বিষয়টি খুব ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিচার বিশ্লেষণ কর। এর মধ্য থেকে সংগ্রহ করা কোন শিক্ষা যেন বাদ না পড়ে, তবে আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে যে, এখানে কি আছে।" লক্ষ্য করুন, যখন পবিত্র শাস্ত্রের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়, তাদের অবশ্যই তাদের পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে হবে। পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যকার সমস্ত পুস্তকগুলোর ছোট ছোট অংশগুলো সর্বাংশে একটির সাথে অন্যটির তুলনা করে দেখতে হবে এবং একটির পর একটির ব্যাখ্যা করতে হবে। অধিকন্তু আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রের একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে হবে, কিন্তু তারা কি বলতে পারে এই রকম চিন্তা করে অনুসন্ধান করবো না কিন্তু বাস্তবিক তারা কি বলেছে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।

*দ্বিতীয়ত*, এটি আমাদের কাছে এই কথা পরামর্শ দিয়ে বলছে অথবা প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তকে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিচ্ছে। কেবলমাত্র পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য নয় কিংবা কেবলমাত্র তা শোনা নয়। কিন্তু যা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা,-

১. যত্নের সাথে অনুসন্ধান করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে এবং অধ্যয়ন করতে হবে। আর মনের একাগ্রতা যেন বন্ধ না হয়।

২. খুঁজে বের করার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা। আমাদের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা পবিত্র শাস্ত্র তেলাওয়াত এবং অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে আত্মিকভাবে উপকৃত এবং লাভবান হতে পারি এবং বার বার এই জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আমি এখন কি কারণে অনুসন্ধান করছি?" গুপ্তধনের মত করে তা খুঁজতে হবে (হিতোপদেশ ২:৪)। মাটির নিচে থাকা সোনা ও রূপা তুলে আনার জন্য মানুষ যেমন করে মাটি খুঁড়ে ভেতরে যায় ঠিক তেমনি পাথরের মধ্যে থাকা মণি খুঁজে বের করার মত (ইয়োব ২৮:১-১১)। পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করার ব্যাপারে যিহূদীরা অনেক খোলামেলা ছিল (প্রেরিত ১৭:১১)।

(২) এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে যা আমাদের চোখে প্রত্যক্ষ হয়েছে এই পবিত্র শাস্ত্র

অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাপ্তি হল স্বর্গ এবং আমাদের পথ হলেন খ্রীষ্ট।

[১] আমাদের পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে হবে স্বর্গের জন্য যা আমাদের মহান সমাপ্তি: "কারণ তোমরা মনে করে থাক যে, এর মধ্যে অনন্ত জীবন রয়েছে।" আগে থেকেই আমাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করা আছে, এই বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করে, আর সেই স্বর্গে অনন্তকাল বাস করার জন্য আমাদের প্রস্তাব দেয়। এটি যা বর্ণনা করে তার তালিকা সব কিছু জ্ঞাত করে এবং এর নির্দেশক্রমেই এটি পরিচালিত হয় এবং সেই ভিত্তি স্থাপন করে যার উপর এর সমস্ত প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কোথায় আমরা এটি খুঁজে পাব তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটি হল খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান। কিন্তু খ্রীষ্ট যিহূদীদের শুধুমাত্র এই কথা বললেন, "তোমরা মনে করে থাক যে, পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে অনন্ত জীবন আছে।" কারণ যদিও তারা অনন্ত জীবনের বিশ্বাস এবং আশাকে ধরে রেখেছিল এবং পবিত্র শাস্ত্রের উপর তাদের এই প্রত্যাশাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তথাপি তারা এখানে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছিল। তারা এটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা এটি খোঁজার জন্য গতানুগতিক ভাবে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতো এবং অধ্যয়ন করত। তাদের মধ্যে একটি সাধারণ কিন্তু মন্দ বচন প্রচলিত ছিল, যার মধ্যে নিয়ম-কানুনের কথা আছে তার অনন্ত জীবন আছে। তারা মনে করতো, যদি তারা পবিত্র শাস্ত্র দম দিয়ে বলতে পারে এবং মুখস্ত করতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবে স্বর্গে যেতে পারবে। তাদের পুরানো দিনের ধর্ম-শিক্ষকদের নির্দেশ অনুযায়ী তারা পবিত্র শাস্ত্রের ছোট ছোট অংশ পাঠ করত। পুরানো দিনের ধর্ম-শিক্ষকরা বলত অমুক-তমুক অংশ পাঠ কর, আর সেইভাবে পাঠ করত। তারা মনে করতো সব সমস্ত সাধারণ মানুষ অভিশাপ্ত ধ্বংসের অধীন কারণ তারা এইভাবে পবিত্র শাস্ত্রের আইন জানে না (যোহন ৭:৪৯), তাই তারা মনে করতো সমস্ত শিক্ষিত এবং পণ্ডিত লোকেরা সন্দেহাতীতভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

[২] খ্রীষ্টের জন্য আমাদের অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে হবে, নতুন এবং জীবন্ত পথের মত আমাদের এটি শেষ সীমানায় নিয়ে যাবে। এগুলো হল সেই মহান এবং প্রধান সাক্ষী যা আমাদের বিষয়ে সাক্ষী দেয়। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, পবিত্র শাস্ত্র এবং যে সমস্ত পুরাতন নিয়মের পুস্তক আছে ঐ পুস্তক খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। ভাববাদীদের অন্তরে খ্রীষ্টের আত্মা আগেই সাক্ষী দিয়েছিল (১ পিতর ১:১১)। তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ব থেকে ঘোষণা। যিহূদীরা খুব ভাল করে জানত যে, পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে খুব সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া আছে। তারা তাদের সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে দোষ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ দেখতে পেত। তথাপি তারা অমনযোগীর মত এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতো এবং বিষয়গুলো এড়িয়ে চলত।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের অবশ্যই এইভাবে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে হবে এবং অনন্ত জীবনের বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায় আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ পবিত্র শাস্ত্র খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা তাকে জানতে পারি পরিত্রাণদানকারী হিসেবে (১ যোহন ৫:১১)। খ্রীষ্ট হলেন অত্যন্ত মূল্যবান ধন, যিনি পবিত্র শাস্ত্রের জমিনের মধ্যে লুকানো আছেন, যে কুয়ায় জল সঞ্চিত আছে, অনন্ত

জীবনদায়ী পানি।

(৩) এই সাক্ষ্যে তিনি চারটি দৃষ্টান্ত যুক্ত করেছেন, যার মধ্যে যিহূদীদের ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস এবং তাদের দুষ্টতার কথা উল্লেখ রয়েছে; বিশেষত:

[১] তাঁর প্রতি এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা: "আর তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে ইচ্ছা কর না (পদ ৪০)। তোমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করে থাক, তোমরাা ভাববাদীদের উপর বিশ্বাস করো, যাদের তোমরাা দেখ নি, কিন্তু আমার সম্পর্কে তাদের সাক্ষীর বিষয় খুব ভাল করে জানো। অথচ তারা যাঁর কাছে আসার নির্দেশ পেয়েছেন তাঁর কাছে আসতে চাও না।" খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিচ্ছিন্নতার দোষ তাদের মন্দ ইচ্ছার চেয়ে বেশি ছিল না। এটি অভিযোগ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট অনন্ত জীবন দিতে চান এবং তা তারা সাদরে গ্রহণ করে নি। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, ধার্মিক আত্মার জন্য যীশু খ্রীষ্টের কাছে রয়েছে অনন্ত জীবন। আমরা জীবন পেয়েছি, যে জীবন ক্ষমার জীবন এবং অনুগ্রহের জীবন, আনন্দ, সুখ ও মহিমার জীবন। অনন্ত জীবন হল আমাদের অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা এবং সমস্ত সুখের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং খ্রীষ্ট হলেন আমাদের জীবন।

*দ্বিতীয়ত*, যাঁর মধ্যে সেই জীবন আছে, সেই খ্রীষ্টের কাছে তাদের অবশ্যই আসতে হবে। আমরা খ্রীষ্টের কাছে এসেছি বলে জীবন পেয়েছি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং তার সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে তাতে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তার শাসন ও তাঁর অনুগ্রহের মধ্যে অবস্থান করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। আর এটি ভালবাসা এবং কাজের মধ্য দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য যোগ্য করে তোলে।

*তৃতীয়ত*, পাপীদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ হল, তারা অনন্ত জীবন এবং আনন্দপূর্ণ জীবন লাভের জন্য যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসে না। তারা আসতে পারে না এটি এই কারণ নয়, কিন্তু এর কারণ হল তারা আসার জন্য আকাঙ্খী হয় না এবং সম্মত হয়। তারা অনন্ত জীবন দানের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে না কারণ আত্মিক এবং স্বর্গীয় এবং তারা এই নিয়ম মেনে এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত নয়। অনন্ত জীবন লাভের উদ্দেশ্যকে তারা ব্যহত করে খ্রীষ্টের কাছে আসা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। তারা কখনোই সুস্থতা লাভ করতে পারবে না, কারণ সুস্থতা লাভের জন্য যে নিয়ম বা পদ্ধতি পালন করা প্রয়োজন তার প্রতি তারা উদাসীন।

*চতুর্থত*, পাপীদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং একগুঁয়েমী মনোভাবের জন্য অনুগ্রহের প্রস্তাবকে তারা প্রত্যাখান করে থাকে। এটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অন্তরে গভীর দুঃখ সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করুন (পদ ৪১): "আমি মানুষের প্রশংসা পাবার চেষ্টা করি না।" খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো দূর করার জন্য এই কথাগুলো এখানে যুক্ত করা হয়েছে। যেন তিনি তাঁর আপন মহিমা খুঁজে পান এবং যারা তাঁর কাছে আসবে তিনি যেন তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন এবং তাদের প্রশংসা করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কখনোই অন্যায় লোভকে প্রশ্রয় দেন নি এবং মানুষের প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা করেন নি। নূন্যতম জাগতিক জাঁক-জমক এবং আড়ম্বরতা তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে নি, যা

মাংসিক ভাবাপন্ন যিহূদী জাতির লোকেরা খ্রীষ্টের মধ্যে এর প্রকাশ দেখতে চেয়েছিল। যাদের তিনি সুস্থ করেছিলেন তাদের মধ্যে যারা তাঁকে জানার জন্য তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করে নি, তারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন এবং যারা তাঁকে রাজা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল তাদের কাছ থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

২. তিনি মানুষের প্রশংসা পান নি। মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার পরিবর্তে তিনি মানুষের কাছ থেকে অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ এবং নির্দয় ব্যবহার লাভ করেছেন। কারণ তিনি নিজে কখনোও সম্মান পাবার জন্য আকাঙ্খী ছিলেন না।

৩. তাঁর মানুষের কাছ থেকে সম্মান লাভের প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জন্য কোন মহিমা যোগ করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা খ্রীষ্টের উপাসনা করে থাকেন। পিতার ইচ্ছা পালনের মধ্য দিয়ে তিনি যে সন্তুষ্টি লাভ করেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছু তাঁকে সন্তুষ্টি করতে পারে না। যখন কেউ তাঁকে সম্মান জানায় তিনি তাদের জন্য খুব আনন্দ বোধ করেন এবং তাদেরকে তিনি নিজে সম্মানিত করেন।

[২] তাদের ঈশ্বরের ভালবাসার অভাব (পদ ৪২): "কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানি, তোমাদের অন্তরে তো ঈশ্বরের ভালবাসা নেই। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, তোমরা কেন আমার কাছে আসতে চাও না, যখন তোমাদের স্বাভাবিক ধর্মের প্রধান নীতি *ঈশ্বরের ভালবাসা চাওয়া?*" লক্ষ্য করুন, মানুষ কেন খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করে, তার কারণ হল তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না। কারণ যদি আমরা বাস্তবিক ঈশ্বরকে ভালবাসতাম, আমরা অবশ্যই তাঁকে ভালবাসতাম যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রকাশ করেছেন এবং একমাত্র তিনি সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের এবং ভালবাসার সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হতে পারি। তিনি তাদের অভিযুক্ত করেন (পদ ৩৭) ঈশ্বরের প্রতি তার অজ্ঞতার জন্য এবং এখানে তাঁর প্রতি ভালবাসার অভাবের জন্য। এই জন্য মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসা নেই। কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে জানার জন্য তারা কখনোই আকাঙ্খী ছিল না। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, তাদের অপরাধ তাদের অভিযুক্ত করেছে: "তোমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা নেই।" তারা দাবী করতো যে, তারা ঈশ্বরের প্রতি ভীষণ ভালবাসা প্রদর্শন করেছে। তারা মনে করতো যে তারা এটি প্রমাণ করেছে নিয়ম-কানুনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং আগ্রহের মাধ্যমে, মন্দিরের মাধ্যমে এবং বিশ্রামবারের মাধ্যমে। কিন্তু তবুও তারা ঈশ্বরের ভালবাসাবিহীন অবস্থায় ছিল। লক্ষ্য করুন, অনেকে আছে যারা ধর্মীয় মহৎ মহৎ কাজ করেছে বা ধর্মের মহৎ পেশায় নিয়োজিত আছেন, তবুও খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করার মাধ্যমে তারা এটা দেখায় যে, তাদের অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসার অভাব রয়েছে এবং তাঁর আজ্ঞার প্রতি ঘৃণা এবং অবমাননার মাধ্যমেও তারা প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসার অভাব রয়েছে। তারা খ্রীষ্টের পবিত্র সত্তাকে ঘৃণা করতো এবং ঈশ্বর তত্ত্বকে অবমূল্যায়ন করত। লক্ষ্য করুন, আমাদের অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা হল এই রকম যে, ভালবাসা আমাদের অন্তরে আসন পেতে বসেছে, জীবন্ত কার্যকরী ক্ষমতার মূল উপাদান হিসেবে সেখানে আছে, যা ঈশ্বর অনুমোদন করেছেন। ভালবাসার ছায়া সেখানে ঢেকে রেখেছে (রোমীয় ৫:৫)।

*দ্বিতীয়ত*, এই অভিযোগের প্রমাণ, খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে, যিনি অন্তরের

অনুসন্ধান করে থাকেন (প্রকাশিত বাক্য ২:২৩) এবং তিনি জানেন, মানুষের অন্তরের মধ্যে কি আছে: "আমি তোমাদের জানি।" তিনি আমাদের সমস্ত ছদ্মবেশ বা আমাদের সমস্ত ছল চাতুরী সরাসরি দেখতে পান এবং আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সব কিছু বলতে সক্ষম। তিনি আমাদের সব কিছু দেখে আমাদের এই কথা বলেন: "আমি তোমাকে জানি।"

১. মানুষকে তার প্রতিবেশী যতটা জানে খ্রীষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। লোকেরা মনে করতো যে, তাদের ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং ভাল মানুষ। কিন্তু খ্রীষ্ট জানতেন যে, তাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা নেই।

২. মানুষ নিজেকে নিজে যতটা জানে খ্রীষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। এই সব লোকের সম্বন্ধে যিহূদীদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট জানতেন ঐ সব ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের অন্তরের মধ্যে কতটা মন্দতা লুকিয়ে আছে। তবুও তারা তাদের বাইরে দেখাত যে তারা খুব ধার্মিক, বাস্তবে তা নয়। আমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা করতে পারি বটে কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না।

৩. খ্রীষ্ট মানুষকে জানেন যে, তা জানেন না এবং তা জানতেও পারবে না। তিনি তাদের দিকে তাকান, যারা তাঁর দিকে সব সময় তাকিয়ে থাকে। আর তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন, তাদের আপন নাম, তাদের প্রকৃত নাম, যারা তাঁকে জানে না।

[৩] আর একটি অভিযোগ তাদের উপর ছিল; তা হল ভ্রান্ত খ্রীষ্ট এবং ভ্রান্ত ভাববাদীদের আপ্যায়ন করা এবং হৃদয়ে গ্রহণ করা, যখন তারা একগুঁয়েমিপনা করে, যিনি প্রকৃত খ্রীষ্ট তাঁকে প্রতিহত করেছিল (পদ ৪৩): "আমি আমার পিতার নামে এসেছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ করছো না। কিন্তু অন্য কেউ যদি নিজের নামে আসে, তাকে তোমরা গ্রহণ করবে। বিস্মিত হও, হে স্বর্গ (যিরমিয় ২:১২,১৩), কারণ আমার লোকেরা দু'টি পাপের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, মারাত্মক পাপ।"

*প্রথমত*, জীবনদায়ী জলের ঝর্ণাকে তারা ভুলে গেছে। কারণ তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নি, যিনি তাঁর পিতার নামে এসেছেন। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। আর তিনি যা কিছু করেন তা পিতার গৌরবের জন্যই করেন।

*দ্বিতীয়ত*, তারা এমন কুয়া খুড়েছে, যেগুলো ভাঙা জল ধরে রাখা যায় না। অন্যেরা যেন তাঁর নাম মনে রাখে এই জন্য তারা মনযোগী হত। তাদের প্রতি যে করুণা দেখানো হয়েছিল তা তারা ভুলে গিয়েছিল যা ছিল অত্যন্ত মন্দ বিষয়। এটি তাদের অহঙ্কারের জন্য করত। এটি ছিল জঘন্য বিষয়। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যারা ভণ্ড ভাববাদী তারা নিজের কাছে আসতো। তারা কারো দ্বারা প্রেরিত না হয়েও কাজ করতো। আর তারা কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করত।

২. যারা ভ্রান্ত ভাববাদীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে এবং যারা ঈশ্বরের নিরূপিত সত্য এবং ভালবাসা গ্রহণ করে নি ঈশ্বর অবশ্যই তাদের শাস্তি প্রদান করবেন। আর যারা অত্যাচার সহ্য করে টিকে আছে তা হলে খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত হবে (২ তীমথিয় ২:১০,১১)। যারা ভ্রান্ত ভাববাদীদের তারা ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে এবং যারা খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি বাধ্য নয় তাদের অবশ্যই ঈশ্বর শাস্তি প্রদান করবেন। যারা সত্য আলোর দিক থেকে নিজের চোখ

সরিয়ে নিয়েছে ঈশ্বর তাদের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দেবেন।

৩. এটি অনেকের ভীষণ রকম মূর্খতা যে, যখন তাদের প্রাচীন সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে, তখন তারা হঠাৎ জেগে ওঠা বা হঠাৎ উঠে আসা কোন কিছুর প্রতি বা মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় যা তাদের পাপর পথে নিয়ে যেতে পারে। তারা মান্নাকে ঘৃণা করেছিল এবং একই সময় ছাইয়ের উপর খাবার রেখেছিল। এরপর যিহূদীরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করল। তারা ক্রমাগত মন্দ আত্মাগ্রস্তদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। তারা ভণ্ড, ভণ্ড খ্রীষ্ট এবং ভণ্ড ভাববাদীদের সঙ্গেও চলাচল করছিল (মথি ২৪:২৪)। তারা এমন সব বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছিল যেগুলো সমস্যা ও গোলমাল সৃষ্টি করতো এবং তাদের পাগলের মত করে তুলত, যা অতি দ্রুত তাদের অধঃপতনের দিকে নিয়ে যেত।

[৪] তাদেরকে তাদের অহঙ্কার এবং আত্ম-গৌরবের জন্য এবং বিশ্বাস না আনার জন্য অভিযুক্ত করলেন (পদ ৪৪)। তিনি তীক্ষ্ণভাবে তাদের তিরস্কার করলেন বিশ্বাস না আনার জন্য, একজন প্রাচীন জ্ঞানী লোকের মত, যিনি সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধান করে মূল কারণ বুঝতে পারলেন এবং কুঠার দিয়ে মূলে আঘাত করলেন। এই জন্য তারা খ্রীষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করছিল এবং তাঁকে অবমূল্যায়ন করেছিল, কারণ তারা নিজেদের প্রশংসা করেছিল এবং নিজেরাই অবমূল্যায়ন করেছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, তাদের জাগতিক সম্মানের উচ্চাকাঙ্খা। কিন্তু খ্রীষ্ট এটিকে অবজ্ঞা করলেন (পদ ৪১)। তাদের দিল এর উপর স্থাপন করলেন (পদ ৪১)। তারা তাদের দিল এর উপর স্থাপন করেছিল: "তোমরা একজন অন্যজনের কাছ থেকে সম্মান গ্রহণ করে থাক। এর অর্থ হল তোমরা একজন খ্রীষ্টের খোঁজ করছ যিনি জাঁকজমকের সাথে এগিয়ে চলেন এবং তার দ্বারা তোমাদের জাগতিক সম্মানের প্রতিজ্ঞার প্রত্যাশা কর। তোমরা সম্মান গ্রহণ করে থাক: -"

১. "তোমাদের ইচ্ছা যেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং তোমাদের লক্ষ্য হল যেন সকলেই তোমাদেরকে সম্মান করে।"

২. "তোমরা অন্যদের সম্মান কর এবং তাদের প্রশংসা করে থাক। এটি কেবলমাত্র এই কারণে যেন তারা তোমাদের একইভাবে সম্মান করে এবং প্রশংসা করে।" *Petimus dabimusque vicissim* – *আমরা জিজ্ঞাসা করি এবং আমরা প্রয়োগ করি*। এটি হল অহঙ্কারী মানুষদের কৌশল। তারা এমনভাবে অন্য মানুষকে সম্মান করে এবং তাদের প্রশংসা করে যেন তারাও একইভাবে তাদের সম্মান করে। "একই রকম সম্মান যেন তোমরা পেতে পার এই জন্য তোমরা খুব সচেতন থাক এবং তোমাদের নিজের লোকদের কাছে এই সম্মান এবং প্রশংসা ধরে রাখ, যেন এই সম্মানজনক বিষয়টি একচেটিয়াভাবে তোমরা ভোগ করতে পার।"

৩. "যে সম্মান তোমাদেরকে দেখানো হয় তোমরা তা গ্রহণ করে থাক এবং তোমরা ঈশ্বরের কাছে তা ফেরত পাঠাও না, হেরোদের মত।" ব্যক্তি পূজার লোকেরা এবং তাদের ভাবাবেগের চিন্তাধারা এবং ব্যক্তি পূজাকে তারা এমন চিত্তাকর্ষক করে তোলে এবং এমন প্রশংসা করে যে তা মূর্তি পূজার পর্যায়ে চলে যায়। এটি সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধী।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের আত্মিক সম্মানের প্রতি অবহেলা, এখানে বলা হয়েছে যে এই সম্মান কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তারা এই আত্মিক সম্মানের খোঁজ করে নি এবং পেতে চেষ্টা করে নি। লক্ষ্য করুন:

১. যে সম্মান ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায় সেটাই হল প্রকৃত সম্মান। এটি হল বাস্তব এবং স্থায়ী সম্মান। বস্তুত যারা আত্মিকভাবে সম্মানিত তিনি তাদের তাঁর সন্ধি এবং তাঁর সাথে ভোজের অংশী করেন।

২. সমস্ত সাধুদের এই সম্মান রয়েছে। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে এরকম সমস্ত বিশ্বাসীগণ, খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান লাভ করে। তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন না। যেখানেই তিনি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন সেখানেই তাঁর মহিমা প্রদান করেন।

৩. যে সম্মান ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায় আমাদের অবশ্যই তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এবং এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর জন্য কাজ করতে হবে। আর আমরা যেন এর বিন্দুমাত্র কম গ্রহণ না করি (রোমীয় ২:২৯)। এটি আমাদের পুরষ্কারের বলে গণ্য করতে হবে, যেমন করে ফরীশীরা মানুষের প্রশংসা হিসেবে গণ্য করত।

৪. যারা খ্রীষ্টের কাছে আসে না এবং যারা জাগতিক সম্মানের উচ্চভিলাসী, তারা এটা প্রকাশ করে, যে সম্মান ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তারা তা পেতে চেষ্টা করে না। এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং তাদের অধঃপতন।

*তৃতীয়ত*, এটি তাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যারা এই রকম প্রতিকূল ভাবাপন্ন, আপনি তাদের কীভাবে বিশ্বাস করবেন? এখানে লক্ষ্য করুন:

১) বিশ্বাসের জটিলতা উৎপত্তি হয় আমাদের এবং আমাদের পাপ থেকে। আমরা আমাদের কাজকে কঠিন করে ফেলি। আর তখন এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ করি।

২) জাগতিক সম্মানের উচ্চআকাঙ্খা এবং মোহ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের বড় বাধা। তারা কিভাবে বিশ্বাস করবে যারা মানুষের প্রশংসা এবং গৌরব তাদের দেবতাকে দিয়েছে?

৬. শেষ সাক্ষীকে এখানে খ্রীষ্ট বলা হয়েছে (পদ ৪৫): "মনে করো না যে, আমি পিতার কাছে তোমাদের উপরে দোষারোপ করবো; এক জন আছেন, যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন; তিনি মোশি, যাঁর উপরে তোমরা প্রত্যাশা রেখেছ।" মোশির জন্য যিহূদীদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং নিজেদের মোশির শিষ্য মনে করতো এবং এর খুব মূল্যায়ন করত। তারা দাবী করতো যে, তারা মোশির শিষ্য; আর এই জন্য তারা খ্রীষ্টকে তাদের প্রতিপক্ষ বলে মনে করত। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে তাদের দেখিয়েছেন:

(১) মোশি অবিশ্বাসী যিহূদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছেন এবং পিতার কাছে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন এখানে একজন আপনাদের অভিযুক্ত করছেন, তিনি মোশি। এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে:

[১] ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য: "মোশি, অর্থাৎ ব্যবস্থা তোমাদের অভিযোগ করেছে, কারণ ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মায়। এই ব্যবস্থা

তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।" এটি মৃত্যুর কাজ এবং দোষারোপ সম্পর্কে উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু আমাদের খ্রীষ্টের সুসমাচারের পরিকল্পনা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা নয়। "ভেবো না যে, আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করব।" মানুষের দোষ খুঁজে বের করতে এবং প্রত্যেকের সাথে ঝগড়া করতে যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে আসে নি। কিংবা গুপ্তচরের মত মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেও আসে নি। না, তিনি এই সব কাজ করতে আসে নি। তিনি এসেছিলেন একজন উপদেষ্টার মত, অভিযোগকারী হিসেবে নয়। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মিলন করিয়ে দেবার জন্য তিনি এসেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে আসেন নি। তারা কত বোকা! কারণ তারা খ্রীষ্টকে মোশির প্রতিপক্ষ বলে মনে করে, অথচ তারা নিয়ম-কানুনের অধীনে থাকতে চায়! (গালাতীয় ৪:২১)।

[২] তাদের ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের অযৌক্তিক ঘোষণা দেখাবার জন্য: "তুমি এটা ভেব না যে তোমার আদালত থেকে ঈশ্বরের কাছে কোন আবেদন জানাব এবং তুমি আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ করেছো তা যথাযথ উত্তরের জন্য দাবী করব। আহত নির্দোষরা সাধারণত এই রকম করে। *না, আমার প্রয়োজন নেই*। "তোমরাম ইতোমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছ এবং স্বর্গের আদালতে হাজির করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। মোশি তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করে অনেক কথা বলেছেন, তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য।" খ্রীষ্ট সম্পর্কে তারা যেন ভুল না বুঝে তিনি যদিও একজন ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি তার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে একজন ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি তার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বর্গের কোন সুবিধাকে কাজে লাগান নি। এলিয় ভাববাদীর মত ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করেন নি, (রোমীয় ৬:২) এবং যিরমিয় ভাববাদীর মত ইস্রায়েল জাতির উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসা দেখতে চান নি। মোশি ভাববাদী সম্পর্কেও যেন তারা ভুল না বোঝে যে, তিনি তাদের খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করার ব্যাপারে সমর্থন দিচ্ছেন। না, "একজন আছেন যিনি তোমাকে অভিযুক্ত করেছেন, এমন কি মোশি ভাববাদীর তোমাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন, যার উপর তোমরা বিশ্বাস করেছ।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহকে প্রত্যাখান করে তাদের বাহ্যিক সুবিধা এবং লাভের প্রত্যাশা সাধারণত নিরর্থক হয়। যিহূদীদের আস্থা ছিল মোশি ভাববাদীর উপর। তারা মনে করতো মোশির ব্যবস্থা তাদের হাতে আছে এবং আইনের অধ্যাদেশ তাদের রক্ষা করবে।

*দ্বিতীয়ত*, যারা তাদের সুবিধাসমূহ এবং লাভের উপর আস্থা রেখেছে অথচ তা উন্নত করে না তারা যে কেবল তাদের হতাশা এবং বিফলতাই দেখতে পাবে তা নয় কিন্তু বাস্তবিক ঐ সব সুযোগ এবং লাভসমূহ তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

(২) মোশি এবং তাঁর শিক্ষা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষীস্বরূপ ছিল (পদ ৪৬-৪৭): "মোশি ভাববাদী তো আমারই বিষয়ে লিখেছেন।" মোশি ভাববাদী সুনির্দিষ্টভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। স্ত্রীলোকের সন্তানের মত, অব্রাহামের বংশধরের মত, মহান ভাববাদী শীলোহ্‌র মত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নি। মোশি ভাববাদীর নিয়ম-কানুনের অনুষ্ঠানসমূহ খ্রীষ্টের আগমনের নক্সাস্বরূপ ছিল। যিহূদীরা মোশি ভাববাদীকে খ্রীষ্টের বিপক্ষে তাদের অভিভাবক হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের ভুল দেখিয়ে দিলেন যে, মোশি ভাববাদী তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখেন বরং তিনি খ্রীষ্টের পক্ষে লিখছেন এবং

তাঁকে কেন্দ্র করেই লিখছেন। কিন্তু:

[১] খ্রীষ্ট যিহূদীদের উপর এই অভিযোগ আনলেন যে, তারা মোশি ভাববাদীর উপর বিশ্বাস করে নি। তিনি বলেছেন (পদ ৪৫), মোশি ভাববাদীর উপর তারা আশা করে আছে। তিনি এখানে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা মোশি ভাববাদীর উপর বিশ্বাস করে নি। মোশি ভাববাদীর নামের উপর তারা আস্থা রাখলেও যিহূদীরা তাঁর শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এর অর্থ গ্রহণ করে নি। মোশি ভাববাদী লেখার মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তারা কোন মূল্যায়ন করে নি তারা। তারা প্রকৃতপক্ষে মোশির লেখা ভাল করে বুঝতে পারত না।

[২] তাঁর উপর যিহূদীদের অবিশ্বাস থেকে তিনি যিহূদীদের বিরুদ্ধে কারা অভিযোগের প্রমাণ করলেন: "যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করতে তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করতে।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, প্রভাবের কার্যকারিতার দ্বারা বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তা পরীক্ষা হয়। অনেকে এই কথা বলেন যে, তারা যাকে বিশ্বাস করেছে সে তাদের কথার বরখেলাপ করেছে। তাদের সব কথাই ছিল মিথ্যা। কারণ তারা পবিত্র শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করেছিল বটে, কিন্তু ভিন্ন চিন্তা নিয়ে।

*দ্বিতীয়ত*, যে পবিত্র শাস্ত্রের একটি মাত্র অংশ বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে সে সমস্ত অংশই বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে, যে বা যারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করবে, যে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী অগ্রাহ্য করবে তাকে শাস্তির জন্য আলাদা করে রাখা হবে।

[৩] মোশির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এটি খুব আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, তারা তাঁকেও অবিশ্বাস করেছে এবং প্রত্যাখান করেছে: "যখন তার লেখাই তোমরা বিশ্বাস কর না, তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করবে? এটি তোমরা কি করে ভাবতে পার?'

*প্রথমত*, "যদি তোমরা পবিত্র শাস্ত্রে বিশ্বাস না কর, যে দৈববাণী সাদা এবং কালো, যা মানুষকে নিশ্চিত নিশ্চয়তার পথে নিয়ে যায়, তাহলে তোমরা আমার কথায় কিভাবে বিশ্বাস করবে?"

*দ্বিতীয়ত*, "যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস না কর তাহলে তোমরা কার পক্ষে এত গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাক? যদি তোমরা পবিত্র শাস্ত্র বিশ্বাস কর তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে। অথচ তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করছো?" (যাত্রা ৬:১২)।

*তৃতীয়ত*, "আমার সম্পর্কে মোশি যা লিখেছেন এবং যা বলেছেন তা যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, যা আমার পক্ষে শক্তিশালী এবং আবশ্যক সাক্ষ্য, তাহলে কেমন করে আমাকে এবং আমার কাজকে তোমরা বিশ্বাস করবে?" যদি আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য বলে গ্রহণ না করি তাহলে কেমন করে এর সমাপ্তি সত্য বলে গ্রহণ করবো? খ্রীষ্টান ধর্মের সত্য স্বর্গীয় প্রদেশের পবিত্র বিষয়, পবিত্র শাস্ত্রের স্বর্গীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আছে। তাই যদি

এই লেখাগুলোর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণাগুলো আমরা বিশ্বাস না করি, তাহলে আমরা কি করে খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলো বিশ্বাস করবো?

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাব, ক. রুটির আশ্চর্য কাজ, (পদ ১-১৪)। খ. খ্রীষ্টের জলের উপর দিয়ে হাঁটা (পদ ১৫-২১)। গ. কফরনাহূমে খ্রীষ্টের কাছে জনতার আগমন (পদ ২২-২৫)। ঘ. তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের কথা-বার্তা, রুটির আশ্চর্য কাজের দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ, জাগতিক খাবারের খোঁজ করার জন্য তিরস্কার এবং আত্মিক খাবারের বিষয়ে উপদেশ (পদ ৩০-৫৯)। ঙ. তাঁর কথায় লোকদের অসন্তোষ এবং এই অসন্তোষের জন্য তিনি তাদের তিরস্কার করেন (পদ ৬০-৬৫)। চ. তাঁর কাছ থেকে অনেক লোক ফিরে গেল এবং তাঁর সাথে যুক্ত থাকার বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ প্রদান (পদ ৬৬-৭১)।

## যোহন ৬:১-১৪ পদ

এই অংশে রয়েছে পাঁচটি রুটি এবং দু'টি মাছ দিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পাঁচ হাজার লোককে আহার দানের বিবরণ। এই আশ্চর্য কাজটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত ঘটনা, কারণ এটি খ্রীষ্টের জীবনে সাধিত এমন আশ্চর্য কাজ ছিল যা কেবলমাত্র এই অংশে লিপিবদ্ধ করা হয় নি কিন্তু চারটি সুসমাচারের মধ্যে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চারটি সুসমাচারের লেখকই খুব যত্নের সঙ্গে এই আশ্চর্য কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুসমাচারের যে লেখকগণ এই বিবরণগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের কারো সঙ্গেই যোহনর, নির্দিষ্টভাবে যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক ছিল না। তবুও সম্বন্ধ রয়েছে এই বিষয়ে, নিচের আলোচনায় এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

ক. কোন স্থানে এবং কোন সময়ে, কোথায় এবং কখন এই আশ্চর্য কাজ ঘটেছিল যা এই ঘটনার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণের চিহ্ন। বিবরণে কোথাও এই কথা উল্লেখ নেই যে, কোন এক সময়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কেউ জানে না বা কেউ বলতে পারে না এই ঘটনাটি ঠিক কোন স্থানে ঘটেছিল। কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থার বিচারে ঘটনার অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব:

১. খ্রীষ্ট যে অঞ্চলে উপস্থিত হলেন (পদ ১): এরপরে যীশু গালীল সাগরের অন্য পাড়ে চলে গেলেন। এই সাগরকে তিবিরিয় সাগরও বলা হয়। আবার গিনেষরৎ হ্রদও বলা হয়। এই তিবিরিয় সাগরের পাড় থেকে এই এলাকা আরম্ভ। রাজা হেরোদ সম্প্রতি এই শহরকে বর্ধিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন এবং এই কথা প্রচলিত ছিল যে, এটি সম্রাট তিবিরিয়ের সম্মানে তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি এটি তাঁর রাজধানী করেছিলেন। খ্রীষ্ট সরাসরি সাগর পাড়ি দিয়ে ঐ দেশের মধ্যে যান নি। কিন্তু তিনি সমুদ্র যাত্রা করে একই দিকে অন্য একটি অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সমুদ্র যাত্রাকে বেছে নিয়ে আকর্ষক কিছু করতে চান নি, সমুদ্রের ঐ পাড়ে লোকদের প্রভাবিত করার জন্য এই সব অঞ্চলে তাঁকে স্থলভাগেই বেশি যেতে হবে। না, তিনি এই কারণে সমুদ্রপথ বেছে নেন নি।

২. তিনি যাদের সঙ্গে সহগমন করেছিলেন সেই দল: "অনেক লোক যীশুর পেছন পেছন যেতে লাগল। কারণ রোগীদের উপর তাঁর চিহ্ন হিসেবে যে সব আশ্চর্য কাজ তিনি করেছিলেন তা তারা দেখেছিল (পদ ২)। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন কোথাও কোন ভাল কাজ করতেন এবং সেখানে যদি দীর্ঘ সময় লোকদের মধ্যে অবস্থান করতেন, তখন লোকেরা তাঁর প্রতি যতটা সম্মান দেখাত, তার চেয়ে বেশি ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। একজন ভাল এবং কার্যকরী মানুষ যখন ঈশ্বরের পরিচর্যা করেন, তার লোকদের সেবা কাজ করেন, তখন তাদের কাজের অস্থিরতা বা সমস্যার জন্য যেন কোন অসন্তোষ প্রকাশ না করেন। আমরা আনন্দ করার মত যথেষ্ট সময় পাব যখন আমরা সেই স্থানে আসব যেখানে ঈশ্বরের সাথে সব সময় আনন্দ করতে পারব।

(২) খ্রীষ্টের সাধিত আশ্চর্য কাজ অনেক মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা ভাল উদ্দেশ্য এবং ভাল মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের কাছে আসে নি। এই সব অদ্ভুত এবং অসাধারণ কাজের মাধ্যমে তারা তাদের কৌতূহল মেটাত। ন্যায়ত তিনি এসব অদ্ভুত এবং কৌতূহল উদ্দীপক কাজের দ্বারা লোকদের প্রভাবিত করতে চান নি।

৩. লোকদের সাদরে গ্রহণ করার সুবিধার্থে তিনি উন্মুক্ত স্থানে চলে গেলেন (পদ ৩): যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। এই পাহাড়ে আসার কারণ হল যেন যারা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল, সেই বিশাল জনতাকে যেন তাঁরা খুব ভাল করে দেখতে পান, তাদের কথা শুনতে পান এবং এবং তাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এই স্থানটি তিনি প্রচার করার প্রাকৃতিক বেদী বা প্রাকৃতিক পুলপিট হিসাবে ব্যবহার করলেন। আর তা উযায়েরের মত উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। খ্রীষ্ট এখন মাঠ পর্যায়ে প্রচার করার মত প্রচার করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তিনি কখনো কড়া ভাষায় কথা বলেন নি বা কখনোই কোন মন্দ কথা বলেন নি। তাঁর কথার গ্রহণযোগ্যতা কম ছিল না, সবার কাছে তাঁর কথা ছিল পরিষ্কার এবং সাবলীল। এই জন্য যারা জানতো কীভাবে এর মূল্য দিতে হয়, তারা তাঁকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে নি। তিনি যখন মরু এলাকায় গিয়েছিলেন সেখানে তারা গিয়েছিল। কেবল তাই নয় তিনি যখন পাহাড়ে গেলেন, তখন তারা তাঁর কাছে আসলো, যদিও পাহাড়ের উপর ওঠা খুব কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। তিনি পাহাড়ে বসলেন, ঠিক যেভাবে গুরুরা শিক্ষাদানের আসনে বসেন। তিনি খুব সহজভাবে বসতে পারেন নি এবং রাজকীয় ও জাঁকজমকভাবেও বসেন নি। তবুও একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি বসলেন, তিনি এমনভাবে বসলেন যেন তিনি যা বলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন লোকেরা তা গ্রহণ করতে পারে। যে কেউ আসুক, তারা অবশ্যই যেন তাঁকে খুব সহজে খুঁজে পায়। তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসেছিলেন। তিনি খুব খুশিমনে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন। লোকদের সামনে তিনি তাঁদের মর্যাদা দান করলেন এবং মহিমার বায়না দিলেন, যে বায়নার ফলে তাঁরা অতি শীঘ্রই খ্রীষ্টের সঙ্গে বসবেন। আমরা বলতে চাই যে আমরাও তাঁর সঙ্গে বসব (ইফিষীয় ২:৬): "আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি বলে, তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের তাঁর সঙ্গে জীবিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসালেন।"

৪. এটি কোন্ সময় ছিল? প্রথম কথাটি ছিল, *এরপরে*; এটি এই ইঙ্গিত দেয় না যে,

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে, এই সময়টি ছিল অত্যন্ত মুল্যবান সময়, তার এই সময় ছাড়া অন্য সময়কে উপযুক্ত বলে মনে করে নি। কিন্তু এখানে (পদ ৪) বলতে পারি যে, এটি ছিল যিহূদীদের নিস্তার-পর্বের সময়। এই পদে তার উল্লেখ রয়েছে। আমরা দেখতে পাই:

(১) সম্ভবত তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্যদের নিজ নিজ কর্ম তৎপরতা থেকে বিরত রেখে তাঁর কাছে সমবেত করেছিলেন, যেন তাঁরা প্রচার করার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং তাঁদের প্রভুর সঙ্গে যিরূশালেমে নিস্তার-পর্বের ভোজে অংশ নিতে পারেন।

(২) যিহূদীদের একটি প্রথা ছিল যে, নিস্তার-পর্ব ভালভাবে উদ্‌যাপন করার জন্য নিস্তার-পর্ব আসার ত্রিশ দিন আগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হত, যেন সেখানে তারা ঈশ্বরের বাক্যের কথা শুনতে পারে। কতদিন পরে এই নিস্তার-পর্ব হবে তা তাদের জানা থাকত, তারা এই সময় রাস্তা মেরামত করত, ভাঙা সেতু মেরামত করত, যদি তাদের হাতে যথেষ্ট সুযোগ থাকে তাহলে তারা নিস্তার-পর্ব সম্পর্কে আলোচনা করতো এবং এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত।

(৩) কারণ সম্ভবত, আসন্ন নিস্তার-পর্বের সময় যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেমে যাবেন এটা প্রায় সবাই জানত। সেখানে তিনি কিছুদিন থাকবেন বলে তারা খ্রীষ্টকে কাছে পাবে না। এই জন্য বিশাল জনতা খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য আরও বেশি যত্নশীল হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, আমাদের আশা যখন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন আমাদের সুযোগগুলোকে পূর্ণ রূপে কাজে লাগাতে হবে এবং অনুগ্রহ লাভের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে। যখন ধর্মীয় আদেশগুলো অনুগ্রহ প্রদানের জন্য দেয়া হয় তখন খ্রীষ্টের কথা অনুযায়ী তা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

খ. এর আশ্চর্য কাজ। আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

১. তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বিশাল জনতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে (পদ ৫): তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে, গরীব লোক, দীনহীন লোক, সাধারণ লোক, সন্দেহ নেই যে, এই বিশাল জনতার মাঝে এই রকম লোক ছিল, বিশেষ করে এরা দেশের দূর-দূরান্তে থেকে উপস্থিত হয়েছিল। তবুও খ্রীষ্ট তাদের উপস্থিতির জন্য সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের সমস্ত সেবামূলক কাজ করার জন্য চিন্তা করলে আমরা এখানে একটি শিক্ষা পাই, আমাদের সমাজে যারা খুব নিম্ন শ্রেণীর বা যাদের অবস্থা খুব খারাপ তাদের প্রতি আমরা যেন ভাল ব্যবহার করি। তাদেরকে যেন আমরা আমাদের কুকুরের পাশে কিংবা পশুপালের পাশে না বসাই, কারণ খ্রীষ্ট তাদের তাঁর কাছে বসিয়েছিলেন তাঁর মেষশাবকের মত। এই অসহায় আত্মাগুলো খ্রীষ্টের কাছে মহামূল্যবান ছিল একইভাবে আমাদের আত্মাও তাঁর কাছে মহামূল্যবান, এই উভয় আত্মাই খ্রীষ্টের কাছে ছিল মহামূল্যবান।

২. তাদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, এই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। তিনি এই ব্যাপারে ফিলিপকে নির্দেশ দিলেন, যিনি প্রথম থেকেই তাঁর শিষ্য ছিলেন এবং খ্রীষ্টের সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছিলেন, বিশেষ করে কান্না গ্রামে বিয়ের বাড়িতে জলকে

আঙ্গুর-রসে পরিণত করার মত আশ্চর্য ঘটনা তিনি দেখিয়েছিলেন। এই কারণে এটা প্রত্যাশিত যে, তিনি এই কথা বলতে পারেন "প্রভু, আপনি যদি চান তাহলে এই সমস্ত লোকদের খুব সহজেই খাবার দিতে পারেন।" এরা ইস্রায়েল জাতির মত খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের সাক্ষী ছিল এবং তাদের উপকারের অংশীদার ছিল। এটি হত ক্ষমার অযোগ্য, যদি তিনি এই কথা বলতেন যে, "তিনি কি এই পরিত্যক্ত স্থানে টেবিল যোগান দেবেন?" ফিলিপের বাড়ি ছিল বৈথেস্‌দা, আর এই বৈথেস্‌দা ছিল যীশু এখন যেখানে অবস্থান করছেন ঠিক তার পাশের গ্রাম। আর এই কারণেই খুব সম্ভবত ফিলিপকেই খ্রীষ্ট এই কথা বলেছিলেন, কারণ তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যিনি যথাযথভাবে এই লোকদের খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারবেন। আর খুব সম্ভবত বেশিরভাগ লোক তাঁকে চিনতো এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদের জন্য চিন্তা করবেন। এরপর খ্রীষ্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?"

(১) তিনি এই ব্যাপারে সম্মত হলেন যে, সমস্ত জনতাকে তিনি খাবার দান করবেন এবং তাদের সাথে তিনি খাবার খাবেন। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন, যখন খ্রীষ্ট লোকদের শিক্ষা দেয়া শেষ করলেন এবং রোগীদের আরোগ্য দানের কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর করণীয় সমস্ত কাজও শেষ করলেন। অন্যভাবে তাদের আরও কীভাবে সাহায্য করা যায় এই বিষয়ে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা নতুন উপায় খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারণ সম্ভবত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ধনী, আর আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা খুব গরীব ছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর খাবার দেবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাদের আত্মিক খাবার দান করেছিলেন, এখন তিনি সেই আত্মিক খাবারের বদলে তাদের গ্রহণযোগ্য জাগতিক খাবার দিতে যাচ্ছেন। খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের রুটি দ্বারা তাদের আত্মার খাবার দান করেছিলেন, তাদের দেহের জন্য উপযুক্ত খাবার দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি দেখালেন যে, তিনি তাদের দেহের জন্য চিন্তা করেন এবং আমাদের উৎসাহ দান করলেন যেন আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাবারের জন্য ধন্যবাদ দান করি এবং এটি আমাদের জন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেন আমরা গরীবদের প্রতি দয়া দেখাই (যাকোব ২:১৫,১৬)।

(২) তাঁর প্রশ্ন ছিল, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনবো?" কেউ কেউ মনে করেন তার দরিদ্রতার বিবেচনায় তিনি অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি হয়তো এই প্রশ্ন করতে পারতেন, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য রুটি কেনার টাকা আমরা কোথা থেকে পাব?" কিন্তু তারা যতটুকু চেয়েছিলেন তিনি তার চেয়ে বেশি ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি অন্যদের দেবার জন্য কিনবেন আর আমরা অন্যদের দেবার জন্য পরিশ্রম করবো (ইফিষীয় ৪:২৮)।

৩. এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য: কেবলমাত্র ফিলিপের বিশ্বাসের পরীক্ষা করার জন্য তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি কি করবেন (পদ ৬)। লক্ষ্য করুন,

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে পরামর্শ দেন সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে কখনোই কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। কিন্তু এই পরিস্থিতি কত জটিল, তিনি অবশ্য জানতেন তাঁকে কি করতে হবে এবং কি কাজ তাঁকে করতে তা তিনি জানতেন প্রেরিত ১৫:১৮)। তিনি তাঁর

নিজের চিন্তা জানেন যে তাঁর লোকদের জন্য তিনি কি করবেন (যিরমিয় ২৯:১১) এবং তিনি কখনোই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে না। যখন আমরা কোন বিষয়ে অজ্ঞাত থাকি, তিনি জানেন তখন কি করতে হবে।

(২) যখন তিনি তাঁর লোকদের হতবুদ্ধি করার পরিকল্পনা করেন সেই পরিকল্পনা কেবলমাত্র তা প্রমাণ করার জন্য। খ্রীষ্ট ফিলিপকে হতবুদ্ধি করতেই এই প্রশ্ন করেছিলেন, তবুও খ্রীষ্ট এই প্রস্তাব করলেন, তিনি দেখতে চাইলেন তিনি এই কথা বলেন কি না যে, "প্রভু যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সমস্ত লোকদের খাবার দিতে পারেন। তাহলে আমাদের আর রুটি কিনতে হবে না।"

৪. ফিলিপ এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন: "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করে পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না (পদ ৭)। প্রভু, ওদের জন্য রুটি কেনার উদ্দেশ্যে কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ ঐ গ্রাম এত রুটি সরবরাহ করতেও পারবে না এবং এত লোকের রুটি কেনার টাকাও কেউ দিতে পারবে না। যিহূদাকে জিজ্ঞাসা করুন, যে টাকার থলে সাথে করে এনেছে।" গ্রোশিয়াস হিসেব করে দেখেছেন যে, দুইশত দীনার দিয়ে কেনা রুটি দিয়ে অন্তত দুই হাজার লোককে খাওয়ানো যাবে, কিন্তু ফিলিপ হাতের কাছে যা পান তা-ই দিয়ে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করলেন। তিনি লোকদের কাছ থেকে অল্প কিছু নেবার চিন্তা করলেন, স্বাভাবিকভাবে আমরা যেমন অল্পতে তৃপ্ত থাকতে বলি। দেখুন, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ফিলিপের বিশ্বাস কেমন দুর্বল, যেন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষে। তিনি যেন অতি সাধারণ কোন উপায় খুঁজছেন তাঁর পরিবারের খাদ্য যোগান দেবার জন্য। খ্রীষ্টের এখন যা বলা উচিৎ ছিল তা তিনি পরবর্তী সময় বলেছিলেন, "ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবুও কি তোমরা জানতে পার নি?" অথবা একই রকম অবস্থায় ঈশ্বর যেমন মোশিকে বলেছিলেন "ঈশ্বরের হাত কি এতই খাটো?" আমাদের ও ঈশ্বরের এই রকম ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ করার প্রবণতা রয়েছে, যখন দৃশ্যমান এবং সাধারণ পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, তাঁকে যতটুকু দেখতে পাই, আমাদের নির্ভরতা এবং বিশ্বাস তার চেয়ে বেশি নয়।

৫. খ্রীষ্ট তাঁর অন্য একজন উম্মতের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের বিষয়ে তথ্য পেলেন। তিনি হলেন আন্দ্রিয় এখানে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন শিমন পিতরের ভাই। যদিও তিনি শিষ্য হিসেবে পিতরের চেয়ে বয়োজ্যে'এবং খ্রীষ্টের কাছে পিতরকে আনার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবুও পরবর্তী সময় তিনি উজ্জ্বলতায় তাঁকে এত বেশি ছাপিয়ে গিয়েছিলেন যে পিতরের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসেবে তাঁকে পরিচিত করা হয়েছে, "যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই।" তাদের হাতে যে খাবার ছিল সেই সংবাদ আন্দ্রিয় খ্রীষ্টকে দিলেন। আমরা এই বিষয়ে দেখতে পাই:

(১) অন্যের প্রতি তাঁর প্রভুর ভালবাসার ক্ষমতা দেখেছেন, এই জন্য তিনি তাঁদের কাছে যা আছে তা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হলেন। যদিও তিনি জানতেন না, কিন্তু তাঁদের নিজের অভাব ছিল। তিনি এটা গোপন রাখার চেষ্টা করেন নি। সংসারে খাবার যোগান দেবার জন্য উত্তম স্বামী হিসেবে যিনি দাবী করেন, তার প্রভু সেই স্বামীর চেয়েও আরও অধিক দায়িত্ব

পালন করেছেন। সকলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাদের জন্য যা যা প্রয়োজন তা মেটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেখানে একজন বালক উপস্থিত ছিল, একজন ছোট বালক। সম্ভবত সে তার আপনজনের সাথে এসেছিল এবং তার কাছে যে খাবার ছিল তা কেবল তার নিজের জন্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শিষ্যরা তাকে এসে জানাল যে, এই খাবারে তাঁদের প্রয়োজন আছে। বালকটি তাঁদের হাতে সেই খাবার তুলে দিল। সেই খাবার ছিল পাঁচটি যবের রুটি ও দু'টি মাছ। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] এই খাবার ছিল খুব নিম্নমানের এবং সাধারণ খাবার। এই রুটিগুলো ছিল যবের রুটি। কেনান দেশটি ছিল গমের দেশ (দ্বি.বি. ৮:৮): সেখানে রয়েছে প্রচুর গম ও যব। কেনানের অধিবাসীরা সাধারণত এখানে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট গম (গীতসংহিতা ৮১:১৬), পরিপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট গম (দ্বি.বি. ৩২:১৪) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তবুও খ্রীষ্ট এবং শিষ্যরা যবের তৈরি রুটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। এখান থেকে আমরা যে বিষয় পাই তাতে এটি অনুসরণীয় নয় যে, আমরা নিম্নমানের খাবার খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবো। আমরা এটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করবো। যখন ঈশ্বর আমাদের কোন উত্তম খাবার সরবরাহ করেন, আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এটি আবার অনুসরণীয় বটে, কারণ আমরা যেন সুস্বাদু এবং মুখরোচক খাবার খাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে সংযত করি (গীতসংহিতা ২৩:৩) এবং নিম্নমানের খাবারের জন্য যেন অসন্তোষ প্রকাশ না করি। কিন্তু আমরা যেন সন্তুষ্ট থাকি এবং ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। খাবারের ব্যাপারে যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। যবের রুটি যা খ্রীষ্টের আছে তা আমরা যা অর্জন করেছি তার চেয়েও উত্তম। আসুন আমরা যেন গরীবদের নিম্নমানের খাবারকে অবজ্ঞা না করি এবং এই রকম খাবারের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না তাকাই। খ্রীষ্ট কীভাবে এই খাবার যোগান দিয়েছিলেন তা স্মরণ রাখতে হবে এবং এই খাবার যোগান দেবার জন্য কি করেছিলেন তাও স্মরণ রাখতে হবে।

[২] এই খাবার ছিল সামান্য এবং অল্প। এখানে ছিল মাত্র পাঁচটা যবের রুটি, আর এই রুটিগুলো এত ছোট ছিল যে একটি ছোট ছেলে সহজেই বহন করে এনেছিল। আমরা দেখতে পাই (২ রাজাবলি ৪:৪২,৪৩) এখানে বিশটি যবের রুটির কথা উল্লেখ আছে, এই বিশটি রুটির সঙ্গে অন্য খাবার যোগ করা হয়েছিল সাহায্য করার জন্য, আশ্চর্য কাজ ছাড়া এই খাবার একশ' জন লোককে খাওয়ানো সম্ভব হত না। সেখানে কেবলমাত্র দুইটা মাছ ছিল। আর এই মাছগুলো ছিল ছোট মাছ, মাছগুলো এতই ছোট ছিল যে, তা এক গ্রাসেই খাওয়া হয়ে যায়। আমি এমন মাছ নিয়েছিলাম যা লবণাক্ত মাছ ছিল অথবা সিরকায় ডোবানো মাছ ছিল, রান্না করার জন্য যেখানে কোন আগুনের ব্যবস্থা ছিল না। রুটির খাবার ছিল খুবই অল্প কিন্তু সেই অনুপাতে মাছের সংখ্যা ছিল আরও কম। এই জন্য অনেকে প্রধান কোন খাবার গ্রহণের আগে এই রকম ক্ষুদ্র রুটি খেত। কিন্তু এতেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। রুটি হল আমাদের ক্ষুধার খাবার। কিন্তু রুটির জন্য তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল, "তারা তাদের ইচ্ছামত খাবার দাবী করে মনে মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করল" (গীতসংহিতা ৭৮:১৮) । আন্দ্রিয় চেয়েছিলেন যেন লোকেরা এই খাবার খায়। যত লোক খেতে পারে যেন তাদের তা দেয়া হয়। লক্ষ্য করুন, আমাদের অভাবগ্রস্থতার সন্দেহযুক্ত ভয় যেন অন্যদের প্রতি প্রয়োজনীয় দয়ার কাজ করা থেকে আমাদের বিরত না রাখে।

(২) দেখুন, এই কথার দ্বারা আন্দ্রিয়ের বিশ্বাসের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, "কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে? এত বিশাল জনতাকে এই সামান্য খাবার খেতে দেওয়ার অর্থ হল তাদের সঙ্গে উপহাস করা।" ফিলিপ এবং আন্দ্রিয় খ্রীষ্টের প্রকৃত ক্ষমতাকে বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। এই রকম মহা অভিজ্ঞতা তাঁদের থাকার প্রয়োজন ছিল, যদিও সেই অ-ভজ্ঞতা তাঁদের ছিল। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির বিশাল জনতাকে খাবার দিয়েছিলেন? তিনি মাত্র একজন লোককে দিয়ে হাজার লোককে তাড়িয়ে দিতে পারেন এবং একটি মাত্র রুটি দিয়ে হাজার লোককে খাওয়াতে পারেন।

৬. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা লোকদের বসিয়ে দেন (পদ ১০): "তোমরা লোকদের বসিয়ে দাও। যদিও বসার জন্য তাদের কাছে দেবার মত কিছু নেই।" এটি এরকম যে, কিছু কেনার জন্য কাউকে বাজারে পাঠানো হল, অথচ মিতব্যয়িতার জন্য কোন টাকাই দেওয়া হল না। খ্রীষ্ট এইভাবে তাঁদের বাধ্যতার পরীক্ষা করলেন, লক্ষ্য করুন:

(১) খাবার ঘরের আসবাবপত্র: "সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল।" যদিও জায়গাটি ছিল নির্জন স্থান। দেখুন, প্রকৃতি কত উদার, প্রকৃতি পাহাড়ের উপরে ঘাস জন্মাতে দিয়েছে (গীতসংহিতা ১৪৭:৮)। এই ঘাস ছিল অভক্ষিত। ঈশ্বর কেবল যে এই প্রাচুর্য্য দিয়েছেন তা নয়, তিনি আরও অনেক বেশি প্রাচুর্য্য দিয়েছেন। যেখানে যীশু খ্রীষ্ট প্রচার করছিলেন সেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ছিল। *জমি তার নিজ ফল দিয়েছে* (গীতসংহিতা ৬৭:৬)। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ছিল বলে লোকদের মাটিতে বসতে খুব সুবিধে হয়েছিল। এটি ছিল তাদের মাটিতে বসার প্রাকৃতিক গদি। রাজা জারেক্সেসের সুসার কেল্লার মেঝের উপরে সোনা ও রূপার আসন ছিল, যেখানে লোকেরা বসতো (ইষ্টের ১:৬)। কিন্তু এখানে বসার আসন হল সবুজ ঘাস। মাঠের ঘাস সম্পর্কে খ্রীষ্ট কি বলেছেন তা শিষ্যরা বিবেচনা করলেন (মথি ৬:২৯,৩০)। রাজা জারেক্সেস তাঁর বসার আসন সোনা রূপা দিয়ে জাঁকজমক করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির জাঁকজমক হল সবচেয়ে গৌরবময় জাঁকজমক।

(২) যারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তাদের সংখ্যা। তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এটি একটি মহান আতিথ্যদানের কাজ, যা সুসমাচারের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে সর্ব জাতির ভোজ হিসেবে আখ্যায়িত করে (যিশাইয় ২৫:৬)। যারা সেখানে এসেছিল তাদের সবার জন্য ছিল এই ভোজ।

৭. এই খাবার পরিবেশন (পদ ১১)। লক্ষ্য করুন:

(১) এই খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। লক্ষ্য করুন:

[১] আমরা যে খাবার খাই, সেই খাবার খাওয়ার আগে ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য। কারণ এই খাবার হল করুণার দান, করুণা করে এই খাবার ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে এই খাবার গ্রহণ করতে হবে (তীম ৪:৪,৫)। আর এটি হল আমাদের পার্থিব সুখের মধুর চিহ্ন। এগুলো এইসব দিয়ে আমাদের সজ্জিত করে এবং আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার চমৎকার সুযোগ দান করে।

[২] যদিও আমাদের খাবার নিম্নমানের এবং অল্প হয়, যদিও আমাদের প্রচুর খাবার এবং

সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার না থাকে, তবুও আমাদের যা আছে তার জন্য অবশ্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

(২) খ্রীষ্টের হাত থেকে তাঁর শিষ্যদের হাতের মধ্য দিয়ে এই খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল (পদ ১১)। লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের সমস্ত আনন্দ ও সুখের উৎস হলেন খ্রীষ্ট, তাঁর কাছ থেকেই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অনুগ্রহ আসে। যারা এই খাবার নিয়ে এসেছিলেন তিনি তাদের কাছেই সেই খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

[২] তাদের মাঝে তিনি জীবন রুটি পরিবেশন করেন, যারা তাঁকে অনুসরণ করে। তাঁর শিষ্যরা যেন তাঁর পরিচর্যার কাজে ব্যবহৃত হন এটা খ্রীষ্টের একান্ত ইচ্ছা। তারা হবেন তাঁর খাবার প্লেটের খাবার পরিবেশনকারী অথবা ঘরের তত্ত্বাবধানকারী, যিনি ঘরের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের নিরূপিত খাবার এবং অন্যান্য জিনিস পরিবেশন করেন।

(৩) সার্বজনীনভাবে পরিতৃপ্ত করতে তিনি এই আহার দানের কাজ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে অল্প খাবার পেয়েছে কিন্তু তারা যতটুকু খেতে পারে তার চেয়ে বেশি খাবার পেয়েছিল। এই সমস্ত লোকেরা কত সময় ক্ষুধার্থ অবস্থায় ছিল এবং খাবার খাওয়ার আকাঙ্খা নিয়ে কত সময় বসেছিল তা বিবেচনা করা হয়েছিল। এই খাবার পরিবেশনের উপযুক্ত হয়েছিল, সাধারণ খাবারের চেয়ে উন্নত হয়েছিল। এই খাবার কম ছিল না। যাদের মধ্যে এই খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল তারা যতটুকু চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি খাবার তারা পেয়েছিল এবং এই খাবার তারা পেয়েছিল বিনামূল্যে। খ্রীষ্ট যখন কাউকে জীবন রুটি খেতে দেন তাকে অল্প দিয়ে অভাবগ্রস্থ রাখেন না। তাদের কাছে ছিল মাত্র দু'টি ছোট মাছ। এই মাছ যতটা প্রয়োজন ততটাই দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও কেউ কম পায়নি। তিনি কিছুটা উন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য ভাল খাবারগুলো সংরক্ষণ করে রাখেন নি বা গরীব লোকদের জন্য শুকনো রুটি আলাদা করে সরিয়ে রাখেন নি। তিনি প্রত্যেকের জন্য একই খাবার দিয়েছিলেন, কারণ সকলেই একইভাবে সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট যে ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন সেই ভোজকে যারা বলে যে, এটি মাছের ভোজের আপ্যায়ন, তারা অবশ্যই নিন্দাকারী ব্যক্তি, কারণ প্রভুর দেয়া এই ভোজ ছিল পরিপূর্ণ একটি ভোজ।

৮. অবশিষ্ট খাবারের টুকরোগুলোর প্রতি যত্ন।

(১) এই বিষয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন (পদ ১২): লোকেরা পেট ভরে খেলে পর এবং প্রত্যেকে যখন খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের সত্যের বাস্তব সাক্ষী হল, তখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বললেন, তাঁর পরিচর্যাকারীদের নিয়োজিত করলেন এই কথা বলে, "যে টুকরোগুলো বাকি আছে সেগুলো একসঙ্গে জড়ো কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়।" লক্ষ্য করুন, আমাদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট উত্তম কোন কিছুই নষ্ট না করি, কারণ এগুলো আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের অভাব পূরণের জন্য ঈশ্বর আমাদের যে সব জিনিস সরবরাহ করে থাকেন তার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা আমরা নষ্ট বা অপচয় করি। যিহূদীরা খুব সতর্ক থাকে যেন কোন রুটি মাটিতে পড়ে না

যায়, যাতে কেউ সেই রুটি পায়ে না মাড়ায়। যদিও খ্রীষ্ট যখন ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের জন্য খাবার প্রদান করতে পারেন, তবুও তিনি চান যেন আমরা খাবারের একটি ক্ষুদ্র অংশও নষ্ট কিংবা অপচয় না করি এবং খাবারের টুকরোগুলো যেন সংগ্রহ করে একত্র করি। যখন আমরা খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হই, তখন আমাদের সেই সমস্ত লোকদের কথা মনে রাখতে হবে যারা অভাবগ্রস্থ। তাই আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব তাদের জন্য তাই যেন করি। যে সব জিনিস দিয়ে আমরা দয়ার কাজ করবো সেই ব্যাপারে আমাদের দূরদর্শী হতে হবে। রুটি এবং মাছের অবশিষ্ট টুকরোগুলো যদি ঘাসের উপর পড়ে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সেই সব খাবার বন্য পশু বা পাখিরা খেয়ে ফেলত। কিন্তু যে সমস্ত খাবার মানুষের জন্য উপযুক্ত তা নষ্ট হবে এবং অপচয় হবে, যদি তা আমরা কোন ইতর শ্রেণীর পশুর সামনে ফেলে দেই। লোকেরা পরিতৃপ্ত করে খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের খাওয়া হয় নি এমন খাবারের টুকরোগুলো সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন নি। যে সব জিনিস দিয়ে আমরা মানুষ কে সাহায্য করবো তা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশন করার আগেই জমিয়ে রাখা উচিৎ হবে না, কারণ এর ফলে অনেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে না এবং তারা অতৃপ্ত থাকবে। তাছাড়া সেই সব জিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা অপব্যয়ও হতে পারে।

(২) এই আদেশের প্রতি মনযোগ (পদ ১৩): এটি কেবলমাত্র আশ্চর্য কাজের এই সত্যতার প্রমাণ ছিল না যে, উপস্থিত সমস্ত জনতা খাবার খেয়েছে। তা কাল্পনিক খাবার নয়, কিন্তু সত্যিকারের খাবার, যে খাবারের সাক্ষী বর্তমানে তাদের হাতে রয়েছে। অবশিষ্ট এই খাবারের টুকরোগুলো হল এই মহৎ কাজের নিদর্শন। তারা এই খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং সেই খাবার অনেক বেশি হয়েছিল এবং উপচে পড়েছিল। দেখুন, ঈশ্বরের দয়াশীলতা এবং দানশীলতা কত মহৎ এবং ব্যাপক! এটি কেবলমাত্র পাত্র পূর্ণ করে তা নয় এটি উপচে দেয়। আমাদের স্বর্গীয় পিতার ঘরে যথেষ্ট খাবার রয়েছে এবং বাড়তি খাবারও রয়েছে প্রচুর। খাবারের ভাঙা ভাঙা ছোট ছোট অংশ দিয়ে বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ করা হল। বারোজন শিষ্যের বারোটি ঝুড়ি। অর্থাৎ প্রত্যেক শিষ্যের জন্য একটি করে ঝুড়ি। জনগণের জন্য তাদের যা করণীয় রয়েছে আগ্রহের সঙ্গে তাদের ইচ্ছামত এই খাবার দিয়ে তা করতে পারবে (২ বংশাবলি ৩১:১০)। যিহূদীদের একটি নিয়ম ছিল যে, তারা যখন খাবার খেত তখন টেবিলের উপর যেন একটা রুটি থাকে এই ব্যাপারে তারা নিশ্চিত থাকত, টেবিলের ওপর ঐ রুটিকে আশীর্বাদের রুটির অবশিষ্টাংশ বলে মনে করতে। কারণ দুষ্ট লোকের উপর এই শাস্তি বা অভিশাপ থাকবে যে তাদের জন্য কোন রুটি অবশিষ্ট থাকবে না (ইয়োব ২০:২১): "গ্রাস করবার মত তার আর কিছু বাকি থাকবে না।"

গ. যে সমস্ত লোকেরা এই আশ্চর্য কাজের ফল ভোগ করেছিল তাদের মধ্যে এই আশ্চর্য কাজের প্রভাব পড়েছিল (পদ ১৪): যীশুর এই আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "পৃথিবীতে যে ভাববাদীর আসবার কথা আছে ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী ।" লক্ষ্য করুন:

১. সাধারণ যিহূদীরা গভীর নিশ্চয়তার মধ্যে প্রত্যাশা করতো যে, তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট আসবেন এবং তিনি হবেন মহান ভাববাদী । তারা এখানে খ্রীষ্টের আগমনের নিশ্চয়তার কথা বললো। ফরীশীরা লোকদের আইন-কানুন না জানার জন্য অবজ্ঞা করতো, কিন্তু এটি প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ফরীশীরা যতটুকু জেনেছে, সাধারণ লোকেরা তাদের

তুলনায় অনেক বেশি জেনেছে।

২. যে আকর্ষণীয় কাজ খ্রীষ্ট করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, জগতে যাঁর আসার কথা ছিল ইনিই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। তিনি একজন শিক্ষক, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, যিনি একজন মহান ভাববাদী এবং এবং যিনি হতবুদ্ধি করার মত কাজ করবেন এবং ভবিষ্যতের কথা বলবেন। তাদের মধ্যে অনেক লোক ছিল যারা নিশ্চিত ছিল যে, জগতে যে ভাববাদী আসার কথা ইনিই সেই ভাববাদী । অথচ এই লোকেরা খ্রীষ্টের শিক্ষা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নি, কারণ তারা অব্যহতভাবে খ্রীষ্টের শিক্ষা শোনে নি। অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখে প্রভাবিত হয় এবং মনে করে তিনি প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। পরবর্তী সময় হয়তো কোন কারণে তাদের এই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে পারে। কারণ তারা কেবল আশ্চর্য কাজ দেখেছে কিন্তু গভীরভাবে কিংবা আন্তরিকভাবে না শোনার কারণে তারা সেই মানুষে পরিণত হয়ে যায়, যারা কানে শোনে না।

## যোহন ৬:১৫-২১ পদ

ক. জনতার মধ্য থেকে খ্রীষ্টের নির্জন স্থানে গমন।

১. নির্জন স্থানে যাওয়ার জন্য কোন বিষয়টি তাঁকে প্ররোচিত করেছিল তা লক্ষ্য করুন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোকেরা স্বীকার করেছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে যে, জগতে যে ভাববাদীর আসার কথা ছিল তিনি এসেছেন আর ইনি হলেন সেই ভাববাদী । আর এই কারণে লোকেরা তাঁকে তাদের রাজা করার জন্য ধরতে আসল (পদ ১৫)। আমাদের কাছে কিছু উদাহরণ আছে:

(১) খ্রীষ্টের কিছু কিছু অনুসারীদের নিয়ম বহির্ভূত উৎসাহ। তাঁর পরিচর্যার কাজ না করে তারা খ্রীষ্টকে রাজা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এখন আমরা দেখি:

[১] এটি হল খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক কাজ। আর এটি খ্রীষ্টের প্রতি অবমাননা এবং ঘৃণার বিপরীতে একটি কাজ, যা যিহূদী সমাজের নেতারা খ্রীষ্টের উপর আরোপ করেছিল। লোকেরা দেখলো যে তারা এই জগতের এমন একজন উপকারী ব্যক্তি এবং দাতাকে পেয়েছে, যাঁর সম্মান তাদের কাছে খুব কম বলে মনে হল। তাই তারা খ্রীষ্টের সম্মানকে উর্ধ্বে তোলার জন্য তাঁকে রাজকীয় উপাধি দেয়ার চিন্তা করল। আর তাই তারা খ্রীষ্টকে রাজা করতে চাইল। তারা এ কথা জানতো যে, খ্রীষ্ট রাজা হবেন। আর যদি তিনি ভাববাদী হয়ে থাকেন, তাহলে হবেন মোশির মত আইনকর্তা। যদি তারা যিরূশালেমের পাহাড়ের উপরে তাঁকে দেখতে নাও পায়, তাহলে গালীলের ঐ পাহাড়ে তাঁকে দেখতে পেয়েছে। ভোজে যাদের তিনি স্বর্গের সুস্বাদু খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন তারা খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করল। তারা খ্রীষ্টকে তাদের রাজা করতে চাইল। তারা চাইল যেন তিনি তাদের উপর রাজত্ব করেন। আসুন আমরা সবাই তাঁর দ্বারা আপ্যায়িত হই এবং তাঁর দ্বারা শাসিত হই।

[২] তাদের এই উৎসাহ ছিল বেমানান। কারণ:-

*প্রথমত*, তাদের খ্রীষ্টকে রাজা করার উৎসাহ ছিল ভ্রান্তিজনক। খ্রীষ্ট রাজ্যের প্রকৃতির দিক থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভুল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ভুল ছিল এই রকম, যেমন,

খ্রীষ্টের রাজ্য হবে এই জগতে, তিনি বাহ্যিক মহা জাঁকজমক এবং মহা আড়ম্বরের সাথে রাজত্ব গ্রহণ করতে আসবেন। তাঁর মাথার উপর থাকবে রাজকীয় মুকুট। তাঁর অধীনে থাকবে শক্তিশালী অগণিত সৈন্য। ঠিক এই রকম একজন রাজা হিসেবে তারা তাঁকে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু এটি খ্রীষ্টের গৌরবের জন্য চরম অবমাননাকর বিষয় ছিল। এ যেন কোন ধাতব পদার্থকে সোনালী রঙ দিয়ে চাকচিক্যময় করে সেটা সোনা বলে দাবী করা অথবা কোন সাধারণ পাথরকে লাল রঙ দিয়ে রঞ্জিত করে সেটিকে রুবি পাথর বলে দাবী করা। খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন যেন সেই রাজ্যের প্রকৃত প্রজা হওয়ার জন্য আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে।

*দ্বিতীয়ত*, এই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল মাংসিক চিন্তা দ্বারা। তারা এমন একজনকে তাদের রাজা করতে চেয়েছিল, যিনি তাদের কোন রকম পরিশ্রম ছাড়াই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম এবং ঘর্মাক্ত মুখে খাবার খাওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

*তৃতীয়ত*, এটি ছিল একটি জাগতিক পরিকল্পনা। তারা প্রত্যাশা করেছিল যে, রোমীয় শাসনের অধীন থেকে তারা যে দুর্দশা কষ্টকর অবস্থায় আছে এবং পরাধীনতার জোয়ালে আবদ্ধ আছে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কারণ তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি রোমীয় শাসনকে প্রচণ্ড আঘাত করে চুরমার করে দিতে পারেন। তারা ভেবেছিল যদি তাদের এমন একজন নেতা থাকেন, তাহলে তিনি তাদের চালিত করবেন স্বাধীনতার পথে। তারা এমন একজন রাজাকে চেয়েছিল, যিনি তাদের পরিবারের খাবার যোগান দিতে পারবেন। তিনি এমন রাজা হবেন, যিনি বিক্রমের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম। পরিবারের খাদ্য যোগান থাকলে প্রতিটি পরিবারের উপযুক্ত পুরুষেরা যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে এবং তারা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে পরাজিত হবে না, তাদের বিজয় হবে সুনিশ্চিত। আর এইভাবে তারা তাদের পূর্বের স্বাধীনতা ও গৌরব আবার ফিরে পাবে। এইভাবে প্রায়ই ধর্মীয় বিষয়কে জাগতিক সুবিধার জন্য অপব্যবহার করা হয় এবং খ্রীষ্টের সেবা না করে তারা নিজেদেরই সেবা করে (রোমীয় ১৬:১৮)। *Vix quæritur* Jesus *propter* Jesum, *sed propter aliud* - যীশু *সাধারণত অন্য কিছুর সন্ধান করে থাকেন, তবে নিজের জন্য নয়*, বলেছেন অগাষ্টিন।

*চতুর্থত*, এটি ছিল হাঙ্গামাপূর্ণ এবং বিদ্রোহজনক উদ্যোগ এবং সাধারণ জনগণের শান্তি ভঙ্গকারী প্রচেষ্টা এটি দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতো এবং এটি রোমীয় ক্ষমতার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হত। এটি খ্রীষ্টের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ লোকেরা তাঁকে জোরপূর্বক রাজা করতে চেয়েছিল। তিনি রাজা হওয়ার জন্য রাজি কিংবা গররাজী কি না, তাতে তারা ভ্রুক্ষেপ করতো না। এখানে লক্ষ্য করুন, যা প্রভু খ্রীষ্টের প্রয়োজন ছিল না, লোকেরা খ্রীষ্টের সেই সম্মানকে জোরপূর্বক বৃদ্ধি করার জন্য তৎপর হয়েছিল। আর এটি করে তারা খ্রীষ্টের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। আর এই কাজ করে তারা খ্রীষ্টকে ভীষণভাবে অসম্মান করেছিল। তারা যেন বলতে চাইছে, "আমি খ্রীষ্টের, আমি আপোল্লা এবং কৈফার বিপক্ষে।" এইভাবে তারা খ্রীষ্টকে দলের প্রধান করতে চাইল। খ্রীষ্টকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে রাজা করবার চেষ্টা ছিল খ্রীষ্টের নিজস্ব চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) এটি খ্রীষ্টের ত্যাগ স্বীকার এবং নম্রতার দৃষ্টান্ত যে, লোকেরা যখন জোরপূর্বক ধরে নিয়ে রাজা করার জন্য এল তখন তাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকালেন। তিনি এই পর্যন্ত তাদের উৎসাহের পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূভাবে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে তিনি একটি সাক্ষ্য রাখলেন:

[১] তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করলেন এবং জগতের সম্মানের প্রতি ভালবাসা এবং মোহকে তিনি দৃঢ়ভাবে দমন করলেন। তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিলেন যেন আমরাও এই রকম করি। যদি এমন হত যে, লোকেরা খ্রীষ্টকে জোরপূর্বক বন্দী করার জন্য এসেছে, তাহলে তাঁকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে রাজা করার জন্য এলে পর তিনি এভাবে আত্মগোপন করতেন না। আসুন আমরা যেন তাদের মত অন্যায়ভাবে কোন কিছু কামনা না করি বা আত্মগরিমার জন্য আকাঙ্খা না করি।

[২] বিবাদ এবং বিদ্রোহের বিপক্ষে, বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজবিদ্রোহীর বিপক্ষে এবং রাজ-ার আর রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোন কিছু করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট শক্ত অবস্থানে ছিলেন। এই কাজের দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, খ্রীষ্ট সিজারের শত্রু নয়। একইভাবে তাঁর শিষ্যরাও সিজারের শত্রু নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দেশে শান্তভাবে বাস করছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর শিষ্যরা গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কোন কাজ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখেন এবং দেশের ও রাজার সাহায্য হয় এমন কাজ করার জন্য তাঁরা সচেষ্ট থাকে। তাঁরা যেন তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার দিকে এবং তা উন্নত করার দিকে দৃষ্টি রাখে। লক্ষ্য করুন, তিনি কোন নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন: তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন। *Eis to oros* – পাহাড়ের মধ্যে, যে পাহাড়ে তিনি প্রচার করেছিলেন (পদ ৩), সেখান থেকে তিনি নেমে এসে জনতাকে আহার দান করেছিলেন এবং আবার সেই পাহাড়ে ফিরে গিয়েছিলেন যেন একাকী সময় কাটাতে পারেন। যদিও খ্রীষ্টের সাধারণ লোকদের মধ্যে থাকা খুব প্রয়োজন, তবুও মাঝে মাঝে তিনি নির্জনতাকে বেছে নিতেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিলেন যে, আমাদেরও একইভাবে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য জগতের ব্যস্ততা থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে আরও খোলামেলাভাবে আলাপ করতে পারব। কার্যকরী খ্রীষ্টিয়ানদের বলতে হবে, যখন তারা একাকী থাকেন তখন যেন কম সময় না থাকেন। কারণ এই একাকী থাকার উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানো। জনসাধারণের মাঝে কাজের ব্যস্ততা যেন ব্যক্তিগত উপাসনাকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

খ. সাগরের শিষ্যদের কষ্টকর অবস্থা। তারা নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। এই সাগরে খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। কারণ তিনি এই সাগরের ঝড়কে থামিয়েছিলেন (গীতসংহিতা ১০৭:২৩,২৪)। এই ধ্বংসের শিষ্যদের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

১. আমরা এখানে দেখতে পাই যে, শিষ্যরা একটি নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন (পদ ১৬, ১০): "সন্ধ্যা হলে পর যীশুর শিষ্যরা সাগরের ধারে গেলেন, আর নৌকায় উঠে কফরনাহূম শহরে যাবার জন্য সাগর পার হতে লাগলেন।" তাঁরা এই বিষয়ে খ্রীষ্টের কাছ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ পেয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁকে রাজা করার জন্য লোকদের

প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাবার প্রলোভন থেকে তাঁদের দূরে রাখার জন্য তিনি তাঁদের সাগরের অন্য পারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

২. তখন সাগরে জোর বাতাস বইছিল এবং সাগরে বড় বড় ঢেউ উঠছিল। তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্টের শিষ্য এবং তাঁরা কর্তব্যরত অবস্থায় আছেন। আমাদের কোন বিপদ কিংবা কষ্টকর অবস্থা বা সমস্যা উপস্থিত হলে আমাদের সমস্ত ভার খ্রীষ্ট এবং তাঁর মধ্যস্থতার উপর অর্পণ করা উচিৎ, কারণ এটি হবে বিচক্ষণতার পরিচয়। এখন সমস্যা ও বিপদ থাকলেও পরবর্তীতে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে বসে খাবার খাব। মনে রাখা প্রয়োজন: আনন্দের আলোর ঝলকানির পরে হয়তো ঝড় আসতে পারে।

(১) ঐ সময়টি ছিল রাত, চারদিকে ছিল অন্ধকার। আর এই অন্ধকার ঝড়কে যেন আরও বিপজ্জনক করে তুলেছিল এবং তাঁদের হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কখনো কখনো ঈশ্বরের লোকেরা বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তারা কোন উপায় খুঁজে পায় না। এই অন্ধকারে তাঁদের এই বিপদের কারণ সম্বন্ধে, এই অবস্থায় তাঁদের পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং এর পরিণতি কি হবে, সেই সম্বন্ধে তাঁরা বাস্তবিক অন্ধকারের মধ্যে ছিলেন।

(২) যীশু শিষ্যদের কাছে আসেন নি। এর আগেরবার যখন তাঁরা ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন (মথি ৮:২৩), তখন খ্রীষ্ট তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁদের প্রিয়জন নিজেকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং চলে গেছেন। খ্রীষ্টের অনুপস্থিতি হল খ্রীষ্টিয়ানদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা।

(৩) জোর বাতাসের কারণে সাগরের বড় বড় ঢেউ উঠছিল। যখন তাঁরা সাগর পাড়ি দেবার জন্য নৌকায় উঠেছিলেন, তখন সাগর ছিল শান্ত এবং সুন্দর। এই ঝড়কে প্রতিহত করে নৌকা নিয়ে সাগর পার হবার মত সাহসী তাঁরা ছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁরা সাগরের মধ্যে ছিলেন তখন এই জোর বাতাস আরম্ভ হয়েছিল এবং বাতাসের জন্য সাগরে বড় বড় ঢেউ উঠছিল। যখন পরিবেশ পরিস্থিতি শান্ত থাকে, তখন যে কোন দুঃখ-দুর্দশার বিষয় নিয়ে আমরা সামান্যই চিন্তা করবো। ঠিক তখন হয়তো আমাদের সামনে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হবে। মানুষ যে কোন পরিস্থিতিতে স্বস্তি পেতে চায়, সাগরে যদি ঝড় ওঠে সেখানে অবস্থানকারী মানুষ চায় বিপদ থেকে রেহাই পেতে এবং স্বস্তি ও শান্তি লাভ করতে, খ্রীষ্টের শিষ্যদের অবস্থাও তাই হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা মনে রাখতে হবে। তিনি অশান্ত এবং বিক্ষুব্ধ সাগরকে ধমক দিয়ে শান্ত করেছিলেন। আমাদের জীবনে তেমনি করে যে কোন দুঃখ দুর্দশা আসুক না কেন সব কিছুই প্রভু শান্ত করে দেবেন। যদিও জোর বাতাস ছিল এবং অন্ধকার রাত ছিল তবুও খ্রীষ্টের শিষ্যদের সেই সময় কোন ক্ষতি হয় নি। কখনও কখনও আলো এবং দিবসের সন্তানদের মেঘ থেকে অন্ধকার ঘিরে ধরে।

৩. যখন শিষ্যরা বিপদগ্রস্থ অবস্থায় ছিলেন তখন খ্রীষ্ট অলৌকিকভাবে তাঁদের কাছে আসলেন, পদ ১৯। তাঁরা নৌকা বেয়ে প্রায় পঁচিশ অথবা ত্রিশ মাইল চলে গিয়েছিলেন। বিপরীত দিক থেকে বাতাস বইছিল বলে তাঁদের নৌকা চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাঁরা এই বিপদের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন খ্রীষ্ট সাগরের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছেন। এখানে দেখুন:

(১) প্রকৃতির নিয়ম এবং রীতির উপর খ্রীষ্টের ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর ইচ্ছামত তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি ছিল খুব স্বাভাবিক যে, ভারী কোন কিছু জলে ডুবে যায়। কিন্তু শুকনো জমির মত তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এটি মোশির জল দুইভাগ করে তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক ছিল।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের দুর্দশা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সেখানে অন্য কোন নৌকা ছিল না তাই তিনি সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে শিষ্যদের দিকে যাচ্ছিলেন, যেমন করে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন মানুষকে সাহায্য করার জন্য (দ্বি.বি. ৩৩:২৬)। শিষ্যরা যখন মনে করেছেন যে, তাঁরা প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন এবং তাঁদের বেঁচে থাকার আশা নেই, তখনও খ্রীষ্ট তাঁদের ছেড়ে যান নি এবং ভুলেও যান নি; বরং তাঁদের সাহায্য করার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন। যখন তাঁরা অনেক দূর নির্বাসনে থাকেন (যোহনের মত) অথবা পৌল ও সীলের মত খুব কাছে জেলখানায় বন্দী থাকার সময়ও খ্রীষ্ট তাঁদের ভুলে যান নি, তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন নি। তিনি তাঁদেরকে খুঁজে নিয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের মধ্যে থেকে ভয় দূর করলেন। শিষ্যরা ভয় পেয়েছিলেন। তাঁরা জোর বাতাস এবং সাগরের বড় বড় ঢেউ দেখে যতটা না ভয় পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলেন খ্রীষ্টকে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরের সাথে মল্লযুদ্ধ করার চেয়ে অন্ধকার জগতের কর্তৃত্বকারীর সাথে মল্লযুদ্ধ করা আরও ভয়ানক বিষয়। তাঁরা ভাবলেন কোন মন্দ আত্মা তাঁদের শিকার করার জন্য আসছেন, সম্ভবত ঝড়ের কারণে সাগর থেকে উঠে এসেছে। লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের প্রকৃত দুর্দশা প্রায়ই কাল্পনিক হয়ে থাকে এবং আমাদের ভয় সাধারণত আমাদের নিজেদের কল্পনার সৃষ্টি।"

[২] এমন কি আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া এবং সান্ত্বনা লাভকে প্রায়ই আমরা এমন ভুল বুঝি যে, তা আমাদের ভয় এবং হতবুদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ভয় পাওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া যে আরও খারাপ কেবল তা নয়, আমরা কেবল তখনই ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়ি, যখন আমাদের সাহায্য করা হয়। কিন্তু যখন তাঁরা খ্রীষ্টকে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে মন্দ-আত্মা মনে করে ভীষণভাবে ভয় পেয়েছিলেন, তখন খ্রীষ্ট মনে এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণভাবে এমন কথা বলেছিলেন, যার ফলে তাঁদের সমস্ত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন (পদ ২০): তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় করো না, এ আমি।" খ্রীষ্টের এ কথার চেয়ে এমন শক্তিশালী কোন কিছু নেই যা একজন পাপীর মনকে পরিবর্তন করতে পারে, "আমি যীশু খ্রীষ্ট, যিনি তোমাকে ভালবাসেন। এ হলাম আমি, আমি তোমাকে ভালবেসেছি এবং তোমার মঙ্গল করার জন্য এসেছি। আমাকে দেখে ভয় করো না, ঝড়কে দেখেও ভয় করো না।" যখন সমস্যা কাছে আসে, তখন খ্রীষ্ট কাছে আসেন।

৪. এই পদে আমরা দেখতে পাই, যে স্থানে তাঁরা যাচ্ছিলেন সেখানে অতি দ্রুত পৌঁছে গেলেন, পদ ১৭।

(১) তাঁরা তাঁদের নৌকায় খ্রীষ্টকে স্বাগত জানালেন। তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কিছু সময় অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বল্প সময়ের অনুপস্থিতি

খ্রীষ্টকে আরও অনেক বেশি প্রিয় করে তুলেছিল শিষ্যদের কাছে, তাঁর ফিরে আসার ফলে। খ্রীষ্টের উপস্থিতির মূল্য সব কিছুর উপরে আছে।

(২) মণ্ডলীর নেতার ক্ষমতা এবং উপস্থিতি সাহায্যকে দ্রুত এবং সহজতর করে এবং মণ্ডলীর বিশ্বাসদের সামর্থ পরিশ্রমকে সফল করে। তাঁরা খুব কষ্টে নৌকা বাইছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদের নৌকায় না ওঠা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন নি। খ্রীষ্ট নৌকায় ওঠার পর তাঁরা যে কাজ করেছিলেন তা হঠাৎ সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেন। যদি আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি, যদি তাঁকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তাহলে রাত ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেলেও, প্রচণ্ড ঝড় হলেও আমরা এই ভেবে আনন্দিত হব যে, আমরা অবশ্যই নিরাপদে তীরে পৌছাব। আমরা যতটা দূরে আছি বলে মনে করবো প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে আরও কাছে থাকবো। অনেক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি আনন্দের সাথে স্বর্গে যাবে অথবা এ সম্পর্কে সব সময় অবগত থাকবে।

## যোহন ৬:২২-২৭ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাব:

ক. খ্রীষ্টকে খোঁজার জন্য লোকদের ব্যস্ততা (পদ ২৩,২৪)। তারা শিষ্যদের সাগরে চলে যেতে দেখেছিল। তারা দেখেছিল খ্রীষ্টকে একাকী নির্জন পাহাড়ে চলে যেতে। সম্ভবত এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি কিছু সময় একাকী কাটানোর জন্য পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টকে রাজা করবার চিন্তা তাদের মনের মধ্যে শক্তভাবে স্থাপিত হয়েছিল। লোকেরা খ্রীষ্টের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। পরবর্তী দিনেও অপেক্ষা করল। খ্রীষ্টকে রাজা করার প্রচণ্ড আকাঙ্খা তখনও চলমান ছিল।

১. তারা খ্রীষ্টের জন্য অনেক বেশি হারাল। তিনি চলে গেলেন এবং তারা জানে না যে খ্রীষ্টের কি ঘটেছে। তারা দেখেছিল সেখানে একটি নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না, সেই নৌকাতে করে খ্রীষ্টের শিষ্যরা সাগর পার হচ্ছিলেন। সাগরের জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার আশ্চর্য কাজের নিশ্চয়তার জন্য এমন হয়েছিল অর্থাৎ সেখানে তাঁর জন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও লক্ষ্য করলো, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে যান নি, শিষ্যরা একাই চলে গিয়েছিল এবং খ্রীষ্ট সাগরের এই পারে ছিলেন। লক্ষ্য করুন, লোকেরা খ্রীষ্টের সমস্ত অবস্থান জানার জন্য ভীষণ তৎপর ছিল এবং খ্রীষ্টের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির অবস্থা বুঝাবার জন্য সচেষ্ট ছিল।

২. লোকেরা খ্রীষ্টকে খুঁজে বের করার জন্য খুব পরিশ্রম করেছিল। তারা সেই এলাকা অনুসন্ধান করেছিল এবং তারা দেখতে পেল যে, খ্রীষ্ট সেই এলাকায় নেই এবং তাঁর শিষ্যরাও নেই। কেউ খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারলো না। অন্যত্র অনুসন্ধান করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। লক্ষ্য করুন, তারা খ্রীষ্টকে পাবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করেছিল। খ্রীষ্টকে খুঁজে পাওয়া না পর্যন্ত অত্যন্ত তৎপর হয়ে খুঁজছিল। তারা সাগরের এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে খোঁজার জন্য তৎপর না হয়ে ভুলের পেছনে দৌড়াচ্ছিল। খ্রীষ্ট যাদের জীবন রুটি খাইয়েছিলেন তাদের উচিত যেন তারা তাদের জীবনকে খ্রীষ্টের দিক চালিত করেন এবং তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখেন। আরও

অনেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ভোজে অংশ নিয়েছে। এখন:-

(১) তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা খ্রীষ্টের খোঁজে কফরনাহূমে যাবে। কফরনাহূম হল খ্রীষ্টের প্রধান কার্যালয়। সাধারণত তিনি এই কফরনাহূমে বাস করতেন। সেখানে তাঁর শিষ্যরা গিয়েছেন। তারা জানতো যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের ফেলে বেশি দিন অনুপস্থিত থাকবেন না। তারা খ্রীষ্টকে খুঁজে পাওয়ার জনতার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করলো।

(২) দ্রুত যাওয়ার জন্য তারা সাগর পথেই যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ তিবিরিয়া থেকে সেখানে কয়েকটি নৌকা এসেছিল সেই নৌকাগুলো কফরনাহূমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। যদিও তারা সেখানে রুটি এবং মাছ খেয়েছিল, সেখান থেকে কফরনাহূম কাছে ছিল না। সেখানে যেতে খুব তাড়াতাড়ি কফরনাহূমে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই নৌকাগুলো কফরনাহূম এবং অন্যান্য বন্দরে যাতায়াত করত। লক্ষ্য করুন, যারা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টকে খোঁজে এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্য সুযোগ খোঁজে, খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই চাইবেন যেন তাদের সেই আকাঙ্খা পূর্ণ হয় এবং এই ব্যাপারে তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন। সুসমাচারের লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন যে, রুটি এবং মাছ নিয়ে খ্রীষ্ট ধন্যবাদ জানাবার পর ঐ পাঁচটি রুটি এবং দু'টি মাছ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল (পদ ১১)। খ্রীষ্টের রুটি এবং মাছের জন্য ধন্যবাদ জানাবার বিষয়টি তাঁর শিষ্যদের অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। এই বিষয়টি তাদের মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তারা তা কখনও ভুলে যায় নি। কিন্তু খ্রীষ্টের মুখ নিসৃত ভালবাসার বাক্য মনে রেখে সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে খ্রীষ্টের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এটি ছিল খাবারের সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহ যা এটিকে অসাধারণ বিষয় করে তুলেছিল। এই অসাধারণ ঘটনা তাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করেছিল।

(৩) সাগর পাড়ি দেবার যে সুযোগ তারা পেয়েছিল তা তারা কাজে লাগাল। তারা ঐ নৌকাগুলোতে চড়ে বসলো। তারা কফরনাহূম শহরে এল এবং খ্রীষ্টকে খুঁজতে লাগলো। সাগরের এই পারে খ্রীষ্টের দেখা পাবার আশা তারা ত্যাগ করলো না। তাদের বিশ্বাস অনেক দৃঢ় ছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল খুবই প্রবল। তারা খুব দ্রুতভাবে খোঁজার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। তারা কফরনাহূমে আসার পর বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টের খোঁজ করল। খ্রীষ্টের এই ভণ্ড অনুসারীদের এই অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, এই মন্দ পৃথিবীতে ভাল লোকদের সঙ্গে অবস্থান করলে অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টকে খুঁজে পেলে তারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হত, কারণ এর জন্য তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তারা সাগর এবং স্থল প্রদক্ষিণ করেছিল খ্রীষ্টকে খোঁজার জন্য, যিনি স্বর্গ থেকে এসেছিলেন মানুষকে খুঁজতে এবং তাদের পরিত্রাণ দান করতে।

খ. খোঁজার সতর্কতা তারা মশীহকে সাগরের অপর পারে পেয়েছিল, পদ ২৫। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের দেখা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছিল খ্রীষ্টের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল। এটি খুব মূল্যবান বিষয় হয় যখন খ্রীষ্টকে খুঁজতে কেউ সাগর অতিক্রম করে, কেবল তাই নয়, সাগর থেকে সাগরে এবং নদী থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে। প্রভুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করলে প্রভু নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, তবে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবুও তাদের আগ্রহ এবং উৎসাহ

ছিল প্রবল। লক্ষ্য করুন, ভণ্ডরা দেখাতে চায় যে, তারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য খুব তৎপর। যদি লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা দেখাবার জন্য আর কিছু না থাকে তাহলে তাকে প্রচার শোনা এবং প্রার্থনা করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। ভাল প্রচার শোনার জন্য যদি তাদের সামান্যতম ধৈর্য না থাকে তাহলে তারা ঐ ভণ্ডের চেয়ে কম দোষী হবে না। যদিও এই লোকদের মনোভাব ভাল ছিল না এবং খ্রীষ্ট জানতেন তবুও তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা তাঁর সত্যিকারের অনুসারী হয়। যদি আমরা আপাত দৃষ্টিতে ভণ্ডদের মনের চিন্তা জানতে পারি এবং তাদের কাজ যদি প্রশংসনীয় হয়, তাহলে আমাদের সমাজ থেকে বের করে দিতে পারবো না। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা সামান্যতমভাবেও তাদের মনের চিন্তা জানি না।

গ. যখন লোকেরা খ্রীষ্টকে খুঁজে পেল তখন তারা খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করল: "রব্বি, আপনি কখন এখানে এসেছেন?" পদ ৫৯ অনুযায়ী সম্ভবত তারা খ্রীষ্টকে সমাজ-ঘরে খুঁজে পেয়েছিল। তারা জানত যে, এই সমাজ-ঘর হল এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য স্থান সেখানে খ্রীষ্টকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ খ্রীষ্টের নিজে উপাসনা করার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন (লূক ৪:১৬)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টকে অবশ্যই তাঁর লোকদের সমাবেশের মধ্যে এবং তার ধর্মানুষ্ঠানের পরিচালনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে এবং খুঁজে পাওয়া যাবে। সাধারণ জনগণ যখন উপাসনা করে তখন খ্রীষ্ট চান যেন সেখানে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যেন তিনি অফুরন্তভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন; কারণ এই অনুগ্রহ বর্ষণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের উপস্থিতি প্রকাশ পায়। সমাজ-ঘরে খ্রীষ্টকে পেয়ে লোকেরা তাঁকে বলল, "রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন?" তারা দেখতে পেল যে, তিনি রাজা হন নি, তাই এই প্রসঙ্গে সেই মুহূর্তে কোন কথা না বলে খ্রীষ্টকে কেবল এই বলে সম্মোধন করলো, "রব্বি," তাদের শিক্ষাদাতা। তাদের অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র সময়কে কেন্দ্র করে ছিল না। কিন্তু এই স্থানে তাঁর আসার উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যেন এই রকম, "রব্বি, আপনি কেমন করে এখানে এসেছেন?" কারণ সেদিন সেখানে একটিমাত্র নৌকা ছিল, যে নৌকায় চড়ে তাঁর শিষ্যরা সাগর পার হয়ে এখানে এসেছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টের সাগর পাড় হয়ে এখানে আসার মত সেখানে কোন নৌকা ছিল না। এই প্রশ্ন তারা করেছিল একান্তই তাদের কৌতূহলের জন্য, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠার জন্য নয়।

ঘ. খ্রীষ্ট তাদের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সরাসরি তাদের প্রশ্নের উত্তর ছিল না: "কখন এবং কীভাবে এখানে আসলেন?" কিন্তু তাদের প্রশ্নের এই দাবীর উত্তরে আমরা দেখতে পাই:

১. তাঁকে অনুসরণ করার কাজ থেকে তিনি তাদের মন্দ উদ্দেশ্যকে আবিষ্কার করলেন (পদ ২৬): "আমি সত্যি সত্যি তোমাদের বলছি, আমি হৃদয় অনুসন্ধান করে থাকি এবং আমি জানি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে। আমি আমেন, আমি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪,১৫)। তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, এটা খুব ভাল একটা বিষয়, কিন্তু এটা তোমাদের ভাল মনোবৃত্তি থেকে আসে নি।" খ্রীষ্ট কেবলমাত্র একথা জানেন না যে, আমরা কি করছি, কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে, আমরা কেন তা করছি। যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিলেন:-

(১) তাঁর শিক্ষা শোনার জন্য নয়: "তোমরা আশ্চর্য কাজ দেখেছিলে বলেই আমার খোঁজ

করেছ তা নয়।" খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ হল তাঁর শিক্ষার দৃঢ় নিশ্চিত প্রমাণ। নীকদীম এই শিক্ষার কারণে খ্রীষ্টের খোঁজে এসেছিলেন (যোহন ৩:২) এবং খ্রীষ্টের কাজের ক্ষমতা, তাঁর বাক্যের সত্যতার প্রমাণ, এই সম্পর্কে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তারা এতই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন এবং নির্বোধ ছিল যে, এই দিকে তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে নি।

(২) এই সব তারা করেছিল তাদের পেটের জন্য: "তোমরা পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছিলে বলেই আমার খোঁজ করেছ।" তারা খ্রীষ্টের খোঁজ করছিল তাঁর শিক্ষার জন্য নয়, কিন্তু তারা পেট ভরে খেতে পেয়েছিল বলে। তিনি তাদের দিয়েছিলেন:-

[১] পেট ভরে খাবার। তারা সেই খাবার খেল এবং পরিতৃপ্ত হল। হয়তো তাদের মধ্যে এমন অনেক গরীব লোক ছিল, যারা অনেক দিন পর্যন্ত আজকের মত এত বেশি খাবার দেখে নি এবং এত খাবার খায় নি আর এত উদ্বৃত্ত খাবারও দেখে নি।

[২] সুস্বাদু খাবার। সম্ভবত এটি প্রভুর আশ্চর্য কাজের ফলে যেমন করে সাধারণ জল সর্বোৎকৃষ্ট আঙ্গুর-রসে পরিণত হয়েছিল ঠিক তেমনি করে সাধারণ আনন্দদায়ক খাবারের চেয়ে এই আশ্চর্য কার্যের খাবার আরও বেশি আনন্দদায়ক এবং সুস্বাদু ছিল।

[৩] অত্যন্ত সুলভ খাবার। এই খাবারের জন্য কোন টাকা-পয়সা দিতে হয় নি। টাকা-পয়সার কোন হিসাব করার প্রয়োজন হয় নি। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকে ছিল যারা খাবারের জন্য খ্রীষ্টের অনুসরণ করতো, তাঁর ভালবাসার জন্য নয়। এইভাবে যাদের লক্ষ্য থাকে ধর্মের কাজের মধ্যে জাগতিক সুযোগ সুবিধা অর্জনের এবং এইভাবে তারা চলতে থাকে, কারণ এই কৌশলের দ্বারা তারা পদোন্নতি লাভ করে। *Quantis profuit nobis hæc fabula de Christo – খ্রীষ্টকে নিয়ে এই ছলনা দ্বারা আমরা কি লাভজনক বিষয় অর্জন করব?* এই লোকেরা খ্রীষ্টকে 'রব্বি' বলে সাদর সম্ভাষণ জানাল এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করল। তথাপি তিনি তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ বিশ্বাসের কথা বললেন। প্রভুর পরিচর্যাকারীদের এখান থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে যে, তারা সেই সমস্ত মানুষকে তোষামোদ করবেন না, যারা তাদেরকে তোষামোদ করে। লোকেরা যাতে রব্বি বলে এই জন্য সুন্দর কথা দ্বারা সবার কাছে শান্তির কথা বলার জন্য যেন প্রলোভিত না হয়। কিন্তু প্রয়োজনে তাদের মন্দ কাজের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করতে হবে।

২. তিনি তাদের অধিকতর ভাল দিক দেখিয়ে দিলেন (পদ ২৭): "যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হও।" শমরীয় স্ত্রীলোকের সাথে যেমন করে তিনি জলের উপমা দিয়ে আত্মিক বিষয় নিয়ে কথা-বার্তা বলেছিলেন এখানেও তেমন করে রুটির উপমা দিয়ে আত্মিক বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। তারা যে রুটি খেয়েছিল সেই রুটি উপলক্ষ্য করে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তাঁর পরিকল্পনা হল:-

(১) জাগতিক বিষয়ে আমাদের সংযত করা: "যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সে খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ো না।" ভাল খাবারের জন্য সৎভাবে পরিশ্রম করতে নিষেধ করা হয় নি। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমরা যেন আমাদের নিজেদের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার জন্য সচেষ্ট না হই। লক্ষ্য করুন:

[১] পৃথিবীর যে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। জাগতিক সম্পদ, জাগতিক সম্মান, জাগতিক আনন্দ, এই সবই হল খাবার। তারা সৌখিন খাবার খেয়ে পেট ভরতে চায়, অনেক সময় সকলেই তা করতে চায়। এই বিষয়গুলোর অর্থ হল ক্ষুধার্থ থাকার পর পেটুকের মত খাবার খাওয়া এবং মাংসিক হৃদয়কে যতদূর সম্ভব নিজেদের সুখের অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। কিন্তু এই সবই এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণে তারা নিজেদের প্রাণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং হাজারো বিপদের সম্মুখীন হবে। এইসব প্রতিকূল বিষয় তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে। কিন্তু যখন তারা মারা যাবে তখন এই সব বিষয় থেকে ভারমুক্ত হবে।

[২] এই সব বিষয়ের পেছনে পরিশ্রম করা আমাদের জন্য মূর্খতার পরিচয় হবে।

*প্রথমত*, জাগতিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমরা ধর্মের বিষয়গুলোর জন্য পরিশ্রম করি নি এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করি নি। জাগতিক সুযোগ সুবিধা ও লাভের আশায় আমরা অবশ্যই যেন ধর্মকে ব্যবহার না করি। পবিত্র কাজের জন্য যেন জাগতিক আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টা না করি।

*দ্বিতীয়ত*, এই খাবারের জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করার উচিৎ নয়। এর অর্থ হল, এই সব নষ্ট হয়ে যাওয়া বিষয়গুলোকে যেন আমাদের সর্বোত্তম বিষয় না করি। সব বিষয়ে আমরা যেন যত্নবান না হই এবং পরিশ্রম না করি। এইসব বিষয়গুলো যেন প্রথমেই না খুঁজি এবং সবচেয়ে বেশি না খুঁজি (হিতোপদেশ ২৩:৪,৫)।

(২) আমাদের দয়াপূর্ণ বিষয়গুলোকে সজীব করা এবং সক্রিয় করা: "ভাল উদ্দেশ্যে তোমরা পরিশ্রম কর এবং যে খাবার আত্মার জন্য মঙ্গলজনক সেই খাবারের জন্যও পরিশ্রম কর। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন:-

[১] এটি বর্ণনাতীত আনন্দজনক। এই চিরস্থায়ী খাবার অনন্ত জীবন দান করে। আমরা চিরকাল এই আনন্দ ভোগ করতে পারব। এটি কেবল অনন্তকাল স্থায়ী তা নয় কিন্তু আমাদের অনন্ত জীবনকে আরও পরিপুষ্ট করে তোলে। নতুন নিয়মের চুক্তি আমাদের আখেরী-জীবনের জন্য উপযুক্ত, আমাদের অনন্ত জীবনকে সুরক্ষা করে এবং এটি অনন্ত জীবনকে বন্ধক রাখে এবং অনন্ত জীবনের অঙ্গীকার করে।

[২] এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রাপ্তিযোগ্য। জগতের সমস্ত সম্পদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে জোগাড় করে এবং জগতের সমস্ত ফসল এবং ফল একত্র করে যদি আমাদের সজ্জিত করাও হয় তাহলে কি ঐ সব চিরকাল আমাদের জন্য সব কিছু বন্দোবস্ত করতে পারবে? পৃথিবী বলল, "না, এটি আমার সাধ্যে নেই। আমি সব সোনা দিতে পারব না। কিন্তু সমস্ত সোনা যিনি দিতে পারেন তিনি হলেন মনুষ্যপুত্র। যে কোন উত্তম খাবার কিংবা জীবন হোক একমাত্র মনুষ্যপুত্র দিতে সক্ষম।" এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, কে এই খাবার দেন: মনুষ্যপুত্র, মহান গৃহকর্তা এবং ভাণ্ডারের মালিক, যাকে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের শাসন করার ভার অর্পণ করা হয়েছে এবং স্বর্গের সমস্ত দান ও অনুগ্রহ এবং সুখ বিতরণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং অনন্ত জীবন দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমরা এর জন্য পরিশ্রম করতে বলছি যেন আমরা আমাদের অধ্যবসায়ের

ফলে এটি পেতে পারি। যেন বিক্রয়ের জন্য মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। যেমন অযিহূদীরা বলে, *Dii laboribus omnia vendunt – ঈশ্বর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পরিশ্রমী বা অধ্যবসায়ীদের প্রদান করেন*। কিন্তু যখন আমরা ক্রমাগত এর জন্য অধিক পরিশ্রম করবো তখন কোন যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না। কিন্তু মনুষ্যপুত্র সেই যোগ্যতা দান করবেন। বিনামূল্যে এর চেয়ে বড় দান আর কি হতে পারে? এটি আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় এই জন্য যে, এটি যিনি দান করেছেন তিনি হলেন মনুষ্যপুত্র। এই জন্য আমরা প্রত্যাশা করছি যে, মনুষ্যপুত্র এর অন্বেষণ করছেন এবং এর জন্য পরিশ্রম করছেন। কখনো তিনি ব্যর্থ হবেন না এটি পাওয়ার জন্য।

*দ্বিতীয়ত*, এটি প্রদান করার জন্য তাঁর কি ক্ষমতা ও অধিকার আছে। কারণ পিতা ঈশ্বর এই ব্যাপারে তাঁকে মুদ্রাঙ্ক করেছেন, *Touton gar ho Pater esphragisen, ho Theos – কারণ পিতা তাঁকে মুদ্রাঙ্ক (প্রমাণ এবং সাক্ষ্য) করেছেন ঈশ্বর হিসেবে*। অনেকে এটি এইভাবে পড়েন। ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র। তিনি একে মুদ্রাঙ্ক করেছেন এর অর্থ হল তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে কাজ করার সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষের কাছে ঈশ্বরের রাজদূত হিসেবে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কার্য প্রমাণ করেছেন আশ্চর্য কাজের দ্বারা। তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তিনি আমাদের এর নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, বিশ্বাস করে তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে অসীম ক্ষমতা, তিনি এইসব ক্ষমতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে আমাদের সঙ্গে আনন্দের সহভাগী হয়েছেন। এই কারণে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাদের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমরা আমাদের সমস্ত ভার তাঁর উপর অর্পণ করতে পারি। পিতা ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিমাপ করেছেন যা তাঁর উপর স্থির হয়ে আছে। স্বর্গ থেকে কণ্ঠস্বর দ্বারা এবং সাক্ষ্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন। স্বর্গীয় প্রকাশ তাঁর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, দর্শন এবং ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে (দানিয়েল ৯:২৪)। বিশ্বাসীগণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি সত্য (যোহন ৩:৩৩)। তাঁর মধ্য দিয়ে তারা সবাই ঈশ্বরের সম্পত্তি হিসাবে গণিত হয়েছে (২ করিন্থীয় ১:২২)।

## যোহন ৬:২৮-৫৯ পদ

খ্রীষ্ট সমাজ-ঘরে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি যাদের সাথে কথা বলছিলেন তারা হয়তো ঐ সমাজ-ঘর পরিচালনা করতো অথবা যারা সাগরের অন্য প্রান্ত থেকে এসেছে। এটি নিশ্চিত নয় এবং প্রাসঙ্গিক নয়। সে যাই হোক, এটি ছিল খ্রীষ্টের নম্রতার দৃষ্টান্ত যে, তিনি লোকদেরকে তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের প্রতি কোন প্রকার রাগ প্রকাশ করেন নি। এই বিঘ্ন সৃষ্টিকারীরা সাধারণ শ্রোতা ছিল না বা তাঁর সাম্প্রতিক কালের অনুসারীও ছিল না। যারা শ্রবণে সত্বর এবং উত্তর অধ্যায় করে তারাই শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত। একজন শিক্ষাদাতার প্রজ্ঞার পরিচয় হল যখন কেউ অপ্রাসঙ্গিক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন সুযোগ গ্রহণ করতে হবে যেন তাকে উপকারী এবং মঙ্গলজনক উত্তর দেয়া যায় যেন তার প্রশ্নটি প্রত্যাখ্যাত হয়। এখন লক্ষ্য

করুন:

ক. তিনি তাদের বললেন, যে খাবার সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন সেই খাবার অনুসারে তাদের কাজ করতে হবে। তাদের অবশ্যই তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তারা প্রশ্ন করলো কোন কাজ তাদের অবশ্যই করতে হবে এবং তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, পদ ২৮,২৯।

১. তাদের এই প্রশ্ন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল, (পদ ২৮): "তাহলে ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে?" অনেকে মনে করে এটি বাড়াবাড়ি ধরনের প্রশ্ন হত যেমন, "আমরা মোশির ব্যবস্থা এবং আদেশ অনুযায়ী যে কাজ করেছি তার চেয়ে তার চেয়ে আমরা কীভাবে আরও বেশি করে এবং ভাল করে ঈশ্বরের কাজ করতে পারব?" কিন্তু তারা যে প্রশ্ন করেছিল আমি মনে করি ঐ প্রশ্ন ছিল নম্রতাযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অন্তত সেই সময় যে তারা ভাল মনের পরিচয় দিয়েছে, তাদের সদিচ্ছা এবং কাজ দেখিয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি যারা এই প্রশ্ন করেছিল কীভাবে এবং কি (পদ ৩০) এবং যারা অনুরোধ জানিয়েছিল (পদ ৩৪), তারা একই লোক ছিল না যারা বক্‌বক্ করে বিরক্ত প্রকাশ করেছিল (পদ ৪১-৪২) এবং যারা বিরোধিতা করেছিল। কারণ তাদের সুস্পষ্টভাবে যিহূদী বলা হত, এরা এসেছিল যিহূদিয়া থেকে (এদের বলা হত কট্টর যিহূদী), এরা মূলত এসেছিল বিরোধিতার মনোভাব নিয়ে। অন্যদিকে, এরা এসেছিল গালীল থেকে, যারা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এসেছিল। তাদের প্রশ্ন দ্বারা তারা প্রকাশ করেছিল যে, তারা অনন্তকালীন খাবার অর্জন করার জন্য আকাঙ্খিত হয়েছে।

(১) উত্তম কিছু করার জন্য অবশ্যই লক্ষ্য থাকতে হবে। যাদের প্রত্যাশা খুব উচ্চ, যারা ঈশ্বরের মহিমায় আনন্দ করার জন্য আশা করেন অবশ্যই এই সব পাওয়ার জন্য উচ্চ লক্ষ্য থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের কাজ করার জন্য অভ্যাস থাকতে হবে, যে কাজ তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং গ্রহণ করবেন। ঈশ্বরের কাজ জাগতিক কাজ থেকে পৃথক। জাগতিক কাজ যারা করে তারা এই কাজ থেকে জাগতিক বিষয় পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। ঈশ্বরের কথা বলাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু সেই সাথে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ করতে হবে।

(২) যে কোন কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ইচ্ছুক থাকতে হবে: "আমাদের কি করতে হবে? সদাপ্রভু, তুমি আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেবে তা করার জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি। যদিও রক্ত-মাংস আমাদের কষ্ট দেয় তবুও তোমার কাজ আমি করে যাব" (প্রেরিত ৯:৬)।

২. খ্রীষ্ট যথেষ্ট সহজ উত্তর দিয়েছিলেন (পদ ২৯): "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস করাই হল ঈশ্বরের কাজ।" লক্ষ্য করুন:

(১) বিশ্বাসীদের কাজ হল ঈশ্বরের কাজ। তারা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল (বহুবচনে), অনেক বিষয়ে যত্নবান হওয়ার প্রসঙ্গে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের কেবলমাত্র একটি কাজ করতে নির্দেশ দিলেন, যা সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। "একটিমাত্র বিষয় আবশ্যক, তা হল – তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে।" যা আনুষ্ঠানিক নিয়মের সমস্ত কাজকে দূরে সরিয়ে রাখে

কিংবা বাতিল করে, যে কাজ অন্য সব কাজকে সম্মতিপূর্বক গ্রহণ করার জন্য আবশ্যক এবং যে ফল তাদেরকে দেয়া হবে, তার উপর বিশ্বাস করতে হবে। কারণ বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে আপনি সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। এটি হল ঈশ্বরের কাজ, কারণ আমাদের মধ্যে তাঁর কাজ ক্রিয়াশীল। আমাদের উপর তাঁর কাজ করার জন্য এটি আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিশ্বাস আমাদের আত্মাকে পুনর্জীবিত করে।

(২) এই বিশ্বাস এমন এক ব্যক্তির উপর আনা, যাঁকে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শান্তির মহা মিলনের সেতু স্থাপনের জন্য পাঠিয়েছেন এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের সমর্পণ করতে ও ঈশ্বরের সাথে চিরকালের জন্য যুক্ত রাখতে পাঠিয়েছেন (যোহন ১৪:১)।

খ. খ্রীষ্ট তাদের বললেন যে, তিনি তাদের সেই রুটি দেবেন। তারা তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তিনি তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন:-

১. তাদের জিজ্ঞাসা ছিল চিহ্ন সম্বন্ধে (পদ ৩০): "তাহলে কি এমন আশ্চর্য কাজ আপনি করছেন, যা দেখে আমরা আপনার উপর বিশ্বাস করতে পারি?" এতদূর পর্যন্ত তারা ঠিক ছিল। এ পর্যন্ত তিনি তাদের দাবী করে এসেছেন যেন তারা তাঁকে সম্মান করে, তাই এখন তাদের উচিত নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করা। তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো উচিত তিনি কে এবং আশ্চর্য কাজ করে প্রমাণ করা উচিত যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। মোশি তাঁর উপর অর্পিত কার্যভারের প্রমাণ করেছিলেন আশ্চর্য কাজের দ্বারা। আনুষ্ঠানিকতার আইনকে একপাশে সরিয়ে রেখে খ্রীষ্টের নতুন আইন স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। লোকদের প্রশ্নের ধারা এই রকম হওয়া উচিত ছিল: "আপনি কি কাজ করছেন? স্বর্গীয় ক্ষমতার স্থায়ী চিহ্ন কি আপনি আপনার শিক্ষার মধ্যে প্রকাশ করছেন?" কিন্তু এখানে তারা তা ব্যবহার করতে পারলো না।

(১) খ্রীষ্ট তাদের দৃষ্টিগোচরে কিংবা জনমতে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন যা তারা এড়িয়ে গেছে যা এইসব আশ্চর্য কাজের সমষ্টি তাঁর স্বর্গীয় কাজের প্রমাণকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। এত কিছুর পরেও তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল: "তাহলে আপনি কি এমন আশ্চর্য কাজ করছেন যা দেখে আমরা আপনার উপর বিশ্বাস করতে পারি?" বিশেষ করে কফরনাহূমে আশ্চর্য কাজের কেন্দ্র করেছিলেন, সেখানে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। এগুলো কি তাঁর কাজ এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রমাণ নয়? বাস্তবিক কি এই লোকদের তিনি আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে খাবার খাওয়ান নি? তারা এত বেশি অন্ধ ছিল না যে, এইসব আশ্চর্য কাজ দেখতে পায় নি। তারা অবশ্যই অন্ধ বলে প্রতীয়মান হত, যদি তাদের মুখের উপর সূর্যের আলো পড়তো, আর তারা প্রশ্ন করতো, "এখন কি দিন না রাত?"

২. খ্রীষ্টের আশ্চর্যজনকভাবে খাবার খাওয়ানোর ঘটনার আগে ইস্রায়েলীয়দের প্রান্তরে থাকাকালীন সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে খাবার খাওয়ার ঘটনা তাদের কাছে খুব আদরণীয় ছিল (পদ ৩১): "আমাদের পূর্বপুরষেরা তো মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন।" পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।" লোকেরা তাদের আপত্তিকে জোরালো করার জন্য এই বচন উদ্ধৃতি দিল, *পাক শাস্ত্রে লেখা আছে, ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন*। তারা এই উদ্ধৃতি দিয়েছিল গীতসংহিতা ৭৮:২৪ থেকে: *তিনি*

*তাদের খেতে দিয়েছিলেন স্বর্গের শস্য*। এই ঘটনা থেকে প্রশ্ন করতে কি সুন্দর সুযোগ তারা গ্রহণ করল! এটি ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং মঙ্গলময় কাজের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা প্রায়ই ঈশ্বরের গৌরবকে প্রকাশ করা হত (যিহিস্কেল ১৯:২০,২১)। অথচ দেখুন, এই লোকেরা কীভাবে এর সত্য থেকে বিচ্যুত হল এবং মন্দভাবে এর ব্যবহার করলো।

[১] আশ্চর্য কাজের সেই রুটির প্রতি তাদের আসক্তির জন্য খ্রীষ্ট তাদের তিরস্কার করলেন এবং আদেশ করলেন, যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য তারা যেন ব্যস্ত না হয় এবং তাদের মন যেন কেবল ঐ খাবারের দিকে নিবদ্ধ না থাকে। "কেন", তারা বলল, "মরুভূমিতে পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর যে খাবার দান করেছিলেন, তা তাদের জন্য অতি উত্তম খাবার হিসেবে বিবেচিত ছিল। সুতরাং, আমরা কেন খাবারের জন্য এত পরিশ্রম করবো? ঈশ্বর যদি অনেক খাবার সৃষ্টি করেন তাহলে কেন আমরা আমাদের নিজেদের জন্য এই খাবার অধিক পরিমাণে গ্রহণ করবো না?"

[২] তিনি পাঁচটা যবের রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাবার দিয়েছিলেন, আর এর মাধ্যমে লোকদের কাছে তিনি প্রকাশ করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। কিন্তু মোশির আশ্চর্য কাজকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার কারণে খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে তারা এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করলো এবং এর প্রমাণ কৌশলে এড়িয়ে গেল। খ্রীষ্ট তাঁর কাজের ফলে পাঁচ হাজার লোককে খাবার দিয়েছিলেন, কিন্তু মোশি তাঁর আশ্চর্য কাজে খাইয়েছিলেন শত সহস্র লোকদের, খ্রীষ্ট তাদের একবার মাত্র খাবার দিয়েছিলেন, তবুও এই সমস্ত লোকেরা সেই খাবার আরও যেন খেতে পারে এই জন্য খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছিল। আর এই কারণে খ্রীষ্ট তাদের তিরস্কার করলেন এবং আত্মিক খাবার নিয়ে আলোচনা করে এই বিষয়টি তাদের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। মোশি কিন্তু তাঁর লোকদের চল্লিশ বছর ধরে এই আশ্চর্য কাজের খাবার দিয়েছিলেন। এই আশ্চর্যজনক রুটি তাদের কাছে কোন দুর্লভ বস্তু ছিল না, এটি ছিল তাদের প্রতিদিনের খাবার। খ্রীষ্ট যে খাবার দিয়েছিলেন সেই খাবার এসেছিল পৃথিবী থেকে, এটি ছিল যবের রুটি। আর মাছগুলো ছিল সাগরের মাছ। কিন্তু মোশি যে খাবার দিয়েছিলেন তা এসেছিল স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে পাঠানো খাবার। এই সব যিহূদীরা তাদের পূর্বপুরুষেরা যে খাবার খেয়েছিলেন, সেই মান্না সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তারা মান্নাকে বড় করে দেখার চেষ্টা করল। অথচ তাদের পূর্বপুরুষেরা ঐ খাবারকে বাজে খাবার বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঠিক যেমন করে এখন এই লোকেরা যবের রুটিকে তুচ্ছ মনে করছে। পূর্বপুরুষেরা মোশির দেওয়া খাবারকে বাজে খাবার বলে আখ্যায়িত করেছিল (গণনা ২১:৫)। এইভাবে ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর উপযুক্ত অনুগ্রহের বিষয়কে আমরা এড়িয়ে যাই এবং বিষয়টিকে খুব তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করি। অথচ আমরা এই কথা অনেক সময় বলে থাকি যে, ঈশ্বর যে সমস্ত কাজ করেছেন এবং যে সমস্ত কথা বলেছেন তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। যদি এমন হয় যে মোশি যে সমস্ত কাজের দ্বারা লোকদের খাবার দিয়েছিলেন তা খ্রীষ্টের আশ্চর্যভাবে খাবার দেওয়ার কাজকে ছাড়িয়ে গেছে, তবুও খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের এমন দৃষ্টান্ত আছে যার উজ্জ্বলতা মোশির সমস্ত আশ্চর্য কাজকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ঐ সব আশ্চর্য কাজকে একপাশে সরিয়ে রাখবে। খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ তাঁর স্বর্গীয় শিক্ষাকে প্রমাণ করে। এই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের সমকক্ষ হওয়ার মত কেউ নেই।

কারণ তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য কাজ করেছেন যা আজ পর্যন্ত কেউ করতে সক্ষম হয় নি এবং কখনোই সক্ষম হবে না। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে যবের রুটি থেকে মান্না যতটা ছাড়িয়ে গেছে, খ্রীষ্টের শিক্ষা মোশির শিক্ষার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আরও ছাড়িয়ে গেছে এবং স্বর্গের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন রক্ত-মাংস সম্বন্ধীয় আইন-কানুনকে বাতিল করেছে।

২. খ্রীষ্ট তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন, আমরা এতে দেখতে পাই:

(১) তিনি রূপক মান্না সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করলেন। একথা সত্য যে তাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিল, কিন্তু:-

[১] মোশি এটি তাদের দেন নি এবং তারা তাঁকে এর জন্য বাধ্য করে নি। মোশি ছিলেন এমন ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর কাজ করেছেন, সুতরাং লোকদের দৃষ্টি তাঁর দিক থেকে সরিয়ে অবশ্যই ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ রাখা উচিত। আমরা এমন কোন কিছু খুঁজে পাই না যে, মোশি মান্নার জন্য প্রচুর সাধ্য সাধনা করেছেন কিংবা দাবী জানিয়েছেন, তিনি এই রকম অসংযত কথা বলেন নি যে, "আমরা অবশ্যই এই পাথর থেকে জল বের করে আনবো।" মোশি তাদের মান্না অথবা জল কোনটাই দেন নি।

[২] লোকেরা যেভাবে কল্পনা করেছিল, স্বর্গ থেকে উচ্চ স্বর্গ থেকে তাদেরকে সেইভাবে দেওয়া হয় নি। কিন্তু কেবলমাত্র মেঘ থেকে কথা-বার্তা বলা হয়েছিল। এই জন্য এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এটি ততটা শ্রেষ্ঠ ছিল না। কারণ পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে যে, তিনি স্বর্গ থেকে তাদের মান্না দিয়েছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে, সেটি ছিল স্বর্গীয় খাবার অথবা আত্মার পুষ্টি সাধনের জন্য অভিপ্রেত ছিল। পবিত্র শাস্ত্রের ভাষার ভুল অর্থের কারণে ঈশ্বরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষ ভুল বুঝে থাকে।

(২) তিনি তাদের প্রকৃত মান্না সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন, যা ছিল এটির প্রতীক: "কিন্তু আমার পিতা সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থেকে তোমাদের দিচ্ছেন। এই রুটি প্রকৃত এবং যথার্থ রুটি যা স্বর্গ থেকে এসেছে; মান্না ছিল কেবলমাত্র ছায়া এবং প্রতীক। যা এখন আপনাদের দেওয়া হচ্ছে, এটি তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া হয় নি, যারা মারা গেছেন এবং জগত ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এই রুটি দেওয়া হচ্ছে তোমাদের, এই সময়ের জন্য।" এটি লোকদের গ্রহণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে: *তিনি এখন সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থেকে দিচ্ছেন, এটিই হল সত্যিকারের রুটি, জীবন রুটি*। ঈশ্বরের সিংহাসনের গৌরব আকাশের মেঘেরও অনেক উর্ধ্বে, যা মানবীয় জ্ঞানে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। অনন্তকাল স্থায়ী সুসমাচারের খাবারের ক্ষমতা এবং উৎকর্ষ মান্নার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে ডাকার মধ্য দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি মোশির চেয়ে শ্রেষ্ঠ । কারণ মোশি একজন বিশ্বস্ত কার্যকারী ছিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র (ইব্রীয় ৩:৫,৬)।

গ. খ্রীষ্ট তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। মান্না সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে খাবারের প্রতীক এবং সেই প্রতীক খাওয়ার এবং পান করার ব্যাপারে বিশ্বাস করার বিষয়ে যিহূদীদের প্রতিবাদের থেকে খ্রীষ্ট তাদের সঙ্গে কথা বলার আরও সুযোগ গ্রহণ করলেন। এই খাওয়া

এবং পান করার বিষয়কে তিনি এইভাবে যুক্ত করেছিলেন। এই খাওয়ার অর্থ হল তাঁর শরীর খাওয়া, আর পান করার অর্থ হল তাঁর রক্ত পান করা। খ্রীষ্টের এই কথায় শ্রোতাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, তারা এই সম্পর্কে মন্তব্য করলো এবং এবং প্রতিবাদ করল, যা আলোচনার শেষ পর্যন্ত অব্যহত ছিল।

১. খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে বললেন যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এবং তিনি হলেন প্রকৃত খাবার (পদ ৩২)। এর বিশদ ব্যাখ্যা এবং নিশ্চয়তার ব্যাপারে আমরা খুব ভাল করেই তাঁকে জানি।

(১) তিনি এখানে দেখালেন যে, তিনি হবেন প্রকৃত খাবার। এই কথাটি তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, পদ ৩৩,৩৫,৪৮-৫১। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট হলেন খাবার, এর অর্থ আত্মিক। তিনি বলতে চেয়েছেন, তাঁর দেহ হল খাবার। এটি আমাদের আত্মিক জীবনকে পালন করে এবং সাহায্য করে (এটি হল এর অবলম্বন) ঠিক যেমন করে খাবার দৈহিক জীবনকে পালন করে এবং সুরক্ষা করে। এটি হল জীবনের অবলম্বন। খ্রীষ্ট সম্পর্কে সুসমাচারের শিক্ষা হল, তিনি হলেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, তিনি আমাদের শান্তি আমাদের ধার্মিকতা, আমাদের পরিত্রাণকর্তা, এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। খ্রীষ্টবিহীন আত্মার চেয়ে খাবারবিহীন দেহ অধিকতর সজীব থাকে এবং বেঁচে থাকতে পারে। গমকে মাড়াই করা হয় (যিশাইয় ২৮:২৮), খ্রীষ্ট ঠিক সেই রকম তিনি বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করেন, এই বৈৎলেহেমকে বলা হয় রুটির ঘর এবং দর্শন রুটির আদর্শ নমুনা ছিলেন।

[২] তিনি হলেন ঈশ্বরের রুটি (পদ ৩৩), স্বর্গীয় রুটি, একমাত্র তিনিই যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন (পদ ৪৬): "আমার পিতা স্বর্গ থেকে তোমাদের সত্যিকারের রুটি দিচ্ছেন" (পদ ৩২)। তিনি এই রুটিকে প্রস্তুত করেছেন আমাদের আত্মার রুটি হিসেবে, ঈশ্বরের পরিবারের রুটি, তার সন্তানদের রুটি। হারোনের বংশধরেরা যে উৎসর্গ দিত তাকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের খাবার (লেবীয় ২১:২১,২২)। খ্রীষ্ট তাঁর কথা এবং আদেশের মধ্যে উৎসর্গ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

[৩] খ্রীষ্ট হলেন জীবন রুটি (পদ ৩৫,৪৮)। সেই জীবন রুটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদোন বাগানের মাঝখানে অবস্থিত গাছের ফলের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল যেন আদম তা না খান। তাঁকে বলা হয়েছিল, "যদি তার ফল খাও তাহলে মরবে, আর যদি না খাও তাহলে বাঁচবে।" পরোক্ষভাবে খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে জীবনের গাছ, যে গাছের ফল খেলে মানুষ জীবন পায়। খ্রীষ্ট হলেন জীবন রুটি, কারণ তিনি হলেন জীবন গাছের ফল।

*প্রথমত*, আমরা দেখি: তিনি হলেন জীবন রুটি (যা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন নিজের সম্পর্কে, পদ ৫১): "আমিই সেই জীবন রুটি।" রুটি মূলত মৃত বস্তু, কিন্তু এটি মানুষের জীবন্ত দেহের কার্যক্ষমতার সাহায্যের আবশ্যক। কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন স্বয়ং জীবন রুটি। নিজের ক্ষমতা দ্বারা খাবার যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। যদি মান্না এক রাত রাখা হয় তাহলে তাতে দুর্গন্ধ হত এবং কীট জন্মাত। কিন্তু খ্রীষ্ট চিরকাল জীবন্ত, অনন্তকাল স্থায়ী রুটি, এই রুটিতে কখনোই ছত্রাক পড়বে না এবং কখনোই পুরাতন হবে না, সব সময়ই থাকবে নতুন। খ্রীষ্ট

ক্রুশে নিজের জীবন দান করেছেন যেন বিশ্বাসীগণ চিরকাল পবিত্র আত্মায় বলবান থাকেন এবং পবিত্র আত্মায় আনন্দিত থাকেন। তার মধ্যস্থতা চিরকাল স্থায়ী থাকবে মানুষকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করার জন্য।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি জগতের মানুষকে জীবন দান করেন (পদ ৩৩), সেই জীবন হল অনন্ত জীবন এবং আত্মিক জীবন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের আত্মিক জীবনের মিলন ঘটায়, চিরকাল যুক্ত রাখে এবং ভবিষ্যতে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা পূরণ করে। এটি এমন এক জীবন যাতে সমস্ত সুখ ও শান্তি সংযুক্ত করে। মান্না কেবল সাময়িকভাবে জীবনকে রক্ষা করতো এবং দেহকে সজীব রাখত। কিন্তু এটির আত্মিক জীবন রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না কিংবা চিরস্থায়ী জীবন দিতে পারত না। এটি নতুন করতে পারত না। কিন্তু যারা পাপে্ মৃত খ্রীষ্ট তাদের অনন্ত জীবন দিতে সক্ষম। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির জীবন রক্ষা করার জন্যই এই মান্না দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এসেছিলেন জগতের সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য। কোন শক্তি আমাদের রুটির অনুগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। খ্রীষ্ট এসেছিলেন মানুষের আত্মার মধ্যে নতুন জীবন দান করতে এবং তাঁর এই গ্রহণযোগ্য কাজের ফলদায়ক প্রভাব যেন মানুষের জীবনে পড়ে।

[৪] তিনি হলেন সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। এই কথাটি তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন, যেমন পদ ৩৩,৫০,৫১,৫৮। তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন:-

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বরের মত তাঁরও স্বর্গীয় সত্তা রয়েছে। সেই স্বর্গ থেকে তিনি এই জগতে নেমে এসেছিলেন মানবীয় স্বভাব গ্রহণ করার জন্য: "আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি।" এখানে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, খ্রীষ্ট আদি থেকে, সৃষ্টির পূর্ব থেকে আছেন এবং আদি থেকেই পিতার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সামর্থ, কারণ স্বর্গ হল ক্ষমতার আকাশ এবং তাঁর ক্ষমতা, তিনি এসেছেন স্বর্গীয় কার্যের দায়িত্বভার নিয়ে।

*দ্বিতীয়ত*, ঈশ্বরের সমস্ত উত্তম এবং মঙ্গলজনক দান খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এসেছেন, কেবল স্বাভাবিকভাবে নয়, তিনি নেমে এসেছেন (পদ ৫১); তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। তিনি স্বর্গ এটি আমাদের এই অর্থ বহন করে যে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে বিশ্বাসীদের কাছে আলো, জীবন এবং ভালবাসা নেমে আসার চিরস্থায়ী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। যেমন করে প্রতিদিন মান্না নেমে আসতো (ইফিষীয় ১:৩)। *Omnia desuper* – সমস্ত কিছু স্বর্গ থেকে নেমে আসে।

[৫] তিনি যে রুটি ছিলেন মান্না ছিল তার নমুনা এবং নকশা (পদ ৫৮)। সেই রুটি ছিল সত্যিকারের রুটি (পদ ৩২)। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের দেয়া সেই একই খাবার এবং সেই একই জল তারা সবাই খেয়েছিল। ঈশ্বরের দেওয়া যে পাথর তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল তা থেকে তারা খাবার জন্য জল পেত। খ্রীষ্ট ছিলেন সেই পাথর, যার জল তিনি মানুষকে খেতে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মান্না, জীবন রুটি হিসেবে যা তিনি মানুষকে খেতে দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১০:৩,৪)। ইস্রায়েলীয়দের মান্না দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে খ্রীষ্ট আত্মিক ইস্রায়েলীয়দের আত্মিক খাবার দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলীয়দের সবার

জন্য যথেষ্ট মান্না দেওয়া হত। তেমনি বিশ্বাসীদের জন্য খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা। তিনি সেই মান্না সংগ্রহ করেছেন এবং যখন তিনি আসবেন তখন তা ব্যবহার করবে যেন একজনও এই মান্না থেকে বঞ্চিত না হয় এবং একটি মান্নাও যেন ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট না থাকে। তিনি অল্প সংগ্রহ করবেন, যখন তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায় আগমন করবেন। আর তখন তিনি দেখতে পাবেন যে, তার কোন অভাব ঘটে নি। মান্না সকাল বেলা সংগ্রহ করতে হত। তারাই খ্রীষ্টকে লাভ করবে যারা শীঘ্র খ্রীষ্টকে খোঁজ করে। মান্না ছিল মিষ্ট স্বাদের খাবার। যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে খ্রীষ্ট হলেন অমূল্য সম্পদ। কেনান দেশে না আসা পর্যন্ত ইস্রায়েল জাতির লোকেরা মান্না খেয়ে জীবন ধারণ করত। আর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা জীবন পাই এবং চিরকাল বেঁচে থাকতে পারি। ব্যবস্থা-সিন্দুকের মধ্যে মেজবানীর মধ্য দিয়ে আমরা আত্মিক রুটির স্মরণ করি।

(২) তাঁর উপর কি দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তা তিনি এখানে দেখিয়েছেন এবং যে সুসমাচার দেবার জন্য জগতে এসেছেন তাও দেখিয়েছেন। খ্রীষ্ট রূপক কথা একপাশে সরিয়ে রাখলেন এবং সরাসরি কথা বললেন, কোন প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করলেন না, মানুষের মধ্যে তাঁর কাজের বিষয় তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানালেন, (পদ ৩৮-৪০) ।

[১] তিনি সর্বসমক্ষে নিশ্চিতরূপে বলেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে স্বর্গ থেকে এই জগতে এসেছেন (পদ ৩৮)। তাঁর নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে নয় কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে এসেছেন। তিনি স্বর্গ থেকে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার জন্য তিনি নিচের পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এ যেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথ পাড়ি দেওয়া এবং নিচের দিকে মহা পদক্ষেপ রাখা। তিনি এই পৃথিবীর গৌরবের কথা বিবেচনা করে স্বর্গ থেকে এসেছেন, দুঃখ, কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্থ পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। আমরা তাঁকে আশ্চর্য হয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি "এই উদ্যোগের জন্য কি আপনাকে চালিত করেছে?" এখানে তিনি আমাদের কাছে তা বলেছেন, তিনি এখানে তাঁর নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে আসেন নি, কিন্তু তাঁর পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে এসেছেন। তাঁর পিতার সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা হতে পারে এমন কোন ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন নি। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে তিনি এইসব কথা বলেছিলেন তারা তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করল। "না," তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছা কোন উৎস নয় যেখান থেকে আমি এই সব করছি। আমি এই উৎস দ্বারা শাসন করছি না। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করছি।" এর অর্থ হল:

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট কেবলমাত্র নিজের কাজ করার জন্য একান্ত ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে এই জগতে আসেন নি, কিন্তু মানবীয় স্বভাবের অধীনে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছেন। যেমন করে রাষ্ট্রদূত তার নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তেমনি করে তিনি তাঁর পিতার পক্ষে লোকদের মধ্যে কাজ করার জন্য এসেছেন বা পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে এসেছেন যাঁকে জনগণের মাঝে কাজ করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি এসেছিলেন ঈশ্বরের মহান প্রতিনিধি হিসেবে এবং পৃথিবীর মহান পরিত্রাণকর্তা হিসেবে। ব্যক্তিগত কোন কাজ করার জন্য তাঁকে এখানে আনা হয় নি। তিনি মানুষের মধ্যে তাঁর কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন ছাড় দিতে আসেন নি, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা

পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন কোন ব্যক্তিগত কাজের পরিকল্পনা করেন নি এবং ব্যক্তিগত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজ চালিয়ে যান নি। পৃথক কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তাঁর মনে একেবারেই ঠাই পায় নি। যাদের মধ্যে তিনি কাজ করেছেন তাদের মধ্যে পৃথকভাবে কারো প্রতি গভীর মনযোগ সহ কাজ করেন নি। খ্রীষ্টের সারা জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা এবং মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করা। এই কারণে তিনি কখনো পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা অথবা নিজের বিশ্রামের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করেন নি। কিন্তু, যখন জীবন-মৃত্যুর কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন মানবীয় স্বভাবের কারণে তিনি উদ্বিগ্ন হলেও তা ছিল সাময়িক। তাঁর পৃথিবীতে আসার বিষয় বিবেচনা করে তিনি সমস্ত উদ্বিগ্নতা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং মানুষ হিসেবে নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।"

[২] তিনি আমাদের জানিয়েছেন, বিশেষত পিতার কোন ইচ্ছা পালন করার জন্য এসেছেন তা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তিনি এখানে আদেশ প্রকাশ করেছেন এবং সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করেছেন।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের প্রতি ব্যক্তিগত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি অবশ্যই বাছাইকৃত অবশিষ্টাংশদের রক্ষা করেন এটি ছিল ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের মধ্যে মানুষের পরিত্রাণের চুক্তি (পদ ৩৮): "কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। এই আদেশ পালন করার জন্য আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন যে সমস্ত লোকদের তিনি আমার হাতে অর্পণ করেছেন তাদের মধ্যে একজনকেও যেন আমি না হারাই।" লক্ষ্য করুন:

১. ঈশ্বরের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের সন্তানদের অর্পণ করা হয়েছে তাঁর তত্ত্বাবধানে। যেন তারা স্বর্গে চিরকাল বাস করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাঁর নাম এবং তাঁর গৌরবের জন্য তাদের খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়েছে, উত্তরাধিকারের জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাদের মালিকানার জন্য। লোকদের জন্য যা কিছু করণীয় রয়েছে তা খ্রীষ্টকে করতে দিন, এদের শিক্ষা দিতে দিন, আরোগ্য করতে দিন, তাদের ঋণ পরিশোধ করতে দিন, তাদের মামলা চালাতে দিন, অনন্ত জীবনের জন্য তাদের রক্ষা করতে দিন এবং প্রস্তুত করতে দিন এবং তাদেরকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে তৈরি করতে দিন। ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের সাজাবেন, যেমন করে তিনি এই সুন্দর পৃথিবীকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সাজিয়েছেন। বিশেষ করে মানুষ, তাদের জীবন ও সত্তা সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং পরিণতি তাঁর দ্বারা নিরূপিত। যেমন পাপী মানুষ তার বিচারের সন্তুষ্টির জন্য অন্ধকারে নিক্ষেপ করার কিংবা পীড়নকারীদের হাতে তাদের সমর্পণ করার ক্ষমতা তা আছে। কিন্তু তাঁর করুণার মাধ্যমে তারা রক্ষা পেতে পারে এবং তিনি তাদের পরিত্রাণকর্তার হাতে সমর্পণ করবেন যেন তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পায়। ঈশ্বর যাদের তার বিশেষ ভালবাসার জন্য বেছে নেবেন তাদের তিনি বিশ্বাসপূর্বক খ্রীষ্টের কাছে গচ্ছিত রাখবেন।

২. খ্রীষ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, পিতা তাঁর হাতে যাদের অর্পণ করেছেন তাদের মধ্যে একটি প্রাণ ও যেন নষ্ট না হয় বা হারিয়ে না যায়। যেসব সন্তানদের তাঁর গৌরবের মধ্যে আনা হয়েছে তারা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে এবং তাদের মধ্যে কেউ হারিয়ে যাবে না (মথি ১৮:১৪)। তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হবে না। কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুগ্রহ তাদেরকে শুচি করেছে। "আমি নিজেই ওর জন্য জামিন রইলাম। ওর জন্য তুমি আমাকে দায়ী করো, আমি যদি ওকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না দেই, তবে চিরকাল আমি তোমার কাছে দোষী হয়ে থাকবো" (আদিপুস্তক ৪৩:৯)।

৩. দেহের পুনরুত্থান করতে যাদের খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি খ্রীষ্টের দায়িত্ব রয়েছে। আমি তাদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। যা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু না, এই দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে হবে। দেহ হল মানুষের একটি অংশ আর তাই দেহ হল খ্রীষ্টের ক্রয় করা জিনিস এবং তাঁর দায়িত্বের একটি অংশ। এটি প্রতিজ্ঞাকে সংযুক্ত করে। এই কারণে এটি হারিয়ে যাবে না বা নষ্ট হবে না। এই দায়িত্ব কেবল কাউকে না হারানো বা কোন ব্যক্তিকে হারানো নয়, কিন্তু কোন কিছুই না হারানো। এই কারণে দেহ নষ্ট হবে না বা হারিয়ে যাবে না। তখন বিশ্বাসদের আত্মা এবং দেহ খ্রীষ্টের মাধ্যমে পুনর্মিলিত এবং সংগ্রহ করা হবে, যেন তিনি পিতার কাছে তাদের উপস্থিত করতে পারেন: "এই দেখ আমি এবং এই সন্তানেরা যাদের ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন" (ইব্রীয় ২:১৩; ২ তীমথিয় ১:১২)।

৪. এই সব কিছুই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন, তাঁর ইচ্ছার পরামর্শ অনুযায়ী খ্রীষ্ট সমস্ত কাজ করেছেন। এই আদেশ তিনি তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন। আর পিতার আদেশের কথা তিনি সবসময় মনে রেখেছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব খ্রীষ্টের উপর দেয়া হয়েছিল যেন ঠিক সেই শিক্ষা অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট মধ্যে মানুষ খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করে। আর এটি হল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে অনুগ্রহের চুক্তি যে সমস্ত বিশেষ লোকদের খ্রীষ্টকে দেয়া হয়েছিল তা গুপ্ত আছে: "প্রভু জানেন কে কে তাঁর।" যদিও এখন গোপন আছে কিন্তু পরে তাদের সমস্ত কাজ প্রকাশ করা হবে। জীবন এবং শান্তি লাভের যে নিমন্ত্রণ সুসমাচারের মধ্যে রয়েছে তার দ্বারা যাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে অর্পণ করা হয়েছে যেন তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করেন। আর যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে (পদ ৪০): "আমার পিতার ইচ্ছা এই – তোমাদের মধ্যে যারা পুত্রকে দেখে তাঁর উপর বিশ্বাস করবে, তারা যেন অনন্ত জীবন পাও; আর আমিই তাদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলবো।" এটি এমন একটি চলমান পদ্ধতি যে, যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে এবং পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। তিনি যিহূদী হতে পারেন কিংবা অন্য কোন জাতির হতে পারেন। যে কেউ যে কোন সময় খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে তিনি তাকে পরিত্রাণ দান করবেন এবং শেষ দিনে তিনি তাকে জীবিত করে তুলবেন। বাস্তবিক এই হল সুসমাচার, মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সংবাদ। এটি শোনার ফলে পুনর্জীবিত হওয়া যাবে।

১. অনন্ত জীবন লাভ করা যাবে। প্রথম আদমের মাধ্যমে পাপর শুরু হয়েছিল। যে গাছের ফল খাওয়া আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল তা আদম খেয়েছিলেন এবং পাপী হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। আর এর ফলে ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু

দ্বিতীয় আদম খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করলেন। আর খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণপ্রাপ্ত সমস্ত মানুষের ঈশ্বরের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পেরেছে। মহিমার মুকুট আমাদের জন্য তোলা রয়েছে, এটি ঈশ্বরের স্বর্গমুখী ডাকের পুরস্কারের মত, যে পুরস্কার লাভের জন্য আমরা ছুটে চলেছি।

২. প্রত্যেকেই তা পেতে পারে। এই সুসমাচার প্রচার করলে, সবাই এর নিমন্ত্রণ লাভ করবে এবং কেউ এই কথা বলতে পারবে না, "আমি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নই" (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭)।

৩. "যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁতে বিশ্বাস, সে যেন অনন্ত জীবন পায়"। অনেকে এই *দর্শন করা* কথাটি এই অর্থ করেন যে, খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ এবং তার অনুগ্রহ যাদেরকে প্রস্তুত করেছে, অনন্ত জীবনের এই সীমাবদ্ধতা কেবল তাদের জন্য। প্রত্যেকের সুযোগ রয়েছে খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত হওয়ার। তার উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে এই পরিচয়কে আরও ঘনিষ্ট করে তুলবে। তারা অবশ্যই অনন্ত জীবন পাবে এবং কেউ তাদের বিশ্বাস না আনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করবে না (কিন্তু যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই এখানে এই যিহূদীদের মত (পদ ৩৬), যারা দেখেছেন কিন্তু তবুও বিশ্বাস করে নি, খ্রীষ্টকে জেনেছেন তবুও তাঁর উপর আস্থা রাখেন নি। তাঁকে দেখা মানে তাঁর সম্পর্কে ভালভাবে জানা, তাঁর শিক্ষা জানতে পারা ও বুঝতে পারা এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করা। প্রত্যেকে খ্রীষ্টকে দেখেছে, এর অর্থ হল তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখেছে, যারা দ্বারা আমরা সম্পর্কে সুসমাচারের শিক্ষা যথার্থভাবে বুঝতে পারবো এবং তা কার্যকর করতে পারবো। এর অর্থ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানো, ঠিক যেমন করে বিষধর সাপের কামড়ের ফলে যন্ত্রণায় কাতর ইস্রায়েল জাতির লোকেরা পিতলের তৈরি সাপের দিকে তাকিয়েছিল। খ্রীষ্টের উপর অন্ধ বিশ্বাস কর-ার প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত স্বেচ্ছায় আমাদের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ রাখা এবং তাঁকে অনুসরণ করা। আমরা তাঁকে দেখবো এবং আমরা এটাও দেখবো যে, কী ভিত্তির উপর আমরা আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এটি তখনই সঠিক হবে যখন আমরা কান-কথার মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো না, মণ্ডলীর অনেক বিশ্বাসীদের মত। কিন্তু যথার্থ বিবেচনার ফল এবং অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশ্য: *এখন আমার চোখে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। আমরা নিজেরা তাঁর কথা স্বয়ং শুনতে পাচ্ছি*।

৪. যারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে, তারা অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষমতার শেষ দিনে আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবেন (পদ ৩৯) এবং তিনি নিজ দায়িত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজ করবেন, "আর আমি তাদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।" এই কথা এই ইঙ্গিত দেয় যে, এটি কেবল দেহে জীবন ফিরে পাওয়াই নয় কিন্তু এটি সমস্ত মানুষের অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।

২. জীবন রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের সম্পর্কে এই সব বিষয় নিয়ে এখন যা আলোচনা করেছেন সেই বিষয়ে শ্রোতাদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা আলোচনা করি।

(১) যখন তারা ঈশ্বরের রুটি, যা জীবন দেয় এই রকম বিষয়ে কথা শুনল তারা আন্তরিকভাবে সেই রুটির জন্য আবেদন করলো (পদ ৩৪): "মহাশয়, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদেরকে দিন।" আমি মনে করি না যে, এই কথা তারা ঠাট্টা করে বা অবজ্ঞা করে বলেছিল, এই ঠাট্টা বা অবজ্ঞা সম্পর্কে, অধিকাংশ অনুবাদক এভাবে ব্যাখ্যা করেন: "আমাদের এই রকম রুটি দিন, যদি আপনি দিতে পারেন। আমরা ঐ খাবার খেতে চাই, তা একবারের জন্য নয়, যেমন করে পাঁচটি রুটি ও দু'টি মাছ দিয়ে খেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সব সময়ের জন্য সেই রুটি খেতে চাই।" এটি অনুতাপী ডাকাতের আবেদনের চেয়ে বেশি ভাল ছিল না, কেননা খ্রীষ্টের বাম পাশের ক্রুশবিদ্ধ ঐ ডাকাত বলেছিল, "তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট? তাহলে নিজেদের ও আমাদের রক্ষা কর।" কিন্তু আমি মনে করি এটি অনুরোধ। যদিও তা ছিল মূর্খতাপূর্ণ অনুরোধ, তথাপি তারা সৎ মনোভাব এবং ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই এই রুটির জন্য আবেদন করেছিল। কারণ তারা খ্রীষ্টকে মহাশয়' বলে সম্মোধন করেছিল এবং তিনি যা দিতে চেয়েছিলেন তা পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, এর জন্য তিনি যাই মনে করুন না কেন। স্বর্গীয় বিষয়ে সাধারণ এবং বিভ্রান্তিজনক ধারণা তাদের মাংসিক হৃদয়কে ভুলভাবে কোন কিছু পাওয়ার জন্য আকাঙ্খী করতে পারে এবং তার মন্দ উদ্দেশ্য এই সব বিষয় পাওয়ার জন্য খ্রীষ্টের কাছে অনুরোধ করতে পারে। বিলিয়মের ইচ্ছার মত, যিনি ধার্মিকের মৃত্যুর মত মরতে চেয়েছিল। যাদের ঈশ্বরের বিষয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে তারা মানুষকে গাছের মত হেঁটে যেতে দেখে। আমি দাবী করে বলতে পারি যে, তাদের আত্মানী অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা অস্ফুষ্ট এবং অস্পষ্ট প্রার্থনায় পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে ঈশ্বরের সাহায্য উত্তম বিষয় এবং স্বর্গ একটি চমৎকার জায়গা, তারা স্বর্গের অধিকারী হতে চাইলেও তারা পেতে অসমর্থ। কারণ ঐ পবিত্র জায়গার জন্য তাদের কোন প্রকার আকাঙ্খা করেন এবং এর কোন গুরুত্ব দেয় না অথচ এটি সবার জন্য খুব প্রয়োজন। আসুন আমরা এর জন্য আত্মার ইচ্ছা ব্যক্ত করি। আমরা কি আবেদন করে দেখেছি ঈশ্বর মঙ্গলময় কি না? আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং বাক্যের মধ্যে খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছি? আসুন আমরা বলি, "রব্বি, সব সময় আমাদের এই রুটি দিন। এই জীবন খাদ্যকে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে পরিণত করুন, স্বর্গীয় মান্না দিয়ে আমাদের সব সময় আপ্যায়িত কর, আমাদের কখনোই এর অভাব পড়তে দিও না।"

(২) কিন্তু যখনই তারা জানতে পারলো যে, জীবন রুটি বলতে খ্রীষ্ট নিজেকে বুঝিয়েছেন, তখন তারা তা অবজ্ঞা করল। হয় যারা এই রুটির জন্য আবেদন করেছিল তারা (পদ ৩৪), অথবা অন্য কোন দল, যারা এটা প্রকাশ করে নি, তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, অন্য কোন লোকেরা এই কথা বলেছিল, কারণ তারা তাঁকে 'যীশু' বলে ডেকেছিল। এটি এখন প্রকাশ পেল (পদ ৪১) তারা তাঁর বিরুদ্ধে বকবক করতে লাগল। এই বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশ করেছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেবার পর। যে ঘোষণা ছিল, ঈশ্বরের যে ইচ্ছা খ্রীষ্ট পূর্ণ করতে এসেছেন এবং মানুষের পরিত্রাণ সম্পর্কে তাঁর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে (পদ ৩৯-৪০), এই কথাগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এবং অনুগ্রহপূর্ণ, যা আগে কখনো খ্রীষ্টতার মুখ দিয়ে প্রকাশ করেন নি। এই কথাগুলো ছিল সবচেয়ে মূল্যবান এবং বিশ্বাসযোগ্য যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। অনেকে মনে করেন, মিশর দেশে থাকার সময় ইস্রায়েল জাতি যখন শুনেছিল যে, ঈশ্বর তাদের তত্ত্বাবধান করতে এবং তাদের দুরবস্থা দূর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন তখন যেভাবে তারা মাথা নিচু

করেছিল এবং ঈশ্বরের উপাসনা করেছিল এটিও তেমনি। কিন্তু পক্ষান্তরে, তিনি তার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন বা যা তিনি দিতে চেয়েছিলেন সেই কথার পরিসমাপ্তিতে যে উদাহরণ স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল ভিন্ন রকম। লোকেরা বিরক্ত হল, তারা বক্‌বক্‌ করতে লাগল, খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তা নিয়ে নিজেরা তর্ক করতে লাগল। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করলো না এবং আপত্তি করলো না। কিন্তু তারা নিজেরা এই নিয়ে বলাবলি করলো এবং তারা এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করলো এবং ধীরে ধীরে প্রত্যেকে মনে তার ক্ষতি করার মনোভাব সৃষ্টি হল। অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের শিক্ষার বিষয়ে প্রকাশ্যে দ্বিমত প্রকাশ করে না। তাদের এই আপত্তি এতই দুর্বল এবং এতই ভিত্তিহীন যে তারা হয় লজ্জিত হত অথবা ভয় পেত, এই জন্য তারা নীরবতা পালন করত। কিন্তু তারা মনে মনে ঠিকই এই কথা বলে যে, "আমরা আপনার এই কথা মানি না, বিশ্বাসও করি না এবং পছন্দও করি না।" এখন আমরা লক্ষ্য করি:

[১] খ্রীষ্টের নিশ্চিতভাবে স্বর্গ থেকে নেমে আসার বক্তব্যে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল (পদ ৪১,৪২)। তিনি যা বলেছিলেন তা কি ছিল: "আমার ইচ্ছা সাধন করার জন্য আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসি নি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা সাধন করার জন্য এসেছি।" তারা স্বর্গদূতদের স্বর্গ থেকে নেমে আসার কথা শুনেছিল বটে, কিন্তু কখনোই একজন মানুষের স্বর্গ থেকে নেমে আসার কথা শোনে নি। তিনি যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উপরে, এই বিষয়টি তিনি তাদের সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ দেওয়ার সত্ত্বেও তারা বিষয়টি উপেক্ষা করল।

[২] তিনি এই পৃথিবীর মানুষ এবং তার বংশ এই পৃথিবীতে বাস করছে, এই বিষয়টি বিচার করে তারা বলতে লাগল, "এ কি যোষেফের ছেলে যীশু নয়? এর পিতা-মাতাকে কি আমরা চিনি না?" তারা স্বর্গ থেকে নেমে আসার এই কথাটি তারা ভ্রান্ত বলে গ্রহণ করল, কারণ তিনি সাধারণ মানুষের মত একজন মানুষ। তার অনুগ্রহপূর্ণ যীশু নামকে তারা তাচ্ছিল্যের সাথে উচ্চারণ করল: যীশু। "এ কি যীশু নয়?" তাদের এইভাবে বলার কারণ হল, যোষেফ তাঁর সত্যিকারের পিতা এই কথা সবাই স্বীকার করত, যদিও সবাই তাঁকে এই নামেই ডাকতো এবং এই নামেই তাঁর খ্যাতি ছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা, যেমন, তিনি কেবলমাত্র একজন মানুষ, সাধারণ মানুষের মত তাঁকে গর্ভে ধারণ করা হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের মতই তাঁর জন্ম হয়েছিল। খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং কাজকে উপলক্ষ্য করে তারা খ্রীষ্টের প্রতি দোষারোপ করেছিল। যারা খ্রীষ্টকে সাধারণ মানুষের সন্তানের সমকক্ষ করছিল আমরা তাদের মাতা-পিতাকে চিনি। তারা সাধারণ মানুষ। যদিও তারা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের সম্মান এবং তার কার্যভারের রহস্য থেকে কোন কিছু খর্ব করে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং এখানে উপস্থিত যিহূদীদের মত যারা শেষ দিনে আব-ার তাদের জীবিত করবার বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রভু যীশুর প্রতি বক্‌বক্‌ করছিল।

৩. খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মহান কাজে বিশ্বাস করা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন (পদ ২৯), তাঁর কাজ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছিলেন, এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে।

(১) তিনি আমাদের দেখিয়েছেন খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মানে কী।

[১] খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মানে হল, খ্রীষ্টের কাছে আসা। তিনি আমাদের কাছে যেমন এসেছেন আমাদেরও তেমনি খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে (পদ ৩৫) এবং আবার (পদ ৩৭): "তারা সবাই আমাদের কাছে আসবে।" একইভাবে দেখুন, পদ ৪৪,৪৫। অনুতাপ হল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা (যিরমিয় ৩:২২), একইভাবে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে এবং তাঁকে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা রূপে তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে এবং ঈশ্বরের পথে চলতে হবে। এটি খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত ভালবাসাকে প্রকাশ করে। কারণ এটি আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং আমাদের কাজকে গ্রহণযোগ্য করে। যা তাঁকে বিরোধী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল এবং যা তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করছিল সেই সমস্ত বিষয় থেকে এটি বের হয়ে এসেছে এবং তাঁর মধ্যে আমাদের যে জীবন এবং পরিত্রাণ দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই বিষয় থেকে বের হয়ে এসেছে। যখন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন বড়জোর আমরা বলতে পারতাম তিনি কোথায় এসেছেন, এইভাবে বর্তমানে তাঁর বাক্য এবং আদেশ আসা আমাদের কাছে আরও সহজতর হয়েছে।

[২] এটি খ্রীষ্টকে খাওয়া সম্পর্কে (পদ ৫১): "যে এই রুটি খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে।" এর আগের ইঙ্গিতটি প্রয়োগ করা হয়েছিল আমাদের সম্পর্কে খ্রীষ্টকে। আর এখন এই ইঙ্গিতটি প্রয়োগ করা হয়েছে খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদেরকে। আকাঙ্খা এবং আনন্দের সঙ্গে আমাদের জীবন এবং পরিত্রাণ গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে সান্ত্বনা গ্রহণ করতে হবে। খ্রীষ্টকে খাওয়া হল ইস্রায়েলদের মরুভূমিতে থাকার সময় মান্না খাওয়ার মত। রান্না করার জন্য সমস্ত মাংসের হাড়ি তারা মিশর দেশে ফেলে এসেছিল। এই খাবার খাওয়ার জন্য তাদের দু'হাতে পরিশ্রম করতে হয় নি, কিন্তু জীবন্ত এবং খাঁটি রুটি তাদেরকে স্বর্গ থেকে দেয়া হয়েছিল।

(২) তিনি দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার ফলে আমরা কি পাব। যদি আমরা তাঁর কাছে আসি তাহলে তিনি আমাদের কি দেবেন? যদি আমরা তাঁকে খাই তাহলে আমরা এমন কি হব যা আরও মঙ্গলজনক হবে? যা আমরা ভয় করি তা হল, অভাব এবং মৃত্যু। কিন্তু আমরা আমাদের অস্তিত্বের সান্ত্বনার নিশ্চয়তা পেতে পারি এবং এর অবস্থিতি আমাদের ঐ সান্ত্বনাসমূহের মাঝখানে। আমরা প্রচুর পরিমাণে সান্ত্বনা পেয়েছি খ্রীষ্টের কাছ থেকে। প্রকৃত বিশ্বাসীকে এই দু'টি বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।

[১] তারা কখনো অভাবগ্রস্থ হবে না, কখনো ক্ষুধার্থ হবে না, কখনো পিপাসিত হবে না (পদ ৩৫)। তারা আকাঙ্খা করবে, আন্তরিক আকাঙ্খা। সেই আকাঙ্খা এমনই প্রাচুর্যপূর্ণ, এমনই সময়োচিত, এমনই উপযুক্ত, এমনই সন্তুষ্টিজনক যে, তাদের ক্ষুধার্থ এবং তৃষ্ণার্ত বলে ডাকা হবে না। তারা কখনোই ক্ষুধার্থ হবে না, পিপাসিত হবে না, যা উদ্বিগ্ন করে এবং কষ্টদায়ক। যারা মান্না খেয়েছিল এবং পাথর থেকে বের হয়ে আসা জল তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্যে আছে উপচে পড়া পরিপূর্ণতা যা কখনোই নিঃশেষ হবে না এবং তাঁর সাথে সর্বদা প্রবাহমান উপচে পড়া যোগাযোগ কখনো বাধাগ্রস্থ হবে না।

[২] তারা কখনো মারা যাবে না, শাশ্বতভাবে মৃত্যুবরণ করবে না, কারণ:-

*প্রথমত*, তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে অনন্ত জীবন পেয়েছে (পদ ৪৭)। তিনি এর

নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা এবং প্রথম ফল। খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন হল অনন্ত জীবনের আরম্ভ।

*দ্বিতীয়ত*, লোকেরা মান্না খেয়েছিল, কিন্তু পরে তারা মারা গিয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট এমন এক রুটি যা মানুষ খেলে কখনো মরবে না (পদ ৪৯,৫০)। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাদের দেওয়া মান্নার অপর্যাপ্ততা: "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন, আর তবুও তারা মারা গেছেন।" আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যুর পর আমরা হয়তো ভাল কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেছি তাদের কবর দেখলে তা বুঝতে পারা যায়। তাদের কবর হয়তো সুন্দর কোন পাথর দিয়ে বাঁধানো হয় বা স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়। এর বিশেষত্ব হল, সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারের বিশাল প্রাচুর্যতা থাকলেও জীবনের সুতাকে বার বার চালিয়ে নিতে পারে না অথবা মৃত্যুর আঘাত রোধ করতে পারে না। যারা মান্না খেয়েছিল তারা অন্য সাধারণ মানুষের মতই মারা গিয়েছিল। তাদের খাদ্য সামগ্রীতে এমন মন্দ কিছুই ছিল না যা তাদের জীবনের দিন কমিয়ে দিয়েছিল, কিংবা তারা এমন পরিশ্রান্ত ছিল না কিংবা তাদের জীবনের অবসন্নতা এত তীব্র ছিল না যে যা তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল (কারণ তারা ফসল বুনেও নি কাটেও নি), তবুও তারা মারা গিয়েছিল।

(১) তাদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের শাস্তির তাৎক্ষণিক আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিল, কারণ তারা ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করেছিল। কারণ, যদিও তারা ঈশ্বরের দেওয়া খাবার খেয়েছিল তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, তাই তাদের মৃতদেহ মরুভূমিতে পড়ে ছিল (১ করিন্থীয় ১০:৩-৫)। আমরা যেমন খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্রোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েছি, তারা কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া মান্না খেলেও একইভাবে ঈশ্বরের ক্রোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে নি।

(২) অবশিষ্ট যারা ছিল তারা স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছিল এবং তারা যেখানে মান্না খেয়েছিল, স্বর্গীয় বিচার অনুসারে তাদের কঙ্কাল সেখানেই পড়ে ছিল। খ্রীষ্ট প্রথমে যে আশ্চর্য কাজের ফলে রুটি তৈরি করেছিলেন তা যদিও প্রতিদিনের খাবার হিসেবে মানুষ পেত তবুও তারা মারা যেত। মানুষের শরীর যতই বলযুক্ত হোক, এক সময় তাকে মারা যেতেই হবে (গীতসংহিতা ৯০:১০)। অনেক মান্না তখন তাদের অহঙ্কারী করে নি।

২. প্রকৃত মান্নার পর্যাপ্ততা। এই মান্না ছিল প্রতীকী: এই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, যা বাস্তবিক পবিত্র এবং স্বর্গীয় খাবার যেন মানুষ এই খাবার খায় এবং মারা না যায়। এর অর্থ হল ঈশ্বরের ক্রোধ এবং শাস্তির অধীনে না থাকা, যা আত্মাকে মেরে ফেলে। দ্বিতীয় মৃত্যুবরণ করবে না। না, প্রথম মৃত্যু চূড়ান্ত এবং পুনরুদ্ধারের অসাধ্য হবে না। তারা মারা যাবে না, এর অর্থ হল তারা বিনষ্ট হবে না। স্বর্গীয় উদ্যানের অধিকারী হওয়ার জন্য তারা বিফল হবে না, ইস্রায়েলীয়রা যেমন করে এই জগতের কেনান দেশে উপস্থিত হয়েছিল। পরের কথায় এই প্রতিজ্ঞার আরও ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই: "যে এই রুটি খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে," পদ ৫১। কখনো মারা যাবে না এই কথার অর্থ হল: যদি তিনি মারাও যান, তিনি এই মৃত্যু অতিক্রম করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছাবেন

যেখানে কখনো মৃত্যু হবে না, চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবে। যদিও মানুষ পাপর শাস্তিস্বরূপ চিরকাল দোযখে থাকবে, কিন্তু পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষের আত্মার জন্য অনন্তকাল স্থায়ী জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষ চিরকাল সেই স্থানে আনন্দে থাকবে। মানুষের দৈহিকভাবে মারা যাওয়ার প্রয়োজন আছে। খ্রীষ্টের দায়িত্ব হল পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সংগ্রহ করা এবং তাদের জীবিত করে তোলা। আগের পদ অনুসারে (পদ ৪৪): "আর আমিই তাদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।" জীবিত করে তোলার পর তারা আর মৃত্যুবরণ করবে না, তারা চিরকাল জীবিত থাকবে।

(৩) তিনি আমাদের খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি এখানে সেই সমস্ত লোকদের কথা বলেছেন যারা তাঁকে দেখেছে কিন্তু তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি, পদ ৩৬। তারা ব্যক্তি মানুষ হিসেবে খ্রীষ্টকে দেখেছে, তাঁর আশ্চর্য কাজ দেখেছে, তাঁর প্রচার শুনেছে, তবুও তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। দৃষ্টির ফলে সব সময় বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। সৈন্যরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সচক্ষে দেখেছিল অর্থাৎ তারা ছিল পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার পরিবর্তে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। এই জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টকে চোখে দেখে নি, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের আত্মার কাজ দ্বারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল। আমরা এখানে দু'টি নিশ্চিত বিষয় দেখতে পাই যা আমাদের বিশ্বাসকে উৎসাহিত করে:-

[১] পুত্র তাদের স্বাগতম জানাবেন, যারা তাঁর কাছে আসবে (পদ ৩৭): "যে আমার কাছে আসবে আমি তাকে কোন মতেই বাইরে ফেলে দেব না।" খ্রীষ্ট আমাদের স্বাগতম জানাবেন, এই কথাটি আমাদের আত্মা কীভাবে স্বাগত জানাবে! আমাদের তাঁর কাছে আসতে হবে, এককভাবে আসতে হবে। আমাদের আগ্রহ নিয়ে আসতে হবে, কেবল দলগতভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া নয় কিন্তু প্রত্যেকটি আত্মাকে এককভাবে নিজেদের খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, এই কাজের জন্য দাবী হল প্রকৃত সুসমাচারের দাবী: খ্রীষ্টের কাছে আসা। যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসতে পারি। তাঁর সৌন্দর্য এবং ভালবাসা অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যা আমাদের তাঁর কাছে টেনে নেবে, বিপদের ভয়ে আমাদের তাঁর কাছে চালিত করবে। খ্রীষ্টের যে কোন কিছুই আমাদের তাঁর কাছে টেনে নিয়ে আসবে।

*দ্বিতীয়ত*, এই প্রতিজ্ঞা হল খাঁটি সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা: "যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোন মতেই বাইরে ফেলে দেবে না।" এখানে দু'টি না-বোধক কথা আছে: *আমি ফেলে দেব না, কোন মতেই না*।

১. এখানে আরও বেশি অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ভয়ের কারণ রয়েছে যে, তিনি আমাদের বাইরে ফেলে দেবেন। আমাদের হীনতা, আমাদের নীচতা, আমাদের অযোগ্যতা এবং আমাদের দুর্বলতার বিবেচনায় আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে এই প্রত্যাশা করতে পারি যে, তিনি আমাদের প্রতি ভ্রুকুটি করবেন এবং আমাদের বিপক্ষে তাঁর দরজা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু তিনি আমাদের এই সমস্ত ভয় তাঁর নিশ্চয়তা দ্বারা দূর করে দিয়েছেন। তিনি তা করবেন না, আমরা নিকৃষ্ট এবং জঘন্য হলেও তিনি এই জন্য আমাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা

করবেন না। আমরা পাপে পূর্ণ হলেও আমাদের প্রত্যাখ্যান করবেন না। দরিদ্র লোকেরা কি তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে না? যদিও তারা বুদ্ধিহীন এবং ধীরগতি সম্পন্ন, তবুও তিনি তাদের বাইরে ফেলে দেবেন না। যে সমস্ত দরিদ্র অসহায় রোগী তার কাছে সুস্থ হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসে, তারা কি খ্রীষ্টের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আসে? যদিও তাদের অবস্থা খুব খারাপ, যদিও তারা শূন্য হতে আসে, তবুও তিনি তাদের কোন মতে বাইরে ফেলে দেবেন না।

২. এর ভেতরে আরও অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। যখন এই কথা বলা হল যে তিনি কখনোই তাদের বাইরে ফেলে দেবেন না, এর অর্থ হল তিনি তাদের গ্রহণ করবেন। তাদের তিনি সাদরে আতিথ্য করবেন এবং যে কারণে তারা তাঁর কাছে এসেছে তা দিয়ে তিনি তাদের পূর্ণ করবেন। তিনি যেমন তাঁর প্রথম আগমনের জন্য ফিরিয়ে দেবেন না, তেমনি তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের অসন্তোষের কারণে তাদেরকে পরবর্তী সময়ে বাইরে যেতে দেবেন না। তাঁর উপহার এবং আহ্বান হল অনুতাপবিহীন।

[২] পিতার ইচ্ছা হল, যাদের তিনি খ্রীষ্টের হাতে দিয়েছেন তাদের কাউকে না হারিয়ে যথাসময়ে যেন তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে পিতার সামনে উপস্থিত হন। পিতা এবং পুত্রের মধ্যে সন্ধি বিষয়ক যে কাজ তা মানুষের পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পুত্রের দায়িত্ব হল যে সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসবে তাদের পাপ দূর করা, তাদের শুচি করা এবং তাদের পরিত্রাণ দান করা। "তুমি আমার হাতে তাদের ছেড়ে দাও এবং এদের বন্দোবস্ত করার সমস্ত ভার আমাকে দাও।" পিতা, যিনি সমস্ত কিছুর উৎস, সৃষ্টির নিয়ন্তা, যিনি জীবন এবং অনুগ্রহ, তিনি খ্রীষ্টের হাতে তাদের সবাইকে অর্পণ করলেন এবং সব কিছু তাঁকে প্রদান করলেন। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

*প্রথমত*, তিনি এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, পিতা যে দায়িত্ব ভার অর্পণ করেছেন তা তিনি পালন করবেন: "পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে" (পদ ৩৭) । খ্রীষ্ট সেই সমস্ত লোককে অভিযুক্ত করেছেন (পদ ৩৬), যারা তাঁকে দেখেও তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। আর এরপর তিনি এটি যুক্ত করলেন:

ক. তাদের অন্তরে নিজেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, আর তাই তারা খ্রীষ্টের কাছে আসে নি এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। যদি তারা তাদের চিন্তাধারা এবং কাজে অবিচল থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে এই চিন্তা প্রকাশ পাবে যে, তারা অনুগ্রহের অধিকারী হওয়ার জন্য মনোনীত হয় নি। তাহলে আমরা যদি আমাদের নিজেদের জগত এবং মাংসের কাছে সমর্পণ করি, তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারব যে, ঈশ্বর আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে অর্পণ করেছেন? (২ পিতর ১:১০)।

খ. তার নিজের আশ্বাস এবং উৎসাহের কারণ: "যদিও ইস্রায়েলীয়রা সংগৃহীত নাও হয় তথাপি আমি গৌরবান্বিত থাকবো।" ইস্রায়েলরা যে বিষয়ে আকাঙ্খা করে আসছিল তা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছেএ কিন্তু তারাই সেই অনুগ্রহ লাভ করেছে যাদের ঈশ্বর মনোনীত করে রেখেছিলেন (রোমীয় ১১:৭)। যদিও তিনি অনেক মানুষকে হারিয়েছেন, কিন্তু তাঁর হাতে যাদের দেয়া হয়েছে তারা একজনও হারায় নি। পিতা তাঁর হাতে যাদের অর্পণ করেছিলেন তারা সবাই তাঁর কাছে এসেছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই:

(ক) পরিত্রাণ লাভের জন্য ঈশ্বরের বাছাইকৃতদের বর্ণনা: ঈশ্বর যাদের আমার হাতে দিয়েছেন, সমস্ত বিষয় যা ঈশ্বর আমার হাতে দিয়েছেন। বাছাই করা লোকেরা এবং যাদের সব কিছুর অধিকারী করা হয়েছে, তাদের সব কাজ, তাদের সমস্ত অধিকার। তাদের সবাইকে তাঁকে দেয়া হয়েছে তাই তারা সবাই তাঁর নিজের হয়েছে। তিনি তাদের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন যে, তারা সবাই তাঁর দায়িত্বের পূর্ণ অধিকারে তাদেরকে তাঁর হাতে দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র সমস্ত মানুষ নয়, কিন্তু সমস্ত জিনিস খ্রীষ্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে (ইফিষীয় ১:১০) এবং সব কিছুর মিলন হবে (কলসীয় ১:২০)। বাছাইকৃত যে অবশিষ্টাংশদের খ্রীষ্টকে দেওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে (পদ ৩৯) তা দেওয়া হয়েছে, তিনি তাদের তাঁকে দিয়েছেন। এখানে যে কথা বলা হয়েছে, সেই বিষয়টি চলমান রয়েছে। তিনি তাদের কাছে তাঁকে দিয়েছেন, কারণ যখন প্রথমজাতকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল দানের ভাববাদী করণ করা হয়েছে (ইব্রীয় ১০:৫)। ঈশ্বর তখন তাঁর গোটা পৃথিবীর জাতিকে তাঁর হাতে দিয়েছেন (গীতসংহিতা ২:৮)। তিনি খালি পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে আবার লোকদের আনবেন (যিশাইয় ৪৯:৮) এবং মহৎ লোকদের মধ্যে তাঁকে একটা অংশ দেবেন (যিশাইয় ৫৩:১২)। যদিও যিহূদীরা তাঁকে দেখেছিল কিন্তু তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি, তবুও তিনি বলেছেন, "তারা আমার কাছে আসবে। অন্য ভেড়া আছে যারা এই খোঁয়াড়ের নয়। তাদেরকে আমাকে আনতে হবে" (যোহন ১০:১৫,১৬; প্রেরিত ১৩:৪৫-৪৮)।

(খ) এর নিশ্চয়তার ফল; "তারা আমার কাছে আসবে।" এটি প্রতিজ্ঞার প্রকৃতির অন্তর্গত নয়, কিন্তু এটি ছিল ভবিষ্যদ্বাণী। ঈশ্বরের পরামর্শ ছিল যেন যত বেশি সম্ভব লোকেরা যেন যীশু খ্রীষ্টের কাছে এসে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করাতে পারে। তারা দেশের মধ্যে ছিন্নভিন্ন এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তবুও তিনি তাদের মধ্যে কাউকে ভুলে যাবেন না। ঈশ্বরের শস্যের একটি দানাও নষ্ট হবে না, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে (আমোষ ৯:৯)। স্বভাবগতভাবেই তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য অনিচ্ছুক ছিল, তবুও তারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে। ঈশ্বরের সর্বদর্শীতা তাদের সকলকে বের করে আনার খোঁজার কাজে ব্যাপৃত আছে। তাঁর সর্ব শক্তিমত্তার জন্য তিনি তাদের সকলকে বের করে আনতে সক্ষম হবেন। লক্ষ্য করুন, "তারা আমার দিকে চালিত হবে, কিন্তু তারা আমার কাছে আসবে স্বাধীনভাবে, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী।"

*দ্বিতীয়ত*, তিনি আমাদের কাছে এটি উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে এটি সম্পন্ন হবে। যাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে দেয়া হয়েছে তারা কীভাবে খ্রীষ্টের কাছে আনীত হবে? এই উদ্দেশ্যে দু'টি বিষয় সম্পন্ন করা হবে:

ক. তাদের জ্ঞান আশ্চর্য হবে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, পদ ৪৫,৪৬। ভাববাদীদের শাস্ত্রে এটি লেখা হয়েছে, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, "তোমার সব ছেলেরা সদাপ্রভুর শিষ্য হবে, আর তোমার সন্তানদের প্রচুর উন্নতি হবে (যিশাইয় ৫৪:১৩; যিরমিয় ৩১:৩৪)। তারা সবাই আমাকে জানবে।" লক্ষ্য করুন:

(ক) এই উদ্দেশ্যে আমাদের যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে হবে, এটি খুবই আবশ্যক যেন আমরা ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এর অর্থ হল:-

[ক] স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আমাদেরকে প্রস্তুত করেছে। খ্রীষ্ট সম্পর্কিত কোন্ বিষয়ের উপর তাঁর উপর ভিত্তি করে আমরা বিশ্বাস করব এবং কেন আমরা এর উপর বিশ্বাস করব, এই উভয় বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে। শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক কিছু বিষয়ের জন্য আমাদের খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছে, যেন আমরা আরও উচ্চতর আলোর বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

[খ] আমাদের মধ্যে কিছু স্বর্গীয় কাজ সম্পন্ন করা হবে। এতে আমরা বুঝবার সামর্থ্য লাভ করবো, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্যসমূহ গ্রহণ করতে পারবো এবং এর প্রমাণ লাভ করতে পারবো। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত পশুদের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা দিয়েছেন। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আমাদের আরও বেশি শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের মধ্যে দেয়ার মাধ্যমে। এইভাবে মণ্ডলীর সব সন্তানেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে খাঁটি হতে পারে। তিনি তাদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

(খ) যে উপায়ে তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনছে এবং শিক্ষা গ্রহণ করছে (পদ ৪৫)।

[ক] এখানে এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পিতার কাছ থেকে না শুনলে বা শিক্ষা না নিলে কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারবে না, খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য স্বর্গীয় পরিচালনা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের অন্তরকে আলোকিত না করলে, আমাদের বিচার সম্বন্ধে না জানলে, আমাদের দোষ ত্রুটি সংশোধন না করলে আমরা খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারি না। আমরা কেবল শুনব তা নয়, আমরা শিক্ষা নেব যেন বুঝতে পারি যে, তিনিই খ্রীষ্ট, একমাত্র পরিত্রাণকর্তা।

[খ] এই স্বর্গীয় শিক্ষা ঈশ্বরের মনোনীতদের এমনই প্রয়োজনীয় বিশ্বাস প্রদান করে যে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি তারাই যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসে নি যারা পিতার কাছে আসে নি এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। কারণ যদি তারা তা করতো তাহলে নিঃসন্দেহে তারা তাঁর কাছে আসত। যদি কেউ যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না করে তাহলে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বৃথাই শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ আলাদা কোন শিক্ষা তিনি দেন না (গালাতীয় ১:৮,৯)। দেখুন, ঈশ্বর বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করছেন। তিনি মানুষদেরকে তাঁর কাছে টানছেন। তিনি প্রথমে তাদের বুদ্ধি এবং জ্ঞান খুলে দিয়েছেন, তারপর এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তাদের জ্ঞান প্রদান করছেন যেন তারা তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা জানতে পারে এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে উৎসাহিত হয়। কিন্তু শয়তান খুব তৎপর থাকে। সে মানুষকে তার কাছে টেনে নেবার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। কিন্তু পাছে কেউ পিতা ঈশ্বরের দৃশ্যমান উপস্থিতি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে যে, তিনি তাকে শিক্ষা দিতে এসেছেন এবং নির্বোধের মত মনে যে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর শিক্ষা লাভ করতে পারবে, অনেক কথা শুনতে পারবে, তাই খ্রীষ্ট এখানে কিছু কথা যুক্ত করেছেন (পদ ৪৬): "কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়; যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন।" কোন মানুষ কখনো তাঁকে চর্ম চোখে দেখে নি অথবা আমরা মোশির মত ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রত্যাশা করতে পারি নি, যাঁর সাথে ঈশ্বর সামনা-সামনি কথা বলেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টি আলোকিত করেন এবং শিক্ষা দান

করেন তিনি তাদের মধ্যে কাজ করেন আত্মিক উপায়ে। ঈশ্বরের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে। যারা তাঁকে দেখেনি তারা অবশ্য তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে। তবুও এমন একজন আছেন যাঁর সাথে পিতা ঈশ্বরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং খ্রীষ্ট, যিনি পিতার কাছে থাকেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন (যোহন ১:১৮)। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের এটি একটি অসাধারণ বিষয়, যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর, আলোর আলো। তিনি কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেন নি, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকে তিনি ছিলেন পিতার একজাত পুত্র।

*দ্বিতীয়ত*, পিতাকে দেখতে পাওয়া হল খ্রীষ্টের বিশেষ অধিকার। কেবল তাই নয়, সম্পূর্ণরূপে তাঁকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা, উভয়ই তাঁর বিশেষ অধিকারের অংশ।

*তৃতীয়ত*, এই আলেকিত বিষয় যা আমাদের বিশ্বাসকে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করার জন্য বহন করে। যেহেতু তারা ঈশ্বরকে কেউ দেখে নি, তাই যে বিষয়গুলো ঈশ্বরের শিক্ষা তা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিখতে পারে। তিনিই একমাত্র, যিনি পিতাকে দেখেছেন। সমস্ত স্বর্গীয় প্রকাশ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঘটেছে, তাই সমস্ত স্বর্গীয় শক্তির কাজ তাঁর মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে।

খ. যদি মানুষের আত্মায় সত্যিকারের সাধুতা থাকে তাহলে জ্ঞানকে আলোকিত করার চেয়ে ইচ্ছাকে আরও বেশি উৎসাহিত করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পতিত মানুষের কলুষিত আত্মা জ্ঞানের সঠিক নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে। মাংসিক চিন্তা স্বর্গীয় আলো এবং নিয়মের প্রতি শত্রুতা। তাই এর জন্য প্রয়োজন অনুগ্রহের কাজ করতে দেয়ার আকাঙ্খা। এখানে এই বিষয়কে বলা হয়েছে – *আকর্ষণ করা* (পদ ৪৪): "পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।" যিহূদীরা খ্রীষ্টের কথায় বিরক্ত প্রকাশ করছিল, তারা যে কেবল খ্রীষ্টের কথা গ্রহণ করে নি তা নয় অন্যদের মত তারা ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাদের গোপন আলাপ এবং ফিস্‌ফিস্ করে বিরক্ত প্রকাশের কথাগুলো আকস্মিকভাবে শুনে ফেললেন। তিনি তাদের বললেন (পদ ৪৩): "তোমরা নিজেদের মধ্যে বক্‌বক্ করবে না। তোমাদের শিক্ষাকে অপছন্দ করার জন্য তোমরা পরস্পর আমার শিক্ষার দোষ ধরার চেষ্টা করবে না, কারণ তোমরা আমার শিক্ষার মধ্যে তোমাদের অপছন্দের বিষয়গুলো খোঁজার চেষ্টা করছো, যা তোমাদের কাছে বিঘ্নজনক মনে হয়। এই শিক্ষা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের মন্দতার পূর্ণ প্রকৃতি, যা তোমাদের নৈতিক দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। ঈশ্বরের সত্যের প্রতি তোমাদের বিতৃষ্ণা এবং এর বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব এত বেশি শক্তিশালী যে, স্বর্গীয় ক্ষমতা তাদের জয় করার চেয়ে কম নয়। এটি সকল মানব জাতির বিষয়: *কেউ আমার কাছে আসতে পারে না*। সুসমাচারের কাছে আসার জন্য কেউ নিজেকে প্ররোচিত করতে পারে না। কেবলমাত্র পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ করবেন" (পদ ৪৪)। লক্ষ্য করুন:

(ক) এই কাজের প্রকৃতি: *আকর্ষণ করা*। এটি ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের বিষয় প্রকাশ

করে না। এর দ্বারা আমরা আমাদের অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করতে পারি। আর এটি আত্মাকে একটি নতুন প্রবণতার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যার দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী করে। সম্ভবত এটি নৈতিক পরামর্শের চেয়ে আরও বেশি কিছু। কারণ এর দ্বারা এটি টেনে আনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তথাপি এটি বল প্রয়োগ করে সামনের দিকে ঠেলে দেয় না। কারণ এটি প্রকৃতির রাস্তার বাইরে অবস্থান করছে। তিনি তাঁর স্রষ্টার ক্ষমতার দ্বারা আত্মার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রভাব দ্বারা আত্মাকে সজ্জিত করেছেন, তিনি জানেন কিভাবে আত্মাকে নতুন ছাঁচে তৈরি করা যায়। তিনি মানুষের স্বভাব এবং মনের গতি পরিবর্তন করেন। তিনি এটি তার নিজের উপযোগী করে এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি করেন। স্বাভাবিক স্বাধীনতায় তিনি কোন ভুল করেন না। এই আকর্ষণ করা এমনই কাজ যা কেবল সম্মতি জ্ঞাপন করে তা নয়, কিন্তু আনন্দপূর্ণভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে: "আমাদের আকর্ষণ করুন, তাহলে আমরা তাঁর পিছে দৌড়ে যাব।"

(খ) এর আবশ্যকতা: দুর্বল এবং অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকে কোন মানুষকে আকর্ষণ না করলে কোন অবস্থাতেই খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারবে না। আমরা যেমন সাধারণ বিচক্ষণতা ছাড়া স্বাভাবিক কোন কাজ করতে পারি না তেমনি বিশেষ অনুগ্রহের প্রেরণা ছাড়া কোন নৈতিক ভাল কাজ করতে পারি না। এর মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে, চলাচল করে এবং এই স্বর্গীয় ক্ষমতার মধ্যে মানুষ নিজেকে বিশুদ্ধ করতে পারে।

(গ) এর স্রষ্টা: "পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" পিতা, যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন সফলকাম হওয়ার জন্য। কোন ফলবিহীন কোন কাজের জন্য তিনি তাঁকে পাঠান নি। খ্রীষ্টের দায়িত্ব ছিল মহান গৌরবের কাছে মানুষকে নিয়ে আসা। ঈশ্বর তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেন তাদের তিনি যথাযথভাবে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারেন এবং এই জন্য যাদের তিনি যোগ্য করেছেন তাদের উপর পূর্ণ অধিকার তাঁকে তিনি দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দায়ূদকে তাঁর রাজ্য দিয়েছিলেন। মানুষের হৃদয় তাঁর কাছে যেন অবশেষে ফিরে আসে এই জন্য তিনি খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছিলেন মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য। সমস্ত মানুষ যেন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পায়, সমস্ত আত্মা রক্ষা পায়।

(ঘ) এই কাজের পুরস্কার এবং পরিপূর্ণতা: "আর আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।" এই বিষয়টি তিনি চারবার তাঁর আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং কোন সন্দেহ নেই যে, এটি স্বর্গীয় অনুগ্রহের মধ্যস্থতা এবং প্রস্তুতিমূলক সমস্ত কাজকে যুক্ত করেছে। যখন তিনি শেষ দিনে তাকে জীবিত করে তুলবেন তখন তিনি তাঁর দায়িত্বে সর্বশেষ কাজটি করবেন এই সব জীবিত লোকদের সমস্ত গৌরবের আকর, সর্বশক্তিমান প্রেমময় পিতার কাছে উপস্থিত করার মাধ্যমে। যদি তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি যে কোন কাজ করতে সক্ষম হবেন এবং সব কিছু প্রয়োজন অনুসারে যথাযথভাবে সম্পাদন করবেন। আসুন শেষ দিনের জন্য সুখ সংরক্ষণ করার প্রত্যাশায় আমরা ব্যাপৃত হই, যখন সময়ের বৎসর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে এবং শেষ হবে।

৪. খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, অর্থাৎ জীবন রুটি, তাঁর উপর বিশ্বাস করা, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাজ করার জগতে আগমন, এই সব বিষয়ে তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর দেহ হল জীবন রুটি আর বিশ্বাস হল সেই দেহরূপী রুটি খাওয়া, পদ ৫১-৫৮। তিনি রুটির প্রতীকের বিষয়ে সেখানে যথেষ্ট ব্যাখ্যা

দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, এই খাবারের প্রস্তুতি: "মানুষ যেন জীবন খাবার পায় এই জন্য আমি আমার শরীর দেব" (পদ ৫১); "মনুষ্যপুত্রের মাংস ও রক্ত" (পদ ৫৩)। "তাঁর এই গোশতই হল আসল খাবার আর তাঁর রক্তই হল আসল পানীয়" (পদ ৫৫। আরও লক্ষ্য করুন, এই খাবারে অংশগ্রহণ করা: আমাদের অবশ্যই মনুষ্যপুত্রের মাংস খেতে হবে এবং তাঁর রক্ত পান করতে হবে (পদ ৫৩)। "যে আমার মাংস খায় এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমারই মধ্যে থাকে এবং আমিও তার মধ্যে থাকি এবং সে আমার দরুন জীবিত থাকবে" (পদ ৫৬,৫৭)। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি উদ্দীপনামূলক এবং রূপক আলোচনা ছিল। আত্মিক এবং স্বর্গীয় বিষয়ের উপর আত্মার কাজের ফলে আমরা আরও যথাযথভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারব এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারব (মার্ক ৪:১১-১২)।

(১) আসুন এখন আমরা দেখি, খ্রীষ্ট যে আলোচনা করেছিলেন তা কীভাবে তারা ভুল অর্থ ব্যাখ্যা করেছিল, যা তারা দেখেছিল কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে নি।

[১] এই ভুল ব্যাখ্যা যিহূদী নেতাদের দ্বারা ঘটেছিল, যাদের কাছে প্রথমে বলা হয়েছিল (পদ ৫২): এই নেতারা কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। তারা পরস্পর কানে কানে তাদের অসন্তোষের কথা বলাবলি করছিল, "এই লোকটা কেমন করে তার শরীর আমাদের খেতে দিতে পারে?" খ্রীষ্ট তাঁর দেহ আমাদের জন্য দেবার কথা বলেছিলেন (পদ ৫১)। তা তিনি দুঃখভোগের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য দেবেন। কিন্তু তারা অবিবেচকের মত মনে করলো যে তিনি বাস্তবিকই তাঁর দেহ খাওয়ার জন্য দিয়েছেন। এই কথা তিনি বিভিন্নভাবে সুস্পষ্টভাবে লোকদের বলেছেন, যা তিনি লোকদের খেতে দেবার কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং ভিন্ন অর্থে বলেছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে যে উপমা দিয়েছেন তার আলোকে যদি তারা প্রকৃতভাবে বুঝতে পারত তাহলে এই বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হত যে, তাঁর শরীর বা মাংস খাওয়া অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এটি তাঁর বাস্তব দেহ নয়।

[২] *ট্র্যান্সাবস্ট্যানিটেশন (Transubstantiation)*-এর মত অস্বাভাবিক মতবাদকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে রোমীয় মণ্ডলী শোচনীয়ভাবে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। তা আমাদের জ্ঞানে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে, এটি ধর্মানুষ্ঠানের স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় এবং এটি সন্দেহমুক্ত সমস্ত প্রমাণকে ছুড়ে ফেলে। তারা এখানে এই যিহূদীর মত যারা খ্রীষ্টের দেহ খাওয়াকে মাংসিক ও দৈহিকভাবে খাওয়াকে মনে করে, নীকদীমের মত (যোহন ৩:৪)। খ্রীষ্টের ভোজ নতুন করে স্থাপনের প্রয়োজন নেই এবং এর জন্য নতুনভাবে আর কোন নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। এটি আত্মিকভাবে খাওয়া এবং পান করা, যা এখানে এই বিচারে বলা হয়েছে তা নিজস্ব মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়।

[৩] অনেক মাংসিক ভাবাপন্ন নির্বোধ মানুষের এই সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে যারা এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি তারা খ্রীষ্টের মেজবানীর অনুষ্ঠান পালন করে, তাহলে যখন তাদের মৃত্যু হবে, তারা নিশ্চিতভাবেই স্বর্গে যাবে। তাই অনেকে আছেন যারা স্বর্গে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে বলে দুর্বলভাবে অনর্থক এই অনুষ্ঠান পালন করে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের এই মনোভাবের কাজ মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

(২) আসুন আমরা আমরা দেখি খ্রীষ্টের এই আলোচনায় কি বুঝানো হয়েছে:

[১] খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত বলতে কি বুঝায়? এটি অভিহিত করা হয়েছে (পদ ৫৩) মনুষ্যপুত্রের মাংস এবং তাঁর রক্ত হিসেবে, তাঁর খ্রীষ্টত্ব এবং মধ্যস্থতা: মাংস এবং রক্ত যা তিনি মানব হয়ে জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন (ইব্রীয় ২:১৪) এবং যা তিনি দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ত্যাগ করেছিলেন: "আমার দেহ যা আমি ক্রুশে বিদ্ধ হতে এবং হত হতে দেব।" একে বলা হয় জগতের জীবনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা। এর অর্থ হল:-

*প্রথমত*, জগতের জীবনের পরিবর্তে, যে জীবন পাপের দ্বারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিজের দেহ দান করেছেন পরিত্রাণ করার জন্য। তিনি আমাদের জামিন হয়েছেন, দেহের জন্য দেহ বন্ধন (আমরা যেভাবে বলে থাকি) এই জন্য তাঁর দেহকে উৎসর্গ করেছেন আমাদের দেহকে রক্ষা করার জন্য। "আমি এখানে আছি, ওদের চলে যেতে দাও।"

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট আমাদের অনন্ত জীবন দেবার উদ্দেশ্যে জগতের জীবনকে ক্রয় করার জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন এবং বিশ্বাসীদের বিশেষ নিশ্চয়তা দান করেছেন। এই জন্য মনুষ্যপুত্রের দেহ এবং রক্ত পরিত্রাণকর্তার রক্ত-মাংসের দেহ ও তার মৃত্যুকে ইঙ্গিত দেয়। খ্রীষ্ট নিজেকে ক্রুশের উপর উৎসর্গ দিয়েছেন যেন তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে এবং পরিত্রাণের মহামূল্য অনুগ্রহ এবং সুযোগ সুবিধা লাভ করে। পাপর ক্ষমা, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, পুত্রের দত্তক অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হওয়া, চুক্তির অঙ্গীকার এবং অনন্ত জীবন। এই সব কিছুকেই বলা হয় খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্ত।

১. এই সব কিছু তাঁর দেহ এবং রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, দেহকে ভাঙার মাধ্যমে এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। এই বিশেষ সুবিধা এবং অধিকার লাভের জন্য যে মূল্য দেবার প্রয়োজন ছিল তা খ্রীষ্ট তাদের পক্ষে তা পরিশোধ করেছেন, কারণ এটি তাদের কাছে বহুমূল্য অনুগ্রহ ছিল। তাদের জন্য রক্তের মূল্যে কেনা – এই কথা তাদের জন্য লেখা থাকবে।

২. এগুলো আমাদের আত্মার খাবার এবং পানীয়। রক্তসহ মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল (আদিপুস্তক ৯:৪), কিন্তু সুসমাচারের বিশেষ অধিকার হিসাবে আমাদেরকে তাঁর মাংস এবং রক্ত দেওয়া হয়েছে আমাদের আত্মার পুষ্টি প্রস্তুতের জন্য। এর আগে তিনি নিজেকে রুটির সাথে তুলনা করেছিলেন, যা ছিল অতি অত্যাবশ্যকীয় খাবার। এখানে মাংস, যা সুস্বাদু খাবার হিসেবে চিহ্নিত, এটি ছিল মহাভোজের খাবার (যিশাইয় ২৫:৬)। আত্মা মানুষের সাহচার্যে সন্তুষ্টি লাভ করে, যেমন আত্মা মজ্জা এবং চর্বিযুক্ত খাবারে তৃপ্ত হয় (গীতসংহিতা ৬৩:৫)। এটি সত্যিকার মাংস এবং সত্যিকার রক্ত, প্রকৃতপক্ষে তা আত্মিক। যেমন ড. হুইটবাই বলেছেন, খ্রীষ্টকে বলা হয় প্রকৃত আঙ্গুরের লতা অথবা প্রকৃত মাংস। এটি জগতকে দেখায় যে, যে খাবার খেতে তারা লজ্জাবোধ করছে সেই খাবারই হল পরিত্রাণ লাভ করার জন্য প্রকৃত খাবার। খ্রীষ্টের মধ্যে এবং সুসমাচারের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত যোগান এবং পূর্ণ সন্তুষ্টি, সত্যিকারের খাবার এবং সত্যিকারের পানীয় যা আমাদের অভাব পূরণ করে এবং পরিতৃপ্ত করে (যিরমিয় ৩১:২৫,২৬)।

[২] এই মাংস খাওয়া এবং এই রক্ত পান করার অর্থ কী, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। এটি নিশ্চিত যে এটি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার চেয়ে কমও না বেশিও না।

আমরা যেমন খাওয়া এবং পান করার দ্বারা তাঁর মাংস এবং রক্তের অংশী হই। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্যে চারটি বিষয় সংযুক্ত করে:-

*প্রথমত*, এটি খ্রীষ্টের প্রতি ক্ষুধার অর্থ প্রকাশ করে। এই আত্মিক খাবার এবং পান আরম্ভ হয় ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা (মথি ৫:৬)। আমরা যদি আন্তরিক এবং অবিচল ইচ্ছা নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকি, তাহলে কোন কিছুই তাঁর কাছ থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না; বরং তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা আরও তীব্র হবে, "আমাকে খ্রীষ্টকে দাও, নয়তো আমি মারা যাব।"

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের আবেদন। মাংসের দিকে দর্শকের মত তাকিয়ে থাকলে আমাদের পুষ্টি হবে না, কিন্তু আমাদের অবশ্যই মাংস খেতে হবে। এটি আমাদেরকে অধিকারে আনতে হবে তাহলে এটি আমাদের হবে। খ্রীষ্টকে আমাদের এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন আমাদেরকে তাঁর উপযুক্ত হিসেবে তুলে ধরতে পারি: "আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর" (যোহন ২০:২৮)।

*তৃতীয়ত*, খ্রীষ্টের মধ্যে এবং পরিত্রাণের মধ্যে আনন্দিত থাকা। খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর শিক্ষার খাবার এবং পানীয় আমাদের কাছে অত্যন্ত সুখকর এবং আনন্দজনক। খ্রীষ্টের রক্তের নতুন নিয়মের মুখরোচক শিক্ষার ভোজ আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞান রয়েছে তা আমাদের চিরদিনের জন্য পরিত্রাণ এবং স্বাধীনতার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই নতুন নিয়মের শিক্ষা থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যোগান পেয়ে থাকি।

*চতুর্থত*, তাঁর মধ্য থেকে পুষ্টির সৃষ্টি এবং আমাদের আত্মিক জীবনের আনন্দ এবং সাহায্যের জন্য তাঁর উপর নির্ভর, শক্তি বৃদ্ধি এবং নতুন মানুষের কার্যকর শক্তি। খ্রীষ্টকে খাওয়া মানে তাঁর নামে সব কিছু করা, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সদ্গুণের দ্বারা তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ করা। সর্বোপরি যেমন করে আমরা আমাদের খাবার দ্বারা বেঁচে থাকি তেমনি তাঁর উপর নির্ভর করে আমাদের বেঁচে থাকা। আমরা যে খাবার গ্রহণ করে থাকি তা কীভাবে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে তার ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। কিন্তু সেগুলো কেমন তা আমরা জানি এবং আবিস্কার করেছি। এটি হল আত্মিক পুষ্টি। আমাদের পরিত্রাণকর্তা এই উপমার দ্বারা এমনই সন্তুষ্ট যে, যখন পরবর্তী সময় তিনি বাহ্যিক জ্ঞানের চিহ্নের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মৃত্যুর অনুগ্রহের মধ্যে আমাদের অংশগ্রহণকে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি এই খাওয়া এবং পান করার বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেগুলো ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

(৩) খ্রীষ্টের আলোচনার এই ধ্বংসের সাধারণ ব্যাখ্যায় দু'টো নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে:-

[১] খ্রীষ্টকে খাওয়ার জন্য আমাদের আবশ্যকতা (পদ ৫৩): "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁর রক্ত পান না কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই।" এর অর্থ হল:-

*প্রথমত*, এটি একটি সুনিশ্চিত চিহ্ন যে, যদি আপনি খ্রীষ্টের জন্য আকাঙ্খিত না হন এবং

খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে শান্তি লাভের জন্য আকাঙ্খী না হন তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনার মধ্যে আত্মিক জীবন নেই। যদি আত্মা ক্ষুধার্থ এবং পিপাসিত না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটি জীবিত নেই। এটি একটি চিহ্ন যে, আমরা সত্যিকারভাবে মৃত হব যদি আমরা এই রকম খাওয়া এবং পান করার ক্ষেত্রে মৃত থাকি। যখন কৃত্রিম মৌমাছি তৈরি করা হয় তারা ইচ্ছা করলেই এদিক ওদিক উড়ে বেড়াতে পারে না, তারা আসল মৌমাছি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। আসল মৌমাছির ঝাঁক একটি মাত্র স্থানে তাদের মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু নকল মৌমাছি এরকম চিন্তা করতে পারে না, কারণ তাদের মধ্যে কোন জীবন নেই।

*দ্বিতীয়ত*, এটি নিশ্চিত যে, আপনি আত্মিক জীবনের অধিকারী হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এটি অর্জন না করবেন। যদি আপনি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা হল *Primum Vivens* – অনুগ্রহের প্রথম জীবন্ত উপাদান। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না আনলে আমরা আত্মিক জীবনের সত্য অর্জন করতে পারব না। অনন্ত জীবন এমন নয় যে, আমাদের দেহ খাবার ছাড়া অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে তেমনি খ্রীষ্ট ছাড়া আমাদের আত্মিক জীবন বেঁচে থাকতে পারবে।

[২] এর দু'টি দিক থেকে উপকারিতা রয়েছে:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা এক হব। যেমন আমরা যে খাবার খাই তা হজম হলে আমাদের দেহে তা কার্যকারী হয় (পদ ৫৬): "*যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তাতে থাকি*। সে ক্রুশ হতে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা জীবিত থাকবে।" বিশ্বাসের দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে খুব কাছে এবং ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকতে সক্ষম হব। *তিনি আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যুক্ত আছি* (যোহন ১৭:২১-২৩; ১ যোহন ৩:২৪)। বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের মধ্যে বাস করে, এর অর্থ হল তারা যেন সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহরের সুরক্ষিত কোন আশ্রয়ে বাস করে। খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে থাকা মানে ঘরের মনিব ঘরে থাকা, যেন তিনি ঘর শাসন করতে পারেন, পরিচালনা করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান দিতে পারেন। খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে এই রকম মিলন থাকলে তিনি বিশ্বাসীদের উপহার গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি তাদের তিতা শাক খেয়ে থাকেন, কিন্তু বিশ্বাসীগণ তাঁর উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাবার তৃপ্তি সহকারে খান। হজম হয়ে যাওয়া খাবার যেমন শরীর থেকে আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনি এটি এমনই ঐক্য যা সহজে আলাদা করা যায় না, এটি অবিচ্ছেদ্য (রোমীয় ৪:৩৫; ১ যোহন ৪:১৩)।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর দ্বারা আমরা বেঁচে থাকব, বেঁচে থাকব অনন্তকাল ধরে, ঠিক যেমন করে আমাদের খাবার আমাদের শরীরকে বাচিয়ে রাখে।

ক. তাঁরই দরুন আমরা জীবিত আছি (পদ ৫৭): "সেরূপ যে কেউ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকবে।" আমরা এখানে আত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা এবং রীতি দেখতে পাই।

(ক) ঈশ্বর হলেন জীবন্ত পিতা, যিনি নিজে জীবনের অধিকারী (যোহন ৫:২৬)। কিন্তু

খ্রীষ্টের জীবনের অধিকার দিয়েছেন তাঁর পিতা। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি তাঁকে কেবলমাত্র মহান দায়িত্ব পালনের জন্য অতি আবশ্যক জীবন দ্বারা উপযুক্ত করেছেন তাই নয়, কিন্তু তিনি আমাদের স্বর্গীয় জীবনের ধনাগার করেও পাঠিয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় আদমের মধ্যে আত্মিক জীবনের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিয়েছেন, যেমন করে তিনি প্রথম আদমের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিয়েছিলেন।

(খ) প্রকৃত বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি দ্বারা স্বর্গীয় জীবন গ্রহণ করেন। পিতা এবং পুত্রের মধ্যে সংযুক্তি থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে (যোহন ১৭:২১)। বিশ্বাসীদের জীবন খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত (যোহন ১:১৬), এটি খ্রীষ্টের মধ্যে লুকানো ছিল (কলসীয় ৩:৪)। গৃহের প্রধানের দরুন সদস্যরা জীবিত থাকার মত, শিকড়ের দরুন শাখা-প্রশাখা জীবিত থাকার মত খ্রীষ্টের দরুন আমরা জীবিত থাকতে পারি। যেহেতু তিনি জীবিত, তাই আমরাও জীবিত থাকব।

খ. তাঁর মাধ্যমে আমরা অনন্ত জীবন পাই (পদ ৫৪): "যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।" আত্মার খাবার হিসেবে যা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই অনন্ত জীবন তিনি দিতে চান এবং সেই জীবন এখনই তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন, পদ ৪০। তাঁর মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়েছে। তিনি এর বায়নাস্বরূপ এবং সর্বপ্রথমে তিনি এর স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং আশাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাই তিনি চিরকাল জীবিত আছেন (পদ ৫৮) । তাঁর এই আনন্দ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

## যোহন ৬:৬০-৭১ পদ

আমরা এখানে খ্রীষ্টের আলোচনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ পাই। কেউ কেউ তাঁর কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, আবার কেউ কেউ তাঁর খুব কাছে এসেছিল।

ক. কারো কারো জন্য এই মৃত্যু ছিল পরিত্রাণের জন্য মৃত্যু। কেবল যিহূদীদের নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে যারা তাঁর প্রতি এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি বিরোধিতা করেছে সেই সব শত্রুরাও তাঁর শিষ্যদের সাথে সাথে তাঁর শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতো এবং তারা জনতার সাথে থেকে তাঁকে অনুসরণ করতো। এদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টের এই কথাগুলো শুনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

১. শিক্ষা শুনে তারা কী ধরনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল: "এ বড় কঠিন শিক্ষা, এটি কে গ্রহণ করতে পারে?"

(১) তারা এই বিষয়টি গ্রহণ করলো না, তারা যেন বলল, "কী কঠিন কথা সে বলেছে! এটি কি ধরনের কথা? মনুষ্যপুত্রের মাংস খাওয়া এবং রক্ত পান করা!" যদি এটি রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এই বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে, আর যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ উপলব্ধি করা অসাধ্য। "কি! মানুষের মাংস খায় এমন রাক্ষসে পরিণত হব নাকি আমরা? আমরা কি ধর্মপরায়ণ না হয়ে অসভ্য বর্বর অবস্থায় ফিরে যাব আবার?" যখন তারা বুঝতে পারলো যে, এই কথাগুলো খুব কঠিন, তখন তারা

যদি খ্রীষ্টের কাছে নম্র হয়ে অনুরোধ করতো যেন তিনি তাঁর এই উপমার অর্থ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহলে খ্রীষ্ট অবশ্যই তাদের এই নম্রতার জন্য সুস্পষ্টভাবে এই কথার অর্থ ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু তারা কোন ক্রমেই চায় নি যে, খ্রীষ্ট তাদের কাছে তাঁর এই উপমার ব্যাখ্যা করেন, কারণ খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার যে সুযোগ তারা পেয়েছে তা হাতছাড়া করতে তারা চাইলো না। তারা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বললো, "এই সব কথা অত্যন্ত কঠিন কথা, অবাস্তব কথা।"

(২) তারা এই চিন্তা করলো যে, এমন কেউ নেই যে এই শিক্ষাকে পছন্দ করবে: "এ বড় কঠিন শিক্ষা। কে এটা গ্রহণ করতে পারে? কে এটা শুনতে পারে? নিশ্চিতভাবে কেউ নয়।" ধর্মের প্রতি যারা এই রকম অবজ্ঞা বা নিন্দা করে তারা চেষ্টা করে যেন অন্য সকলে তাদের মতের সঙ্গে সম্মত হয়। তারা নিশ্চিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষ এই শিক্ষা কখনোই স্বীকার করে নেবে না এবং কোন মানুষ তাঁর নিয়ম-কানুনের বশ্যতা স্বীকার করবে না। যেহেতু তারা এই রকম শিক্ষা ধারণ করতে সক্ষম ছিল না, তাই তারা এই শিক্ষা শোনা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে চাইল। তারা মনে করলো কারো পক্ষে এই শিক্ষা গ্রহণ করা বুঝতে পারা একেবারেই অসম্ভব। "কে এটা গ্রহণ করতে পারে?" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো যে, হাজার হাজার লোক খ্রীষ্টের এই কথা শুনেছে, যাদের কাছে এই শিক্ষা খুব সহজ ছিল না বটে, কিন্তু তা ছিল আনন্দদায়ক অতি আবশ্যকীয় সুসংবাদ।

২. লোকদের বচসার প্রতি খ্রীষ্টের সমালোচনা:

(১) তারা যে বক্‌বক্ করছে তা খ্রীষ্ট বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলেন, পদ ৬১। তারা এক কোণে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাদের মনোভাব বুঝতে পারলেন, তাদের কার্যকলাপ দেখলেন এবং তাদের কথা শুনলেন। লক্ষ্য করুন, দুঃসাহসী পাপীদের দ্বারা তাঁর নাম এবং তাঁর মহিমাকে নির্লজ্জের মত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের বিষয়টি যে কেবল খ্রীষ্ট লক্ষ্য করলেন তা নয়, কিন্তু মাংসিক ভাবাপন্ন ধর্মীয় শিক্ষক এবং নেতাদের দ্বারা তাঁর শিক্ষার প্রতি তীব্র অবজ্ঞার বিষয়টি তিনি লক্ষ্য করলেন। কোন কথা বোকামি তা তিনি জানেন, তিনি এমন কোন কথা বলতে পারেন না যার কারণে তাঁকে লজ্জিত হতে হবে। যাদের কাছে তিনি তাঁর শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তারা কীভাবে ক্রোধ প্রকাশ করলো তা তিনি লক্ষ্য করলেন। কে তাঁর এই শিক্ষা আনন্দের সাথে গ্রহণ করল, কে বক্‌বক্ করল, কে এর প্রতি সম্মতি জানাল এবং নম্র হয়ে গ্রহণ করল, আর কেই বা এর বিরোধিতা করলো এবং কে বিবাদ করল, সব কিছুই তিনি জানতেন। এমনকি তারা যে সব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল তাও তিনি জানতেন।

[২] এই বিষয়গুলো তিনি নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিষয়ে কেউ কোন তথ্য তাঁকে দেয় নি, বাহ্যিক কোন সংকেতও তিনি পাননি, যার ফলে তিনি এই সব বিষয়ে জেনেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বর্গীয় সর্বজ্ঞতার ক্ষমতা দ্বারা এই সমস্ত কিছু জানতে পেরেছিলেন। ভাববাদীরা যেভাবে সব কিছু জানতে পারতেন তিনি তেমনি করে জানতেন না ভাববাদীরা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সব জানতে পারতেন অনেক বিষয় ছিল যা ঈশ্বর

ভাববাদীদের কাছে প্রকাশ না করে লুকিয়ে রাখতেন (২ রাজাবলি ৪:২৭); কিন্তু তিনি জেনেছেন স্বর্গীয় জ্ঞানের দ্বারা। তিনি এমন আবশ্যকীয় বাক্য, যিনি মানুষের অন্তরের চিন্তা বুঝতে পারেন (ইব্রীয় ৪:১২,১৩)। আমাদের চিন্তাসমূহ খ্রীষ্টের কাছে আমাদের বলার মত, তাই আমরা কি বলি আর কি করি কেবল তাই নয়, আমরা কি চিন্তা করি সেই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

(২) এর উত্তর কি হতে পারে তা তিনি খুব ভাল করেই জানেন: "তোমরা এই কথায় অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হয়েছ? এটি কি তোমাদের কাছে বিঘ্নজনক বলে মনে হয়েছে?" দেখুন, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বুঝবার কারণে তারা কীভাবে ক্রোধান্বিত হয়েছে। তারা যে পরিস্থিতিতে কিংবা যে কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ভিত্তিহীন, তাদের মাংসিক চিন্তার কারণে তারা এই রকম আচরণ করছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিক্ষার এমন ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের এত বেশি বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হতে দেখে আমরা খুব অবাক হয়ে যাই। খ্রীষ্ট তাদের আচরণে খুব অবাক হয়ে বললেন, "এতে কি তোমরা মনে বিঘ্ন পাচ্ছ?" তাঁর শিক্ষাকে যারা জটিল এবং দুর্বোধ্য মনে করে নিন্দা করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই:

[১] তাঁর স্বর্গে উঠে যাওয়ার বিষয়ে খ্রীষ্ট তাদেরকে একটি সংকেত দিলেন, যা ছিল তাঁর শিক্ষার অকাট্য প্রমাণ (পদ ৬২): "তবে মনুষ্যপুত্র যেখানে ছিলেন তাঁকে সেখানে উঠে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে?"

*প্রথমত*, "যদি তোমাদের কাছে আমি এ বিষয়ে কথা বলি তাহলে নিশ্চিতভাবেই তোমরা আরও অসন্তুষ্ট হবে। যদি আমার এই শিক্ষা এতই কঠিন বলে মনে হয় যে, তা তোমরা গ্রহণ করতে পারছো না, তাহলে যদি আমি স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার বিষয়ে কথা বলি, তাহলে তোমরা কীভাবে তা গ্রহণ করবে?" (যোহন ৩:১২)। যারা এই সামান্য ছোট্ট বিষয়ে বিঘ্ন পায় তারা কীভাবে বড় বিষয়ে বিবেচনা করবে?

*দ্বিতীয়ত*, "যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গে উঠে যেতে দেখবে, এটি তোমাদেরকে আরও অসন্তুষ্ট করবে।" ড. হুইটবাই এমনটিই মনে করেন।

*তৃতীয়ত*, "যখন তোমরা এটি নিজ চোখে দেখবে অথবা যারা নিজ চোখে দেখবে তাদের কাছ থেকে শুনবে তখন নিশ্চই তোমরা সন্তুষ্ট হবে। তোমরা ভাবছো *'স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন'* এমন কথা বলার ফলে খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত দাবী করেছেন; আর এই কারণে তোমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করছো।" প্রভু বলেছেন, "যদি তোমরা সেই চিন্তাই কর, তাহলে যখন আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসবো তখন তোমরা কী ভাববে?" (পদ ৪২)। যদি তিনি স্বর্গে উঠে যান তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি আবার এই জগতে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন (ইফিষীয় ৪:৯-১০)। খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন (যোহন ১:১৪,৫০-৫১; মথি ১২:৪০; ২৬:৬৪)। আসুন আমরা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের রহস্য প্রকাশিত না হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, খ্রীষ্টের কথায় অসন্তুষ্ট হওয়ার মত কোন কারণ নেই।

[২] তিনি তাঁর উপমাযুক্ত শিক্ষার সাধারণ অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন তারা তা আত্মিকভাবে তা বুঝতে পারে এবং কখনো তাঁর শিক্ষা

মাংসিক এবং জাগতিকভাবে গ্রহণ না করে। মানুষের শরীর কিছুই নয়, পবিত্র আত্মাই জীবন দেন, পদ ৬৩। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক দেহ সজীবতা লাভ করে এবং প্রফুল্ল হয়ে ওঠে এবং এগুলোর চেয়ে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার ও কোন উপকার সাধন করতে পারবে না। আত্মা দ্বারা যদি স্বাভাবিক দেহ পুনর্জীবিত এবং সজীব না হয় তাহলে রুটি বা খাবারের জন্য দেহ আর কতটুকুই বা উপকৃত হবে! তাই এটি একমাত্র পবিত্র আত্মা দিয়ে সম্ভব।

*প্রথমত*, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের আত্মা তাদের মধ্যে কাজ না করবে এবং তারা পুনরায় জাগরিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের আদেশের অংশগ্রহণে কোন ফল বয়ে আনবে না। ঈশ্বরের বাক্য এবং আদেশের গ্রহণ এবং পালন করা সম্ভব হবে, যদি ঈশ্বরের আত্মা তার মধ্যে কাজ করে যেমন করে খাবার মানুষের শরীরের কাজ করে; তা না হলে এটি হবে মৃতদেহের জন্য খাবার দেয়ার মত। এমন কি খ্রীষ্টের পাপের জন্য ক্রুশে উৎসর্গ হলেও আমাদের কোন উপকার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত আত্মা আমাদের প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত না করবে এবং আমাদের উপর তাঁর মৃত্যুর শক্তিশালী প্রভাব কার্যকর না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অনুগ্রহের দ্বারা এর সাদৃশ আমরা একসঙ্গে স্থাপিত না হব।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের মাংস খাওয়া এবং তাঁর রক্তপান করার শিক্ষা, যদি এটি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোন উপকার হবে না, বরং এটি আমাদের আরো ভুল দিকে এবং ক্ষতির দিকে চালিত করবে। কিন্তু যদি আমরা এর অর্থ আত্মিকভাবে এবং মনের প্রফুল্লতায় গ্রহণ করি তাহলে এটি আমাদের সজীব এবং সতেজ করবে। এটি এইভাবে অনুসরণীয়: "আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলেছি তা আত্মিক এবং তা হল জীবন। *খ্রীষ্টের মাংস খাওয়া!* এটি খুব কঠিন কথা। কিন্তু এই কথা বলা হয়েছে এই বিষয়টি বিশ্বাস করাতে যে, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মারা গেছেন। আমাদেরকে আনন্দে উজ্জীবিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের উপস্থিতিকে চালিত করতে, আমাদের পাপকে আমাদের কাছ থেকে বিপরীত দিকে রাখতে এবং ভবিষ্যতের রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করতে। এটি হল এই কথার আত্মা এবং জীবন। মানুষ খ্রীষ্টের শিক্ষা অপছন্দ করার কারণ হল এই শিক্ষা ভুলভাবে গ্রহণ করা। রূপক শিক্ষার সাধারণ এবং সরল অর্থ আমাদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। আমরা কখনোই এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারব না, কিন্তু রূপক শিক্ষার আত্মিক অর্থ হল শিক্ষামূলক।

*তৃতীয়ত*, অনেকের এই রকম ধারণা রয়েছে যে, যা জাগতিক চিন্তার ক্ষমতার অধীনে রয়েছে, খ্রীষ্টের শিক্ষা সেখানে কোন উপকার সাধন করতে পারে না। কিন্তু সজীব আত্মা - যার মধ্যে আত্মা রয়েছে, যে পুনর্জীবিত হয় এবং সজীবতা লাভ করে, কারণ তারা গ্রহীতার মনের চিন্তার দ্বারা যোগাযোগ করে। যেখানে তাদের নিজেদেরই দোষ রয়েছে সেখানে তারা খ্রীষ্টের কথায় দোষ ধরছে। যে লোক আত্মিক নয় সে ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে যা আসে তা গ্রহণ করে না, কারণ সেগুলো তার কাছে মূর্খতা। যে লোক আত্মিক সে সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখে (১ করিন্থীয় ২:১৪,১৫)।

[৩] তিনি তাদেরকে এই বিষয়ের তাঁর জ্ঞানের ইঙ্গিত দিলেন। তবে তারা যে এই বিষয়ে খুব ভাল করে বুঝতে পারবে, এমন প্রত্যাশা তিনি করেন নি, যদিও তাদেরকে তাঁর শিষ্য

হিসেবে ডাকা হত (পদ ৬৪,৬৫)। এখন খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে ভাববাদী যা বলেছেন তা পরিপূর্ণ হয়েছে (যিশাইয় ৫৩:১): *আমরা যা শুনেছি, তা কে বিশ্বাস করেছে? সদাপ্রভুর বাহু কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে?* এই উভয় বিষয় খ্রীষ্ট এখানে লক্ষ্য করলেন:

*প্রথমত*, তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না: "এখানে এমন কেউ কেউ আছে যাদের আপনি বলেছিলেন যেন তারা সব ছেড়ে আপনার পেছনে পেছনে যায়, যদি তারা বিশ্বাস নাও আনে।" কেন বাক্যের প্রচার লোকদের উপকার সাধন করছে না এটা হল তার কারণ, তারা বিশ্বাস করে নি (ইব্রীয় ৪:২)। তারা তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে নি এবং খ্রীষ্ট বলে তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি, নতুবা খ্রীষ্ট যে শিক্ষা প্রচার করেছেন তা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হত এবং তাঁর সঙ্গে বিবাদ করতো না। যদিও তাঁর শিক্ষার মধ্যে কিছুটা রহস্য ছিল এবং তা অনুধাবন করা কঠিন ছিল, তবুও তারা নিশ্চয়ই সেই শিক্ষা অগ্রাহ্য করতো না। যারা প্রথম শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে তাদেরকে অবশ্যই তাদের শিক্ষকের কথা গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

১. যারা নামে যীশুয়ী, তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে নি।

২. ভণ্ডদের অবিশ্বাস জগতের কাছে নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়। এটি খ্রীষ্টের কাছে উন্মুক্ত থাকে, তিনি সব জানতে পারেন তাঁর আত্মার মধ্যে। যে বৃহৎ জনতা তাঁকে প্রথম থেকে অনুসরণ করছে তাদের মধ্যে কে কে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে তা তিনি জানতেন এবং এ কথাও জানতেন যে, তাঁর বারোজন শিষ্যের মধ্যে কে তাঁর প্রতি বে বিশ্বাসী করবে। প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের সম্পর্কে তিনি খুব ভাল করে জানতেন। তিনি জানতেন কে তাঁর প্রতি খুবই মনযোগী, কে আন্তরিক এবং অকপট, যেমন নথনেল (যোহন ১:৪৭); এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি সবই তিনি জানতেন। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে এবং যারা বিশ্বাস করে নি তাদের তিনি নির্ভুলভাবে পৃথক করবেন। তিনি দেখবেন কার ভালবাসা কৃত্রিম এবং কার ভালবাসা আন্তরিক। আমরা এখান থেকে অর্জন করতে পারি:

(১) যারা স্বধর্মত্যাগী, তারা যদি এমন কাজ করে যা আপাতদৃষ্টিতে উত্তম এবং সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় অথচ যদি তাদের বিশ্বাস আন্তরিক না হয়, তাহলে তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ কাজ সময় হলে প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে নি। যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাদের কৃত্রিমতা চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কারণ তারা সরল হৃদয়ে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে। এই রকম অবস্থা প্রকৃত বিশ্বাসীদের পতন বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে মানুষের সমস্ত পরিকল্পনা এক সময় প্রকাশিত হবে (১ যোহন ২:১৯)। *Stella cadens non stella fuit – যে তারা পতিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটি কখনোই তারা ছিল না।*

(২) খ্রীষ্ট মানুষের হৃদয়ের কথা জানার বিশেষ ক্ষমতা পেয়েছেন। তিনি জেনেছেন কে কে তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি। যাদের কাজে ভণ্ডামি রয়েছে তাদেরও সুযোগ আছে তাঁর মণ্ডলীতে প্রবেশের। তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর নামের গুণে তাঁর উপর বিশ্বাস করে তারা এই সুযোগ পেতে পারে। তবে তাদের নিজেদের পুনরুজ্জীবিত অবস্থা এবং সজীবতা জগতের সামনে প্রকাশ করতে হবে, কারণ দৃশ্যমান মণ্ডলীর এটাই নিয়ম। আমরা যতই আমাদের সজীবতাকে প্রকাশ করবো এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ় হব ততই আমরা

ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হয়েছি বলে প্রতীয়মান হবে এবং ঈশ্বর বিচারের রায় পূর্বেই আস্বাদন করতে পারব। আমরা প্রায়ই মানুষের মধ্যে ভণ্ডামি এবং তাদের জন্য আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনের কারণ পাই। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হই যে, খ্রীষ্ট সমস্ত মানুষের অবস্থা জানেন এবং যা সত্যি সেই অনুযায়ী তিনি বিচার করে থাকেন।

*দ্বিতীয়ত*, তারা খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস না আনার কারণ হল, ঈশ্বরের শক্তি তাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি (পদ ৬৫): "এজন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি, যদি পিতা থেকে ক্ষমতা দত্ত না হয়, তবে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।" একই রকম উল্লেখ রয়েছে আরেকটি পদে (পদ ৪৪): "পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।" বিশ্বাস হল দান এবং ঈশ্বরের কাজ। পিতার সমস্ত দান এবং সমস্ত কাজ পুত্র জানেন, কারণ সব কিছুই তিনি পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রদান করে থাকেন। খ্রীষ্ট এখানে বলেছেন, তাঁর কাছে আসার জন্য ঈশ্বর তাদের দয়া করেন এবং শক্তি দিয়ে থাকেন এবং তাঁর কাছে আসার জন্য তাদের আকাঙ্খা দান করেন। "আর পিতা যদি এটি প্রদান না করেন তাহলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না এবং এটি ছাড়া নৈতিকভাবে অক্ষম পাপে পতিত মানুষের আমার কাছে আসতে পারে না।"

৩. আমরা এখানে দেখতে পাই, খ্রীষ্টের এই কথার ফলে অনেকে তাঁর পক্ষ একেবারে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে (পদ ৬৬): "এতে তাঁর অনেক শিষ্য পিছিয়ে পড়লো, তাঁর সঙ্গে আর যাতায়াত করলো না।" যখন আমরা খ্রীষ্টের কথা এবং কাজের গভীর এবং কঠিন চিন্তায় ডুবে যাই, তখন হয়তো কিছু চিন্তার বিষয় অনুভব করি এবং এই সব বিষয়ের নিন্দা শোনার জন্য ইচ্ছুক হই, তাহলে আমরা পরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ব। এটি জলের প্রবাহের সামনে বাধা দেয়ার মত, পিছনে ফিরে একবারের মত। যদি ঈশ্বর করুণা রোধ করা না হয় তাহলে পিছনে ফেরা বন্ধ হবে। তাই স্বধর্ম ত্যাগের শুরুতেই সতর্ক হতে হবে।

(১) এখানে এই সব শিষ্যদের স্বধর্মত্যাগের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। অনেকে তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল, ফিরে গেল তাদের পরিবারে, তাদের নিজ নিজ পেশায়। যেখানে থেকে তারা খ্রীষ্টের পিছনে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করেছে বলে তারা মনে করেছে, তারা আবার সেখানে ফিরে গেল। তারা ফিরে গেল – কেউ গেল কৃষিকর্ম করতে, কেউ গেল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। তারা ফিরে গেল অর্পার মত, যে শাশুড়িকে ফেলে চলে গিয়েছিল নিজ লোকদের কাছে এবং তার দেবতার কাছে (রূত ১:১৫)। তারা খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা ফিরে গেল। তারা কেবল একবার বিদ্যালয় থেকে পালানো ছাত্রে পরিণত হল তাই নয়, কিন্তু তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁর শিক্ষা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। যদিও এটি আশ্চর্যের বিষয়, তবুও আমাদের এতে আশ্চর্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেখানে অনেক লোক ছিল যারা ফিরে গিয়েছিল। এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে যে, যদি অল্পসংখ্যক ফিরে যায় তাহলে আরও অনেকেই তাদের সঙ্গে ফিরে যায়। এটি সংক্রামক রোগের মত।

(২) এই পিছনে ফিরে যাওয়ার কারণ: যে সময় খ্রীষ্ট তাঁর এই শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, তিনিই হলেন জীবন রুটি, যদি কেউ বিশ্বাসের সঙ্গে তা খায়, তাহলে সে জীবন পাবে, পরিত্রাণ পাবে – ঠিক সেই সময় তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা ফিরে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, মন্দ এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রায়ই যা অত্যন্ত উপকারী এবং জীবনের জন্য অতি

আবশ্যক তা ক্ষতিগ্রস্থ করার এবং প্রতিরোধ করার সূত্র খুঁজে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই তারা উত্তম বিষয়গুলোকে বাধাগ্রস্থ করে। তিনি আগে থেকেই জানতেন যে, লোকেরা তাঁর কথায় দোষ ধরবে তবুও তিনি তা বলেছিলেন। খ্রীষ্টের সন্দেহমুক্ত এবং সত্য শিক্ষা আমাদের বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করতে হবে, কেউ এটি আগ্রহ করবে কিনা সেই দিকে নজর দেবার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

(৩) তাদের স্বধর্মত্যাগের ধারা: তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে আর চলাফেরা করলো না। আর তাঁর কাছে ফিরে আসল না এবং তাঁর পরিচর্যার কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলো না। এটি তাদের জন্য খুব কঠিন, যারা একবার মাত্র আলোকিত হয়েছে, একবার মাত্র ঈশ্বরের সুসমাচারের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং পরে ফিরে গেছে, তাদের আবার নতুন করে তাঁর পথে নিয়ে আসা সম্ভব নয় (ইব্রীয় ৬:৪-৬)।

খ. অন্যদের জন্য এটি ছিল পরিত্রাণকর্তার তাদের নতুন জীবনে নিয়ে যাওয়ার আলোচনা। অনেকে ফিরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ জানানো কারণ সকলে ফিরে যায় নি। এমনকি তাঁর বারোজন শিষ্যের ফিরে যান নি, তাঁরা খ্রীষ্টকে ধরে রেখেছিলেন। যদিও কেউ কেউ তাদের বিশ্বাস থেকে সরে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের ভিত্তি নিশ্চিতভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর বারোজন শিষ্যকে স্নেহপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন (পদ ৬৭): "তোমরাও কি চলে যেতে ইচ্ছা করছো?" যারা ফিরে গেছে তাদের তিনি কোন কথাই বললেন না। যদি নাস্তিকরা ফিরে যায় তবে তাদের ফিরে যেতে দাও। তারা কখনোই খ্রীষ্টের নিজের ছিল না, তাই তাদের হারানোতে খুব ক্ষতি হবে না। তারা আস্তে আস্তে এসেছিল আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল, তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন যেন তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করতে পারেন: "তোমরাও কি চলে যেতে ইচ্ছা করছো?"

(১) "এটা তোমাদের বেছে নেওয়ার বিষয়। হয় তোমরা চলে যাও নয়তো তোমরা আমার সঙ্গে থাক। যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে যেতে চাও, তাহলে এখনই সময় যখন অনেকেই তা করেছে, এখনই পরীক্ষার সময়। যদি তুমি ফিরে যেতে চাও, তাহলে এখনই চলে যাও।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধা সৃষ্টি করেন নি। তাঁর সৈন্যরা সেচ্ছাসেবক, তাদের বল প্রয়োগ করে কোন কিছু করা হয় না। খ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যের এখন উপযুক্ত সময় এসেছে তাঁরা খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং খ্রীষ্টকে কতটা ভালবাসেন তা পরীক্ষা করার। তাঁদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেন নি যে, আমরা চলে যেতে চাই। খ্রীষ্ট যদি আবার কখনো এই প্রশ্ন করতেন বা লোকেরা এইভাবে চলে যেত, তাহলে শিষ্যরা কখনোই ফিরে যেতেন না। তবে খ্রীষ্ট তাঁদের সুযোগ দিয়েছিলেন যে, যদি তাঁরা শিষ্য হিসেবে নাম প্রত্যাহার করতে চাইতেন তাহলে তাঁরা তা পারতেন। তাঁদেরকে তিনি তাঁদের ইচ্ছামত চলে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন (যিহোশূয় ২৪:১৫; রূত ১:১৫)।

(২) "যদি তোমরা মনে কর যে তোমরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছো তাহলে চলে যেতে পার।" যদি তাঁদের অন্য কিছুর প্রতি ঝোঁকের কারণে খ্রীষ্টকে ছেড়ে যেতে চায় তাহলে তিনি তাঁর এই প্রশ্ন উত্থাপন করা থেকে বিরত থাকবেন যে, "তোমরাও কি চলে যেতে ইচ্ছা করছো? তোমরা ভেব না যে, এই বিষয়টিকে তোমরা লুকিয়ে রাখবে। তারা যেভাবে চলে গেছে

তোমরাও সহজেই চলে যেতে পার। তোমরা যেভাবে আমার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশেছ তারা সেভাবে মেশেনি। তারা তোমাদের মত আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ পায় নি এবং উপকৃত হয় নি, তাই তারা চলে গেছে। এখন তোমরাও কি তাদের মত চলে যেতে চাও? নিজের চরিত্রের কথা ভাব এবং বল।" *তারা যাই করুক না কেন, আমি কখনোই খ্রীষ্টকে ছেড়ে যাব না। আমার মত লোকের কি পালিয়ে যাওয়া উচিত?* (নহিমিয় ৬:১১)। লক্ষ্য করুন, আমরা খ্রীষ্টের খুব কাছে আছি এবং আমরা এইভাবে তাঁর সঙ্গে সবসময় যুক্ত থাকব, কোন কিছুই আমাদের আলাদা করবে না, আমরা আরও অনেক কাজ করবো যা তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। যদি আমরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমরা পাপ করব।

(৩) "আমার ভাববার অনেক কারণ রয়েছে যে, তোমরা তা করবে না। তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" "না, আমরা আরও গভীরভাবে আপনাকে ধরে রাখতে চাই।" "আমি তোমাদের কাছে উত্তম বিষয় চিন্তা করি (ইব্রীয় ৬:৯), কারণ তোমরা হলে তারা, যারা সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ" (লূক ২২:২৮)। যারা তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তাদের জন্য তিনি মনে দুঃখ পান, কিন্তু যারা তাঁর কাছ থেকে চলে না গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাঁকে আরও সম্মান প্রদর্শনের জন্য, তাদের এই আচরণের জন্য তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন।

২. খ্রীষ্টের প্রশ্নের উত্তরে পিতর বললেন যে, সমস্ত শান্তি এবং অনন্ত জীবন খ্রীষ্টের কাছে রয়েছে। তাই তাঁর কাছ থেকে তাঁরা চলে যেতে চান না, পদ ৬৮,৬৯। খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিলেন তা ছিল ইস্রায়েল জাতির কাছে সেই প্রশ্নের মত – তারা কার কাছে উপাসনা করবে সেই বিষয়ে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁরা যেন একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন। পিতর বলেছিলেন, "না, সদাপ্রভু আমরা আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।" তিনি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি সদাপ্রভুর খুব ঘনিষ্ট সাহচার্যে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হলেন পরিত্রাণকর্তা। তাই তিনি সরলভাবে তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁকে ফেলে তাঁরা কোথাও যাবেন না। মাঝে মাঝে পিতর কিছু কথা বলতেন যা খ্রীষ্ট অনুমোদন করতেন, আবার কিছু কিছু কথার জন্য খ্রীষ্ট তাঁকে তীব্রভাবে অনুযোগ করতেন (মথি ১৬:১৭,২৩)। এমন অনেকে আছেন যারা দ্রুত কথা বলেন, এতে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার বিভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পিতর যে উত্তর দিয়েছিলেন তা ছিল খুব ভাল উত্তর, খুব প্রশংসনীয় উত্তর। সম্ভবত তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল অন্য সকল শিষ্যদের সম্মতির বহিঃপ্রকাশ। পিতর তাঁদের সকলের মনোভাব জানতেন এবং তাঁদের কথায় তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের চিন্তাধারা কী। এমনকি যিহূদাকে বাদ দিয়ে তিনি চিন্তা করেন নি।

(১) খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকার এটি ছিল একটি সুন্দর প্রতিজ্ঞা। তাঁরা এর উত্তরে এমন ঘনিষ্টতা প্রকাশ করলেন যে, তাতে মনে হল তাঁরা খ্রীষ্টের সাহচার্য ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা আদৌ চিন্তা করতে পারছেন না: "প্রভু, আমরা আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাব? আপনাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমাদের জন্য মূর্খতা হবে, কারণ আমরা জানি আমাদের অনন্ত জীবনের সব অনুগ্রহ আপনার কাছেই আছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি

আমরা আপনার কাছেই থাকব।" লক্ষ্য করুন, যদি কেউ খ্রীষ্টকে ছেড়ে চলে যেতে চায় তাহলে তাদের এই বিবেচনা করা ভাল হবে যে, তারা কার কাছে যাবে। যদি তারা এই প্রত্যাশা করে যে, খ্রীষ্ট ছাড়া তারা অন্য কোথাও প্রাণের আরাম এবং শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে তারা মারাত্মক ভুল করবে। কারণ খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে প্রাণের আরাম, শান্তি এবং অনন্ত জীবন (গীতসংহিতা ৭৩:২৭,২৮; হোশেয় ২:৯)। "আমরা কোথায় যাব? এই পৃথিবীতে কি আমরা আমাদের সুখের প্রাসাদ নির্মাণ করবো? নিশ্চিতভাবে এটি আমাদের হতাশ করবে। আমরা কি আবার আমাদের পাপের জীবনে ফিরে যাব? এটি নিশ্চিতভাবে আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে। আমরা কি জীবন্ত জলের ঝর্ণা ত্যাগ করে ভাঙ্গা চৌবাচ্চার কাছে যাব?" শিষ্যরা এই সঙ্কল্প করলেন যে, তাঁরা সব সময় অনন্ত জীবন এবং সুখের মধ্যে অবস্থান করবেন। এটি ধরে রাখার জন্য তাঁরা খ্রীষ্টকে তাঁদের সাহায্যকারী হিসেবে এবং তাঁদের জীবনের পরিচালক হিসেবে পেতে চাইলেন, কারণ তিনি ছাড়া আর উত্তম কেউ নেই। "আমরা কি ধর্মহীন দার্শনিকের কাছে যাব? তাদের শিষ্য হব? তাদের কল্পনা নিরর্থক। তারা প্রকাশ করে যে, তারা অন্য সবার চেয়ে অনেক জ্ঞানী। তারা খুব দাম্ভিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা ধর্মের ব্যাপারে একেবারে নির্বোধে পরিণত হয়। আমরা কি যিহূদী ধর্ম-শিক্ষকদের এবং ফরীশীদের কাছে যাব? তাদের পায়ের কাছে বসবো? যারা তাদের ঐতিহ্যের জন্য ঈশ্বরের আদেশকে ত্যাগ করেছে তারা আমাদের জন্য কি মঙ্গল সাধন করবে? আমরা কি মোশির কাছে যাব? তিনি কি আবার আমাদের ফিরিয়ে আনবেন? যদি কখনো আমরা সুখ এবং শান্তির পথ খুঁজে পাই, তা অবশ্যই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সম্ভব।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম অত্যন্ত উপকারী হিসেবে প্রকাশিত হয় যখন অন্য কোন শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান অথবা ধর্মের সাথে তুলনা করা হয়। কারণ তখন দেখা যাবে যে এটি অন্য সব কিছুকে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। যারা খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্মের দোষ কিংবা ভুল খুঁজে বেড়ায় তাদের এর আগে আরও শ্রেষ্ঠ ধর্ম খুঁজে পেতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবেই একজন স্বর্গীয় শিক্ষাদাতাকে পেয়েছি। কেউ কি আছে, যে আমাদের যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সমস্ত অনুগ্রহ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মধ্যে রয়েছে। যদি আমাদের পুস্তক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের পুস্তক না হত তাহলে আমরা এই রকম পুস্তক কোথায় খুঁজে পেতাম?

(২) এখানে এই দৃঢ় সংকল্পের পক্ষে সুন্দর যুক্তি রয়েছে। এটি কোন অন্ধ ভালবাসার অবিবেচক সিদ্ধান্ত নয়, কিন্তু এটি পরিপক্ক সুচিন্তার ফল। শিষ্যরা এই সংকল্পে অটল ছিলেন যে, তাঁরা কখনো খ্রীষ্টকে ছেড়ে চলে যাবেন না।

[১] তাঁরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছেন, তার জন্য তাঁরা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন: "অনন্ত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই আছে।" শিষ্যরা সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের শিক্ষা বুঝতে পারে নি, কারণ তখন পর্যন্ত ক্রুশের মতবাদ তাঁদের কাছে হেয়ালির কথা ছিল। কিন্তু খুব সাধারণভাবে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই অনন্ত জীবন এবং এই কারণে তারা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের শিক্ষার কথাগুলো আমাদের অনন্ত জীবনের পথ দেখিয়ে দেয় এবং আমাদের সামনে অনন্ত জীবনকে স্থাপন করেন যেন সহজে তা আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং আমাদের বলে দেয় কীভাবে এই অনন্ত জীবন পেতে পারি যেন আমরা এর

উত্তরাধিকারী হতে পারি।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি যেমন অনন্ত জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন তেমনি তার অনন্ত জীবন দেবার ক্ষমতা রয়েছে এবং যতজনকে ইচ্ছা ততজনকেই অনন্ত জীবন দেবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন (যোহন ১৭:২)। এর আগের আলোচনায় তিনি তাঁর অনুসারীদের অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তার কথা বলেছিলেন, তখন এই শিষ্যরা এই সরল কথাগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন, আর এইজন্য তাঁরা খ্রীষ্টের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। অপর দিকে অন্যরা তাঁর কঠিন কথাগুলো আঁকড়ে ধরেছিল এবং এই কারণে তারা খ্রীষ্টকে ছেড়ে গিয়েছিল। যদি আমরা খ্রীষ্টের সমস্ত রহস্যপূর্ণ এবং সমস্ত দুর্বোধ্য শিক্ষা বুঝতে না পারি, তবুও আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, এটি হল অনন্ত জীবনের কথা এবং এই কারণে এর দ্বারাই আমরা বেঁচে থাকব বা মারা যাব। যদি আমরা খ্রীষ্টকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে বুঝতে হবে যে, আমরা আমাদের করুণা এবং অনুগ্রহ ছেড়ে চলে গেছি।

[২] তাঁরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে নিশ্চয়তার কারণে এই কথা বলেছিলেন (পদ ৬৯): "আমরা বিশ্বাস করেছি ও জ্ঞাত হয়েছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।" তিনিই চিরস্থায়ী ন্যায্যতা আনয়ন করবেন (দানিয়েল ৯:২৪)। যেহেতু অনন্ত জীবনের বাণী রয়েছে, তাই এর মধ্য দিয়ে মানুষকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হবে যেন তাঁর অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে (রোমীয় ৫:২১)। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, যে শিক্ষার উপর তাঁরা বিশ্বাস এনেছিলেন: এই যীশু হলেন পিতার প্রতিজ্ঞাত এবং তাঁদের প্রত্যাশার সেই খ্রীষ্ট। তিনি কেবলমাত্র মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর এই একই কথা তাঁকে বলেছেন, "তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা হলাম" (গীতসংহিতা ২:৭)। যখন স্বপক্ষ কিংবা স্বধর্ম ত্যাগের প্রলোভন আসে তখন আমাদের প্রথম নীতি অবলম্বন করলে এবং তাতে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকলে মঙ্গল হবে। যদি আমরা বিশ্বস্তভাবে আমাদের বিশ্বাসে স্থির থাকি তাহলে আমরা প্রভুকে ছেড়ে যাওয়ার প্রলোভনকে প্রতিহত করতে পারব।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের বিশ্বাসের পরিমাণ: তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা ছিল, আমরা নিশ্চিত। আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা এটাই জেনেছি, এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আমরা অন্যদের আরও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে দেখে এই সুযোগ নিয়েছি, বিশেষ করে বর্তমানে যে সত্য রয়েছে তার মধ্যে। কারণ এই সত্য আমাদের অনন্ত জীবনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয় বলে আমরা অন্যদের মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে চাই না। তাই এই সত্য আমরা আঁকড়ে ধরেছি। যখন আমরা যদি খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি বিশ্বাসে মহা শক্তিশালী হই তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, কার প্রতি আমরা বিশ্বাস এনেছি। তাহলে আমরা সাহসপূর্বক আমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেই কুণ্ঠিত হব না। খ্রীষ্ট পিতরের উত্তরের প্রেক্ষিতে হতাশাপূর্ণ মন্তব্য করলেন: "আমি তোমাদের বারোজনকে কি বেছে নেই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে একজন শত্রু আছে (পদ ৭০,৭১)।" আর সুসমাচারের লেখক আমাদের বলেছেন যে, খ্রীষ্ট কাকে নির্দেশ করেছেন, এখানে যীশু ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার কথা বলেছেন। পিতর অন্য

সব শিষ্যদের দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা সবাই তাদের সদাপ্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। এখন খ্রীষ্ট তাঁর এই ভালবাসার কথাকে দোষারোপ করলেন না, কিন্তু তিনি নীরবে তাঁর এই বিশ্বাসকে অনুমোদন দিলেন। আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে খুব বেশি নিশ্চিত হতে পারি না। কোনটি তাঁর নিজের ঈশ্বর তা জানেন, কিন্তু আমরা জানি না। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের কাছে ভণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতকেরা শয়তানের চেয়ে কোন অংশেই ভাল নয়। যিহূদা কেবল শয়তানের কাজ করছিল তা নয়, কিন্তু সে নিজেই ছিল শয়তান। মাঝে মাঝে শয়তানের কাজগুলো এইভাবে প্রকাশ পায় (২ তীমথিয় ৩:৩)। এই শয়তানের কাজ যিহূদার মাঝে তখনই প্রকাশ পেয়েছিল, যখন সে প্রধান পুরোহিতদের সঙ্গে চুক্তি করেছিল টাকার বিনিময়ে তার সদাপ্রভুকে ধরিয়ে দেবে বলে, যখন তার সদাপ্রভুকে সে উপস্থাপন করেছিল একজন মন্দ মানুষ হিসেবে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সে সেই গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা যেভাবে পাঠ করে থাকি আমি এর সাথে আরেকটু যোগ করতে চাই: সে একজন শয়তান, রক্ত-মাংস দ্বারা গঠিত একজন শয়তান, পতিত স্বর্গদূতর মত পতিত শিষ্য। সে একজন শয়তান, খ্রীষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী, খ্রীষ্টের শত্রু। সে হল আবদ্দোন এবং আপল্লুয়োন (অর্থাৎ ধ্বংসকারী) এবং ধ্বংসের সন্তান। সে ছিল তার শয়তান পিতার মত। তার আকাঙ্খা সে পূর্ণ করেছে নিজের স্বার্থে, কয়িনের মত (১ যোহন ৩:১২): "কয়িন শয়তানের লোক ছিল এবং সে তার আপন ভাইকে খুন করেছিল।" যার দেহ শয়তান দ্বারা অধিকৃত হয়েছে তাকে শয়তান বলে ডাকা হয় না; কিন্তু যিহূদার অন্তরে শয়তান ঢুকেছিল এবং তার অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে দহন করেছিল, তাই তাকে বলা হয়েছে শয়তান।

(২) অনেক লোক আছে যাদের সাধু বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তান। অন্যান্য প্রেরিতদের চেয়ে বাইরের দিক থেকে যিহূদাকে খুব ভাল বলে মনে হত; তার বিষ সাপের মত সুন্দর চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল। সে বহিষ্কৃত শয়তান; সে শয়তানের রাজ্য থেকে শত্রু হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এবং সে নিজেই সব সময় একজন শয়তান। এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় বলে সম্ভবত যে, তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন: "আমি কি বারোজনকে বেছে নেই নি?" এটি খুব দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় হবে, যদি কখনো খ্রীষ্টান ধর্মকে শয়তানের কাজ দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়।

(৩) ভণ্ডদের ছদ্মবেশ মানুষকে বিভিন্নভাবে ভ্রান্ত করে থাকে এবং তাদেরকে প্রতারিত করে, কিন্তু খ্রীষ্টকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, কারণ তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি তাদের অন্তরের সব চিন্তা এবং সমস্ত কাজ দেখতে পায়। খ্রীষ্টের স্বর্গীয় দৃষ্টি আত্মিক বিষয় দেখার জন্য যে কোন দৃষ্টির চেয়ে দ্বিগুণ ভাল।

(৪) তিনি যাদেরকে তাঁর বিশেষ পরিচর্যা কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাদের একজন প্রমাণ করেছিল যে, সে বিশ্বাসঘাতক: "আমি যাদের বেছে নিয়েছি তাদের তো আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হতেই হবে যে, যে আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে, সেও আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে।" কারণ এটি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যিহূদাকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত করা হয় নি, "আর বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে একজন শয়তান আছে।" লক্ষ্য করুন, সম্মানের স্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং মণ্ডলীর প্রতি

বিশ্বাস করা রক্ষাকারী অনুগ্রহের নিশ্চিত কোন প্রমাণ নয়। তাঁর নামে আমরা ভবিষ্যতের বিষয় সম্পর্কে জেনেছি।

(৫) যারা স্বর্গের এই ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বেশি মনোনীত, সেই দলের সাথে যারা মন্দ তাদের সঙ্গে দেখা হবে এটা নতুন বিষয় নয়। বারোজনকে বেছে নেয়া হয়েছিল যেন তারা রক্ত-মাংসধারী ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কথা-বার্তা বলতে পারেন, তিনি এভাবে তাদের মহা সম্মান এবং সুযোগ দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছিল রক্ত-মাংসধারী শয়তান। সুসমাচারের লেখক এই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন – যিহূদা, যে বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন, তাকে তিনি পৃথকভাবে দেখার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমরা বারোজন শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করবো না বা মণ্ডলী থেকে বের করে দেব না, কারণ মাত্র একজনই ছিল শয়তান। এখানে বলা হয়নি যে প্রত্যেকেই প্রতারণা করেছে এবং প্রত্যেকেই ভণ্ডামি করেছে, বরং একজনই মাত্র তাদের মধ্যে এমন করেছে। কারা দোষী এবং কারা দোষী নয় তা যখন সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত থাকে তখন আমাদের উচিত সবাই মিলে সঙ্ঘবদ্ধ থাকা। আমাদের এমন সমাজ গঠন করতে হবে যেখানে আমাদের বিশ্বাসের পর্দা ভেদ করে কোন মন্দতা ভিতরে ঢুকতে না পারে। প্রথম প্রজন্মের মণ্ডলীতে যেন কোন মিথ্যা, প্রতারক, ভণ্ড এবং ছদ্মবেশী বিশ্বাসী না থাকে।

# যোহন লিখিত সুসমাচার
# অধ্যায় ৭

এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব। ক. কিছু সময়ের জন্য খ্রীষ্টের গালীলে জনসমক্ষে চলাফেরা কমিয়ে দেওয়ার বিষয় (পদ ১)। খ. কুটিরবাস পদ পালনের জন্য খ্রীষ্টের যিরূশালেমে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাইদের সঙ্গে তাঁর কথা -বার্তা (পদ ২-১৩)। গ. কুটিরবাস পর্বের সময় মন্দিরে জনতার সামনে খ্রীষ্টের প্রচার। ১. কুটিরবাস পর্বের মাঝামাঝি সময়ে (পদ ১৪,১৫): আমরা এখানে যিহূদীদের সাথে খ্রীষ্টের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি দেব। (১) তাঁর শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা (পদ ১৬-১৮)। (২) বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙার অপরাধে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়ে (পদ ১৯-২৪)। (৩) তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় চলে যাবেন সেই সম্পর্কে (পদ ২৫-৩৬)। ২. কুটিরবাস পর্বের শেষ দিনে: (১) নম্র আত্মাদের তাঁর কাছে আসার জন্য নিমন্ত্রণ (পদ ৩৭-৩৯)। (২) যেভাবে তারা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল। [১] অনেকে এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করেছিল (পদ ৪০-৪৪)। [২] প্রধান পুরোহিতেরা এই কারণে খ্রীষ্টের অনেক সমস্যা সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তাদের মনে প্রথম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের কর্মচারীদের দ্বারা (পদ ৪৫-৪৯) এবং এরপর তাদের সমাজের অন্য একজনের দ্বারা তারা নীরব হয়েছিল (পদ ৫০- ৫৩)।

## যোহন ৭:১-১৩ পদ

আমরা এখানে দেখতে পাই:-

ক. কেন খ্রীষ্ট যিহূদিয়ার চেয়ে গালীলে বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন। এখানে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১): যিহূদিয়া এবং যিরূশালেমের যিহূদীরা খ্রীষ্টকে মেরে ফেলার জন্য খোঁজ করেছিল, কারণ তিনি বিশ্রামবারে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেছিলেন (যোহন ৫:১৬)। তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। তারা এই রকম পরিকল্পনা করেছিল যে, হয় তারা জনতার মধ্যে হাঙ্গামা বাধিয়ে তাঁকে হত্যা করবে অথবা আইনগতভাবে অভিযুক্ত করে তাঁকে হত্যা করবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করে খ্রীষ্ট দেশের এক প্রান্তে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। যিরূশালেম থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেছিলেন। এ কথা বলা হয় নি যে, তাঁর সাহস ছিল না বলে তিনি যিহূদিয়া এলাকায় যায় নি। তিনি যে ভীতি এবং কাপুরুষতার জন্য সেই এলাকায় যেতে অস্বীকার করেছিলেন তাও নয়। কিন্তু তিনি যান নি তাঁর পরিণামদর্শিতার জন্য, কারণ তখনো তাঁর সময় আসে নি। লক্ষ্য করুন:

১. যারা সুসমাচারের আলো নিভিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছিল তাদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত কারণেই সেই সুসমাচারের আলো সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। যাদের কাছ থেকে আলো দিয়েছিলেন তিনি প্রত্যাহার করে আবার তাদের কাছ থেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে

আনলেন। যারা এই সুসমাচারের উপর থুথু ফেলেছে তাদের কাছ থেকে তিনি তাঁর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। যারা এই সুসমাচার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তিনি ন্যায়সঙ্গত কারণে তাদের উপরে থেকে তাঁর দয়ার হাত উঠিয়ে নিলেন।

২. আসন্ন বিপদের সময় তাঁকে রক্ষা করা এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য ফিরে যাওয়া ও আত্মগোপন করে থাকা অথবা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম বিপদের ভয় সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কেবল যে অনুমতিযোগ্য তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞচিত্ত বটে (মথি ১০:২৩)। যে পর্যন্ত আমরা আমাদের সুসমাচারকে প্রকাশ না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অন্যদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাতে পারব না।

৩. যদি কোন স্থানের লোকদের অন্ধকারময় জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বর তাঁর সময়োচিত আচরণ করেন, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই সব কিছু রয়েছে আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাতে। যাঁর আসন মোশির আসনের চেয়ে উর্ধ্বে, তিনি অতি সাধারণ মানুষের মত গালীলে দরিদ্র, সাধারণ মানুষের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। লক্ষ্য করুন, তিনি গালীলে তখন বসে থাকেন নি, তাঁর সজীবতা এবং উদ্যম স্তিমিত হয় নি, কিন্তু তিনি হেঁটে চলেছেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন উত্তম কাজের জন্য। যেখানে আমরা যে কাজটি করতে চাই যদি আমরা তা না করতে পারি, তাহলে আমাদের অবশ্যই সেই স্থানে যেতে হবে যেখানে আমরা তা করতে পারব।

খ. কুটিরবাস পদ কাছে এসে গিয়েছিল, পদ ২। এটি যিহূদীদের অন্যতম তৃতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেটি পালন করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পুরুষকে যিরূশালেমে উপস্থিত থাকতে হত (লেবীয় ২৩:৩৪)। তারা দীর্ঘদিন কুটিরবাস পদ উৎসব পালন করা থেকে বিরত ছিল (যিহিস্কেল ৮:১৪)। এটি ছিল মরুভূমিতে থাকাকালীন সময় ইস্রায়েল জাতির আবাস-তাঁবুর স্মরণার্থক এবং এই জগতে ঈশ্বরের আত্মিক ইস্রায়েলের আবাস-তাঁবুর নকশা। এই পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু বছর আগে, যা এখনও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়ে আসছে। লক্ষ্য করুন, স্বর্গীয় নিয়ম কখনো পুরাতন হয় না বা সময়ের দীর্ঘতায় অপ্রচলিত বা বাতিল হয়ে যায় না। মরুভূমিতে যে সমস্ত করুণার এবং অনুগ্রহের কাজ তাদের মধ্যে করা হয়েছিল তা কখনোই ভুলে যাওয়ার বিষয় নয়, এটি চিরকাল স্মরণীয়। এই পদটি ছিল মূলত যিহূদীদের পদ, কারণ এটি ছিল মরুভূমিতে থাকার সময় তারা যে তাঁবুতে বাস করেছিল এবং ঈশ্বরের নির্দেশে যে আবাস-তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছিল, তার স্মারক পদ।

গ. খ্রীষ্টের সঙ্গে যাদের আলাপ হয়েছিল তারা ছিলেন তাঁর ভাইয়েরা, কিছু আত্মীয়-স্বজন, হয় তার মা অথবা তাঁর পিতা, অবশ্য এটি নিশ্চিত নয়। তারা খ্রীষ্টের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ দেখালেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যথার্থ ছিল না; আর এই জন্য তারা তাঁকে কিছু নির্দেশ দেবার চেষ্টা করলেন। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

১. তাদের উচ্চাকাঙ্খা এবং আত্মগরিমার জন্য তারা খ্রীষ্টকে প্ররোচিত করলেন যেন তিনি বর্তমানে যে সব কাজ করছেন তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাজ করে লোকদের অভিভূত করেন: "এই স্থান থেকে প্রস্থান কর," তারা বললেন, "যিহূদিয়াতে চলে যাও (পদ ৩), যেন তুমি যা যা করছো, তোমার সেসব কাজ তোমার শিষ্যরাও দেখতে পায়।"

(১) তারা এই উপদেশের স্বপক্ষে দু'টি কারণ দেখালেন:

[১] সেই সময় যারা যিরূশালেমের কাছে অবস্থান করবে তাদের মধ্যে যাদের খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান দেখাবার মনোভাব রয়েছে, তাদেরকে যেন তিনি উৎসাহিত করতে পারেন তাঁকে আরও অধিক পরিমাণে সম্মান করার জন্য। তাঁর প্রত্যাশিত পার্থিব রাজ্য, যার রাজধানী অবশ্যই স্থাপিত হবে যিরূশালেমে, এই সব শিষ্যরা নিশ্চয়ই তাঁকে বিশেষভাবে সমর্থন দেবে। তারা ভাবলো তিনি এই গালীলীয় শিষ্যদের পিছে যে সময় দেবেন তা হবে সময়কে নষ্ট করা এবং অপচয় করার সামীল। আর তাঁর এই আশ্চর্য কাজগুলো যদি যিরূশালেমে দেখানো না হয় তাহলে এই আশ্চর্য কাজ কোন শুভ ফল বয়ে আনবে না। অথবা, "তোমার অধিকাংশ শিষ্যরা নিশ্চয়ই কুটিরবাস পদ উদ্‌যাপনের জন্য যিরূশালেমে সমবেত হবে। তখন যদি তুমি আশ্চর্য কাজ কর তাহলে সবাই তা দেখতে পাবে। আর যদি তা না কর, এখানেই এই সব কর, তবে একবার কিছু লোক তা দেখবে তারপর অন্য জায়গায় কিছু লোক দেখবে।"

[২] এতে তাঁর নাম এবং সম্মানের উৎকর্ষ সাধিত হবে: এমন কেউ নেই যে গোপনে কিছু করে, যদি সে নিজেকে জাহির করার জন্য সচেষ্ট থাকে। তারা মনে করেছিল যে খ্রীষ্ট নিজেকে জাহির করার জন্য সচেষ্ট আছেন তাই খ্রীষ্ট কোন আশ্চর্য কাজ গোপনে করবেন না। "যদি তুমি এইভাবে কাজ কর, যদি তা খুব ভালভাবে করতে পার তাহলে লোকেরা অবশ্যই হাতছানি দেবে এবং তাদের কাছ থেকে তুমি প্রশংসা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া তুমি শাসনকর্তাদেরও অনুমোদন পাবে তোমার আশ্চর্য কাজের দ্বারা। তোমার সাহসিকতার কাজের কথা চারদিকে ব্যাপ্ত হবে, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে, সবাই তোমাকে জানতে পারবে। এই প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাজনক বিষয়ের সমর্থনের মাধ্যমে তুমি লোকদের গ্রহণযোগ্য হতে পারবে, তুমি কোনভাবেই ব্যর্থ হবে না। তাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা এটাই সুবর্ণ সুযোগ।"

(২) কেউ ভাবতে পারবে না যে এটি একটি ক্ষতিকর পরামর্শ। তবুও সুসমাচার লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল তাদের ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের প্রমাণ: আসলে যীশুর ভাইয়েরাও তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি (পদ ৫)। যদি তারা যীশুর উপর বিশ্বাস করতো তাহলে তারা এই কথা বলতো না। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর আত্মীয়দের সম্মান জানিয়েছিলেন, তবে পরিত্রাণের জন্য সম্মান নয়। কিন্তু তারা যে তাঁর কথা শুনে তা মনে রেখেছেন এই জন্য তিনি তাদের মূল্যায়ন করলেন। এটি সুনিশ্চিত যে রক্তের মধ্য দিয়ে কোন অনুগ্রহ চালিত হয় না। তা যদি হত তাহলে খ্রীষ্টের পরিবারের লোকদের মধ্যে চালিত হত। কারণ খ্রীষ্টের পরিবারের মধ্যে এটি ঘটে নি।

[২] পার্থিব বিষয়ের প্রতি খ্রীষ্টের অনাগ্রহের এটি ছিল একটি চিহ্ন, কারণ তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন আর তিনি তাদের প্রথমেই প্রতিহত করলেন।

[৩] মাংসিকভাবে যারা খ্রীষ্টের আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন (বারোজন শিষ্যের মধ্যে তিনজন ছিলেন তার ভাই)। তবুও অন্য যারা ছিলেন তারা অর্থাৎ যারা ঐ তিনজন শিষ্যের মত খুব নিকট আত্মীয় ছিলেন, তারা

খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেন নি। অনেকে আছেন যারা একই রকম বাহ্যিক সুযোগ এবং সুবিধা একই রকমভাবে ব্যবহার করেন না।

(৩) তারা খ্রীষ্টকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

[১] তাঁকে সাময়িকভাবে মেনে নেওয়ার অংশ হিসেবে তারা খ্রীষ্টকে নির্দেশ প্রদান করার জন্য এবং তাঁকে শিক্ষা দিতে চাইল, উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাঁকে কি করতে হবে। যখন কেউ এই কথা চিন্তা করে না যে, খ্রীষ্ট নিজেকে চালিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান রয়েছে, তখন তারা একই কথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, খ্রীষ্ট তাদের পরিচালনা দিতে সক্ষম; এটি হল একটি চিহ্ন।

[২] তারা আবিস্কার করলো যে, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে চরম উদাসীন। যখন তারা খ্রীষ্টকে যিহূদিয়া যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল তখনও তারা জানতো যে, যিহূদিয়ার যিহূদী নেতারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য তৎপর রয়েছে। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল এবং যারা তাঁকে ভালবাসা করতো তারা খ্রীষ্টকে যিহূদিয়া যাওয়ায় নিবৃত্ত করতে চাইল (যোহন ১১:৮)।

[৩] ড. হুইটবাই বলেছেন, অনেকে মনে করেন যে, তারা প্রত্যাশা করেছিলেন যে খ্রীষ্ট যিরূশালেমে গিয়ে যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করবেন তা ফরীশী এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং এই আশ্চর্য কাজে প্রতারণা আবিস্কার করার চেষ্টা করবে এবং তারা যে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি তা ন্যায্য বলে প্রমাণ করতে পারবে।

[৪] খুব সম্ভবত গালীলে তাঁর সাহচার্যে থেকে তারা খুব ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন (কারণ খ্রীষ্ট প্রায় সব কথা গালীলে বলেছিলেন), আর এটি তাদের প্রভাবিত করেছিল, তাই তারা চেয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট তাদের দেশের সীমানা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

[৫] তারা অকারণে কৌশলে এবং পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলো যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের অবহেলা করছেন এবং তাঁদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য যে সমস্ত কাজ করা তাঁর অতি আবশ্যক, তা তিনি তাঁদের সামনে করতে অস্বীকার করছেন।

[৬] তারা নীরবে তাঁকে একজন দুর্বল হৃদয়ের মানুষ বলে তিরস্কার করলো, যিনি সাহসী মানুষ হিসেবে মহান লোকদের তালিকাভুক্ত হতে পারেন নি। জনতার কাজের অবস্থার উপর তাঁর কোন আস্থা নেই, কারণ যদি তাঁর সাহস এবং আত্মার মহত্ব থাকত তাহলে তিনি তা করতেন, এভাবে ভীরু লোকের মত এক কোণায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন না। খ্রীষ্টের এই রকম নম্রতা এবং নিজেকে অবনত করার এই চিত্র সমস্ত পৃথিবীতে সাধারণভাবে পরিচিত। কিন্তু এটি কখনো কখনো তাঁকে এবং তাঁর ধর্মকে তিরস্কার করার জন্য মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

[৭] তারা মনে করলেন যে, তিনি যদি আশ্চর্য কাজ করেন তাহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তারা বললেন, "তুমি যখন এই সব কাজ করছো তখন লোকদের সামনে নিজেকে দেখাও। যেন লোকেরা তোমার কাজ দেখে সূক্ষ্মরূপে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।"

[৮] তারা মনে করেন যে, খ্রীষ্ট সব দিক থেকেই তাদের মধ্যে একজন, একই রকম আত্মার

অধিকারী, তারা যেভাবে জাগতিক বিষয় সমাধান করেন তিনিও তেমনি করেন। অথচ খ্রীষ্ট কোন সম্মান প্রত্যাশী ছিলেন না।

[৯] তিনি স্বয়ং ছিলেন সবার তলানীতে। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, যখন তিনি নিজেকে মহান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন তখন তারা তাঁর আত্মীয়-স্বজন হিসেবে তাঁর সম্মানের ভাগী হতে পারবেন এবং তাঁর নামের গুণে লোকদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, অনেক লোক আছে যারা কোন পর্বের উপাসনা করার জন্য সমাবেশে উপস্থিত হয় কেবলমাত্র নিজেদের দেখাবার জন্য। লোকদের সামনে নিজেকে একজন উত্তম সেবক এবং প্রকৃত উপাসনাকারী হিসেবে দেখাবার জন্য তারা তৎপর থাকে।

*দ্বিতীয়ত*, অনেকে মনে করে, খ্রীষ্টের সম্মানের জন্য সচেষ্ট হলে নিজেকেই সম্মানিত করা হয়, এই সম্মান তার কাছেও ফিরে আসবে।

২. খ্রীষ্টকে তাঁর ভাইয়েরা যে প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে খ্রীষ্টের নম্রতা এবং বিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের কথার মধ্যে ছিল পরোক্ষ তিরস্কার এবং বক্রোক্তি। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে খুব নম্র এবং কোমলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা অযথা কোন প্রশ্ন করে তাদের ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিতে হবে। লোকদের সেচ্ছাচারী এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্নে এবং কথায় কীভাবে নম্রভাবে উত্তর দিতে হয় তা আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি। যেখানে খুব সহজে ভ্রান্ত বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং প্রকাশ্যে অপমানিত হলে তা দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। তারা কুটিরবাস পদ উদ্‌যাপনের সময় খ্রীষ্টকে তাদের পাশে পেতে চেয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে তিনি তাদের আদেশ পালন করবেন। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই:-

(১) তিনি তাদের এবং তাঁর মধ্যে একটি পার্থক্য দেখালেন দু'টি দিক থেকে:

[১] তাঁর যে সময় তা নিরূপিত। তাদের সময়ের মত তাঁর সময় নয়: "আমার সময় এখনো হয় নি, কিন্তু তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। তোমাদের সময় সব সময়ই প্রস্তুত।" তারা বুঝতে পারলেন যে, তাদের কুঁড়ে ঘরের ঈদে যাওয়ার সময় হয়েছে। এই ঈদে যাওয়া তাদের জন্য গতানুগতিক বিষয় ছিল, কারণ প্রতি বছরই তারা পদ পালনের জন্য যিরূশালেমে যেতেন। তারা পদ পালনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন, কারণ তাদের সেখানে অবস্থান করার মত সময় ছিল না অথবা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে অতি দ্রুত যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল নির্দিষ্ট কাজের জন্য বরাদ্দ। সেই স্থান ত্যাগ করার আগে গালীলে আরও কিছু কাজ করার প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্টের ভাইয়েরা তাঁকে পদ পালন করা এবং সেখানে গিয়ে আশ্চর্য কাজ করার প্রস্তাব দেয়া এবং খ্রীষ্টের তার সত্তরজন শিষ্যকে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের জন্য পাঠাবার মধ্যে সুসমাচারের একটি ঐক্য রয়েছে (লূক ১০:১), যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তার সময় তখনো হয় নি, এই কারণে তিনি প্রথমে নিরূপিত কাজগুলো শেষ করতে চাইলেন। যারা সময়কে অপব্যয় করে অর্থহীনভাবে জীবন-যাপন করে, তারা ইচ্ছামত যাওয়া আসা করে। ফলে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে

যায়। কিন্তু যারা মনে করে তাদের হাতে সময় খুব সীমিত তারা নিশ্চয়ই তাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং অনেকে যেমন অন্য সময়ে করবে বলে তাদের কাজ ফেলে রাখে তারা তেমন করবে না, কারণ তারা সময়ের কাজ সময়ে করে। যারা ঈশ্বরের সেবাকারী, যেমন সমস্ত মানুষ এবং সকলের সেবা করার জন্য যারা প্রস্তুত, যেমন কার্যকরী মানুষ, তারা তাদের নিজেদের সময়ের প্রভু হওয়ার প্রত্যাশা করবে না এবং আকাঙ্খা করবে না। আলস্যের স্বাধীনতার চেয়ে কাজে আটকে থাকা হাজার গুণ ভাল। অথবা এটি ছিল যিরূশালেমে জনতার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময়ের পরিকল্পনা। খ্রীষ্ট, যিনি সমস্ত মানুষের অন্তর জানেন এবং জানেন তাদের কার্যকলাপ, তিনি জানতেন শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল পর্বের মাঝামাঝি সময়। আমরা নির্বোধের মত এবং অবিবেচকের মত তাঁকে নির্দেশ করতে তৎপর হই এবং মনে করি তিনি তাঁর লোকদের মুক্ত করবেন এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহের কাজ এখন আমাদের দেখাবেন। বর্তমান সময় হল আমাদের সময়, কিন্তু তিনি বিচার করার উপযুক্ত এবং হয়তো তাঁর সময় এখনো আসে নি। তাঁর লোকেরা এখনও পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুত নয় এবং তাঁর শত্রুরা ধ্বংসের জন্য এখনও পরিপক্ক হয় নি। তাহলে আসুন আমরা তাঁর সময় পর্যন্ত ধৈর্যপূর্বক অপেক্ষা করি, কারণ যথা সময়ে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ মহা গৌরবের সঙ্গে সম্পন্ন করবেন।

[২] তাঁর জীবন ছিল বিপদসঙ্কুল অবস্থায়, নেতারা তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজছিল, এই অবস্থা তাঁর ভাইদের ছিল না, পদ ৭। তারা নিজেদের জগতের সামনে বিপদগ্রস্থ হিসেবে প্রকাশ করেনি: "পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কারণ তোমরা পৃথিবীর এবং তার সন্তান, তার সেবাকারী এবং পৃথিবীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িতে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পৃথিবী নিজেকে ভালবাসে (যোহন ১৫:১৯)। নাপবিত্র আত্মা, ঈশ্বর যা ভালবাসেন না, তা এক মহা বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে। এই জন্য এটি আমাকে ঘৃণা করে।" খ্রীষ্ট যে কেবল পৃথিবীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে তুচ্ছীকৃত হয়েছিলেন তাই নয় (পৃথিবী তাঁকে চিনতে পারে নি), কিন্তু তিনি পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন এই চিন্তায় তারা তাঁকে ঘৃণা করত। পৃথিবীকে ভালবাসার পুরস্কারস্বরূপ তিনি এইভাবে মন্দ বিষয়গুলো প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন পাপী হল খ্রীষ্টের প্রতি ঘৃণাকারী এবং শত্রু। কিন্তু কেন পৃথিবী খ্রীষ্টকে ঘৃণা করে? এই পৃথিবীর এমন কি মন্দ কাজ তিনি করেছেন? তিনি কি আলেকজান্ডারের মত পৃথিবীকে জয় করার লক্ষ্যে পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন? না, কিন্তু এর কারণ হল, তিনি বলেছেন: "আমি দেখেছি এর কাজগুলো সব মন্দতায় পূর্ণ।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, এই মন্দ পৃথিবীর কাজগুলো সব মন্দ, যেমন গাছ তেমনি তার ফল। এটি হল একটি অন্ধকার পৃথিবী এবং একটি পতিত পৃথিবী। আর এর কাজগুলো সব অন্ধকার এবং বিদ্রোহজনক কাজ।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের প্রভু যীশু, স্বয়ং নিজের এবং তাঁর সেবাকারী উভয়ের মাধ্যমে এই দুষ্ট পৃথিবীর মন্দ কাজগুলো চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

*তৃতীয়ত*, এই মন্দ পৃথিবীর মন্দ কাজকে দোষী সাব্যস্ত করা ছিল এই পৃথিবীর জন্য ভীষণ অস্বস্তি এবং তীব্র ক্রোধের কারণ। ঈশ্বরের প্রতি শক্তি এবং সাধুতার জন্য সম্মান তারাই লাভ করতে সক্ষম হবেন, যারা এই দুষ্ট পৃথিবীর অধার্মিক এবং অসৎ লোকদের কথা গ্রাহ্য

করে নি, যারা পাপের মধ্যে থেকে জঘন্য কাজ করার জন্য বিবেকের কাছে দোষীকৃত হয়ে লজ্জাবোধ করেছে এবং যারা পাপের ফলে যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে, সেই শাস্তির কথা ভেবে ভীত হয়েছে।

*চতুর্থত*, যে দাবীই করা হোক না কেন, সুসমাচারের প্রতি পৃথিবীর শত্রুতার এবং বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ হল, সেই সুসমাচার পাপ এবং পাপীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাদের শিক্ষা এবং কথা-বার্তার ফলে যারা এই পৃথিবীতে বাস করছে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আর খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ছিল এই সমস্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে। আর এই কারণে তারা খ্রীষ্টের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল (প্রকাশিত বাক্য ১১:১০)। তবে এই সব মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে জগতের ঘৃণা নিজ কাঁধে তুলে নেওয়ার চেয়ে এর শুভ ফল লাভ করা অনেক ভাল।

(২) খ্রীষ্ট তাদের বিদায় দিলেন এবং তাঁর পরিকল্পনা সাধনের জন্য আরও কিছু সময় গালীলে অবস্থান করলেন (পদ ৮): "তোমরাই ঈদে যাও, আমার সময় পূর্ণ হয় নি বলে আমি এখন যাব না।"

[১] তিনি তাদের পদ পালনের জন্য যাওয়াকে অনুমোদন করলেন, যদিও এই পদ পালনের উদ্দেশ্য ছিল মাংসিক এবং পদ পালনের সমস্ত কাজ ছিল ভণ্ডামিপূর্ণ। লক্ষ্য করুন, যারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত ভালবাসার সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যায় না এবং আন্তরিকভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্থ করে না বা নিরুৎসাহিত করে না, কে জানে তারাই সেখানে ব্যাঘাতজনক কাজ করবে কি না!

[২] তিনি তাদের ঈদে যেতে অস্বীকার করলেন, কারণ তারা মাংসিকভাবে এবং ভণ্ডামিপূর্ণ অন্তর নিয়ে পদ পালন করতে যাচ্ছিল। যারা জাঁকজমকপূর্ণভাবে পদ পালন করতে যায় অথবা সেখানে জাগতিক কোন কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যায় তারা প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টকে ছাড়াই সেখানে যায়। সেই সমস্ত লোকদের অবস্থা কতই না দুঃখজনক। যদি তারা মনে করে যে, সে খ্রীষ্টের একজন তাহলে তাকে খ্রীষ্ট বলেন, "এই রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাও, সেখানে গিয়ে প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের বাক্য শোন, ধর্মীয় সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পালন কর, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে যাব না। তোমরা গিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হও, কিন্তু আমি তোমাদের কারণে উপস্থিত হব না" (যাত্রা ৩৩:১-৩)। কিন্তু যদি খ্রীষ্টের উপস্থিতি আমাদের সঙ্গে না যায় তাহলে আমরা কি উদ্দেশ্যে সেখানে যাব? *তোমরা সেখানে চলে যাও, আমি যাব না*। যখন আমরা পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যাব এবং সেখান থেকে ফিরে আসব সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে আমাদের সঙ্গী বাছাই করার ব্যাপারে এবং যা মাংসিক এবং যা অর্থহীন সেই সব বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে, পাছে আমাদের উত্তম উদ্যোগ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার মনোভাব অসৎ মানুষ এবং বিষয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রীষ্ট একথা বলেন নি যে, *আমি একেবারেই যাব না*। বরং তিনি বলেছেন, এখন আমি যাব না। বিশেষ কোন কাজের জন্য তিনি যেতে বিলম্ব করেছিলেন, এটি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নি কিংবা একপাশ সরিয়ে রাখেন নি (গণনা ৯:৬-১১)। তিনি যে কারণে ঈদে যেতে দেরি করেছিলেন তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "আমার সময় এখনও পূর্ণ হয় নি বলে আমি এখন যাব না।" লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর

সময় জ্ঞান এবং সময় রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়নি'এবং যথার্থ। যে সময়টা নির্ধারিত ছিল তা ছিল শ্রেষ্ঠ সময়।

৩. তাঁর পূর্ণ সময় না আসা পর্যন্ত তিনি গালীলে থেকে গেলেন (পদ ৯)। তিনি তাদের এই সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি গালীলে অবস্থান করবেন। কারণ সেখানে তাঁর আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এ কারণেই:-

(১) মানুষের কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য কাজ করার যে পরামর্শ তারা তাঁকে দিয়েছিলেন তাতে তিনি প্রভাবিত হতে চান নি। তাছাড়া তিনি তাদের সঙ্গে ঈদে যেতে চান নি যারা তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই প্রলোভন সমর্থন করেন নি।

(২) তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনি পরিষ্কার দূরদর্শিতা এবং পরিপক্ক বিচক্ষণতার দ্বারা বললেন যে, তিনি এখন পদ পালন করার জন্য যাবেন না, সেজন্য তিনি গালীলে থেকে যাবেন। এইভাবে খ্রীষ্টের শিষ্যদের দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে এবং গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৪. যখন তাঁর সময় পূর্ণ হয়েছিল ঠিক তখনই তিনি পদ পালন করতে চলে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) কখন তিনি পদ পালন করার জন্য গিয়েছিলেন: যখন তাঁর ভাইয়েরা চলে গিয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে যান নি, পাছে তারা পৃথিবীর সামনে তাঁকে বিশিষ্ট্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হৈচৈ শুরু করে কিংবা গোলমাল শুরু করে। বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি চিৎকার করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না, তিনি রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবেন না (যিশাইয় ৪২:২)। কিন্তু তিনি তাদের চলে যাওয়ার পর গিয়েছিলেন। আমরা সেই সব লোকদের সাথে বিধিসঙ্গতভাবে একই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেব, যাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুগ্রহ নির্ভর করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর। এটি আমাদের সহ উপাসনাকারীদের উপর অনুগ্রহ নির্ভর করে না। তাঁর মাংসিক ভাইয়েরা প্রথমে চলে গিয়েছিল। এরপর তিনি নিজে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, ধর্মীয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকাণ্ডে যা আন্তরিক তা ভণ্ডামিপূর্ণ কাজ দিয়ে শুরু করা অসম্ভব কিছু নয়। অনেকেই ভণ্ডামির মাধ্যমে এই সব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। অনেকে আছে যারা আত্মগরিমার কারণে পদ পালনের জন্য প্রথমেই মন্দিরে উপস্থিত হয়, অন্যায্যভাবে সেখানে যায় (লূক ১৮:১১)। কে প্রথমে এল এটা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল কে উপযুক্তভাবে আসে। যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে সাথে করে নিয়ে আসি তাহলে এটি খুব স্বাভাবিক যে, আমাদের আগে অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারে।

(২) কীভাবে তিনি গিয়েছিলেন: তিনি সেখানে গিয়েছিলেন লুকিয়ে, খোলাখুলিভাবে বা প্রকাশ্যে তিনি যান নি। তিনি গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন, কারণ যিহূদী নেতারা হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। তিনি পদ পালন করার জন্য গিয়েছিলেন, কারণ এটি ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার এবং ভাল কাজ করার সুযোগ। তাঁর গোপনে যাওয়ার আরও

একটি কারণ হল, তিনি সরকারকে উত্তেজিত করতে চান নি। লক্ষ্য করুন, তিনি ঈশ্বরের কাজ ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার জন্য গিয়েছিলেন, কারণ এটি ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার এবং ভাল কাজ করার সুযোগ। তার গোপনে যাওয়ার আরও একটি কারণ হল, তিনি শাসকগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করতে চান নি। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের কাজ অবশ্যই ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন, আর ঈশ্বরের কাজ ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার শ্রেষ্ঠ সময় হল যখন খুব কম শোরগোল হবে। ঈশ্বরের রাজ্য দৃশ্যতভাবে আগমনের প্রয়োজন নেই (লূক ১৭:২০)। আমরা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, কিন্তু সেই কাজ যেন প্রবঞ্চনাপূর্ণ কাজ না হয়।

৫. যিহূদী নেতারা যিরূশালেমে খ্রীষ্টের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছিল। তারা ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টের খোঁজ করেছিল, পদ ১১-১৪। এর আগে তিনি পর্বের সময় যিরূশালেমে এসেছিলেন এবং আশ্চর্য কাজ করে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

(১) তারা খ্রীষ্টকে খুঁজে পায় নি, কিন্তু তারা তাঁর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিল (পদ ১১): তাতে যিহূদীরা ঈদে তাঁর অন্বেষণ করলো, আর বললো, *সেই ব্যক্তি কোথায়?*

[১] সাধারণ জনতা অনেকদিন পরে খ্রীষ্টকে সেখানে দেখতে পেল, তারা খ্রীষ্টকে দেখার জন্য এবং তাঁর কাছ থেকে আশ্চর্য কাজ দেখার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। তারা চেয়েছিল যেন তিনি আশ্চর্য কাজ করে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করেন। তারা এটা চিন্তা করে নি যে, গালীলে থাকার সময় তাঁর কাছে গেলে তা আরও কার্যকর হত। যদি তারা তা করতো তাহলে তাদের পরিশ্রম বৃথা হত না। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, এই পদ অবশ্যই তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে আসবে। আর তখন তারা খ্রীষ্টকে দেখতে পাবে। যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্খার জন্য স্বয়ং খ্রীষ্ট তাদের দরজার কাছে এসে উপস্থিত হন তাহলে তারা নিঃসন্দেহে ভীষণ খুশি হবে। তারা তাঁকে পর্বের সময় দেখতে পেল। যখন আমরা পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হই, আমাদের এই অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টকে দেখার আকাঙ্খা থাকা উচিৎ। সুসমাচারের পর্বের মধ্যে খ্রীষ্টের খোঁজ করা উচিত। যারা পর্বের সময় খ্রীষ্টকে দেখতে চায় তাদের অবশ্যই তাঁকে খুঁজতে হবে সেখানে।

[২] অথবা সম্ভবত এরা ছিল খ্রীষ্টের শত্রু, যারা এইভাবে অপেক্ষা করেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল; যাতে করে যখনই খ্রীষ্ট পদ পালনের জন্য যিরূশালেমে আসবেন, তাঁকে দেখা মাত্রই যেন তারা তাঁকে ধরতে পারে। আর যদি তারা তা করতে পারে তাহলে কার্যতভাবে তারা খ্রীষ্টের কাজের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তারা বলতে লাগলেন, "সেই ব্যক্তি কোথায়?" *Pou esin ekeinos* – "সেই লোকটি কোথায়?" তারা ঘৃণাসূচকভাবে খ্রীষ্টের ব্যাপারে এই কথা বলেছিল। যখন পদ এল তখন তাদের উচিত ছিল ঈশ্বরের পরিচর্যা করার সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তা না করে তারা অপেক্ষায় ছিল খ্রীষ্টকে ধরার জন্য। তারা পদ পালন করতে আসা খ্রীষ্টকে ধরতে পারবে এবং তাঁকে অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করতে পারবে এই ভেবে তারা খুবই উৎফুল্ল ছিল। এইভাবে রাজা শৌল দায়ূদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন (১ শমূয়েল ২০:২৭)। যারা ধর্মীয় উপাসনার পবিত্র সমাবেশের মধ্যে পাপের খোঁজ করে বেড়ায়, তারা ঈশ্বরের নিরূপিত

ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে মূলত চরম অবজ্ঞা করে এবং ধর্মীয় উপাসনার পবিত্রতা ক্ষতিগ্রস্থ করে।

(২) খ্রীষ্ট সম্পর্কে লোকদের মতের যথেষ্ট অমিল দেখা দিল (পদ ১২): *ভিড়ের মধ্যে লোকেরা যীশুর বিষয়ে বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলতে লাগল*। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে নেতাদের শত্রুতা এবং তাঁর বিষয়ে অনুসন্ধান বেড়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথার সূত্রপাত হয়েছিল এবং লোকদের মধ্যে তাঁকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিল। খ্রীষ্টের সুসমাচারের ভিত্তি পেয়েছিল বিরোধিতার ফলে, যা তাঁর সম্পর্কে আরও প্ররোচিত করেছিল এবং এর ফলে সব জায়গায় তাঁর সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছিল এইভাবে সব জায়গায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার ফলে আরও ব্যাপকভাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেল, আর তাঁর যোগ্যতা এবং গুণ সম্পর্কে আরও বেশি অনুসন্ধানের কারণ হয়ে দাঁড়াল। লোকেরা যে বিড়বিড় করে কথা বলছিল তা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে। কেউ কেউ যিহূদী নেতার প্রতি বিড়বিড় করে কথা বলছিল, কারণ তারা খ্রীষ্টকে সমর্থন জানায় নি এবং তাঁকে উৎসাহিত করে নি, আবার আর একদল তাদের প্রতি বিড়বিড় করছিল, কারণ তারা খ্রীষ্টকে চুপ করায় নি এবং তাঁকে দমন করে নি। কেউ কেউ বিড়বিড় করে গালীলে তাঁর চমৎকার কাজের প্রশংসা করছিল, অন্যরা যিরূশালেমের প্রতি তাঁর যৎসামান্য আগ্রহের জন্য বিড়বিড় করছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধর্মের অনেক বিষয় নিয়ে বিরোধ এবং বিতর্ক হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে (লূক ১২:৫১,৫২)। যদি প্রত্যেকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে সম্মত হত তাহলে সম্পূর্ণ শান্তির কাজ হত। কিন্তু যখন একদল খ্রীষ্টের আলো গ্রহণ করে তখন অন্যদিকে আর একদল এর বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেয়, এখানে সমালোচনা হবেই। উপত্যকার মানুষের হাড়গুলো মৃত এবং শুকনো অবস্থায় নিশ্চুপ হয়ে শায়িত ছিল, কিন্তু যখন ঐ হাড়গুলোর প্রতি বলা হল "জীবিত হও," তখন খট খট শব্দ হতে লাগল এবং হাড়গুলোর প্রত্যেকটা নিজের নিজের হাড়ের সাথে যুক্ত হতে লাগল (যিহিস্কেল ৩৭:৭)। কিন্তু গোলমাল এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার স্বাধীনতা এবং এর কাজ দমন করার জন্য কারাগারের মধ্যে নীরবে রাখা নিশ্চিতভাবেই ভাল। এখন আমরা দেখব খ্রীষ্ট সম্পর্কে লোকদের মনোভাব কি ছিল?

[১] কেউ কেউ বলছিল, তিনি একজন ভাল মানুষ, তিনি একজন উত্তম মানুষ। এটি বাস্তবিক সত্য কথা, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্যের চেয়ে অনেক কম। তিনি কেবল একজন ভাল মানুষই নন, কিন্তু ভাল মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র। অনেকে আছে যাদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে খারাপ ধারণা নেই বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণাও নেই এবং খুব কমই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এমনকি যখন তারা তাঁর সম্পর্কে ভাল কথা বলে; কারণ তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে যথেষ্ট বলে না। তবুও এটা বস্তুত খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যারা তাঁর উপর অত্যাচার করে তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা, এমনকি যারা খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি এবং তাঁকে একজন ভাল মানুষ বলে স্বীকার করে নি, তাদের তিরস্কার করা।

[২] অন্যেরা বলেছিল, "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। যদি এই কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তিনি একজন খুব খারাপ মানুষ। তিনি তাঁর শিক্ষা সরবে প্রচার করেছেন, কোন প্রতিযোগিতার জন্য করে নি। তিনি যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন তা বাস্তব সত্য, যার প্রমাণ অখণ্ডণীয়। তার কথা-বার্তা বা আলাপ আলোচনা ছিল সুষ্ঠুরূপে পবিত্র এবং

মঙ্গলজনক। তবুও এটি স্বীকার করার জন্য গ্রহণ করতে হবে। তথাপি আরও কিছু প্রতারণা অপ্রকাশিত রয়েছে, কারণ খ্রীষ্টকে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অধঃপাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধান পুরোহিতেরা পরিকল্পনা করেছিল। খ্রীষ্ট সম্পর্কে সেখানে যিহূদীদের মধ্যে যে সমালোচনা হয়েছিল ঠিক একই রকম সমালোচনা আমাদের মধ্যেও রয়েছে। এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করেছে যারা, তারা এই কথা গ্রাহ্য করবে না যে, *তিনি লোকদের ভুল পথে চালিত করেছেন*। এইভাবে তাঁকে কেউ নিন্দা করলো আবার কেউ তাঁকে অস্বীকার করলো, কিন্তু যিনি মহান তিনি হলেন সত্য।

[৩] তারা উর্ধ্বতন নেতাদের দ্বারা ভীত হয়েছিল বলে প্রকাশ্যে বিশেষ কোন কথা বলতে পারলো না (পদ ১৩): কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে কেউ তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কিছু বললো না।

*প্রথমত*, তারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলতে সাহস করলো না। যখন কেউ স্বাধীনভাবে খ্রীষ্টের নিন্দা করে কিংবা অ বিশ্বাসসূচক কথা বলে, তখন খ্রীষ্টকে সমর্থন জানতে সাহস করবে না।

দ্বিতীয়ত, তারা সাহসপূর্বক খোলাখুলিভাবে একেবারে কিছুই বলে নি, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে যথার্থভাবে কিছুই বলা হয় নি। খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন কথা বলে তারা কষ্টভোগ করে নি। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা ছিল অপরাধ। অনেকের লক্ষ্য হল নীরবে প্রতিরোধের দ্বারা প্রকৃত সত্যকে দমন করা এবং সমস্ত ধর্মীয় কথার কণ্ঠরোধ করা। এর ফলে ধর্ম কবরস্থ হবে এবং সবাই তা ভুলে যাবে।

## যোহন ৭:১৪-৩৬ পদ

এই পদে আমরা দেখতে পাই:

ক. মন্দিরে সমবেত জনতার কাছে খ্রীষ্টের প্রচার (পদ ১৪): পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যীশু মন্দিরে গেলেন এবং উপদেশ দিতে লাগলেন। যিরূশালেমে এলেই তিনি তা করতেন। তাঁর কাজ ছিল রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করা এবং তিনি প্রতিটি জনতার সমাবেশে, প্রতিটি স্থানে এই প্রচার করতেন। তাঁর প্রচারের বাণী লিপিবদ্ধ করা হয় নি, কারণ সম্ভবত তিনি গালীলে যা প্রচার করেছিলেন সেই একই অর্থে এখানেও তা প্রচার করেছিলেন। আর এই বিবরণ অন্য সুসমাচারের লেখকেরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কারণ সুসমাচার একই রকম সহজ সরল এবং এবং শিষ্টাচারযুক্ত। কিন্তু যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল, এটি ছিল পর্বের মাঝামাঝি সময়। অষ্টম দিনের চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিন। যদি তিনি পর্বের মাঝামাঝি সময় যিরূশালেমে না আসতেন, অথবা যদি তিনি পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যিরূশালেমে না আসতেন অথবা যদি তিনি পর্বের প্রথমে আসতেন তাহলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পদ পালন করতেন কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন তিনি আগে আগে মন্দিরে গিয়ে প্রচার করেন নি? এর উত্তর হল:

১. কারণ এই সময়টি তাঁর কথা শোনার জন্য লোকদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল ছিল এবং এটি প্রত্যাশিত যে, এই সময়ে তারা তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি ইচ্ছুক থাকবে; কারণ তাদের কুটিরবাস পদ পালনের জন্য অস্থায়ী ঘরে বেশ কয়েক দিন বাস করতে হত।

২. কারণ তিনি এমন একটি সময় বেছে নিয়েছিলেন, যখন তাঁর বন্ধুদের এবং তার শত্রুদের উভয়দেরকে একত্রে একসাথে দেখা পাবেন এবং এইভাবে তাঁর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি একটি পদ্ধতির নমুনা দিতে সক্ষম হবেন (মথি ২৫:৬)। কেন তিনি জনসমক্ষে এভাবে প্রকাশিত হলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁর নির্যাতনকারী প্রধান পুরোহিতদের এবং প্রাচীন নেতাদের লজ্জা দেবার জন্য। এটি দেখানোর দ্বারা, যদিও তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে কথা বলেছিল এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিল, তবুও তিনি ভীত হন নি এবং তাদের ক্ষমতাকেও ভয় পান নি (যিশাইয় ৫০:৭,৮)।

(২) তাদের হাত থেকে তাদের কাজ গ্রহণ করার দ্বারা। তাদের কাজ ছিল মন্দিরের মধ্যে লোকদের কাছে প্রচার করা। বিশেষ করে কুটিরবাস পর্বের সময় (যিহিস্কেল ৮:১৭,১৮)। কিন্তু তারা কখনোই সব বিষয়ের উপর শিক্ষা দিতেন না। আর এই জন্য তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে লোকদের ঐ সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। মেষপালকদের জন্য যারা প্রার্থনা করছিল ঈশ্বর তা শুনেছিলেন এবং নিরূপিত সময়ে প্রতিজ্ঞাত প্রধান মেষপালক তাদের মধ্যে প্রকাশিত হলেন (যিহিস্কেল ৩৪:২২,২৩; মালাখি ৩:১)।

খ. এই বিষয় নিয়ে যিহূদীরা খ্রীষ্টের সাথে আলোচনা করতে লাগলেন। এই আলোচনা চারটি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কীভাবে যিহূদীরা বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করলো (পদ ১৫): তাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললো, "এই ব্যক্তি শিক্ষা না নিয়ে কি প্রকারে জ্ঞানবান হয়ে উঠলো?" আমরা এখানে দেখতে পাই:

[১] আমাদের প্রভু যীশু কখনোই কোন ভাববাদীদের বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি অথবা যিহূদী ধর্মের শিক্ষকের খেতাব প্রাপ্ত হন নি। কেবল দার্শনিকদের মত শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করে নি তা নয় কিন্তু তাঁর নিজ গ্রামের কোন বিদ্যালয় কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যবহার করেন নি। মোশি মিশরীয় বিদ্যায় ও জ্ঞানে শিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট যিহূদীদের বিদ্যা এবং জ্ঞান খুব বেশি অর্জন করেন নি। কিন্তু অপরিমেয় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষের দ্বারা কোন জ্ঞান বা শিক্ষা গ্রহণে আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। খ্রীষ্ট যখন জগতে এসেছিলেন তখন রোম সম্রাজ্য এবং যিহূদী জাতি উভয়ের বিদ্যা এবং জ্ঞান চর্চা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধশালী ছিল। খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই সময়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কোন অন্ধকার সময়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান নি বা করেন নি, পাছে লোকদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হত। তবুও তিনি তখনকার প্রচলিত ধারা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

[২] খ্রীষ্টের অক্ষরজ্ঞান ছিল, যদিও তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখেন নি। পবিত্র বাক্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, যদিও কখনো তিনি কোন ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি বা তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কোন শিক্ষক ছিল না। খ্রীষ্টের যেমন ছিল ঠিক তেমনি খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরও শিক্ষা এবং জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁর যে শিক্ষা এবং জ্ঞান ছিল তা তারা লাভ করার জন্য আত্মিক উদ্দীপনার মাধ্যমে প্রত্যাশা করেন

নি, কিন্তু অতি সাধারণ উপায়ে পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছে।

[৩] খ্রীষ্টের বিদ্যা বা জ্ঞান ছিল, যদিও তিনি নিজেকে বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য এবং নিজেকে চমৎকার মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। যিহূদী নেতারা তাঁর শিক্ষার কারণে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

*প্রথমত*, সম্ভবত কেউ কেউ এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি সম্মানসূচক কথা বলেছিল: কোন মানুষের কাছ থেকে তিনি কোন শিক্ষা লাভ করে নি, অথচ সমস্ত বিষয়ে তাঁর এমন চমৎকার জ্ঞান হল কি করে? নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন।"

*দ্বিতীয়ত*, অন্যরা সম্ভবত নিন্দা এবং অ বিশ্বাসসূচক বক্তব্য প্রদান করল: "তাঁর যে জ্ঞান আছে বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা কোন ক্রমেই সত্য জ্ঞান হতে পারে না, কারণ তিনি কখনোই কোন বিদ্যালয় থেকে বিদ্যা এবং জ্ঞান অর্জন করেন নি, কিংবা শিক্ষার উপর কোন উপাধি লাভ করেন নি।"

*তৃতীয়ত*, কেউ কেউ হয়তো এই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, তিনি তাঁর যাদুবিদ্যার কৌশল দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করেছেন বা অবৈধ উপায়ে কিংবা অন্য কোনভাবে এই জ্ঞান লাভ করেছেন। যেহেতু তারা কেউ জানতো না কীভাবে তিনি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন তাই তারা মনে করলো যে তিনি একজন যাদুকর।

(২) এই সম্মন্ধে তিনি যা নিশ্চিত করে বলেছিলেন, এর তিনটি বিচার রয়েছে:

[১] তাঁর শিক্ষা হল স্বর্গীয় (পদ ১৬): "আমি যে শিক্ষা দেই তা আমার নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই।" নেতারা খ্রীষ্টের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ তিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন সেই বিষয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা লাভ করেন নি এবং যে সমস্ত উত্তর তিনি তাদের দিচ্ছিলেন তার সেই শিক্ষা ও মতবাদ কোথা থেকেও শেখেন নি। কারণ এই শিক্ষা মানবীয় জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হয় নি এবং তাঁর প্রকৃত ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় নি এবং পড়াশোনা ও আলোচনা দ্বারা জ্ঞানকে উন্নত করেন নি। কিন্তু এটি ছিল একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। পিতা ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই বলেছিলেন যে, "আমার শিক্ষা হল আমারই এবং তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।" কিন্তু এখন তাঁর অবনত অবস্থা এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি এখন ঈশ্বরের সেবাকারী, তাঁর এই কথা বলা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ হত যে, "আমার শিক্ষা, আমার নয়, কেবল আমার নয় তা নয়, একজন মানুষ এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মূলত আমার নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা তাঁরই।" ঈশ্বর একজন মহান ভাববাদী সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি একজন মহান ভাববাদীকে দাঁড় করাবেন, তাঁর মুখ দিয়েই তিনি তাঁর কথা বলবেন (দ্বি.বি. ১৮:১৮), খ্রীষ্ট সেই কথা বলার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের এই শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের জন্য এটি অনুগ্রহ বয়ে আনবে এবং যারা এটি প্রত্যাখ্যান করবে তারা দোষী সাব্যস্ত হবে। এটি হল স্বর্গীয় শিক্ষা; এই শিক্ষা ঈশ্বরের, মানুষের নয়।

[২] যদি আন্তরিক এবং অকপট হৃদয়ে খ্রীষ্টের এই সব শিক্ষার স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং সত্যের উপযুক্ত পরীক্ষা করে তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারবে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবে (পদ ১৭): "যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে না আমি নিজ থেকে বলেছে।"

লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন কি ছিল, এই শিক্ষা কি ঈশ্বরের, না কি ঈশ্বরের নয়। আদৌ সুসমাচার কি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, না কি প্রতারণা। খ্রীষ্ট নিজেই স্বেচ্ছায় তাঁর শিক্ষার অনুসন্ধান করেছেন যে, এটি কি ঈশ্বরের, না কি ঈশ্বরের নয়। তাঁর সেবাকারীদের আরও বেশি অনুসন্ধান এবং তদন্ত করতে হবে। আর আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে, কোন ভিত্তির উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কারণ যদি আমরা প্রতারিত হই তাহলে আমরা শোচনীয়ভাবে প্রতারিত হব।

*দ্বিতীয়ত*, কে বা কারা এই অনুসন্ধান কাজ সার্থকভাবে করার জন্য উপযুক্ত: যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে কমপক্ষে এই সব পালন করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করে। আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

১. যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তারা কারা: যারা নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য অনুসন্ধান করে এবং কোন অসৎ চিন্তা এবং আগ্রহ দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত নয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। যখন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানতে পারবে তখন তারা নিশ্চিত হতে পারবে যে, ঈশ্বরকে সম্মান দেখাবার জন্য তাদের সৎ মনোভাব রয়েছে, তাঁকে সত্যিকারভাবে গৌরব প্রদান করার এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক রয়েছে।

২. এখান থেকেই খ্রীষ্টের শিক্ষার সত্য যে কেউ জানতে পারবে।

(১) যে জ্ঞান প্রদান করার জন্য খ্রীষ্ট প্রদান করেছেন: তিনি বলেছেন, যে জানে, সে জ্ঞান প্রদান করতে পারবে। যারা তাদের আলোকে উন্নতি সাধন করেছে এবং খুব সতর্কভাবে এই আলোর ভিতর জীবন-যাপন করে, তারা স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা ধ্বংসাত্মক ভুল থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে।

(২) এই জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য তারা ইচ্ছুক ছিল এবং নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। ঈশ্বরের আইনের নিয়ম যা অর্পণ করা হয়েছে তা তিনি স্বর্গীয় আলোর রশ্মির মধ্যে প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে এটি দেওয়া হবে। যাদের এই সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রয়েছে সে তাঁর আদেশ পালন করতে সক্ষম হবে (গীতসংহিতা ১১১:১০)। সদাপ্রভুর প্রতি যখন অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে তখন নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হব।

[৩] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্ট একজন শিক্ষক, যিনি নিজের কথা বলেন না, কারণ তিনি প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করেন নি (পদ ১৮)।

*প্রথমত*, এখানে প্রতারণাকারীর চরিত্র দেখুন: সে নিজের গৌরব পাবার জন্য চেষ্টা করে। তার চিহ্ন হল, সে নিজের কথা বলে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পায় নি এবং কোন কাজের দায়িত্ব পায় নি। তাদের নিজেদের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে আশ্বাস প্রদান করতে পারে না, তাদের নিজেদের কল্পনা দিয়ে সব কাজ করে, কিন্তু অনুপ্রাণিত করতে পারে না। সব কিছুই তাদের নিজস্ব নিয়মে করে থাকে এবং তাদের সব কিছুই কৃত্রিম। যারা রাজদূত তারা নিজেদের কথা বলেন না। কিন্তু এইসব ভণ্ড পরিচর্যাকারীরা এই সমস্ত নিয়ম অস্বীকার করে থাকে এবং তারা নিজেদের গৌরবের কথাই বলে। কিন্তু এর দ্বারা তাদের ছলনা

প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারা যে আলাপ আলোচনা করে কিংবা পরামর্শ প্রদান করে তা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের গৌরবের এবং প্রশংসার জন্যই করে। তারা স্বার্থপর এবং আত্মপ্রশংসাকারী। যারা ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলেন, তারা ঈশ্বরের পক্ষেই কথা বলেন এবং তাঁর গৌরবের জন্যই কথা বলেন। যারা তাদের পদমর্যাদার জন্য নিজ স্বার্থের জন্য কথা বলেন তারা তাতে এটাই প্রমাণ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পান নি এবং কোন দায়িত্ব ঈশ্বর তাদের উপর অর্পণ করেন নি।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর শিক্ষার যে বিপরীত চিহ্ন প্রদান করেছেন তা দেখুন। তিনি তাঁরই গৌরবের চেষ্টা করেন, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। *যদি আমি তা করি তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, তিনি সত্য*।

১) তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত। সেই সমস্ত শিক্ষাদাতা এবং কেবলমাত্র যারা ঈশ্বরের প্রেরিত, তারা আমাদের দ্বারা গৃহীত হবেন এবং আপ্যায়িত হবেন। যারা স্বর্গীয় বার্তা বয়ে এনেছে তারা অবশ্যই স্বর্গীয় কাজের প্রমাণ দেবে, হয় কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বরের দেয়া যথার্থ শিক্ষা প্রদান করবে।

২) তিনি ঈশ্বর গৌরবের চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য এবং তাঁর সমস্ত আলাপ আলোচনার উভয়ের উদ্দেশ্য হল মহান ঈশ্বরের গৌরব প্রদান করা।

৩) এই সব প্রমাণ করে যে, তিনি সত্য এবং তাঁর মধ্যে কোন অধার্মিকতা নেই। ভণ্ড শিক্ষাদাতারা হল চরম অধার্মিক। তারা ঈশ্বরের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাঁর নামের অপব্যবহার করার মাধ্যমে এবং তারা মানুষের আত্মার প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকে তাদের সাথে প্রতারণা করার মাধ্যমে। এর চেয়ে অধার্মিকতার মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্ট এটি প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সত্য এবং তাঁর মধ্যে কোন অধার্মিকতা নেই। তাঁর শিক্ষার মধ্যে কোন অসত্য বর্ণনা ছিল না। আমাদের মধ্যে তাঁর ব্যবহারের কোন ছল কিংবা প্রতারণা নেই।

২. তারা খ্রীষ্টের অপরাধ নিয়ে আলোচনা করছিল। এর আগে তিনি যখন যিরূশালেমে এসেছিলেন তখন একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে বিশ্রামবারে সুস্থ করেছিলেন এবং তাকে বিশ্রামবারেই নিজের বিছানা বহন করতে বলেছিলেন বলে যিহূদী নেতারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আইন এবং বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগ এনেছিল। সেই পুরাতন বিষয়টি আবার তারা নতুন করে উঠিয়ে আনল এবং ঐ অপরাধের জন্য খ্রীষ্টকে শাস্তি দেবার জন্য এমনকি তাঁকে হত্যা করার মত চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হল না।

(১) তাদের প্রতি দোষারোপ করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন। তাদের অতি মন্দ কার্যকলাপের জন্য তিনি তাদের অভিযুক্ত করলেন, পদ ১৯। যেখানে তারা নিজেরাই অসৎ উদ্দেশ্যে মোশির নিয়ম ভঙ্গ করেছে সেখানে তারা কি করে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মোশির আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ এনে তাঁর নিন্দা করতে পারে? "মোশি তোমাদেরকে কি ব্যবস্থা দেন নি?" এটি ছিল তাদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল; কারণ এই রকম ব্যবস্থা অন্য কোন জাতিকে দেওয়া হয় নি বা তখন এই রকম ব্যবস্থা অন্য জাতির ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ ব্যবস্থা যথাযথভাবে পালন করতো না, এটি ছিল তাদের

দুষ্টতা। তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং এর বিপরীতভাবে জীবন-যাপন করত। অনেকে আছে যাদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা পেয়েছিল তখন তারা সেই ব্যবস্থা পালন করে নি। তাদের নিয়ম-কানুনের প্রতি অবহেলা ছিল সর্বজনীন। "তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই সেই ব্যবস্থা পালন করে না।" যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁকে কেউ প্রাপ্ত সম্মান প্রদান করে নি। যে তাঁর সবচেয়ে বাধ্যগত কেউ তার অধীনতা মেনে নেয়নি। তাদের নিয়ম -কানুনের ব্যাপারে তাদের খুব অহঙ্কার ছিল এবং এর প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং খ্রীষ্ট এই ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছেন বলে মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই এই ব্যবস্থা পালন করে নি। এরা হল তাদের মত, যারা বলে থাকে আমি মণ্ডলীর জন্য কাজ করি, অথচ তারা কখনোই মণ্ডলীতে যায় না। খ্রীষ্টকে ব্যবস্থা ভাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা ছিল তাদের দুষ্টতার চরম অবস্থা যেখানে তারা নিজেরাই ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে অবিরতভাবে এবং তারা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা পালন করছে না: "তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই সেই ব্যবস্থা পালন করে না। কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছো?" লক্ষ্য করুন, যারা সাধারণত অন্যদের খুব বেশি দোষ খুঁজে বেড়াত তারা নিজেরাই ছিল সব চেয়ে বেশি দোষী। "ভণ্ডেরা, তোমাদের ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তাই দেখছ? যখন তোমাদের নিজেদের চোখেই কড়িকুটা রয়েছে, তখন কি করে তোমার ভাইকে বলছো, *"এসো তোমার চোখ থেকে কুটাটা বের করে দেই।"* যেখানে তোমরা নিজেরাই ব্যবস্থা ভঙ্গ করছো, সেখানে ব্যবস্থা ভঙ্গের অভিযোগে আমাকে কি করে হত্যা করতে চাইছ?" কেউ কেউ ব্যবস্থা পালন না করার প্রমাণস্বরূপ বলল, "তুমি ব্যবস্থা পালন করছো না। যদি তুমি তা করতে তাহলে ভাল কাজ করার জন্য আমাকে হত্যা করার চেয়ে তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে আরও ভাল জ্ঞান লাভ করতে।" তারা নিজেদের সমর্থন এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্যাতন এবং সন্ত্রাসী কার্য করতো তাদের খেয়াল খুশি মত, তারা ঈশ্বরের নিয়ম-কানুনের পালনকারী নয়। "মোশি তোমাদের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন কিন্তু তোমরা তা পালন কর নি। তোমাদের মন্দতাই এই ব্যবস্থা পালন করতে বাধা দিয়েছে। এই জন্য উত্তম ব্যবস্থা এবং সুস্পষ্ট আলো প্রদানের প্রয়োজন ছিল, এটি উল্লেখ করার জন্য কেন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছ?" লোকেরা তাঁর আলোচনায় তীব্রভাবে বাধা প্রদান করেছিল এবং তিনি যা বলেছিলেন তার প্রতিবাদ করেছিল (পদ ২০): "তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?" এটি ইঙ্গিত দেয় যে:-

[১] তাদের ধর্মীয় নেতারা একটি ভাল মত প্রদান করলো। তারা চিন্তা করেছিল তাঁকে হত্যা করার মত নিষ্ঠুর কাজের উদ্যোগ তারা গ্রহণ করবে না। না, এই রকম ভয়যুক্ত শ্রদ্ধা কেবলমাত্র তাদের বৃদ্ধ নেতাদের এবং প্রধান ঈমামদের প্রতি ছিল, যারা ধর্মকে সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা কখনো কোন নিরপরাধ লোকের অনিষ্ট করবে না। খুব সম্ভ বত ঐ নেতাদের কিছু গুপ্তচর ছিল যারা লোকদের মধ্যে অবস্থান করছিল, তারাই নেতাদের এই অভিমত প্রদান করেছিল। একই সময়ে নেতারা যে সব মতলব আঁটছিল তাদের সেই দুষ্টতা পূর্ণ চিন্তা এবং কার্যকলাপকে অনেকেই অনেকেই প্রত্যাখ্যান করছিল।

[২] আমাদের প্রভু যীশু সম্পর্কে তাদের দুষ্ট ধারণা: "তোমাকে ভূতে পেয়েছে। মন্দ আত্মা তোমাকে অধিকার করেছে এবং তুমি দুষ্ট লোকদের মত কথা বলছ।" এ রকম কিছু লোক

অথবা আরও বেশি লোকে "তুমি অবসাদগ্রস্থ এবং একজন দুর্বল মানুষ, তুমি অকারণ ভয়ে নিজেকে ভীত করে তুলেছ। স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত লোকদের এই প্রবণতা থাকে, তাদের মত তোমার অবস্থা হয়েছে।" শয়তানের কাজ কেবল মানুষকে সাহসী করে তোলা নয়, বরং অবসাদগ্রস্থ করে তোলা। "তুমি একজন সাহসী লোক এবং অসুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষ।" একজন মানুষের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো যদি অন্যরা যদি তা জঘন্য চরিত্রের বলে অভিহিত করে তাহলে তা আশ্চর্য বিষয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদের সরাসরি কোন জবাব আমাদের পরিত্রাণকর্তা তাদের দেন নি। কিন্তু তিনি এমন আচরণ করলেন যেন সম্ভবত তিনি তাদের এই সব কথা শুনতে পান নি, অর্থাৎ সম্ভবত যে তিনি তা উপেক্ষা করেছেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের মত হতে চান, তাদেরকে তাঁর মত মানুষের দেয়া চরম অবিশ্বাস এবং অপবাদকে সহ্য করতে হবে এবং তাদের দেয়া সমস্ত আঘাত উপেক্ষা করতে হবে। তাদের এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবে না, তাদের প্রতি খুব কম রাগ করা যাবে এবং তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া যাবে না। খ্রীষ্টকে যখন নিন্দা এবং অবিশ্বাস করা হয় তিনি কখনোই তাদের নিন্দা এবং অবিশ্বাস করেন নি।

(২) তিনি পুনর্বিবেচনা এবং সত্যতার দাবীর মধ্য দিয়ে তাদের উত্তর দিতেন।

[১] এই আশ্চর্য কাজের তাদের অনুভূতির প্রতি খ্রীষ্টের মন্তব্য: "আমি একটি কাজ করেছি, আর সেজন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য বোধ করছো (পদ ২১)। তোমরা এটি মনোনীত করবে না বটে, কিন্তু মহান সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে আশ্চর্য হিসেবে এটি তোমাদেরকে নিঃসন্দেহে অবাক করেছে।" অথবা, "যদিও আমি কেবলমাত্র একটি কাজ করেছি আর এই কাজে তোমরা কোন ছল চাতুরী বা ভুল খুঁজে পাও নি, তবুও তোমরা অবাক হয়েছ। তোমরা আমার উপরে এমনভাবে অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত হয়েছ যে, মনে হচ্ছে আমি কোন জঘন্য এবং ভীষণ অপরাধজনক কাজ করেছি।"

[২] তাঁর একটি বিষয়ে তিনি তাদের আচরণের প্রতি মন্তব্য করলেন: "আমি বিশ্রামবারে একটি কাজ করেছিলাম, আমি মুখের কথায় খুব সহজে সেই কাজটি করেছিলাম। আর তোমরা সবাই খুব অবাক হয়েছিলেন। তোমাদের কাছে এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় হিসেবে মনে হয়েছে যে, একজন ধার্মিক লোক কি সাহসপূর্বক এই কাজটি করেছে। যেহেতু বিশ্রামবারে তোমরা অনেক সময় আরও অনেক বেশি সাধারণ মানের কাজ করেছ, ছেলেদের তক্‌ছেদ করিয়েছ, যদি এটি তোমাদের কাছে আইনসিদ্ধ হয়। কেবল তাই নয় যে কাজ অষ্টম দিনে করার নিয়ম ছিল তা যদি বিশ্রামবারে তোমরা করতে পার, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্রামবারে একজন পঙ্গু লোককে সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রদান করার যে কাজ আমি করেছি তা আমার জন্য উপযুক্ত ছিল এবং এই কাজটি আরও আইনসিদ্ধ।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, তক্‌ছেদের উৎপত্তি এবং সৃষ্টি: "মোশি তোমাদেরকে তক্‌ছেদের নিয়ম দিয়েছেন।" এখানে আমরা দেখতে পাই:

১) তক্‌ছেদ দেবার কথা বলা হয়েছে এবং (পদ ২০) তাদের গ্রহণ করে বলা হয়েছে। এটি তাদের উপর জোয়ালিস্বরূপ চাপিয়ে দেওয়া হয় নি কিন্তু তাদের অনুগ্রহের জন্য দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বিধি এবং বিশেষ করে যা চুক্তির নিশ্চয়তা দান হিসেবে

মানুষকে দেওয়া হয়েছে, আর তা গ্রহণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

২) মোশি এটি দিতে বলেছিলেন, কারণ এটি সেই নিয়ম-কানুনের অংশ যা মোশির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। তবে মান্না সম্পর্কে খ্রীষ্ট বলেছিলেন (যোহন ৬:৩২): "মোশি ভাববাদী তোমাদের তা দেন নি, কিন্তু আমার পিতা দিয়েছেন।" কেবল তাই নয়, এই নিয়ম প্রথমে মোশির কাছ থেকে আসে নি, কিন্তু পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে, পদ ২২। যদিও এটি মোশির নিয়ম-কানুনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তথাপি এটি বহু বছর পূর্বে প্রচলিত হয়েছিল। কারণ এটি বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক, আর তাই প্রতিজ্ঞার সাথে এটির প্রচলন ঘটেছিল চারশ' পঞ্চাশ বছর আগে (গালাতীয় ৩:১৭)। বিশ্বাসীদের মণ্ডলীর সদস্যপদ এবং তাদের বংশধর মোশির কিংবা তার নিয়ম-কানুনের ছিল না, আর এই কারণে তারা এটি মেনে চলত না। কিন্তু এটি ছিল পিতার, পিতার মালিকানাধীন মণ্ডলী এবং অব্রাহামের অনুগ্রহের অংশ, যা অযিহূদীদের উপর নেমে এসেছিল (গালাতীয় ৩:১৪)।

*দ্বিতীয়ত*, তারা তক্‌ছেদের নিয়মকে সম্মান দেখাবার জন্য এই কাজটি বিশ্রামবারে সম্পন্ন করতো। আর এই ধারা যিহূদী সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণত এটি যিহূদী ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় ছিল যা অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিল। তক্‌ছেদ এবং এর সুস্থতার কাজ বিশ্রামবারে কাঠোরভাবে তারা পালন করত। যদি কোন ছেলে সন্তানের জন্ম এক বিশ্রামবারে হত তাহলে অবশ্যই পরবর্তী বিশ্রামবারে তার তক্‌ছেদ করতে হত। যদি বিশ্রামবার ছাড়া অন্যদিনে জন্ম হত তাহলে আরও কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ ছিল। তবুও এই কাজগুলো অনুমোদিত ছিল ধর্মীয় রীতি পালন করার জন্য। সুসমাচারের মধ্যে এটি আরও গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে, যেন বিশ্রামবারে যে কোন উত্তম কাজ করা থেকে আমরা বিরত না হই। কেবল তাই নয়, আরও বেশি উত্তম কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

*তৃতীয়ত*, খ্রীষ্ট এখান থেকে তাঁর ন্যায্যতা এবং তিনি যে কাজ করেছেন তার ন্যায্যতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, মোশি ভাববাদীর নিয়ম না ভাঙার জন্য বিশ্রামবারেও ছেলেদের তক্‌ছেদ করানো যায়, অথবা বিশ্রামবারের নিয়ম না ভেঙে যদি অলিখিত কিছু কাজ করা যায়। স্বর্গীয় আদেশ এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যাতে পরস্পর মিল হয়। "এখন, যদি এটি তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্রামবারে একজন লোককে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করার জন্য কীভাবে তোমরা আমার উপর রাগান্বিত হয়ে অন্যায্য আচরণ করতে পার? " খ্রীষ্টের প্রতি যে রাগ তারা করেছিল তা ছিল চরম ঘৃণাপূর্ণ। এই আক্রোশপূর্ণ রাগে তাদের অন্তর পূর্ণ ছিল। এই রাগ ছিল বিদ্বেষ পূর্ণ। লক্ষ্য করুন, অন্যদের নিন্দা করা কিংবা অবিশ্বাস করা যদি আমরা ন্যায্য বলে মনে করি তাহলে আমাদের জন্য তা হবে অসঙ্গত এবং অন্যায় আচরণ। বিশ্রামবারে ছেলেদের তক্‌ছেদ করা এবং খ্রীষ্টের একজন লোককে সুস্থ করার মধ্যে যে তুলনা খ্রীষ্ট এখানে করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

১) তক্‌ছেদ হল কেবল আনুষ্ঠানিক নিয়ম। এটি পূর্বপুরুষেরা করে আসছিলেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠান সৃষ্টির প্রথম থেকে ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক আইনের দ্বারা খ্রীষ্ট যে উত্তম কাজ করেছিলেন তা তক্‌ছেদের মত ভাল আইনের চেয়ে আরও চমৎকার আইন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২) তক্‌ছেদের নিয়ম পালন করতে গেলে রক্তপাত ঘটতো, আর এটি ছিল খুব কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাকর। খ্রীষ্ট যে সুস্থতার কাজ করেছিলেন তা লোকটিকে অক্ষত রেখে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করেছিলেন। যে নিয়ম ব্যথার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে তা বিশ্রামবারে করা হবে, সেই তুলনায় সুসমাচার আরও অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ কাজের সৃষ্টি করে থাকে।

৩) বস্তুত এই বিষয়টি বিশেষ করে বিবেচনায় আনতে হবে যে, যে ছেলেটির তক্‌ছেদ করা হয়, লোকেরা চেষ্টা করে যেন যে অঙ্গে তক্‌ছেদ করা হয়েছে কেবল সেই অঙ্গটি সুস্থ হয়। যদিও তা করাও হয় তবুও ছেলেটি অন্য কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে পারে। খ্রীষ্ট যাকে সুস্থ করেছিলেন সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা লাভ করেছিল – *আমি সম্পূর্ণ মানুষটাকেই স্বাস্থ্যকরভাবে এবং অক্ষতভাবে সুস্থতা দান করেছি*। সম্পূর্ণ দেহ সুস্থ হয়েছিল, কারণ তার সমস্ত দেহ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছিল। তার যে এমন রোগ ছিল তার কোন চিহ্নই রইল না। কেবল তাই নয়, খ্রীষ্ট লোকটিকে দেহগতভাবেই সুস্থ করেন নি, কিন্তু তার রূহেরও সুস্থতা দান করেছিলেন। তিনি লোকটিকে সস্নেহে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যাও, পাপের জীবন আর কাটিও না।" এইভাবে লোকটির আত্মার জন্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে তিনি নিখুঁতভাবে সুস্থতা দান করেছিলেন। বস্তুত তক্‌ছেদ আত্মার মঙ্গলের জন্য অভিপ্রেত ছিল এবং সম্পূর্ণরূপেই যেন তার জীবনে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। কিন্তু এটি তারা কলুষিত করেছিল এবং এটি কেবল মাংসিক আদেশের কাজ হিসেবে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট বাইরের সুস্থতার সাথে আত্মিক সুস্থতাও দান করলেন এবং অনুগ্রহ দান করলেন, আর এইভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের চিহ্ন হিসেবে লোকটিকে দৈহিক ও আত্মিকভাবে সুস্থ করলেন।

তিনি এই নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর কথার পরিসমাপ্তি ঘটালেন (পদ ২৪): "বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায্যভাবে বিচার করুন।" এটি হয়তো এই জন্য বলা হয়েছে:-

*প্রথমত*, ব্যবস্থা ভঙ্গ করার যে কাজ নিয়ে তারা বিবাদ করছিল। বিচারে পক্ষপাতিত্ব করবেন না, ব্যক্তির সম্মান নিয়ে বিচার করবেন না। বিচারের জন্য ঈশ্বরের কাছে আনতে হবে (দ্বি.বি. ১:১৭)। এটি ন্যায়বিচারের আইনের এবং দয়ার কাজের পরিপন্থী যে আমাদের সাথে যাদের মতের অমিল রয়েছে তাদের নিন্দা করি, যেমন আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের করে থাকি। অথচ যারা আমাদের নিজেদের দলের, পথের এবং নিজেদের মতে লোক তাদের সব অন্যায় মেনে নেই। বরং এক্ষেত্রে আমাদের আরও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন আছে।

*দ্বিতীয়ত*, অধিকাংশ ব্যক্তি খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রচারের জন্য ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং কুসংস্কারাপন্ন হয়ে বিরোধিতা করেছিল। যে বিষয়গুলো ভ্রান্ত এবং তা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যখন বাহ্যিক প্রকাশের বিচার অনুযায়ী অধিকাংশ স্থলে তা অতি উত্তম বলে সম্ভবত, আপাতদৃষ্টিতে তা প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। এর মধ্য দিয়ে ফরীশীরা এমনই সুবিধা এবং মর্যাদা লাভ করেছিল যে, লোকদের কাছে তারা ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করেছিল (মথি ২৩:২৭,২৮)। সাধারণ জনগণ তাদের এই বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করতো আর দুঃখজনকভাবে তাদের বুঝতে ভুল করত। তাঁর বাহ্যিক প্রকাশের

যে বিবরণ রয়েছে, তা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা এবং মহত্বের থেকে অনেক কম। তিনি নিজেকে একেবারে চাকরের মত প্রকাশ করেছেন (ফিলিপীয় ২:৭)। তিনি মানুষের স্বভাব গ্রহণ করলেন (রোমীয় ৮:৩)। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন রূপ কিংবা সৌন্দর্য তাঁর ছিল না (যিশাইয় ৫৩:২)। তাই যারা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে মেনে নেওয়া কেবল তাঁর বাহ্যিক রূপ দেখে তাঁর বিচার করে তাহলে সে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধার্মিকতার বিচারকে উপলব্ধি করতে পারবে না। যিহূদীরা প্রত্যাশা করতো যে, খ্রীষ্টের বাহ্যিক প্রকাশ হবে জাঁকজমক এবং মহা আড়ম্বর পূর্ণ এবং তিনি সমস্ত পার্থিব অনুষ্ঠানে মহা আড়ম্বরে যোগদান করবেন। যাদের বিচার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তিজনক ছিল, তিনি তাদের বিচারের আইন দ্বারা বিচার করবেন, কারণ খ্রীষ্টের রাজ্য এই জগতের নয়। দৃশ্যনীয়ভাবে খ্রীষ্টের রাজ্য আসবে না। যেহেতু স্বর্গীয় ক্ষমতা তাঁর সাথে আছে, ঈশ্বর তাঁকে সাক্ষ্য বহন করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং পাক বাক্য তাঁর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে তাই তাঁর বাহ্যিক চেহারায় সৌন্দর্য না থাকলেও লোকেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে বাধ্য এবং বিশ্বাস দ্বারা তাঁর বিচার করতে হবে, বাহ্যিক চোখ দিয়ে নয় (যিশাইয় ১১:৩; ১ শমূয়েল ১৬:৭)। খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর কাজের পরিকল্পনা ধার্মিকতা স্থাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য এবং ন্যায় দণ্ড পাশ কাটিয়ে যাবে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর ইচ্ছা জয়লাভ করবে। তাদের বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা আমরা যেন কোন বিষয় বিচার না করি, তাদের উপাধি দ্বারাও নয়, এই পৃথিবীতে তারা যে প্রতিপত্তি তৈরি করেছে, কিংবা তারা যে আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ প্রদর্শন করছে তার দ্বারা নয়। কিন্তু আমরা বিচার করবো তাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মার যে দান এবং অনুগ্রহ রয়েছে তার দ্বারা।

৩. খ্রীষ্ট তাদের সাথে তাঁর নিজের সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ এই জগতে তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন (পদ ২৫-৩৬)।

(১) তিনি কোথা থেকে এসেছেন (পদ ২৫-৩১)। এই বিবরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করি:

[১] যিরূশালেমের অধিবাসীদের দ্বারা এই বিষয়ে যে প্রতিবাদ করেছিল তাতে তারা মনে করেছিল যে, সবাই খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কিছু করার জন্য চেষ্টা করছে (পদ ২৫)। কেউ ভাবতে পারে, যারা জ্ঞান এবং ধর্মের মূল উৎসে বাস করছে তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অনেকের মধ্যে ছিল অতি নগণ্য জ্ঞান এবং অনুগ্রহ, নেতাদের মাধ্যমে এই সব বিষয় উন্নত না হয়ে বরং দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। খ্রীষ্ট, আমাদের প্রভু, খুব কম লোকেরই দেখা পেয়েছিলেন যারা সত্যিকারভাবে প্রকৃত আত্মিক জীবনের অনুগ্রহকে স্বাগতম জানিয়েছে। কিন্তু ন্যায্য কারণ ছাড়া এই প্রবাদ বাক্যটি উৎপত্তি হয়নি, *মণ্ডলীর কাছে ঈশ্বর থেকে দূরে*। যিরূশালেমের এই সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের মন্দ ইচ্ছা পালন করলো।

*প্রথমত*, নেতাদের উপর তাদের মন্দ ইচ্ছার প্রতিফলনের দ্বারা, কারণ তারা তাঁকে একা দেখতে পেয়েছিল এবং নিজেরা কিছু করা বিহিত মনে করেনি। তারা বলেছে: "যাকে নেতারা হত্যা করতে চান, এ কি সেই লোক নয়?" দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে বিশাল জনতা পদ পালন করবার জন্য যিরূশালেমে এসেছিল, তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা

করা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, আর তাই তারা এই কথা বলেছিল: "কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?" (পদ ২০)। কিন্তু যিরূশালেমের এই সব লোকেরা নেতাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতো এবং তারা নেতাদের উত্তেজিত করে তুলেছিল যেন তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে। "যাকে নেতারা হত্যা করতে চান এ কি সেই লোক নয়? এখনো কেন তারা এই কাজটি সম্পন্ন করছে না? সে তো খোলাখুলিভাবে কথা বলছে, অর্থাৎ তাঁকে নেতারা কিছুই বলছে না। কে তাদের বাধা দিয়ে রেখেছে? তারা বলেছিল যে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই লোকটি পৃথিবী থেকে দূর করে দেবে। তাহলে এখন কেন তারা সেই কাজটি করছে না? তাহলে সত্যি কি তারা জানতে পেরেছেন যে, এই লোকটিই খ্রীষ্ট?" পদ ২৬। যখন তারা নেতাদের পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য তাদের উত্তেজিত করার প্রয়োজন মনে করছিল তখন তারা অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে এবং বিদ্বেষপূর্ণভাবে নেতাদের প্রতি দু'টি বিষয়ে কটাক্ষ করেছিল।

১. তার প্রচার উপেক্ষা করার দ্বারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। "যে লোক সেনহেড্রিন কর্তৃক প্রতারণাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হয় সে কি বিনা বাধায় এবং বিনা প্রতিবাদের প্রকাশ্যে কথা বলতে পারে? তাদের এই আচরণ তাদের শাস্তি দেবার পরিকল্পনাকে নিষ্ফল ভীতি প্রদর্শনে পরিণত করেছে। যদি আমাদের নেতারা তাদের এই পদদলিত করার জন্য কষ্টভোগ করে তাহলে তাদের মনে করতে হবে যে, কেউ তাদেরকে এবং তাদের আইনকে ভয় করবে না।" লক্ষ্য করুন, কাউকে চরম এবং খুব জঘন্য শাস্তি কিংবা নির্যাতন করতে চাইলে তাদের উর্ধ্বতন শাসক এবং সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হত।

২. এর দ্বারা তারা তাদের বিচারকে সন্দেহ এবং বিশ্বাসহীনতার মধ্যে নিয়ে এসেছে। "তারা কি জানেন যে, ইনিই খ্রীষ্ট?" বিদ্রুপাত্মকভাবে বলা হয়েছে, "কিভাবে তারা তাদের চিন্তার পরিবর্তন করতে পারলেন? আলোকিত করার মত তারা নতুন কি বিষয়ে উদ্ভাবন করেছেন? খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য তারা লোকদের সুযোগ করে দিচ্ছেন। এটি তাদের এমন শক্তিশালীভাবে উপযুক্ত করবে যে, তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকবে" (মথি ২৩:১৫)। খ্রীষ্টের নামের কাজ এবং ধর্ম যখন তার আদর্শচ্যুত হয়, যখন এর সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। তখন অনেকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং নির্যাতন করতে প্রলোভিত হবে, এইগুলোর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ থাকবে না তারা এই কথা চিন্তা করবে যে, এই সব তাদের কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। এই কারণে অনেক ভাল পিতা-মাতার সন্তানেরা ধর্মত্যাগ করে এবং অধঃপতিত হয়। কখনো কখনো তারা অন্যদের চেয়ে আরও খারাপ পর্যায়ে নেমে যায় এবং তাদের কাজের চিহ্ন মুছে ফেলে। এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, নেতাদের এভাবে রাগান্বিত করা হলেও তারা খ্রীষ্টকে বন্দী করে নি, কারণ তাঁর সময় তখনো আসে নি। ঈশ্বর প্রশংসা করার জন্য মানুষের হাতকে মুক্ত করতে পারেন, যদিও তিনি তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করেন না।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর খ্রীষ্টত্বের প্রকাশের বিরুদ্ধে আপত্তির দ্বারা তারা তাঁর বিরুদ্ধে আরও ক্ষতিকর কিছুর চিন্তাকে প্রকাশ করেছিল। (পদ ২৭)। "যদি নেতারা মনে করে থাকেন যে তিনি খ্রীষ্ট, আমরা অবশ্যই তাদের মত খ্রীষ্টের বিষয়ে এই একই রকম বিশ্বাস করবো না। কারণ আমরা এর বিরুদ্ধে কথা বলছি যে, আমরা এই লোকটিকে চিনি, আমরা তো জানি এই লোকটি কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি

কোথা থেকে এসেছেন।" এই তর্কের মধ্যে মিথ্যাচার ছিল।

১. তারা যদি স্বর্গীয় স্বভাবের সম্পর্কে কথা বলে থাকে তাহলে কথাটা সত্যি যে, যখন খ্রীষ্ট আসবেন তখন কেউ জানতে পারবে না যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন। তিনি ছিলেন মাল্কীসিদ্দিকের পরের পুরোহিত, মালকীসিদ্দিকের আরম্ভ নেই, শেষ নেই, তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী পুরোহিত (মীখা ৫:২)। এই অংশে আমরা দেখতে পাই তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন। তাই এই কথা সত্য নয় যে, তিনি কোথা থেকে আসবেন তা কোন লোক জানবে না, কারণ তারা তাঁর স্বর্গীয় স্বভাব সম্পর্কে জানে না এবং কীভাবে বাক্য মানব হয়ে জন্ম নিয়েছে তাও তারা জানে না।

২. যদি তারা তাঁর মানবীয় স্বভাব নিয়ে কথা বলে তাহলে এটা সত্য যে, তারা জানতে পারবে তিনি কোথা থেকে এসেছেন, তাঁর মা কে এবং কোথায় তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। কিন্তু এটি মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হবে যখন কেউ এই কথা বলবে যে, খ্রীষ্ট কোথা থেকে এসেছেন আমরা জানি না। কারণ তাঁর জন্ম কোথায় হবে তা আগে থেকে জানা ছিল (মথি ২:৪,৫)। লক্ষ্য করুন:

(১) তারা কীভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অব্যহত কথা-বার্তা ঘৃণার জন্ম দেয় এবং আমরা এই ঘৃণাকে জাগিয়ে তোলার জন্য দায়ী থাকি।

(২) তারা অন্যায়পূর্বক তাদের কুসংস্কারকে দৃঢ় করার জন্য তা শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যেন লোকেরা তাঁর সমর্থন করে। লোকেরা এই কারণে খ্রীষ্টকে ভুল বুঝেছিল যে, তারা পুস্তক সম্পর্কে জানত না।

[২] এর প্রতিবাদে খ্রীষ্টের উত্তর, পদ ২৮,২৯।

*প্রথমত*, তিনি স্বাধীনভাবে এবং সাহসপূর্বক কথা বললেন, তিনি মন্দিরের মধ্যে জোরে জোরে কথা বললেন শিক্ষা দেবার জন্য, তিনি অন্য সময়ে যেভাবে প্রচার করতেন তার চেয়ে এখন অনেক জোরে বা উচ্চকণ্ঠে কথা বললেন।

১. তাদের হৃদয়ের কঠিনতার জন্য দুঃখকে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করতে। যেখানে লোকদের মধ্যে ভয়ানক ক্রোধী কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নেই সেখানে লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাদের হৃদয়কে খুলে দেয়। আমরা প্রতিদানকারীদের সস্নেহে এবং বিনম্রভাবে শিক্ষা দিতে পারি।

২. যে সমস্ত পুরোহিতরা এবং যারা তাঁর ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল তারা এতটা কাছে ছিল না যে, সেখান থেকে তারা খ্রীষ্টের প্রচার শুনতে পারেন। এই জন্য খ্রীষ্ট সাধারণভাবে যতটা জোরে কথা বলতেন তার চেয়ে আরও অনেক জোরে অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করলেন। যেন ঐ পুরোহিতেরা এবং ঐ অনিষ্ট পরিকল্পনাকারী লোকেরা তাঁর কথা শুনতে পায়। *যার শোনার কান আছে সে শুনুক*।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের মিথ্যা দোষারোপের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের উত্তর।

১. তিনি তাদের জোর গলায় বলেছিলেন যে, তারা খুব ভাল করে জানতো যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন। তিনি বললেন: "তোমরা আমাকেও জানো এবং আমি কোথা থেকে

এসেছি তাও জানো। তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের স্বজাতি এবং তোমাদেরই একজন।" খ্রীষ্টের এই কথায় নিন্দাসূচক কিছুই ছিল না, যা লোকদের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করতে পারে, এটি ছিল সাধারণ সত্য, প্রাকৃতিক আলোতে সব যেমন আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে যায় এটাও ছিল তেমন, সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি তারা কোথা থেকে এসেছে। "তোমরা আমাকে জানো, আমাকে তোমরা যেভাবে চিন্তা কর তাতে ভ্রান্তি রয়েছে। তোমরা আমাকে একজন কাঠমিস্ত্রির ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আমার বাড়ি নাসরতে বলেই মনে কর। কিন্তু আসলে এটা ঠিক নয়।"

২. তারা তাঁকে যেভাবে দেখেছে এবং জেনেছে, মূলত সবাই সেভাবেই জানত। কিন্তু তিনি তা নেতিবাচকভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। আর এই কারণে যদি তারা আরও গভীরভাবে না দৃষ্টি দেয় তাহলে কেবল বাহ্যিক চেহারা দিয়েই তাঁর বিচার করবে। সম্ভবত তারা জানতো যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের একপর্যায়ে বলেছিলেন যে, তারা জানে না কোথা থেকে তিনি এসেছেন এবং কার কাছ থেকে এসেছেন।

(১) তিনি নিজ থেকে আসেন নি। তাঁকে পাঠানো ছাড়া তিনি আসতে পারতেন না, একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আসতে পারতেন না এবং তাঁর পিতার প্রেরিত হতে পারতেন না।

(২) তিনি দু'ভাবে উল্লেখ করেছেন, "তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" এবং আবার, "তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তিনি আমাকে যা বলেন তা আমি বলতে পারি এবং তিনি যা করতে বলেন আমি তা করতে পারি।" এই বিষয়ে তিনি স্বয়ং সুনিশ্চিত ছিলেন। এই কারণে তিনি জানতেন যে, তিনি যা কিছু করেন তাতে তাঁর পিতার সমর্থন রয়েছেন। এটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক যে, আমরাও এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি। আমরা এই নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি যে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরাও ঈশ্বরের কাছে যেতে পারব।

(৩) তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে এসেছেন: *Par autou eimi – আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি*। এটি এমন নয় যে মনিবের কাছ থেকে একজন দাসকে পাঠানো হয়েছে। পিতার কাছ থেকে সন্তান যেভাবে আসে সেইভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্তকালীন বংশধর হিসেবে এসেছেন। সূর্য থেকে যেভাবে কিরণ আসে সেইভাবে মূল উৎস থেকে তিনি এসেছেন আলো হয়ে।

(৪) পিতা যে তাঁকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন তা সত্য। তিনি খ্রীষ্টকে পাঠাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং যিহূদীরা স্বেচ্ছায় এই প্রতিজ্ঞা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছিল। তবুও এই প্রতিজ্ঞা যথার্থ ছিল এবং এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে খ্রীষ্ট তাঁর সন্তানদের দেখাশোনা করবেন এবং তিনি সার্থকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যদিও যিহূদীদের অধিকাংশই খ্রীষ্টকে এবং তাঁর প্রতিজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

(৫) এই সব অবিশ্বাসী যিহূদীরা পিতাকে জানত না: "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো না।" সেখানে অনেক লোক ছিল যারা ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, যদিও সেখানে অনেক জ্ঞানের আদর্শ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেন তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং প্রকৃত কারণ হল, তারা ঈশ্বরকে জানত না। তাই পরিত্রাণের কাজে এমন

স্বর্গীয় ঐক্য রয়েছে এবং স্বাভাবিক ধর্ম ও প্রকাশিত ধর্মের মধ্যে এমন প্রশংসনীয় ও বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে যে পূর্বের জ্ঞান পরবর্তী সময়ে প্রবেশ করবে; কেবল তাই নয়, এটি উপস্থাপনও করবে।

(৬) আমাদের প্রভু যীশুর সাথে পিতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তিনিই তাঁকে পাঠিয়েছেন। "কিন্তু আমি তাঁকে জানি।" তিনি তাঁকে এত ভালভাবে জানেন যে, তিনি যা কিছু করেন তাতে তাঁর আদৌ সন্দেহ থাকে না, কিন্তু তাঁর কাজে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকেন। তিনি কোন অন্ধকারে কাজ করেন না কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এটি প্রকাশ করেন (মথি ১১:২৭)।

[৩] তিনি সত্য কথা বলার কারণে, যারা তাঁকে ঘৃণা করতো তারা আরও রাগান্বিত হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁকে ধরতে চেয়েছিল, পদ ৩০। তারা তাঁকে ধরতে চাইল যেন তারা তাঁর উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কেবল তাঁর ক্ষতি করা নয়, কিন্তু তারা এমন সব ফন্দি আঁটার চেষ্টা করলো যাতে তারা খ্রীষ্টকে মৃত্যুর মত শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু স্বর্গীয় অদৃশ্য ক্ষমতার প্রতিরোধের ফলে তারা খ্রীষ্টের কোন ক্ষতি করতে পারলো না, কারণ তাঁর সময় তখনো হয় নি। কেন তারা তা করতে পারলো না এটি তাদের কারণ ছিল না, কিন্তু তাদের এই কাজ করতে না পারার কারণ ছিল স্বয়ং ঈশ্বর তাদের প্রতিরোধ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, ঈশ্বরের সত্যের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা যদিও তাদের আচরণে অত্যন্ত সতর্ক এবং নম্র থাকে, তবুও তাদের এই প্রত্যাশা করতে হবে যে, তারা জগতের কাজ থেকে থেকে ঘৃণা এবং অত্যাচার ভোগ করবে। কারণ অনেকে আছে যারা তাদের সাক্ষ্যের জন্য তাদের দ্বারা চরম অত্যাচারিত হবে, যারা সেই সাক্ষ্য শুনে হিংস্র হয়ে উঠেছিল (প্রকাশিত বাক্য ১১:১০)।

*দ্বিতীয়ত*, ঈশ্বরের শৃঙ্খলের মধ্যে দুষ্ট লোকেরা আছে। তারা যে কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করুক না কেন তারা কখনোই তাদের প্রতি ঈশ্বরের দেওয়া ভয়ানক কষ্টের চেয়ে তাদের দেয়া কষ্ট বেশি হবে না। নির্যাতনকারীরা শক্তিহীন হয়ে যাবে, এমন কি প্রচণ্ড বেগে তাদের হিংস্রতা জেগে উঠে এবং যখন শয়তান তাদের দিল অধিকার করে, তখন ঈশ্বর তাদের সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করতে সক্ষম।

*তৃতীয়ত*, ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা কখনো কখনো চিন্তার অতীত কিছু বিষয়ের উপায়ের মাধ্যমে শয়তানকে আশ্চর্যভাবে প্রতিরোধ করে। তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে যে সব অনিষ্ট করে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের আত্মিক দৃঢ়তায় শয়তান দুর্বল হয়ে যায়।

*চতুর্থত*, খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আসার সময় ও দিন এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজের জন্য সময় নিরূপিত ছিল। এইভাবে তিনি সমস্ত লোক এবং তার সমস্ত কার্যকারীদের জন্য নিরূপিত সময় রেখেছেন এবং একটি সময় আসবে যখন তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের সকল পরীক্ষা নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর প্রভু তাদেরকে তাঁর পক্ষে দীর্ঘদিন কাজ করার জন্য সহায়তা করবেন। দোজখের কোন শক্তি কিংবা পৃথিবীর মন্দ শক্তি তাদের বিরুদ্ধে প্রবল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তাদের সাক্ষ্যদানের কাজ শেষ না হবে।

[৪] তবুও তিনি যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাতে কোন কোন শ্রোতার মনে ভাল প্রভাব ফেলেছিল (পদ ৩১): *তবে লোকদের মধ্যে অনেকে যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল*। যেভাবে

তাঁর উপর লোকেরা বিশ্বাস করেছিল তেমনি করে অনেকে আবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। এমনকি যেখানে সুসমাচার প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় সেখানে কখনো কখনো উত্তম ফল দৃষ্ট হয় (১ থিষলনীকীয় ২:২): "বরং তোমরা জান, এর পূর্বে ফিলিপীতে দুঃখভোগ ও অবিশ্বাস ভোগ করার পরেও আমরা আমাদের ঈশ্বরতে সাহসী হয়ে অতিশয় প্রাণপণে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের ইঞ্জিলের কথা বলেছিলাম।" আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

*প্রথমত*, কারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। তারা অল্প সংখ্যক ছিল না। তারা ছিল সংখ্যায় অনেক। যখন অন্য দিক বিরোধিতার তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখন অনেকেই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ঐ বিশাল জনতার মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ছিল হীন মানসিকতার, হাঙ্গামা করার মনোভাব সম্পন্ন। তারা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। যারা বিশ্বাস করেছিল লোকেরা তাদের ইতর শ্রেণী বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক বলে মনে করত। আমরা অবশ্যই মহান কারো মধ্যে এর সফলতার দ্বারা সুসমাচারের উন্নতি পরিমাপ করবো না। যারা সুসমাচার গ্রহণ করে থাকে তারা যদি দরিদ্র হয়েও থাকে কিংবা তাদের সমাজে প্রতিপত্তি নাও থাকে তবুও যেন পরিচর্যাকারীরা এই কথা না বলে যে, আমরা বৃথাই পরিশ্রম করেছি (১ করিন্থীয় ১:২৬)।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য কোন বিষয়টি তাদের উৎসাহ করেছিল: যে আশ্চর্য কাজ তিনি করেছিলেন তা দেখে। কারণ এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তিনি যে কেবল পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী (যিশাইয় ৩৫:৫,৬) পূর্ণ করেছেন তা নয়, কিন্তু এটি ছিল স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রমাণ। তিনি যে কাজ করতে সক্ষম তা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। ঈশ্বরের মত তিনি প্রকৃতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। সন্দেহমুক্তভাবে ক্ষমতার সাথে যে কাজ তিনি করে থাকেন তা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারে না। আইন বিবেককে সংযত করে এবং চুক্তি আমাদের জীবন দান করে।

*তৃতীয়ত*, তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা কেমন ছিল: তারা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে নি যেভাবে শমরীয়রা করেছিল। "ইনি সত্যিই খ্রীষ্ট," তারা কেবল যুক্তি প্রদর্শন করে কথা বলেছিল, "খ্রীষ্ট এসে কি এর চেয়ে আরও বেশি আশ্চর্য কাজ করবেন?" তারা শুধু এতটুকুই মেনে নিয়েছিল যে, খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন অনেক আশ্চর্য কাজ করবেন। "তার চেয়ে কি বেশি আশ্চর্য কাজ করবেন? আমরা যদিও তার মধ্যে জগতের জাঁকজমক এবং জৌলুস দেখিনি কিন্তু তার মধ্যে আমরা স্বর্গীয় ক্ষমতা দেখেছি। তাই আমরা এটি বিশ্বাস করি যে, সমস্ত স্বর্গীয় ক্ষমতা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে আমরা কেন বলব না যে, ইনিই তিনি?" তারা এটি বিশ্বাস করেছিল বটে কিন্তু তা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে নি। লক্ষ্য করুন, বাস্তবিক দুর্বল বিশ্বাস কখনো কখনো খাঁটি বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে আরও মূল্যায়ন, আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

(২) তিনি কোথায় যাবেন, পদ ৩২-৩৬। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] তাঁর বিরুদ্ধে ফরীশী এবং প্রধান ঈমামদের পরিকল্পনা, পদ ৩২।

*প্রথমত*, তাদের গুপ্তচরের মাধ্যমে বয়ে আনা তথ্যের ভিত্তিতে তারা ভীষণ রাগান্বিত

হয়েছিল। তারা এইসব গুপ্তচরদেরকে লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে দিয়েছিল। তারা বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিত। তারা তাদের ঈর্ষান্বিত প্রভুদের জন্য কৌশলে খ্রীষ্টের সম্পর্কে যাবতীয় ঘটনা এবং লোকেরা তাঁর সম্পর্কে গোপনে যা আলাপ করে তা সংগ্রহ করত। সেখানে অনেক লোক ছিল যাদের খ্রীষ্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁকে মূল্যায়ন করত। তবুও তাঁর প্রতি ঘৃণাসূচক আচরণ করতো বেশিরভাগ লোক। যদিও লোকেরা খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধামূলক কথাগুলো ফিস্‌ফিস্ করে বলত, প্রকাশ্যে স্বীকার করতো না তথাপি ফরীশীরা এজন্য খুব রাগান্বিত ছিল। যখন কারো কার্যকলাপ সন্দেহজনকভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং জনগণের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে দোষী হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং তাদের প্রভাবের দ্বারা সে দোষী বলে গণ্য হয় তখন ঐ সরকার তার বিচার করেন। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে শাস্তি দিত না। ফরীশীরা জনগণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাওয়ার বিষয়টিকে খুব বেশি মূল্যায়ন করত। এটি খুব সঙ্গত বিষয় যে, যদি খ্রীষ্টের সম্মান বৃদ্ধি পায় তাহলে তাদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাও একেবারে কমে যাবে।

*দ্বিতীয়ত*, এর ফলে তারা খ্রীষ্টকে বন্দী করার মতলব আঁটল এবং তাদের জিম্মায় নিতে চাইল। এরা খ্রীষ্টকে ধরার জন্য সৈন্যদের পাঠিয়েছিল। কিন্তু যারা তাঁকে সমর্থন করেছিল এবং তাদের ভয় করতো তাদের ধরার কোন চেষ্টা করে নি। কারণ তারা জানতো, যদি মেষপালককে হত্যা করা হয় তাহলে অন্য সব মেষেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। ফরীশীরা খ্রীষ্টকে বিচারের জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছিল, কিন্তু শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই তারা মহাপুরোহিতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যেন মহাসভার মাধ্যমে খ্রীষ্টের বিচার হয় এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তারা সেই সব লোকদের সঙ্গে যোগ দিল, যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ফরীশীরা জনগণকে ভ্রান্ত শিক্ষা দিত। তারা ছিল ভণ্ড। আর মহাপুরোহিত ভ্রান্তভাবে ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। জাগতিক জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা প্রাকৃতিক ধর্মের বিষয়ে মারাত্মক ভুল করার জন্য দোষী ছিলেন। যিহূদীরা এই জন্য তাদের জ্ঞান দ্বারা খ্রীষ্টকে জানতে পারেন নি। তাদের শ্রেষ্ঠ রব্বিরা খ্রীষ্টকে জানার ব্যাপারে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, তারা নিজেদের খ্রীষ্টের চরম শত্রুতে পরিণত করেছিল। এই সব দুষ্ট নেতাদের নিজেদের কর্মচারী ছিল। তারা এইসব কর্মচারীদেকে পাঠিয়েছিল খ্রীষ্টকে ধরার জন্য। এরা তাদের দুষ্ট মালিকদের আদেশ পালনের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত, যদিও এদের আদেশ ছিল মন্দ। রাজা শৌলের নির্দেশে সৈন্যরা ঈশ্বরের পুরোহিতদের হত্যা করতে রাজী হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার নির্দেশে সেই আদেশ পালন করেছিল একজন মেষপালক (১ শমূয়েল ২২:১৭, ১৮)।

[২] এরপর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আলাপ করেছিলেন (পদ ৩৩,৩৪): "আমি আর বেশি দিন তোমাদের মধ্যে নেই। তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তাঁর কাছে চলে যাব। তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে কিন্তু পাবে না। আর আমি যেখানে যাব তোমরা সেখানে আসতেও পারবে না।" এটি ছিল মেঘ স্তম্ভ এবং আগুনের স্তম্ভের মত, যার অন্ধকার দিক এবং আলোর দিক ছিল।

*প্রথমত*, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন তাদের আলোর দিক, যারা তাঁর পক্ষে অনেক উৎসাহের কথা বলে এবং তাঁর সমস্ত বিশ্বস্ত বিশ্বাসীরা যারা তাঁর নামে অনেক বিপদের

সম্মুখীন হয় এবং দুঃখ-কষ্টভোগ করে। খ্রীষ্ট এখানে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন নিজের সম্পর্কে:-

১) তিনি আর অল্প দিন এই দুঃখ-কষ্টে ভরা পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাদের মধ্যে আর বেশি দিন থাকা সম্ভব হবে না। তাঁর সংযতপূর্ণ কাজগুলো খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং তারপর আর তিনি এই পৃথিবীতে থাকবেন না (যোহন ১৭:১১)। এই পৃথিবীতে যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা রয়েছে তাদের সঙ্গে বেশি দিন এই জগতে আমরা থাকব না। যারা খুব আনন্দের মধ্যে এই জগতে আছে অথবা যারা আনন্দের মধ্যে নেই, যারা জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে অবজ্ঞা করে এবং যারা এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্খী তারা কেউই বেশি দিন এই পৃথিবীতে থাকে না, থাকতে পারেও না। তা ছাড়া তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেশি দিন থাকে না এবং সব সময় থাকে না। আমাদের অবশ্যই এই দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য বাস করতে হবে। আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ এই প্রতিকূল অবস্থা মাত্র কিছু কালের জন্য এবং এরপর আমরা এই অবস্থা থেকে মুক্ত হব। আমাদের সময়গুলো মন্দতায় পূর্ণ থাকে, কিন্তু এটি খুব ভাল যে এই অবস্থা খুব বেশি দিন থাকে না।

২) যখন তিনি এই দুঃখ-কষ্টে ভরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন তখন যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ফিরে যাবেন। "আমি তাঁর কাছে চলে যাব।" না, "আমাকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় চলে যাব। আমার দায়িত্ব শেষ করে আমি তাঁর কাছে ফিরে যাব, যাঁর আদেশে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে আমার যে কাজ রয়েছে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার প্রেরণকর্তার কাছে যাব না। কাজ শেষ হলে আমি তাঁর কাছে যাব এবং তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং রাজদূতেরা দেশে ফিরে এলে তাদেরকে যেভাবে অত্যন্ত সম্মানিত করা হয়, তেমনি আমাকেও সম্মানিত করা হবে।" খ্রীষ্টের প্রতি তাদের প্রচণ্ড রাগের কারণ কেবলমাত্র তাঁর কাছ থেকে বাধাগ্রস্থ হওয়ার জন্য নয়, কিন্তু অতি দ্রুত তিনি গৌরব এবং সম্মান লাভ করেছিলেন। যারা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ-কষ্ট এবং নির্যাতন সহ্য করে তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে, তাদের যাওয়ার পথ হল ঈশ্বরের দিকে এবং তারা ঈশ্বরের কাছেই যাচ্ছেন, অতি দ্রুত তারা সেখানে যাবেন চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার জন্য।

৩) যদিও তারা এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টকে অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে, কিন্তু যেখানে তিনি যাচ্ছেন তাদের কেউ তাঁকে অনুসরণ করে সেই স্বর্গে গিয়ে তাঁকে নির্যাতন করতে পারবে না। "তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে, কিন্তু পাবে না।" যখন খ্রীষ্ট চলে যান, তার পরে খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপর নির্যাতনের দ্বারা তাদের শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ যদি তারা তখন তাঁকে নাগালের মধ্যে পেত তাহলে তাঁকে দুঃখভোগ করতে হত: "তুমি মন্দিরে যে কাজ করেছ সেই কারণে তুমি আর এখানে ঢুকতে পারবে না।" "আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাব।" তিনি এইভাবে কথাটা বলার কারণ হল এই পৃথিবীতে বাস করার সময় তার মধ্যে স্বর্গীয় স্বভাব এবং স্বর্গীয় ভালবাসা ছিল কারণ তিনি স্বর্গ থেকে এসেছিলেন (যোহন ৩:১৩)। অথবা এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যে চমৎকার জায়গায় তিনি ছিলেন সেই জায়গায় তিনি খুব শীঘ্র চলে যাবেন। লক্ষ্য করুন, এটি তাঁর বিশ্বাসীদের এই মহিমান্বিত সুখের বিষয়কে যুক্ত করেছে যে, তারা শয়তানের নাগালের বাইরে থাকবে

এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাবে।

*দ্বিতীয়ত*, যে সমস্ত দুষ্ট যিহূদীরা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতো এবং তাঁর ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল, তাদের প্রতি খ্রীষ্টের এই কথার কালো এবং অন্ধকার দিক রয়েছে। এখন তারা তাঁকে দূর করে দিতে চাইছে। এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু তাদের জানতে হবে:-

১. তাদের এই রকম চিন্তা অনুযায়ী তাদের একইভাবে বিচারিত হতে হবে। খ্রীষ্টকে তাদের মধ্য থেকে উৎখাত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং তাদের পাপর জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিনি তাদের আর বেশি দিন বিরক্ত করবেন না। খুব শীঘ্র তিনি তাদের মধ্য থেকে চলে যাবেন। যারা মনে করতো যে তিনি একটি বোঝাস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বরকেই পরিত্যাগ করতে চায়। তারা ভাবল যে তাদের এভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলার জন্য খ্রীষ্টের পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন তাদের মনোনীত বিষয়ের জন্য তারা দুঃখ করবে।

(১) তারা খ্রীষ্টের উপস্থিতি তালাশের জন্য বৃথাই চেষ্টা করবে "তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে, কিন্তু পাবে না। তোমরা খ্রীষ্টের আগমনের প্রত্যাশা করবে, কিন্তু তোমাদের চোখ তাঁকে দেখতে ব্যর্থ হবে এবং তোমরা তাঁকে কোনক্রমেই খুঁজে পাবে না।" যাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দূর হবে, লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা শেষ বিচারের সময় খ্রীষ্টের সাহায্য ও অনুগ্রহকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। "যারা এখন খ্রীষ্টকে ত্যাগ করবে, তারা খ্রীষ্টকে পাবে। কিন্তু সেই সময় আসছে, যারা এখন খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা তখন খ্রীষ্টের ত্যাগ করলেও তাঁকে পাবে না (হিতোপদেশ ১:২৮)। তখন তারা বৃথাই চিৎকার করে বলবে, "প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।" অথবা সম্ভবত এই কথাগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল কিছু সংখ্যক যিহূদীদের হতাশার মধ্য দিয়ে, যারা সম্ভবত খ্রীষ্টের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল কিন্তু তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি। তাঁকে বৃথাই দেখার চেষ্টা করবে এবং আবার তাঁর কথা শুনতে চাইবে। কিন্তু অনুগ্রহের দিন তখন শেষ হয়ে যাবে (লূক ১৭:২২)। তবুও এটি সব নয়।

(২) তারা স্বর্গের একটি জায়গার জন্য প্রত্যাশা করবে: "যেখানে আমি থাকব এবং যেখানে আমার সব শিষ্যরা আমার সঙ্গে থাকবে। সেখানে আপনারা আসতে পারবেন না।" কেবলমাত্র ন্যায় এবং অপরিবর্তনীয় দণ্ডাজ্ঞার দ্বারা বর্জিত হওয়ার জন্যই নয় এবং কারণ এটাও নয় যে, যাদের নতুন যিরূশালেমে প্রবেশের কোন অধিকার নেই তাদের কাছ থেকে জীবন গাছকে নিরাপদে রাখার জন্য নতুন যিরূশালেমের প্রত্যেক দরজায় তরবারিধারী স্বর্গদূতদের রাখা হয়েছে। কিন্তু কারণ হল তারা তাদের অন্যায় অপরাধ এবং বিশ্বাসহীনতার দ্বারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তাই আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না। কারণ আপনারা সেখানে যাওয়ার জন্য কোন আকাঙ্খা করেন নি। সেখানে যাওয়ার কোন যোগ্যতা আপনার নেই।" যারা এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কথা এবং আদেশ অবজ্ঞা করেছে এবং ঘৃণা করেছে এবং খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা খ্রীষ্ট যেখানে যাবেন সেই মহিমান্বিত স্বর্গে যাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত তাদের জন্য কোন স্বর্গ থাকবে না। যে সমস্ত আত্মা যাবতীয় অপবিত্রতার কাজকে ঘৃণা করেছে এবং নিজেদের তা থেকে পৃথক রেখেছে তাদের ঐ স্থানে আপ্যায়িত করা হবে।

# যোহন ৭:৩৭-৪৪ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্টের আলাপ এবং ব্যাখ্যা, পদ ৩৭-৩৯। এটি বিশ্বাসযোগ্য যে, তিনি সবিস্তারে যা বলেছেন এটি তার কেবল সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত। কিন্তু এর সব কিছুর মধ্যে রয়েছে সমগ্র সুসমাচারের সারাংশ। এখানে রয়েছে খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য সুসমাচারের নিমন্ত্রণ এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা এবং সুখ লাভের প্রতিজ্ঞা। এখন আমরা লক্ষ্য করি:-

১. কখন তিনি এই নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন: কুটিরবাস পর্বের শেষ দিনে, এই দিনটি ছিল প্রধান দিন। এই অষ্টম দিনে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটত, লোকে যে উদ্দেশ্যে সমাবেত হত সব কিছুই এই দিনে শেষ হত (লেবীয় ২৩:৩৬)। এই দিনে খ্রীষ্ট সুসমাচারের এই নিমন্ত্রণ প্রচার করলেন। কারণ:-

(১) অনেক লোক একসঙ্গে সমবেত হয়েছিল। যদি অনেক লোকের কাছে এই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় তাহলে আশা করা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে (হিতোপদেশ ১:২০)। বিশাল জনতার সমাবেশ আরও উত্তম কাজ করার সুযোগ দান করে।

(২) লোকেরা এখন তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে, খ্রীষ্ট চাইলেন যেন লোকেরা তাঁর এই বিদায়কালীন কথাগুলো তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বিশাল জনতা কোন উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার পর যখন তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর সমাবেশ ভেঙ্গে যায় এবং লোকেরা নিজ গন্তব্যে চলে যায়, সম্ভবত তখন তারা এই কথা ভাবে যে, আবার হয়তো ঠিক এইভাবে তারা সবাই আর একত্র হতে পারবে না। আর এই কারণে যদি আমরা তাদের স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বলতে পারি অথবা এই বিষয়ে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি তাহলে এটি হবে উপযুক্ত সময়। যদি খুব তৎপরতার সাথে ঈশ্বরের আদেশের কাছে আসা যায় তা হবে খুব মঙ্গল জনক। খ্রীষ্ট কুটিরবাস পর্বের শেষ দিনে এই নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন।

[১] এই পবিত্র সপ্তাহের পূর্ববর্তী দিনে তাঁর প্রচারের সময় যারা তাদের কান বন্ধ করে রেখেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে এই নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য আর একবার চেষ্টা করলেন, কারণ যদি তারা এখন তাঁর কথা শোনে তাহলে অবশ্যই তারা জীবন লাভ করবে।

[২] খুব তিনি এই নিমন্ত্রণ তাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন যারা অন্যদের মত তাঁর এই প্রস্তাব আগে শোনেনি। তাই তারা যাতে এই সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে এই জন্য তিনি এই কথা বলেছিলেন। ছয় মাস আগে আরও একটি পর্বের অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন যে সমস্ত লোক পদ পালনের জন্য সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে যেন মৃত্যুর মুখে ছিল। দেখুন, এখন গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়।

২. কীভাবে তিনি এই নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন: "সেই দিন যীশু দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, অর্থাৎ তিনি দাঁড়িয়ে খুব জোরে দাওয়াতের কথা বলেছিলেন, এটি ইঙ্গিত দেয়:-

(১) তারা মহা আন্তরিকতা এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ। নম্র আত্মাকে তাঁর কাছে আনার

ব্যাপারে খ্রীষ্টের দিল উন্মুক্ত ছিল। তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং তাঁর কণ্ঠের উচ্চতা তাঁর মনের গভীর আবেগকে প্রকাশ করে। আত্মার প্রতি ভালবাসা থাকলে প্রচার জীবন্তভাবে করা যায়।

(২) তাঁর ইচ্ছা ছিল যেন সকলেই তাঁর কথা মনযোগ দিয়ে শোনে এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। তিনি দাঁড়ালেন এবং জোর গলায় কথা বললেন যেন লোকেরা তাঁর কথা ভাল করে শুনতে পায়, কারণ এই কথা শোনার জন্য প্রত্যেকের কান অবশ্যই খোলা আছে। সুসমাচারের সত্য প্রকাশিত হওয়ার জন্য আড়ালের কোন স্থান বেছে নেয় না, কারণ এটি কোন দুঃখ-কষ্ট কিংবা কোন বিচার অথবা কোন পরীক্ষাকে ভয় করে না। অন্য জাতির লোকদের কাছে দৈববাণী আসে তাদের কাছে অনেকটা উঁকি দেওয়ার মত এবং অস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সুসমাচারের দৈববাণী ঘোষিত হয়েছিল এমন একজনের মাধ্যমে, যিনি দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে তা প্রকাশ করেছিলেন। মানুষের অবস্থা কেমন দুঃখজনক যে, তিনি লোকদের সুখী হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহ কেমন চমৎকার যে, তিনি তা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, "হে পিপাসিত লোকেরা, তোমরা সবাই আমার কাছে এসো" (যিশাইয় ৫৫:১)।

৩. তাঁর এই নিমন্ত্রণ ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত: যদি কোন মানুষ পিপাসিত হয়, সে যেই হোক না কেন, সে খ্রীষ্টের কাছে নিমন্ত্রণপ্রাপ্ত। সে উঁচু কিংবা নীচ, ধনী বা গরীব, বালক অথবা বৃদ্ধ, বন্দী অথবা স্বাধীন, যিহূদী কিংবা অযিহূদী হলেও খ্রীষ্টের কাছে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত। এই নিমন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত অনুগ্রহের নিমন্ত্রণ: "কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে জল খেয়ে যাক। যদি কেউ সত্যিকার এবং চিরকালের জন্য সুখী হতে চায় তাহলে আমার কাছে আসুক সুখী হওয়ার জন্য এবং আমার আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করুক, তাহলে আমি তাকে সুখী করার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করব।"

(১) যে পিপাসার জন্য লোকদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে, তা সম্ভবত এভাবে বুঝানো হয়েছে:-

[১] তাদের পরিস্থিতিগত অভাব। হয় তাদের বাহ্যিক অবস্থা (যদি কেউ এই জীবনে এই সব অভাব বোধ করে অথবা এর জন্য ক্লেশের মধ্যে আছে তারা তাদের অভাব জনিত কষ্ট এবং মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভের জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসুক। কারণ খ্রীষ্ট তাদের যে শান্তি দান করবেন তা এই পৃথিবী দিতে পারবে না এবং সরিয়ে নিতেও পারবে না)। অথবা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা: "যদি কেউ আত্মিক অনুগ্রহ পেতে চায় তাহলে আমার মাধ্যমে সে তা লাভ করবে।"

[২] অথবা তাদের আত্মার ঝোঁক এবং তাদের আত্মিক সুখের প্রতি আকাঙ্খা করে। যদি কেউ ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত হয় তাহলে তার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল পূর্ণ হবে এবং তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উত্তম কাজ সাধিত হবে।

(২) এই নিমন্ত্রণ কি ছিল: "তাকে আমার কাছে আসতে দাও। আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ নিয়মের মধ্যে যেতে দিও না, যা বিবেককে না পারে সান্ত্বনা দান করতে, না পারে মন্দতা থেকে মুক্ত করতে। আর এই কারণে আগন্তুকদের এটি খাঁটি করতে পারতো না (ইব্রীয় ১০:২)। তাদেরকে নাস্তিকদের দর্শনের কাছে যেতে দিও না, যা মানুষকে কেবল প্রতারণা করে,

তাদের অরণ্যের মধ্যে চালিত করে এবং সেখানে তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাদের খ্রীষ্টের কাছে আসতে দাও, তাঁর শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করতে দাও, তাঁর আদেশের বাধ্য হতে দাও এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করতে দাও। তোমরা তাকে তাঁর কাছে অর্থাৎ জীবন্ত জলের ফোয়ারার কাছে আসতে দাও, যিনি সমস্ত সুখ, আনন্দ এবং শান্তি দানকারী; তাঁর কাছে তাকে আসতে দাও।"

(৩) নিশ্চয়তার প্রতিজ্ঞা: "কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে জল খেয়ে যাক। যে আমার উপর বিশ্বাস করে; পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার হৃদয় থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে থাকবে।"

৪. অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা এই অনুগ্রহের আহ্বানকে যুক্ত করেছে (পদ ৩৮) "যে আমাতে বিশ্বাস করে, তার হৃদয় থেকে জীবন্ত জলের নদী বইবে।"

(১) এখানে দেখুন খ্রীষ্টকে নিয়ে আমাদের যা করতে হবে তা হল: তাঁর উপর বিশ্বাস করা, যেমন পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে। সুসমাচারের মধ্যে তিনি আমাদের কাছে যে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন সেইভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের খেয়াল খুশিমত আমরা খ্রীষ্টকে কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র অনুযায়ী খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে হবে।

(২) দেখুন, কীভাবে পিপাসিত অন্তর পান করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসে। ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল, তারা পাথরের মধ্য হতে প্রবাহিত জল পান করেছিল, ঐ পাথর থেকে জলের ঝর্ণা বইয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসীদের অন্তরে খ্রীষ্ট রয়েছেন, সেই প্রধান পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জল তারা পান করে থাকে। তিনি তাদের অন্তরে উথলে উঠা জীবন্ত জলের ঝর্ণার মত (যোহন ৪:১৪)। তাদের জন্য এই বন্দোবস্ত কেবল বর্তমান সময়ের জন্য নয়, কিন্তু এটি চলমান এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন খ্রীষ্ট। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] জীবন্ত পানি, প্রবাহিত পানি, যা ইব্রাণী ভাষায় বলা হয় জীবন্ত। কারণ এটি সর্বদা চলমান। অনুগ্রহ এবং আশ্বাসকে জীবন্ত অর্থাৎ চলমান জলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আত্মিক জীবনের কার্যকরী জীবন নীতি এবং অনন্ত জীবনের প্রথম ফল এবং আরম্ভ (যিরমিয় ২:১৩)।

[২] জীবন্ত জলের নদী প্রাচুর্য্যতা ও স্থায়িত্ব উভয়েরই ইঙ্গিত করে। এটি এমন একটি নদী যে নদীর প্রবাহ চিরস্থায়ী এবং জলের প্রাচুর্য্যতায় পূর্ণ। এর প্রবাহ এবং স্রোত এমনই শক্তিশালী যে সমস্ত সন্দেহ এবং ভয়কে দূর করে দেয়। খ্রীষ্টের মধ্যে অনুগ্রহ পূর্ণ হয়ে আছে।

[৩] তার মধ্য থেকে প্রবাহিত হবে। তার মনে হল তার হৃদয় অথবা আত্মা থেকে, যা আত্মিক কর্তৃত্বের অধীন এবং তাঁর শাসনের আসন। দয়ার নিয়ম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হৃদয় থেকে বের হয়েছে যেখানে আত্মা বাস করে, জীবনের প্রবাহ বের হয়ে আসে (হিতোপদেশ ৪:২৩)। স্বর্গীয় প্রশান্তি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং আনন্দ মেহমানের মত কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে না। এটি সব সময়ের জন্য যুক্ত থাকে (১ যোহন ৫:১০)। তাঁর মধ্যে আলোর প্রাচুর্য্যতা রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, আত্মার মধ্যে অনুগ্রহের ঝর্ণা এবং আনন্দ রয়েছে তা সামনে প্রবাহিত হবে এবং উপরে পড়বে: *তার দিল*

*থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে থাকবে।*

*প্রথমত*, অনুগ্রহ এবং শান্তি উত্তমবাদের সৃষ্টি করবে এবং পবিত্র হৃদয় একটি পবিত্র জীবন দেখতে পাবে। ফল দ্বারা গাছ চেনা যায় এবং ঝর্ণা চেনা যায় তার স্রোত দ্বারা।

*দ্বিতীয়ত*, এরা অন্যের উপকারের জন্য অংশ নেয়। একজন উত্তম মানুষ সকলের জন্যই উত্তম কাজ করে থাকেন। ঈশ্বর-ভক্তের সুখ জীবনের ঝর্ণার মত (হিতোপদেশ ১০:১১)। আমাদের নিজেদের জলধার থেকে পান করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের যে অনুগ্রহের সুখ দেওয়া হয়েছে তাও আমরা যেন গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের সেই জল যেন বাইরে প্রবাহিত না হয় (হিতোপদেশ ৫:১৫,১৬)।

পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের বলে যে, ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে আমাদের মধ্যে আত্মা দেবার অ-ভপ্রায়ে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যে ঢেলে দেবার জন্য জলকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন (হিতোপদেশ ১:২৩; যিশাইয় ৪৪:৩; যোয়েল ২:২৮; সখরিয় ১২:১০); শুকনা জমিতে ঝর্ণা খুলে যাবে (যিশাইয় ৪১:২৮), মরুভূমিতে নদী বয়ে যাবে (যিশাইয় ৪৩:১৯), দয়াশীল দিল হবে জলের ঝর্ণার মতো (যিশাইয় ৫৮:১১১) এবং মণ্ডলী হবে জীবন্ত জলের ঝর্ণা। আর এখানে যিহিস্কেলের বর্ণিত মন্দিরের থেকে জল বের হয়ে বয়ে যাওয়ার বিষয়ে সঙ্কেত রয়েছে (যিহিস্কেল ৪৭:১)। তুলনা করুন প্রকাশিত বাক্য ২২:১ এবং সখরিয় ১৪:৮। ড. লাইটফুট এবং অন্যরা আমাদের বলেছেন যে, যিহূদীদের একটি প্রথা ছিল যা তারা ঐতিহ্যগতভাবে পালন করে আসছিল, তা তারা কুটিরবাস পর্বের শেষ দিনে আড়ম্বরের সাথে পালন করতো, যাকে তারা বলতো *Libatio aquæ* - *জল থেকে নির্গত*। তারা মনে করে যে, শিলোহ্ পুকুর থেকে তারা জলের সোনার পাত্র পেয়েছেন, যা মন্দিরের মধ্য দিয়ে তূরী ধ্বনি এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এবং ঈশ্বরের বেদি থেকে সমস্ত অনুগ্রহ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেক লেখক এই জলকে ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তা অর্পণ করেছেন (যিশাইয় ১২:৩; ৫৫:১)। অন্যরা এটিকে পবিত্র আত্মা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মনে করা হয় যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই প্রথাকে অনুমোদন করেছেন। বিশ্বাসীগণ অনুগ্রহ লাভ করবেন কিন্তু তা কোন পুকুর থেকে প্রাপ্ত জলের পাত্রের মাধ্যমে নয়, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে প্রবাহিত নদী থেকে। প্রভুর আজ্ঞায় আনন্দ করা এবং জল থেকে বের হওয়া, এটি প্রকাশ করে যে, এটির সামনে সুসমাচারের আনন্দের জন্য পরিত্রাণের ঝর্ণার তুলনা করা হয় নি।

৫. এখানে সুসমাচারের লেখক প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা দিয়েছেন (পদ ৩৯): এই কথা তিনি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেছেন। এর মাধ্যমে বিশ্বাসীরা বাহ্যিক কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন না (সম্ভবত যেভাবে লোকেরা তাকে ভুল বুঝেছিল), কিন্তু তারা পবিত্র আত্মার দান, অনুগ্রহ এবং শান্তি লাভ করেন। পবিত্র পুস্তক, পবিত্র শাস্ত্রের কেমন ব্যাখ্যাকারী তা দেখুন। লক্ষ্য করুন:

(১) এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে তারা সবাই পবিত্র আত্মা গ্রহণ করবে। কেউ কেউ আশ্চর্য কাজের দান গ্রহণ করবে (মার্ক ১৬:১৭,১৮)। সবাই তাঁর পবিত্র এবং শুদ্ধতার অনুগ্রহ লাভ করবে। নতুন নিয়মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

হলো পবিত্র আত্মার দান (প্রেরিত ২:৩৯)। কোন সন্দেহ নেই যে, এই নতুন নিয়মে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা অবশ্যই বিশ্বাসীরা লাভ করতে সক্ষম হবে।

(২) জীবন্ত জলের প্রবাহমান ঝর্ণার মত বিশ্বাসীদের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করছে এবং কাজ করছে। প্রাচুর্য্যতা থেকে যে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, জলের মত শীতল এবং পরিষ্কৃত করে জলের মত শান্ত এবং সিক্ত করে তাদের বিশ্বস্ত করে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ করে (যোহন ৩:৫)। পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে মুখ খুলে দিয়েছেন। ফলে প্রেরিতরা অনর্গল ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলতে পেরেছিল (প্রেরিত ২:৪)। আর এরপরে তারা সাহসের সাথে প্রচার করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার লিখেছিলেন স্বর্গীয় বাগ্মীতার প্রবাহের দ্বারা। আর এটি তখন এই কথায় পূর্ণতা পেয়েছিল তাদের দিল থেকে জীবন্ত নদীর জল বইতে থাকবে।

(৩) পবিত্র আত্মার প্রচুর পরিমাণে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, কারণ তখনও পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয় নি। কারণ খ্রীষ্ট তখনও মহিমান্বিত হননি। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] যীশু খ্রীষ্ট তখনও মহিমান্বিত হননি। তবে এটি নিশ্চিত ছিল যে, তিনি অবশ্যই মহিমান্বিত হবেন এবং সমস্ত সম্মানের যোগ্য হবেন কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করা হচ্ছে। জগতের সামনে তাঁর মহিমা কখনোই বিচ্যুত হয় নি, বরং তাঁর মহিমা আরও সমৃদ্ধ এবং বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর জন্য রয়েছে মধ্যস্থতা-সম্বন্ধীয় মুকুট। এই সব কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব থেকে লাভ করেছেন। খ্রীষ্ট এখন উর্ধ্বে উন্নিত হয়েছেন (যিশাইয় ৪২:১)। তিনি এখন পরিতৃপ্ত (যিশাইয় ৫৩:১১), তাঁর সমস্ত কাজ ন্যায্য হিসেবে প্রমাণিত (১ তীমথিয় ৩:১৬), কিন্তু তিনি এখনও মহিমান্বিত হননি। যদি খ্রীষ্ট তাঁর মহিমার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে আসুন আমরা আমাদের মহিমার জন্য খুব বেশি চিন্তা না করি। কারণ প্রভু যথা সময়ে আমাদের মহিমান্বিত করবেন।

[২] পবিত্র আত্মা তখনও প্রদান করা হয় নি। ঈশ্বরের আত্মা অনন্তকাল ধরে বিরাজমান ছিল, কারণ আদি থেকেই ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর দিয়ে চলাফেরা করছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের এবং বিশ্বাসীদের, সখরিয় এবং ইলিশাবেতেকে পবিত্র আত্মা দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। আমরা বুঝতে পারি যে, এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং প্রাচুর্য্যময় এবং এই পবিত্র আত্মা সর্বসাধারণের উপর ঢেলে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল (যোয়েল ২:২৮)। আর এই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হয়েছিল প্রেরিত ২:১ এবং চলমান)। যদি আমরা পঞ্চাশত্তমীর রাতে শিষ্যদের অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, যাঁরা ভয়ে লুকিয়ে ছিল, তাঁরা ছিলেন দুর্বল। তাতে আমরা তুলনা করে বুঝতে পারি যে, তখনও তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয় নি। কিন্তু তাঁরা কেবল পবিত্র আত্মার অগ্রিমাংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখনও পরিপূর্ণভাবে তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসে নি। তখন যথাযথভাবে পবিত্র আত্মা বিতরণের কাজ আরম্ভ হয় নি। পবিত্র আত্মা তখনও জীবন্ত জলের মত এভাবে সমস্ত জাতি এবং এমন কি পরজাতির মধ্যেও প্রবাহিত হয় নি, তখনও পরভাষায় কথা বলার জন্য পবিত্র আত্মার দান দেওয়া হয় নি, যা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

[৩] কেন পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয়নি এর কারণ হল, খ্রীষ্ট তখনও মহিমান্বিত হন নি।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের মৃত্যুকে কখনো কখনো তাঁর মহিমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (যোহন ১৩:৩১)। কারণ তাঁর ক্রুশে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শত্রু পরাজিত হয়েছে এবং তিনি বিজয়ী হয়েছেন। এখন পবিত্র আত্মার দান ক্রয় করা হয়েছে খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা। এটি মহামূল্যের বিবেচনার উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট যত দিন এই জগতে ছিলেন তত দিন পবিত্র আত্মার প্রয়োজন হয় নি কারণ তিনি যেখানেই গিয়েছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের সব প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

*তৃতীয়ত*, পবিত্র আত্মা প্রদান করা হল খ্রীষ্টের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপযুক্ততার প্রমাণ (যোহন ১৪:১৬) এবং তাঁর পবিত্র আত্মার প্রমাণ। এই কারণে তিনি অদ্যপি মহিমান্বিত রয়েছেন।

*চতুর্থত*, পরজাতিরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার ফলে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হয়েছিলেন। যখন কয়েকজন গ্রীক খ্রীষ্টের বিষয় অনুসন্ধান করেছিলেন তখন খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশিত হবার সময় হয়েছে (যোহন ১২:২৩)। তখনও সর্ব জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারের সময় হয় নি। এই কারণে তখনও পরভাষার দান এবং জীবন্ত জলের নদীর প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যদিও পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয় নি, কিন্তু পবিত্র আত্মা দেবার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এটি পিতার দেওয়া মহান প্রতিজ্ঞা (প্রেরিত ১:৪)। যদিও খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দান বিলম্বে এসেছিল তবুও তা ছিল দৃঢ় নিশ্চয়তাপূর্ণ। যখন আমরা উত্তম প্রতিজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করি তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যেন আমরা তাঁর উপর জীবন ধারণ করি। আর আমরা যা বলবো তা যেন মিথ্যা কথা না হয়।

খ. তাঁর আলোচনার প্রভাব, কি গুরুত্ব পেয়েছিল; অধিকাংশ লোকদের মধ্যে তাঁর কথায় ধর্ম বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা দিয়েছিল, তারা এই কারণে রাগান্বিত হয়েছিল এবং তাঁর সাথে বিবাদ করেছিল। আর এগুলো এমন ছিল যে, তা তাদেরকে বিরোধী করে তুলেছিল। আমরা কি মনে করি যে, খ্রীষ্ট এসেছিলেন শান্তি দেবার জন্য এবং সবাই খ্রীষ্টের সুসমাচার সাদরে গ্রহণ করবে? না, কারণ তাঁর প্রচারে মানুষের দু'টি ভাগ বিভক্ত হয়েছিল। একদল হয়তো তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করবে আবার অন্য দিকে অন্য দল তাঁর বিরোধিতা করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই বিষয়টি পরস্পরের মধ্যে তীব্র বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন এখানে হয়েছে। লক্ষ্য করুন, কি বিতর্ক ছিল:-

১. কেউ কেউ তাঁর পক্ষাবলম্বন করলো এবং উত্তম রূপে প্রভাবিত হল। অনেক লোকেরা এই কথা শুনল যে, তিনি দরিদ্র পাপদারদের অত্যন্ত ভালবাসা এবং দয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসার জন্য নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে সুখী জীবন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। তরে তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এত উচ্চ ধারণা করতে পারেন নি।

(১) তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল, "ইনি সত্যিই একজন ভাববাদী, যা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে মোশি হিসেবে পরিচিত ছিল। যিনি আসবেন তিনি তাঁর মত হবেন" অথবা "ইনি সেই ভাববাদী, যাকে যিহূদী জাতির লোকেরা গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন," অথবা "ইনি সত্যিই একজন ভাববাদী, যিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহে পূর্ণ এবং ঈশ্বরের প্রেরিত।"

(২) অন্যরা যারা সেখানে গিয়েছিল, তারা বলল, "ইনিই খ্রীষ্ট (পদ ৪১), খ্রীষ্ট কোন ভাববাদী নন, কিন্তু তিনিই স্বয়ং খ্রীষ্ট।" সেই সময় যিহূদীরা সাধারণ প্রত্যাশার চেয়ে আরও বেশি খ্রীষ্টের প্রত্যাশায় ছিল। তারা প্রত্যেক অবস্থায় এই কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল যে, "খ্রীষ্ট এখানে," অথবা "তিনি সেখানে"। আর এতে মনে হয় যে, এটি ছিল কারো কারো সন্দিহান এবং পরিবর্তনশীল মনের প্রভাব, যা খ্রীষ্টকে প্রথম অবস্থায় দেখে তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ আমরা খুঁজে পাই না যে, যারা এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ খ্রীষ্টের শিষ্য কিংবা তাঁর অনুসারী হয়েছিল কিনা। খ্রীষ্টের সম্পর্কে উত্তম চিন্তা খ্রীষ্টের সজীব বিশ্বাসের খুব কাছে নিয়ে আসে। অনেকে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে অনেক ভাল কথা বলেছিল কিন্তু সেই কথা অনুযায়ী তারা কাজ করে নি। তারা বলেছিল, "ইনি ভাববাদী এবং ইনিই খ্রীষ্ট", কিন্তু তারা তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর অনুসারী হয় নি। আর খ্রীষ্টের প্রতি এই রকম সাক্ষ্য কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২. অন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে বিপক্ষতার মনোভাব পোষণ করল। যে মুহূর্ত থেকে এই মহান সত্যটি মানুষ বলতে শুরু করলো যে, তিনিই খ্রীষ্ট ঠিক তখন থেকেই এর প্রতিবাদ এবং এর বিরুদ্ধে তর্ক শুরু হয়ে গেল। আর এই একটি বিষয় যে, তাঁর উৎপত্তি এবং উত্থান (এটি তাদের সমর্থনের জন্য গ্রহণ করেছিল) গালীল থেকে, যা তাঁর খ্রীষ্টত্বের ব্যাপারে সমস্ত বির্তকের উত্তর দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, "খ্রীষ্ট কি গালীল প্রদেশ থেকে আসবেন? পবিত্র শাস্ত্রে কি বলা হয় নি, দায়ূদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বেথলেহমে এবং তাঁরই বংশে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করবে?" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) পবিত্র শাস্ত্রে প্রশংসনীয় জ্ঞান। তারা প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে ছিল, যে, খ্রীষ্ট হবেন ইয়াসির গোড়া থেকে বের হওয়া এক নতুন চারা (যিশাইয় ১১:১), বেথলেহম থেকে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন তাদের শাসনকর্তা (মীখা ৫:২)। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি যিহূদী সাধারণ জনগণ সবাই জানত কারণ তারা এই সম্পর্কে ঐতিহ্যগতভাবে তাদের রব্বিদের কাছ থেকে শুনেছিল। যে সমস্ত লোকেরা পবিত্র শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্টের কথায় প্রতিবাদ করেছিল সম্ভবত তারা এইভাবে পবিত্র শাস্ত্রে অন্য অংশ সম্পর্কে জানত না। কিন্তু তাদের নেতাদের মাধ্যমে মুখে মুখে সব জেনেছিল ফলে ভ্রান্তভাবে তারা খ্রীষ্টের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অনেকে মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তা গ্রহণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। সম্ভবত তারা সব সময় পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকত, যখন প্রয়োজন হয় তারা যা জানে তার চেয়ে বেশি জানে বলে প্রমাণ করার জন্য তা প্রয়োগ করতো। কিন্তু অধিকাংশ সময় তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করতো এবং মন্দভাবে ব্যবহার করত।

(২) আমাদের প্রভু যীশুর নিন্দনীয় অবজ্ঞা। তারা সুনির্দিষ্টভাবে এবং আগের বিতর্কের মত বলল যে, তিনি এসেছেন গালীল থেকে। যেখানে তাঁর সম্পর্কে তদন্ত করলে অথবা তাঁর মা এবং শিষ্যরা অথবা দায়ূদের বংশ তালিকা বিবেচনা করার দ্বারা, অথবা বৈৎলেহমে সরকারী নথিপত্রের মাধ্যমে তারা অবশ্যই জেনে থাকবে যে, তিনি হলেন দায়ূদের বংশধর বা দায়ূদের সন্তান, জন্মগতভাবে তিনি বেথলেহেমের। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এটি অবজ্ঞা করেছিল। এভাবে প্রকৃত বিষয়কে সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়ে ঢেকে দিত, ব্যক্তির এবং বিষয় সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতো। তারা একজন মানুষের

জন্মস্থান, তার কার্যকলাপ জানা থাকলেও প্রয়োজনের সময় তারা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে তা অবজ্ঞা করত। এইভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে তাদের জানা থাকলেও তা না জানার মত আ-চরণ করে তাঁকে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করত।

৩. অন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে রাগান্বিত হয়েছিল এবং তারা তাঁকে ধরতে চাইল (পদ ৪৪): "কয়েকজন লোক যীশুকে ধরতে চাইল।" যদিও তিনি অত্যন্ত মধুর এবং দয়ার্দ্র কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন তবুও তারা এই কারণে তাঁর উপর অত্যন্দ রাগান্বিত হয়েছিল। এইভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উত্তম কথা বলার জন্য এবং উত্তম কাজ করার জন্য দুষ্ট লোকদের দ্বারা কষ্ট পেতেন। তারা খ্রীষ্টকে ধরতে চাইল। তারা আশা করছিল যে, কেউ বা অন্যরা তাঁকে ধরবে। তারা ভাবলো, যদি কেউ-ই এই কাজ করতে না পারে তাহলে তারা নিজেরাই তাঁকে ধরবে। তারা তাঁকে ধরতে চাইল কিন্তু কেউ তাঁর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করলো না। তারা অদৃশ্য ক্ষমতার দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়েছিল, কারণ তখনও তাঁর সময় হয়নি। খ্রীষ্টের শত্রুরা সব সময় অন্যায্যভাবে তাঁর ক্ষতি করতে চাইত।

## যোহন ৭:৪৫-৫২ পদ

প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা একত্রে হয়ে ষড়যন্ত্র করল, কি করে খ্রীষ্টকে দমন করা যায় তার মতলব আঁটল। যদিও এটি ছিল কুটিরবাস পর্বের প্রধান দিন, তারা দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নি, তারা এটি অতি সাধারণ লোকের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা মহাপুরোহিতের কাছে তাদের সমর্পণ করেছিল যেন তাঁর অধীনে সাধারণ জনগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে শাস্ত্রের নির্দেশ মত। আর প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা নিজেদের অনেক ধার্মিক বলে মনে করতা এবং এগুলো তাদের জন্য নয় বলে মনে করত। তারা তাদের পরামর্শ কক্ষে বসে ছিল। তারা প্রত্যাশা করছিল কেউ তাদের কাছে খ্রীষ্টকে বন্দী করে নিয়ে আসবে, কারণ তারা যীশুকে ধরবার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পাঠিয়েছিল (পদ ৩২)। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

ক. তাদের এবং তাদের কর্মচারীদের মধ্যে কি ঘটেছিল। তারা শূন্য হাতে ফিরে এল, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে না নিয়েই তারা ফিরে এল, *Re infecta – কিছুই করতে পারে নি*। লক্ষ্য করুন:

১. প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা তাদের কর্মচারীকে খ্রীষ্টকে ধরে আনার যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল তারা যখন তা করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তখন তারা ঐ কর্মচারীদের তিরস্কার করল: "তাকে আন নি কেন?" তিনি জনগণের সামনে উপস্থিত ছিলেন, এই সব কর্মচারীরা সাধারণ লোকদের মধ্যে গোপনে মিশে গিয়েছিল এবং তাঁকে ধরবার জন্য সুযোগ খুঁজছিল। এই দিনটি ছিল কুটিরবাস পর্বের শেষ দিন, এই দিনটি ছাড়া খ্রীষ্টকে ধরবার জন্য তাদের হাতে আর সুযোগ থাকবে না। "কেন তোমরা তোমাদের দায়িত্বে অবহেলা করেছ?" এই লোকেরা ছিল প্রধান পুরোহিতদের এবং ফরীশীদের অধীনস্থ লোক, এরা তাদের মালিকদের মনে মহা বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। এই কর্মচারীদের উপর তারা নির্ভর করেছিল যে, তারা নিশ্চই খ্রীষ্টকে বন্দী করে নিয়ে আসবে কারণ এই লোকেরা খ্রীষ্টের মহা ক্ষতি করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। আর যখন তারা খ্রীষ্টকে বন্দী করে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হল তখন ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, দুষ্ট লোকের মহা বিরক্ত হয় যখন তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিকর কিছু করতে না পারে (গীতসংহিতা

১১২:১০; নহিমিয় ৬:১৬)।

২. যে কারণে তারা খ্রীষ্টকে বন্দী করে আনতে পারে নি তার সমর্থনে তারা বলেছিল: "লোকটা যেভাবে কথা বলে সেইভাবে আর কেউ কখনও বলে নি (পদ ৪৬)।" এখন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) এটি ছিল মহান সত্য কথা যে, খ্রীষ্ট এমন জ্ঞানপূর্ণ এবং ক্ষমতাপূর্ণ এবং অনুগ্রহে পূর্ণ ছিলেন যে, তিনি যার সঙ্গে কথা বলেন তা তার অন্তরকে পরিষ্কৃত করতে সক্ষম এবং তাঁর কথা তার কাছে সুমিষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। আর এইভাবে বাস্তবিক কেউ কোন দিন কথা বলে নি। কোন ভাববাদীর বলে নি এবং মোশি নিজেও বলে নি।

(২) যে সমস্ত কর্মচারীদের খ্রীষ্টকে ধরে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ফিরে এসে খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। যদিও তারা এমন মানুষ ছিল না যে, বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে দ্রুত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের খ্রীষ্টের প্রতি কোন অনুরাগের সৃষ্টি হয় নি। তবুও তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছিল যে, খ্রীষ্ট যা বলেছেন তা এমনই কথা যা একমাত্র ঈশ্বরের প্রেরিত ছাড়া আর কেই বলতে পারে না। এইভাবে খ্রীষ্ট চেষ্টা করেছেন যেন ঈশ্বরের ক্ষমতায় মন্দ মানুষের বিবেকও রক্ষা পায়।

(৩) এই সমস্ত কর্মচারীরা তাদের যে মনিব এবং নেতাদের কাছে এই সব কথা বলেছিল সেই সব মনিব এবং নেতারা খ্রীষ্টের সম্মানজনক কোন কথা সহ্য করতে পারত না, তবুও তারা তাদের কর্মচারীদের বলা কথাগুলো শুনছিলেন। তারা এড়িয়ে যেতে পারলো না। এই সব প্রধান পুরোহিত এবং নেতারা যে নির্দেশ তাদের দিয়েছিল এতে প্রধান পুরোহিত এবং নেতাদের পাপের মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল। তাদের কর্মচারীরা খ্রীষ্টের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্বের মনোভাব দেখায় নি যার ফলে তারা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তবে তাদের দেয়া এই সাক্ষ্য ঐ সব প্রধান পুরোহিত এবং নেতাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এই সাক্ষ্য তাদের উপর খুব বড় একটি প্রভাব ফেলেছিল। এই চিন্তা তাদের গ্রাস করেছিল যে, "আমরা কি জানি আমরা কি করছি? যখন আমরা কাউকে ঘৃণা করছি এবং তাকে বন্দী করে নির্যাতন করার চেষ্টা করছি তখন অন্যরা কেন তার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা জ্ঞাপন করছে?"

৩. ফরীশীরা গোপনে তাদের কর্মচারীদের ব্যবহার করেছিল এবং ফরীশীরা তাদের কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং তাদের খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য প্ররোচিত করছিল। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে, তাদের কর্মচারীদের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে উত্তম প্রভাব পড়েছে। তারা দু'টি বিষয় ইঙ্গিত করলো:

(১) যদি তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করে তাহলে তারা নিজেদের দ্বারা প্রতারিত হবে (পদ ৪৭): "তোমরা কি ঠকে গেলে?" খ্রীষ্টান ধর্ম তার উৎপত্তির প্রথম থেকে জগতের কাছে এইভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে যেন তারা বিভ্রান্ত না হয়। তারা মনে না করে যে, তারা প্রতারিত হচ্ছে। প্রথম থেকেই তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরা খ্রীষ্টের মধ্যে বাহ্যিক জাঁকজমকতা এবং আড়ম্বতা খোঁজ করছিল কিন্তু যখন তারা দেখতে পেল যে, খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে দারিদ্রতা এবং দীনতা, তখন তারা ভাবলো যদি

কেউ খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপর বিশ্বাস করে তাহলে সে প্রতারিত হবে। কিন্তু পরিস্থিতি এই ঘোষণা দিল যে, যদি লোকেরা জাগতিক জাঁকজমক এবং আড়ম্বরপূর্ণ খ্রীষ্টের প্রকাশের উপর বিশ্বাস করে তাহলে লোকেরা কোন অবস্থাতেই প্রতারিত হবে না এবং লজ্জাজনক প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবে। লক্ষ্য করুন, ফরীশীরা তাদের কর্মচারীদের কি মন্তব্য করেছিলেন, "তোমরাও কি ঠকে গেলে? মানুষ সম্পর্কে তোমাদের কি রকম অনুভূতি, কি চিন্তা এবং কি রকম কল্পনা তোমাদের! তোমরা ভ্রান্ত হয়েছ। যারা মিথ্যা এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শিক্ষক তাদের কাজ দেখে তো সহজে বোঝা যায় যে তারা ভ্রান্ত। অথচ তোমরা তা বুঝতে পারলে না।" ফরীশী এবং প্রধান পুরোহিতরা নিজেদেরকে উত্তম মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে খ্রীষ্টকে মন্দ মানুষ হিসেবে তুলে ধরে তাদের কর্মচারীদের খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য প্ররাচিত করেছিল।

(২) তারা তাদের কর্মচারীদের নিন্দা করল। অধিকাংশ মানুষ, এমন কি তারা নিজেদের ধর্মের মধ্যেও যা উচ্চমানের দৃষ্টান্ত তা দিয়ে শাসন করা আকাঙ্খা করে থাকে। এই জন্য এই কর্মচারীরা যাদের পদমর্যাদার জন্য কাজ করতো তারা তাদের সম্মান দেবার এবং তাদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেবার মনোভাব দেখাল।

[১] যদি তারা খ্রীষ্টের শিষ্য হয়ে যায় তাহলে তারা সেই সমস্ত লোকের বিপরীতে চলে যাবে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি: "নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তার উপর বিশ্বাস করেছে? না; তোমরা জানো যে, তারা কেউ খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি। আর তাই তোমরা তাদের বিচারকের রায় মেনে ে যিরমিয় জন্য বাধ্য থাকবে এবং তোমরা সৃষ্টিকর্তার এবং সদাপ্রভুর ধর্ম এবং তার নিয়ম-কানুন পালন করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে। তুমি কি তোমার নেতাদের চেয়েও জ্ঞানবান?" কোন কোন নেতা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল (মথি ৯:১৮, যোহন ৪:৫৩)। আরও অনেকে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু সাহসের সঙ্গে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারে নি (যোহন ১২:৪২)। খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে স্বীকার করার সংখ্যা অনেক কম ছিল। তবুও অনেকে খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছিল, এদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের ব্যাপারে কদাচিৎ নেতারা এবং ফরীশীরা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছে। তবে নেতারা এবং ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছে তার জন্য সব সময় কোন লোকদের ব্যবহার করেছে। খ্রীষ্টের কাজের জন্য জাগতিক কোন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিংবা জগতের কোন শক্তির প্রয়োজন ছিল না কিংবা মহান কোন ব্যক্তির সমর্থনেরও প্রয়োজন ছিল না। আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ এবং ক্রুশের মৃত্যু ফরীশীরা এবং নেতার কাছে অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের ক্ষতিসাধন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে এই সব নেতা এবং ফরীশীদের কোন মিত্র নেই। সাধারণ মানুষ তাদের চেয়ে আরও আত্মিক ব্যক্তি এবং আত্মিক বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী ছিল। অথবা তারা চেয়েছিল যেন আরও বেশি উত্তম ধর্মীয় ব্যবস্থা যা পালন করার জন্য তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। যদি নেতারা এবং ফরীশীরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস না করে, তাহলে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে, তাদের সংখ্যা হবে খুব কম। এরা অতি সাধারণ জগতের অসভ্য লোক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে

পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করবে না। এটা ছিল তাদের ধারণা। তারা এইভাবে লোকদের দৃষ্টি আত্মিক বিষয়ের উপর থেকে সরিয়ে জাগতিক বিষয়ের উপর নিবদ্ধ করার চেষ্টা করত।

[২] এই সমস্ত নেতা এবং ফরীশীরদের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। ফরীশীরা চেয়েছিল যেন খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে। এই সব লোকেরা মূলত ব্যবস্থা জানত না, যারা ছিল অভিশপ্ত, বিশেষ করে এই সব অতি সাধারণ লোকেরা খ্রীষ্টের শিক্ষায় উত্তমরূপে প্রভাবিত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, তারা কি অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ঘৃণাভাবে তাদের সম্পর্কে কথা বলেছিল: "এই সাধারণ লোকেরা।" এই সাধারণ লোকেরা যাদের কাছ থেকে পুরোহিতরা দূরে ছিল, তারা নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পৃথক রাখত। কিন্তু এই সব সাধারণ লোকদের তারা ঘৃণিত, নিন্দিত, পশুর সমরূপ এবং বদমায়েশ বলে মনে করতো এবং তাদের সাথে কুকুরের মত এবং পশু পালনের মত আচরণ করত। কিন্তু ঈশ্বর এই সব লোকদেরকে তাঁর মেষশাবকের সঙ্গে বসবাসের যোগ্য করেছিলেন। যদি তারা মনে করে যে, যিহূদী জাতির লোকেরা অব্রাহামের বংশধর এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম রয়েছে তাহলে এইভাবে অ বিশ্বাসসূচক কথা বলা যাবে না। মণ্ডলীর সাধারণ স্বার্থসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় যখন কেউ এর কোন একটি অংশকে হীন এবং জঘন্যভাবে ব্যবহার করতে চায়। যদি তারা মনে করেন যে, তারা খ্রীষ্টের অনুসারী, তারা যদি অল্প সংখ্যক সাধারণ মানুষও হন, যদি তাদের ধন-সম্পদ নাও থাকে, তবুও তারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা তারা বিচক্ষণতা এবং সাধুতা প্রকাশ করতে পারবেন এবং স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা লাভ করতে পারবেন। আর খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তাদের প্রকৃত বিশ্বাসী তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যেভাবে প্রায়ই নিকৃষ্ট বিষয় এবং ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত কোন বিষয় বেছে নেন, সেইভাবে যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতার জন্য ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত ঈশ্বর তাদেরকে বেছে নেন।

*দ্বিতীয়ত*, ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এই প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা সাধারণ লোকদের নিন্দা করেছিল: "কিন্তু এই যে সাধারণ লোকেরা, এরাতো মোশির ব্যবস্থা জানে না। এদের উপর বদদোয়া রয়েছে।" তারা এই কথা বলতে চাইছে, যদি তারা তাদের শিক্ষা না দেন তাহলে তারা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে না। সাধারণ সব নিয়ম-কানুন সাধারণ লোকেরা তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিন্তু ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও তারা তাদের ঐতিহ্য এবং পূর্বপুরুষদের দেয়া অলিখিত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত আছে। যা প্রধান পুরোহিত এবং ফরীশীরা তাদের শিক্ষা দিয়ে আসছিল। অনেকে এভাবে ব্যবস্থা জানার ব্যাপারে অবহেলা করতো এবং ভাববাদীদের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করতো না। খ্রীষ্টের শিষ্যরা ছিল সরল, সৎ এবং অশিক্ষিত। এরা ধ্যান, অভিজ্ঞতা, প্রার্থনা এবং বিশেষ করে বাধ্যতার দ্বারা আরও সহজ এবং যথার্থভাবে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল, যা অনেক বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী এবং শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এভাবে দায়ূদ সমস্ত বৃদ্ধ লোকদের এবং তার সমস্ত শিক্ষকদের চেয়ে জ্ঞানবান হয়েছিলেন (গীতসংহিতা ১১৯:৯৯,১০০)। সাধারণ মানুষেরা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও তাদের নেতা এবং ফরীশীদের অবশ্যই ব্যবস্থা সম্পর্কে

সেই জ্ঞান ছিল, এই জ্ঞান তাদের তিরস্কার করবার জন্য নয়, কিন্তু তাদের জীবন সুন্দরভাবে, যথাযথভাবে চালিত করবার জন্য তাদের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তা না করে তারা জ্ঞানের চাবি নিয়ে গেছেন (লূক ১১:৫২)।

*তৃতীয়ত*, সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে তারা কি ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে কথা উচ্চারণ করল: "এদের উপর বদদোয়া রয়েছে। এরা ঈশ্বরের ঘৃণিত এবং সমস্ত জ্ঞানী লোকদেরও ঘৃণিত। এরা বদদোয়ার যোগ্য।" তবে তারা লোকদের সম্পর্কে যে বদদোয়ার কথা বলেছে, তাদের উপর সেই বদদোয়া কার্যকর হয় নি, এটাই ছিল একটি ভাল বিষয়। কারণ বিনা কারণে কখনোই কোন বদদোয়া নেমে আসে না। এটি ঈশ্বরের অধিকারকে জোরপূর্বক দখল করার মত। কারণ কোন মানুষকে কারও বদদোয়া দেবার অধিকার নেই। বিশেষ করে যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে তার দেহের ক্ষতির জন্য বদদোয়া দেয় তবে সে অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে। আমরা প্রমাণ করতে অসমর্থ, তাই কাউকে দোষী সাবস্ত্য করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের নিয়ম হল মানুষকে আশীর্বাদ করা, বদদোয়া দেওয়া নয়। অনেকে মনে করেন অন্যরা যেমন প্রতারণা এবং নির্বোধের কাজের জন্য দায়ী থাকে তারা তেমন নয়। কিন্তু তারা ঘৃণামিশ্রিত কথা ব্যবহার করে। "তাদের উপর বদদোয়া রয়েছে," এই মন্তব্য ছিল তাদের ঘৃণামিশ্রিত অভিব্যক্তি এবং এই নেতারা এবং ফরীশীরা যারা তাদের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করতো সেই সমস্ত কর্মচারীদের সব সময় আতঙ্কের মধ্যে রাখত। এই রকম নরকীয় ভাষা আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং সাংসারিক জীবনের মধ্যে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা আনতে পারে। এখন এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই সব কর্মচারীদের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল তা তাদের নেতাদের কারণে দমিত এবং প্রশমিত হয়েছিল, ফলে তারা আর কখনও খ্রীষ্ট সম্পর্কে আর কোন বিষয় অনুসন্ধান করে নি। সত্য বিষয় সম্পর্কে এবং তাদের আত্মার আগ্রহের চেয়ে তাদের নেতা এবং ফরীশীদের একটি মাত্র কথা তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করেছিল।

খ. নীকদীম, যিনি তাদের ফরীশী সম্প্রদায় ভুক্ত একজন সদস্য ছিলেন, তাঁর এবং এই নেতা এবং ফরীশীদের মধ্যে কি ঘটেছিল। (পদ ৫০)। লক্ষ্য করুন:

১. নীকদীম যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের কার্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করেছিলেন। এমনকি তাদের মহা সভার মন্দ এবং দুষ্ট সদস্যদের অবশ্যই ঈশ্বর ছেড়ে দেবেন না। কারণ মহাসভা কারও প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার জন্য নয় কিন্তু ন্যায্য বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। নীকদীম এর প্রতিবাদ করেছিলেন। মহাসভা কখনই প্রমাণ ছাড়া কাউকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করতে পারত না। তাই এভাবে তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন ভূমিকাও তারা রাখতে পারে নি। লক্ষ্য করুন:

(১) কে তাদের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তিনি হলেন নীকদীম। তিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে এসেছিলেন। ইনি ছিলেন তাদেরই মত একজন ফরীশী (পদ ৫০): "নীকদীম – তাদের মধ্যে এক জন, যিনি পূর্বে তাঁর কাছে এসেছিলেন।" আসুন আমরা তাঁর সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করি:

[১] যদিও তিনি খ্রীষ্টের কাছে গিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি মহা সভার সদস্য পদ ধরে রেখেছিলেন এবং মহাসভার মাধ্যমে

তিনি তার মতামত প্রদান করতেন। অনেকে এই অভিযোগ করেন যে, নীকদীম ছিলেন দুর্বল চিত্তের মানুষ এবং ভীরু এই জন্য তিনি আবার ফরীশী সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। তারা মনে করেন যে, এটি ছিল তাঁর দোষ যে, তিনি তাঁর পদ পরিত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁকে কখনই এই কথা বলেন নি যে, আমার উপর বিশ্বাস করো। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের মত সব কিছু ছেড়ে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতেন। সম্ভবত তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থানে ফিরে গেলেও খ্রীষ্টের শিক্ষা ভুলে যান নি। তাই যখনই সুযোগ এসেছে তখনই তিনি সেই সুযোগকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের পক্ষে এবং খ্রীষ্টের সাথে থেকে কথা বলেছিলেন। যিহূদী জাতির প্রচণ্ড রাগ এবং প্রতিহিংসার মনোভাবকে উপেক্ষা করে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, যেখানে এই অবস্থায় আমরা হয়তো দূরে সরে যেতাম। তিনি হুশয়ের মত হতে পারতেন, যিনি অবশালোমের পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের পরামর্শকে ঘুরিয়ে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যা নির্বোধের পরামর্শে পরিণত হয়েছিল। নীকদীম সেই হুশয়ের মত হয়ে পড়তেন। যদি আমরা খ্রীষ্টের কোন আদেশ অগ্রাহ্য নাও করি তবুও আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এমন একটি সময় আসবে যখন আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে উত্তম কোন কাজ করার সুযোগ পাব। আর আমাদের অবশ্যই ঐ সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে হবে। ঈশ্বর কখনো কখনো সমস্ত ক্ষুদ্রগণের মধ্যে তাঁর অনুগ্রহের অংশ বিভাগ করেছেন এবং যেখানে মন্দ জায়গা এবং মন্দ লোকের বসবাস সেখানে তিনি তাঁর উত্তম কাজ খুব আশ্চর্যজনকভাবে সাধন করে থাকেন। দানিয়েল ছিলেন নবুখদ্‌নিৎসরের রাজদরবারে এবং নহিমিয় ছিলেন জারেক্সেসের দরবারে।

[২] যদিও তিনি ভয়ের কারণে রাতের বেলায় খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন, তবুও তিনি খ্রীষ্টের দেয়া সমস্ত শিক্ষা মনে রেখেছিলেন। তবুও যখন সুযোগ এলো তিনি সাহসপূর্বক খ্রীষ্টের পক্ষাবলম্বন করলেন। কেবল তাই নয় তিনি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মন্দ পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল তার তীব্র প্রতিবাদ করা করেছিলেন। অনেক বিশ্বাসী আছেন যারা প্রথম কোন কাজ করার জন্য শঙ্কিত থাকতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাদের সেই ভয় দূর হয়ে গিয়ে সাহসী হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় অনুগ্রহ তাদের বৃদ্ধি দান করে এবং উৎসাহিত করে যেন খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে পারে। নীকদীমের উদাহরণের মাধ্যমে কেউ তাঁর বিশ্বাসের যথার্থতা এবং ভণ্ডামি পরীক্ষা করতে পারে। নতুবা তাঁর মত সাহসী হতে হবে। কারণ যখন সুযোগ আসে, তখন যেন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে খ্রীষ্টের জন্য কিছু করতে পারেন, একা হলেও তা করতে হবে। কারণ নীকদীমও এমন করেছিলেন। খ্রীষ্টের মৃত্যুতে সব শিষ্যরা পালিয়ে গেলেন কিন্তু নীকদীম এগিয়ে এলেন সাহসের সাথে খ্রীষ্টের দেহে সুগন্ধি দ্রব্য লাগানোর জন্য (যোহন ১৯:৩৯)।

(২) নীকদীম তাদের কি আপত্তি প্রদর্শন করলেন (পদ ৫১): "কারও মুখের কথা শুনে এবং সে কি করেছে তা না জেনে কাউকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের শরীয়তে আছে? কোন ক্রমেই এটি করা কোন সভ্য জাতির আইনের অংশ হতে পারে না।" লক্ষ্য করুন:

[১] নীকদীম অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তাদের নিজেদের নিয়ম-কানুনের প্রধান রীতি থেকে যুক্তি তুলে ধরলেন এবং তাঁর নিজের বক্তব্যে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরলেন। কোন কিছু না শুনে এবং কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে কোন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না

এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। নীকদীম খ্রীষ্টের শিক্ষাকে সম্মান জানিয়েছিলেন অথবা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের প্রমাণের জন্য তার প্রশংসা করেছিলেন, অথবা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল তার পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন (পদ ৩)। এটি ছিল শূকরের সামনে মুক্ত রাখার মত, যা শূকরেরা তাদের পদতলে দলিত করে এবং ফিরে এসে তাকে বিদীর্ণ করে। এই জন্য তিনি তাদের পরিত্যাগ করলেন।

[২] যেহেতু এই প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরীশীরা সাধারণ জনগণকে অবজ্ঞা এবং তিরস্কার করেছিল, বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের তাদের ব্যবস্থা সম্পর্কে অবজ্ঞার জন্য তাই নীকদীম খুব অল্প কথায় তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তিনি তাদের দেখালেন যে, তারা শাস্ত্রে নিয়ম-কানুনের প্রথম নীতিমালা উপেক্ষা করেছে, যার ফলে তারা জনগণকে ব্যবস্থা শিক্ষা দেবার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

[৩] এখানে ব্যবস্থা বলছে বিচার করতে, শুনতে এবং জানতে। কোন বিচারক, যিনি শাসন করেন এবং বিচার করেন, তাকে এই ব্যবস্থা অনুসারেই তাদের কথা শুনতে হবে এবং জানতে হবে। কারণ তারা হলেন নিয়ম-কানুনের মুখপাত্র। তাঁরা যা কিছুই বন্দন করেন এবং মুক্ত করেন তা ব্যবস্থা অনুযায়ী করতে হবে এবং বলা হয়েছে যেন তারা ব্যবস্থা অনুযায়ী যথার্থভাবে বন্ধন কিংবা মুক্ত করেন।

[৪] কাউকে নিয়ম-কানুনের অধীনে এনে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ব প্রথমে তার অভিযোগ সম্পর্কে সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করে যতাযথভাবে তা যাচাই করা না হবে। এভাবে বিচারের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন কোন বিচারক ফরিয়াদির অভিযোগ গ্রহণ করেন তখন অবশ্যই তিনি ফরিয়াদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য মনের মধ্যে জায়গা সংরক্ষণ করে রাখবেন। কারণ তাদের দু'টি কান রয়েছে এবং এটি তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের শুনবার জন্য দু'টি দিক রয়েছে। এটি রোমীয়দের নীতি এবং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ২৫: ১৮)। আমাদের নিয়ম-কানুনের পদ্ধতি এবং রীতি হল *Oyer এবং Terminer* – অর্থাৎ প্রথমে শোনা এবং তারপরে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

[৫] বিচার করা হবে কোন ব্যক্তির, কিন্তু তিনি তাদের কি কথা বলেছেন সেই কথার বিচার করা যাবে না। কিন্তু বিচার করা হবে তারা কি করেছে তার ভিত্তিতে। মানুষে অভিমত কি এ সম্পর্কে আমাদের ব্যবস্থা তাদের জিজ্ঞোসা করে না। অথবা তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে কথা বলে না। কিন্তু তারা কি করেছে? তারা বিশেষ উদ্দেশ্যে কি কেউ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে? *তখনই কাউকে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া যাবে, Secundum allegata et probata – যখন অভিযোগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে*, অর্থাৎ যা সুনিশ্চিত এবং প্রমাণিত হবে তার ভিত্তিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হবে। বিচারে মানুষের চেহারা নয় কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছিল তা অবশ্যই প্রতিপাদ্য বিষয় হবে। বিচারের তরবারির সামনে বিচারে দাড়িপাল্লা ব্যবহার করতে হবে। আমরা এখানে এই কথা মনে করতে পারি যে, নীকদীম ঐ স্থানে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছিলেন নিজেকে মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য এবং লোকেরা যেন তার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকে এবং পক্ষপাত শূন্যভাবে সবকিছু শ্রবণ করে। যদিও কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করে নি এবং তাঁর কথার অনুমোদনও করে নি।

২. এই আপত্তিতে কি বলা হয়েছিল। এখানে কোন সরাসরি উত্তর দেওয়া হয় নি, কিন্তু যখন তারা নীকদীমের যুক্তিতে প্রতিহত করার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারলো না তখন তারা তার উপর অন্যায়ভাবে দোষ চাপাল এবং যে কারণে এই বিতর্ক সেই বিতর্কের সূত্র ধরে তারা তাঁকে তিরস্কার করলো এবং তাঁর নিন্দা করল। লক্ষ্য করুন, এটি অত্যন্ত মন্দ অভিপ্রায়ের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়, যখন কোন মানুষ কারণ উপস্থাপন করে না এবং অবিশ্বাস এবং নিন্দা করার জন্য এক পাক্ষিকভাবে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে। অনেকে আছেন যারা কোন ঘটনার প্রতিবাদ করেন কিন্তু অন্যরা হয়তো ঐ ঘটনার সূত্র ধরে তাকেই তিরস্কার করেন। দেখুন কীভাবে তারা নীকদীমকে বিদ্রুপ করেছিল: "তুমিও কি গালীলের লোক? পবিত্র শাস্ত্রে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন ভাববাদীর জন্মগ্রহণ করার কথা নেই" (পদ ৫২)। অনেকে মনে করেন যে, তিনি যাদের মধ্যে থাকতেন তাদের মধ্যে কারা খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তা তিনি জানতেন। আর এই জন্য খ্রীষ্টের পক্ষে খুব বেশি কথা বলেন নি। তিনি বলেছিলেন, "এই যীশুর সমর্থনে আমি এই কথা বলছি, আমি তাঁর সম্পর্কে নিজে এই কথা শুনেছি এবং আমি জানি যে, তিনি এমন একজন শিক্ষক যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং আপনারা তাঁর বিরোধিতা করে বস্তুত ঈশ্বরের সঙ্গেই যুদ্ধ করছেন।" তিনি যা বলতে বাধ্য ছিলেন সেই অনুযায়ী বলতে না পারলেও তিনি তাঁর কথার অপব্যবহার করে নি। দুর্বলভাবে হলেও তিনি খ্রীষ্টের প্রতি কোমল মনোভাব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে বিষয়ে তারা নীকদীমের সাথে কথা বলেছিল তা আমরা লক্ষ্য করি:

(১) তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল তা কত ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন ছিল, কারণ:-

[১] তারা মনে করেছিল যে, খ্রীষ্টের জন্ম গালীলে। এটি ছিল ভ্রান্ত ধারণা, যদি তারা নিরপেক্ষভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য তাগিদ অনুভব করতো তাহলে অবশ্যই তারা বুঝতে পারত যে, তারা যে ধারণা পোষণ করেছে তা ভ্রান্ত এবং অমূলক।

[২] তারা মনে করেছিল যে, যেহেতু অধিকাংশ শিষ্যরা গালীলের তাই তারাও ঐ একই রকম, বাস্তবিক যিহূদিয়াতেই খ্রীষ্টের অধিক শিষ্য ছিল।

[৩] তারা মনে করেছিল যে, গালীল থেকে কোন ভাববাদীর উত্থান হবে না। এই জন্য নীকদীমকে তারা অনুসন্ধান করতে বলেছিল, এটিও ছিল মিথ্যা এবং অমূলক। যোনা ভাববাদী গাৎ-হেফরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাহুম ইলকোশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই উভয় স্থানই গালীলে। তাদের এই অস্বীকার করাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এই বিষয়টি।

(২) তাদের যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি এতই অবাস্তব ছিল যে, তা ঐ নেতাদের এবং ফরীশীদের জন্য লজ্জাকর ছিল।

[১] যদি কোন মানুষ তার নিজ দেশ বা জন্মস্থানকে অবমূল্যায়ন করে এবং অন্ধকারময় স্থান বলে অভিহিত করে তাহলে সে কি তার মূল্য এবং ভালবাসা ক্ষতিগ্রস্থ করে না? গালীলীয়রা ছিল অব্রাহামের বংশধর এবং অসভ্য এবং স্কুথীয়রা ছিল ইব্রামের বংশধর। তারা কি সবাই একই পিতার সন্তান নয়?

[২] যদি মনে করা হয় যে, গালীল থেকে কোন ভাববাদী আসবে না এবং কোন ভাববাদী

জন্মগ্রহণ করে নি তার অর্থ এই নয় যে, কখনও গালীলে কোন ভাববাদীর জন্মগ্রহণ হবে না। যদি এলিয় ভাববাদী গিলিয়দের প্রথম ভাববাদী হয়ে থাকেন (মনে করা হয় যে, তিনি গিলিয়দের প্রথম ভাববাদী ছিলেন) এবং যদি গিলিয়দকে সাক্ষ্য পদত নামে অভিহিত করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এই প্রশ্ন উঠে আসে যে, আদৌ কি তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন না কি ভাববাদী ছিলেন না?

৩. অত্যন্ত দ্রুত তাদের আদালত এর ফলে মুলতবী হয়ে যায়। তাদের সমাবেশ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। আর প্রত্যেক মানুষ নিষ্ফল চিন্তা নিয়ে তাদের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। ঈশ্বর সদাপ্রভু এবং তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে তারা একত্রে মিলে যে সমস্ত পরামর্শ করেছিল এবং মতলব এঁটেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। তাদের সমস্ত কল্পনা ছিল নিষ্ফল। এই কারণে স্বর্গে উপস্থিত সকলে হাস্য করেছিল। কেবল স্বর্গেই নয় কিন্তু আমরা যারা এই পৃথিবীতে উপস্থিত আছি আমরাও হাসছি। কারণ মাত্র একটি সরল কথায় তাদের সমস্ত পরিকল্পনা তাদের সমস্ত আয়োজন এবং প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়েছিল। তারা নীকদীমের কথা শুনতে ইচ্ছুক ছিল না, কারণ তারা নীকদীমের কথার উত্তর দিতে অসমর্থ ছিল। খুব শীঘ্র তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের সাথে এমন এক ব্যক্তি আছে যাকে সঙ্গে নিয়ে কোন পরিকল্পনা করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তারা দ্রুত তাদের আলোচনা বন্ধ করলো এবং তারা চিন্তা করলো যখন নীকদীম তাদের সঙ্গে থাকবে না, তখন তারা সমবেত হয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করবে। এইভাবে ঈশ্বরের পরামর্শের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের সব পরিকল্পনা জানা যায়।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব। ক. একজন জেনাকারী স্ত্রীলোককে খ্রীষ্টের কাছে বিচারের জন্য এনে যিহূদীরা যে চাতুর্য্যপূর্ণ ফাঁদ পেতেছিল, তিনি তা ব্যর্থ করেছেন (পদ ১-১১)। খ. যিহূদীদের সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অথবা তার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ সম্পর্কে কথা-বার্তা, ও তার বিরুদ্ধাচারণ করার সুযোগ খোঁজা এবং তিনি যে বিষয়ে কথা বলেন তার প্রতিবাদ এবং বিরোধিতা করা। (১) পৃথিবীর জ্যোতি হিসেবে তাঁর দাবী সম্পর্কে (পদ ১২-২০)। (২) বিশ্বাসীদের যিহূদীদের ধ্বংস সম্পর্কে (২০-৩০)। (৩) মুক্ত ও দাস সম্পর্কে (পদ ৩১-৩৭)। (৪) তাঁর পিতা এবং তাদের পিতা সম্পর্কে (পদ ৩৮-৪৭)। (৫) ঈশ্বরের নিন্দা করা অভিযোগে খ্রীষ্টকে তিরস্কার করার জন্য খ্রীষ্টের উত্তর (পদ ৫১-৫৯) এবং পাপীদের তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধিতাকে তিনি সহ্য করেন।

## যোহন ৮:১-১১ পদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তিনি নেতাদের এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা জঘন্যভাবে তিরষ্কৃত এবং নিন্দিত হয়েছিলেন। তবুও তাঁকে আমরা যিরূশালেমে এবং মন্দিরে অবস্থান করতে দেখি। কীভাবে তিনি তাদের পুনরায় একত্রিত করেছেন! লক্ষ্য করুন:

ক. বিকাল বেলা তিনি শহরের বাইরে চলে গেলেন (পদ ১): তিনি জৈতুন পাহাড়ে চলে গেলেন। হয় তিনি সেখানে কোন বন্ধুর বাড়িতে অথবা কোন অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, কারণ পর্বের জন্য অনেক কুঁড়ে ঘর নির্মিত হয়েছিল; অবশ্য এসব বিষয় নিশ্চিত নয়। হয়তো তিনি সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন বা অনেকে মনে করেন তিনি সেখানে সারা রাত প্রার্থনা করছিলেন। এখানে তা বলা হয় নি। কিন্তু তিনি যিরূশালেমের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর এমন কোন বন্ধু ছিল না যে, তাঁকে দয়া করে অথবা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তার ঘরে গিয়ে রাত্রি যাপন করার সুযোগ দান করে। যখন তাঁর অ বিশ্বাসকারীরা বিশ্রামের জন্য নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল (পদ ১), তখন তিনি এমন কোন স্থান পেলেন না যেখানে বিশ্রামের জন্য তাঁর মাথা রাখতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি এক মাইল অথবা দুই মাইল দূরে গিয়েছিলেন। (অনেকে মনে করেন) তিনি চান নি যে, এই রাতে সাধারণ জনগণের গোলযোগের ফলে তাঁর জীবন বিপদগ্রস্থ হোক। যখন এমন অবস্থা হয় যে, আমাদের অন্যত্র চলে গেলে আমাদের দায়িত্ব পালন করা সহজ হবে তখন আমাদের অন্য স্থানে যাওয়াটাই প্রজ্ঞার পরিচয় হবে। কিন্তু দিনের বেলায় মন্দিরে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রকাশ করবেন যেন সেখানে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সেখানে অবশ্যই ঈশ্বর তাঁকে বিশেষভাবে সুরক্ষা করবেন (যিশাইয় ৪৯:২)। কিন্তু রাতের বেলা তিনি মন্দিরে যখন কোন কাজ করতেন না তখন তিনি গ্রামে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতেন।

খ. সকালে তিনি মন্দিরে ফিরে আসলেন এবং সেখানে তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন (পদ ১)। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট কেমন পরিশ্রমী শিক্ষাদানকারী ছিলেন: পরদিন খুব ভোরে যীশু আবার মন্দিরে আসলেন এবং শিক্ষা দিতে লাগলেন। যদিও তিনি আগের দিন শিক্ষা দিয়েছিলেন তবুও আজকেও শিক্ষা দান করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত শিক্ষাদানকারী, যে কোন সময়ে তিনি লোকদের শিক্ষা দিতেন। এখানে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে তিনটি লক্ষ্যণীয় বিষয় রয়েছে।

(১) সময়: খুব সকালে। যদিও তিনি শহরের বাইরে রাত্রি যাপন করছিলেন এবং সম্ভবত রাতের অধিকাংশ সময় তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন, তথাপি তিনি খুব সকালে মন্দিরে এসেছিলেন। যখন আমরা ঈশ্বর এবং আত্মার জন্য দিনের কাজ করতে চাই তখন উপযুক্ত এবং যথা সময় তা আরম্ভ করা এবং সামনের দিনে তা করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা খুব প্রজ্ঞার কাজ হবে।

(২) স্থান: মন্দিরের মধ্যে। অন্য কোন স্থানে নয়, এটি ছিল পবিত্র স্থান এবং এই স্থানটি ছিল লোকদের সমবেত হওয়ার স্থান। ধর্মীয় উপাসনার জন্য এই পবিত্র স্থানে তিনি মন্দিরে আগত লোকদের উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতেন। এই স্থান জনশূন্য হওয়ার পূর্বে তিনি চাইলেন যেন তিনি তাঁর শিক্ষা লোকদের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

(৩) তাঁর আচরণ: তিনি বসে ছিলেন এবং শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি এমনভাবে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি একজন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁর উপর শিক্ষা দেবার ভার অর্পিত হয়েছে এবং এমন একজন ব্যক্তি যিনি মাঝে মাঝে এইভাবে শিক্ষা দেবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছেন।

২. তিনি তাঁর শিক্ষায় কেমন গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন: সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল। হয়তবা এদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গ্রামের লোক ছিল, যারা পদ শেষ করে এই দিনে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। তারা হয়তো চাইছিল, যেন পর্বের শেষে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে তারা একবার খ্রীষ্টের মুখ থেকে কিছু শিক্ষা শুনতে পারেন। তারা খ্রীষ্টের কাছে আসল, যদিও তিনি খুব ভোরে সেখানে এসেছিলেন। এই লোকেরা খুব সকালেই খ্রীষ্টকে খুঁজে পান। যদিও নেতারা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন খ্রীষ্টের কথা শোনার উদ্দেশ্যে জনগণ এভাবে সমবেত হয়েছিল বলে। তা সত্ত্বেও লোকেরা এসেছিলেন এবং খ্রীষ্ট তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। নেতারা রাগান্বিত হলেও লোকেরা তা গ্রাহ্য না করে খ্রীষ্টের কাছে এসে তাঁর মুখ থেকে শিক্ষা শুনছিল। আর এই জন্য নেতারা খ্রীষ্টের উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়েছিলেন। যদিও এই লোকদের সংখ্যা খুব কমও হয় কিংবা উল্লেখ করার মত নাও হয় তবুও তিনি তাদের সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন।

গ. খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করার জন্য যে লোকেরা জেনাকারী স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে এনেছিল তাদের সাথে খ্রীষ্টের আচরণ। ধর্ম-শিক্ষকগণ এবং ফরীশীরা খ্রীষ্টের শিক্ষা ধৈর্য্যপূর্বক শোনার কোন চেষ্টা তো করেই নি বরং যারা তাঁর শিক্ষা মন দিয়ে শুনছিলেন তাদেরও ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশী কর্তৃক খ্রীষ্টের কাছে এই জেনাকারী স্ত্রীলোকটিকে বিচার করার জন্য আনা হয়েছিল, এই লোকেরা এই ঘটনা থেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে বিবাদ করার এবং দোষ ধরার সূত্র খুঁজছিল তারা এই জেনাকারী স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে একটি ফাঁদ পেতেছিল (পদ ৩-৬)।

(১) তারা বন্দীনীকে মাঝখানে দাঁড় করাল (পদ ৩): ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা জেনায় ধরা পড়া একজন স্ত্রীলোককে যীশুর কাছে আনল। সম্ভবত সম্প্রতি তাকে ধরা হয়েছিল। কুটিরবাস পর্বের সময় সম্ভবত যখন তারা অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে একসঙ্গে বাস করছিল এবং পর্বের আনন্দ ভোগ করছিল তখন তাদের মনের মন্দ চিন্তার ফলে এই রকম পাশবিক কাজ করেছিল যা ঘৃণার্হ পাপ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এই রকম পাপের জন্য বিশেষত জেনার কাজের জন্য যিহূদীদের ব্যবস্থা অনুসারে তাকে বা তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। রোমীয় শাসক কেবল এই ব্যাপারে কাউকে প্রাণদণ্ড করার অনুমতি যিহূদী নেতাদের দিয়েছিলেন। এই জন্য এই স্ত্রীলোকটিকে ধর্ম-শিক্ষক এবং পুরোহিতদের আদালতে আনা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, স্ত্রীলোকটিকে তার জেনার জন্য ধরা হয়েছিল এবং বিচারের জন্য আনীত হয়েছিল। যদিও জেনার কাজ খুব অন্ধকারের কাজ যা অপরাধীরা গোপন করার ব্যাপারে খুব তৎপর ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে আশ্চর্যভাবে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়ে যায়। তারা নিজেদের পাপ গোপন করার প্রতিজ্ঞা করে মূলত নিজেদের সাথেই প্রতারণা করেছিল। ধর্ম -শিক্ষক এবং ফরীশীরা স্ত্রীলোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে এনেছিল এবং তাকে জনা সমাবেশের মাঝখানে দাঁড় করিয়েছিল, যেন তারা স্ত্রীলোকটির বিচারের ভার সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের উপর ন্যস্ত করতে পারে। খ্রীষ্ট বসে ছিলেন, যেমন করে একজন বিচারক তাঁর আসনে বসে থাকেন।

(২) ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন: "রব্বি, এই স্ত্রীলোকটি জেনায় ধরা পড়েছে" (পদ ৪)। এখানে খ্রীষ্টকে তারা রব্বি বলে সম্বোধন করেছে, অথচ একদিন আগেই এরাই খ্রীষ্টকে প্রতারক বলে গালি দিয়েছিল। এই 'রব্বি' বলে সম্বোধন করে তারা খ্রীষ্টকে তোষামোদ করছিল যেন তাঁকে কথার ফাঁদে আটকাতে পারে, ঠিক এদের মত (লূক ২০:২০)। যদি মানুষ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তোষামদ করেও থাকে তিনি তা তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা অগ্রাহ্য করেন।

[১] জেনার মত কাজের জন্য কাউকে অভিযুক্ত করলে তাকে মোশির শরীয়তে আসার আগে যখন পিতৃকুলপতিদের দ্বারা সমাজ শাসিত হত তখনও এই কাজকে জঘন্য কাজ হিসেবে বিবেচনা করে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হত। বিচারকরা অভিযুক্তদের শাস্তি দিত (ইয়োব ৩১:৯-১১; আদি ৩৮:২৪)। ফরীশীরা এই পাপী স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অভিযোগ করার মাধ্যমে দেখাতে চাইল যে, পাপের বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটি প্রতীয়মান হয়েছিল যে, তারাও এই সব অপরাধ থেকে মুক্ত নয়, কেবল তাই নয় তাদের জীবন ছিল সমস্ত অশুচি কাজ দ্বারা পরিপূর্ণ (মথি ২৩:২৭,২৮)। লক্ষ্য করুন, নিজের পাপ চরিতার্থ করার জন্য অন্যের পাপকে ছাড় না দেওয়ার প্রবণতা ছিল তাদের জন্য খুব স্বাভাবিক বিষয়।

[২] এটি এমন এক অপরাধ ছিল যা ঐ মন্দ কার্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ধৃত হয়েছিল, এই

অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোকটিকে জেনাকালে লিপ্ত অবস্থায় ধরা হয়েছিল। সে অন্য পুরুষদের কাছে গমন করেছিল, লোকেরা তার প্রতি নির্মম হতে চেয়েছিল। কিন্তু কখনো কখনো পাপীদের পাপকে প্রকাশ করাকে পাপীদের প্রতি করুণা করা প্রকাশ করে, যেন তারা আর পাপর পথে না যায় এবং পাপের জীবন না কাটায়। পাপের জন্য আমাদের নিন্দা করা কিংবা পাপের জন্য আমাদের দোষী সাব্যস্ত করার চেয়ে অথবা পাপের জন্য বিচারিত হওয়ার চেয়ে পাপের জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া ভাল।

(৩) স্ত্রীলোকটি যে ঘটনা ঘটিয়েছিল তাতে তারা অত্যন্ত নির্মম কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল (পদ ৫)। মোশির ব্যবস্থা অনুযায়ী এই রকম জেনার কর্মের জন্য পাথর ছুড়ে মেরে হত্যা করা হত। মোশি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই রকম পাপ করলে তাকে অবশ্যই মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, (লেবীয় ২০:১০; দ্বি.বি. ২২:২২)। যদি জেনাকারী বিবাহ করত, অথবা সে যদি পুরোহিতের কন্যা হত তাহলে পাথর ছুড়ে মেরে হত্যা করতো না। লক্ষ্য করুন, ব্যভিচার হল গুরুতর দুষ্টতাপূর্ণ পাপ, কারণ এটি জঘন্য কাম প্রবৃত্তির আচরণ, এই কাজ কেবলমাত্র আদেশের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু এটি ঈশ্বরের চুক্তির বিরুদ্ধে আচরণ। এটি স্বর্গীয় সরল শিক্ষা এবং আদেশের লঙ্ঘন, একজন মানুষ তার চরম অধঃপতন ডেকে আনে তার জঘন্য কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মাধ্যমে।

(৪) এই ঘটনার বিচার করার জন্য তারা খ্রীষ্টের কাছে আবেদন জানাল: "কিন্তু আপনি কি বলেন, যিনি দাবী করেন যে তিনি ঈশ্বর কাছ থেকে প্রেরিত শিক্ষক, যিনি পুরাতন নিয়ম বাতিল করে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন? আপনি এই ঘটনার কি বিচার করবেন, কি রায় দেবেন?" যদি এই প্রশ্নটি তারা অতি সরল মনে করে থাকে এবং যদি নম্রভাবে এই বিষয়ে তার অভিমত জানার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তা হবে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ব্যাপার। তারা খ্রীষ্টের উপর এই বিষয়টির বিচারের ভার অর্পণ করে এই বিষয়ে খ্রীষ্টের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তারা খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বলেছিল। যেন তারা তাঁকে কথার ফাঁদে আটকাতে পারে (পদ ৬)।

[১] যদি তিনি নিয়ম-কানুনের শাস্তিকে অনুমোদন করতেন এবং স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি দেবার জন্য রায় দিতেন তাহলে এই রায় অসঙ্গত বলে তারা তাঁর নিন্দা করতো (স্ত্রীলোকটিকে কর সংগ্রহকারী এবং বেশ্যাদের মত মনে করা) এবং নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করার জন্য নিন্দা করত, যিনি হবেন মৃদুশীল নম্র, যিনি পরিত্রাণ দেবার জন্য এসেছেন, যিনি মুক্তির বছর হিসেবে ঘোষণা করতে এসেছেন। খ্রীষ্টের আচরণ থেকে তার আচরণ অসঙ্গত এবং বিপরীত্যের জন্য তারা তাকে নিন্দা করত। এ ছাড়া তারা রোমীয় সরকারের কাছে তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত।

[২] যদি খ্রীষ্ট নির্দোষ বলে মুক্ত করতেন ঐ স্ত্রীলোকটিকে এবং তিনি এই রায় দিতেন যে, স্ত্রীলোকটির প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না (যা তারা প্রত্যাশা করেছিল), তাহলে তারা তাঁকে এইভাবে উপস্থাপিত করতো:-

*প্রথমত*, তিনি মোশির নিয়ম-কানুনের শত্রু এবং তিনি ব্যবস্থা সংশোধন করার জন্য এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্যায় এবং জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং যারা মনে করতো যে, তিনি ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের ধ্বংস করতে এসেছেন, আর এই কারণে তারা

খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে তৎপর ছিল, খ্রীষ্টের সেই সব শত্রুরা এখন তাঁর ক্ষতি করার জন্য সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারবে।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি পাপীদের বন্ধু এবং তাদের পক্ষে কথা বলেন এই হিসেবে তাকে গণ্য করা হত এবং পাপকে সমর্থনকারী হিসেবে গণ্য করে অভিযুক্ত করত। যদি তিনি এই রকম দৃষ্টতা পূর্ণ কাজকে উপেক্ষা করতেন এব তা শাস্তির জন্য অযোগ্য বলে রায় দিতেন তাহলে তারা তাঁকে এই কাজের সমর্থনকারী হিসেবে গণ্য করতো এবং পাপর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গণ্য করত। যদি তিনি পাপীদের রক্ষাকারী হয়ে থাকেন তাহলে ভাববাদী হিসেবে তিনি যে দাবী করে থাকেন, সেই অনুযায়ী তিনি যদি পাপর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে কথা বলেন এবং শুচি সম্পর্কে কথা বলেন অথবা কোন কাজও করেন তা কোন লোকের অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে না।

২. তিনি এই বিষয়টিকে সহজ করার জন্য এবং একইভাবে তাদের ফাঁদ ছিন্ন করার জন্য একটি উপায় অবলম্বন করলেন।

(১) তিনি বিষয়টি তুচ্ছ বলে মনে করলেন এবং এই বিষয়ে কান না দেওয়ার মত আচরণ করলেন: "তখন যীশু নিচু হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।" এটা বলা অসম্ভব এবং তাই তিনি কি লিখছেন তা প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সুসমাচারে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের লেখার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, তিনি অনুমান করার স্বাধীনতা দ্বারা লিখেছিলেন। গ্রোটিয়াস বলেছেন, এই কথাগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর কথা, এই কথাগুলো সাধারণত জ্ঞানী মানুষের জন্য বলা হয়ে থাকে, যখন তারা কোন বিষয় সম্পর্কে গভীর মনযোগী হয় কিংবা গভীর চিন্তা করেন তখন এই রকম করে থাকেন। যেরম এবং এ্যামব্রস মনে করেন যে, তিনি লিখেছিলেন, "আমাকে এই সব দুষ্ট লোকদের নাম মাটিতে লিখতে দাও।" অন্যরা মনে করে তিনি এই কথা লিখেছেলেন, "পৃথিবী যেন পৃথিবীকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু বিচার করা এবং সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা আমার।" খ্রীষ্ট এর মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন জটিল এবং কঠিন বিষয় আমাদের সামনে পেশ করা হয় আমরা যেন চিন্তা করে ধীরে উত্তর দেই, খুব তাড়াতাড়ি করে যেন আমাদের কথার তীর না ছুড়ে। যখন আমাদের রাগান্বিত হয়ে কথা বলা হয় কিংবা আমাদের উপহাস করে কথা বলা হয় তখন উত্তর দেবার আগে আমাদের বিরতি নিতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। একবার উত্তর দেবার আগে আমাদের দুইবার চিন্তা করতে হবে: জ্ঞানপূর্ণ অন্তর বিবেচনা করে উত্তর দেয়। আমাদের অনুবাদ কিছু গ্রীক প্রতিলিপি থেকে এসেছে, যেখানে মাটির উপর লেখার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তিনি তাদের কথা শুনছিলেন না। তিনি অন্য দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তাদের উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি মনযোগী হবার কোন আগ্রহ তাঁর নেই। বস্তুত তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, "কে আমাদের বিচারক কিংবা বিভাজক নিযুক্ত করেছে?" যে উত্তর নিরাপদ নয় বা রক্ষা করে না সেক্ষেত্রে বধির হয়ে থাকলে অনেক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় (গীতসংহিতা ৩৮:১৩)। খ্রীষ্ট তার পরিচর্যাকারীদের পার্থিব বিষয়ে জড়িত হতে দিতে চান না। তিনি তাদের আরও উপযুক্ত এবং ন্যায্য বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য নিয়োগ করে থাকেন এবং মাটিতে লিখে তাদের সময়কে পূর্ণ করবে (যা কেউ মনযোগ দেবে না) তখন যা তাদের অধিকারভুক্ত নয় তাতে তারা ব্যস্ত থাকতে পারবে। কিন্তু যদিও

তিনি দেখাচ্ছিলেন যে, তিনি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি এটি প্রকাশ করলেন যে, তিনি যে কেবল তাদের কথা শুনতে পেয়েছেন তাই নয়, কিন্তু তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তা জানতে পেরেছেন।

(২) যখন তারা নাছোড়বান্দার মত তাঁকে প্রশ্ন করছিল অথবা ভীষণভাবে উত্ত্যক্ত করছিল, তাঁকে প্রবল চাপ দিচ্ছিল উত্তর দেবার জন্য তখন খ্রীষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা দেবার জন্য আগত অভিযোগকারীদের দিকে ফিরলেন (পদ ৭)।

[১] তারা অবিরতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করছিল এবং তিনি এমন আচরণ করছিলেন যে, তিনি তাদের কথায় মনযোগ দিচ্ছিলেন না, খ্রীষ্টের এই আচরণ তাদের আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলল, এখন নিশ্চিত হয়ে ভাবছে যে, তারা খ্রীষ্টকে চরায় আটকে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং তিনি মোশির কোন নিয়ম-কানুনের নিন্দা করতে কিংবা প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করতে পারবেন না। তিনি অভিযুক্তকে মুক্ত করেন কি না অথবা তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী করুণা এবং ক্ষমা করেন কিনা তিনি তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন কি না। এজন্য তারা তাদের আবেদন তীব্রভাবে খ্রীষ্টের কাছে উপস্থাপন করছিল। তাদের পরিকল্পনা বাধাগ্রস্থ করার জন্য যেখানে তারা খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করেছে এবং তাঁকে উপহাস করেছে তাদের নিজেদের সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করার তীব্র আকাঙ্খা থেকে তাদের বিরত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে যাকে শত্রু বলে মনে করেছে, তাঁরই কাছে বিচারের ভার দিয়েছিলেন।

[২] অবশেষে তিনি মাত্র একটি কথায় তাদের সবাইকে লজ্জার মধ্যে ফেলেছিলেন এবং তাদের মুখ বন্ধ করেছিলেন: তিনি উঠে দাঁড়ালেন, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন (গীতসংহিতা ৭৮:৬৫) এবং তাদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কোন পাপ করে নি, সে প্রথমে ওকে পাথর মার।"

*প্রথমত*, এখানে আমরা দেখতে পাই যে, তারা খ্রীষ্টের জন্য ফাঁদ পেতেছিল তিনি তা এড়াতে সক্ষম হলেন এবং সার্থকভাবে নিজের মর্যাদা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি নিয়ম-কানুনের প্রতিফলন ঘটানও নি কিংবা স্ত্রীলোকটিকে তার পাপ এবং অপরাধ থেকে রেহাইও দেন নি। অপর দিকে তিনি তাদের অভিযোগকে উৎসাহিত করেন নি কিংবা তাদের ক্রোধকে সমর্থনও করেন নি। স্থির চিন্তার শুভ ফল কি তা দেখুন। যখন আমরা দিক নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হই তখন আমাদের দিক নির্ণয় যন্ত্র স্থাপন করতে হয়।

*দ্বিতীয়ত*, ষড়যন্ত্রের যে জাল তারা বিছিয়েছিল সেই জালেই তাদের নিজেদের পা আটকে গিয়েছিল। তারা খ্রীষ্টকে অপরাধী সাব্যস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা নিজেরাই অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল। খ্রীষ্ট এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন যে, স্ত্রীলোকটিকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত করে তাকে শাস্তির যোগ্য বলে রায় দেওয়া যাবে। কিন্তু যারা তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত করতে চায়, তাদের বিবেক তাদেরকে এই অভিযোগ করার জন্য তাদের যোগ্য বলে মনে করে কিনা তা দেখতে হবে।

ক) অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য মোশি যে নিয়ম করে দিয়েছিলেন, খ্রীষ্টের রায় ঠিক সেই রকমই ছিল, যে লোকটিকে হত্যা করার জন্য সাক্ষীরাই প্রথমে পাথর ছুঁড়বে

(দ্বি.বি. ১৭:৭), স্তিফানের পাথর ছুড়ে মারার ঘটনার মত (প্রেরিত ৭:৫৮)। ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা ছিল স্ত্রীলোকটির অপরাধের সাক্ষী। খ্রীষ্ট এখন এটি তাদের উপর অর্পণ করলেন যে, তাদের নিজেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা স্ত্রীলোকটিকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করবে কি না। স্ত্রীলোকটিকে এখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বাসনা থেকে সরে এসে তাদের মুখ এখন কি তাকে মৃত্যুদণ্ড না দেবার কথা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পারবে? যদি তারা সেই কাজ করে তাহলে কি তাদের বিবেক তাদের দংশন করবে?

খ) বিরোধিতা করা যায় না এমন নৈতিক কথাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, কারও পক্ষে যে কোন অপরাধীকে সরাসরি নিজ হাতে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে না, যখন তারা নিজেদের বিবেক দ্বারা নিজেরা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং যাদের বিচার করতে চায়, নিজে তার চেয়ে বেশি অপরাধী বলে মনে করে। তাদের কাছেও এই বিষয়টি উচ্চারিত হবে, "তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে কখনো কোন পাপ করে নি, যে মনে করে যে সে পাপ স্বভাবের অধীন নয় এবং কখনো কোন সময় কোন অপরাধ করে নি, মন্দ কাজে লিপ্ত হয় নি কিংবা দেনা করে নি, তাহলে সে এগিয়ে আসুক এবং সেই প্রথমে পাথর মারুক।" কোন বিচারক নয় কিন্তু তাদের বিবেক তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং অন্যের দোষকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু এই জন্য:-

[ক] যখন অন্যের দোষ খুঁজে পাব, তখন আমরা অবশ্যই আমাদের নিজেদের দিকে তাকাবো, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, অন্যের যতটা দোষ রয়েছে তার চেয়ে বেশি আমাদের দোষ রয়েছে।

[খ] আমাদেরকে মানুষের উপকার করতে হবে, পাপ করার জন্য নয়, কিন্তু সেই সব মানুষের জন্য যারা অপরাধী, তারা যেন নম্রতার আত্মা দ্বারা পুরসংস্কার হয়, একই সঙ্গে আমাদের নিজের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে এবং আমাদের অপরাধ প্রবণ স্বভাবের কথা বিবেচনা করতে হবে, যেন আমরাও পুনঃসংস্কার হতে পারি। আসুন, আমরা আমাদের ভাইদের প্রতি পাথর ছুড়ে মারা থেকে এবং তাদের দোষ ধরার প্রবণতা থেকে নিজেদের দূরে রাখি। তাদের সাথে এই বিষয়ে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন, তা আক্রমণাত্মক না হয় কিন্তু তাদের পাপ নম্রতার সাথে উল্লেখ করতে হবে যেন তারা তাদের এই পাপর জন্য লজ্জিত হয় এবং তাদের পাপ ত্যাগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

[গ] অন্যের দোষ ধরে সমালোচনা করার আগে প্রথমে নিজেদের দিকে তাকাতে হবে, নিজের জীবনে কোন দোষ আছে কিনা তা দেখতে হবে, যদি থাকে তবে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। তাহলে আমরা অন্যের দোষ ধরে তাকে সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে পারব (মথি ৭:৫)। অনেকে নিজেকে সংশোধন না করে অন্যের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় এবং তাকে শাস্তি দিতে চায় যেমন করে ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে এই স্ত্রীলোকটিকে এনেছিলেন তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এবং যেন খ্রীষ্ট তাকে দোষী হিসেবে গণ্য করে তাদের শাস্তি দেবার পক্ষে রায় দেন।

গ) সম্ভবত কোন সন্দেহপ্রবণ স্বামী ঈর্ষান্বিত হয়ে বিচারের জন্য তার স্ত্রীকে খ্রীষ্টের কাছে পাঠিয়েছিল। এই লোকটি (স্বামী) হয়তো তার স্ত্রীকে পুরোহিতদের কাছে এনেছিল (গণনা

৫:১৫), আর এরপর ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা তাকে যীশু খ্রীষ্টের আছে এনেছিল। তখন যিহূদী সমাজে এইমত প্রচলিত ছিল এবং এই অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, যদি কোন স্বামী নিজে তার স্ত্রীকে ব্যভিচার করার দোষে পুরোহিতের কাছে নিয়ে আসে, তাকে তিতা জল পান করতে হত, যদি সে দোষী সাব্যস্ত না হয় তাহলে ঐ তিতা জল তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো না। খ্রীষ্ট বললেন, "ঠিক আছে আমি তোমাদের এমন বিচার করব, তোমাদের নিয়ম এবং প্রথা অনুযায়ী বিচার করব। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ যদি এখানে উপস্থিত থাকে যে কখনোই কোন দিন পাপ করে নি, যে পাপমুক্ত, সে এই স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি দেবার জন্য দাঁড়াক এবং এই জেনাকারীকে শাস্তি প্রদান করুক। কিন্তু যদি তোমরা নিজেরা পাপ থেকে মুক্ত নন বলে মনে কর, তাহলে এই জেনাকারী দোষী হলেও যখন তোমরা এই স্ত্রীলোকটির মত একই রকম পাপী হিসেবে গণ্য হয়েছ, তখন তোমাদের নিয়ম এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী সে তার সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।"

ঘ) খ্রীষ্ট যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই কাজটি করলেন। তিনি এসেছিলেন মানুষ যেন তার পাপের জন্য তওবা করে, সে যেন বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করে। খ্রীষ্টের এই লক্ষ্য ছিল না যে, এই স্ত্রীলোকটির প্রতি করুণা দেখিয়ে তাকে তওবা করান, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল তাঁর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছিল তাদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া। তারা খ্রীষ্টকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তিনি যুক্তি দিয়ে তাদের মন্দ চিন্তা দূর করতে তাদের মন পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করছিলেন। যদিও রক্ত পিপাসু বা নিষ্ঠুর মানুষ সরলতা ঘৃণা করে তবুও ধার্মিক তাঁর অন্তর খোঁজে।

[৩] তাদেরকে এই আতঙ্কজনক কথা বলে তিনি এই বিষয় বিষয় নিয়ে বিবেচনা করার ভার তিনি তাদের উপরই অর্পণ করলেন এবং এরপর তিনি আবার মাথা নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন (পদ ৮)। যখন তারা খ্রীষ্টের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করছিল তখন খ্রীষ্ট সেভাবে তাদের প্রশ্নের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছিলেন, ঠিক তেমন করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের প্রতিহিংসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন, তাদের কথা মত কাজ করলেন না। তাদের কথা মত কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। যীশু খ্রীষ্টের কথা তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত করলো। তাদের দিল তাদের নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করল। তাদের দিল তাদের শ্রেষ্ঠ কিছু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। অথবা তিনি উত্তর দেবার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, পাছে তারা হঠাৎ নিজের দাবী সঠিক বলে ঘোষণা দিয়ে তাদের চিন্তা অনুযায়ী স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি দেবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তিনি তাদের নিবৃত্ত থাকার জন্য কিছু সময় দিলেন এবং তাদের অন্তরে এই বিষয় চিন্তা করতে দিলেন। ঈশ্বর বললেন, "আমি মন দিয়ে শুনেছি যে তারা ঠিক কথা বলে নি। কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে বলা হয়েছে, তিনি মাটিতে প্রত্যেক লোকের পাপের কথা লিখেছিলেন। তিনি তা করতে পারেন, কারণ আমাদের সমস্ত অন্যায় অবিচার তাঁর সামনে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর কাছ থেকে লুকানো নেই। তিনি তা করবেন কারণ তিনি আমাদের সামনেও দোষগুলো রাখবেন, তিনি আমাদের সমস্ত পাপ সীলমোহর করে রাখবেন (ইয়োব ১৪:১৭) । কিন্তু তিনি মানুষের পাপ মাটিতে কিংবা ধুলাতে লিখেন না। না, লোহার যন্ত্র দিয়ে এবং হীরার কাঁটা দিয়ে যিহূদার পাপ লিখেছিলেন সেভাবে তিনি লিখেন নি (যিরমিয় ১৭:১)।

[৪] ধর্ম-শিক্ষক এবং পুরোহিতরা খ্রীষ্টের কথায় বজ্রহতের মত থেমে গিয়েছিল, তারা খ্রীষ্টের কথায় জালে আটকা পড়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টকে তাদের আর পরীক্ষা করতে সাহস হল না এবং যাকে পাথর ছুড়ে মারার অভিপ্রায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সাহস হল না (পদ ৯): "তখন তারা এই কথা শুনে এবং নিজ নিজ বিবেক দ্বারা দোষীকৃত হয়ে, একে একে বাইরে গেল, প্রাচীন লোক থেকে আরম্ভ করে শেষ জন পর্যন্ত চলে গেল।"

*প্রথমত*, সম্ভবত তাঁর মাটিতে লেখার বিষয়টি তাদের আতঙ্কিত করছিল, যেমন করে রাজা বেলশৎসর মানুষের হাতের দ্বারা দেয়াল লিখন দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তারা অনুমান করলো যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে তিক্ত এবং কটু কথা লিখেছেন, তাদের দণ্ডাজ্ঞা লিখেছেন। তারাই সুখী যাদের খ্রীষ্টের লেখার কারণে কোন ভয় নেই।

দ্বিতীয়ত, তিনি যা বলেছিলেন তা তাদের বিবেকের দ্বারা আতঙ্কিত করেছিল। তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদেরকে দেখালেন এবং তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, যদি তারা বেশি সময় এখানে অপেক্ষা করে তাহলে খ্রীষ্ট তাঁর পরবর্তী কথায় তাদের সমস্ত দোষ প্রকাশ করবেন এবং সমস্ত জগতে তা প্রকাশ করবেন। আর লোকেরা তাদের সমস্ত পাপের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তারা মানুষের কাছে লজ্জার পাত্র হবে। তাই তারা এই কথা ভাবল, যদি তারা বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে নেয় তাহলে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে। তারা একে একে সকলে বের হয়ে গেল, আর তারা খুবই শান্ত এবং নীরবে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তারা কোন রকম গোলমাল বা হৈচৈ করে খ্রীষ্টের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি। তারা সকলেই চোরের মত চুপি চুপি বের হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চোরের মত চুপি চুপি পালিয়ে যাওয়ার মত (২ শমূয়েল ১৯:৩)। তাদের সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থান করাটা লক্ষ্য করার মত ছিল, প্রস্থানের কাজ প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল বুড়োদের থেকে, কারণ তারা ছিল সবচেয়ে দোষী, অথবা জনগণের সামনে লজ্জায় পতিত হওয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রথমেই প্রস্থান করেছিল। আর যদি বুড়োরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে, লজ্জাকরভাবে পালিয়ে যায়, তাদের দেখাদেখি যদি যুবকরাও তাদের অনুসরণ করে পালিয়ে যায় তাহলে আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকবে না। আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

১. পাপীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য খ্রীষ্টের কথার ক্ষমতা। যারা এই কথা শুনে বিবেক দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হবে বিবেক হল আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁর কাছ থেকে কথার মাধ্যমে এটি কার্যকর হয়ে ওঠে (ইব্রীয় ৪:১২)। তাদের মধ্যে অনেকে বুড়ো লোক ছিল যারা দেনার দোষে দোষী ছিল। তারপরেও তারা অহংকারে জীবন-যাপন করছিল, তারা খ্রীষ্টের একটি মাত্র কথায় চোরের মত পালিয়ে গিয়েছিল। এমন কি ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা যারা নিজেরা আত্মগৌরবে মশগুল থাকত, তারা খ্রীষ্টের কথার ক্ষমতায় ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে পালিয়ে গেল।

২. এই দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছিল পাপীদের মূর্খতা যা ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

(১) এটি তাদের মধ্যে মূর্খতা হবে যারা নিজেদেরকে দোষী সাব্যস্ত রেখে লজ্জার হাত

থেকে নিজেদের এড়াবার জন্য সবচেয়ে বেশি যত্নবান হয়, যিহূদার মত (আদিপুস্তক ৩৮:২৩), পাছে আমরা লজ্জিত হই। আমাদের সম্মান রক্ষা করার চেয়ে আমাদের আত্মা রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আত্মা তার ভণ্ডামিকে প্রমাণ করে যখন সে বলে, "আমি পাপ করেছি, কিন্তু আমার সম্মান তুমি রক্ষা কর, আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি।" অনুতাপের লজ্জা গ্রহণ ছাড়া অনুতাপের সম্মান এবং আনন্দ গ্রহণ করার আর কোন পথ নেই।

(২) এটি তাদের জন্য বোকামী হবে যারা তাদের অপরাধের মধ্যে বাস করে মতলব আঁটে কীভাবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি দূরে সরিয়ে রাখতে পারে এবং এর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। ধর্ম-শিক্ষক এবং পুরোহিতদের ঘা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের উচিত এটি ভালভাবে অনুসন্ধান করা এবং তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। প্রকৃতপক্ষে তারা এটি আতঙ্কের বিষয় বলে মনে করেছিল এবং পাথর ছুড়ে মারতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল।

(৩) দোষী সাব্যস্ত হয়ে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া হল নির্বুদ্ধিতা, যেমন এই লোকেরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিবেকের সমস্ত ক্ষত আরোগ্য করতে পারেন এবং আমাদেরকে শান্তির কথা বলতে পারেন। তারা তাদের বিবেক দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং তাদের নিজেদের বিচারে তারা নিজেদের শাস্তির যোগ্য মনে করছিল। যদি তারা তাদের পরিত্রাণকর্তার দ্বারা তাদের নিজেদেরকে অপরাধ থেকে মুক্ত না করে তাহলে কি তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে চলে যেতে পারে? কার কাছে তারা যাবে?

[৫] যখন আত্ম-অহংকারী অভিযোগকারীরা সেই স্থান ত্যাগ করেছিল এবং একইভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, ঐ সময় যে নিজেকে শাস্তির যোগ্য বলে মনে করেছিল সেই স্ত্রীলোকটি কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচারের দৃঢ়তার কারণে একে একে সবাই চলে গিয়েছিল। ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের দল থেকে এখন খ্রীষ্ট একা অবস্থান করছেন এবং তিনি এখন তাদের উৎপাত থেকে মুক্ত এবং সেখানে খ্রীষ্ট ছাড়া ঐ স্ত্রীলোকটি অবস্থান করছিল। সে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে খ্রীষ্ট প্রচার করছিলেন। লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে এনে সবার সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, যেন সবার দৃষ্টি ঐ স্ত্রীলোকটির দিকে নিবদ্ধ থাকে (পদ ৩)। স্ত্রীলোকটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে নি, যদিও পালিয়ে যাবার জন্য তার কাছে যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু যেহেতু ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা তার বিচারের ভার খ্রীষ্টের উপর অর্পণ করেছে, তাই বিচারিত হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের কাছে অবস্থান করতেই হবে। তার অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান না করা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার বাস্তবিক সে সেই অপেক্ষাতেই ছিল। লক্ষ্য করুন, যখন কোন কিছু বিচারের জন্য কাউকে খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়, তাহলে অন্য কোন আদালতে স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই এবং কখনোই তা স্থানান্তর করা উচিৎ নয়। কারণ খ্রীষ্ট হল তওবাকারীদের আশ্রয়স্থল। ব্যবস্থা, যা আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং আমাদের বিচারের সম্মুখীন করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে তা খ্রীষ্টের সুসমাচারের মাধ্যমে তুলে নেয়। আর খ্রীষ্ট পাক রক্তের দ্বারা এটি উপযুক্ত করে এবং সমস্ত অশান্ত অবস্থাকে শান্ত করে। আমাদের সমস্ত সমস্যার আশ্রয় স্থল হল সুসমাচার, যেখানে সব সমাধান রয়েছে। আমরা

খ্রীষ্টের কাছে একত্রে একাকী বাস করব। একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই আমরা আমাদের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করব, কারণ সমস্ত বিচারের ক্ষমতা খ্রীষ্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই কারণে আসুন আমরা আমাদের সমস্ত স্বার্থ তাঁর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করি এবং চিরকাল তাঁর সাথে বাস করার জন্য তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই। আসুন আমরা তাঁর সুসমাচারের বশীভূত হই, এটি আমাদের নিশ্চিতভাবেই রক্ষা করবে।

[৬] এখানে আমরা বিচারের সমাপ্তি দেখতে পাই। খ্রীষ্ট উঠে দাঁড়ালেন এবং চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, স্ত্রীলোকটি ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই, সবাই চলে গেছে (পদ ১০,১১)। তারা যা বলেছিল এবং যা করেছিল যদিও তার প্রতি খ্রীষ্টের কোন মনযোগ ছিল না কিন্তু তারা বিষয়টি নিয়ে খ্রীষ্টের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাইল। যখন তারা বিচার করার সময় উপস্থিত হল, তখন তিনি আর নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। যখন দায়ূদ প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি এভাবে আবেদন করছিলেন, "তুমি উঠে দাঁড়াও" (গীতসংহিতা ৭:৬; ৯৪:২)। এই স্ত্রীলোকটি সম্ভবত দোষী বলে প্রমাণিত আদালতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির মত কাঁপছিল। খ্রীষ্ট ছিলেন নিষ্পাপ, তাই তিনিই প্রথম পাথর কুড়িয়ে নিলেন। সেই পাথর জাগতিক কোন পাথর ছিল না। তা ছিল পরিত্রাণের পাথর। পাপর শাস্তি দেওয়ার জন্য নয় কিন্তু তিনি মানুষকে পাপর শাস্তি থেকে রেহাই দেবার জন্যই এসেছিলেন। কারণ তিনি হলের শ্বাশত খাঁটি এবং পবিত্র। এমন কেউ নেই যে তাঁর মত পাপীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। কারণ তিনি অসীম দয়ালু এবং অসীম করুণাময় এবং এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি যে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে সে খ্রীষ্টের মধ্যে এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছিল। এখন সে তার বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হল। এখানে আমরা বিচারালয়ের বিচার কার্যের প্রতি বিচারকের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি দেখতে পাই।

*প্রথমত*, অভিযোগকারীদের কথা জিজ্ঞেস করা হল: "তোমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করে নি?" তারা কোথায় আছে তা খ্রীষ্ট জানতেন না বলে এই কথা বলে ছিলেন তা নয়। কিন্তু তিনি এই বিষয় জিজ্ঞাসা করার কারণ হল, যেন তিনি তাদের লজ্জা দিতে পারেন। কারণ তারা স্ত্রীলোকটিকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হল। পৌল এই রকম দাবী করেছিলেন, "ঈশ্বরের মনোনীতদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে? তাদের অভিযোগকারীরা কোথায়?" ভ্রাতৃবর্গের অভিযোগকারীরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্থান করবে এবং সমস্ত অভিযোগ আইন সম্মতভাবে এবং বিধি মোতাবেক বাতিল করা হবে।

*দ্বিতীয়ত*, যখন খ্রীষ্ট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তারা উপস্থিত ছিল না: "কেউ কি তোমাকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করে নি?" স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, "না রব্বি, কেউ আমাকে শাস্তির উপযুক্ত বলে মনে করে নি।" স্ত্রীলোকটি খ্রীষ্টের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কথা বলেছিল। সে খ্রীষ্টকে 'রব্বি' বলে সম্বোধন করল। কিন্তু যে প্রশ্ন খ্রীষ্ট অভিযোগকারীদের সম্পর্কে করেছিলেন, "সেই অভিযোগকারীরা কোথায়?" এই সম্পর্কে স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর দেয় নি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা পালিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীলোকটি কোন প্রকার উল্লাস প্রকাশ করে নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অ বিশ্বাসসূচক কথাও বলে নি। যদি আমরা মনে করি যে, কাউকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত, তাহলে অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদেরও ক্ষমা করতে হবে। যদি তাদের অভিযোগ এমন হয় যে, তা

আমাদের ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট করতে পারে, তবুও আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে যেন আমরা তাদের অন্যায় ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কেবল তার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, "কেউ কি তোমাকে শাস্তির যোগ্য বলে মরে করে নি?" প্রকৃত অনুতাপকারীরা নিজের বিষয়ে অনুসন্ধান করে যা সে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে পারে। যে কখনো অন্যায় বিষয় নিয়ে দোষারোপ করবে না এবং অন্যের সম্পর্কে বলার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

*তৃতীয়ত*, স্ত্রীলোকটি তাই মুক্ত ঘোষিত হল: "আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না। আচ্ছা যাও পাপের জীবন আর কাটিও না।" এই বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করুন:

ক. সে পার্থিব শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিল: "যেহেতু কেউ তোমাকে জন্য হত্যা করার জন্য পাথর ছুড়ে মারে নি, তাই আমিও আর তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি না।" খ্রীষ্ট বিচারকের ন্যায় বিচারের তরবারী ছিনিয়ে এনে তাঁকে নিরস্ত্র করার জন্য আসেন নি। যারা ঘৃণার্হ অপরাধী, তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ইচ্ছা তাঁর নেই, এমন নয়। এই পর্যন্ত এখান থেকে সুখরের দ্বারা মানুষের ন্যায় বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খ্রীষ্টের রাজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়েছে: "আমার দ্বারা রাজারা রাজ্য শাসন করে।" খ্রীষ্ট কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে দোষী সাব্যস্ত করে নি।

(ক) কারণ এটি তাঁর কাজ ছিল না। এই কারণে পার্থিব বিষয়ে মধ্যস্থতা করে নি। তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীতে ছিল না। প্রত্যেক মানুষের তার নিজ অধিকারের কর্তব্য পালন করা উচিত।

(খ) কারণ যাদের দ্বারা স্ত্রীলোকটি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তারা স্ত্রীলোকটির চেয়েও আরও অনেক বেশি দোষী ছিল এবং এত দোষ থাকার পরেও তারা অপেক্ষাকৃত কম দোষীকে শাস্তি দেবার মানসিকতার জন্য তারা আদৌ লজ্জিত ছিল না। ব্যবস্থা অনুযায়ী অপরাধীর যারা সাক্ষী তাদেরই প্রথমে পাথর ছুড়ে মারতে হত। এরপর অন্য লোকেরা পাথর ছুড়ে মারত। কারণ এইভাবে তাদের পালিয়ে যাবার ফলে এবং তাকে শাস্তি প্রদান না করার ফলে স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ খারিজ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর ন্যায় বিচারের জন্য পার্থিব বিচারেও হস্তক্ষেপ করে থাকেন এবং তুলনামূলক ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁর পার্থিব বিষয়ের বিচারের মধ্যে যাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয় তাদের কখনো কখনো শাস্তি দেবার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেন এবং তাদের ক্ষমার জন্য পথ প্রস্তুত করেন। কারণ যারা অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেবার জন্য তৎপর হয়ে আছে তারা ঐ অভিযুক্তদের চেয়ে আরও বেশি দোষী (দ্বি.বি. ৩২:২৬,২৭)। খ্রীষ্ট তাদের ক্ষমা করলেন এবং নতুনভাবে জীবন গড়ার সুযোগ দিলেন। খ্রীষ্ট তাকে ক্ষমা করলেও একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "যাও, পাপের জীবন আর কাটিও না।" পাপীদের পাপের পথ থেকে ফিরে আসার জন্য তিনি উৎসাহিত করেছেন আর এই জন্য যারা অপরাধী যদি তারা ব্যবস্থা অনুযায়ী খুব খারাপ কাজ করে থাকে তবুও তাদের প্রতি দ্বিগুণ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পাপর পথ থেকে ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে, পাছে শয়তান সুযোগ পেয়ে তার জীবন আরও মন্দের দিকে নিয়ে যায়। স্ত্রীলোকটিকে পরিত্রাণের বিষয়টি ছিল চমৎকার এবং তাকে পাপের পথে আর না চলার জন্য সতর্ক করার বিষয়টিও ছিল চমৎকার বিষয়। কারণ

তার পরিত্রাণকে রক্ষা করার জন্য এটি প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্ট কি সুন্দরভাবে বলেছিলেন, "তোমাকে আমিও দোষী করি না। এখন চলে যাও, তবে সমাধান হল এখন থেকে তুমি আর পাপর পথে যেও না।" খ্রীষ্ট এখানে যেভাবে করেছেন সেইভাবে যারা অন্যের পরিত্রাণের জন্য তাকে সাহায্য করেছেন, তাদের উচিত হবে তার প্রতি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা, যেন সে আর পাপের জীবনে ফিরে না যায়।

খ. খ্রীষ্ট তাকে অনন্ত শাস্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন। কারণ খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "আমিও তোমাকে শাস্তির যোগ্য বলে মনে করি না। বস্তুত আমি বলতে চাই, আমি তোমাকে মাফ করেছি।" এই পৃথিবীর মানুষদের পাপ মাফ করার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের রয়েছে। এই পাপ মাফের জন্য চমৎকার ভিত্তি রয়েছে। কারণ তিনি অভিযোগকারীদের কঠিন এবং অনুতাপহীন হৃদয়ের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের দুষ্ট পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং এবং একইভাবে তিনি এই অভিযুক্তার অন্তরের কোমলতা এবং তার সরল অনুতাপের বিষয়ও জানতেন। এই কারণে এই স্ত্রীলোকটি, যে একজন পাপী ছিল, যে ছিল শাস্তির অধীন, তাকে তার শাস্তির জন্য তার আশ্বাসের জন্য যা বলা প্রয়োজন ছিল খ্রীষ্ট ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন। স্ত্রীলোকটির মত এই রকম একজন পাপী মানুষেরা ফরীশীদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র ছিল। খ্রীষ্ট এই রকম মানুষের পাপকে মাফ করলেন, (লূক ৭:৪৮, ৫০)। "তোমার পাপ মাফ করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস করেছ বলে পরিত্রাণ পেয়েছ।" একইভাবে বলা যায় খ্রীষ্ট এখানে বলেছেন, "আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না।" লক্ষ্য করুন:

(ক) তারাই প্রকৃত সুখী হয়, খ্রীষ্ট যাদের দোষী সাব্যস্ত করেন না। কারণ তাঁর পরিত্রাণ প্রদান হল অন্য সমস্ত দাবীর প্রতি উপযুক্ত উত্তর। তারা সবাই বিচারের সামনে দাঁড়াবে একং তাদেরকে জবাব দিতে হবে।

(খ) পাপী হলেও খ্রীষ্ট তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন না, যারা মাফ পেয়ে ফিরে যায় কিন্তু আর পাপের জীবন-যাপন করে না (গীতসংহিতা ৮৫:৮; যিশাইয় ৫৫:৭)। যদি আমরা আমাদের পাপ ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি, তাহলে খ্রীষ্ট আমাদের অতীতের পাপের কথা ভেবে আমাদের দোষী করবেন না।

(গ) খ্রীষ্ট আমাদের পাপ মাফ করার জন্য অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তবে মাফ পাব বলে আমরা যেন বার বার পাপের জীবনে ফিরে না যাই (রোমীয় ৬:১,২): তাহলে কি আমরা এই বলব যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন বাড়ে এই জন্য আমরা পাপ করতে থাকব? নিশ্চয়ই না। পাপর দাবী দাওয়ার কাছে তো আমরা মরে গেছি। *খ্রীষ্ট কি আপনাকে মাফ করে নি? তাহলে যান এবং আর পাপের জীবন যাপন করবেন না।*

## যোহন ৮:১২-২০ পদ

এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে খ্রীষ্টের সঙ্গে ফরীশী এবং যিহূদী নেতাদের বিতর্কে লিপ্ত হতে দেখি। তিনি যে অনুগ্রহ পূর্ণ কথা তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন তাতে তারা প্রতিবাদ করেছিল। এটি নিশ্চিত নয় যে, যেদিন জেনাকারী স্ত্রীলোকটি মুক্ত হয়েছিল ঠিক সেই দিনই এই বাদানুবাদ হয়েছিল কিনা। খুব সম্ভবত এরা সেই লোকেরাই ছিল, যাদের সাথে খ্রীষ্ট

বাদানুবাদ করেছিলেন, কারণ হল সুসমাচার লেখক এখানে অন্য দিনের কথা উল্লেখ করেন নি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট খুব শীঘ্র সেই দিনের কাজ শুরু করেছিলেন (পদ ২)। যদিও যে সমস্ত ফরীশীরা স্ত্রীলোকটিকে অভিযুক্ত করেছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে অন্য ফরীশীরা খ্রীষ্টের কথায় প্রতিবাদ করেছিল। এরা অত্যন্ত জোরের সাথে খ্রীষ্টের সাথে তর্ক করেছিল এবং এদের মধ্যে কোন লজ্জার ভাব ছিল না। যদিও তাদের দলের কেউ কেউ পালিয়ে যাবার মত লজ্জাজনক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, সম্ভবত তারা খ্রীষ্টের সাথে বিবাদ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা করেছিল, যেন সম্ভব হলে তাদের ব্যর্থ হওয়া দলের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. এখানে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর এই উপস্থাপিত শিক্ষার সাথে একটি আবেদন রেখেছিলেন। তাঁর শিক্ষাটি হল:

১. খ্রীষ্ট হলেন পৃথিবীর জ্যোতি (পদ ১২): পরে যীশু আবার লোকদের সাথে কথা বললেন। যদিও ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট কথা বলে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন এবং যা তিনি বলেছিলেন তার প্রতিবাদ করা হয়েছিল, তবুও তিনি আবার কথাটি বলেছিলেন। এই সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার তিনি এই কথা বলেছিলেন। খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন তা তারা কানে তুলল না। তারা বধিরের মত আচরণ করল, তবুও খ্রীষ্ট আবার তাদেরকে বললেন, "আমিই পৃথিবীর জ্যোতি।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টই হলেন পৃথিবীর জ্যোতি। একজন রব্বি বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টের নাম হল জ্যোতি, যেমন এটি লেখা আছে (দানিয়েল ২:২২): "তাঁর সঙ্গে আলো বাস করে।" ঈশ্বর হলেন জ্যোতি এবং খ্রীষ্ট হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, প্রভুদের প্রভু, জ্যোতির জ্যোতি। তিনি এই প্রত্যাশা করেছেন যেন পরজাতির মধ্যে তিনি তাঁর জ্যোতি ছড়িয়ে দিতে পারেন (লূক ২:৩২)। আর এই জন্যই তিনি পৃথিবীর জ্যোতি, তিনি কেবলমাত্র যিহূদী জাতির জ্যোতি নন। এই পৃথিবীর দৃশ্যমান জ্যোতি হল সূর্য। সূর্য সমস্ত পৃথিবীতে তার আলো দান করে। এইভাবে খ্রীষ্ট যাকে আলোকিত করেন আর অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। খ্রীষ্ট নিজেকে জ্যোতির প্রকাশকারী রূপে প্রকাশ করেছেন।

(১) তাঁর মধ্যে কি আছে - মহা উপযুক্ততা এবং অসীম দয়াশীলতা।

(২) তিনি পৃথিবীতে কি - জ্যোতির উৎস, যা সমস্ত মানুষকে আলোকিত করে। সূর্য ব্যতীত এই পৃথিবী হবে মাটির নিচে অন্ধকার কারাকক্ষের মত। একইভাবে যার মাধ্যমে এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আলো আসবে সেই খ্রীষ্ট ব্যতীত পৃথিবী হবে মাটির নিচে অন্ধকার কারা কক্ষের মত (পদ ৩, পদ ১৯)।

২. এই শিক্ষার যে ফল তা হল, "যে আমার পথে চলে, অন্ধকার রাতে আলো অনুসরণ করে চলা পথিকের মত, সে কখনো অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের জ্যোতি পারে।" যদি খ্রীষ্ট জ্যোতি হয়ে থাকেন, তাহলে:-

(১) আমাদের কর্তব্য হল তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর পরিচালনার কাছে আমাদের নিজেদেরকে সমর্পণ করা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করা এবং এইভাবেই এটি আমাদেরকে সুখী জীবনের দিকে চালিত করে। অনেকে আছে যারা ভ্রান্ত জ্যোতিকে

অনুসরণ করে, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে চালিত করে। কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন প্রকৃত জ্যোতি। এই জ্যোতির দিকে তাকানোই যথেষ্ট নয়, কিংবা স্থির দৃষ্টিতে এই জ্যোতি অবলোকন করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই জ্যোতিকে অনুসরণ করতে হবে, এর উপর বিশ্বাস করতে হবে এবং এই জ্যোতির মধ্যে চলতে হবে, কারণ এটি কেবলমাত্র আমাদের চোখের নয়, কিন্তু আমাদের পথ দেখারও বাতি।

(২) যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন তাদের জন্য এটি অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, তারা কখনো অন্ধকারে পা ফেলবে না। যারা এই শিক্ষাকে ধরে রাখে এবং এই জ্যোতি থেকে দূরে সরে যায় না, এই জ্যোতিই তাদের রক্ষা করে। ধ্বংসাত্মক ভুলের থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য এই জ্যোতির মধ্যে নিজেকে চালিত করা অতি আবশ্যক, আর আমাদের অভিশপ্ত পাপ থেকে দূরে রাখার জন্য আবশ্যক। যাদের মধ্যে জীবনের জ্যোতি রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং সুখ, যা এই পৃথিবীতে তাদের জন্য হবে আত্মিক জীবনের জ্যোতি এবং অন্য পৃথিবীর জন্য হবে অনন্ত জীবন। যেখানে থাকবে না কোন মৃত্যু কিংবা অন্ধকার। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা সন্দেহাতীতভাবেই উভয় পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারব। খ্রীষ্টের অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গে যেতে পারব।

খ. ফরীশীরা তাঁর এই শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি এবং প্রতিবাদ উত্থাপন করল, যা ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ এবং অত্যন্ত নির্বোধের সমতুল্য। তারা বলেছিল: "তোমার সাক্ষী সত্য নয়, কারণ তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষী দিচ্ছ" (পদ ১৩)। তারা এই প্রতিবাদের মধ্যে তাদের সন্দেহ প্রকাশ করল। যে সমস্ত মানুষ সাধারণ তাদের কথার মধ্যে আত্ম-অংহকার প্রকাশ করে তাকে অন্যরা সন্দেহের চোখে দেখে। আর এই আত্ম-অহংকারের খুব কাছাকাছি যে শব্দ রয়েছে তা হল আত্ম-প্রেম, এই রকম মনোভাব কারো মধ্যে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই তার নিন্দা করব। কেউ কেউ আছে যারা আত্ম-প্রেম প্রকাশ করতে ভালবাসে। আবার অন্যরা তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে। কিন্তু এই ঘটনায় তারা খ্রীষ্টের কথায় যে প্রতিবাদ করেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অন্যায়। কারণ:-

১. তারা এটিকে তাঁর অপরাধ বলে গণ্য করেছিল এবং খ্রীষ্টের কথার বিশ্বাসযোগ্যতার অবমূল্যায়ন করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের এই শিক্ষা ছিল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। যখন অন্য নারীরা নিজেদেরকে ঈশ্বর প্রেরিত ভাববাদী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন কি তারা নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী দেন নি? ফরীশীরা কি যোহন ভাববাদীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি যে, "নিজের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

২. খ্রীষ্ট নিজের সমর্থনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যে সমস্ত সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা তারা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিল। তাঁর জন্মের বিবরণ তিনি কেবল বলতে পারেন, কিন্তু এর অতিরিক্ত কিছু তিনি বলতে পারেন না, এই রকম মনোভাব ছিল ফরীশীদের। এই জন্য তারা খ্রীষ্টের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলো। তারা তাঁকে বিশ্বাস করলো না এবং এই কথাকে তারা প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা দুই কিংবা তিন জনের চেয়ে বেশি সাক্ষীর দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁর প্রত্যেকটি কথা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য।

গ. এই প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের উত্তর, পদ ১৪। তিনি তাদের কাছে এই বিবরণ দেন

নি যে, তিনি মহান। "তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে এই কথা প্রকাশ করেছ যে তুমি একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং খুব ভাল মানুষ; এই কারণে তোমার সাক্ষী সত্য নয়।" কিন্তু খুব সহজ সরলভাবে নিজের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। যদিও তিনি ইতিপূর্বে তার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন (যোহন ৫:৩১), তথাপি তিনি এখন সেই সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন মনে করে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি তাঁর অন্য প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা থেকে এটি বাদ দিতে চান নি। তিনি তা রক্ষা করার জন্য এবং ফরীশীদের চাপের কারণে তাদের দেখাবার জন্য এটি বলার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর জ্যোতি। জ্যোতির ধর্ম হল নিজেকে প্রকাশ করা, আলো বিকিরণ করা। তিনি তাঁর সাক্ষী প্রমাণ করা জন্য তিনটি বিষয়ের কথা বললেন, যদিও তা ছিল তাঁর নিজের সম্পর্কে বলা বিষয়গুলো ছিল সত্য এবং অকাট্য।

১. তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত ছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কোন অনিশ্চয়তার কথা বলেন নি কিংবা কোন অনিশ্চয়তার বিষয়ের প্রস্তাব করেন নি। যে বিষয়ে তাঁর নিজের সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাস রয়েছে সেই রকম বিষয়ে তিনি কথা বলেন নি। কিন্তু তিনি একটি বিধি ঘোষণা করেছেন এবং নিজের সম্পর্কে এমন বিবরণ দিয়েছেন যার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন: "কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি।" তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করে গেছেন এবং যা ঘোষণা করার দায়িত্ব ছিল তা ঘোষণা করে গেছেন। তিনি জানতেন কার সংবাদ বহন করার জন্য এবং কার নির্দেশ পালন করার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং তিনি জানতেন এর সফলতা কি। তিনি জানতেন যে, এই পৃথিবীতে আসার আগে তিনি কি ছিলেন এবং কোথায় ছিলেন এবং তারপরে কোথায় যাবেন বা এরপরে তার কি হবে। তিনি জানতেন যে, তিনি পিতার কাছ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছেন আবার এই পৃথিবী ছেড়ে পিতার কাছেই ফিরে যাবেন, (যোহন ১৬:২৮)। তিনি যে মহিমার কাছ থেকে এসেছেন সেই মহিমার কাছে আবার ফিরে যাবেন, (যোহন ১৭:৫)। এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য সন্তোষজনক যে, যদিও জগত তাদের মানে না, যেভাবে পুত্রকে জানে না, তথাপি বিশ্বাসীদের জানেন যে, তাদের আত্মিক জীবন কোথা থেকে এসেছে এবং কোন স্থানে তা হেফাজত করা হবে এবং কোন নিশ্চিত স্থানে তিনি যাবেন।

২. তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষাকে যথার্থভাবে বিচার করতে অসমর্থ হয়েছিল এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর শিক্ষাকে সম্মান করতে, মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

(১) কারণ তারা ছিল অজ্ঞ, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ ছিল: "আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা জানো না।" যারা এই সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং যাদের এই সম্পর্কে জানার কোন ইচ্ছা ছিল না, তাদের কাছে এই সম্পর্কে কথা বলার কি উদ্দেশ্য ছিল? খ্রীষ্ট বস্তুত তাদের এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, তিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন এবং আবার স্বর্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু খ্রীষ্টের এই কথা তাদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ কথা ছিল, তারা এই কথা গ্রহণ করে নি। *যার অন্তর অসার সে তা জানে না, যার মধ্যে বিবেচনা নেই সে তা বুঝতে পারে না* (গীতসংহিতা ৯২:৬)। তারা এই বিষয়কে বিচারের জন্য গ্রহণ করেছিল, সেই বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না এবং এই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত

ছিল। তারা খ্রীষ্টের এই কর্তৃত্বপূর্ণ এবং মহত্বপূর্ণ কথাকে শয়তানের কথা বলে অবজ্ঞা করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা জানত না যে, খ্রীষ্ট কি স্বর্গীয় কথা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (যিহূদা ১:৮,১০)।

(২) কারণ তাদের অন্তর ছিল পক্ষপাতিত্বপূর্ণ (পদ ১৫): "মানুষ যেভাবে বিচার করে তোমরা সেইভাবে বিচার করে থাক।" যখন মাংসিক প্রজ্ঞা বিচারের নিয়ম প্রদান করে এবং বাহ্যিক প্রকাশ কেবলমাত্র প্রমাণ চায় এবং তাদের এই ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন মানুষ মাংসিকভাবে বিচার করে। আর যখন জাগতিক স্বার্থের বিবেচনায় আত্মিক বিষয়ের বিচারের পাল্লা ঘুরে যায়, যা মাংসিক চিন্তায় সন্তুষ্ট থাকে যখন আমরা তার পক্ষে বিচার করি এবং আমাদেরকে মাংসিক পৃথিবীর কাছে ন্যস্ত করে, তাহলে আমরা মাংসিকভাবে বিচার করি এবং যেখানে নিয়ম ও বিধি ভুল হয় সেখানে কখনোই বিচার যথার্থ হতে পারে না। যিহূদীরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা বিচার করেছিল, এই কারণে তিনি তাদের চোখে এত হীন ছিলেন। তারা এটি চিন্তা করেছিল যে, খ্রীষ্ট পৃথিবীর জ্যোতি এটি একেবারেই অসম্ভব বিষয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টের পৃথিবীতে জ্যোতির বিষয়টি যিহূদীরা অসম্ভব বিষয় বলে মনে করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের চিন্তায় ভুল ছিল, কারণ সূর্য যদি মেঘে ঢেকে যায় তাহলে কি বলা যাবে যে, সূর্য বলতে কিছু নেই।

(৩) কারণ তারা খ্রীষ্টের প্রতি অনুচিত এবং অন্যায় আচরণ করেছিলেন, এই কথায় প্রকাশ পেয়েছে, "আমি কারও বিচার করি না। আমি আপনাদের রাজনৈতিক বিষয়ের কোন কিছু যুক্ত করতে বা অযথা হস্তক্ষেপ করতে চাই না, অথবা আমার শিক্ষা এবং আমার কাজ কোন ক্ষমতা অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করবে না, অথবা কোন বিষয় হস্তক্ষেপ করে সমস্যা সৃষ্টি করবে না, বিশেষ করে তোমাদের সামাজিক অধিকার এবং বৈষয়িক কোন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে না।" অথবা "আমি কারও বিচার করি না" এই কথার অর্থ হল, "এই বিষয়টি আমার এই প্রথম আগমনের সময় ঘটবে না, এটি আমার দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে" (যোহন ৩:১৭)। খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু পরিচালনা করা, বিচার করা নয়, কিন্তু আরোগ্য করা।

৩. খ্রীষ্ট যে সাক্ষ্য নিজের সম্পর্কে দিয়েছিলেন তাতে তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পক্ষে থেকে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে পর্যাপ্তরূপে সাহায্য করেছিল (পদ ১৬): "কিন্তু যদি আমি কখনো বিচার করি তাহলে আমার সেই বিচার সত্যি।" তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে এই কথা বলেছেন যে, তিনি বিচার করতে এসেছেন (যোহন ৯:৩৯), যদিও তাঁর এই বিচার রাজনৈতিক বিচার নয়। তাঁর সম্পর্কে এই বিবেচনা করতে হবে:-

(১) একজন বিচারক হিসাবে এবং তাঁর নিজের বিচার বৈধ: "যদি আমি কখনো বিচার করি, আমি হলাম সেই ব্যক্তি যার বিচার করার অধিকার রয়েছে, আমি সেই ব্যক্তি যে সমস্ত মানব জাতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম, আমি হলাম ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র এবং যার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা আছে, যদি আমি বিচার করি তবে আমার সেই বিচার সত্যি, এই বিচার করবো সন্দেহাতীত ন্যায়পরায়ণতা এবং অসীম ক্ষমতা দ্বারা (রোমীয় ২:২)। যদি আমি বিচার করি তবে আমার বিচারক রায় সত্যি হবে এবং দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন, কিন্তু শেষ বিচারের দিনের সময় এখনও আসে নি, এই জন্য আপনি এবং দোষী সাব্যস্ত হন নি, আপনি এখন মুক্ত, আর এই জন্য আমি এখন কোন মানুষের বিচার করি না।" যা তাঁর

বিচারকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় করেছিল তা এখন আমরা দেখব। তা হল:-

[১] তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং তাঁর কাজে তাঁর পিতার সমর্থন রয়েছে: "আমি একা নই, কারণ আমি তো আছিই আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার সঙ্গে আছেন।" তাঁর পিতার সমর্থনের জন্য তিনি সরাসরি পিতার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি যেমন পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তাঁর পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং সমস্ত ব্যাপারে পরামর্শ করতেন তেমনি করে পিতা তাঁর এই পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে থেকে সেই পরামর্শ দিয়ে কাজ সম্পাদন করেন এবং তা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং কখনোই তাকে ছেড়ে যান নি (যিশাইয় ১১:২)। তিনি যা কিছু করতেন তাতে তার পিতা তাকে পূর্ণ কর্তৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে এবং সব কিছুর নিশ্চয়তার বিধার করার ক্ষমতা দিয়ে সমর্থন করতেন (গীতসংহিতা ৮৯:২১; যিশাইয় ৪২:১)। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কোন কাজ করেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর নিজ নামে এবং পিতার নামে কাজ করতেন এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার দ্বারা করতেন (যোহন ৫:১৭; ১৪:৯,১০)।

[২] তাঁর পিতার কাজের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে: "পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তাদের সাথে গমন করেন যাদের তিনি পাঠিয়ে থাকেন (যাত্রা ৩:১০,১২): "অতএব এখন এসো, আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে প্রেরণ করি; নিশ্চয়ই আমি তোমার সহবর্তী হব।" এখন, যদি খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অর্থাৎ পিতার কাছ থেকে তাঁর কাজ করার জন্য দায়িত্ব ভার পেয়ে থাকেন এবং যদি তাঁর পিতার উপস্থিতি তাঁর সঙ্গে থাকে তাহলে সমস্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য এবং চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে নিশ্চিতভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে তাঁর বিচার সত্য এবং অবাধ। এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই বিচার কার্য থেকে আপিল উত্থাপন করা যাবে না।

(২) একজন সাক্ষী হিসেবে তাঁর দিকে তাকান এবং তাঁর মধ্য দিয়ে অন্য কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। তথাপি তিনি কোন বিচারকের সিংহাসন গ্রহণ করেন নি এবং সেই মত তার সাক্ষী সত্য এবং সর্বোত্তভাবে প্রশংসনীয়, তিনি তা দেখিয়েছেন, পদ ১৭,১৮।

[১] তিনি যিহূদীদের নিয়ম-কানুনের একটি বচন উদ্ধৃত বলেছিলেন, পদ ১৭। "তোমাদের নিয়ম-কানুনের লেখা আছে, দু'জনের সাক্ষ্য সত্যি।" তবে এটি সর্বক্ষেত্রে বা সর্ব সময়ে সত্য হয় না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় মানুষ মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য হাতে হাত মিলায় (১ রাজাবলি ২১:১০)। কিন্তু এটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণ থাকে এবং যদি কোন সন্দেহ বা আপত্তিজনক কিছু প্রকাশ না পায় তাহলে তা সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। এই সম্পর্কে শরীয়তে উল্লেখ আছে (দ্বি.বি. ১৭:৬), কোন মানুষকে হত্যা করতে হলে দুই বা তিন জন সাক্ষীর কথার উপর ভরসা করে তা করতে হবে (দ্বি.বি. ৯:১৫; গণনা ৩৫:৩০)। জীবন রক্ষার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন, আমাদের সঙ্গে রাজদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে যেভাবে কথা হয় (ইব্রীয় ৬:১৮)।

[২] তিনি নিজের সম্পর্কে এই বিষয়টি প্রয়োগ করেছিলেন (পদ ১৮): "আমি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেই, আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য

দেন।" দেখুন, দু'জন সাক্ষী! যদিও মানব জাতির আদালতে দুইজন সাক্ষী আবশ্যক। অপরাধীর বিচারের জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও খাঁটি স্বর্গীয় বিষয় যা কেবলমাত্র স্বর্গীয় সাক্ষীর দ্বারা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে, যদি দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনিবার্য হয় তাহলে অনন্তকালীন পিতা, পিতার অনন্তকালীন পুত্র এবং অনন্তকালীন পবিত্র আত্মার সাক্ষীর মত অন্য কেউ সাক্ষী হতে পারবে না। যদি দুইজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষী দেয়, তাহলে ঐ দুই ব্যক্তি যারা প্রতারণা করতে পারে তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষ্য সাহায্য করবে আদেশ পালনের জন্য (১ যোহন ৫:৭,৯-১১)। এটি কেবলমাত্র প্রমাণ করে যে, পিতা এবং পুত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি (কারণ দুইজন আলাদা সাক্ষীর নিজ নিজ সাক্ষীর কথা বলেছেন), কিন্তু এই দুইজন হলেন এক কেবলমাত্র তাদের সাক্ষ্য এক ছিল না, কিন্তু তাদের মহিমা এবং ক্ষমতা এক ছিল, আর এই কারণে তারা এক ছিলেন। সাধু অষ্টিন এখানে তার শ্রোতাদের *সাবেল্লিয়ানিজম* সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, যা ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তাকে বিভ্রান্তি করে বলে মনে করে থাকে। আর অন্য দিকে *এরিয়ানিজম* যা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে থাকে। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং পিতা পৃথিবীর কাছে সাক্ষীস্বরূপ হয়েছেন, মানুষের সন্তানদের কাছে বিবেক এবং বোধশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, যার সাথে লোকদের মত আচরণ করে থাকেন। আর এই সাক্ষীসমূহ এই পৃথিবীর এখন যারা অবিশ্বাসী রয়েছে তাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে। এটি ছিল জাগতিক ভাবাপন্ন যিহূদী এবং খ্রীষ্টের মধ্যে প্রথম আলাপ আলোচনার অংশ। এই উপসংহারে এসে আমরা বলেছিলাম যে, কীভাবে তাদের জবাব অসংযত এবং তাদের হাতে বন্ধ হয়েছিল।

*প্রথমত*, এই আলোচনা যুক্তিহীন কথা বলে কীভাবে অসংযত আচরণ করেছিল, পদ ১৯। তিনি যা বলেছিলেন যদিও তাতে মানবীয় কৌশল এবং চাতুর্য্য প্রকাশ পায় নি, কিন্তু স্বর্গীয় নিশ্চয়তা ছিল, তবুও তারা তাঁকে জেরা করার জন্য তৎপর ছিল। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে না দেখার ব্যাপারে স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ, তাদের মত অচিকিৎশ্য অন্ধ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। লক্ষ্য করুন:

ক. কীভাবে তারা তুচ্ছ আপত্তি তুলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার চাতুরি করেছিল: "ফরীশীরা তাঁকে বললেন, তোমার পিতা কোথায়?" খ্রীষ্টের কথার তাৎপর্য দ্বারা এবং তাঁর অন্য কথার দ্বারা তারা সহজেই এই কথা বুঝেছিল যে, খ্রীষ্ট এই কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের মত আর কেউ নেই। তবুও তারা তাঁকে সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে করার ভান করল এবং এরপরেও খ্রীষ্ট তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, আর ফরীশীরা তাঁর সাক্ষ্যকে কটাক্ষ করলো এবং তাঁর কথার প্রমাণের জন্য দাবী জানাল: "তোমার পিতা কোথায়?" খ্রীষ্ট যেভাবে কথা বলেছিলেন (পদ ১৫), তারা তা মাংসিকভাবে বিচার করল। খুব সম্ভব এর দ্বারা তাদের মনে খ্রীষ্টের পরিবারের সম্পর্কে একটি নিকৃষ্ট এবং অস্পষ্ট ধারণা জন্মাল: "তোমার পিতা কোথায়, তিনি কি এই রকম একটি বিষয়ের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবেন? যখন তারা খ্রীষ্টের জ্ঞান এবং বুদ্ধি দ্বারা খ্রীষ্টের কথার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হল। তখন তারা খ্রীষ্টের এই কথাকে অন্য দিকে সরিয়ে দিল এবং এই কথা নিয়ে তাঁকে উপহাস করল।

খ. কীভাবে তারা পিতা সম্পর্কে আপত্তি তুলে দোষী সাব্যস্ত করার চালাকি করেছিল। তিনি

তাদের বলেন নি যে, তাঁর পিতা কোথায় আছেন, কিন্তু তাদের স্বেচ্ছাকৃত অবজ্ঞার জন্য তাদের অভিযুক্ত করলেন: "তোমরা আমাকে জানো না এবং আমার পিতাকেও জানো না। তোমাদের কাছে স্বর্গীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই, অন্ধদের কাছে রং সম্পর্কে প্রশ্ন করার মত কোন বোকা লোক আছে কি? হতভাগ্য মানুষ তোমরা! তোমরা এই বিষয়ে কিছুই জানো না।"

(ক) ঈশ্বরের সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য তিনি তাদের অভিযুক্ত করলেন: "তোমরা আমার পিতাকে জানো না।" যিহূদা রাজ্যের সকলেই ঈশ্বরের কথা জানত। তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান ছিল, তারা জানত যে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাদের চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, কারণ খ্রীষ্টের মুখে তারা ঈশ্বরের উজ্জ্বল আলোর প্রভা দেখতে পায় নি। খ্রীষ্টান মণ্ডলীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পিতাকে জানে। তারা তাঁকে পিতা হিসেবে জানে (১ যোহন ২:১৪): "শিশুরা, তোমাদেরকে লিখলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জানো।" কিন্তু যিহূদীদের এই সব নেতারা জানে না, কারণ তারা এইভাবে পিতাকে জানতে চায় নি, তাই তারা পিতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

(খ) তিনি তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রকৃত কারণ উল্লেখ করলেন: "যদি আপনারা আমাকে জানতেন তাহলে আমার পিতাকে জানতেন।" কোন মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ এর প্রকৃত কারণ হল তারা খ্রীষ্টকে জানে না।

[ক] খ্রীষ্টকে জানার মধ্য দিয়ে আমরা পিতাকে জানতে পারি, কারণ পুত্র হল পিতার সাদৃশ্য এবং প্রতিমূর্তি (যোহন ১৪:৯)। *ক্রিসোসটম* এখান থেকে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে এবং পিতার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যকে প্রমাণ করেছেন। আমরা এই কথা বলতে পারি না যে, মানুষকে যে জানে সে স্বর্গদূতকেও জানে", অথবা "যে সৃষ্ট প্রাণীকে জানে সে স্রষ্টাকেও জানে।" কিন্তু যে খ্রীষ্টকে জানে সে ঈশ্বরকে জানে।

[খ] তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য আমাদের তাঁর সামনে হাজির করেন। যদি আমরা খ্রীষ্টকে উত্তমরূপে জেনে থাকি তাহলে পিতাকেও উত্তমরূপে জানতে পারব, যেখানে খ্রীষ্টান ধর্ম তুচ্ছিকৃত হয় এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, সেখানে প্রাকৃতিক ধর্ম খুব সহসা বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং বর্জিত হবে। ঈশ্বরবাদ নাস্তিকদের জন্য পথ তৈরি করে। খ্রীষ্ট সম্পর্কে না জানার ফলে ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের সমস্ত কল্পনা অর্থহীন রূপে গণ্য হয়েছিল।

*দ্বিতীয়ত*, দেখুন কীভাবে তাদের হাত বদ্ধ হয়েছিল, যদিও তাদের মুখ ছিল অবাধ। এই রকম স্বর্গের ক্ষমতা দোজখের সমস্ত হিংসা এবং ক্ষতি করার মনোভাব এবং কাজকে দমন করে। খ্রীষ্ট মন্দিরের ভিতরে শিক্ষা দিতেন, কখনো কখনো এক অংশে আবার কখনো কখনো অন্য অংশে। যখন যেখানে প্রয়োজন হত তখন সেখানে উপস্থিত থেকে শিক্ষা দিতেন। পুরোহিতগণ মন্দিরের মধ্যে মহান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন, তারা মন্দিরকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করত এবং খুব সহজে তারা নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সব কাজ করতো এবং তাদের সঙ্কেতে সৈন্য বাহিনী কাজ করত। হয় তারা তাঁকে গ্রেফতার করতো অথবা হাঙ্গামাকারীদের দলের ক্রোধের কাছে বিপদগ্রস্থ হতে হত এবং তারা তাঁকে সেই শাস্তি দিত যে শাস্তিকে তারা বিদ্রোহীর শাস্তি নামে আখ্যায়িত করত।

অথবা কমপক্ষে তারা তাকে চুপ করিয়ে দিত এবং তার মুখ বন্ধ করে দিতো ঠিক যেমন আমোষের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। রাজা তাঁকে যিহূদা প্রদেশে কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু রাজার উপাসনার জায়গা এবং রাজবাড়ির বিষয়ে কথা বলার অনুমতি দেন নি (আমোষ ৭:১২,১৩)। তথাপি মন্দিরের মধ্যে যেখানে তারা তাঁকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছিল কোন মানুষ তার দিকে হস্তক্ষেপ করে নি কারণ তখনও ঈশ্বরের নির্ধারিত সময় হয় নি এখানে দেখুন:

১) অদৃশ্য শক্তি তাঁর নির্যাতনকারীদের বাধা দিয়েছিল। কোন লোকের তাঁর প্রতি হস্তক্ষেপ করার সাহস হয় নি। সাগরের ঢেউকে যেমন ঈশ্বর তার সীমা নির্ধারণ করেছেন তেমনি মানুষের রাগের সীমাও স্থির করে দিয়েছিন। এই জন্য আসুন আমরা আমাদের কাজের পথে আগত কোন বিপদকে যেন ভয় না করি, কারণ ঈশ্বর শয়তানকে এবং তার সমস্ত কাজকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছেন।

২) এই বাধার কারণ: তাঁর নির্ধারিত সময় তখনও আসে নি। এই ইঙ্গিতটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী থেকে আমাদের প্রস্থানের সময় ঈশ্বরের বিধান এবং পরিকল্পনার উপর স্থির হয়ে আছে। এটি আসবে, এটি আসছে; এখনও না আসলেও এখন খুব কাছে চলে এসেছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের মৃত্যুর জন্য তরান্বিত করলেও তা শীঘ্র ঘটাতে পারবে না। অথবা আমাদের বন্ধুরা আমাদের মৃত্যুকে কোন অবস্থাতে বিলম্বিত করতে পারবে না। পিতার নির্ধারিত সময়, যা প্রত্যেক উত্তম মানুষের জন্য হবে অত্যন্ত আনন্দজনক, যে উপর দিকে তাকাবে এবং আনন্দের সাথে বলবে, "আমার সময় তোমার হাতে।" এটি আমাদের হাতে থাকার চেয়ে উত্তম। তাঁর নির্ধারিত সময় তখনও আসে নি; কারণ তাঁর কাজ তখনও অসমাপ্ত ছিল, তাঁর সাক্ষী প্রদান তখনও শেষ হয় নি।

## যোহন ৮:২১-৩০ পদ

খ্রীষ্ট এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে অসতর্ক অবিশ্বাসী যিহূদীদের চরম পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের এটি প্রতিরোধ করতে হবে, কারণ তিনি ভীতিজনক কথা বলেছেন এবং অনুগ্রহের কথাও বলেছেন। লক্ষ্য করুন:

ক. ক্রুদ্ধভাবে ভীতি প্রদর্শন (পদ ২১): যীশু আবার তাদের কাছে সেই কথা বললেন, যা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। যারা তাঁর শিক্ষা শুনে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল সেই সামান্য কয়েকজন লোকদের কাছে তিনি তাঁর শিক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে অনেক লোক ছিল যারা তাঁর শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃষ্টান্ত তাঁর পরিচর্যাকারীদের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়, যখন তারা পরিচর্যার জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন করেন তখন এই রকম বিরোধিতাকারীরাও তাদের সঙ্গে গমন করে, কিন্তু পরিচর্যাকারীরা তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে খ্রীষ্টের অনুগ্রহে, কারণ অবশিষ্টাংশরা রেহাই পাবে। খ্রীষ্টকে এখানে তাঁর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতে দেখি। তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রস্তাবের বাঁশি বাজালেন, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের প্রস্তাবের বাঁশির সুর শুনে নাচল না। তাই তিনি এবার ক্রোধে প্রকাশ্যে তাদের নিন্দা করলেন এবং তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন, তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন তারা তাদের অন্যায় এবং পাপের জন্য বিলাপ করে এবং মন পরিবর্তন করে। তিনি তাদের বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি।

তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে, কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপের মধ্যে মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না।" খ্রীষ্টের প্রতিটি কথা ছিল ভয়াবহ এবং আত্মিক বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে রয়েছে সমস্ত বিচারের ভয়ানক যন্ত্রণা; এটি যুদ্ধ, মহামারী এবং বন্দীত্বের চেয়ে আরও ভয়াবহ, আরও মন্দ, যা পুরাতন নিয়মের ভাববাদী গণ প্রকাশ্যে লোকদের অভিযুক্ত করেছেন। এখানে চারটি ভীতিকর বিষয় রয়েছে যা খ্রীষ্ট যিহূদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

১. তাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টের প্রস্থান: "আমি চলে যাচ্ছি" – এর অর্থ হল, তিনি বলতে চেয়েছেন, "আমার চলে যাওয়ার সময় আর খুব বাকি নেই। আমাকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য তোমাদের আর কষ্ট এবং পরিশ্রম করতে হবে না, কারণ আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।" তারা খ্রীষ্টকে বলল, 'তুমি আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেও তুমি কোথায় যাবে তা জানার জন্য আমরা আদৌ ইচ্ছুক হব না এবং এ নিয়ে আমাদের কোন আগ্রহ থাকবে না।" খ্রীষ্ট তাদের কথায় তাদেরকে ধরলেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যার কাছ থেকে খ্রীষ্ট চলে যান নিঃসন্দেহে তার জীবন হবে অভিশপ্ত। যখন খ্রীষ্ট চলে যাবেন তখন, মহিমা চলে যাবে এবং আমাদের সাহায্যকারী এবং পক্ষসমর্থনকারীও চলে যাবেন। তাদের ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি বার বার তাঁর চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর চলে যাওয়ার কথা বলতেন এবং তাদের উত্তেজিত করতেন যেন তারা তাঁর সঙ্গে লেগে থাকে।

২. তাদের প্রকৃত খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতা এবং যখন খ্রীষ্ট চলে যাবেন তখন অন্য খ্রীষ্টের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে তাদের জন্য নিষ্ফল এবং বুদ্ধিভ্রষ্টতার কাজ। যা উভয়ই তাদের পাপ এবং তাদের শাস্তি: "তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে" – এই কথাটি এই অর্থ প্রকাশ করে:

(১) তাদের শত্রুতা সত্য খ্রীষ্টের প্রতি: "আমার শিক্ষা এবং আমার শিষ্যদের উপর নির্যাতনের দ্বারা আমার সমস্ত স্বার্থকে তোমরা ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে, তাদের সমূলে উপরে ফেলতে নিষ্ফল পরিকল্পনা করবে।" এটি তাদের অবিরত যন্ত্রণা এবং কষ্ট দিচ্ছিল যা তাদের সংশোধনের অসাধ্য দুষ্ট স্বভাবে পরিণত করেছিল এবং তাদের নিজের উপর তারা ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ বয়ে এনেছিল।

(২) অথবা তারা ভ্রান্ত খ্রীষ্টের অনুসন্ধান করবে: "তোমরা অবিরতভাবে খ্রীষ্টের খোঁজ করে যাবে এবং খ্রীষ্টের প্রত্যাশা করে যাবে। যেখানে খ্রীষ্ট স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন, সেখানে তোমরা খ্রীষ্টের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে।" সদোম নিবাসীদের মত ঈশ্বর যাদের অন্ধতায় আঘাত করেছিলেন ফলে তারা দরজা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল (রোমীয় ৯:৩১,৩২)।

৩. তাদের চূড়ান্ত অনুতাপহীনতা: "কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপের মধ্যে মরবে।" সমস্ত ইংরেজি অনুবাদ এখানে ভুল অনুবাদ করা হয়েছে, কারণ সমস্ত গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে এটি একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, তোমার পাপের মধ্যে। একই রকমভাবে সমস্ত ল্যাটিন অনুবাদে এক বচনে উল্লেখ রয়েছে। আর ক্যালভিন এটি এবং চব্বিশ পদের পার্থক্যের উপর টিকা লিখেছেন, যেখানে এটি বহু বচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অবিশ্বাসীদের পাপের

বিশেষ অর্থ বুঝানো হয়েছে, - তোমাদের পাপের মধ্যে। লক্ষ্য করুন, যারা বিশ্বাসহীনতার মধ্যে চিরকাল বসবাস করবে তারা বিশ্বাসহীনতার মধ্যেই মারা যাবে। অথবা অধিকাংশ লোক হয়তো এটি বুঝতে পারে, আপনি আপনার অপরাধে মরবেন। "কিন্তু সেই দুষ্ট লোককে তুমি সাবধান করার পরেও যদি সে তার দুষ্টতা থেকে কিংবা তার খারাপ পথ থেকে না ফেরে তবে তার পাপের জন্য সে মরবে, কিন্তু তুমি নিজে রক্ষা পাবে" (যিহিস্কেল ৩:১৯; ৩৩:৯)। যারা দীর্ঘদিন পাপের মধ্যে জীবন-যাপন করছে তারা যদি সময়মত পাপের জন্য অনুতাপ করে তাহলে সে অনুগ্রহের মাধ্যমে পাপের মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। যারা পরীক্ষাপূর্ণ এই পৃথিবী থেকে অমার্জনীয় পাপের অপরাধের শাস্তি মাথায় নিয়ে এবং অলঙ্ঘিত পাপের ক্ষমতা নিয়ে চলে গেছে তাদের জন্য পরিত্রাণের আর কোন সুযোগ থাকে না। "দুষ্টরা কিন্তু উদ্ধারের আশায় মিথ্যাই তাকাবে, তারা কোন আশ্রয় পাবে না, শেষ নিশ্বাসই হবে তাদের আশা" (ইয়োব ১১:২০; ইহি ৩২:২৭)।

৪. খ্রীষ্ট এবং তাঁর মধ্যেকার সমস্ত সুখ থেকে তাদের অনন্তকালীন বিচ্ছেদ: "আমি যেখানে আছি আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না।" যখন খ্রীষ্ট এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন তিনি পবিত্র সুখের স্থানে প্রবেশ করবেন। তিনি স্বর্গে যাবেন। যেখানে তিনি তাঁর সঙ্গে অনুতাপকারী দস্যুকে নিয়ে যাবেন যে তার পাপে মারা যায় নি। কেবলমাত্র পাপের অনুতাপ না করার জন্য খ্রীষ্টের সঙ্গে যেতে পারবে না তা নয়, কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে যেতে সমর্থ। এটি ন্যাসঙ্গতভাবেই অসম্ভব। কারণ এই স্বর্গে যারা অশুচিভাবে মারা গেছে তারা স্বর্গে নয় এবং এরা স্বর্গের জন্য অনুপযুক্ত। তুমি আসার জন্য অসমর্থ, কারণ যিরূশালেমে প্রবেশ করার তোমার কোন অধিকার নেই (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪)। ড. হুইটবাই এইভাবে উল্লেখ করেছেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য তোমরা অসমর্থ।" একইভাবে এটি প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য খুবই আনন্দের সংবাদ যে, যখন তারা স্বর্গে যাবেন তখন তারা তাদের সমস্ত শত্রুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন। তারা এই কথাকে কৌতুকজনক বলে মনে করেছিল এবং তারা একে অপরের সাথে এই নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল। তারা ঈশ্বরের প্রেরিত সংবাদদাতাকে বিদ্রুপ করেছিল, তারা সদাপ্রভুর অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাকে প্রবাদ বাক্যে পরিণত করেছিল এবং নীতিবাক্যের উপরে নীতিবাক্য দিয়ে পঙ্গতির পর পঙতি সাজিয়ে তারা তাদের বিদ্রুপাত্মক গান রচনা করল (যিশাইয় ২৮:১৩)। "কিন্তু তোমরা উপহাসকারী হবে না, পাছে তোমাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলা হয়।"

খ. তারা খ্রীষ্টের কথার অর্থকে কি মন্দভাবেই না চিন্তা করেছিল! যেমন তারা ভেবেছিল, তিনি অসম্মানজনক কোন কাজকে এড়িয়ে যাবার জন্য নিজের জীবনের উপর অমানুষিক কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন, রাজা শৌলের মত। প্রকৃতপক্ষে (তারা বলেছিল) আমরা যে কোন স্থানে তাঁকে অনুসরণ করে যেতে পারি না, কারণ আমরা আমাদের নিজেদেরকে হত্যা করতে পারি না। এইভাবে তারা যে কেবল তাঁকে তাদেরই একজনের মত মনে করেছিল তাই নয় কিন্তু তারা তাঁকে অত্যন্ত খারাপ মানুষ হিসেবে গণ্য করেছিল। তথাপি রোমীয় শাসকদের অত্যাচার এবং নিপীড়নের ফলে যখন ভীষণ দুঃখে এবং কষ্টে পতিত হয় তখন অনেক যিহূদীরা নিরাশ এবং হতাশগ্রস্থ হওয়ার কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিত। খ্রীষ্টের এই কথায় নিজেদের উপযোগী ব্যাখ্যা তারা তৈরি

করেছিল, (অধ্যায় ৭:৩৪,৩৫): "এই লোকটা কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে ত্যাগ করে পাব না, অযিহূদীদের মধ্যে যে যিহূদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, সে কি সেখানে গিয়ে অযিহূদীদের শিক্ষা দেবে?" খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ কীভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা দেখুন।

গ. তিনি যা বলেছিলেন তা নিশ্চিতকরণ।

১. তিনি বলেছেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না।" এখানে তিনি এর কারণ দেখিয়েছেন (পদ ২৩): "আমি উপর থেকে এসেছি, আর তোমরা নিচ থেকে এসেছ। তোমরা এই পৃথিবীর, কিন্তু আমি এই পৃথিবীর নই। তোমরা *Ek ton kato* – তোমাদের সব কিছুই এবং তোমরা নিজেরাও এই পৃথিবীর।" নিচের এই পৃথিবীর নীচ বিষয়ের প্রতি তাদের আসক্তি এত বেশি যে সেই নীচ পৃথিবী থেকে তারা খুব বেশি উপরে উঠতে পারে নি: "তোমরা পৃথিবীর এই সব মন্দ বিষয়ের মধ্যে রয়েছ এবং পৃথিবী তোমাদেরকে তার নিজের অধিকারভুক্ত করেছে। যেখানে তোমাদের আত্মা এবং তোমাদের জীবন আমার সাথে এত সুস্পষ্ট অমিল এবং প্রতিকূল, এই অবস্থায় তোমরা কীভাবে আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আসতে পার?" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) প্রভু যীশুর আত্মা এই পৃথিবীর নয়, কিন্তু তা স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত। তিনি সম্পূর্ণরূপে এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, দেহের বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং মানুষ তাঁর প্রশংসা করেছিল এবং তাঁকে সম্পূর্ণ পবিত্রভাবে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে না কিন্তু যারা স্বর্গীয়ভাবে জন্ম নিয়েছে এবং যাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে কেবল তারাই পরবর্তী সময় তাঁর সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারবে।

(২) এই বিষয়ে তাদের আত্মা কত বিপরীত ছিল: "তোমরা নিচ থেকে এসেছ এবং তোমরা এই পৃথিবীর।" ফরীশীরা ছিল পার্থিব এবং মাংসিক আত্মার মানুষ। খ্রীষ্ট তাদের সঙ্গে কি আলাপ করতে পারেন?

২. তিনি বলেছিলেন: "তোমরা তোমাদেরর পাপের মধ্যে মরবে।" তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, "আমি বলছি, তোমরা তোমাদের পাপের মধ্যে মরবে, কারণ তোমরা নিচ থেকে এসেছ।" তিনি এর আরও কারণ উল্লেখ করেছেন, "যদি তোমরা বিশ্বাস না কর যে, আমিই সেই, তবে তোমাদের পাপের মধ্যেই তোমরা মরবে (পদ ২৪)। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) বিশ্বাস করার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন: "আমিই সে, যে ঈশ্বরের নামের আর এক জন" (যাত্রা ৩:১৪)। ঈশ্বরের পুত্র সেখানে এই কথা বলেছিলেন, *Ehejeh asher Ehejeh – যিনি আমি আছি, তিনিই আমি*। ইস্রায়েলের মুক্তির জন্য একজন মানুষকে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, "আমিই সেই, আমিই তিনি যার আসার কথা ছিল, আমিই সেই খ্রীষ্ট যার প্রত্যাশা তোমরা এতদিন ধরে করে এসেছ। আমিই সে, যাকে তোমাদের পরিত্রাণের জন্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমি কেবল খ্রীষ্ট নামে আখ্যায়িত হতে চাই না, কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই যে, আমিই সে।" প্রকৃত বিশ্বাস বাক্যের নিষ্ফল শব্দের দ্বারা নিবেদন করে না। কিন্তু এটি খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার শিক্ষা দ্বারা কার্যকারী হয়, খাঁটি জিনিসের যথাযথ কার্যকারিতার মত।

(২) আমাদের এটি বিশ্বাস করা কত প্রয়োজন। যদি এর উপর আমাদের কোন বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমরা আমাদের পাপের মধ্যে মরব। এই বিষয়ে বিশ্বাস না করার ফলে আমাদের পাপের মধ্যে আমাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে থাকবে।

[১] আমাদের জীবিত কালের পাপের ক্ষমতা আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, এই জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে হবে। খ্রীষ্টের শিক্ষার অনুগ্রহ ছাড়া কোন কিছু যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে না। খ্রীষ্টের অনুগ্রহের আত্মা ছাড়া ক্ষমতাশালী এমন আর কিছুই নেই যা আমাদের ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করতে পারে। আর যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে কেবলমাত্র তারাই তাঁর আত্মার এবং তাঁর শিক্ষার সুফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই জন্য শয়তানের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের খ্রীষ্টের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে কারণ খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা শয়তানের অধীনতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারব না। যদি আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই জন্য সাহায্য গ্রহণ না করি তাহলে শয়তান আমাদের পাপের মধ্যে নিয়ে যাবে আর আমরা আমাদের পাপের মধ্যে মারা যাব।

[২] বিশ্বাস ছাড়া আমরা পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি না। যারা বিশ্বাস করবে না তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসবে (মার্ক ১৬:১৬): "কিন্তু যে বিশ্বাস না করে ঈশ্বর তাকে দোষী বলে শাস্তি দেবেন।" অবিশ্বাস হল নরকে প্রেরণযোগ্য পাপ। এই পাপ প্রতিকারের অযোগ্য। এটি সুসমাচারের মহার প্রতিজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত দেয়: যদি আমরা এই কথা বিশ্বাস করি যে, *তিনিই সেই খ্রীষ্ট* এবং এই অনুযায়ী তাঁকে গ্রহণ করি তাহলে আমরা পাপের মধ্যে মারা যাব না। ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে সবার জন্য, যেমন খ্রীষ্ট বলেছেন (পদ ২১): "তোমরা তোমাদের পাপের মধ্যে মরবে।" কারণ ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই পাপী, সবাই দোষী। বিশ্বাসের স্বার্থের বাধ্যবাধকতার উপর অনুগ্রহ নির্ভর করে। সুসমাচারের অনুগ্রহ নিয়ম-কানুনের সমস্ত অভিশাপকে দূর করে দিয়েছে এবং বাতিল করেছে। বিশ্বাসীগণ মারা যাবেন তাঁর মহিমার মধ্যে, তাঁর ভালবাসার মধ্যে, তাঁর হাতের মধ্যে, আর তাই বিশ্বাসীগণ তাদের নিজেদের পাপের মধ্যে মরবেন না। তারা নিজেদের পাপের মধ্যে মারা যাওয়া থেকে রক্ষা পাবেন।

ঘ. এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হয়েছে। পরিত্রাণের শর্ত অনুযায়ী খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা আবশ্যক, পদ ২৫-২৯। লক্ষ্য করুন:

১. যিহূদীরা যে প্রশ্ন তাঁকে করেছিল (পদ ২৫): এতে নেতারা যীশুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?" তারা বিদ্রুপাত্মকভাবে প্রশ্ন করেছিল, তাঁর কাছ থেকে জানার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। তিনি বলেছিলেন আপনাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আমিই সেই খ্রীষ্ট। তিনি কে এটি সুস্পষ্টভাবে বলার মাধ্যমে নয়, তিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি এমন একজন মানুষ যার ব্যক্তিত্ব কোন কিছু দিয়ে বর্ণনা করা যায় না এবং তাঁর কাজ এমনই যে, যেসব ইস্রায়েলের প্রত্যেকে তাদের প্রত্যাশিত পরিত্রাণ খুব সহজে খুঁজে পেতে পারে। তিনি যে কথা বলেছিলেন তাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত ছিল, কিন্তু তারা এই বিষয়ে তাঁর বিদ্রুপ করেছিল। তারা বিদ্রুপ করে বলেছিল, "তুমি কে? তুমি কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে, তুমিই সেই খ্রীষ্ট, যার উপর সন্দেহমুক্তভাবে বিশ্বাস করতে পারি? আমরা যদি না জানি তুমি কে এবং তুমি সেই যোগ্যতা সম্পন্ন স্বর্গীয় ব্যক্তি কি না, তাহলে

আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব?"

২. তিনি তাদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তিনি তাদের তথ্যের জন্য তিনটি পথ দেখালেন:

(১) তিনি তাদের যা বলেছিলেন তা তিনি আগে থেকে বলে আসছিলেন: "তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো, আমি কে? প্রথম থেকেই আমি আমার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞাত করে এসেছি।" এটি অনেকে এভাবে পাঠ করে থাকে: "আমিই প্রথম, যা আমি তোমাদের কাছে বলেছিলাম।" অস্টিন এটি এভাবে গ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে *তিনিই প্রথম* (কলসীয় ১:১৮, প্রকাশিত বাক্য ১:৮; ২১:৬; ৩:১৪) তাই এটি পদ ২৪ এর সাথে মিল আছে, *আমিই তিনি*। "আমি সদাপ্রভু আদি এবং সেই আমি শেষকালীন লোকদের সহবর্তী" (যিশাইয় ৪১:৪)। যারা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিল তিনি তাদের বলতে চেয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৮): "আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।"

[১] পুরাতন নিয়মের আরম্ভের সময় থেকে আমি আপনাদের এই কথা বলে আসছি। এই একই বিষয় আরম্ভ থেকে বলা হয়েছে যে, নারীর গর্ভে এমন একজন জন্মগ্রহণ করবে যিনি অন্যায়ের মাথা ভেঙ্গে দেবেন এবং সর্ব যুগের মণ্ডলীর নিয়মের মধ্যস্থতাকারী এবং পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু।

[২] জনসম্মুখে আমার প্রচারের আরম্ভ থেকে। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনিই হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ৫:১৭): "আমার পিতা সব সময় কাজ করেছেন এবং আমিও করছি।" তাছাড়া তিনি নিজে নিজেকে খ্রীষ্ট বলেছেন (যোহন ৪:২৬): "আমিই তিনি, যিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।" তিনি নিজেকে অতি আবশ্যক ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে জগতের মানুষ পাপের থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে সক্ষম। এর মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের করা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট প্রথম থেকেই ঈশ্বরের সাথে ছিলেন, তিনি প্রথম থেকে যা বলেছেন এখনও তাই বলছেন। তিনি হলেন অনন্তকালীন সুসমাচার।

(২) তিনি তাদেরকে পিতার বিচারের কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি পিতার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন (পদ ২৬): "তোমাদের সম্বন্ধে বলবার আর বিচার করে দেখবার আমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে কোন মিথ্যে নেই, আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তাই মানুষকে বলি। আমি খুব ভাল করে জানি যে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য এবং আমার দ্বারা তিনি কাজ করছেন এবং আমাকে তাঁর কাজে পাঠিয়েছেন। কারণ আমি এই পৃথিবীর কাছে সেই সব বিষয় বলেছি, সব কিছু এবং কেবলমাত্র সেই সব বিষয় যা আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, রাজদূত হিসাবে যা বলার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।" এখানে আমরা দেখি:

[১] তিনি তাঁর প্রতি তাদের নিন্দাকে দমন করলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ উত্থাপন করে অভিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু এই সময়ের জন্য তিনি যথেষ্ট কথা বললেন। লক্ষ্য করুন, যে পাপ আমরা করে থাকি তা প্রকাশ পাবে, খ্রীষ্ট মানুষের দিল অনুসন্ধান করে থাকেন। ঈশ্বর আমাদের অন্তর থেকে

মহান এবং তিনি সব কিছুই জানেন (১ যোহন ৩:২০)। আসুন, আমরা এখন থেকে ভাল কাজ করি। আমরা ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব বেশি কথা না বলি, কারণ আমরা আমাদের পরবর্তী আস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এমন কি মানুষের মন্দতার বিরুদ্ধেও যেন কিছু না বলি। আমাদের অনেক কিছুই বলার আছে, নিন্দা করার পথ আমাদের পরিহার করতে হবে, এটি উত্তম হবে যদি আমরা নিন্দাসূচক কথা বলা থেকে বিরত থাকি, কারণ এটি আমাদের কি শুভ ফল বয়ে আনবে?

[২] তিনি তাদের কাছে পিতা সম্পর্কে এই কথা বলেছেন, তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে যা তার জন্য সুসমাচার ছিল:

*প্রথমত*, তিনি তাঁর পিতার প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সব কিছু তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন: আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তার সব কিছুই আমি পৃথিবীর মানুষের কাছে বলেছি (কারণ তাঁর কথা সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচার করা কর্তব্য)। তিনি মানুষকে এই সাক্ষী দিয়েছিলেন, তিনি আমেন (যিশাইয় ৫৫:৪): "দেখ, আমি তাঁকে জাতিদের কাছে একজন সাক্ষী, একজন নেতা এবং তাদের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছি।" একজন বিশ্বাস সাক্ষী (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪): "যিনি আমেন, যিনি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির মূল।" তিনি তাঁর শিক্ষা গোপন করে রাখেন নি, কিন্তু তা জগতের মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন (সাধারণ মানুষের সংশ্রবে আনার জন্য এবং জানার জন্য)। তিনি তাঁর শিক্ষার কোন পরিবর্তন করেন নি।

*দ্বিতীয়ত*, পিতা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বাস ছিলেন। তিনি তাঁর মুখকে ধারালো তরবারি করেছেন। তার এই জগতের আগমনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। যা ছিল একটি আদেশ (গীতসংহিতা ২:৭): " সদাপ্রভু যা স্থির করেছেন, আমি তা ঘোষণা করব।" যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ মিশ্রিত সতর্কবাণী উচ্চারিত হবে। যদিও তিনি তাঁর পিতার কাছে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন নি, কিন্তু পিতা যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে দোষী বলে গণ্য করবেন এবং তিনি যা বলেছেন তাদের প্রতি তাই ঘটাবেন (দ্বি.বি. ১৮:১৯); "সেই ভাববাদী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।" খ্রীষ্ট তাদের অভিযুক্ত করেন নি। "কারণ", তিনি বললেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে মিথ্যা নেই, তিনিই তাদের বিচার করবেন, যদিও আমি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী করে নি। এইভাবে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা লোকদের তাঁর পিতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন যেন পিতা শেষ বিচারের দিনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেন। তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য আগ্রহী না হওয়ার কারণ নিয়ে তর্ক করার আর কোন সময় থাকবে না যখন পিতা তাদের শেষ বিচারে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করবেন। "আমি যেন বধির হয়ে গেছি, কিছুই শুনিনা, যেন বোবা হয়ে গেছি, কিছুই বলি না" (গীতসংহিতা ৩৮:১৩)। "হে সদাপ্রভু আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি, হে ঈশ্বর আমার মনিব আমার জবাব তুমিই দেবে" (গীতসংহিতা ৩৮:১৫)। আমাদের পরিত্রাণকর্তার আলোচনার এই অংশে সুসমাচারের লেখক একটি দুঃখজনক এবং হতাশজনক বিষয় মন্তব্য করেছেন (পদ ২৭): "তারা বুঝলেন না যীশু পিতার বিষয়েই তাদের কাছে বলেছিলেন।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১) যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে না শয়তানের শক্তি তাদের মনকে অন্ধকারে রাখে। খ্রীষ্ট যদিও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি হলেন তাঁর স্বর্গীয় পিতা। তবুও তাঁরা বুঝতে পারে নি যে, তিনি পিতা বলতে কাকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু তারা মনে করেছিল গালীলে তিনি তাঁর কোন বাবার কথা বলছেন। যারা তাদের কুসংস্কারকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল তাদের কাছে খ্রীষ্টের এই সহজ সরল কথাগুলো হেঁয়ালি এবং উপমার মত মনে হয়েছিল, একজন অন্ধের কাছে রাত এবং দিন যে রকম তাদের কাছেও বিষয়টি সেই রকম ছিল।

২) এই সতর্কীকরণের কথা কেন পাপীদের অন্তরে খুব হালকা প্রভাব রেখেছিল তার কারণ; কারণ তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, কার ক্রোধ তাদের উপর প্রকাশিত হবে। যখন খ্রীষ্ট যিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন সেই সত্যের কথা বলেছিলেন এবং সত্য অনুযায়ী বিচারের কথা বলেছিলেন তখন তারা এই সতর্কবাণী অবজ্ঞা করেছিলেন এবং উপহাস করেছিলেন। কারণ কার বিষয়ে অধীনে তারা নীত হবে তা তারা বুঝতে পারি নি।

(৩) তিনি তাদের দণ্ডাজ্ঞা ভবিষ্যতের কাছে অর্পণ করলেন। পদ ২৮,২৯। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে চিনতে পারে নি এই জন্য পরবর্তী সময়ে আরও প্রমাণ তিনি তাদের সামনে উপস্থিত না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর বিচার কাজ স্থগিত রাখলেন। তারা এটি দেখেও দেখবে না (যিশাইয় ২৬:১১): "হে সদাপ্রভু তোমার হাত তুমি উঁচুতে উঠিয়েছ, কিন্তু তারা তা দেখেও না।" আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

[১] পরবর্তী সময় যে বিষয় সম্পর্কে তারা সন্দেহ মুক্ত হবে: "যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উপরে উঁচুতে তুলবে তখন বুঝতে পারবে যে, আমিই সে, আমিই সেই সত্য খ্রীষ্ট। হয় এটি তোমরা মানুষের সামনে স্বীকার করবে অথবা অস্বীকার করবে। কোন বিষয়টি তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবে তা তোমাদের বিবেক বলে দেবে। যদি তোমরা সত্য জেনেও তা গোপন রাখ তাহলে জেনে রাখ, তোমরা ব্যর্থ হবে। তোমাদের বিবেক তোমাদেরকে এই কথা বলবে যে, "আমিই সেই"। তাই তোমরা যদি আমাকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার না কর, তাহলে তোমাদের বিবেক তোমাদেরকে দোষী করবে। মনে রাখবে, ঈশ্বর এই সমস্ত ধরে তোমাদেরকে বিচারে আনবেন।" যে উদ্দেশ্যে দু'টি বিষয়ে তারা সন্দেহমুক্ত হবে:

*প্রথমত*, তিনি নিজে থেকে কোন কিছুই করেন না, একজন মানুষের মত এবং একাকী কিছুই করেন না। তিনি পিতা ছাড়া কোন কিছুই করেন না। তিনি পিতার সঙ্গে সব কিছুই একসঙ্গে করেন। তিনি এর দ্বারা তাঁর জন্মগত দুর্নাম দূর করতে চান নি কিন্তু একজন ভণ্ড ভাববাদী হিসাবে দুর্নামকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। কারণ ভণ্ড ভাববাদীরা মানুষের অন্তরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং তারা নিজের আত্মার এবং নিজের ক্ষমতার দ্বারা কাজ করে।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর পিতা তাঁকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি ঠিক সেইভাবেই কথা বলেন। তিনি স্বশিক্ষিত নন, কিন্তু ঈশ্বরের শিক্ষাপ্রাপ্ত। যে শিক্ষা তিনি লোকদের দিচ্ছিলেন তা ছিল হুবহু ঈশ্বরের শিক্ষা, যে শিক্ষার সাথে তিনি অতি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন; যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আমি কেবলমাত্র সেই শিক্ষাই দেই না কিন্তু হুবহু তাঁর কথাই

আমি শিক্ষা দেই এবং তাঁর মত একই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে শিক্ষা দেই।

[২] কখন তারা এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারবে: "মোশি ভাববাদী মরুভূমিতে সেই পিতলের সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি করে যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলবে তখন বুঝতে পারবে যে, আমিই সেই" (যোহন ৩:১৪)। নিয়ম-কানুনের অধীনে উৎসর্গসমূহ যা তারা বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, এর মধ্যে রয়েছে পোড়ানো উৎসর্গ, ঢালন উৎসর্গ, দোলন উৎসর্গ, দোষ উৎসর্গ, ধূপ উৎসর্গ, পাপের উৎসর্গ, প্রথমে তোলা শস্য উৎসর্গ, শস্য উৎসর্গ ইত্যাদি। এই সব কিছুই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করত। কিন্তু আমাদের সদাপ্রভু, আমাদের পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর নিজেকে উৎসর্গ দিয়ে সমস্ত উৎসর্গের কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি টেনেছেন। তিনি ক্রুশের উপর সব উৎসর্গকে শেষ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথবা খ্রীষ্টের এই কথা এই ইঙ্গিত করে যে, তাঁর মৃত্যু হবে তাঁর মহিমান্বিত আস্থা। তারা খ্রীষ্টকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে ভেবেছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আরও উন্নত এবং মহিমান্বিত হয়েছে (যোহন ১২:২৪)। যখন মনুষ্যপুত্র ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন তখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণকে বলা হয়েছে তাঁর প্রস্থান করা। এখানে তিনি মৃত্যুকে বলেছেন উঁচুতে *তোলা*। এইভাবে পবিত্রগণের মৃত্যুতে তারা পৃথিবী থেকে প্রস্থান করবে এবং সমস্ত কাজের উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ লাভ করবে যখন তারা পিতা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হবেন। লক্ষ্য করুন, তিনি তাদের সাথে এই কথা বলেছিলেন যে, তিনি এখন তাদের কাছে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হবে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করবেন: "যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলবে।" যারা তাঁকে উঁচুতে তুলবে তারা পুরোহিত নন, পুরোহিতেরা তাঁকে উৎসর্গ দেবেন না। এটি খ্রীষ্টের নিজের উৎসর্গ, তিনি নিজেকেই উঁচুতে তুলবেন। কিন্তু তারা হবে তাঁর বিশ্বাসঘাতক এবং হত্যাকারী (প্রেরিত ২:২৩)। তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশের উপর তুলেছিল। কিন্তু তিনি তখন নিজেকেই পিতা ঈশ্বরের কাছে তুলেছিলেন। কারা তাঁকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবে তা তিনি নিশ্চিতভাবে জেনেও কীভাবে তিনি তাদের সঙ্গে অতি কোমল এবং মৃদুতা সহকারে কথা বলেছেন তা লক্ষ্য করুন। তিনি আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, যদি আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পাই এবং নিশ্চিতভাবে জেনে থাকি যে, কে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তাহলে আমরা যেন তাকে ঘৃণা না করি এবং তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কিছু করার পদক্ষেপ গ্রহণ না করি। যিহূদীরা তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতার কথা তুলে তীব্রভাবে দোষারোপ করে তাঁকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণের যে পরিকল্পনা করেছিলেন, খ্রীষ্ট এখন সেই মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলছেন। "যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলবে তখন বুঝতে পারবে যে, আমিই সেই খ্রীষ্ট। তখন তোমাদের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।" কেন নির্দিষ্টভাবে সেই বিষয়টির কথাই বলা হয়েছে? কারণ:

*প্রথমত*, লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণে অধিকাংশ সময় উদাসীন এবং চিন্তাহীন থাকত (লূক ১৭:২২)।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের পাপের দোষে খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ তাদের চেতনাকে এমনভাবে জাগরিত করবে যে, তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিত্রাণকর্তার খোঁজ করবে এবং তখন তারা

সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে যে, খ্রীষ্ট হলেন সেই ব্যক্তি যিনি একা তাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর এটি এভাবে প্রমাণিত হবে, যাদের দুষ্ট হাত খ্রীষ্টকে ক্রুশে দিয়েছিল এবং যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল তারা যখন চিৎকার করে বলবে, "আমরা কি করবো?" আর যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তিনিই খ্রীষ্ট, তিনিই প্রভু (প্রেরিত ২:৩৬): "এই জন্য সমস্ত ইস্রায়েল জাতি এই কথা নিশ্চিতভাবে জানুক যে, যাকে আপনারা ক্রুশের উপর হত্যা করেছিলেন ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু এবং খ্রীষ্ট এই দুই পদে নিযুক্ত করেছেন।"

*তৃতীয়ত*, তাঁর মৃত্যুর সময় এবং তাঁর কবর থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠার সময় যে সমস্ত চিহ্ন দেখা যাবে এবং যে সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে তার দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হবে যে, তিনিই হলেন খ্রীষ্ট, এর জন্য আর অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আর ইতোপূর্বে যে সমস্ত জনগণ তাঁর বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল এই সব ঘটনার দ্বারা তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে খ্রীষ্ট হলেন সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট।

*চতুর্থত*, খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে ঢেলে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, জগতের লোকেরা চেতনা প্রাপ্ত হয়েছিল যে, যীশুই হলেন তিনি (যোহন ১৬:৭,৮) ।

*পঞ্চমত*, খ্রীষ্টকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণের দ্বারা এবং তাদের জীবন অপরাধে পূর্ণ হওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে তারা বুঝতে পারবে যে, যীশুই তিনি। তিনি প্রায়ই তাদের অজেয় বিশ্বাসের ন্যায্য শাস্তির ভয়ানক কষ্ট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং যখন এটি ঘটবে তখন তাদের আর করার কিছুই থাকবে না কিন্তু তারা বুঝতে পারবে যে, একজন মহান ভাববাদী তাদের মধ্যে ছিলেন (যিহিস্কেল ৩৩:৩৩) । "যখন এই সব সত্যিই ঘটবে, আর তা নিশ্চয়ই ঘটবে, তখন তারা জানবে যে, তাদের মধ্যে একজন ভাববাদী ছিল।"

[৩] ঐ সময় কে তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছিল (পদ ২৯): "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময় সেই কাজই করি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে এক মহার দায়িত্ব ভার অর্পণ করে পাঠিয়েছেন। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি আমার সঙ্গে থেকে আমাকে সাহায্য করছেন, তিনি হলেন সমস্ত অনুগ্রহ, সমস্ত ক্ষমতা এবং ভালবাসার উৎস।" এখানে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, পিতা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন এই বিষয়ে তাঁর নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি নিশ্চিত যে, স্বর্গীয় ক্ষমতা তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে তাঁকে সমর্থন যুগিয়ে চলছে এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ তাঁকে এই কাজে লেগে থাকার জন্য খ্রীষ্টকে অবিরত উৎসাহিত করছে। "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন" (যিশাইয় ৪২:১; গীতসংহিতা ৮৯:২১)। "আমার কুদরতীর হাত তাঁর সঙ্গে থাকবে।" এই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে এবং যে বাক্য তাঁর মধ্যে আছে এবং যে জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে তাঁর উপর নির্ভর করার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে আছেন যেন তাঁর পরিচর্যাকারীর কথা সফল হয় (যিশাইয় ৪৪:২৬): "কিন্তু আমি আমার দাসের কথা সফল হতে দেই, আর আমার দূতদের কথা বলা পূর্ণ করি। রাজার রাজা তাঁর নিজ রাজদূতের সংগে থেকে তাঁর বিশেষ কাজকে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর কাজ পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করেছেন। তাঁর একাকী কিংবা তাঁর দুর্বলতার সময় তিনি তাঁকে একা ফেলে চলে যান নি। খ্রীষ্টের কাজকে প্রতিহত করা হল অত্যন্ত দৃষ্টান্তপূর্ণ কাজ এবং তাঁকে ও তাঁর কাজকে থামাবার জন্য এবং বন্ধ করার জন্য তাদের সর্বাত্মক তৎপরতার জন্য তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল, কারণ এর ফলে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। কি সহজেই তারা খ্রীষ্টকে দমন করতে এবং তাঁকে মাটিতে মিশিয়ে দেবার কথা ভাবছিল। তাদের জানা প্রয়োজন তাঁর পেছনে এমন একজন তাঁকে সাহায্য দিয়ে আসছেন তিনি তাদের এই মহা পাগলামী নিমিষেই দমন করতে পারেন।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর নিশ্চয়তার ভিত্তি: কারণ যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আমি সব সময় সেই কাজই করি। এর অর্থ হল:

১) যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে পিতা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তিনি পিতার দেওয়া সেই দায়িত্ব বিরামহীনভাবে পালন করে যাচ্ছিলেন, আর এই কারণে পিতা তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর সমস্ত কাজকে বলা হয় ঈশ্বরের মনোনীত কাজ (যিশাইয় ৫৩:১০)। কারণ এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় পরিকল্পনা এবং স্বর্গীয় পরামর্শ করা হয়েছিল এবং এই কাজে ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিল।

২) তাঁর এই কার্য পরিচালনায় তাঁর পিতার কোন অসন্তোষ ছিল না। যথা সময়ে তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করেছিলেন এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য পিতার দেয়া সব নির্দেশ পালন করেছিলেন এবং পিতার নির্দেশের বাইরে কিছু করেন নি। কোন মানুষ সমস্যাগ্রস্থ হলে এমনভাবে কথা বলতে পারেন নি (কারণ অনেক বিষয় রয়েছে যার জন্য আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করি) কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভু যীশু কখনোই তাঁর পিতার কোন আদেশে অসন্তোষ্ট প্রকাশ করে নি। কিন্তু সমস্ত ধার্মিকতার কাজ পূর্ণ করার জন্য তিনি উপযুক্ত ছিলেন এবং তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন। উৎসর্গের বৈধতা এবং মূল্যের জন্য নিজ জীবনকেই উৎসর্গের জন্য তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। কারণ যদি পিতার তাঁর কোন কথায় কিংবা কাজে অসন্তুষ্ট হতেন এবং যদি উত্তর দেবার ক্ষেতেও কোন পাপ থাকত তাহলে পিতা সন্তুষ্ট মনে তাঁকে আমাদের পাপ কাফফরার জন্য সমর্পণ করতে না। কিন্তু এমন একজন পুরোহিত এবং এমন এক উৎসর্গ আমাদের জন্য প্রদান করা হয়েছিল যা ছিল সম্পূর্ণ খাঁটি এবং নিখুঁত। অধিকন্তু আমরা এখান থেকে শিখতে পারি যে, যখন ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা ঈশ্বরের প্রতি সন্তোষ জন্মায় এমন কোন কাজ বেছে নেয় এবং তাঁর সন্তোষজনক কাজ করে তখন তারা এই প্রত্যাশা করতে পারে যে, পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতি তাদের সঙ্গে আছে (যিশাইয় ৬৬:৪,৫)।

৬. খ্রীষ্টের আলোচনা যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক শ্রোতা ছিল যাদের চমৎকারভাবে খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রভাবিত করেছিল (পদ ৩০): যীশু যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস করলো। লক্ষ্য করুন:

১. যদিও অধিকাংশ লোক তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে মারা যাবে তথাপি অনুগ্রহের বাছাই অনুযায়ী অবশিষ্টাংশ থাকবে যারা নিজ প্রাণ ও আত্মা রক্ষার জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে। যদি ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সংগৃহীত নাও হয় তবুও খ্রীষ্ট অবশিষ্টাংশদের নিয়ে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হবেন (যিশাইয় ৪৯:৫)। যে সমস্ত যিহূদীরা পিতার প্রতিজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে পিতার সাথে পুনর্মিলনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যার কাছে নিয়োজিত লোকদের নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকতে হবে। এখানে বিশেষ অংশ রয়েছে (রোমীয় ১১:৫): "ঈশ্বর সেই একইভাবে এখনও অনুগ্রহ করে ইস্রায়েলীয়দের বিশেষ একটি অংশকে বেছে নিয়েছেন।"

২. খ্রীষ্টের কথা বিশেষ করে তাঁর ভয় প্রদর্শক কথা লোকদের তাঁর উপর বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য খুবই কার্যকরী। যখন খ্রীষ্ট তাদের এই কথা বলেছিলেন যে, যদি তারা তাঁর উপর বিশ্বাস না করে তাহলে তারা নিজেদের পাপের মধ্যে মরবেন এবং স্বর্গে যেতে পারবেন না, তখন তারা ভাবল যে, তাদের নিজেদের দিকে তাকাবার সময় এসেছে (রোমীয় ১:১৬,১৮)। কখনো কখনো প্রশস্ত দরজা উন্মুখ থাকে, সেখানে অনেক বিপক্ষতা থাকলেও কেউ কেউ সফলতা লাভ করে থাকে। খ্রীষ্ট তাঁর কাজ যথাযথভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন, যদিও ধর্মহীন লোকেরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আচরণ করেছিল। যেখানে সুসমাচার বাধাগ্রস্থ হয় সেখানে, মাঝে মাঝে সুসমাচার মহা বিজয় লাভ করে। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার জন্য এটি তাদের উৎসাহিত করবে, যদিও ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে গিয়ে অনেক বিবাদ করতে হয়। কারণ তারা নিষ্ফলভাবে পরিশ্রম করে নি। অনেকে হযত খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে মজবুত করার সঙ্কল্প করেছিল যদিও অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টের কথায় বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁর প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করেছিল। অষ্টিন সদয় অনুরোধ জানিয়ে এই কথাগুলোর উপর তার ভাষণ দিয়েছিলেন: "আমার ইচ্ছা এই, আমি যখন কথা বলব তখন যারা আমার কথায় বিশ্বাস করবে, তারা যেন আমার উপরে বিশ্বাস না করে, কিন্তু আমারই সঙ্গে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে।"

## যোহন ৮:৩১-৩৭ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:

ক. যে সমস্ত যিহূদীরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল তাদের উৎসাহ দেবার জন্য সেই সমস্ত শিষ্যদের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের আশ্বাসমূলক শিক্ষা প্রদান। খ্রীষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা কোন কোন শ্রোতাদের অন্তরে কাজ করতে শুরু করেছে এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে, তাঁর এই শিক্ষার ফলে এই সব দুর্বল বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ফরীশীদের উপর থেকে সরে এসে তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। যে সময়ে খ্রীষ্ট তাঁর কথায় বিশ্বাস না আনার জন্য কঠিন হৃদয়ের লোকদের তিরষ্কৃত করেছিলেন একই সময় তিনি দুর্বল এবং অসহায় লোকদের তাদের সরল বিশ্বাসের জন্য তাদের আশ্বাসমূলক কথা বলেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যারা তাঁর কথায় ভীত হয়েছিল এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাদের প্রতি কেমন অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। যাদের শোনার কান আছে তিনি এমন কথা

তাদের বলতে চেয়েছিলেন যেন তাদের অন্তরে সেই কথা প্রবেশ করে, তারা যেন কেবলমাত্র শ্রোতা না হয়, তারা যেন অন্যদের কাছেও সেই কথা বলতে পারে।

২. কত মনযোগ সহকারে তিনি তাঁর অনুগ্রহের আরম্ভ হৃদয়ে লালন করেছিলেন এবং যারা তাঁর কাছে এসছিল তাদের প্রতি তিনি কেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন। যদিও অনেক যিহূদীরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করেছিল কিন্তু তারা ছিল অনেক দুর্বল, ভীত এবং হতদরিদ্র। আর এই জন্য খ্রীষ্ট তাদের ত্যাগ করে নি, তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর মেষেরা তাঁর বাহুর মধ্যে আশ্রয় পায়। যখন বিশ্বাস তার শিশু অবস্থায় থাকে, তখন সযত্নে লালন করা প্রয়োজন যেন তা গর্ভেই মারা না যায়। তিনি তাদের যা বলেছিলেন আমরা তাঁর মধ্যে দু'টি বিষয় দেখতে পাই, যা তিনি সকল লোকের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। তার উপর যে যে কোন সময় বিশ্বাস করা যায়:

(১) খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যদের চরিত্র: "আমার কথামত যদি আপনারা চলেন তবে সত্যিই আপনারা আমার শিষ্য।" একজন মহান ভাববাদী হিসেবে যখন তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, তখন নিজেদের সব ত্যাগ করে তার শিষ্য হবে। যারা তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আগ্রহী তিনি তাদের জন্য একটি স্থায়ী নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। যদি কেউ তাঁর কথা মত না চলে তবে সে তাঁর শিষ্য হতে পারবে না।

[১] এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে, অনেক লোক আছে যারা নিজেদের খ্রীষ্টের শিষ্য বলে ঘোষণা দেয়, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য নয়, তারা কেবল লোক দেখানো এবং নামে শিষ্য।

[২] কঠিন পরীক্ষার সময় বুঝতে পারা যায় যে, কারো বিশ্বাস শক্ত কিনা, যদিও তারা স্বর্গীয় কাঠামোতে শিষ্য হতে পারে নি, তবুও তারা নিজেদের খ্রীষ্টের শিষ্য বলে থাকে।

[৩] যাদের মনে হবে যে, তারা খ্রীষ্টের শিষ্য হতে চায় তাদের দৃঢ়ভাবে বলতে হবে যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা তাঁর বাধ্য হয়ে চলার জন্য স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ না করা পর্যন্ত খ্রীষ্টের কাছে কখনোই যেন তারা শিষ্য হওয়ার জন্য না আসে। যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে নিজেদের চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে অবশ্যই সে সদাপ্রভুর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে না। যখন কোন শিশু বিদ্যালয়ে যায়, সে কয়েক বছরের জন্য এক বাধ্যবাধকতার নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যারা খ্রীষ্টের শিষ্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর পথে স্থির থাকার জন্য বাধ্য বাধকতা রয়েছে।

[৪] যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুযায়ী চলবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তা গ্রহণ করেছে তার শিষ্য হিসেবে, তাদের কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া প্রতিটি অবস্থায় এই শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে, স্বধর্ম ত্যাগ না করে চিরকাল এই শিক্ষায় বাধ্য থাকতে হবে। এটি হল *Menein* – খ্রীষ্টের শিক্ষার সঙ্গে বাস করা, যেমন একজন মানুষ তাঁর গৃহে বাস করে। যেখানে তাঁর কেন্দ্র এবং বিশ্রামের স্থান, তার আশ্রয়। বাক্যের সঙ্গে আমাদের কথা-বার্তা এবং এর প্রসঙ্গ যে অবিচল থাকে। যদি আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর শিষ্য হিসেবে স্থির থাকি তাহলে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বাস্তবিক আমরা তাঁর শিষ্য, অন্যথায় আমরা প্রমাণ করতে পারব না।

(২) খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যদের বিশেষ অধিকার। যারা প্রমাণ করতে পারবে যে, তারা খ্রীষ্টের

প্রকৃত শিষ্য খ্রীষ্ট তাদের জন্য দু'টি মহামূল্য প্রতিজ্ঞা করেছেন (পদ ৩২): "আমার কথামত যদি তোমরা চল তবে সত্যিই তোমরা আমার শিষ্য। তাছাড়া তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, আর সেই সত্যই তোমাদেরকে মুক্ত করবে।"

[১] "তোমরা সত্য জানতে পারবে, সমস্ত সত্য জানতে পারবে যা তোমাদের এই সত্য জানার জন্য আবশ্যক এবং উপকারী এবং এটি বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য আবশ্যক, এর দ্বারা তোমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।" লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, এমনকি যারা প্রকৃত বিশ্বাসী এবং শিষ্যের বটে তাদের যা জানা উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে। ঈশ্বরের সন্তানেরা, প্রকৃত সন্তানেরা শিশুদের মত বুঝে এবং কথা বলে। যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে না করি তাহলে আমাদের তাঁর শিষ্য হওয়ার প্রয়োজন নেই।

*দ্বিতীয়ত*, যে বিষয়ের উপর আমাদের বিশ্বাস করতে হবে সেই সুনির্দিষ্ট বিশেষ সত্যকে জানার জন্য এটি একটি অপূর্ব সুযোগ, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্ক এবং আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য, - সত্য কি তা জানা এবং এতে কি প্রমাণিত হবে তা জানা।

*তৃতীয়ত*, এটি খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা যেন সবাই তার কথামত চলে, যতদূর সম্ভব তাদের প্রয়োজন এবং মঙ্গলজনক হয় এমন সত্য যেন তারা জানতে পারে। খ্রীষ্টের শিক্ষার্থীরা নিঃসন্দেহে উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করে থাকে।

[২] "সত্য তোমাদেরকে স্বাধীন করবে।" এর অর্থ হল:

*প্রথমত*, যে সত্য সম্পর্কে খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে তাঁর লক্ষ্য হল মানুষকে স্বাধীন করা (যিশাইয় ৬১:১)। যে পাপের ফলে আমাদের ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন হতে হত এবং বিচারের ভীষণ ভয়ে থাকতে হত তা থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি, আত্মপক্ষ সমর্থন আমাদের সমস্ত পাপ থেকে স্বাধীন করেছে। যে সমস্ত কাজের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করে রেখেছিল এবং যার দ্বারা আমরা প্রকৃত দাস হতে বাধ্য হয়েছি, সেই সমস্ত পাপের দোষ থেকে খ্রীষ্টের পবিত্র উৎসর্গ আমাদের পরিত্রাণ করেছে। সুসমাচারের সত্য আমাদের নিয়ম-কানুনের আনুষ্ঠানিকতার জোয়াল থেকে মুক্ত করেছে। আর মুক্ত করেছে পূর্বপুরুষদের দেওয়া মহা কষ্টকর নিয়মের বোঝা থেকে। এটি আমাদের বদ্ আত্মার শক্তি থেকে মুক্ত করেছে, ঈশ্বরের কাজে স্বাধীন করেছে। সেই যিরূশালেমে যাওয়া অবাধ করে যা স্বর্গে আছে, যা চিরকাল স্বাধীন।

*দ্বিতীয়ত*, জ্ঞান, আনন্দ এবং বিশ্বাস এই সত্যগুলো প্রকৃতভাবেই আমাদের মুক্ত করে। আমাদের মুক্ত করে কুসংস্কার ভ্রান্তি এবং মন্দ মনোভাব থেকে। আর আত্মাকে আর কোন কিছুই অভিভূত করে দাস বানাতে পারবে না এবং আমাদের আত্মাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না। এটি আমাদের মুক্ত করে অসৎ কামনা এবং রিপুর মন্দ ইচ্ছার কর্তৃত্ব থেকে এবং আত্মাকে ঈশ্বরের শাসনের অধীনে সমর্পণ করে, বিন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বাধ্য করে তোলে। খ্রীষ্টের সত্যকে গ্রহণের দ্বারা মানুষের মন তাঁর আলো এবং ক্ষমতায় পূর্ণ হয় এবং এটি জীবনের লক্ষ্য ও দিক নির্দেশনা দান করে এবং স্বর্গীয় বিষয়ের জ্ঞানকে

উন্নত করে এবং জাগিয়ে তোলে। প্রভু হলেন পবিত্র আত্মা আর যেখানে পবিত্র আত্মা আছে সেখানেই স্বাধীনতা রয়েছে (২ করিন্থীয় ৩:১৭)। খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রুরা স্বাধীন মতের দাবী করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন বিচার ও যুক্তি বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয় এবং স্বাধীন মতের মানুষের 'মত' বন্দী হয়ে খ্রীষ্টের বাধ্যতার কাছে আনীত হয়।

খ. খ্রীষ্টের এই শিক্ষায় মাংসিক যিহূদীদের অসন্তোষ প্রকাশ এবং এই শিক্ষার প্রতিবাদ জ্ঞাপন। যদিও এটি ছিল বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দের বিষয়ে শিক্ষা তবুও তারা এই শিক্ষাই তাদের তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছিল, পদ ৩৩। যারা খ্রীষ্টের এই প্রাণের আরামপ্রদ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, ফরীশীরা তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এই সব ফরীশীদের এই বিষয়ে কোন অংশ বা ভাগ ছিল না। তাদের মনে এই চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল যে, তারা ঈশ্বরের করুণার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং তারা এই বিশ্বাস করতো যে, তারা স্বাধীন তাই নতুন করে আবার স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। এই জন্য তারা অত্যন্ত অহঙ্কার এবং বিদ্বেষপূর্ণভাবে এই উত্তর দিয়েছিল: "আমরা যিহূদীরা অব্রাহামের বংশের লোক, এই জন্য আমরা জন্ম থেকেই স্বাধীন, আমরা কখনই আমাদের জন্মগত অধিকারের স্বাধীনতা হারাই নি। আমরা কখনো কোন মানুষের দাসত্বেও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই নি, তাহলে তুমি এই স্বাধীন যিহূদীদের কি করে বলছো যে, তুমি আমাদের মুক্ত করবে?" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কি তাদের দুঃখিত করেছিল। খ্রীষ্টের কথার মধ্যে ছিল কর্কশতা, যা তাদের দুঃখিত করেছিল: "তোমাদের মুক্ত করা হবে।" যেন যিহূদী সমাজ এবং জাতির শ্রেণীগত বিভেদ ছিল, যা সাধারণ যিহূদীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং যেন অনেক যিহূদী আছে যারা খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর চিরকাল চলার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি, এটি প্রতিফলিত হয়েছিল বিশেষত ফরীশীদের উপর। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসীদের বিশেষ অধিকারের প্রতি অ-বিশ্বাসীরা বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেছিল এবং বিরক্তি প্রকাশ করেছিল (গীতসংহিতা ১১২:১০)।

২. এর বিরুদ্ধে তারা যে উদাহরণ প্রদর্শন করেছিল তা কি ছিল। যখন খ্রীষ্ট তাদের কাছে এই ইঙ্গিত দিলেন যে, তাদের মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে, যখন তারা খ্রীষ্টের সাথে তর্কে লিপ্ত হল।

(১) আমরা অব্রাহামের বংশ, তিনি ছিলেন একজন মহান নেতা এবং অতি সম্মানিত ব্যক্তি, যদিও আমরা কেনান দেশে বসবাস করছি, আমরা কেনান হতে অন্য কোথাও যাব না, আমরা তাঁর দণ্ডাজ্ঞার অধীন নই; তিনি অন্যদের দাস করে রাখেন, আমরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত, আমরা কোন ভোগ দখলকারীদের দ্বারা শাসিত নই।" এটি খুব সাধারণ একটি বিষয় যে, অনেক ভগ্নদশাগ্রস্থ এবং অধঃপতিত পরিবার তাদের পূর্বপুরুষদের মহত্বের কথা উল্লেখ করে অহঙ্কার করে থাকে এবং যিহূদীরা এখানে এটাই করেছে। অব্রাহাম ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তার অধিকারের দ্বারা তার সন্তানরাও সেই অধিকার লাভ করবে (রোমীয় ১১:১৮)। এখন এই চুক্তি বা নিয়ম-কানুনের অধীনতা থেকে মুক্ত করে, একটি বিশেষ অধিকারের কাছে অর্পণ করে কিন্তু দাস হওয়ার জন্য সমর্পণ করে না (রোমীয় ৯:৪)। তারা এই কথা মনে করলো যে, যেহেতু তারা জন্মগতভাবেই স্বাধীন, সুতরাং নতুন করে আবার স্বাধীন হওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের

উপর বিশ্বাস করার বিষয়ে বিবেচনা করারও কোন কারণ নেই। লক্ষ্য করুন, এটি তাদের জন্য সাধারণ দোষ এবং ভ্রান্তির বিষয় যে, যারা তাদের বংশকে ধার্মিক বংশ বলে আত্মঅহংকার করে এবং এর সুবিধা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন প্রকৃত পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন হয় কাফ্ফারা। তারা ছিল অব্রাহামের বংশধর, কিন্তু এটি তাদের জন্য কি উপকার সাধন করেছে, কারণ আমরা দেখতে পাই যখন তাদেরই একজন সে নিজেকে দোজখে দেখতে পেল, সে যন্ত্রণার মধ্য থেকে অব্রাহামকে পিতা বলে ডেকে উঠেছিল। কেন সে ঐ সময় সে অব্রাহামের সাহায্য কামনা করল? পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ; সাধারণ কোন অধিকার নয়, এজন্য আমাদের নতুন করে জন্ম নিতে হবে এবং তা সদাপ্রভু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, আমাদের বংশমর্যাদা বা কোন উচ্চ পদের বদৌলতে স্বর্গে আরোহণ করতে পারব না, আমরা নিজেরা তা পারি না, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। আমাদের পরিত্রাণের জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত পালন করা আবশ্যক, আর এই বিষয়ে মনযোগী না হলে নিজেদের অব্রাহামের বংশধর হিসেবে গর্ব করলেও আমাদের কোন উপকার সাধিত হবে না। এইভাবে অনেকে আছেন যাদের পুনর্জন্মের প্রয়োজনের বিষয়ে জোর দেওয়া হয় তখন তারা এটিকে অন্য দিকে সরিয়ে দেবার জন্য এভাবে বলে থাকে, "আমরা তো মণ্ডলীরই ছেলে মেয়ে।" কিন্তু ইস্রায়েলের সবাই ইস্রায়েলীয় নয়।

(২) আমরা কোন মানুষের দাস নই। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

[১] কি মিথ্যা অজুহাত ছিল এটি। আমি খুব অবাক হই যে, তারা কীভাবে এমন একটি মিথ্যা কথা নিশ্চিতভাবে উপস্থিত জনগণের মধ্যে বলতে পারল। অব্রাহামের বংশধরেরা কি মিশরীয়দের দাসত্ব করে নি? তারা কাজীগণের সময়ে কি প্রায়ই প্রতিবেশী জাতিদের দাসত্ব করে নি? তারা কি সত্তর বছর ব্যবিলনে বন্দী অবস্থায় থাকে নি? কেবল তাই নয়, তারা এই সময় রোমীয়দের কাছে করদ জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল না? যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে দাসত্ব করে নি কিন্তু জাতিগতভাবে কি দাসত্ব করে নি? তারা কি দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্তনাদ করে নি? অথচ এরপরেও তারা খ্রীষ্টকে বাধা দেওয়ার জন্য নির্লজ্জভাবে এবং উদ্ধতভাবে বলেছিল, "আমরা কখনো কারও দাস হই নি।" এভাবে যিহূদীরা খ্রীষ্টের কাছে তাদের মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যারা তাদের স্বাধীনতার সম্মানের জন্য অত্যন্ত অহঙ্কার করতো এবং রোমীয়রা, যারা তাদের পরাজিত করে তাদের দাস করে রাখে নি বলে তাদের ধারণা।

[২] এই প্রয়োগটি কত নির্বোধের মত ছিল। খ্রীষ্ট স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, যার দ্বারা সত্য তাদের মুক্ত করবে, এই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল, আত্মিক স্বাধীনতা। কারণ সত্য যা অত্যন্ত ধনশালী, তাই এটি চিন্তার মুক্তিদান করে এবং সমস্ত কুসংস্কার এবং কুপ্রভাব এবং সমস্ত ভ্রান্তি এবং মন্দতা থেকে মুক্ত করে। তবুও তারা আত্মিক স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি তুলে ধরল, যা ছিল একেবারেই অগ্রহণযোগ্য; বাস্তবিক তারা মাংসিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে চায় নি। যেমন, তাদের ধারণা ছিল তারা কখনো কোন মানুষের দাসত্ব করে নি, তারা কখনো কোন মন্দ কামনার দাসত্ব করে নি। লক্ষ্য করুন, মাংসিক হৃদয় এমন সব বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়, যা তাকে পাপের গোলামে পরিণত করে। খ্রীষ্ট এই দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা ঘৃণাভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের নাগরিক স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি জোরপূর্বক আদায়

করে নেওয়ার কথা বলুন – তাদের পতিত জমি ফিরে পাওয়ার কথা বলুন, অথবা তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরের কথা বলুন – আর তারা বুঝতে পারবে যে, আপনি খুব ভাল মানুষ, আপনি তাদের অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। এই বিষয়টি তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং এই বিষয়টি তাদের মধ্যে কার্যকারী হবে। কিন্তু তাদের পাপের দাসত্ব সম্পর্কে শয়তানের কাছে বন্দীত্ব ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সম্পর্কে শিক্ষা দিন – তাদের বলুন যে তারা তাদের মহামান্য আত্মার জন্য এতদিন ভুল কাজ করে এসেছে এবং তাদের জীবনের মঙ্গল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত – এবং আপনি তাদেরকে সুনিশ্চিত চমৎকার বিষয় তাদের শোনান, তাহলে তারা এই কথা বলবে (যেমন এরা করেছিল, ইহি ২০:৪৯ পদে), "ঐ লোকটি কি উপমামূলক কথা বলে না?" নীকদীম নতুন জন্ম সম্পর্কে যেভাবে গুরুতর ভুল ধারণা করেছিলেন এটিও ঠিক সেই রকম।

৩) তাঁর শিক্ষার প্রেক্ষিতে তাদের আপত্তির জন্য আমাদের পরিত্রাণকর্তার উত্তর প্রদান এবং এই সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা প্রদান, পদ ৩৪-৩৭। এখানে তিনি চারটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন:

১) তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদের নাগরিক স্বাধীনতা এবং তাদের দৃশ্যমান যিহূদী সমাজ থাকলেও তাদের অন্যভাবে এবং অন্য অবস্থায় দাসত্ব করা সম্ভব (পদ ৩৪): যদি কেউ পাপের মধ্যে পড়ে থাকে, যদি সে অব্রাহামের বংশধর হয়েও থাকে, তবুও সে পাপের দাস। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাদের প্রতিবাদের জবাবে মিথ্যা কথা বলে তাদের তিরস্কার করে নি অথবা তাদের বর্তমান দাসত্বের ব্যাপারেও তিরস্কার করে নি। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা যেন তারা ভালভাবে বুঝতে পারে এই জন্য তিনি তাদের কাছে আরও ব্যাখ্যা দিলেন। যারা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী রয়েছেন তাদের মনে রাখতে হবে যে, যারা তাদের কথায় এবং কাজে প্রতিবাদ করে তাদের নম্রতার সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা তাদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারে। এমন কোন আক্রমণাত্মক তিরস্কারমূলক কথা বলবে না যাতে তারা আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে আমরা দেখি:

(১) তাঁর মন্তব্য ছিল গুরুগম্ভীর: "সত্যি সত্যি আমি তোমাদের বলছি।" ভয় উৎপাদক নিশ্চয় কথন, যা প্রায়ই খ্রীষ্ট তাঁর কথা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করতেন। তিনি এই কথা বলতেন বশীভূত হওয়ার জন্য মনযোগী করতে এবং কোন বিষয়ে সম্মত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে। ভাববাদীদের কথা বলার ভঙ্গি ছিল এই রকম, তারা বলতেন, "ঈশ্বর প্রভু, এই এই কথা বলেছেন।" তারা একজন অনুগত চাকরের মত করে কথা বলতেন। কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হিসেবে নিজের নামেই সরাসরি কথা বলতেন: 'আমি তোমাদের বলছি, আমিই আমেন, বিশ্বস্ত সাক্ষী।' এটি ছিল তাঁর সত্য কথনের নিদর্শন। "আমি তোমাদের বলছি, অব্রাহামের সাথে সম্পর্ক আছে বলে যারা আত্মগরিমা করছে, তাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে, পরিত্রাণ পেয়েছে? ঐ সম্পর্ক কি কাউকে স্বাধীন করেছে?"

(২) এই সত্য হল অনন্তকালীন বিষয়, যদিও বিশেষ কারণে মুক্ত করা হয়: যারা পাপের মধ্যে পড়ে থাকে তারা সবাই পাপের দাস। এই দুঃখজনক পাপ থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। পাপের অবস্থা হল দাসত্বের অবস্থা।

[১] দেখুন কে কাকে এটি আবদ্ধ করেছে – তাঁকে আবদ্ধ করে যে পাপে পড়ে থাকে –

প্রত্যেক মানুষই পাপ করে থাকে। এই পৃথিবীতে ধার্মিক বলতে কেউ নেই, এমন কেউ নেই যে এই পৃথিবীতে পাপ ছাড়া বাস করেছে। তথাপি মানুষ চিরকাল পাপের দাসত্ব করবে না। কারণ ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সেই দাসত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার উপায় আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। মানুষের পাপের পথ থেকে সরে এসে খ্রীষ্টের কাছে আসা প্রয়োজন যেন পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা অনন্তকালীন অনুগ্রহের অধিকারী হতে পারি। কিন্তু সেই অনুগ্রহের জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানুষের কঠিন দিল। খ্রীষ্টের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার নিমন্ত্রণ মানুষ অনেক সময় গ্রহণ করতে চায় না, তারা পাপের মধ্যে থাকতে চায় (যিরমিয় ৪৪:১৬,১৭)। তারা পাপের সঙ্গে সন্ধি করে, পাপের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে, পাপের মধ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়, মাংসিক অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য পাপের সঙ্গে উপায় উদ্ভাবন করে, মন্দ কাজ করার অভিসন্ধি করে এবং পাপের অভ্যাস সৃষ্টি করে যেন মাংসিকভাবে জীবন-যাপন করতে পারে।

[২] দেখুন, যারা নিজেদের পাপের মধ্যে সমর্পণ করে রেখেছে তাদের খ্রীষ্ট কি বলে চিহ্নিত করে রেখেছেন। তিনি তাদের তিরস্কারমূলক কথা বলেছেন, তিনি তাদের পাপের দাস বলে চিহ্নিত করেছেন। তারাই পাপের দাস, যারা পাপের দোষের অধীনে অবরুদ্ধ রয়েছে, পাপের দখলে রয়েছে, পাপের অধীনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়, যারা পাপের শক্তির দ্বারা শাসিত হয়। সেই ব্যক্তি পাপের দাস হয় যে, নিজেকে দাস করে রাখে এবং নিজেকে দাস হিসেবে বিবেচনা করে, যে নিজেকে বিক্রয় করে দিয়েছি মন্দ কাজের কাছে। তার মন্দ কামনাই তাকে পথ দেখায়, যে তাদের অধীনে চলে এবং যে তার নিজের মনিব নয়। যে পাপের কাজ করে সে এর স্বার্থকে সমর্থন করে এবং সে তার বেতন গ্রহণ করে (রোমীয় ৬:১৬): "আদেশ পালন করার জন্য যার কাছে দাসরূপে নিজদেরকে সমর্পণ কর, যার আদেশ মান, তোমরা তারই দাস।"

২) তিনি তাদের দেখিয়েছেন যে, তাদের পাপের দাসত্বের অবস্থার ফলে পিতার গৃহে বাস করার জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের যে অধিকার রয়েছে, সেই পুত্রের অধিকারের যোগ্য তারা হতে পারবে না। কারণ (পদ ৩৫) দাসী, যদিও সে সেই গৃহে বাস করে থাকে, কিন্তু সে থাকে দাস হিসেবে, সে চিরকাল ঐ ঘরে বসবাস করতে পারে না। চাকরি (আমরা বলে থাকি) উত্তরাধিকার নয়, চাকরের কাজ অস্থায়ী, চাকরি চিরকালের জন্য নয়। কিন্তু পরিবারের পুত্র চিরকাল সেই গৃহে বাস করে। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) এই বিষয়টি প্রথমত যিহূদী সমাজ এবং যিহূদী জাতির কাছে অগ্রাহ্য হয়েছিল। ইস্রায়েলীয়রা ছিল ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর প্রথম সন্তান। কিন্তু তারা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে দাসত্বের অবস্থার মাঝে অধঃপতিত হয়েছিল, তারা মাংসের জগতের দাসত্ব করছিল, যদিও তারা ভেবেছিল যে, তাদের জন্মগত অধিকারের দ্বারা তারা ইস্রায়েল সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে চিরকাল বাস করতে পারবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের বলেছিলেন যে, পাপের দাসত্বের জন্য তারা চিরকাল ঈশ্বরের নিরূপিত ঘরে বাস করতে পারবে না। যিরূশালেম খ্রীষ্টের সুসমাচারের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, যা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল। তিনি তুর পাহাড়ে ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন যা অধিক মানুষকে দাস হবার পথে নিয়ে যায়, আর এইভাবে চিরকাল দাসের পথে থেকেছে (গালাতীয় ৪:২৪,২৫), এই জন্য সমাজচ্যুত

হয়েছিল এবং নাগরিক অধিকার খর্ব হয়েছিল এবং বিশেষ অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে দাসীর পুত্রের মত ত্যাগ করা হয়েছিল এবং বহিষ্কার করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ২১:১৪)। খ্রিসোস্টম (Chrysostom) পদ টি সম্পর্কে এই মত ব্যক্ত করেছেন: "এই কথা ভেব না যে, মোশির নিয়ম-কানুনের অনুষ্ঠানাদি এবং ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে; কারণ মোশি ছিলেন কেবলই একজন বার্তাবাহক এবং পরিচর্যাকারী।" পুত্রের যে রকম মণ্ডলীতে কর্তৃত্ব করার চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে তেমন কোন ক্ষমতা মোশির ছিল না। *অতএব পুত্র যদি তোমাদেরকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হবে, পদ* ৩৬।

(২) কিন্তু যারা পাপের মধ্যে ডুবে আছে এবং পাপের দাস হয়ে আছে এবং যারা ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ করে নি তারা যদি পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্খায় খ্রীষ্টের কাছে আসে তাহলে অবশ্যই তাদের পাপ মাফের জন্য তাদের খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে তারা আপন পুত্রের মত পিতার ঘরে চিরকাল বাস করতে পারবে এবং পুত্রের অধিকার ভোগ করতে পারবে। কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসীগণ যারা প্রতিজ্ঞার সন্তান এবং নিয়মের সন্তানগণ স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। তারা চিরকাল পিতার গৃহে বাস করতে পারবে যেমন ইসহাক: তাঁর পবিত্র দেশে আমাদের একটি স্থায়ী জায়গা দিয়েছেন (ইষ্রা ৯:৮) এবং স্বর্গের পবিত্র স্থানে একটি বাড়ি (যোহন ১৪:২,৩)।

৩. দাসত্বের অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমান্বিত স্বাধীনতার জীবনে প্রবেশের উপায় খ্রীষ্ট তাদের দেখিয়েছিলেন (রোমীয় ৮:২১)। যারা পাপের দাস তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ আদায় করি কারণ তারা অসহায় নয় এবং তারা আশাহীন নয়। তাদের সবারই পরিবারে সন্তান হওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তাদের মর্যাদা দাসের চেয়ে আরও উর্ধ্বে, কারণ তারা চিরকাল পিতার গৃহে বাস করতে পারবে। তাই যিনি পুত্র তাঁর প্রথমজাত সন্তান অনেক ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে এবং সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী, তারা দাসত্বের বন্ধন এবং পোষ্য পুত্রের বন্ধন মুক্ত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে (পদ ৩৬): "অতএব পুত্র যদি তোমাদেরকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হবে।" লক্ষ্য করুন:

(১) যীশু খ্রীষ্ট সুসমাচারের মধ্যে আমাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাদের স্বাধীন করার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর আছে।

[১] বন্দীত্বের মুক্তি। তিনি এটি ন্যায়সঙ্গতভাবেই করবেন। আমাদের পাপের জন্য তিনি নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন; আমাদের ঋণের জন্য এবং যার দ্বারা আমরা নিয়ম-কানুনের দ্বারা বন্দী হয়ে আছি এবং দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত। যে ভিত্তির উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ একটি শর্ত রয়েছে, তা পালন করলে পাপের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের নিশ্চয়তাস্বরূপ এবং আমাদের জামিনস্বরূপ, কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে কোন সীমাবদ্ধতা রাখেন নি কিন্তু তিনি আমাদের পক্ষে ঋণ শোধ করেছেন)। মানুষ পাপের কাছে বন্দী হয়ে তার দাসত্ব করে যাচ্ছিল। এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এমন একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল যিনি এই বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তাদের নেতাদের সেই যোগ্যতা ছিল না এবং ব্যবস্থা তাদের পাপ থেকে তাদের মুক্ত করতে কোন সাহায্য করতে পারে নি। কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন সেই

উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং ক্ষমতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি মানুষের পাপের সমস্ত ঋণ শোধ করে তাকে মুক্ত করার জন্য এসেছেন, মানুষ যেন পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। তিনি এই আহ্বান দিয়েছিলেন যেন লোকেরা পাপের জন্য তওবা করে এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস করে। যারা তাঁর আহ্বান শুনে তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করবে তিনি তাদের পাপ থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ অবস্থায় উপস্থিত করবেন যেন ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে চিরকাল তাঁর গৃহে বসবাস করতে পারে।

[২] দাসদের মুক্ত করার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং তিনি এটি পাপ মাফের মধ্য দিয়ে এটি করতে পারেন। তাঁর সুসমাচারের ক্ষমতাশালী যুক্তি এবং আত্মার ক্ষমতাপূর্ণ কাজের দ্বারা মানুষের অন্তরের সমস্ত মন্দ শক্তিকে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম। অনুগ্রহ বঞ্চিত ছড়িয়ে থাকা মানুষকে তাঁর অনুগ্রহের মধ্যে একত্রিত করার এবং পাপের এবং শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা উদ্দেশ্য এবং কাজ সুরক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। আর এইভাবেই সমস্ত আত্মাকে তিনি মুক্ত করতে সক্ষম।

[৩] তিনি আগন্তুক এবং বিদেশীদেরকেও তাঁর রাজ্যের অধিকারী করতে সক্ষম আর তিনি এটি করে থাকেন দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে। এটি অনুগ্রহের অন্যতম কাজ। আমরা কেবলমাত্র ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং আরোগ্যপ্রাপ্তই নই কিন্তু আমরা অন্য অপেক্ষা সম্মানিত হয়েছি। এখানে রয়েছে বিশেষ অধিকার এবং ক্ষমার সনদ। এইভাবে তিনি আমাদের মহাপুরোহিতের রাজ্যের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার অধিকারী করেন।

(২) খ্রীষ্ট যাদের স্বাধীন করেন তারা সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল খ্রীষ্ট তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য হিসেবে চলতে হলে অবশ্যই তাঁর কথামত চলতে হবে (পদ ৩১)। তারা প্রকৃত শিষ্য হতে পারবে, কিন্তু তাঁর কথামত চলতে হবে।

[১] প্রতিজ্ঞার সত্য এবং নিশ্চয়তা যে স্বাধীনতার জন্য যিহূদীরা অহঙ্কার করতো তা ছিল অলীক স্বাধীনতা। তারা মিথ্যা উপহারের জন্য অহঙ্কার করত। কিন্তু খ্রীষ্ট যে স্বাধীনতা দান করেন তা সুনিশ্চিত বিষয়, তা বাস্তব এবং প্রকৃত স্বাধীনতা এবং এর বাস্তব কার্যকারিতা রয়েছে। পাপের দাস তাদের কাছে স্বাধীনতা প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু এই স্বাধীনতা কাল্পনিক, কিন্তু তারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে। যদি খ্রীষ্ট কাউকে স্বাধীন না করেন, তবে কেউ স্বাধীন হতে পারে না।

[২] এটি স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞার সম্মানসূচক উপাধির কথার ইঙ্গিত দেয়। অন্য যে সব স্বাধীনতা যা দাসত্বের চেয়ে ভাল নয় সেই সব স্বাধীনতার সাথে প্রভুর দেওয়া স্বাধীনতা তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রভুর দেওয়া স্বাধীনতা কত সম্মান এবং গৌরবের। যারা প্রভুর এই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে তাদের জীবনে অপূর্ব পরিবর্তন এসেছে তারা অনন্তকালীন অনুগ্রহের ভাগী হতে পেরেছে এবং তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সম্মানিত এবং সমস্ত অনুগ্রহের অধিকারী হয়েছে। এটি এক মহিমান্বিত স্বাধীনতা। এটি হল ধন-সম্পদ স্বরূপ (হিতোপদেশ ৮:২১)। পৃথিবীর সব সম্পদ, সব বিষয় ছায়া মাত্র, সেই সব বিষয় এবং ধন-সম্পদ *এই আছে এই নেই* অবস্থায় থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টের দেওয়া স্বাধীনতা চিরকাল থাকবে। তিনি চিরকালের জন্যই স্বাধীন করেন।

৪. তিনি এই কথা প্রয়োগ করেছিলেন তুচ্ছ আপত্তিকারী যিহূদীদের উদ্দেশ্যে। যারা অব্রাহামের সাথে নিজেদের সম্পর্কে নিয়ে আত্মগরিমা করতো, তাদের উত্তর দেবার জন্য তিনি এই কথা বলেছিলেন (পদ ৩৭): "আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশ; কিন্তু আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছো, কারণ আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) তাদের মর্যাদার কথা সর্বজনবিদৃত: "আমি জানি যে, তোমরা অব্রাহামের বংশের লোক, সবাই তা জানে; আর এটি হল আপনাদের সম্মানের বিষয়।" তিনি তাদের সত্য কথা জানালেন এবং তারা যে ভুল এবং মিথ্যা কথা বলেছিল (তারা বলেছিল তারা কখনো কারও দাস হয় নি) সেই কথার কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ তিনি করেন নি। কারণ তিনি তাদের উপকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের তিরস্কার করতে চান নি। আর এই কারণে তিনি তাদেরকে এই কথা বলেছিলেন যা তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে: "আমি জানি যে, তোমরা অব্রাহামের বংশের লোক।" তারা এই বলে অহঙ্কার করতো যে তাদের বংশধর অব্রাহামের মধ্য দিয়ে এসেছে। যা তাদের নামকে উন্নত করেছে এবং তাদের অধিকতর রূপে সম্মানিত করেছে। যেখানে তাদের গুরুতর অপরাধ বাস্তবিক তাদের অধঃপতন ঘটিয়েছিল এবং তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এবং অধিকতর রূপে পাপের মধ্যে তারা ডুবে ছিল সেখানে তারা অব্রাহামের বংশের দোহাই দিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে, এটি ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তাদের নিজেদের মুখ থেকে প্রকাশিত দাম্ভিক গৌরবের কথা এবং তাদের ভণ্ডামির জন্য তিনি তাদের বিচার করবেন: "তোমরা কি অব্রাহামের বংশধর? তাহলে কেন তোমরা তাঁর বিশ্বাসের পথে চল নি এবং তাঁর বাধ্য হও নি?"

(২) তাদের মর্যাদার সাথে তাদের কাজের অসঙ্গতি: "কিন্তু তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছ?" তারা অনেকবার এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা যে পরিকল্পনা করেছিল তা অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল (পদ ৫৯)। যখন তারা পাথর কুড়িয়ে নিয়েছিল খ্রীষ্টের দিকে ছুড়ে মারার জন্য তখনই তাদের এই উদ্যোগ প্রকাশ পেয়েছিল। খ্রীষ্ট মানুষের সমস্ত দুষ্টতা জানেন। মানুষ যা করে কেবল যে তিনি তাই জানেন তা নয়, কিন্তু যা তারা খোঁজ করে, যা তারা পরিকল্পনা করে এবং যা তারা পাওয়ার চেষ্টা করে তার সবই তিনি জানেন। একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া নিঃসন্দেহে একটি দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু যিনি রাজার রাজা, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা করা কতই না জঘন্য অপরাধ।

(৩) এই অসঙ্গতির কারণ। যারা নিজেদের অব্রাহামের বংশধর বলে মনে করে তারা কেন অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত বংশধরের বিরুদ্ধে মহা ক্ষতিকর কাজ করার জন্য বদ্ধ পরিকর, যার মধ্য দিয়ে তারা এবং পৃথিবীর সমস্ত পরিবারগুলো আশীর্বাদ পেতে পারে? আমাদের পরিত্রাণকর্তা এখানে তাদের বলেছিলেন, "কারণ আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। *Ou chorei en hymin, Non capit in vobis* – আমার কথা তোমরা গ্রহণ কর নি। এর প্রতি তোমাদের কোন ঝোঁক নেই, এর প্রতি কোন আগ্রহ তোমাদের নেই। অথচ অন্য সব বিষয় তোমরা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে থাক, আরও বেশি আনন্দের সাথে গ্রহণ কর, আরও বেশি তৃপ্তি করে গ্রহণ কর।" অথবা "এটি তোমাদের ধরে রাখে নি, এর কোন ক্ষমতা তোমাদের উপর কাজ করে নি এবং এর কোন প্রভাব তোমাদের উপর পড়ে

নি।" কোন কোন বিদ্বান বা ধর্ম-শিক্ষক ব্যক্তি এইভাবে সমালোচনা করেছেন, "আমার কথা তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে নি। পাথরে বৃষ্টি পড়লে যেমন সহজে গড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি আমার কথাও তোমাদের অন্তর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। এটি তোমাদের অন্তর শুষে নেয় নি, যেমন করে বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লে শুষে নেয়।" সিরীয় অনুবাদে বলা হয়েছে, "যেহেতু আমার শিক্ষার সঙ্গে তোমরা পরিচিত নও, তাই এর সত্য তোমাদের জীবনে কার্যকারী হবে না এবং এর মঙ্গল ইচ্ছা তোমাদের জীবনে পূর্ণ হবে না।" আমাদের অনুবাদ খুবই অর্থবোধক: "আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না।" তারা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল, তারা ভেবেছিল এইভাবে তারা খ্রীষ্টকে কার্যকারীভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের অন্তরে অবশ্যই ঠাঁই দিতে হবে, "এই কথা মানুষের মনে এবং হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে বাস করে থাকে, যেমন করে মানুষ ঘরে বাস করে তেমন করে খ্রীষ্টের কথা আমাদের হৃদয়ে বাস করা উচিত। তাঁর কথাকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। *আমাদের হৃদয় থেকে পাপের কাজ দূর করতে দিন এবং আমাদের হৃদয়ে অনুগ্রহ কাজ করতে দিন*। এটির শাসন করার জন্য স্থান দরকার, এর স্থান হল সিংহাসনের উপরে, এটি আমাদের হৃদয়ে প্রচুর রূপে বাস করা প্রয়োজন।

[২] অনেক লোক আছে যারা ধর্মের কাজ করে থাকে অথচ খ্রীষ্টের শিক্ষা তাদের অন্তরে নেই। তারা তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করে নেয় না, কারণ তারা এটি পছন্দ করে না। শয়তান যতদূর সম্ভব সব কিছু বিশৃঙ্খল করে রাখে। অন্য কিছু আমাদের হৃদয় দখল করে রাখে।

[৩] কোথায় ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যাশিত স্থান এবং মঙ্গল রয়েছে। আমাদের হৃদয় থেকে সমস্ত মন্দতা দূর করে তাঁর বাক্যকে ঠাঁই দিতে হবে। যদি অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য না থাকে তাহলে মন্দ আত্মা সেই শূন্য অন্তরে প্রবেশ করে বসবাস করার জন্য।

## যোহন ৮:৩৮-৪৭ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্ট এবং যিহূদীরা একইভাবে তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। খ্রীষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যেন তাদের সন্দেহ দূর করতে পারেন এবং তাদের পরিবর্তন করতে পারেন। একইভাবে তখনও তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কথা বলছিল এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল।

ক. খ্রীষ্ট এখানে তাঁর ও তাদের জন্ম ও উৎপত্তি এবং কার্যকলাপ ও তাদের কার্যকলাপের পার্থক্য দেখিয়েছেন (পদ ৩৮): "আমার পিতার কাছে আমি যা যা দেখেছি, তা-ই বলছি; আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা যা শুনেছ, তা-ই করছো।" তিনি এখানে দু'জন পিতার কথা বলেছেন। দু'টি পরিবারের অবস্থা অনুযায়ী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যে পরিবারের মধ্যে মনুষ্যপুত্র আলাদা হয়েছেন - ঈশ্বর এবং শয়তান। কোন বিতর্ক ছাড়াই বলা যায় যে, এই দু'জন পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত।

১. খ্রীষ্টের শিক্ষা এসেছে স্বর্গ থেকে। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের জ্ঞানের পরামর্শ অনুযায়ী এসেছে এবং অন্য জগত অনুমান কিংবা জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করে প্রত্যক্ষভাবে দেখার উপর।

(১) *আমার পিতার কাছে আমি যা যা দেখেছি, তা-ই বলছি*। এই জন্য তিনি সরাসরি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন সব কিছুর জন্য নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি লোকদের কাছে সাক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন, আর তাই এই সব বিষয় ছিল অনাপত্তিকর।

(২) *এগুলো হল সেই বিষয় যা আমি আমার পিতার কাছে দেখেছি*। খ্রীষ্টের শিক্ষা কাল্পনিক জনপ্রিয় বিষয় নয়, অনুমান নির্ভর যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়, কিন্তু এটি হল ঈশ্বরের অন্তরে বাসকারী তর্কাতীত সত্যের অবিকল প্রতিলিপি। তিনি পিতার কাছ থেকে যা শুনেছেন এটি কেবল তাই ছিল না কিন্তু যখন পিতা এবং তাঁর মধ্যে শান্তি নিয়ে পরামর্শ হয়েছিল তখন তিনি পিতার কাছে যা দেখেছেন তাই তিনি তাঁর শিক্ষায় প্রকাশ করেছেন। মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই বলেছেন। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের মুখ দেখেন নি। পৌল তিনি স্বর্গ পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে কি দেখেছিলেন তা তিনি জানেন না এবং তা তিনি বলতে পারেন না।

২. তাদের এই শিক্ষা এসেছে দোজখ থেকে। এই জন্য খ্রীষ্ট তাদের বলেছিলেন: "তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে যা শুনেছ তাই করে থাক। এই কারণে খুব সহজেই তোমাদের উৎপত্তি খুঁজে বের করা যায়।" একজন শিশু তার পিতার শিক্ষা আচার ব্যবহার, আদর্শ, মন-মানসিকতায় শিক্ষা লাভ করে। সে তার পিতার সমস্ত কিছু অনুকরণ করে এবং তার প্রকৃতগত ভাবমূর্তির দ্বারা ক্রমাগত বেড়ে উঠতে থাকে। এই জন্য এই যিহূদীরা তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের এবং তাঁর সুসমাচারের বিরোধিতা করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে তাদের সামনে একজন শয়তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

খ. অব্রাহামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে নিয়ে এবং ঈশ্বরকে তাদের পিতা হিসেবে উল্লেখ করে তারা যে আত্মগরিমা করেছিল সেই বিষয়ে খ্রীষ্ট তাদের উত্তর দান করলেন। তাদের দাবী যে নির্বোধ এবং অন্তঃসারশূন্য, তা তিনি তাদের দেখালেন।

১. তারা যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছিল যে, তাদের সাথে অব্রাহামের সম্পর্ক রয়েছে আর খ্রীষ্ট তাদের এই যুক্তির বিপরীতে উত্তর দিলেন। তারা বলল, "অব্রাহামই আমাদের পিতা" (পদ ৩৯)। এই কথার উদ্দেশ্য ছিল:-

(১) নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা এবং লোকদের দেখানো যে, তারা মহৎ ব্যক্তি। তারা প্রকৃতপক্ষে ভুলে গিয়েছিল অতীত ইতিহাস, তাই তিনি তাদের পরিচিতি স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। "একজন যাযাবর অরামীয় আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন" (দ্বি.বি. ২৬:৫)। "তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান কেনানীয়দের দেশ, তোমার পিতা ইমোরীয় ও মা হিত্তীয়া" (যিহিস্কেল ১৬:৩)। যিহূদী সমাজের লোকেরা এবং তাদের পরিবারগুলো তাদের বংশমর্যাদার কথা ভেবে তারা অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নানা রকম মন্দতা প্রবেশ করেছিল। তাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে তারা একপাশে সরিয়ে রেখেছিল এবং তাদের অন্তর শক্ত করে রেখেছিল। ফলে প্রকৃত সত্যকে তারা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

(২) তারা যাকে তাদের পিতৃপুরুষদের প্রধান বলে জানে, তাকে খ্রীষ্ট দিয়াবল বলে সম্বোধন

করে বলেছেন যে, তারা সেই শয়তানের সন্তান। এই ভ্রান্ত অভিযোগ তুলে তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার পরিকল্পনা করল। দেখুন, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করার জন্য কতভাবেই না অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল। খ্রীষ্ট তাদের এই ছল এবং পরিকল্পনাকে নসাৎ করে দিলেন এবং খুব সরলভাবে তাদের আত্মগরিমাকে প্রকাশ করলেন: "যদি তোমরা অব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহামের মতই কাজ করতে। কিন্তু তোমরা অব্রাহামের মত কাজ করছো না। এই জন্য তোমরা অব্রাহামের সন্তান নও।"

[১] এর ব্যাখ্যা ছিল খুবই সহজ: "যদি তোমরা অব্রাহামের সন্তান হয়ে থাক, তাহলে অব্রাহামের এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যে চুক্তি করা হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী তোমরা সমস্ত সুবিধা এবং মঙ্গল ভোগ করার অধিকারী হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী লোকদের কাছে তোমরা সম্মানের পাত্র হতে পার। আর তখন তোমরা অব্রাহামের মত কাজ করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর অব্রাহামকে এই উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন, যেন তাঁর সন্তান এবং বাড়ির অন্য সবাই সৎ এবং ন্যায় কাজ করে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে" (আদিপুস্তক ১৮:১৯)। কেবলমাত্র তারাই অব্রাহামের সন্তান হিসেবে গণ্য হবে, যারা তাঁর প্রতিজ্ঞার অধিকারী, যারা অব্রাহাম যেভাবে বিশ্বাসের পথে চলতেন সেইভাবে চলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য থাকে (রোমীয় ৪:১২)। যদিও যিহূদীদের বংশ তালিকা রয়েছে এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতো তবুও তারা এর দ্বারা অব্রাহামের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণ করতে পারবে না যে, উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের সাথে অব্রাহামের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে পর্যন্ত তারা একই উদ্দেশ্যে জীবন-যাপন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই দাবী করতে পারবে না। উত্তম স্ত্রীলোকের সাথে সারার সম্পর্ক কেবলমাত্র এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, তার কন্যারা যতদূর সম্ভব উত্তম কাজ করে যায়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণরূপে পালন করে এবং পারিবারিক সমস্ত কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে (১ পিতর ৩:৬)। লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদের অব্রাহামের সন্তান বলে প্রাণ করতে চায় তারা কেবলমাত্র তার বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য নয়, কিন্তু তিনি যেভাবে কাজ করতেন, সেইভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আহ্বানে তাদের বের হয়ে আসতে হবে, যেভাবে তিনি বের হয়ে এসেছিলেন (যাকোব ২:২১,২২)। তাদের অবশ্যই সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে হবে, অবশ্যই এই পৃথিবীতে আগন্তুক এবং ভ্রমণকারী হিসেবে জীবন-যাপন করতে হবে। অবশ্যই তাদের পরিবারের সবাইকে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাকারী হতে হবে, সরলতা এবং সততার সঙ্গে সব সময় তাদের ঈশ্বরের পথে জীবন-যাপন করতে হবে; কারণ এগুলোই হল অব্রাহামের কাজ।

[২] আরও স্পষ্টভাবে খ্রীষ্ট এই বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করলেন: "তোমরা অব্রাহামের মত কাজ করছো না, কারণ তোমরা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছো। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সত্য আমি জেনেছি, তা-ই তোমাদের বলেছি। তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছো, কিন্তু অব্রাহাম এই রকম করেন নি (পদ ৪০)।

*প্রথমত*, তাদের কার্যকলাপ তিনি দেখালেন; তাদের বর্তমান কাজ, যা তারা এই মুহূর্তে করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা তাঁকে হত্যা করতে চাইছে। তাদের এই অভিপ্রায়ের তিনটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

১) তারা মানুষের জীবনে যা দেখতে চাইত তা ছিল অস্বাভাবিক। মানুষ হবে স্বয়ং তাদের

মত, তাদের অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস, যে তাদের কোন ক্ষতি করে না, যে তাদের মধ্যে কোন রাগ জাগিয়ে তুলবে না। "তোমরা মানুষের বিরুদ্ধে অমঙ্গল এবং ক্ষতি করার পরিকল্পনা করছো (গীতসংহিতা ৬২:৩)।

২) তারা এমন অকৃতজ্ঞ ছিল যে, তারা এমন একজনকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যিনি তাদের সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যিনি কোন ক্ষতি করতে নয় বরং তাদের জন্য অসীম অনুগ্রহের কাজ করতে চেয়েছেন। তিনি তাদের সাথে মিথ্যা বলে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করবেন না, কিন্তু যা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্য সেই সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। এই সব কারণে কি তিনি তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য হয়েছেন?

৩) তারা এমন অধার্মিক ছিল যে, তারা এমন একজনকে হত্যা করতে চেয়েছিল যিনি তাদের সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যে সত্য তিনি পিতার কাছ থেকে শুনেছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত, আর এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কিছু করার উদ্যোগ ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কাজ। এই ছিল তাদের কাজ এবং এই কাজে তারা অবিচল ছিল।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাদের দেখালেন যে, এভাবে কাজ করলে অব্রাহামের সন্তান হওয়া যাবে না; কারণ অব্রাহাম এভাবে কাজ করেন নি।

১) "কিন্তু অব্রাহাম একই রকম করেন নি।" তিনি তাঁর মানবতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, বন্দীদের উদ্ধারের জন্য তাঁর সাক্ষ্য রয়েছে। আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির জন্য, স্বর্গীয় দর্শনের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর প্রতি যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি তাঁর বাধ্যতার সাক্ষ্য এবং একজন দয়ালু এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এনেছিলেন। তারা ছিল বিশ্বাসহীনতার ক্ষেত্রে অনমনীয় এবং একগুঁয়ে। অব্রাহাম ঈশ্বরের পথে চলতেন, ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেন। তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এই জন্য তিনি তাদের অবজ্ঞা করেছিলেন এবং তাদের স্বীকার করেন নি। তারাও তাঁকে ভীষণ অপছন্দ করত (যিশাইয় ৬৩:১৬; যিরমিয় ২২:১৫-১৭)।

২) যদি তিনি এই বর্তমান সময়ে বাস করতেন তাহলেও তিনি তাদের মত জীবন-যাপন করতেন না, তিনি এভাবে কাজ করতেন না। আমরা কি এভাবে নিজেদের দুষ্টতার পথ থেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছি, যেমন অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোব করেছিলেন? যদি আমরা তাদের মত হতে না চাই তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের জীবন যেন যুক্ত না করি, অর্থাৎ তাদের মত কাজ না করি।

[৩] তিনি পরিসমাপ্তিতে বলেছিলেন (পদ ৪১): "তোমরা যত অহঙ্কারই কর না কেন এবং যে দাবীই কর না কেন, তোমরা অব্রাহামের সন্তান নও, কিন্তু তোমরা অন্য পরিবারের পিতার সন্তান। *তোমাদের পিতার কাজ তোমরা করছো*। যার আত্মা তোমাদের মধ্যে রয়েছে, যার সাথে তোমাদের সাদৃশ্য রয়েছে।" আমাদের এই বিষয়টি শিক্ষা দেয় যে, কোন খারাপ লোকের সঙ্গে আমাদের আচরণ হবে সভ্যতা এবং সম্মানের সাথে এবং তাদের কাছে যেন সে কথা বলার জন্য খুব বেশি ব্যস্ত না হই, সে কথা যদি সত্য এবং কঠোর হয়ে থাকে তবুও। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, এই কথায় তারা যেন তাদের বিবেক দ্বারা দংশিত হয়।

২. এ পর্যন্ত তারা স্বীকার করে নি যে, অব্রাহামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যথাযথ ছিল না; তবুও তারা তা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলেছিল। তাদের পিতার সঙ্গে তাদের যে রকম সম্পর্ক রয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গেও সেই রকম সম্পর্ক রয়েছে (পদ ৪১): তারা তাঁকে বললো, "আমরা জারজ সন্তান নই; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর।"

(১) কেউ কেউ এই কথাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে থাকে। তারা ক্রীতদাসীর পুত্র নন, যেমন ইসমাইল ক্রীতদাসীর পুত্র ছিলেন। নিষিদ্ধ আত্মীয়ের মধ্যে মিলনের মাধ্যমে জন্ম নয়, যেমন মোয়াবীয় কিংবা অম্মোনীয় (দ্বি.বি. ২৩:৩), তারা অব্রাহামের পরিবারের অপকৃত সন্তান-সন্ততি নয়, কিন্তু বিধিসম্মত বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর দ্বারা জন্ম, তারা ঈশ্বরকে তাদের পিতা বলে ডাকেন, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর মুখের কথায় স্থাপন করেছেন। তারা তা তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর সন্তান নয়, কিংবা বহু স্ত্রী রয়েছে এমন স্বামীর সন্তান নয়, কিন্তু তারা বৈধ সন্তান হওয়ার জন্য ঈশ্বরকে তাদের পিতা বলে ডেকে থাকে (মালাখি ২:১৫)।

(২) অন্যরা এটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে থাকে। তাদের ধর্মের পিতা সম্পর্কে খ্রীষ্ট আত্মিক অর্থে কথা বলেছিলেন, জাগতিক অর্থে নয় এই বিষয়টি তারা বুঝতে পারল। আর এই কারণে:-

[১] তারা নিজেদের মূর্তিপূজকের বংশধর বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল: "আমরা ব্যভিচারের সন্তান নই, আমরা মূর্তিপূজকের পিতা-মাতার সন্তান নই এবং মূর্তিপূজা করার সময় অবৈধ মিলনের দ্বারা জন্ম নেওয়া সন্তান নই।" পবিত্র শাস্ত্রে প্রায়ই ব্যভিচারকে মূর্তিপূজা হিসেবে বলা হয়েছে এবং মূর্তিপূজকদের ব্যভিচারের সন্তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (হোশেয় ২:৪; যিশাইয় ৫৭:৩)। যদি তারা মনে করে থাকে যে, তারা মূর্তিপূজকের বংশধর নয়, তবে তাদের এই কথা মিথ্যা, কারণ বন্দীত্বের আগে যিহূদীরা যত বেশি মূর্তিপূজার প্রতি আসক্ত ছিল অন্য কোন জাতি ততটা আসক্ত ছিল না। একজন মানুষ মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতে পারে, কিন্তু সে অন্য কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে বিনষ্ট করতে পারে এবং অব্রাহামের চুক্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। যদি আপনি মূর্তিপূজা নাও করে থাকেন (এটি আত্মিক ব্যভিচার অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে) তবুও আপনি নিজের ক্ষতি করার জন্য চুক্তি লঙ্ঘনকারী হিসেবে গণিত হবেন। একজন বিদ্রোহী অপব্যয়ী পুত্র উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যদি সে ব্যভিচারীর সন্তান নাও হয়ে থাকে তবুও সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

[২] তারা নিজেদেরকে সত্য ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাকারী হিসেকে গণিত করল। আমাদের অনেক পিতা নেই, যেমন রয়েছে পরজাতিদের, তাদের প্রভুও অনেক ঈশ্বর অনেক তবুও তারা ঈশ্বরবিহীন। না, আমাদের মনিব ঈশ্বর হলেন একমাত্র মনিব এবং পিতা একজনই। তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্য করুন, তারা মিথ্যে আশায় নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং তারা প্রতারণার দ্বারা নিজেদের আত্মার উপর অভিশাপ ডেকে এনেছিল। তারা ভেবেছিল তাদের ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার এবং সত্য ঈশ্বরের উপাসনা তাদের পরিত্রাণ দান করবে। যদিও তারা সত্যে এবং আত্মিকত্বে ঈশ্বরের উপাসনা করেনি এবং তাদের প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তিও সত্য ছিল না। খ্রীষ্ট এখন তাদের মিথ্যা অজুহাতের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করলেন (পদ ৪২,৪৩) এবং দু'টি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, ঈশ্বরকে পিতা ডাকার কোন অধিকার তাদের নেই।

*প্রথমত*, তারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে না: "ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে ভালবাসা করতে।" খ্রীষ্টকে হত্যা করার অভিপ্রায় দ্বারা তিনি অব্রাহামের সাথে তাদের সম্পর্কের দাবীও মিথ্যা বলে প্রমাণ করলেন (পদ ৪০)। কিন্তু এখানে খ্রীষ্টকে ভালবাসা না করা এবং তাঁকে স্বীকার না করার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দাবীকে তিনি মিথ্যা বলে প্রমাণ করলেন। একজন মানুষ অব্রাহামের সন্তান হিসাবে গণিত হতে পারে যদি সে পাপর বাহুল্য দ্বারা নিজেকে খ্রীষ্টের শত্রু বলে প্রকাশ না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁর অনুসারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরকে তাদের পিতা বলে মান্য করে তাদের খ্রীষ্টের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা থাকবে, তারা তাঁর ব্যক্তিত্বে সম্মান করবে, তাঁর সহব্বতের কৃতজ্ঞতা উপলব্ধি করবে, তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তাঁর রাজ্যের প্রতি সরল আনুগত্য তাঁর দ্বারা সাধিত পরিত্রাণের মধ্যে আনন্দ থাকা এবং পরিত্রাণের পদ্ধতি এবং পরিত্রাণের জীবনে কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর আদেশ পালন করা, যা তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার নিশ্চিত প্রমাণ দেয়। আমরা এখানে শিক্ষানবীস অবস্থার মধ্যে রয়েছি, কীভাবে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব তার উপর পরীক্ষা চলছে এবং এই যোগাযোগ অনুযায়ী আমাদের জীবনে অনুগ্রহের অবস্থা সৃষ্টি করবে। ঈশ্বর তাঁর কাজ প্রমাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে একটি হল: তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পুত্রত্বের এবং পুত্রের সমস্ত কাজের পর্যাপ্ত প্রমাণ সহকারে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন, যেন পরিশেষে সমস্ত লোক পুত্রের উপর বিশ্বাস করে তাকে পিতা বলে ডাকার অধিকার পায় এবং ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য লোকদের আহ্বান জানাতে পারেন (যোহন ৫:১)। এর দ্বারা আমাদের গ্রহণ প্রমাণ করবে অথবা মিথ্যা প্রমাণ করবে যে, আদৌ আমরা খ্রীষ্টকে ভালবাসি না কি ভালবাসি না। যদি কেউ খ্রীষ্টকে ভাল না বাসে তাহলে ঈশ্বরের সন্তান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং এর অর্থ হল সে একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে (১ করিন্থীয় ১৬:২২)। "যদি কেউ প্রভুকে ভালবাসা না করে তবে তাঁর উপর বদদোয়া পড়ুক।" আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই কথা প্রমাণ করলেন যে, যদি তারা ঈশ্বরের সন্তান হত তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাঁকে ভালবাসা করতো; কারণ তিনি বললেন, "আমি ঈশ্বর থেকে বের হয়ে এসেছি; আমি তো নিজের থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি কাজ করতে যাচ্ছি।" তারা তাঁকে ভালবাসা করবে, কারণ:-

১) তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র: "আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি।" ড. হুইটবাই বলেছেন, "তাঁর জন্ম হয়েছে স্বর্গীয় অস্তিত্বের যোগাযোগের দ্বারা এবং এর মধ্যে স্বর্গীয় বাক্য ছাড়াও তিনি মানবীয় স্বভাবের অধীনে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন পাপ ছিল না। ঈশ্বর দ্বারা জন্ম বলে তাঁর প্রতি সমস্ত ভালবাসা ছিল আর এই কারণেই তাঁকে প্রিয় পুত্র বলে ডেকেছেন। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলে গণিত হয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবেই তিনি আমাদের তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ দান করেছেন (ইফিষীয় ১:৬)।

২) তিনি এই মানবীয় পৃথিবীতে রাজদূত হিসেবে ঈশ্বরের কাছে এসেছেন। তিনি নিজে থেকে আসেন নি যেমন ভণ্ড ভাববাদীরা নিজ থেকে আসেন যাদের নিজেদের কোন উদ্দেশ্য থাকে না অথবা তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন বার্তা পান না (যিরমিয় ২৩:২১)। তিনি

এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে জোরের সঙ্গে বললেন, "আমি ঈশ্বর থেকে বের হয়ে এসেছি; আমি তো নিজের থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।" ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি সম্মান এবং নির্দেশনা পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের জমায়েত করে এক করবার জন্য তিনি এসেছেন (যোহন ১১:৫১)। তিনি অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগী করবার জন্য এনেছেন (ইব্রীয় ২:১০)। এমন একটি সংবাদ দিয়ে ঈশ্বর যে সংবাদদাতাকে পাঠিয়েছেন, ঈশ্বরের সন্তানেরা কি তাঁর দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে না? কিন্তু যিহূদীরা এই বিষয় এই অভিমত ব্যক্ত করলো যে, খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই।

*দ্বিতীয়ত*, তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে নি। তারা যে ঈশ্বরের পরিবারের অধিকারী নয় এটি ছিল তাঁর ইঙ্গিত, তারা এই কথাটির ভাষা এবং অর্থ বুঝতে পারে নি: "তোমরা কেন আমার কথা বোঝ না?" (পদ ৪৩)। খ্রীষ্টের বাণী ছিল ঈশ্বরীয় এবং স্বর্গীয় বাণী। কিন্তু পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের কণ্ঠস্বরকে পরিচিত করানোর জন্য এই কথাগুলো যথেষ্ট বোধগম্য ছিল। এই কথাগুলো সৃষ্টিকর্তার কথাগুলোকে তাদের কাছে সুপরিচিত ছিল সুতরাং পরিত্রাণকর্তার কথা বুঝবার জন্য আর অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবুও যিহূদীদের কাছে খ্রীষ্টের কথাগুলো আশ্চর্য এবং অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল এবং তাদের কাছে এটি বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়েছিল এবং আমি জানি না এর মধ্যে বিঘ্নজনক পাথর কি আছে। যখন খ্রীষ্ট লোকদের কাছে ঈশ্বরের আত্মার কথা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে লোকদের জানিয়েছেন তখন কি ঈশ্বর পিতা এই কথা বলে ঈশ্বরের পুত্র কি সভ্যতা বর্জিত কাজ করেছেন? লক্ষ্য করুন, যে কথার দ্বারা ভয় জাগায়, খ্রীষ্টের এমন কথার সঙ্গে যারা পরিচিত নয়, তারা স্বর্গীয় স্বভাবের কাছে অপরিচিত এবং অদ্ভুত বলে মনে হবে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের রাজ্যের ভাষায় ঈশ্বরের কথা বলেছেন। তথাপি যারা ঈশ্বরের রাজ্যের দাবীদার ছিল তারা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং যোগ্যতা কি তারা বুঝতে পারে নি। কিন্তু তারা অপরিচিত একজন অশিক্ষিতের মত তারা এই কথার উপহাস করেছিল। কেন তারা খ্রীষ্টের কথা বুঝতে পারে নি এবং এই কথা মন্দভাবে গ্রহণ করেছিল তা হল: "তোমরা আমার কথা সহ্য করতে পার না, কারণ তোমরা আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে আমার কথা শোনার জন্য আকাঙ্খিত ছিলে না। তোমরা পক্ষপাতহীনভাবে এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আমার কথা শোনার জন্য ব্যাকুল ছিলে না; কিন্তু এইভাবে আমার কথা শোনা তোমাদের কর্তব্য ছিল।" তাদের একগুঁয়েমির জন্য তারা তাঁর কথা শুনতে অসমর্থ ছিল, যেমন তারা তাদের একগুঁয়েমির জন্য স্তিফানের কথা শোনে নি (প্রেরিত ৭:৫৭), পৌলের কথাও শোনে নি (প্রেরিত ২৩:২২)। লক্ষ্য করুন, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসা পাপ খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি মানুষের অবজ্ঞার কারণ এবং এই বিষয়ে তাদের ছিল বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব এবং ভ্রান্ত ধারণা। তারা খ্রীষ্টের শিক্ষা ভালবাসত না এবং পছন্দও করতো না, এই জন্য তারা তাঁর শিক্ষা বুঝতে পারে নি। পিতরের মত, তিনি একজন দাসীর কাছে দাবী করে বলেছিলেন যে, সে কি বলছে তা তিনি জানেন না (মথি ২৬:৭০), সত্য জেনেও তিনি সত্য গোপন করে রেখেছিলেন। "তোমরা আমার কথা শুনতে পাও না এর কারণ হল তোমরা তোমাদের কান বন্ধ করে রেখেছ (গীতসংহিতা ৫৪:৪,৫)। ঈশ্বর ধার্মিকতার বিচারের দ্বারা তোমাদের কান ভারী হয়েছে" (যিশাইয় ৬:১০)।

গ. এইভাবে অব্রাহাম এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবার পর খ্রীষ্ট খুব সহজ-সরলভাবে তাদের জানালেন যে, তারা কার সন্তান। তিনি তাদের বললেন: "শয়তান হল তোমাদের পিতা," পদ ৫৪। যদি তারা ঈশ্বরের সন্তান না হয়ে থাকে তাহলে তারা অবশ্যই শয়তানের সন্তান। এই মানবীয় পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে বিভাজন রয়েছে, আর শয়তান এই জনা দুষ্ট লোকদের মধ্যে মধ্যে কাজ করছেন (ইফিষীয় ২:২)। সমস্ত দুষ্ট মানুষ হল শয়তানের সন্তান, তারা শয়তানের নিজের হয়েছে এবং তারা হল বলীয়ালের সন্তান (২ করিন্থীয় ৬: ১৫), সাপের বংশ (আদিপুস্তক ৩:১৫), তারা শয়তানের লোক (মথি ১৩:৩৮)। তারা শয়তানের স্বভাবের অংশী হয়েছে, তার ভাবমূর্তি বয়ে বেড়াচ্ছে, তার আদেশ পালন করছে এবং তার দৃষ্টান্ত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা এক খণ্ড কাঠকে বলে তুমিই আমার পিতা (যিরমিয় ২:২৭)। যদি কোন মানুষের সন্তানকে বিশেষ করে মণ্ডলীর কোন সন্তানকে শয়তানের সন্তান বলে ডাকা হয়, তা হলে তা হবে গুরুতর অভিযোগ। এই কথাটি অত্যন্ত জঘন্য এবং রূঢ় শোনায়, এই জন্য আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভু এই অভিযোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছেন।

১. সাধারণ কথার মাধ্যমে: "তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা।"

(১) "তোমরা শয়তানের ইচ্ছা পালন করেছো। তার ইচ্ছা হল তোমরা যেন সম্পূর্ণরূপে তারই ইচ্ছা পালন কর। সে চায় যেন তোমরা তাকে পরিতৃপ্ত কর এবং সন্তুষ্ট কর, তার প্রলোভনে যেন নিজেকে সমর্পণ কর এবং তার বন্দী হয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী চল। কেবল তাই নয়, দিয়াবল নিজে যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছে তোমরা সেই কাজগুলো করেছো।" জাগতিক ইচ্ছা এবং মাংসিক ইচ্ছা পালন করার জন্য দিয়াবল মানুষকে প্রলোভিত করে, কিন্তু যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আছে সে কখনো শয়তানের ইচ্ছা পূরণ করবে না। শয়তানের বিশেষ ইচ্ছা হল আত্মিক দুষ্টতা। বুদ্ধিগত শক্তির ইচ্ছা এবং তাদের মন্দতাপূর্ণ যুক্তি গ্রহণ করা, অহঙ্কার এবং ঈর্ষা এবং রাগ ও অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা, যা উত্তম এবং মঙ্গলজনক সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন, যা কিছু মন্দ এবং পাপপূর্ণ কাজ সেই বিষয়ের প্রতি অন্যদের প্রলুব্ধ করা। এই সব ইচ্ছা শয়তান পূর্ণ করে থাকে এবং এই সমস্ত শয়তানের ইচ্ছার শাসনাধীনে থেকে যারা শয়তানের সমরূপ হয়েছে তারা নিজেদের শয়তানের সন্তান বলে চিহ্নিত করে। কারণ পিতা যা করে সন্তানরাও সেই সমস্ত কাজ করে থাকে। পাপের মধ্যে মনোনিবেশ, পাপের পরিকল্পনা এবং পাপের কাজের মধ্যে গোপন সন্তোষ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ শয়তানের সমতুল্য হয়ে যায়।

(২) "তোমরা শয়তানের ইচ্ছা পালন কর।" তারা যত বেশি শয়তানের ইচ্ছা পালন করবে শয়তান তাদের মধ্যে তত দৃঢ়ভাবে আস্তানা গাড়বে। যখন পাপ অবিচলভাবে দম্ভ এবং দুঃসাহসিকভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয় তখন তারা বলবে, আমরা অদ্ভুত বিষয়কে ভালবেসেছি এবং এই বিষয়কে আমরা অনুসরণ করব। তারা পাপী, তাই তারা শয়তানের ইচ্ছা পালন করবে। ড. হ্যামন্ড বলেছেন: "আনন্দ সহকারে তোমরা তোমাদের পিতার ইচ্ছা পালন কর।" শয়তান হল মানুষের শত্রু। কারণ ঈশ্বর হল জীবনের ঈশ্বর আর মানুষের আনন্দময় জীবন হল জীবন এবং শয়তান হল সত্যের শত্রু কারণ ঈশ্বর হলেন সত্যের ঈশ্বর, আর সত্য হল মানব সম্পদের বন্ধন।

(১) সৃষ্টির শুরু থেকে সে ছিল একজন খুনী, কিন্তু তার নিজের সৃষ্টির শুরু থেকে নয়, কারণ তাকে জ্যোতির স্বর্গদূত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সৃষ্টির সময় সে ছিল খাঁটি ও উত্তম, কিন্তু শুরু থেকেই সে ছিল বিশ্বাসঘাতক, আর এটি শীঘ্রই পেয়েছিল যখন মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে ছিল নরহত্যাকারী।

[১] সে ছিল মানুষের ঘৃণার পাত্র, তাই তার হত্যাকারী হিসেবে সে মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছিল। তার নাম শয়তান, *শিট্‌নাহ্* অর্থাৎ ঘৃণাকারী। ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তি এবং সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন বলে সে খুব ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। সে তার সমস্ত আনন্দ এবং সম্মান হারাবে মনে করে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ এবং অসন্তোষ্ট হয়েছিল।

[২] সে ছিল মানুষকে পাপে পতিত করার প্রলোভনকারী, যে পাপ এই জগতে মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। তাই প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সমস্ত মানব জাতির হত্যাকারী। আদম হলেন সেই ব্যক্তি যাকে সে প্রথম আঘাত করেছে। সে হল রূহেরও হত্যাকারী, সে মানুষের আত্মাকে পাপের দিকে চালনা করে, আর এর দ্বারা সে মানুষকে হত্যা ও বিনষ্ট করে থাকে (রোমীয় ৭:১১)। নিষিদ্ধ ফল খাইয়ে সে মানুষকে অপবিত্র করেছিল, সে এই কাজটি করিয়ে মানুষকে তার নিজের হত্যাকারী করেছিল। সে কেবল মানুষ সৃষ্টির সময় নয়, কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকেই সে এই কাজ করে যাচ্ছে, এটি আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করে যে, সে সেই সময় থেকে এই পর্যন্ত আছে। প্রথম থেকে যেমন করেছিল তেমনিভাবে সে তার প্রলোভন দ্বারা মানুষকে বিনষ্ট করে যাবে। মহা প্রলোভনকারী হল মহা ধ্বংসকারী। যিহূদীরা শয়তানকে বলে থাকে মৃত্যুর স্বর্গদূত। কয়িনকে দিয়ে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে শয়তান নরঘাতক হিসাবে তার প্রথম হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছিল। সে এমন দুষ্ট ছিল যে, সে নিজের ভাইকেও হত্যা করেছিল (১ যোহন ৩:১২)। যদি কয়িনের মধ্যে শয়তানের ক্ষমতা এত বেশি না হত তাহলে সে তার নিজ ভাইকে হত্যা করার মত এমন অস্বাভাবিক কাজ করতো না। কয়িন শয়তানের প্ররোচনায় তার নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল, শয়তানকে বলা হয় নর হত্যাকারী, এটি বলে না যে কয়িনের দোষ কম ছিল, কিন্তু শয়তানের আরও বেশি দোষ ছিল, সে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে এবং প্ররোচিত করে পাপের পথে নিয়ে যায় এবং তার জীবন যন্ত্রণাময় করে তোলে, তার আত্মিক জীবন ধ্বংস করে দেয়। দেখুন, কি কারণে আমরা শয়তানের ছলনার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করব এবং কি কারণে তার কথার মনযোগ দেব না; কারণ সে একজন নরহত্যাকারী, নিশ্চিতভাবেই তার লক্ষ্য হল আমাদের ক্ষতি করা, এমনকি যখন চমৎকার কথা বলে তখনও। আমাদের আশ্চর্য হতে হবে এই কারণে যে, সে এখনও তার এই কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে যে সমস্ত যিহূদীরা তাকে অনুসরণ করছিল তারাও নরহত্যাকারী ছিল, শয়তানের মত। আত্মার হত্যাকারীরা তাদের গভীর খাতে ফেলবার জন্য ভ্রান্ত পথে চালিত করে এবং দোজখের সন্তান করে তোলে। এখন খ্রীষ্টের প্রকাশ্য শত্রুরা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল, এই কারণে কয়িন হেবলকে হত্যা করেছিল। এই যিহূদীরা ছিল সাপের বংশধর যাদেরকে নারীর বংশের একজন তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে চূর্ণ করবে।

(২) সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী। মিথ্যা হল সত্যের বিপরীত (১ যোহন ২:২১), সেই অনুযায়ী এখানে শয়তানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

[১] সত্যের প্রতি শত্রুতা হল খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতা।

*প্রথমত*, সে হল সত্য থেকে পলায়নকারী। সে সত্যের মধ্যে অবস্থান করতে চায় নি। তার সৃষ্টির সময় থেকে যেভাবে খাঁটি ও সাধু হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল সে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে নি, কিন্তু সে তার প্রথম বাসস্থান পরিত্যাগ করেছিল। যখন সে ঈশ্বরের কাছ থেকে পতিত হয়েছিল, সে তখন সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কারণ তার ধর্ম মিথ্যার উপর স্থাপিত। স্বর্গদূতরা হল ঈশ্বরের বাহিনী। সে সমস্ত স্বর্গদূত পতিত হয়েছিল তারা তাদের সেনাপতি এবং রাজার সত্যে থাকে নি। তারা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং ভুলের জন্য ঈশ্বর তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন (ইয়োব ৪:১৮)। খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানব জাতির পরিত্রাণ সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ আমরা সত্যের মাধ্যমে বুঝতে পারি, যে সত্য এখন খ্রীষ্ট প্রচার করছেন এবং যা যিহূদীরা বিরোধিতা করছে। এখানে তারা তাদের পিতা শয়তানের মত কাজ করছে, যে দেখেছিল যে মানব স্বভাবের প্রথম আদমকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আদমকে আরও বেশি সম্মান প্রদর্শন করা হবে তা সে আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। শয়তান ঈশ্বরের সাথে পরামর্শ করে একমত হয়ে নয় কিংবা সত্যের উপর ভিত্তি করে নয় কিন্তু অহঙ্কার এবং ঈর্ষার আত্মা থেকে তার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা সে স্বয়ং এই বিষয়ে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিল, আর এই জন্য সে নানা পরিকল্পনা করেছিল। এখানে উপস্থিত যিহূদীরাও শয়তানের সন্তান এবং তার প্রতিনিধি হিসাবে একই ধরনের কাজ করেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, সে ছিল সত্য পরিত্যক্ত: তার মধ্যে কোন সত্য ছিল না। এই পৃথিবীতে সে মিথ্যা এবং ছলনার দ্বারা তার কাজ করে যাচ্ছে। তার কাজে কোন সত্য নেই। কোন কিছুর মধ্যে তাকে আটকে রাখতে পারেবেন না, তার মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতাও সৃষ্টি করতে পারবে না এবং সে যা বলে এবং করে তা আটকে রাখা কিংবা সীমাবদ্ধ করে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে সে যে ধারণার জন্ম দেয় তা মিথ্যা এবং ভ্রান্তিজনক, অদ্ভুত মিথ্যার দ্বারা সে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। সে ছলনা এবং প্রতারণার দ্বারা মানুষকে প্রওলাভিত করে। সত্য সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে কিন্তু এই সত্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। কিন্তু ভয়ানক শত্রুর মত এর বিরোধিতা করছিল। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার মধ্যে কোন সত্য নেই।

[২] সে হল মিথ্যার বন্ধু এবং মিথ্যার পৃষ্ঠপোষক: সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে নিজে থেকেই বলে। মিথ্যার পাপের উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে শয়তানের যে কথা বলা হয়ে তাতে তিনটি বিষয় রয়েছে।

*প্রথমত*, সে একজন মিথ্যাবাদী। তার প্রত্যাদেশ হল মিথ্যার প্রত্যাদেশ, তার ভাববাদীরা হল মিথ্যা ভাববাদী এবং মিথ্যা শিক্ষকদের মধ্যে সে তার ভাবমূর্তি স্থাপন করেছিল যেন লোকদের মিথ্যা উপাসনা করবার দিকে চালিত করে। আমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে সে ডাহা মিথ্যা কথার দ্বারা প্রলোভনে ফেলেছিল। তার সমস্ত পরীক্ষা এবং প্রলোভনগুলো মিথ্যার দ্বারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার কাজ ছিল ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল করা, শাস্তি বা মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য সে প্রতিষ্ঠা করে থাকে। মিথ্যা বলে যাদের সে তার জালে আটকায় তাদের সঙ্গে প্রতারণার করার উদ্দেশ্যেই সে তা করে থাকে এবং

এই কাজের মধ্য দিয়ে সে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এখন যখন সে সুসমাচারকে অস্বীকার করছে সে ধর্ম-শিক্ষকদের এবং ফরীশীদের মধ্য দিয়ে করছে এবং সে তা করছে মিথ্যার দ্বারা। যখন সে এরপরে সুসমাচারকে মন্দতাপূর্ণ বিষয় বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল সে খুব জোরালো প্রতারণা ও বিভ্রান্তি দ্বারা মহা জটিল মিথ্যার দ্বারাই সে তা করেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, সে যখন মিথ্যা কথা বলে সে তা নিজে থেকেই বলে যে, তার সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়টি তার মধ্যে স্থাপন করেন নি। যখন কোন মানুষ মিথ্যা কথা বলে তখন তারা তা শয়তানের কাছ থেকে গ্রহণ করেই বলে, শয়তান তাদের মধ্যে মিথ্যা দিয়ে পূর্ণ করে (প্রেরিত ৫:৩)। কিন্তু যখন শয়তান মিথ্যা কথা বলে তখন সে তার নিজ কাঠামোর আদর্শ থেকেই বলে। মিথ্যা বলার অভিপ্রায় তার নিজে থেকেই আসে, তার সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী মানুষের আত্মার মধ্যে মন্দতার বীজ বপন করে তার অধঃপতন ঘটানোর জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। শয়তান এবং তার দল প্রথম যখন বিদ্রোহ করে তখন তাদের প্রলুব্ধকারী কোন শয়তান ছিল না। তাই তাদের পাপের সমস্ত কাজ এখনও সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের।

*তৃতীয়ত*, সে হল মিথ্যার পিতা।

১) সে হল প্রত্যেকটি মিথ্যার পিতা, সে নিজে যে মিথ্যার পরামর্শ দেয় কেবল সেই মিথ্যারই পিতা নয়, কিন্তু যা অন্যরা বলে সেই সমস্ত মিথ্যারও পিতা। সে হল সমস্ত মিথ্যার প্রণেতা এবং প্রতিষ্ঠাতা। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে সে তখন তার কাছ থেকে গ্রহণ করেই বলে, সে এমনভাবে বলে যেন সে শয়তানের সুখই কথা বলছে। তারা মূলত শয়তানের কাছ থেকে আসে এবং তার ভাবমূর্তি বয়ে বেড়ায়।

২) সে হল প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর পিতা। ঈশ্বর মানুষকে সত্য দিয়ে সুসজ্জিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। এই সত্য আমাদের আলোর পথে নিয়ে যায় এবং সামাজিক নিয়ম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য আমাদের উপযুক্ত করে তোলে, যেন আমরা সত্য কথা বলি। কিন্তু শয়তান পাপের সৃষ্টিকারী অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে কার্যরত আত্মা। সে মানুষের স্বভাবকে এমন মন্দতাপূর্ণ করে যে, মিথ্যা কথার জন্য মানুষ গর্ভে থাকাকালীন সময় থেকেই তাকে সত্য কথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (গীতসংহিতা ৫৮:৩)। তাদের যে শিক্ষা দেয় যেন তারা মুখ দিয়ে ছলনার কথা বলে (রোমীয় ৩:১৩)। সে হল সকল মিথ্যাবাদীর পিতা, সে তাদের জন্ম দিয়েছে, যে তাদের মিথ্যার পথে প্রশিক্ষিত হয়েছে, তারা যার সদৃশ্যস্বরূপ হয়েছে এবং যার বাধ্য হয়ে চলে এবং যার সাথে চিরকালের জন্য সমস্ত মিথ্যাবাদীদের অংশ রয়েছে।

ঘ. খ্রীষ্ট এইভাবে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত নরহত্যাকারী এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীরা হল শয়তানের সন্তান। আপনারা সেই মানুষ, এই কথা বলে তিনি মানুষের বিবেকের কাছে বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই পদ গুলোকে তিনি তাদের সাহায্য করার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি তাদের মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন নি। কিন্তু তিনি তাদের দেখালেন যে, সত্যের প্রতি তাদের কোন বন্ধু নেই। সেখানে তারা সত্যে বাস করে নি, তারা শয়তানের সদৃশ্য হয়েছে। কারণ শয়তানের মধ্যে কোন সত্য ছিল না। দু'টি বিষয়ে

তিনি তাদের অভিযুক্ত করলেন:

১. তারা সত্যের বাক্যে বিশ্বাস করে নি (পদ ৪৫): "কিন্তু আমি সত্য বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না।"

(১) সম্ভবত দু'টি বিষয় অবলম্বন করা হয়েছে:

[১] "যদিও আমি সত্য কথাই বলছি এবং আমি সত্য অনুযায়ী চলি, তবুও তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর না।" যদিও তিনি দৃঢ় প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি কাজের ভার পেয়েছেন এবং তিনি একইভাবে প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, মানুষের সন্তানদের প্রতি তার অসীম ভালবাসা রয়েছে। তবুও তারা বিশ্বাস করলো না যে, তিনি তাদের সত্য কথা বলছেন। সত্য রাস্তায় উছোট খেয়ে পড়েছে (যিশাইয় ৫৯:১৪,১৫)। মহা সত্যের সামান্যতম অনুগ্রহ তারা লাভ করতে পারে নি কারণ তারা আলোর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল (ইয়োব ২৪:১৩)।

[২] "যেহেতু আমি তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছি, সেই জন্য তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর না।" তারা তাকে গ্রহণ করে নি এবং ভাববাদী হিসেবে তাকে স্বাগতও জানায় নি, কারণ তিনি তাদের কাছে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিলেন, যা তারা শুনতে ইচ্ছুক ছিল না। তিনি তাদের সম্পর্কে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সত্য কথা বলেছিলেন, তিনি তাদেরকে তাদের মুখ আয়নায় দেখিয়েছিলেন, তাদেরকে তোষামাদ করতে নয়। এই জন্য তিনি তাদের যা বলেছিলেন তার একটি কথাও তারা বিশ্বাস করে নি। তাদের মুখ শোচনীয় অবস্থা হবে যাদের কাছে স্বর্গীয় সত্যের আলো যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হবে।

(২) তিনি তাদের এই বিশ্বাসহীনতার অযৌক্তিকতাকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে দাবী জানালেন (পদ ৪৬): "তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পারে?" তিনি এবং তাদের মধ্যে বিপরীত চিন্তা ছিল, তিনি ভুল করছেন নাকি তারা ভুল করছে। এখন এটি অন্য উপায় গ্রহণ করা হল:

[১] যদি তিনি বাস্তবিক ভুল করে থাকেন তাহলে কেন তারা সেই ভুল প্রমাণ করতে পারলো না? মিথ্যা ভাববাদী দাবীদার হয় তাদের শিক্ষার মন্দ প্রবণতা দ্বারা প্রকাশ পাবে (দ্বি.বি. ১৩:২), অথবা তাদের কথা-বার্তার মন্দ অভিপ্রায় দ্বারা প্রকাশ পাবে: *তাদের ফল দ্বারাই তোমরা তাদের চিনতে পারবে*। খ্রীষ্ট বলছেন, "তোমরা সেনহেড্রিনের সদস্য, ভাববাদীর বিচারের ভার তোমাদের উপর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণিত করতে পারবে?" তারা খ্রীষ্টকে কিছু মন্দ অপরাধের বিষয়ে দোষী করেছিল - পেটুক, মাতলামি, ধর্মদ্রোহী, বিশ্রামবার ভঙ্গকারী, শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু তাদের বিদ্বেষজনিত অপরাধ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইভাবে প্রত্যেকে তার সম্পর্কে জেনেছে যে তারা তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেছিল। যখন তারা তাদের কৌশল এবং চালাকি দ্বারা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অন্যদের প্রবৃত্ত করার দ্বারা এবং মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনের দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য প্রাণপ্রণ প্রচেষ্টা করছিল কিন্তু বিচারে আনীত সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হল। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ তারা প্রমাণ করতে পারলো না। দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই। তিনি তাদেরকে তাঁকে পাপী বলে দোষী সাব্যস্ত করার

ব্যাপারে প্রমাণ করার জন্য দাবী করেছিলেন।

*প্রথমত*, অসঙ্গত শিক্ষা। তারা খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং সাক্ষ্য শুনেছিল, তারা কি এর মধ্যে কোন অবাস্তব অথবা অনুপযুক্ত কিছু দেখাতে পারবে, তারা কি তাঁর নিজের অথবা শাস্ত্রের কোন বৈপরিত্য দেখাতে পারবে, অথবা তাঁর সত্যের মধ্যে বিভ্রান্তিজনক কোন বিষয় অথবা তার শিক্ষার কাউকে অসঙ্গতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার বিষয়ে দেখাতে পারবে? (যোহন ১৮:২০)।

*দ্বিতীয়ত*, অসংলগ্ন কথা: "কোন বিষয়ে তোমরা আমাকে যথার্থভাবে অভিযুক্ত করতে পারবে? আমার কথায়, আমার কাজে নাকি একজন অনুপযুক্ত ভাববাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে?" দেখুন কি অপূর্ব আমাদের প্রভু যীশুর শিষ্টাচার। তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু দাবী করেন নি বা অতিরিক্ত কোন সম্মান লাভের জন্য দাবী করেন নি (যিরমিয় ২:৫,৩১; মীখা ৬:৩)। যারা প্রভুর পক্ষে পরিচর্যা করেন তাদের এখান থেকে শিক্ষণীয় হল:

১) তাদের খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে। তাদের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলতে হবে, তাহলে যারা তাদের দিকে নজর রাখছে তারা তাদের কাজকে পাপের কাজ বলে সন্দেহ করতে পারবে না, এভাবে তাদের কাজ দোষমুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পাপে অভিযুক্ত না হওয়ার একমাত্র উপায় হল পাপ না করা।

২) সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করার জন্য ইচ্ছুক থাকতে হবে। যদিও অনেক বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত থাকি এই ভেবে যে আমরা সঠিক অবস্থানে আছি তবুও আমাদের এই প্রচেষ্টার জন্য ইচ্ছুক থাকতে হবে যে, যেন আমরা কোন ভুলের মধ্যে অবস্থান না করি এবং আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে যে আদৌ আমরা কোন ভুল করছি কিনা (ইয়োব ৬:২৪)।

[২] যদি তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে কেন তারা তাদের ভুলগুলো সংশোধন করছে না? "আমি যদি সত্যি কথাই বলি তবে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না? যদি তোমরা আমাকে দোষী বলে প্রমাণ করতে না পার তাহলে তোমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমি সত্যি কথাই বলছি। তাহলে কেন তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করছো না? কেন তোমরা আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করছো না?" লক্ষ্য করুন, যদি মানুষ তাদের ধর্মে বিশ্বাসহীনতার কারণ অনুসন্ধান করে এবং যা তারা অস্বীকার করতে পারে না তা কেন বিশ্বাস করে না তা যদি পরীক্ষা করে তাহলে তারা নিজেদের অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাবে এবং এর জন্য লজ্জিত হবে। যদি আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি তাহলে যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস না করার কারণ আমরা খুঁজে পাব, এর কারণ হল আমরা আমাদের পাপ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক নই এবং নিজেকে অস্বীকার করতে ও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে ইচ্ছুক নই। আমরা খ্রীষ্টান ধর্মের লোক হতে পারি না, কারণ পাপর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করলে এবং নিজেকে অস্বীকার না করলে এবং বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করার ইচ্ছা না থাকলে আমরা কি করে খ্রীষ্টান ধর্মের লোক হতে পারি? আমাদের পরিত্রাণকর্তার প্রতি বিশ্বাসহীনতার বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের সামিল।

২. তাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে, তারা ঈশ্বরের কথা শোনে না (পদ ৪৭): "যে কেউ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের কথা সকল শুনে; এজন্যই তোমরা শোন না, কারণ তোমরা

ঈশ্বরের নও।" এটি আরও দেখায় যে, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে বলে যে দাবী তারা করে থাকে তা কত ভিত্তিহীন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) এই শিক্ষা নির্দেশ করে: "যে কেউ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের কথা সকল শুনে।" এর অর্থ হল:

[১] ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য যিনি ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত, ঈশ্বরের চিন্তা কি তা জানতে যিনি আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক, তিনি তা জানতে পারেন তা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন। সব কিছুর উপরে ঈশ্বরের এমন ক্ষমতা রয়েছে। যারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে তাদের সঙ্গে এমন ঐক্য হয় যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়, যেমন বালক শমূয়েল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বালক শমূয়েল ঈশ্বরের সঙ্গে এই কথা বলেছিলেন, "হে সদাপ্রভু ঈশ্বর বলুন, আপনারা প্রজা শুনছে।" ঈশ্বর মনিবের কথা আমাদের মধ্যে নেমে আসুক।

[২] তিনি কথাগুলো উপলব্ধি করেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করেন, তিনি এমনভাবে কথাগুলো শুনেন যে, তিনি বুঝতে পারেন যে এই কথাগুলো ঈশ্বরের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত কথা, যা সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানুষ পারবে না, (১ করিন্থীয় ২:১৪)। তিনি তাঁর নামের খুব কাছাকাছি আছেন, তিনি এই বিষয়টি খুব শীঘ্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন (গীতসংহিতা ৭৫:১)। পরিবারের সবাই তাদের মনিবের পাদবিক্ষেপ জানেন এবং মনিবের দরজার কর-াঘাতের শব্দ চিনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে দেন (লূক ১২: ১৩), যেমন ভেড়া তার রাখালের কণ্ঠস্বর চিনে। সে অপরিচিত লোকের ডাকে তার পিছন পিছন যাবে না (যোহন ১০:৪,৫)।

(২) এই শিক্ষার আবেদন, কারণ এই অবিশ্বাসী যিহূদীদের দোষ: "এজন্যই তোমরা শোন না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও।" এর অর্থ হল, "তোমরা ঈশ্বরের কথায় মনযোগ দাও না, তোমরা বুঝতে পার না, তোমরা বিশ্বাস কর না, ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য তোমাদের কোন আগ্রহ নেই, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও। ঈশ্বরের কথা শোনার ব্যাপারে তোমাদের বধিরতা, অচেতনতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তোমরা ঈশ্বরের নও।" এটি তাঁর বাক্যের মধ্যে যা ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই জন্য তার কথার কার্যকারিতা ফলে আমরা ভাল অথবা মন্দ হিসেবে গণিত হব (২ করিন্থীয় ৪:৪; ১ যোহন ৪:৬)। অথবা তারা ঈশ্বরের হতে না পারার কারণ হল কেন তারা যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক তা শোনে নি, যা খ্রীষ্ট তাদের বলেছিলেন। তারা সেই কথা বুঝতে পারে নি এবং তাকে বিশ্বাস করে নি। কারণ এটি ছিল না যে বিষয়টি তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল প্রমাণহীন ছিল, কিন্তু কারণ হল, শ্রোতারা ঈশ্বরের ছিল না, তারা নতুন জন্ম লাভ করে নি। যদি সুসমাচার কোন ফল উৎপন্ন করতে না পারে তাহলে সেই আত্মার উপর নিজ দোষ বর্তাবে কিন্তু বীজের উপর নয়। এই বিষয়টি বীজ বাপকের উপমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (মথি ১৩:৩)।

## যোহন ৮:৪৮-৫০ পদ

আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করব:

ক. অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণভাবে আমাদের প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে যিহূদীরা জঘন্য ভাষা ব্যবহার

করল। এই পর্যন্ত তারা খ্রীষ্টের শিক্ষার মিথ্যা দোষারোপ করে আসছিল এবং এর উপর বিদ্বেষপূর্ণ এবং অসন্তোষপূর্ণ মন্তব্য করেছিল। কিন্তু যখন তিনি তাদের এই অভিযোগ করলেন যে, (পদ ৪৩,৪৭) তারা তাঁর কথায় কান দিচ্ছে না, তখন দেখা গেল তারা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে তারা সুস্পষ্টভাবে খ্রীষ্টকে গালি দিল, পদ ৪৮। এরা কোন সাধারণ মানুষ ছিল না, এরা ছিল ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, যারা সমাজে উচ্চপদে ছিল। এরা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসহীনতার অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অবিচল ছিল, তাই ঘৃণাপূর্ণ এই মন্তব্য করে তাঁকে তারা অভিযুক্ত করল: "আমরা কি ঠিক বলিনি যে, তুমি একজন শমরীয় আর তোমাকে মন্দ রূহে পেয়েছে?" লক্ষ্য করুন, এখানে, আপনি চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এবং শিহরিত হবেন।

১. আমাদের প্রভু যীশু দুষ্ট যিহূদীদের মাঝে প্রায়ই তাদের ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে যে কথা বলতেন তারই ফলস্বরূপ তারা এখন বিদ্বেষ ও ঘৃণাসূচকভাবে তাঁর প্রতি এই কথা প্রয়োগ করলো।

(১) তিনি একজন শমরীয়, এই কথার অর্থ হল, তিনি তাদের সমাজ ও জাতির শত্রু, এই রকম লোককে তারা অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং এই রকম লোককে তারা সহ্য করতে পারে না। এইভাবে তাঁর প্রতি লোকেরা মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু তারা তাঁকে এইভাবে শমরীয় নামে ডেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। যদি তিনি একজন শমরীয় হয়ে থাকেন, তিনি অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবেন, রাজদ্রোহী হওয়ার জন্য তিনি প্রহার দ্বারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য (এইভাবে তারা বলে থাকে), কারণ খ্রীষ্ট মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। তারা প্রায়ই তাঁকে গালীলীয় বলে ডেকেছিল, বলেছিল তিনি একজন হীন প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাদের কাছে যেন মনে হয়েছিল এটি যথেষ্ট নয়, যদিও এই নামটি অন্য সব নামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তারা এখন তাঁকে ডেকেছে শমরীয়, একজন মন্দ লোক বলে। যিহূদীরাও খ্রীষ্টিয়ানদের নিন্দাসূচকভাবে বলতো শমরীয়। লক্ষ্য করুন, সব যুগেই দেখা গেছে কোন কোন ভাল মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর খুব সহজ উপায় হল জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মন্দ নামটি প্রয়োগ করা। সম্ভবত যেহেতু খ্রীষ্ট ন্যায়সঙ্গতভাবে ধর্ম-শিক্ষক এবং বৃদ্ধ নেতাদের অহঙ্কার এবং স্বেচ্ছাচার শাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কথা বলেছিলেন, এখান থেকে তারা আঁচ করতে পারলো যে, তিনি তাদের সমাজকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। তারা মনে করলো যে, তাঁর লক্ষ্য হল তাদের সমাজের সংস্কার এবং শমরীয়দের মত তাদের ধর্ম ত্যাগ করানো।

(২) তিনি এমন একজন ব্যক্তি:-

[১] একজন ব্যক্তি, যার সাথে মন্দ আত্মার সম্বন্ধ আছে এবং মন্দ আত্মার দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি তাঁর শিক্ষায় শমরীয় সংক্রান্ত বিষয়ের স্বার্থ রক্ষা করার বিষয় রয়েছে বলে তারা নিন্দা করছিল। তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের বিষয়ে মন্তব্য করলো যে, তিনি বেল্‌সবূলের সাহায্যে আশ্চর্য কাজ করে থাকেন।

[২] অথবা বিশেষত তিনি মন্দ আত্মাগ্রস্থ একজন লোক, তিনি একজন অবসাদগ্রস্থ মানুষ, যার মস্তিষ্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অথবা তিনি একজন পাগল মানুষ। তাঁর মাথা গরম এবং তিনি যা বলেছেন তা একজন বিশৃঙ্খল স্পষ্টবাদী অবিবেচক মানুষের কথায় যতটা বিশ্বাস

করা যায় তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করা যায় না। অথবা তাঁর কথা হল পাগলের প্রলাপের মত। এইভাবে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের বিষয়গুলো যখন কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশ করেন তখন প্রায়ই তার কথাগুলো পাগলের প্রলাপ বলে অভিযুক্ত করে এবং ঐ ভাববাদীকে একজন পাগল লোক বলে আখ্যায়িত করা হয় (২ রাজাবলি ৯:১১, হোশেয় ৯:৭)। পৌত্তলিকতার প্রত্যাদেশের প্রেরণা এবং তাদের ভাববাদীরা বস্তুত পাগল, একসময় আসবে যখন তাদের একপাশে সরিয়ে দেবে। কিন্তু যা প্রকৃত স্বর্গীয় তা এই রকম নয়। প্রজ্ঞা তার সন্তানদের নির্দোষ করে।

২. কীভাবে তারা খ্রীষ্টের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবে এবং বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করবে: "বলুন, আপনি যেমন ভাল আমরা কি তেমন ভাল?" কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, তাঁর চমৎকার আলোচনা তাঁর প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করবে এবং তাদের মত প্রত্যাহার করাবে। কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের হৃদয় আরও কঠিন হয়েছিল এবং তারা খ্রীষ্টের অনিষ্ট করার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিল। তারা খ্রীষ্টকে তাদের শত্রু বলে মনে করা আবশ্যক বলে মনে করল, যেমন তারা খ্রীষ্টের সাথে যে খারাপ ভাষায় কথা বলেছিল তারা এর চেয়ে ভাল ভাষায় কখনই কথা বলে নি। এরা দুষ্টতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছিল, যারা তাদের অধার্মিকতাকে ন্যায্য বলে মনে করত, তাদের কার্যকলাপের জন্য তারা যে দোষী হতে বাধ্য সেই বিষয়ে তারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে বার বার। এটি বলা খারাপ এবং তা করা অন্যায়। কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য বিষয় হবে যদি এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যখন খ্রীষ্ট মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন তাঁর এই কথাগুলো তাদের উত্তেজিত করে তুলতো, তারা মনে করতো যে এই কথাগুলো তাদের জন্য কোন উপকার কিংবা মঙ্গল বয়ে আনবে না। তারা জাগতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকত বলে তারা নিজের জীবনের পরিবর্তন নিয়ে কল্পনাও করতো না। তারা খ্রীষ্টের চিন্তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখত। কারণ তারা মনে করত, তিনি একজন পাগল ছাড়া অন্য কিছু নন। তিনি তাঁর পদমর্যাদা হারিয়েছেন এবং তিনি তাঁর জীবনকে বিপদগ্রস্থ এবং ঝুঁকিপূর্ণ করেছেন।

খ. জঘন্য নিন্দাসূচক কথার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের স্বর্গীয় নম্রতা এবং দয়াপূর্ণ তেজোদৃপ্ত উত্তর, পদ ৪৯,৫০।

১. তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন: "আমাকে মন্দ রূহে পায় নি;" যেমন পৌল বলেছিলেন (প্রেরিত ২৬:২৫), "আমি পাগল নই।" এই নিন্দা ছিল অন্যায্য: "আমি মন্দ আত্মা দ্বারা চালিতও নই কিংবা মন্দ আত্মাদের সাথে আমি সম্পৃক্তও নই।" আর এই কথার দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি কি করেছেন। তাঁকে শমরীয় বলে অভিহিত করার বিষয়টি কোন গুরুত্বই দিলেন না। কারণ এই নিন্দা স্বয়ং ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। এটি ছিল ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রতি মনযোগী হওয়ার মত এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু তিনি একজন মন্দ আত্মাগ্রস্থ লোক, এই কথাটি তাঁর পরিচর্যার কাজে প্রতিফলিত হয়েছিল আর তাই তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টকে শমরীয় ডাকার প্রেক্ষিতে তিনি তাদের কোন উত্তর না দেওয়ার বিষয়ে সাধু আগষ্টিন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন – তিনি প্রকৃতপক্ষে তা-ই ছিলেন। তিনি একজন ভাল শমরীয়ের বিষয় রূপক গল্প বলেছিলেন (লূক ১০:৩৩)।

২. তাঁর নিজের উদ্দেশ্যের সরলতা তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করলেন: "কিন্তু আমি আমার পিতাকে সম্মান করি।" তারা মনে করলো যে, খ্রীষ্ট অনুচিতভাবে নিজেকে সম্মান করছেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তিনি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছেন না। তিনি উভয় অভিযোগই এখানে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, তিনি তার সমস্ত কাজ তাঁর পিতার সম্মানার্থে করেছেন, তাঁর নিজের সম্মানার্থে নয়। এই কথায় আরও প্রমাণ হয় যে, তিনি কোন মন্দ আত্মাগ্রস্থ লোক নন। কারণ যদি তিনি বাস্তবিক মন্দ আত্মাগ্রস্থ লোক হতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বরকে সম্মান প্রদর্শন করতে না। লক্ষ্য করুন, যারা সত্য পথে থেকে ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অবিচলভাবে যত্নবান থাকে তারা মানুষের নিন্দা ও তিরষ্কারের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য সসস্ত্র সৈন্যের মত ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম।

৩. তাঁকে নিন্দা করার দ্বারা তারা যে ভুল করেছিল তিনি তাঁর অভিযোগ করলেন: "কিন্তু তোমরা আমাকে অসম্মান কর।" এর দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, মানুষ হিসেবে তাঁকে যে দুর্নাম এবং অসম্মান করা হয়েছে সেই ব্যাপারে তার একটি কোমল বোধ রয়েছে। নিন্দা তাঁর হাড়ের মধ্যে তরবারির মত বিঁধে আছে কিন্তু তবুও আমাদের পরিত্রাণের জন্য সব কিছু সহ্য করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল এই যেন সমস্ত মানুষ পুত্রকে সম্মান করে তবু অনেক লোক রয়েছে যারা তাঁকে অসম্মান করে। এইভাবে মাংসিক ভাবাপন্ন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। খ্রীষ্ট পিতাকে যেভাবে সম্মান করেন কোন মানুষ কখনই সেভাবে সম্মান করেনি। তাকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে অন্য কোন মানুষকে সেভাবে সম্মান করা হয় নি। কারণ যদিও ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যারা খ্রীষ্টকে সম্মান করবে ঈশ্বর তাদেরকে সম্মানিত করবেন, তিনি কখনই এই প্রতিজ্ঞা করেন নি যে, লোকেরা তাদের সম্মান করবে।

৪. নিজের সম্পর্কে এই কথা বলে তিনি আত্মগরিমার অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন (পদ ৫০): "কিন্তু আমি আমার গৌরব অন্বেষণ করি না; এক জন আছেন, যিনি অন্বেষণ করেন ও বিচার করেন।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) জাগতিক সম্মানের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা: "আমি আমার গৌরব অন্বেষণ করি না।" তিনি নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না অথবা তাঁর উত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে কোন কিছু করার দিকেও লক্ষ্য ছিল না। তিনি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন নি এবং জাগতিক উচ্চপদ কিংবা জাগতিক শ্রেষ্ঠ তম কোন বিষয় পাওয়ার জন্য আকাঙ্খী ছিলেন না। কিন্তু অবিরতভাবে উভয়ই তিনি অস্বীকার করে গেছেন। তিনি তাঁর পিতার থেকে আলাদা তাঁর নিজের কোন সম্মান লাভের চেষ্টা করেন নি কিংবা তিনি তার ভিন্ন কোন নিজের লাভের বিষয়ও চেষ্টা করেন নি। কারণ মানুষ তার নিজের গৌরবের চেষ্টা করে, বস্তুত তা গৌরব নয় (হিতোপদেশ ২৫:২৭), কিন্তু তাদের লক্ষ্যের বাইরে আরও কিছু লজ্জার বিষয় রয়েছে। বিষয়টি এর মধ্যে আসার কারণ হল, কেন খ্রীষ্ট তাদের নিন্দাকে এত হালকাভাবে নিলেন: "তোমরা আমাকে অসম্মান করতে চাইছো, কিন্তু তোমরা আমার বিঘ্ন বা বিরক্ত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না, আমাকে অস্থির করতে পারবে না, কারণ আমি আমার প্রশংসার চেষ্টা করি না।" লক্ষ্য করুন, যারা মানুষের প্রশংসার মৃতবৎ, তারা নির্বিঘ্নে তাদের নিন্দা বহন করছে।

(২) তাঁর সান্ত্বনা হল, তিনি জাগতিক সম্মানকে উপেক্ষা করেছেন: "এক জন আছেন, যিনি

অন্বেষণ করেন ও বিচার করেন।" খ্রীষ্ট কেন তাঁর নিজের সম্মান ও প্রশংসা প্রাপ্তির চেষ্টা করেন নি এর দু'টি বিষয় এখানে প্রকাশ পেয়েছে এবং এখানে তিনি আমাদের বলেছেন এই উভয় কীভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে।

[১] তিনি মানুষের সম্মান পাওয়ার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এবং তিনি এই বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "মাত্র একজন আছেন যিনি অন্বেষণ করেন, যা তিনি সুরক্ষা করেন এবং উন্নত করেন। আমি যখন ঐসব বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছি তখন আমি আগ্রহ প্রকাশ করছি মানুষের মহামূল্য জীবনের প্রতি এবং ভালবাসার প্রতি।" লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদের সম্মানের প্রতি চেষ্টা করে না ঈশ্বর তাদের সম্মান প্রদান করেন। কারণ সম্মানের আগে হল নম্রতা।

[২] তিনি তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতার প্রতিশোধ নেন নি, কিন্তু তাদের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং এই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, "একজনই আছে যিনি বিচারকর্তা, যিনি আমার সম্মান রক্ষা করেন এবং যারা জাগতিক সম্মানকে অবজ্ঞা করেছে তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে গণনা করেন।" সম্ভবত তিনি ভবিষ্যতের যিহূদী জাতির দণ্ডাজ্ঞার কাছে বিষয়টি অর্পণ করেছিলেন আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি অবজ্ঞা করার কারণে (গীতসংহিতা ৩৭:১৩-১৫)। যদি আমরা আমাদের নিজেদের বিচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করি, যে কোন ক্ষতি আমরা সহ্য করি আমাদের ক্ষতিপূরণ আমাদের হাতে থাকবে। কিন্তু যদি আমরা নম্রভাবে আবেদন করি এবং ধৈর্য্যপূর্বক অপেক্ষা করি, আমরা খুঁজে পাব আমাদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস। একজনই আছেন যিনি বিচারকর্তা।

## যোহন ৮:৫১-৫৯ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:

ক. বিশ্বাসীদের অমরত্বের শিক্ষার ব্যাখ্যা, পদ ৫১। প্রচলিত ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে যা সম্মত হতে আদেশ করে, তা তিনি বলেছেন: "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, কেউ যদি আমার কথা পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না।" এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. একজন বিশ্বাসীদের চরিত্র: "কেউ যদি আমার কথা পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না।" আমরা কেবল সেই কথা গ্রহণ করবো তা নয়, কিন্তু আমরা এর বাধ্য হয়ে চলব। কেবল তাঁর কথা পেলেই চলবে না, কিন্তু তা ধরে রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই তার কথা অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে এবং তা মনে রাখতে হবে, ভালবাসা এবং আসক্তি দ্বারা তা ধরে রাখতে হবে। এমনভাবে আমাদের অন্তরে ধরে রাখব এবং এর প্রতি বাধ্য থাকব যেন একটি আদেশও লঙ্ঘন না করি অথবা এর বিপক্ষে না যাই, যেন নিখুঁতভাবে তাঁর আদেশ পালন করতে পারি (১ তীমথিয় ৬:১৪)। আমাদের উপর অর্পিত সম্পদের মত যেন আমরা তা রক্ষা করি, আমাদের মত করে যেন তা পালন করি, আমাদের নিয়মে যেন তা পালন এবং রক্ষা করি।

২. বিশ্বাসীদের বিষয়ে সুবিধা: *সে কখনো মৃত্যু দেখবে না;* এটি হল মৌলিক বিষয়। এটি এমন নয় যে, এটি মানুষকে মৃত্যুর আঘাত থেকে রক্ষা করবে। না, এমন কি সর্বশক্তিমানের পুত্রেরও সাধারণ মানুষের মত মৃত্যু হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের শিষ্যরাও অন্য

লোকদের মত মৃত্যুবরণ করবে। তাহলে কীভাবে এই প্রতিজ্ঞা মঙ্গল বয়ে আনবে যে, তারা কখনো মৃত্যু দেখবে না? উত্তর হচ্ছে:-

(১) মৃত্যুর ধর্ম তাদেরকে এমনভাবে পরিবর্তন করবে যে, তারা এটিকে মৃত্যু হিসেবে দেখবে না, তারা মৃত্যুর বিভিষিকা দেখবে না, এটি সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নেওয়া হবে। তাদের সৃষ্টি মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তারা এত স্পষ্ট দেখতে পাবে, এত স্বচ্ছন্দে, সরাসরি মৃত্যু, মৃত্যুর ভবিষ্যত জীবন এবং মৃত্যুর অপর দিকে তাদের অবস্থা এমনভাবে নিয়ে যাবে যে, তারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করবে এবং তা দেখেও দেখবে না।

(২) মৃত্যুর ক্ষমতা এমনভাবে ভেঙ্গে যাবে যে, যদিও এর কোন প্রতিক্ষার নেই, কিন্তু তারা মৃত্যু দেখবে, তবুও তারা চিরকাল মৃত্যু দেখবে না, সব সময় এর বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকবে না, কিন্তু সময় আসবে যখন মৃত্যু জয়ে পরিণত হবে।

(৩) তারা অনন্ত মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে, দ্বিতীয় মৃত্যু কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এই মৃত্যুর বিশেষ অর্থ হল, এই মৃত্যু যা চিরকালের, যা অনন্ত জীবনে বাধা দেয়। এটি তারা কখনোই দেখতে পাবে না, কারণ তারা কখনোই দোষী বলে গণ্য হবে না, যেখানে তারা তাদের চিরকালীন অংশ পাবে সেখানে কোন মৃত্যু থাকবে না, সেখানে তারা কোন ক্রমেই মৃত্যুবরণ করবে না (লূক ২০:৩৬)। যদিও তারা মৃত্যুর দেখা পাওয়া থেকে নিজেকে এড়িয়ে যেতে সমর্থ নয় এবং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের থেকে নিজেকে বিরত রাখতেও সমর্থ নয় তবুও তারা খুব শীঘ্র সেখানে যাবে যেখানে চিরকালের জন্য আর দেখা যাবে না (যাত্রা ১৪:১৩)।

খ. এই শিক্ষার প্রতি যিহূদীদের নিন্দা: এই অনুগ্রহের মধ্যে অবস্থান করার পরিবর্তে তিনি তাদের যে ভাল দয়ার পথ দেখালেন তা গ্রহণ না করে তারা মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবের মত আচরণ করলো এবং খ্রীষ্টের এই দয়ার নিন্দা করলো। এমন কে আছে, যে তার জীবনকে ভালবাসে না এবং মৃত্যুর দৃশ্যকে ভয় পায় না? তারা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিন্দা করে বলেছিল: "এখন জানলাম, তুমি মন্দ আত্মাগ্রস্ত।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাদের তিরস্কার: "এবার আমরা সত্যিই বুঝলাম যে, তোমাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছে। তুমি আসলেই একজন পাগল মানুষ, তোমার কথা পাগলের প্রলাপের মত এবং তুমি কি কথা বল তা তুমি নিজেই জান না।" দেখুন, কীভাবে এই শূকরতুল্য লোকেরা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞার অসীম অনুগ্রহের মুক্তা পায়ের নীচে ফেলে তা দলিত করছে। যদি তারা এমন কোন প্রমাণ পায় যে, তিনি পাগল, তাহলে প্রশ্ন হল কেন তারা এই কথা বলল (পদ ৪৮)। ইতোপূর্বে তারা একইভাবে বলেছিল, কিন্তু এটা ছিল হিংসার পদ্ধতি, প্রথমে অসন্তোষ উদ্রেককারী বিষয়কে দৃঢ় করা তারপর কৌশলে এর প্রমাণকে টেনে আনা: "এবার আমরা সত্যি বুঝলাম যে, তোমাকে মন্দ রূহে পেয়েছে।" যদি তাদের যথেষ্ট প্রমাণ না থাকে যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষক, তাহলে তার অমরত্বের প্রতিজ্ঞা তাঁর অনুসারীদের কাছে হাস্যকর বিষয় বলে প্রকাশিত হবে এবং এর অনুগ্রহের বিষয়টি তাদের কাছে পাগলের কাজ বলেই মনে হবে। কিন্তু তাঁর শিক্ষা প্রকৃতভাবে স্বর্গীয় ছিল। আর এটি তাঁর আশ্চর্য কাজকে চিহ্নিত করে। এই রকম ভাববাদীকে গ্রহণ করার জন্য যিহূদী ধর্ম তাদের শিক্ষা দিয়েছে। এইভাবে যিহূদী জাতির বার বংশের লোকেরা যার অপেক্ষায় ছিল

তাঁকেই তারা প্রত্যাখ্যান করল (প্রেরিত ২৬:৭)।

২. তাদের বিচার এবং ছলনার দ্বারা তাঁকে এইভাবে নীচের দিকে চালিত করেছিল। নিজেকে অব্রাহাম এবং অন্য ভাববাদীদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করার জন্য তাঁরা এটিকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপরাধ বলে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল: অব্রাহাম *মারা গেছেন, অন্য ভাববাদী রাও মারা গেছেন*। এটি অতি সত্য কথা যে, এইভাবে যিহূদীদের সন্তান-সন্ততিরা পূর্বের ভাববাদীদের হত্যা করেছিল। এখন:-

(১) এ কথা সত্য যে, অব্রাহাম এবং অন্য ভাববাদীরা মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও মহান ছিলেন এবং সমস্ত উত্তম মানুষের বিবেচনায় মহান এবং শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন।

(২) একথা সত্য যে, তাঁরা ঈশ্বরের কথা রক্ষা করতেন এবং বাধ্য হয়ে চলতেন।

(৩) কিন্তু তবুও এটি সত্য যে, তাঁরা সবাই মারা গেছেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেই অমরত্ব লাভ করতে পারতেন না বা কাউকে তা দিতেও পারতেন না। কিন্তু প্রত্যেকেরই পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কবরের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছেন। তাদের জন্য মর্যাদার বিষয় হল যে, তারা সবাই বিশ্বাসের মধ্যে থেকে মারা গেছেন। কিন্তু তাদের অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। যখন অব্রাহাম মারা গেছেন এবং অন্য ভাববাদী রাও মারা গেছেন তখন একজন উত্তম মানুষ কেন মৃত্যুকে ভয় করবে? তাঁরা মৃত্যুছায়ার উপত্যকার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছেন যা আমাদের মৃত্যুতে শান্ত থাকতে এবং মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। খ্রীষ্ট যখন এই কথা বললেন যে, "যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে তবে সে কখনো মৃত্যু দেখবে না," তখন তারা ভাবলো খ্রীষ্ট পাগলের মত কথা বলছেন। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা এবং মৃত্যু দেখা কথার অর্থ একই। মৃত্যুকে নিয়ে মানুষ অনেক দুঃখজনক বিষয়ে চিন্তা করে থাকে বলে তাদের কাছে সম্ভবত এটি ভয়াবহ বিষয়ের কথা বলে। তাদের কথা-বার্তায় দু'টি বিষয় উঠে এসেছে।

[১] তারা মনে করেছিল যে, খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে অমরত্বের কথা বলছেন আর এই চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। এই অর্থে খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, এই কথা সত্য নয় যে, অব্রাহাম এবং অন্যান্য ভাববাদীরা মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ ঈশ্বর এখনও অব্রাহামের ঈশ্বর এবং ঈশ্বর হলেন পবিত্র ভাববাদীদের ঈশ্বর (প্রকাশিত বাক্য ২২:৬)। সুতরাং ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর। এই কারণে অব্রাহাম এবং অন্যান্য ভাববাদীরা এখনও জীবিত আছেন এবং খ্রীষ্ট এই অর্থই বুঝাতে চেয়েছেন, তারা মৃত্যুকে দেখেন নি এবং মৃত্যুর স্বাদও গ্রহণ করেন নি।

[২] তারা ভেবেছিল যে, অব্রাহাম এবং অন্য ভাববাদীদের চেয়ে আর কেউ মহান হতে পারেন, কিন্তু যেখানে তারা এই কথা জানত না যে, খ্রীষ্ট হলেন অব্রাহাম এবং অন্য সব ভাববাদীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ । তবুও তারা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে চাইল না। কিন্তু তিনি ছিলেন সমস্ত ভাববাদীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । কেবল তাই নয় তারা তাদের মহত্ব খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। এটি অব্রাহামের জন্য মহত্বের বিষয়, তা হল তিনি হলেন খ্রীষ্টের পিতৃপুরুষ এবং ভাববাদীদের সম্মান, তাঁর সম্পর্কে অনেক আগেই যারা সাক্ষী দিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি নিশ্চিতভাবেই তাদের নামের চেয়ে আরও অধিক চমৎকার নামের অধিকারী

হয়েছিলেন। যেহেতু তারা খ্রীষ্ট অন্য ভাববাদীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে তারা খ্রীষ্টকে শয়তান বলে মনে করেছিল। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, খ্রীষ্টকে প্রমাণ করতে হবে যে, আদৌ তিনি খ্রীষ্ট কিনা। যে কাজ অব্রাহাম অথবা অন্য ভাববাদীরা করতে পারেন নি তা করে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনিই খ্রীষ্ট। কিন্তু তাদের চোখ ছিল অবিশ্বাসে ভরা। তারা অত্যন্ত ঘৃণাভরে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি নিজেকে কি মনে কর?" আত্মগরিমা এবং আত্মঅহংকারের দোষে তারা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, যেখানে তিনি সমস্ত কিছু থেকে জ্যে'প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, তিনি সেখানে তাঁর নিজ মহিমার উপর যেন একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন, নিজেকে শূন্য করলেন। তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে নিজেকে ছোট করলেন এবং এইভাবে নম্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করলেন, যা কেউ কখনো করেন নি।

গ. এই নিন্দার প্রতি খ্রীষ্টের উত্তর। তখনও তিনি তাদের এমনভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করার সুযোগ খুঁজছিলেন যেন তাদের সবার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কোন সন্দেহ নেই যে তিনি ইচ্ছা করলেই এই নিন্দার জন্য তাদের আঘাত করে মৃত্যুর গর্তে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু ঐ সময়টি ছিল তাঁর ধৈর্য্যের সময়।

১. তাঁর উত্তরের মধ্যে তার নিজের সম্পর্কে স্বয়ং নিজে কোন সাক্ষ্য দেন নি কিন্তু তার সম্পর্কে না বলার বিষয়টি যথেষ্ট ছিল না কিংবা এটিই শেষ ছিল না (পদ ৫৪): "আমি যদি নিজেকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়।" লক্ষ্য করুন, নিজের প্রশংসা নিজে করলে তা প্রশংসা বলা যায় না। আর প্রশংসা লাভের আকাঙ্খী হলে কিংবা প্রশংসার প্রতি মানুষের আসক্তি কোন শুভ ফল বয়ে আনে না (হিতোপদেশ ২৫:২৭)। মানুষ চরম অপমানিত হলেও যদি নিজের প্রশংসার বিষয়টি গোপন করার জন্য তৎপর হয়ে থাকে তবে তা পাপ নয়। যদি প্রশংসা তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে থাকে তবুও সে কোন প্রশংসা লাভের জন্য তৎপর না হয়। আমাদের নিজের তৈরি সম্মান সম্পূর্ণ মিথ্যা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই কারণে একে বলা হয় আত্মগরিমা। আত্ম প্রশংসাকারী হল আত্ম প্রতারণাকারী। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই ব্যক্তি নন যিনি নিজের প্রশংসা নিজে করেন। তারা মনে করেছিল যে, তিনি নিজের প্রশংসা নিজে করছেন। তিনি তাঁর দ্বারা সম্মানের মুকুট পরিহিত হয়েছিলেন যিনি সমস্ত সম্মানের উৎস এবং খ্রীষ্ট নিজের ইচ্ছায় মহাপুরোহিত হওয়ার জন্য নিজেকে বড় করে তোলেন নি (ইব্রীয় ৫:৪,৫)।

২. তিনি তাঁর নিজের পিতাকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করলেন এবং তাদের পিতাকে উল্লেখ করলেন অব্রাহাম বলে।

(১) তাঁর পিতাকে উল্লেখ করলেন ঈশ্বর বলে: "আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করছেন, যাঁর বিষয়ে তোমরা বলে থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর।" এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন:

[১] তিনি পিতার কাছ থেকে সমস্ত সম্মান নিয়ে এই পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের আদেশ করেছিলেন যেন তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাঁকে অনুসরণ করে এবং তাঁর কথার বাধ্য হয়ে চলে। সমস্ত সম্মান তাঁর উপর অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। কিন্তু পিতা তাঁকে সাহায্য করছেন যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বাস করে, তাঁকে পবিত্র করে এবং

তাঁকে প্রশংসিত করে। পিতা তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সমস্ত সম্মান গ্রহণ করার জন্য। এই সম্মানের এই সব দাবী তাঁকে সত্য এবং ন্যায্য বলে সমর্থন করবে।

[২] তিনি তাঁর সমস্ত সম্মানের ভার পিতার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি কখনো কোন সময় লোকদের কাছ থেকে তুমুল করতালি দ্বারা প্রশংসিত এবং সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্খা করেন নি, বরং সেই সব বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রর্দশন করেছিলেন। কারণ তাঁর স্বর্গীয় পিতা তাঁর জন্য যে সম্মান তুলে রেখেছিলেন তাঁর দৃষ্টি এবং হৃদয় কেবল সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল এবং সেই সম্মানের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল যে সম্মান এই জগতে আসার আগে স্বর্গে তাঁর পিতার সঙ্গে থাকাকালীন ছিল। যে নাম দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে সম্মানিত করেছেন তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই নামের উৎকর্ষ সাধন করা (ফিলিপীয় ২:৮,৯)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট ঈশ্বর উপর তাঁর সমস্ত সম্মান ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন কোন্ কাজ তাকে করতে হবে আর এই জন্য নিজেকে নত করেছিলেন, দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন, নিজেকে শূন্য করেছিলেন। এভাবে প্রায়ই তাঁর পিতার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং তাঁর পিতার সাক্ষ্য যা যিহূদীরা গ্রহণ করে নি এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নি।

*প্রথমত*, তিনি এখানে তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণ দেখাবার একটি সুযোগ গ্রহণ করলেন, তবুও এই সাক্ষ্য এবং এটি ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কহীনতার সাক্ষ্য। যেমন তিনি বলেছিলেন, "কেন আমি আমাকে পিতার সম্মান প্রদানের বিষয় নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব যেখানে তোমরা একজনও ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু জানো না? তোমরা এই কথা বলে থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর, তথাপি তাঁর সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো না।" এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

ক. তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো যে, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে: "তোমরা বলে থাক যে, তিনি তোমাদের পিতা এবং ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তোমরা বলে থাক যে, তোমরা ইস্রায়েল জাতির লোক, কিন্তু তোমরা যারা নিজেদেরকে ইস্রায়েল জাতির লোক বলে দাবী কর, তোমরা সবাই সত্যিকারের ইস্রায়েল নও" (রোমীয় ৯:৬)। লক্ষ্য করুন, অনেকে দাবী করে থাকে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা বলে থাকে যে, তিনি তাদের; অথচ তাদের এই কথা বলার সঙ্গত কোন কারণ নেই। যারা নিজেদের সদাপ্রভুর লোক বলে দাবী করে থাকে, তারা যাকোবের মহান নামকে অপবিত্র করে এবং মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে। আমাদের কি উপকার হবে এই কথা বলে, তিনি আমাদের ঈশ্বর, যদি আমরা তাঁর লোকদের প্রতি আন্তরিক না হই এবং তাঁর ইচ্ছার বাধ্য না হই? খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত লোক তাদের সম্মান করবে ঈশ্বর যাদেরকে সম্মান করেন। কিন্তু এই সমস্ত যিহূদীরা যারা বলে থাকে যে, সদাপ্রভু হলেন তাদের ঈশ্বর। ঈশ্বর যাকে সম্মান প্রদান করেন তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে কীভাবে তারা একের পর এক চরম অবিশ্বাস করে। লক্ষ্য করুন, চুক্তির কাজ হল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তাঁর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, যদি আমাদের সঙ্গে সদাপ্রভুর সম্পর্কের উন্নতি না হয় তাহলে শয়তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে।

খ. তাঁর প্রতি তাদের অবজ্ঞা এবং তাঁর কথাকে উপেক্ষা করা। তবুও এই ঘোষণা ছিল: "আর তোমরা তাঁকে জানো নি।"

(ক) "তোমরা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানো না।" যে বিষয়টি তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপকারী জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়, সেই সব বিষয় বাদ দিয়ে তাদের ঐতিহ্যের অতি তুচ্ছ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিস্তর অধ্যয়ন করতো ফরীশীরা। পুরাতন নিয়মের ভণ্ড ভাববাদীদের মত যারা লোকদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এবং ঈশ্বরের নাম লোকদের ভুলে যাওয়ার জন্য দায়ী ছিল। তারা বলতো যে, তারা স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই এই নির্দেশ পেয়েছে, আর সেইভাবে তাদের ভুল পথে চালিত করত (যিরমিয় ২৩:২৭)।

(খ) "তোমরা তাকে প্রকৃতরূপে জানো না, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছো। এটি অত্যন্ত খারাপ বিষয় যে, তোমরা তাঁকে মোটেই জানো না অথবা তাঁকে মন্দভাবে জানো। মানুষেরা ঈশ্বরের সম্পর্কে চাতুর্যপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপন করে থাকতে পারে। এমনকি তারা মনে করে থাকতে পারে যে, তিনি তাদের মতই একজন, আর এভাবে তারা প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে জানতে ব্যর্থ হয়। তোমরা বলে থাক যে, তিনি তোমাদের। এটা খুব স্বাভাবিক যে, তোমাদের নিজেদের তাঁকে জানার ইচ্ছা থাকতে হবে, তবুও তোমরা তাঁকে জানো না।" লক্ষ্য করুন, অনেক লোক আছে যারা দাবী করে থাকে যে, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তারা শুধুমাত্র কথা বলার সময় ব্যবহার করার জন্য এবং তর্জন গর্জন করে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের নাম শিখেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাবের জন্য, তাঁর জ্ঞান ও গুণের জন্য এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় জানার জন্য তাদের যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। এই সব বিষয়ে তারা কিছুই জানত না। আমরা তাদের লজ্জা দেবার জন্যই এই সব কথা বলছি (১ করিন্থীয় ১৫:৩৪)। জনসাধারণ খুব সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু অজানা ঈশ্বরের সঙ্গে নামে মাত্র সম্পর্ক রাখার জন্য তারা নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছিল। খ্রীষ্ট এই ব্যাপারে যিহূদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন।

[ক] ঈশ্বরের প্রতি তাদের সম্পর্কে দাবী কতটা অর্থহীন এবং ভিত্তিহীর তা তিনি তাদেরকে বললেন। "আপনারা বলে থাকেন যে, তিনি আপনাদের কিন্তু আপনারা মিথ্যাভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করে থাকেন। এই কারণে এটি খুব সহজে বোধগম্য যে, আপনারা তাঁকে জানেন না।" যদি কেউ ঈশ্বরকে জেনেও না জানার ভান করে তাকে কার্যত আমরা প্রতারণাকারী বলে বিবেচিত করতে পারি।

[খ] কেন খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজ তাদের মধ্যে কোন উত্তম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি কিংবা তাদের জীবনে কোন শুভ ফল বয়ে আনে নি এর প্রকৃত কারণ তিনি এখানে দেখিয়েছেন। তারা ঈশ্বরকে জানে না আর এই জন্য তারা ঈশ্বরের ভাবমূর্তি উপলব্ধি করতে পারে নি কিংবা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরও বুঝতে পারে নি। লক্ষ্য করুন, কেন তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করে নি? এর প্রকৃত কারণ হল, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের গুণ ছিল না। মানুষ খ্রীষ্টের ধার্মিকতার কাছে নিজেকে কেন সমর্পণ করে নি? এর কারণ হল তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাকেই অবজ্ঞা করেছে (রোমীয় ১০:৩)। তারা ঈশ্বরকে জানতো না

এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের কথা মত চলতো না, এই উভয় দোষ তাদের দোষী করেছিল (২ থিষলনীকীয় ১:৮)।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাদের তার এই নিশ্চয়তার কারণ দেখিয়েছেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে সম্মান করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজের বলে দাবী করেন, "কিন্তু আমি তাঁকে জানি"। যা আগে থেকে বলা হয়েছিল কেবলমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তার পরিচিতির জন্য নয়, তার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর প্রতি ঈশ্বরের নিশ্চয়তার জন্য, তাঁর মাধ্যমে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার জন্য এবং তাঁর বাইরে যাওয়া এবং ভিতরে আসা সমস্ত কিছু বহন করার জন্য। তাঁর সম্পর্কে এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (যিশাইয় ৫০:৭,৮): "আর আমি জানি যে, আমি লজ্জিত হব না, কে আমাকে দোষী করছে, সে আমার সামনে আসুক।" পৌলের মত, "আমি জানি আমি কার উপর ভরসা করছি (২ তীমথিয় ১:১২)। আমি তাঁকে বিশ্বস্ত বলে জানি এবং আমি জানি তিনি ক্ষমতাশালী এবং সেই বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত রয়েছি যার দ্বারা আমি তাঁর নিজের হতে পারি।" লক্ষ্য করুন:

১) কীভাবে তিনি মহা নিশ্চয়তার সঙ্গে তাঁর পিতার জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন, তিনি সেই ব্যক্তির মত প্রকাশ করেছেন যে তা স্বীকার করতে ভয় পায় না এবং লজ্জা বোধ করে না: "যদি আমি বলি আমি তাঁকে জানি না তবে তোমাদের মতই আমি মিথ্যাবাদী হব।" যিহূদীরা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করবে বলে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে অস্বীকার করেন নি এবং তিনি তাদের অবিশ্বাস এবং নিন্দাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি এবং আরও সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য কোন প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেন নি। যদি তিনি এই সব করতেন তাহলে নিজেকে তিনি ঈশ্বরকে তাঁর নিজের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত করতেন। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের ধর্ম এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করে তারা পিতরের মত মিথ্যাবাদী, তারা চরম ভণ্ড। যখন তারা ঈশ্বরকে না জেনেও জানে বলে দাবী করে তারা বাস্তবিকই মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড (১ তীমথিয় ৬:১৩,১৪)। মি. ক্লার্ক এই বিষয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহকে অস্বীকার করা হল মহা পাপ।

২) তাঁর পিতার জ্ঞানকে তিনি কীভাবে প্রমাণ করলেন: আমি তাঁকে জানি এবং তার বাধ্য হয়ে চলি। খ্রীষ্ট একজন মানুষ হিসেবে নৈতিক আইন মেনে চলতেন এবং পরিত্রাণ দাতা হিসেবে মধ্যস্থতাকারীর আইন বা আজ্ঞার প্রতি তিনি বাধ্য ছিলেন এবং উভয়ই তিনি পিতার বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে পালন করেছেন এবং তাঁর নিজের কথার দ্বারা পিতার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করেন (পদ ৫১) যেন আমরা তাঁর কথা মেনে চলি, আমাদের সামনে তিনি তাঁর বাধ্যতার নমুনা রেখেছেন, এমন নমুনা যাতে কোন খুঁত নেই: তিনি তাঁর পিতার কথার বাধ্য হয়ে চলতেন। সেই ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হবেন যিনি খ্রীষ্টের এই বাধ্যতার শিক্ষা গ্রহণ করবেন (ইব্রীয় ৫:৮,৯)। খ্রীষ্ট এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে দেখলেন যে, তিনি তাঁর পিতাকে জানেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতা। তারাই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে জানে যারা তাঁর কথার বাধ্য হয়ে চলে। এটি একটি মেনে চলার বিষয় (১ যোহন ২:৩)। এর দ্বারা আমরা নিশ্চয় করে বুঝি যে, আমরা তাঁকে জানতে পেরেছি (কেবলমাত্র কাল্পনিকভাবে নয়) যদি আমরা তাঁর আদেশ পালন করি।

(২) খ্রীষ্ট তাদের পিতাকে তাদের কাছে পেশ করলেন, যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা ভীষণ গর্ববোধ করে থাকে, আর তিনি হলেন অব্রাহাম, আর এই বিষয়টি তাদের কথা-বার্তা বন্ধ করে দিল।

[১] খ্রীষ্ট দৃঢ়ভাবে বললেন যে, অব্রাহাম তারই প্রত্যাশায় ছিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন: "তোমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তিনি তা দেখলেন ও আনন্দ করলেন।" তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশিও হয়েছিলেন, পদ ৫৬। আর এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, নিজেকে অব্রাহামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলাতে তিনি আদৌ ভুল করেন নি। প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের প্রতি বংশ প্রধানের সম্মান প্রদর্শনের ঘটনায় দু'টি বিষয়ে কথা বললেন:

*প্রথমত*, অব্রাহাম তাঁরই দিন দেখার আশায় ছিলেন: তিনি আনন্দ করেছিলেন, তিনি খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিলেন। এই কথার সাধারণ অর্থ হল আনন্দ প্রকাশ করা, এখানে আরও বেশি অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ এখানে আনন্দের চেয়ে আরও বেশি উল্লাসের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ অন্যথায় এই পদের শব্দের অংশ পুনরুক্তি হত। তিনি তা দেখেছিলেন এবং খুশি হয়েছিলেন। তিনি সামনে পৌঁছেছিলেন অথবা নিজেকে প্রসারিত করে সামনে চলে গিয়েছিলেন, যেন আমার দিন তিনি দেখতে পান। সক্কেয়র মত যিনি খ্রীষ্টকে দেখার জন্য দৌড়ে সামনে গিয়েছিল এবং একটি ডুমুর গাছে উঠেছিল। যখন তিনি খ্রীষ্টের আগমনের সংবাদ পেলেন তখন তাঁর মনে আরও অনেক বড় বিষয়ের প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল, যা আরও বেশি করে জানার জন্য দীর্ঘকাল ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অস্পষ্ট কোন সংবাদের মধ্যে কোনটি প্রয়োজনীয় তা জানার জন্য মানুষ অনুসন্ধান করে থাকে, আর এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে, *কে? কী? কোথায়? কখন? কীভাবে?* আর এইভাবেই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা অনুগ্রহের সাধারণ ধারণা পেয়েছিলেন এবং পরিত্রাণের বিষয় জানার জন্য অনেক খোঁজ খবর নিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন (১ পিতর ১:১০), এখানে অব্রাহাম তাদের প্রত্যেকের চেয়ে আরও অনেক বেশি অধ্যবসায়ী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর ভাবী বংশধরদের একটি দেশ দেবার জন্য বলেছিলেন এবং এই কথা বলেছিলেন যেখানে তাদের অনেক ধনদৌলত দেবার এবং তাদের সম্মানিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৫:১৪)। কিন্তু তিনি কখনই সেই দিন দেখার জন্য উল্লাসে লাফিয়ে উঠেন নি, ঠিক যেভাবে খ্রীষ্টের কথা শুনে তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাত ভাবী বংশধরের প্রতি এত বেশি উদাসীনতা দেখান নি যা তিনি তার প্রতিজ্ঞাত দেশের প্রতি দেখিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি অন্য সব কিছুর প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। যেন খ্রীষ্টের দিন তিনি দেখতে পান। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট সম্পর্কে কেউ কোন বিষয়ে যথার্থভাবে জানতে সমর্থ হবে না যদি সে আন্তরিকভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে আরও অনেক বেশি জানার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ না করে। যদি কেউ ধার্মিকতার সূর্যের উদয় দেখতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে সে কখনোই ধার্মিকতার সূর্যের আলোর প্রভাব দেখতে সমর্থ হবে না। পরিত্রাণের রহস্য যা স্বর্গদূতরা তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন আমাদের তার চেয়েও আরও বেশি তা করা উচিত যেন আমরা অতি শীঘ্র এই সম্পর্কে অবগত হতে পারি। অব্রাহাম খ্রীষ্টের দিন দেখার আশায় ছিলেন যদিও সময়ের বিরাট ব্যবধান ছিল। খ্রীষ্টের উপস্থিতি যা ছিল অনুগ্রহপূর্ণ

আত্মার ভালবাসা এবং চিরদিনের জন্য, মাংসিক হৃদয়ের মানুষের কাছে এটা ছিল ভয় এবং ঘৃণাপূর্ণ বিষয়।

*দ্বিতীয়ত*, যা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন: তিনি তা দেখেছিলেন এবং খুশিও হয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কীভাবে ঈশ্বর অব্রাহামের পবিত্র ইচ্ছাকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে খ্রীষ্টের দিন দেখার অপেক্ষায় ছিলেন এবং তা দেখেছিলেন। যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখেন নি এবং পরিপূর্ণভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে দেখেন নি যেভাবে আমরা এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা দেখতে পাই, তবুও তিনি এর কিছুটা হলেও দেখেছিলেন, প্রথমে যা দেখেছিলেন পরবর্তী সময়ে আরও বেশি দেখেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করলে ঈশ্বর তা অবশ্যই জানবেন। খ্রীষ্ট সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করলে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঈশ্বর অবশ্যই তাকে তা জানাবেন। কিন্তু অব্রাহাম কীভাবে খ্রীষ্টের দিন দেখেছিলেন?

(ক) কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, তিনি স্বর্গীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন। মাংসিক বনধন থেকে ছিন্ন হয়ে আত্মা যখন উর্দ্ধাকাশে উপনীত হয়, তেমন এক মুহূর্তে অব্রাহাম স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য দেখেছিলেন। ক্যালভিন এই বিষয়ে এই চিন্তা উল্লেখ করেছেন এবং খুব বেশি অগ্রাহ্য করেন নি। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্টের জন্য আত্মার আকাঙ্খা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হবে যখন তারা স্বর্গে গমন করবে এবং তখন তারা পরিপূর্ণ রূপেই আনন্দ করবে।

(খ) অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, তিনি এই পৃথিবীতেই খ্রীষ্টের দিন দেখতে পেয়েছিলেন ঈশ্বর যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যারা তা দেখতে পাননি তারা দূর থেকে তা দেখেছিলেন এবং খুশিও হয়েছিলেন (ইব্রীয় ১১:১৩)। এখানে অনুমান করার অবকাশ রয়েছে যে, অব্রাহাম দর্শনের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে এবং তাঁর দিনকে দেখেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্য, যা গল্পে লিপিবদ্ধ করা হয় নি, দানিয়ালেন মত যা নিশ্চিতভাবে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং শেষ সময় না আসা পর্যন্ত কথাগুলো সীলমোহর করে রাখা হয়েছে (দানিয়েল ১২:৪)। খ্রীষ্ট জানতেন মোশির চেয়ে অব্রাহাম আরও উত্তম কি বিষয় দেখেছিলেন। খ্রীষ্ট সম্পর্কে দূর থেকে যা দেখেছিলেন তার কতিপয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষত খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রথম প্রতিভার বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। তিনি রাজা মালকীসিদ্দিকের মধ্যে একজনকে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি ছিলেন ঈশ্বরের মত এবং যিনি ছিলেন চিরকালের মহাপুরোহিত, তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন, দুইজন স্বর্গদূতর উপস্থিতির মধ্যে। সাদুমের জন্য তাঁর মধ্যস্থতার প্রভাবের মধ্যে তিনি খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার নমুনা দেখেছিলেন। ইসমাইলকে দূর করে দেওয়া এবং ইসহাকের সঙ্গে চুক্তি প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তিনি সুসমাচারের কালের একটি চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন, যাকে বলা হয় খ্রীষ্টের কাল। কারণ এই সবই রূপক বর্ণনা। ইসহাকের উৎসর্গ এবং ইসহাকের পরিবর্তে ভেড়া উৎসর্গের মধ্যে তিনি মহান উৎসর্গের দ্বৈত নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি - সদাপ্রভু যোগান - রাখার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের নিরূপিত উৎসর্গের চিত্র তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এর মধ্যে আরও অনেক ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যা পূর্ণতা প্রাপ্তি পেয়েছে।

খ) কীভাবে অব্রাহাম খ্রীষ্টের দিনের প্রকাশকে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বাগত জানিয়েছিলেন: তিনি তা দেখে ছিলেন এবং খুশিও হয়েছিলেন। তিনি খুশি হয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি দেখেছিলেন ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর পক্ষে কাজ করেছেন এবং পৃথিবীর জন্য ঈশ্বর যে মহা অনুগ্রহ মজুত করে রেখেছিলেন তা তিনি এই পৃথিবীর লোকজনদের জন্য প্রদান করেছেন। সম্ভবত এটি অব্রাহামের হাসিকে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন ঈশ্বর সারার মাধ্যমে একটি পুত্র সন্তান দেবার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ১৭:১৬,১৭)। অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনলেন যে, সারাকে আশীর্বাদ করে তারই মধ্য দিয়ে তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন তখন অব্রাহাম মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ তিনি সারার মত বিশ্বাসহীনতার হাসি হাসেন নি কিন্তু তিনি আনন্দের হাসি হেসেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে খ্রীষ্টের দিন দেখতে পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসে খ্রীষ্টকে দর্শন করা এবং তাঁর দিন দেখা অন্তরে আনন্দের নদী প্রবাহিত করে। বিশ্বাসের আনন্দের মত আর কোন আনন্দ নেই। যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত না হই তবে আমরা কখনই প্রকৃত আনন্দের সাথে পরিচিত হতে পারব না।

[২] যিহূদীরা এ ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল এবং এর জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছিল (পদ ৫৭): "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, আর তুমি কি না অব্রাহামকে দেখেছ?" এখানে আমরা দেখতে পাই:-

*প্রথমত*, তারা মনে করলো যদি অব্রাহাম তাঁকে দেখে থাকেন এবং তাঁর দিন দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অব্রাহামকে দেখেছেন। আর এই বিষয়টি তাদের কাছে একেবারে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। ফলে খ্রীষ্ট এই কথায় তারা তাঁকে তীব্রভাবে অভিযুক্ত করার সুযোগ পেল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, খ্রীষ্ট অব্রাহামকে দেখেছিলেন এবং একজন বন্ধুর সঙ্গে মানুষ যেভাবে কথা বলে থাকে তিনিও ঠিক সেভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তারা মনে করলো অব্রাহামকে দেখতে পাওয়ার দাবী করা একবারেই অসম্ভব ছিল। কারণ খ্রীষ্টের জন্মের বহু কাল আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর অবস্থা হল অদৃশ্য আস্থা। কিন্তু তারা মারাত্মক ভুলের পিছনে ছুটেছিল, খ্রীষ্ট যে কথা আত্মিক অর্থে বলেছিলেন তারা তা সম্পূর্ণ জাগতিক অর্থে এবং মাংসিক অর্থে বুঝেছিলেন। এই বিষয়টি এখন তাদের সুযোগ করে দিল খ্রীষ্টের তারুণ্যকে নিয়ে অবজ্ঞা করার এবং এ নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করার যেমন তাঁর জন্ম হয়েছে গতকাল তাই তিনি কিছুই জানেন না: "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ হয় নি।" তারা যেন এই কথা বলতে চেয়েছে, তোমার বয়সতো এখনও চল্লিশ বছরও হয় নি। কারণ তাঁকে দেখলে সম্ভবত তাঁর বয়স বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ। যিহূদীরা ঐতিহ্য নিয়ে খুব বেশি কথা বলত। তারা বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বয়সের বিষয় উল্লেখ করতো আর এই জন্য তারা মনে করলো যে, অব্রাহামের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বয়স যথেষ্ট কম। তাঁকে দেখে চল্লিশ বছরের বয়স্ক বলে সম্ভবত না, তাই তারা নিশ্চিত ছিল যে, খ্রীষ্টের বয়স এখনও পঞ্চাশ বছরও হয় নি। অব্রাহামের সমসাময়িক বয়সের চেয়ে তাঁর বয়স অনেক কম। প্রাচীন বা বৃদ্ধ বয়স গণনা করা হত পঞ্চাশ বছর বয়স আরম্ভ হওয়ার পর থেকে (গণনা ৪:৪৭)। তাই তারা এর চেয়ে বেশি বলে মনে করলো না: "তোমাকে তো বৃদ্ধ মানুষের মত দেখাচ্ছে না। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা তোমার চেয়ে অনেক বৃদ্ধ। তারা তোমার মত কেউ অব্রাহামকে দেখেছে বলে

দাবী করে নি।" অনেকে মনে করেন যে, জেগে থাকা এবং অত্যন্ত দুঃখের দ্বারা তার চেহারা এমন পরিবর্তন হয়েছিল যে, তার চেহারায় গাম্ভীর্য্য এসেছিল যা দেখে মনে হয়েছিল তিনি একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মানুষ: তার চেহারা এবং আকার এত বিশ্রী করে দেওয়া হবে যে, তা আর কোন মানুষের মত থাকবে না, এই জন্য অনেকে তাঁকে দেখে হতভম্ব হবে (যিশাইয় ৫২:১৪)।

[৩] আমাদের পরিত্রাণকর্তা সদাপ্রভু তাদের এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে অব্রাহামের প্রতি তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ সুনিশ্চিত উক্তির দ্বারা তাদের উত্তর দান করলেন: "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি। আমি কেবলমাত্র এই কথা গোপনে আমার শিষ্যদের বলি নি, যারা আমার এই কথা শুনে আমার কথায় বিশ্বাস করেছিল এবং নিশ্চিত হয়েছিল, কিন্তু তোমরা যারা আমার শত্রু এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী, আমি তোমাদের সামনাসামনি বলছি, আমার এই কথা তোমরা যেভাবে খুশি সেভাবে গ্রহণ করতে পার: অব্রাহাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি; অব্রাহামের সৃষ্টি হওয়ার কিংবা জন্ম হওয়ার আগে থেকেই আমি আছি।" কথার পরিবর্তন খুবই লক্ষ্যণীয় এবং বলা হয়েছে যে, অব্রাহাম একজন মানুষ এবং তাঁর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর এই জন্য নিশ্চিতভাবেই তিনি অব্রাহামের চেয়েও মহান ছিলেন। অব্রাহামের জন্ম গ্রহণের আগে থেকেই তিনি ছিলেন:-

*প্রথমত*, ঈশ্বরের মত। *আমি আছি* হল ঈশ্বরের নাম (যাত্রা ৩:১৪)। এটি স্বয়ং তাঁর অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। তিনি এ কথা বলেন নি যে, *আমি ছিলাম*; কিন্তু এই কথা বলেছেন যে, *আমি আছি*, কারণ তিনিই প্রথম ও শেষ, অপরিবর্তনীয় (প্রকাশিত বাক্য ১:৮): "আমিই সেই আলফা এবং ওমিগা যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।" এইভাবে তিনি কেবল অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই ছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই ছিলেন (যোহন ১:১; হিতোপদেশ ৮:২৩)।

*দ্বিতীয়ত*, মধ্যস্থতাকারীর মত। তিনি খ্রীষ্ট হিসাবে অব্রাহামের বহু আগে থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে আছেন, যে মেষশাবককে পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই হত্যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮)। ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের অনেক আলো, জীবন এবং ভালবাসা বহনের একমাত্র উপায় হল খ্রীষ্ট। এটি তাঁর স্বর্গীয় স্বভাব বলে মনে করা হয় যে, তিনি কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন (ইব্রীয় ১৩:৪) তিনি এমনই একজন মানুষ যার কখনও শেষ নেই, তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার, ধার্মিকতার, পবিত্রতার এবং পরিত্রাণের সৃষ্টিকর্তা। আদম, হেবল, শেথ, নোহ এবং শিস্ এবং সমস্ত পিতৃপুরুষেরা অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বাসের দ্বারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অব্রাহাম ছিলেন যিহূদী জাতির আদিপুরুষ।

[৪] এই মহান কথা নিয়ে বিতর্কে অপ্রত্যাশিতভাবে ছেদ পড়ল এবং তা একেবারে থেমে গেল। এই প্রসঙ্গে তারা তাঁর কোন কথা শুনতে চাইল না এবং তিনি আর এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। তাঁর সাক্ষ্যের এই চমৎকার স্বীকারোক্তি যা তার সমস্ত দাবীকে যথেষ্টভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল। অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টের এই কথা-বার্তা, যার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ এবং মহিমা এই উভয়ের জ্যোতি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তা তাদের প্রত্যেককে হতভম্ব করে ফেলেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মিক শিক্ষা এবং

আজ্ঞাকে যিহূদীদের বহুদিন যাবৎ প্রচলিত সংস্কার বিরোধিতা করেছিল, তার এই শিক্ষা এবং আজ্ঞা তাদের অহঙ্কার এবং জাগতিকতার বিপরীত ছিল। দোষী সাব্যস্ত করার সমস্ত পদ্ধতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এখন ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হল (মালাখি ৩:১,২): "তিনি উপস্থিত হলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।" যখন সেই নিয়মে দূত তাঁর মন্দিরে আসলেন লোকেরা তাঁর আগমনের দিন সহ্য করতে পারলো না। কারণ তিনি রূপা যাচাই করার আগুনের মত ছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন সেই কথার জন্য তারা কতটা রাগান্বিত হয়েছিল: তখন তারা তাঁর উপর ছুড়ে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল (পদ ৫৯)। সম্ভবত তারা খ্রীষ্টকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসাবে গণ্য করেছিল এবং এই ক্ষেত্রে বস্তুত পাথর ছুড়ে মারা হত (লেবীয় ২৪:১৬)। কিন্তু প্রথমে আইন সঙ্গতভাবে অবশ্যই তাঁকে দোষী বলে প্রমাণ করতে হত। প্রত্যেক মানুষ এই দাবী করে থাকে যে, ন্যায় বিচার এবং শাসন বিধি যেন যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শাস্তিকে সুনিশ্চিত করে। পাশাপাশি তারা এই সময় এই কথা বলতে চাইল যে, খ্রীষ্ট হলেন একজন পাগল এবং বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সেই সূত্র ধরে অপরাধী হিসেবে তাঁকে বিচার করে শাস্তি প্রদান করা যায় না। কারণ বিকৃত মস্তিষ্ক বলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিয়েছিল। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, সেই সময়ে মন্দিরের মেরামতের কাজ করছিল অথবা আরও কিছু বৃদ্ধির কাজ করছিল, যে কাজের জন্য প্রচুর পাথর সরবরাহ করতে হয়েছিল। ঈশ্বর হিসেবে যার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে কে এই মন্দ লোকদের মত চিন্তা করে এই রকম প্রকাশ্যে এবং দুঃসাহসের সঙ্গে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে? এইভাবে প্রত্যেকে পাথর তুলে নিয়েছিল তাঁর ধর্মের দিকে ছুড়ে মারার জন্য (প্রেরিত ১৮:২২)।

*দ্বিতীয়ত*, কীভাবে তিনি নিজেকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করলেন।

১. যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে গোপন করেছিলেন। হয় সেই সমস্ত লোকদের দ্বারা তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন যারা তাঁর মঙ্গলের জন্য আকাঙ্খা করতো, অথবা সম্ভবত তিনি মন্দিরের দেয়ালের কোন ধ্বংসের পিছনে কিংবা থামের পিছনে আত্মগোপন করেছিলেন। *কেননা বিপদের দিনে তিনি তাঁর কাঁধে আমাকে লুকিয়ে রাখবেন, তাঁর তাঁবুর অন্তরালে আমাকে লুকিয়ে রাখবেন; তিনি শৈলের উপরে আমাকে স্থাপন করবেন* (গীতসংহিতা ২৭:৫)। অথবা স্বর্গীয় ক্ষমতা দ্বারা তিনি নিজেকে গোপন করেছিলেন। তাদের চোখের সামনে কুয়াশা ছড়িয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। *দুষ্টদের উন্নতি হলে লোকদের খুঁজে পাওয়া ভার* (হিতোপদেশ ২৮:১২,২৮)। লক্ষ্য করুন, তিনি কি বলেছেন এই জন্য খ্রীষ্ট ভীত কিংবা লজ্জিত হন নি। কিন্তু তাঁর নিরূপিত সময় তখনও আসে নি। তিনি তাঁর লোকদের এবং শিষ্যদের বলেছিলেন যেন নির্যাতনের সময় তারা অন্যত্র পালিয়ে যায়। সদাপ্রভু যিরমিয় এবং বারূককে লুকিয়ে রেখে ছিলেন।

২. তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তিনি মন্দিরের থেকে বের হয়ে গেলেন, তাদের মধ্য দিয়েই বের হয়ে গেলেন। অদৃশ্যভাবে এবং এইভাবেই তাদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এই পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষোচিত লজ্জাকর পালিয়ে যাওয়া ছিল না। তর্ক বিতর্ক করে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বা ভয় ইত্যাদির কারণেও তিনি পালিয়ে যান নি। তাঁর সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী

করা হয়েছিল যে, পৃথিবীতে ন্যায় বিচার স্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি দুর্বল হবেন না বা ভেঙ্গে পড়বেন না (যিশাইয় ৪২:৪)। কিন্তু:-

(১) এটি ছিল তাঁর শত্রুদের উপরে তাঁর ক্ষমতার দৃষ্টান্ত এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যা করার জন্য তাদের হাতে সুযোগ দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি কিছু তারা তাঁর বিরুদ্ধে করতে পারে নি। পরবর্তী সময় যখন তারা তাঁকে ফাদে ফেলার চেষ্টা করেছিল তখন তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ দেবার কথা উল্লেখ করেছিলেন (যোহন ১০:১৮)। তারা ভেবেছিল নিশ্চিতভাবেই তারা তাঁকে ধরতে পারবে কিন্তু তিনি তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন। হয় তাদের চোখ ঐ সময় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা তাদের হাত বদ্ধ ছিল, আর এইভাবে তিনি তাদের ক্রোধের মধ্যে ছেড়ে গিয়েছিলেন, যেমন সিংহ তার শিকার হাত ছাড়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।

(২) এটি ছিল তার নিজের নিরাপত্তার পরিণামদর্শিতার জন্য বন্দোবস্তের নিদর্শন। তিনি জানতেন যে, তাঁর কাজ এখনও শেষ হয় নি এবং তাঁর সাক্ষ্য প্রদান শেষ হয় নি। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের নিয়ম অনুসারে দৃষ্টান্ত দিতেন, "যখন তোমাকে নির্যাতন করা হবে তখন তুমি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালিয়ে যাও, এমন কি, সুযোগ থাকলে এবং সম্ভব হলে মরুভূমিতেও পালিয়ে যেও যেমন করে এলিয় পালিয়ে গিয়েছিলেন (১ রাজাবলি ১৯:৩), যেমন করে স্ত্রীলোকটি মণ্ডলী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ১২:৬)। যখন তারা খ্রীষ্টের দিকে ছুড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিয়েছিল, তিনি যদি দেওয়ালের পাথরগুলোকে আদেশ করতেন, তাহলে ঐ পাথরগুলো তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠত, তিনি তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হয়তো আরও বলতে পারতের যেন মাটি ফাঁক হয়ে যায় এবং তাদের গ্রাস করে। কিন্তু তিনি যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন তাতে তিনি কোন আশ্চর্য কাজ ব্যতীত কেবল পরিণামদর্শিতার দ্বারা তাঁর শিষ্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

(৩) যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল এটি ছিল তাদের মধ্য থেকে যথার্থভাবে নিজেকে গোপন করা। এরা গাদারীয়দের চেয়ে খারাপ, যারা তাঁকে সেই স্থান থেকে চলে যেতে বিনতি করেছিল। যারা তাঁকে চলে যেতে আদেশ করে থাকে তিনি তাদের সঙ্গে বেশি সময় অবস্থান করেন না। এরপর খ্রীষ্ট আবার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত ঘৃণিত মানুষের মত এই স্থান থেকে প্রায়ই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে তিনি এই অবস্থা থেকে বের হয়ে এলেন চিরদিনের জন্য, তিনি এই অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন। তিনি সরাসরি যিহূদী লোকদের মাঝখানে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে মন্দিরে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন নি কিংবা কেউ কোন কথা বলে তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে নি, কিন্তু তারা তাঁকে একেবারে শান্তভাবে যেতে দিল। ক্যালভিন লক্ষ্য করেছেন যে, এই সব প্রধান পুরোহিতেরা খ্রীষ্টকে মন্দির থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন, তারা নিজেদেরকে মন্দিরের একমাত্র অধিকারী হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, "যারা এই যিহূদী সমাজ এবং মন্দিরের জন্য অহঙ্কার করে খ্রীষ্ট তা পরিত্যাগ করেছিলেন।" খ্রীষ্ট তাদের পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াকে বলা হয়েছে যে, তিনি গোপনে এবং নীরবে প্রস্থান করলেন। এই জন্য তারা তাঁর সম্পর্কে অবগত হতে পারে নি। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলী থেকে কিংবা ব্যক্তিগত জীবন থেকে খ্রীষ্টের চলে যাওয়া প্রায়ই গোপনে

হয়ে থাকে এবং খুব সহসা তিনি লক্ষ্য করেন না। যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্য আসে না সেইভাবে তা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে চলেও যায় না (বিচারকর্তৃকগণ ১৬:২০)। শিমিয়োন জানতেন যে, সদাপ্রভু তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। এইভাবে এটি এই সব কিছুর সঙ্গে যিহূদীদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং কখনোই তারা তাঁর অভাব অনুভব করে নি।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, খ্রীষ্ট মন্দির থেকে প্রস্থান করেছেন এবং এর আগে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মন্দির থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সম্ভবত এই সময়টা ছিল দুই থেকে তিন মাস। ড. লাইটফুট এবং কোন কোন ব্যাখ্যাকারীরা মনে করেন যে, ঐ সময় লূক ১০:১৭ থেকে ১৩:১৭ পদের মধ্যে উল্লেখিত ঘটনাগুলো ঘটেছিল। ৭ এবং ৮ অধ্যায় বর্ণিত কুটিরবাস পর্বের সময় ছিল সেপ্টেম্বর মাস। মি: ফ্লর্ক এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীরা মনে করেন যে, এই অধ্যায় বা পরবর্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর্বের সময় ছিল ডিসেম্বর মাস (যোহন ১০:২২)। আগের অধ্যায়ের ঠিক পরপরই এই ঘটনা ঘটেছিল। আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই: ক. একজন জন্মান্ধ লোকের আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থতা লাভ (পদ ১-৭)। এর দ্বারা যে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। ১) লোকটির প্রতিবেশী নিজেদের মধ্যে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে লোকটির আলোচনা (পদ ৮-১২)। ২) ফরীশী এবং লোকটির মধ্যে আলোচনা (পদ ১৩-৩৪)। ৩) খ্রীষ্ট এবং লোকটির মধ্যে আলোচনা (পদ ৩৫-৩৮)। ৪) খ্রীষ্ট এবং ফরীশীদের মধ্যে আলোচনা (পদ ৩৯ থেকে শেষ পর্যন্ত)।

## যোহন ৯:১-৭ পদ

আমরা এখানে একজন গরীব ভিক্ষুকের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার ঘটনার বিবরণ পাই, যে লোকটি ছিল জন্ম থেকেই অন্ধ। আমরা এখানে দেখতে পাই:

ক. একজন গরীব অন্ধ ভিখারীর করুণ অবস্থার প্রতি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টিপাত (পদ ১): পথ দিয়ে যাবার সময় যীশু একজন অন্ধ লোককে দেখতে পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। প্রথম বাক্যটি সম্ভবত এর আগের অধ্যায় শেষ হওয়ার পরের ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে এবং ঘটনা চলমান ছিল বলেই অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলা হয়েছে পথ দিয়ে যাবার সময়, আর এখানে তাঁর নাম খুব বেশি পুনরুক্তি করা হয় নি (যদিও আমাদের অনুবাদকগণ তা প্রয়োগ করেছেন) এবং বলা হয়েছে, তিনি পথ দিয়ে যাবার সময়।

১. যদিও যিহূদীরা তাঁকে জঘন্যভাবে গালাগালি করছিল এবং তাঁকে জঘন্যভাবে অপবাদ দিয়েছিল এবং নিন্দা করেছিল তথাপি খ্রীষ্ট কখনো ভাল কাজ করার সুযোগ পেলে তা হাত ছাড়া করেন নি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তিনি তাদের মধ্যে ভাল কাজ করেছেন, তিনি কখনোই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কিছু করার চেষ্টা করেন নি। অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করার কাজটি ছিল লোকদের প্রতি খ্রীষ্টের করুণার বহিঃপ্রকাশ। যে লোকটি প্রতিবেশীদের বোঝাস্বরূপ ছিল খ্রীষ্ট তাঁকে কাজ করে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ শক্তি দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদের তিরস্কার করলেও কিংবা মিথ্যা দোষারোপ করলেও আমরা যদি তাদের প্রতি

মঙ্গলজনক কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি এবং মঙ্গলজনক কাজ করি তাহলে তা হবে উদারতা এবং দয়াপূর্ণ কাজ। কেবল তাই নয় তা হবে খ্রীষ্টের অনুরূপ কাজ।

২. যদিও তিনি ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে নিজেকে গোপন করে চলে এসেছিলেন এবং নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন তবুও তিনি দরিদ্র হতভাগ্য অন্ধ ভিখারির প্রতি করুণা দেখাবার জন্য কিছু সময় সেখানে অবস্থান করলেন। যখন আমরা ভাল কাজ করার জন্য সুযোগ পাব তখন আমাদের উচিত তা দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তৎপর হওয়া।

৩. যখন ফরীশীরা খ্রীষ্টকে তাদের কাছ থেকে বিতারিত করলো, খ্রীষ্ট তখন এই অন্ধ গরীব ভিখারির কাছে চলে এলেন। অনেক প্রাচীন ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, যিহূদীরা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর এই অনুগ্রহ পূর্ণ সুসমাচারকে সেই সমস্ত পরজাতিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যারা অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

৪. তিনি তাঁর যাত্রা পথে এই অন্ধ লোকটির দেখা পেয়েছিলেন এবং পথে যাবার সময়ে তিনি তাঁকে সুস্থ করেছিলেন। এইভাবে যখন আমাদের কোন সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভাল কাজ করা উচিত। আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের ভাল কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

এখন আমরা লক্ষ্য করি যে:-

(১) এই গরীব লোকটির অবস্থা ছিল খুবই করুণ। সে ছিল একজন অন্ধ, আর এই অন্ধত্ব অবস্থা ছিল জন্ম থেকেই। অর্থাৎ সে ছিল একজন জন্মান্ধ। যে অন্ধ লোকের কাছে দিন কিংবা রাত সমান অন্ধকারময়, তার এমন দুঃখময় জীবনে স্নিগ্ধ কোমল আলোর প্রয়োজনীয়তা কত অপরীসীম। অন্ধ হওয়ার কারণে আলোর আনন্দের পরশ সে কখনোই অনুভব করে নি এবং জন্মান্ধ হওয়ার কারণে আলো সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। আবার সম্ভবত কেউ হয়তো তাকে আলো সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছিল, অর্থাৎ আলো সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কোন কিছু দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যারা দুঃখে আছে কেন তাদের আলো দেখতে দেওয়া হয়? যে মানুষের পথ তার কাছে লুকানো, যাকে ঈশ্বর আটকে রেখেছেন কেন সেই মানুষকে জীবন দেওয়া হয়? (ইয়োব ৩:২০-২৩)। আসুন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমাদের অবস্থা তার মত নয়। চোখ মানুষের দেহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর কাঠামো খুব সুন্দর এবং সুদৃশ্য। জীব জন্তুকে দেহ এবং প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রতি কি অসীম করুণা করেছেন ঈশ্বর। আমাদের দেহ এবং প্রাণের সাথে তিনি আত্মাও দিয়েছেন। এই জন্য মানব জাতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। খ্রীষ্ট অনেক অন্ধ লোককে সুস্থ করেছেন যারা বিভিন্ন রোগে বা দূর্ঘটনার কারণে অন্ধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখানে এমন একজনকে সুস্থ করেছেন যে ছিল জন্ম থেকেই অন্ধ অর্থাৎ জন্মান্ধ।

[১] অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সাহায্য করতে তিনি তাঁর ক্ষমতার দৃষ্টান্ত প্রদান করলেন এবং যখন কোন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি কিংবা তাকে সাহায্য করতে অসমর্থ ছিল তখন তিনি তাঁর অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

[২] স্বাভাবিকভাবে অন্ধ মানুষকে দৃষ্টি শক্তি দেবার মাধ্যমে তিনি পাপী মানুষের প্রতি তার অনুগ্রহের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

(২) তার প্রতি আমাদের প্রভু যীশুর সহানুভূতি ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি তাকে দেখতে পেলেন, এর অর্থ হল, তিনি তার এই লোকটির অন্ধত্বের অবস্থাকে গুরুত্ব দিলেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লোকটির দিকে তাকালেন। যখন ঈশ্বর বিপদ থেকে মুক্ত করার কাজ করেন তখন তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যজনক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। এই জন্য খ্রীষ্ট গরীব হতভাগ্য লোকটির দিকে তাকালেন। অন্যরাও ঐ অন্ধ লোকটির দিকে তাকিয়েছিলেন বটে কিন্তু খ্রীষ্ট যেভাবে তাকিয়েছিলেন অন্যরা সেভাবে তাকায় নি। এই হতভাগ্য অন্ধ লোকটি খ্রীষ্টকে দেখতে পায় নি। কিন্তু খ্রীষ্ট তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার আকাঙ্খা এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী অন্ধ লোকটির আশ্চর্যজনক সুস্থ হওয়ার ঘটনাটি তিনি যেন আগেই দেখতে পেলেন। যারা খ্রীষ্টকে দেখে নি কিংবা খ্রীষ্টের খোঁজ করে নি তিনি তাদের কাছেই গিয়েছিলেন (যিশাইয় ৬৫:১)। আর যদি আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন কিছু জেনে থাকি বা উপলব্ধি করি তবে তার কারণ হল প্রথমে তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া (গালাতীয় ৪:৯) এবং তাঁর দ্বারা বুঝতে পারা (ফিলিপীয় ৩:১২)।

খ. এই লোকটি সম্বন্ধে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথাবার্তা। যখন খ্রীষ্ট মন্দির থেকে বের হয়ে এসেছিলেন তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে বের হয়ে এসেছিলেন। কারণ তাঁর শিষ্যরা তাঁর দুঃখ-কষ্ট হতাশা এবং পরীক্ষার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং খ্রীষ্ট যে কোন স্থানে যেতেন সেই স্থানে তারাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতেন এবং তারা কখনোই খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আসক্তিকে কষ্টকর হতে দিতেন না। আর খ্রীষ্টের প্রতি এই আসক্তির জন্য তাদের কোন কিছু হারায় নি। কিন্তু তাঁরা প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. অন্ধ লোকটির অন্ধত্বের অবস্থা নিয়ে শিষ্যরা তাঁদের সদাপ্রভুর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, পদ ২। যখন খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটির দিকে তাকিয়েছিলেন তখন তাঁর শিষ্যরা অন্ধ লোকটির দিকে তাকিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের সহানুভূতি আমাদের প্রতি সব সময় প্রজ্জ্বলিত থাকে। সম্ভবত তিনি শিষ্যদের এই কথা বলেছিলেন যে, লোকটি জন্ম থেকেই অন্ধ বা তারা হয়তো জনরবের মাধ্যমে জেনেছিলেন। কিন্তু লোকটিকে সুস্থ করার ব্যাপারে তারা খ্রীষ্টকে কোন প্রকার অনুরোধ করে নি। এর পরিবর্তে তারা অন্ধ লোকটি সম্বন্ধে অস্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপন করে ছিলেন: "রব্বি, কার পাপে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে, তার নিজের না তার বাবা-মার?" তাদের এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা দেখতে পাই:

(১) সংকীর্ণ মনের দোষর্দশী। তাঁরা এটি মেনে নিয়ে ছিলেন যে, এই অন্ধ লোকটির অস্বাভাবিক দুঃখজনক অবস্থা তার গুরুতর কোন পাপের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কেবল তাই নয় এই লোকটির পাপ যিরূশালেমে যাদের মধ্যে সে বাস করছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি (লূক ১৩:৪)। নিষ্ঠুর মানুষেরা এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, এই লোকটি একজন খুনী হলেও তা আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু যারা পুস্তক খুব ভাল করে জানে, যারা এই কথা পড়েছে যে, সকলেই একই রকম পাপী। এই কথা জানে যে, কোন কাজের ফলে যদি কেউ মহা কষ্টকর কোন কাজের মধ্যে পতিত হয় তাহলে তাকে যেন কেউ মহা পাপী হিসেবে বিবেচনা না করে। আমাদের যন্ত্রণার শাস্তিকে বলা হয় তওবার অনুগ্রহ কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষার কষ্টকে বলা হয় দানের অনুগ্রহ। নতুবা এর পরিণাম হবে বিপরীত।

(২) এটা ছিল অনাবশ্যক কৌতূহল। তারা মনে করেছিল তার এই চরম দুঃখজনক অবস্থা ছিল তার কোন জঘন্য পাপের শাস্তির ফল। তাই তারা প্রশ্ন করেছিল, *এই লোকটি নিজে নাকি এর বাবা-মা পাপ করেছিল? তাহলে তার অপরাধ কি? এটি জানার জন্য তাকে কি করতে হতো?* আমরা আমাদের নিজেদের পাপের দিকে তাকানোর চেয়ে অন্যদের পাপের দিকে তাকাবার জন্য তৎপর থাকি। অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের কেন বিরোধ ঘটে তা জানার চেয়ে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কেন বিরোধ ঘটে তা আরও বেশি জানার জন্য তৎপর হতে হবে। আমাদের নিজেদের বিচারের কারণ হল আমাদের পাপ। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন:-

[১] তার নিজের কোন পাপের জন্য এই লোকটি এমন শাস্তি পাচ্ছে কি না, হয় তার উপর এই শাস্তি আরোপিত হয়েছে অথবা সে আগে থেকে সে দেখেছে এবং জেনেছে। অনেকে মনে করেন যে, তার শিষ্যরা আত্মার পূর্ব থেকে বর্তমানে অবস্থান করার এবং আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পীথাগোরাসের দর্শন বা মতের বশবর্তী হয়েছিলেন। গুরুতর পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্ধত্বের শাস্তি ভোগকারী এই লোকটির আত্মা কি পূর্বে থেকে সজীব কোন লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে? সম্ভবত ফরীশীরা একই ধারণা পোষণ করেছিলেন যখন তারা এই কথা বলেছিলেন, "তোর জন্ম হয়েছে একেবারে পাপের মধ্যে" (পদ ৩৪)। যাদের স্বভাব কলঙ্কময় তারা সবাই অথবা কেবলমাত্র তারা পাপের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে।

[২] এই লোকটির মা বাবা এমন কোন জঘন্য অপরাধ করেছিল কিনা যার ফলে সে এমন শাস্তি ভোগ করছে, মা বাবার অপরাধের যে শাস্তি তাদের সন্তানদের উপর ঈশ্বর আরোপ করেন সেই শাস্তি এই লোকটি পাচ্ছে কিনা। যদি এর মা-বাবা পাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকত তাহলে এর জন্য তা ভাল হতো। পাছে তারা যখন মারা যাবে তাদের সন্তানেরা এর ফল ভোগ করবে। মরুভূমিতে উট পাখির মত আমরা যেন আমাদের নিজেদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করি। এই লোকটির পাপের কারণে কিংবা তার মা বাবার পাপের কারণে সে শাস্তি ভোগ করছে এই রকম বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শিষ্যরা খ্রীষ্টকে সম্ভবত এই প্রশ্ন করে নি। কিন্তু খ্রীষ্ট অন্য একজন রোগীর অসুস্থতার জন্য তার পাপকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন (যোহন ৫:১৪): "রব্বি," তারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কার পাপের কারণে এই অন্ধত্ব হয়েছে?" কিসের উপর ভিত্তি করে এই ক্ষতি হয়েছে তা বলার জন্য তারা ইচ্ছুক হয়েছিলেন। ঈশ্বরের বিকরণের সাম্যভাব সব সময় নিশ্চিত থাকে, কারণ তাঁর ধার্মিকতা সুবৃহৎ পদতের মত, কিন্তু সব সময় বিবেচনা করা হয় না যে, তাঁর বিচার অত্যন্ত গভীর।

২. খ্রীষ্ট তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। তিনি সব সময় শিক্ষা দেবার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন এবং তিনি তাদের ভুল সংশোধন করলেন।

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের লোকটির অন্ধত্বের কারণ জানালেন: "পাপ সে নিজেও করে নি, তার মা বাবাও করে নি, কিন্তু সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে, এইভাবে সে আজকের দিন পর্যন্ত অন্ধ হয়েই রয়েছে, যেন অবশেষে এখন ঈশ্বরের মহিমা তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়," পদ ৩। খ্রীষ্ট যিনি স্বর্গীয় মন্ত্রণার সমস্ত গোপন উদ্দেশ্য জানেন তিনি তাঁর শিষ্যদের এই রকম অতি দুঃখজনক বিষয় সম্পর্কে দু'টি বিষয় জ্ঞাত করলেন:

[১] তারা সব সময় পাপের শাস্তির অধীনে থাকবে না। মানুষের জীবনে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ও

যন্ত্রণা থেকে ঈশ্বর বস্তুত মুক্ত করে তাকে একটি শান্তিময় জীবন দিতে চেয়েছেন। যদি কেউ সামান্যতম এই শান্তি ভোগ করতে চান তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং যারা প্রচুর পরিমাণে অংশী হতে চায় তাদের অবশ্যই এই কথা বলতে হবে ঈশ্বর অন্যায় করেন না। এই পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা অনেকের চেয়ে বেশি পাপ করে নি তবুও তারা অনেক বেশি দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে বাস করে। কিন্তু এটা নয় যে, লোকটি পাপী ছিল কিংবা তার মা বাবা পাপী ছিল যে পাপের কারণে ঈশ্বর তাঁর চোখ অন্ধ করে সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্য করুন, কেউ মহা দুঃখ দুর্দশা ভোগ করলে তাকে মহা পাপী হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে আমরা যেন সতর্ক থাকি। পাছে আমরা দেখতে পাব যে, কেবলমাত্র দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে ঈশ্বর তাদেরকে এই শাস্তি দেন নি (গীতসংহিতা ৬৯:২৬)। কিন্তু যাদের তিনি পাপ থেকে মুক্ত করেছেন তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট যাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ দিয়েছেন তাদের পাপী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (রোমীয় ৮:৩৩,৩৪)।

[২] কখনো কখনো তাদের ঈশ্বরের মহিমার জন্য এবং তাঁর মহার কাজ যাতে প্রকাশ পায় এজন্য বিশুদ্ধভাবে আকাঙ্খিত হতে হবে। সমস্ত সৃষ্টির উপরে ঈশ্বরের প্রভুত্ব রয়েছে এবং সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র তিনিই অধিকারী এবং তাঁর গৌরবের জন্য তাদের এমনভাবে কার্য ক্ষমতার অধিকারী করেন যা তাঁর দৃষ্টিতে উপযুক্ত। তাঁর পক্ষে গৌরব বহন করবার জন্য কিংবা কষ্টভোগ করার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলেন। যদি আমাদের দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের বৃথাই সৃষ্টি করা হয় নি। এই লোকটি ছিল জন্মান্ধ। তার এই অবস্থা হওয়া এবং দীর্ঘদিন এইভাবে অন্ধ হয়ে থাকার অবস্থাটি ঈশ্বরের ক্ষমতাপূর্ণ কাজের প্রকাশের জন্য কার্যকর ছিল। এর অর্থ হল:

*প্রথমত*, তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ন্যায় বিচার হল মানুষের অতিশয় দুঃখজনক আস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে তার অন্তরে এমন দয়া এবং করুণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি তাঁর মহা ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন যেন লোকটি সুস্থ হয়। এই অন্ধ লোকটির সুস্থতার কার্যের মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য আকাঙ্খী ছিলেন এবং লোকটিকে সুস্থ করার ব্যাপারে মনযোগী ছিলেন। যারা সাধারণ বিষয়ের কাজের ফলে তাঁকে সম্মান প্রদান করেন না তারা তাঁর অসাধারণ কাজের দ্বারা ভয়াভিভূত হয়ে পড়ে। একজন ভাল মানুষ তার সুখ সাচ্ছন্দ্য হারালে কত সন্তুষ্টভাবে মেনে নেবেন যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন যে, ঈশ্বর এর দ্বারা একটি উপায়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে তাঁর মহিমা লাভ করবেন।

*দ্বিতীয়ত*, পরিত্রাণকর্তা সম্পর্কে ঈশ্বরের মন্ত্রণা তার মধ্যে প্রকাশিত হবে। লোকটি ছিল জন্মান্ধ, যেন তাকে সুস্থতা দান করার দ্বারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্মানিত হতে পারেন এবং তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত পৃথিবীর সত্যের জ্যোতি। মানুষের পতন এইভাবে মঞ্জুর করা হয়, যেমন এই লোকটির অন্ধত্ব, যেন অন্ধ চোখ খুলে দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজ প্রকাশিত হয়। তার অন্ধ হয়ে জন্ম নেবার পর থেকে এই সময় পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কখনোই প্রকাশ পায় নি যে, কেন সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কোন ঘটনা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও জানা যায় না, সম্ভবত বহু বছর অতিবাহিত হলেও তা জানতে পারা যায়

না। ঈশ্বরের বাক্যের কথাগুলো কখনো কখনো দীর্ঘ সময় পরে পূর্ণতা লাভ করে এবং এই সব বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন করতে হবে।

(২) কেন তিনি লোকটিকে সাহায্য করার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়েছিলেন এবং অতি দ্রুত কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা তিনি ব্যক্ত করেছেন, পদ ৪,৫। এই কাজ-টি তিনি কোন বাহ্যিক আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য করেন নি কিন্তু তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের কারণেই তিনি তা করেছিলেন: যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ করা আমার প্রয়োজন (তার মধ্যে এই কাজটি অন্যতম), রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। মানুষের আত্মা এবং দেহের মঙ্গলের জন্য খ্রীষ্ট যে প্রচেষ্টা করে থাকেন তা এটাই একমাত্র কারণ নয়। তিনি বিশেষভাবে এই কাজটি করেছিলেন, যদিও ঐ সময়টি ছিল বিশ্রামবার। কেন তিনি এই কাজটি এই সময় করেছিলেন এর কারণ হল এটি এমন একটি কাজ ছিল যা করা খুব জরুরি ছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এটি ছিল অতি আবশ্যকীয় কাজ।

[১] এটি ছিল তাঁর পিতার ইচ্ছা : যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, ঈশ্বর যখন তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর কিছু কাজের ভার অর্পণ করেছিলেন যেন তিনি তা সম্পাদন করেন। তিনি কোন রাজ্য গ্রহণ করার জন্য এই পৃথিবীতে আসেন নি। কিন্তু ঈশ্বরের কাজ করার জন্য এসেছিলেন। ঈশ্বর যাকে তাঁর কাজের জন্য নিযুক্ত করে পাঠান, তিনি কখনো কাউকে অলস হওয়ার জন্য পাঠান না।

*দ্বিতীয়ত*, যেখানে যখন যে কাজটি করা প্রয়োজন সেই কাজ করার জন্য খ্রীষ্টকে পাঠানো হয়েছিল, কেবলমাত্র তার দ্বারা নির্ধারিত নয়, কিন্তু তার পক্ষে করার জন্য। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন।

*তৃতীয়ত*, যে মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল তা পালন করার জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন: আমাকে অবশ্যই তাঁর কাজ করতে হবে। একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মানুষকে যেন ঈশ্বরের কাছে টেনে আনতে পারেন এবং তাঁর সামনে উপস্থিত করতে পারেন এই জন্য পরিত্রাণের কাজের মধ্যে তিনি সব সময় তাঁর হৃদয়কে ব্যাপৃত করেছিলেন (যিরমিয় ৩০:২১)। খ্রীষ্ট যখন আমাদের মুক্ত করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন আমরা কি তখন মুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক থাকব?

*চতুর্থত*, খ্রীষ্ট তাঁর কাজ করার জন্য নিজেকে বাধ্যগত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে এবং পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার জন্য নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন। যে কাজ তাঁর করণীয় ছিল তা যথা সময়ে এবং উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর জন্য যে কাজ নিরূপিত ছিল সেই কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন। আমাদের কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট নয় এবং এই কাজ নিয়ে অতিরিক্ত কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের সেই কাজ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

[২] এখনই তাঁর সুযোগ: *বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ আমার করা দরকার। যতক্ষণ সময় আছে আমি আমার উপর অর্পিত কাজ করবো এবং যতক্ষণ আলো থাকবে ততক্ষণ আমি আমার উপর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করবো*। খ্রীষ্ট তাঁর কাজ নিরূপিত সময়ে সম্পন্ন

করেছেন।

*প্রথমত*, মধ্যস্থতা সংক্রান্ত রাজ্যের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং এই পৃথিবীতে যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসেছিলেন তাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ পৃথিবীর শেষ সময় যখন আর কোন সময় থাকবে না, ঈশ্বরের কাছে তাঁর রাজ্য সোপর্দ করা হবে এবং পিতার সমস্ত রহস্য শেষ হয়ে যাবে।

*দ্বিতীয়ত*, যে সমস্ত কাজের ভার তার উপর অর্পিত হয়েছিল তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই স্বয়ং নিজেকে সেই কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল। এই পৃথিবীতে তাঁর বাস করার সময়কে এখানে তাঁর দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আমাদের জীবনের সময় হল আমাদের দিন, এর মধ্যেই আমাদের নিরূপিত কাজ করার জন্য তৎপর হতে হবে। দিনের বেলায় কাজ করার জন্য উপযুক্ত সময় (গীতসংহিতা ১০৪:২২,২৩)। আমাদের জীবনের যে সমস্ত সময় রয়েছে আমাদের প্রত্যেককেই ঐ সময়ের মধ্যে কাজ করতে হবে। আমাদের কোন ক্রমেই সময় নষ্ট করা চলবে না। দিনের আলো দ্বারা খেলা করা যাবে না। আমরা বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় পাব যখন আমরা আমাদের নিরূপিত কাজ যথা সময়ে করব।

[৩] তাঁর সুযোগের সময় তার হাতে চলে এসেছিল আর তাই তিনি তা সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রাত আসছে, তখন কোন মানুষ আর কাজ করবে না। লক্ষ্য করুন, আমাদের মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা আমাদের জীবনের সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য আমাদের জাগ্রত করে তুলতে পারে, যেন আমার কার্যকলাপ এবং প্রাপ্তি উভয়ই মঙ্গলজনক হতে পারে। রাত আসছে। নিশ্চিতভাবেই রাত আসবে, হয়তো হঠাৎ করেই আসবে। এটি ক্রমাগত খুব কাছে চলে আসছে। আমরা আমাদের জীবনের দিন এবং রাতের সংখ্যা গণনা করতে পারব না, আমাদের জীবনের আলো দুপুরেই অস্ত যেতে পারে। জীবনের আলো এবং মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে ভোরের কিংবা গোধূলির প্রতিজ্ঞা আমরা করতে পারি না। যখন রাত হবে তখন আমরা কোন কাজ করতে পারব না। কারণ তখন আলো নিভে যাওয়ার কারণে আমাদের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। কবর হল অন্ধকারের স্থান এবং আমরা আমাদের কাজ অন্ধকারের মধ্যে করতে পারি না। আমাদের সময় অতিক্রম করার আগেই আমাদের জন্য বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। যখন সদাপ্রভু আমাদের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দেন, তিনি ঐ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করেছেন। যখন রাত আসে, মজুরদের ডাকা হয় তখন অবশ্যই আমাদের কাজের হিসাব প্রদান করতে হয় এবং আমরা যে কাজ করেছি সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেয়ে থাকি। এই পরিশোধের পৃথিবীতে আমরা বেশি দিন শিক্ষানবীশ থাকব না। যখন আমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাবে, তখন তাঁর আদেশ পালন করার জন্য সময় আর থাকবে না, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের কাজের সুযোগকে অতি যত্ন সহকারে কাজে লাগিয়েছেন। বাধা এবং বিরোধিতা আসলেও তিনি তাঁর কাজ করা থেকে কখনো বিরত হন নি। সময় মত কাজ করার জন্য আমাদের অন্তরকে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন এবং এই সব বিবেচনা করে আমাদেরকে জাগ্রত করতে হবে।

[৪] এই পৃথিবীতে তাঁর কাজ ছিল পৃথিবীর মধ্যে তাঁর কাজকে আলোকিত করা (পদ ৫):

"যতদিন আমি পৃথিবীতে আছি ততদিন আমি হলাম পৃথিবীর জ্যোতি।" তিনি এর আগেও এই একই কথা বলেছিলেন (যোহন ৮:১২): "আমিই পৃথিবীর জ্যোতি।" তিনি হলেন ধার্মিকতার সূর্য, তাঁর আলো কেবলমাত্র যারা দেখতে পায় তাদের জন্য নয়, কিন্তু যারা অন্ধ কিংবা দেখতে পায় না তাদের সুস্থতার জন্য তাঁর রশ্মি কাজ করে থাকে। দিনে যে সূর্য আলো প্রদান করে থাকে, সদাপ্রভুর আলো তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন এবং পূণ্যের অধিকারী। খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটিকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছিলেন, এটি ছিল অন্ধকারময় পৃথিবীর নমুনাস্বরূপ। কারণ তিনি পৃথিবীর জ্যোতি হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কেবল আলো দেওয়ার জন্য নয় কিন্তু দৃষ্টি শক্তি দান করার জন্য এসেছিলেন। এটি আমাদের কাছে:-

*প্রথমত*, পথপ্রদর্শক, পুর্নজীবিতকারী, সুশীতল আলো হিসাবে তাঁর কাছে আসার জন্য আমাদের দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁকে ছাড়া আমরা আর কার দিকে তাকাব? এই আলো ছাড়া আমরা আর কোন দিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করব? আমরা সূর্যের আলো গ্রহণ করে থাকি ঠিক সেইভাবে আমরা কোন টাকা-পয়সা কিংবা মূল্য ছাড়া খ্রীষ্টের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে পারি।

*দ্বিতীয়ত*, এটি এই পৃথিবীর উপকার সাধক কাজের চমৎকার উদাহরণ। খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদেরকে একই কথা বলেছিলেন: তোমরা পৃথিবীর জ্যোতি। আর তাই যদি হয় তাহলে, আমাদের জ্যোতি উজ্জ্বল কর। প্রজ্জ্বলিত হওয়া ছাড়া মোমবাতি আর কিসের জন্য নির্মিত হয়?

গ. অন্ধ লোকটির সুস্থতার পদ্ধতি, পদ ৬,৭। সুস্থতার ঘটনাটি ছিল অপূর্ব এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের এইভাবে কথা বলে শিক্ষাদান করলেন এবং তাদের বুঝাবার জ্ঞান দান করলেন তখন তিনি লোকটি অন্ধত্ব মোচন করার কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সুস্থতার কাজটি আরও গোপনে করার জন্য বিলম্ব করেন নি। কিংবা তাঁর সম্মানের জন্য আরও বেশি লোকদের সামনে সুস্থতার কাজটি করার জন্য কাজ-টি স্থগিত রাখেন নি। অথবা যাতে অপেক্ষা কৃত কম বিরোধ আসে এজন্য বিশ্রামবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি। আমরা যখন কোন ভাল কাজ করার সুযোগ পাব তখন তা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাদেরকে তৎপর হতে হবে। কোন বাধা কিংবা বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে না, ভাল কাজ করার জন্য এই রকম পরিস্থিতির প্রত্যাশা এবং অপেক্ষা কোনটিই তিনি করেন নি। এই রকম করলে অনেক ভাল কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে (উপদেশক ১১:৪)। কীভাবে তিনি সুস্থ করলেন আমরা তা লক্ষ্য করি:

১. চোখের মলমের প্রস্তুতি। তিনি মাটির উপর থুথু ফেললেন এবং থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করলেন। তিনি মুখের কথায় তাকে সুস্থ করতে পারতেন, যেভাবে অন্যদেরকে সুস্থ করেছেন। কিন্তু এই কাজটি করার জন্য এই উপায়টি বেছে নিয়েছিলেন এটি দেখাবার জন্য যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে কিংবা কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি নিজের থুথু দিয়ে কাদা তৈরি করলেন, কারণ কাছাকাছি কোন জল ছিল না। এখানে তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন আমাদের হাতে কোন ভাল কাজ করার সুযোগ আসে তখন যেন আমরা তা অতি সুন্দরভাবে কিংবা অপূর্ব পদ্ধতিতে তা করার জন্য তৎপর হই। যে ক্ষেত্রে আমাদের হাতের কাছে যে উপায় থাকে তা ব্যবহার করতে হবে, যেন

কোন ক্রমেই ভাল কাজ করে কারো উপকার করা থেকে তাকে বঞ্চিত না করি। কেন আমরা হাতের কাছে যা পাব সেই উপায়ে ভাল কাজ করার জন্য ব্যাপৃত হব? খ্রীষ্টের থুথু ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে যে, খ্রীষ্টের অধিকারে যা কিছু আছে সব কিছুই সুস্থতার কাজের জন্য মহা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত। গিলিয়দের মলম থেকে খ্রীষ্টের থুথু দ্বারা সৃষ্ট কাদা সুস্থতার জন্য আরও বেশি অনুগ্রহপূর্ণ ছিল।

২. যে স্থানে এটি প্রয়োগ করা হয়েছিল: সেই কাদা তিনি অন্ধ লোকটির চোখে লেপন করলেন। অথবা এইভাবে বলা যায় যে, তিনি আচ্ছাদন করলেন। তিনি অন্ধ লোকটির চোখে একজন স্নেহশীল ডাক্তারের মত করে সেই কাদা লেপন করলেন। যদিও অন্ধ লোকটি একজন ভিখারি ছিল তবুও খ্রীষ্ট নিজের হাতের দ্বারা এই কাজটি করেছিলেন। খ্রীষ্ট এই কাজ করলেন–

(১) এই পদ্ধতির দ্বারা অন্ধ লোকটি দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর ক্ষমতাকে ব্যাপৃতভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, যেন তা দেখে যে কোন লোকের কাছে এটি বিশ্বাসযোগ্য হয় যে, দৃষ্টি ফিরে পাওয়া লোকটি অন্ধ ছিল। তার দুই চোখে কাদা লেপন করে দিয়ে তিনি তার চোখ মূলত বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা খুলে দেন নি। লক্ষ্য করুন, কখনো কখনো ঈশ্বর তাঁর কাজ বিপরীত কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে থাকেন। খ্রীষ্ট মানুষের দৃষ্টি দান করার পূর্বে তারা তাদের নিজেদের অন্তরের অন্ধত্বের বিষয় উপলব্ধি করতে পারে এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকতেন।

(২) তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এটি হল তাঁর ক্ষমতার হাত, ঠিক একইভাবে কাদা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, বৃহৎ পৃথিবী থেকে ক্ষুদ্র মানব। মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট এবং তার আকার মাটির মত। খ্রীষ্ট এখানে একই উপাদান ব্যবহার করেছিলেন দৈহিক চোখের দৃষ্টি দানের জন্য, এই উপাদান দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম মানব সৃষ্টি করেছিলেন।

(৩) এই নির্দশন এবং এই নমুনা স্থাপন করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষে অন্তরের আত্মার অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়। সুসমাচারের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা হল যেন মানুষের অন্ধত্ব দূর হয়ে যায় (প্রেরিত ২৬:১৮)। চোখের মলমের প্রস্তুতের যে কাজ করছিলেন তা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। এখন যে মলম তৈরি করেছেন তা ঐ রকম এটি তার থুথু দ্বারা সৃষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর রক্তের, তাঁর দেহ বিদীর্ণ করা হলে তার দেহ থেকে রক্ত এবং জল বের হয়ে এসেছিল, ক্রুশে বিদ্ধ হলে পর তাঁর হাত পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, আমাদের অবশ্যই চোখের মলমের জন্য খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৮): "আমার কাছ থেকে চোখে দেবার মলম কিনে নাও, যেন তুমি দেখতে পাও।" অন্ধত্ব মোচন করার কাজের জন্য তিনিই একমাত্র যোগ্য এবং এই কাজে কেবল তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে (লূক ৪:১৮)। এই কাজের জন্য যে উপাদান তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা দুর্বল এবং সুস্থতার জন্য তা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার অন্ধ লোকটি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করতে এবং আত্মায় অন্ধ হয়ে যাওয়া জাতির চোখ খুলে দেওয়ার কাজের জন্য ঈশ্বর তুচ্ছ এবং দুর্বল ও যা অবজ্ঞা করা হয় সেই সব বিষয় ব্যবহার করে থাকেন। খ্রীষ্ট এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন যেন তার দ্বারা মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে যে, সে অন্ধ। যেমন অন্ধ লোকটি, খ্রীষ্ট তার চোখে

কাদা লেপন করার ফলে সে বুঝেছিল যে, সে প্রকৃত অন্ধ। আর এরপরে খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটিকে দৃষ্টি শক্তি দান করেছিলেন। সেইভাবে যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে অন্ধ তখন খ্রীষ্ট তাদের চোখ খুলে দেন। পৌল তাঁর মন পরিবর্তনের সময় তিন দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন, তারপর তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তার চোখ থেকে আঁশের মত কিছু একটা পরে গেছে। আত্মিক জ্ঞান লাভের পরামর্শ হল, যদি কোন লোক নিজেকে মূর্খ করে তবে সে সত্যিকারের জ্ঞানী হতে পারবে (১ করিন্থীয় ৩:১৮)। আমাদের অন্ধত্বের ফলে আমরা কখন কখন অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, যেমন এই অন্ধ লোকটি। পরে সে সুস্থতা লাভ করেছিল অর্থাৎ সে তাঁর চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিল।

৩. অন্ধ লোকটিকে খ্রীষ্টের আদেশ, পদ ৭। অন্ধ লোকটির চিকিৎসক তাঁকে বললেন, "য-াও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।" সুস্থতা কার্যকর হওয়ার জন্য চোখ ধোয়া প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না। কিন্তু:-

(১) খ্রীষ্ট এর দ্বারা তার বাধ্যতার পরীক্ষা করলেন এবং একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ব্যক্তির আদেশ সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে কিনা তিনি তা দেখতে চেয়েছিলেন।

(২) এছাড়া তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, কীভাবে সে পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম যা তার মধ্যে কার্যকর রয়েছে তা মোকাবেলা করে। এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হত এবং খুব সম্ভবত এই অন্ধ লোকটিকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, কারণ অনেক অন্ধ লোক ছিল যারা এই নিয়ম সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞান সম্পন্ন ছিল। সে নিশ্চয়ই এই শিক্ষা পেয়েছে যে, বিশ্রামবারে এইভাবে চোখ ধোয়া, থুথু দিয়ে তৈরি করা কোন ঔষধ ব্যবহার করা আইন সঙ্গত নয় এবং পুকুরে গিয়ে চোখ ধোয়া আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

(৩) এর দ্বারা তিনি আত্মিক সুস্থতার পদ্ধতি প্রকাশ করলেন, যদিও এটি তাঁর ক্ষমতা এবং অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ খাঁটিভাবে কার্যকর করেছে। কিন্তু মানুষকে অবশ্যই অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হবে, এটি গ্রহণ করা মানুষের দায়িত্ব। "যাও পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান কর, সদাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি মনযোগী হও, বিজ্ঞতার সঙ্গে আরাপ করো;" এটি হল শীলোহের পুকুরে চোখ ধুয়ে ফেলবার মত। অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞাসমূহ আমরা পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের দেওয়া ঘোষণার মধ্যে প্রত্যাশা করতে পারি। যারা অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করেছে তাদের কাছে বাপ্তিস্মের জল শীলোহের পুকুরের মত, যা কেবলমাত্র ধুয়ে ফেলা বা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু চোখও খুলে দিয়েছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাপ্তিস্মের জল পাপ মাফ করে এবং আত্মিক চোখ খুলে দেয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হল খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন জীবন লাভ করি এবং আমাদের আত্মিক অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়। এই জন্য এখন যারা বাপ্তিস্ম নেবে তাদের বলা হবে *Photisthentes* – আলোকিত, আর প্রাচীনকালে বাপ্তিস্মকে বলা হত *Photismos* – আলোকিত। শীলোহের পুকুর সম্পর্কে তথ্য:-

[১] এই পুকুরের জল সরবরাহ হত সিয়োন পদত থেকে, এই কারণে এই জল ছিল পবিত্রতার জল (গীতসংহিতা ৪৬:৪), জীবন্ত পানি, যা ছিল সুস্থতাকারী (যিহিষ্কেল ৪৭:৯) ।

[২] প্রাচীনকালে শীলোহের জল চিহ্নিত করা হয়েছিল দায়ূদের গৃহের এবং রাজ্যের সিংহাসন হিসেবে যা খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে (যিশাইয় ৮:৬) এবং যিহূদীরা যারা শীলোহের

জলকে প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ খ্রীষ্টের নিয়ম এবং শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম অগ্রাহ্য করেছে। খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটির পরীক্ষা করেছিলেন যে, আদৌ সে শীলোহের জলে গিয়ে চোখ ধোবে কিনা।

[৩] সুসমাচারের লেখক নামের দিকে লক্ষ্য করেছেন, এটি অনুবাদ করা হয়েছে "পাঠানো" বা "প্রেরিত।" খ্রীষ্টকে প্রায়ই ঈশ্বরের প্রেরিত বলে ডাকা হত। এছাড়া তাকে নিয়মের দূত বলেও ডাকা হত (মালাখি ৩:১)। এই জন্য যখন খ্রীষ্ট লোকটিকে শীলোহের পুকুরে পাঠিয়েছিলেন তখন মূলত তিনি তাঁকে নিজের কাছেই পাঠিয়েছিলেন। কারণ তিনি আত্মার সুস্থতা প্রদান করার জন্য সর্ব সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। খ্রীষ্ট একজন ভাববাদীর মত পুরোহিত হিসেবে তার দিকে আমাদের চালিত করেছেন। যা পুকুর নয় কিন্তু জীবনের উৎস, সেই উন্মুক্ত জীবনের উৎসের মধ্যে যাও এবং নিজেকে ধৌত কর।

৪. অন্ধ লোকটি খ্রীষ্টের নির্দেশ পালন করেছিলেন: লোকটি সেখানে চলে গেল। সম্ভবত তার কোন বন্ধু অথবা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে সে শীলোহের পুকুরে গিয়েছিল। কিংবা সম্ভ বত যিরূশালেম তার কাছে এতই পরিচিত ছিল যে, সে নিজে নিজে সেই স্থানে চলে গিয়েছিল। প্রকৃতি প্রায়ই অসাধারণ বিচক্ষণতা দিয়ে দৃষ্টির অভাবকে পূরণ করে থাকে। লোকটি তার চোখ ধুয়েছিল। খুব সম্ভবত শিষ্যরা এবং অন্যরা যারা তার কাছে ছিল তারা অন্ধ লোকটিকে জ্ঞাত করছিল যে, যার নির্দেশ সে শুনেছে, সেই নির্দেশদাতা হলেন খ্রীষ্ট, যার কথা সে অনেক বার শুনেছে, তা না হলে সে তার আদেশ পালন করার জন্য শীলোহ যেত না, সে মনে করতো যে হয়তো কোন নির্বোধ ব্যক্তি তাকে এই আদেশ দিয়েছে। খ্রীষ্টের ক্ষমতার নিশ্চয়তার এবং খ্রীষ্টের আদেশের বাধ্য হয়ে সেই অন্ধ লোকটি শীলোহের পুকুরে গিয়েছিল এবং তার চোখ ধুয়েছিল।

৫. সুস্থতা কার্যকর হল: সে চোখে দেখতে পেল। *লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং চোখে দেখতে পেল,* এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে মহা মহিমার বিষয় নিহিত রয়েছে। চোখ ধোয়ার ফলে চোখের কাদাগুলোও দূর হয়ে গিয়েছিল একই সঙ্গে অন্যান্য যত বাধা ছিল সব কিছুই দূর হয়ে গিয়েছিল। যখন নতুন জন্মের যন্ত্রণা এবং কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং আবারও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় এবং বেদনা চলে যায় তখন পাপের বন্ধনও তাদের সঙ্গে দূরীভূত হয় এবং গৌরবময় আলো এবং স্বাধীনতা দ্বারা সে সমৃদ্ধশালী হয়। এখানে দৃষ্টান্তটি দেখুন:-

(১) খ্রীষ্টের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। এই কাজটি যেভাবে করেছেন এমন কি নেই যে কাজটি তিনি করতে পারেন না? কাদার পিণ্ড দিয়ে উভয় চোখে লেপন করার পর তা আবার ধুয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে তিনি চোখ থেকে ছানি দূরীভূত করে মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টি শক্তি প্রদান করলেন যা একজন দক্ষ চোখের ডাক্তার করে থাকেন অপারেশনের মাধ্যমে। খ্রীষ্ট একজন দক্ষ চোখের ডাক্তারের চেয়েও আরও দক্ষতার সঙ্গে চোখের দৃষ্টি দান করেছিলেন কারণ এই লোকটি ছিল জন্মান্ধ। লোকটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল এবং আর কখনো অন্ধত্ব বরণ করে নি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খ্রীষ্ট আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যেন যারা অন্ধ তারা তাঁর স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

(২) এটি হল বিশ্বাস এবং বাধ্যতার মূল্যের দৃষ্টান্ত। লোকটি খ্রীষ্টকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী

কাজ করতে দিয়েছিল এবং তাকে যে কোন কাজ করার নির্দেশ দেবার অনুমতি খ্রীষ্টকে দিয়েছিল আর এই কারণেই লোকটি সুস্থতা লাভ করেছিল। যদি কেউ খ্রীষ্টের দ্বারা সুস্থতা লাভ করতে চায় তাকে অবশ্যই তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। লোকটি শীলোহের পুকুর থেকে তার আত্মীয়-স্বজন এবং পরিজনদের কাছে ফিরে এল। কেবল ফিরে এল তাই নয় কিন্তু এই বিস্ময়কর কাজে সে অতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ফিরে আসছিল যে, সে দেখতে পাচ্ছে। এটি এই উপস্থাপন করে যে, খ্রীষ্টের নির্দেশ এবং শিক্ষার মধ্যে মানুষ তার আত্মার জন্য উপকার এবং অনুগ্রহ খুঁজে পাবে। তারা দুর্বলভাবে শীলোহের পুকুরে যাবে এবং শক্তিযুক্ত হয়ে ফিরে আসবে, সন্দেহপূর্ণ মন নিয়ে যাবে এবং ফিরে আসবে সন্তুষ্ট মন নিয়ে। তারা শোক করতে করতে যাবে এবং আনন্দ সহকারে ফিরে আসবে, তারা কাঁপতে কাঁপতে যাবে এবং বিজয় উল্লাস করতে করতে ফিরে আসবে, অন্ধ হয়ে যাবে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসবে, চোখে দেখতে পেয়ে ফিরে আসবে (যিশাইয় ৫২:৮)।

## যোহন ৯:৮-১২ পদ

একজন জন্মান্ধর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার কথা সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবার মুখে মুখে এই কথা ফিরছিল। কোন কোন ঘটনা মানুষ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে আলোচনা করার পর সেই বিষয়ে আর মনযোগ দেয় না। কিন্তু এই ঘটনার বিষয় তেমন ছিল না। লোকটির চোখে দেখতে পাওয়ার বিস্ময়কর ঘটনার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল। যা আগে কখনো এভাবে আলোচিত হয় নি। ঘটনার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রতিবেশীরা কি বলেছিল তা আমরা এখানে বলেছি। প্রথমে কোন বিষয়ে যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ছাড়া বিশ্বাস না করা হয় তাহলে পরবর্তী সময় তা সন্দেহমুক্তভাবে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় দু'টি বিতর্ক উঠে এসেছিল:

ক. আদৌ সে একই লোক কিনা, যে আগে অন্ধ ছিল, পদ ৮।

১. যেখানে লোকটি জন্মগ্রহণ করেছিল এবং লালিত পালিত হয়েছিল সেই স্থানের কাছে যে প্রতিবেশীরা ছিলেন এবং যারা খুব ভাল করে জানত যে সে অন্ধ ছিল, যখন তারা হঠাৎ করে এবং যথার্থভাবে দেখতে পেল যে, সে চোখে দেখতে পাচ্ছে তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারা এই কথা বলেছিল, এ কি সেই লোক নয় যে বসে বসে ভিক্ষা করত? এতে বোঝা যায় যে, লোকটি ছিল একজন সাধারণ ভিখারি, জীবন ধারণের জন্য তার কাজ করার ক্ষমতা ছিল না এবং সে এই নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিল যে, যদি কেউ কাজ করতে না চায় তবে সে যেন না খায়, সে কাজ করার জন্য যেতে পারত না বলে বসে থাকত। যদি আমরা ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করতে অসর্থ হই, তাহলে অবশ্যই তার জন্য আমাদেরতে নীরবে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। যখন সে পরিশ্রম করতে পারছিল না তখন তার মা বাবা তা ভরণ পোষণ চালাতে পারছিল না, তখন সে ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল। লক্ষ্য করুন, অযোগ্য ধনাধ্যক্ষের মত অন্য কারণে জীবন ধারণ করতে অসমর্থ সে ভিক্ষা করতে লজ্জা পাবে। মানুষ যেন পাপের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে লজ্জিত না হয়। অনেক সাধারণ ভিখারি আছে যারা বাস্তবিক দয়া পাবার যোগ্য তাদের পৃথক করা উচিত এবং আমাদের দায়িত্ব হল তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। এই লোকটির মত:-

(১) যে প্রকৃতপক্ষে একজন সাধারণ ভিখারি ছিল এবং একজন জন্মান্ধ ছিল। সে

আশ্চর্যজনকভাবে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছিল। সবার কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা আরও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি অবিশ্বাসী যিহূদীদের জন্য একটি সাক্ষ্য ছিল যারা মূলত ছিল আত্মিকভাবে অন্ধ। যিহূদী লোকটিকে দেখেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, লোকটি অন্ধ ছিল এবং এখন দেখতে পাচ্ছে।

(২) এটি ছিল খ্রীষ্টের দয়ার মহৎ দৃষ্টন্ত যে, তিনি অন্যদের থেকে এই অসহায় সাধারণ ভিখারির সুস্থতার জন্য আরও বেশি বেদনা অনুভব করেছিলেন। যখন উপকারের জন্য তাঁর আশ্চর্য কাজ করেন তখন তা অসাধারণ কাজ হয়।

২. এই প্রশ্নের উত্তর:-

(১) কেউ কেউ বলল, "এই সেই লোক, একদম একই লোক।" আর এটি ছিল আশ্চর্য কাজের সত্যতার সাক্ষ্য, কারণ তারা দীর্ঘদিন থেকে জানত যে, লোকটি জন্মান্ধ, সম্পূর্ণভাবেই অন্ধ।

(২) আবার কেউ কেউ ছিল যারা মনে করে নি যে, এটা আদৌ সম্ভব, কারণ তারা ভেবেছিল যে, লোক জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল সে হঠাৎ করে আবার চোখে দেখতে পাবে এমন কোন কারণ থাকতেই পারে না, আর এই জন্যই তারা বলল, "যদিও দেখতে তারই মত কিন্তু সে নয়।" আর এভাবেই তাদের মধ্যে মতের ভিন্নতা আসল যে, যার মধ্যে এই অসাধারণ আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে সে এই লোক কিনা। এখান থেকে আমরা চিন্তা করার বিষয় খুঁজে পাই:

[১] ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞা সৃষ্টির কাজে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলাদের চেহারার মধ্যে গঠিত বৈষম্য করেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। দুই একজন মানুষের চেহারায় মিল থাকতে পারে কিন্তু মূলত তারা আলাদা। চেহারার এই ভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য সমাজ এবং সামাজিক আলাপ পরিচয়ের জন্য এবং ন্যায় বিচারের কাজ পরিচালন-ার জন্য আবশ্যক।

[২] আগে অত্যন্ত দুষ্ট এবং নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিল এমন একজন মানুষ যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলে পরিবর্তিত হয় তবে তার যে সাধারণ এবং দৃশ্যমান চেহারা রয়েছে তার কোন পরিবর্তন হবে না।

৩. খুব শীঘ্র স্বয়ং এই লোকটি দ্বারা তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটল: কিন্তু সে নিজে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।" সেই একই মানুষ, যে অতি সম্প্রতি বসে বসে ভিক্ষা করত। "আমিই সেই অন্ধ মানুষ, যে ছিল মানুষের অনুগ্রহের পাত্র, কিন্তু এখন সে চোখে দেখতে পাচ্ছে এবং আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহের এবং করুণার নির্দশন।" তার প্রতিবেশীরা তার কাছে এই বিষয়ের সমাধানের জন্য কোন অনুরোধ করে নি। কিন্তু সে তাদের বিতর্ক শুনেছিল এবং তাদের এই বিতর্কে বাধা দানের জন্য এবং এর সমাধানের জন্য সে এই উত্তর দিয়েছিল। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কাছে ঋণী থাকব যদি আমরা তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দেই, আর এটি হবে ন্যায় বিচারের একটি অংশ। আর আমরা যত দূর সম্ভ ব সত্যের আলোর সামনে তাদের ভুলগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তাতে তারা তাদের ভুলগুলো দেখতে পারবে এবং প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। এর আত্মিক প্রয়োগ, যারা

ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা আলোকিত জীবন লাভ করেছে তাদের পূর্বের পাপের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমানের অনুগ্রহ পূর্ণ জীবনের কথা এবং যে অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে (১ তীমথীয় ১:১৩,১৪)।

খ. কীভাবে সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল, পদ ১০-১২। লোকেরা বিষয়টিকে অন্য দিকে ঘুরাবার চেষ্টা করল, আর এই চমৎকার দৃশ্য দেখল এবং এই সম্পর্কে আরও প্রশ্ন করল। যখন সে এই অপূর্ব দান পেয়েছিল সে জোরে চিৎকার করে ঘোষণা দেয় নি, কিংবা কোন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে অভিনয় করে নি। তবুও পাহাড়ের উপর স্থাপিত কোন শহরের মত তারা গোপন রাখতে পারে নি। এই প্রতিবেশীরা দু'টি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল:

১. সুস্থতার উপায়। তারা প্রশ্ন করেছিল, "কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?" ঈশ্বরের সাধিত সব কাজই মহৎ, তাদের অবশ্যই তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত (গীতসংহিতা ১১১: ২)। ঈশ্বরের কাজের উপায় এবং পদ্ধতির প্রতি মনযোগ দেওয়া এবং লক্ষ্য করা ভাল বিষয়। এর ফলে তাদের কাছে আরও আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ হবে। আমরা এই বিষয়টি আত্মিক অর্থে প্রকাশ করতে পারি। অন্ধ চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া আশ্চর্যজনক বিষয় কিন্তু কীভাবে সে অন্ধ দুই চোখে সে দেখতে পেল এটি চিন্তা করলে আমরা আরও বেশি আশ্চর্য হব। কত তেজহীন এবং প্রয়োজনহীনভাবে চোখ দু'টি ব্যবহৃত হত এবং ঐ অন্ধ চোখ দু'টিকে জয় করার পথে কত কঠিন প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাদের এই প্রশ্নে দরিদ্র লোকটি বিষয়টির সরল এবং পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলেন: "যীশু নামে সেই লোকটি কাদা করে আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, *শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল*। আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম, আর দেখতে পেলাম," পদ ১১। লক্ষ্য করুন, যারা জাগতিক কিংবা আত্মিক বিষয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং দয়া লাভের বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ঈশ্বরের মহিমার জন্য এবং অন্যদের শিক্ষা এবং উৎসাহ দেবার ব্যাপারে, সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। দেখুন, দায়ূদ তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়কে কীভাবে ঈশ্বরের মহিমার জন্য এবং অন্যদের কাছে শিক্ষা দেবার জন্য এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রকাশ করেছেন (গীতসংহিতা ৩৪:৪-৬)। এটি হল ঈশ্বর এবং আমাদের ভ্রাতৃবর্গের কাছে আমাদের ঋণ যা ফেরত দিতে আমরা বাধ্য। অনেক সময় ঈশ্বরের উপকার আমরা নষ্ট করে ফেলি আমাদের অকৃতজ্ঞাসুলভ আচরণের জন্য।

২. এর প্রণেতা (পদ ১২): "সেই লোকটি কোথায়?" কেউ কেউ হয়তো তাদের কৌতূহল থেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। "সেই লোকটি কোথায়, আমরা কি তাঁকে দেখতে পারি?" লোকটি এমনভাবে সুস্থতা লাভ করেছিল যে, খুব স্পষ্টভাবে তা দেখা গিয়েছিল, যে কেউ খুব ভাল করেই দেখতে পেত যে, লোকটি তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে। অন্যরা সম্ভ বত মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। "সেই লোকটি কোথায়? আমরা কি তাকে বন্দী করতে পারি?" একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল খ্রীষ্ট কোথায় কীভাবে আছে তা খুঁজে বের করার জন্য (যোহন ১১:৫৮)। বিচার বিবেচনাহীন জনতা তাদের মন্দ চিন্তার দ্বারা প্রভুর সব কাজকে দেখার জন্য প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে যেত এবং খ্রীষ্টের নামে বদনাম ছড়াত। আমরা এই প্রত্যাশা করি যে, কেউ কেউ ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। "সেই লোকটি কোথায়, আমরা কি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারি? তিনি কোথায় আছেন, আমরা কি তাঁর কাছে যেতে পারি এবং যিনি সব কিছু বিনামূল্যে দান করেন আমরা কি তাঁর কাছ থেকে

অনুগ্রহ ভাগ করতে পারি না?" এই প্রশ্নের জবাবে সে কিছুই বলতে পারলো না: "আমি জানি না।" যত শীঘ্র সম্ভব খ্রীষ্ট লোকটিকে শীলোহের পুকুরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন (যেমন এর আগেও তিনি করেছিলেন, যোহন ৫:১৩)। তিনি লোকটির ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে নি। আশ্চর্য কাজের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ নিয়ে কিংবা লোকটি ফিরে এসে যেন ধন্যবাদ জানাতে পারে এই জন্য তিনি সেখানে বসে থাকেন নি। নম্র আত্মার মানুষ মানুষের প্রতি ভাল কাজ করার বিষয়ে পুনরায় শোনার চেয়ে মানুষের প্রতি ভাল কাজ করেই আনন্দ পেয়ে থাকে। ধার্মিকের পুনুরুত্থানে এটি শোনার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে। এই লোকটি খ্রীষ্টকে কখনো দেখে নি, কারণ যখন তার দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিল তখন তার আরোগ্য দানকারীকে সে হারিয়ে ফেলেছিল, তিনি কোথায়? অনেক নতুন এবং আশ্চর্যজনক কাজ রয়েছে যা লোকদের প্রতি ঘটানো হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁর কাছে ফিরে আসে না কিংবা খ্রীষ্টকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তবুও তিনি অন্য কিছু চান না কিন্তু তিনি চান মানুষ যেন তাঁকে যীশু বলে জানতে পারে এবং এই কথা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র তিনিই পরিত্রাণকর্তা। এইভাবে আমরা আত্মার উপর অনুগ্রহের কাজের ফল আমরা দেখতে পাই এবং এর পরিবর্তন আমাদের চোখে দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে হাত দিয়ে এই মহান কাজ সাধিত হয় তা আমরা দেখতে পাই না। কারণ আত্মার পথ হল বাতাসের মত আমরা তার শব্দ শুনতে পাই, কিন্তু কোথা থেকে আসে আর কোথায় চলে যায় তা আমরা জানি না।

## যোহন ৯:১৩-৩৪ পদ

কেউ কেউ এই আশা করেছিলেন যে, একজন জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান করার মাধ্যমে তিনি তাঁর মর্যাদাকে সুদৃঢ় করতে পারবেন এবং তাঁর সমস্ত বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের লজ্জিত করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু এর বিপরীত ফল দেখা গিয়েছিল। এই অসাধারণ আশ্চর্য কাজের জন্য তাঁকে ভাববাদী হিসেবে গ্রহণ করার বদলে তিনি একজন অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হলেন।

ক. এখানে আমরা দেখতে পাই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ ফরীশীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে: যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল, পদ ১৩। তারা তাকে সেনহেড্রিনের কাছে নিয়ে এল, যা প্রধানত ফরীশীদের দ্বারা গঠিত। সেনহেড্রিনের ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সক্রিয় ছিল।

১. অনেকে মনে করেন যে, যারা লোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল তারা ভাল উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল। তারা দেখতে চেয়েছিল যে, যীশু, যাকে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন অপরাধী নন কিংবা তিনি কোন শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেন নি। কিন্তু তিনি একজন সত্যিকারের মহান মানুষ এবং তিনি এমন একজন যিনি স্বর্গীয় কার্যের নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন। ধর্মের যে সত্য এবং মহত্ব আমাদের পরিবর্তন দান করেছে এবং ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবকে আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়েছে, আমাদের উচিত অন্যদের সন্দেহ দূর করার জন্য তা প্রয়োগ করা এবং প্রকৃত সত্য জানতে সাহায্য করা।

২. অন্য দিকে সম্ভবত তারা এটি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিল। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের আরও বেশি উত্তেজিত করে তোলার জন্যই তারা লোকটিকে তাদের কাছে এনেছিল। কিন্তু এর আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই বিষয়ে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। যোহন ১১:৪৭,৪৮ পদের মত তারা পরামর্শ দেবার জন্য এসেছিল: "আমরা যদি তাঁকে এভাবে চলতে দেই তাহলে সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস করবে।" লক্ষ্য করুন, তারা এমনই দুষ্ট আত্মার মানুষ ছিল যে, তাদের মন্দ কাজের জন্য কোন বুদ্ধির অভাব ঘটত না এবং তাদের মন্দ কয়লায় ফুঁ দিয়ে তা আরও প্রজ্জ্বলিত করে তাদের মন্দতার বৃদ্ধির প্রয়োজন হত না।

খ. এই সংবাদের জন্য তারা মন্দ মতলব এঁটেছিল এবং এই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছিল। যা উত্তম বিষয় তার বিরুদ্ধে নিন্দা করা কিংবা তার অনিষ্ট করা উচিত নয়, কিন্তু যা কিছু শয়তানের অধীনে আছে তার নিন্দা করা উচিত। অপরাধের বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৪), আর তা হল: যে দিন যীশু কাদা করে তার চোখ খুলে দেন, সেদিন ছিল বিশ্রামবার। বিশ্রামবার অপবিত্র করা ছিল নিশ্চিতভাবেই দুষ্টতাপূর্ণ কাজ, এই কাজ যে করে সে মন্দ চরিত্রের মানুষ বলেই অভিহিত হত। কিন্তু যিহূদীদের এই ঐতিহ্যের বি-শ্রামবারের লঙ্ঘনের ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। খ্রীষ্টের সঙ্গে যিহূদীদের এই বিষয়ে বহুবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তিনি দাবী করেছিলেন যে, এটি সর্বকালের জন্য মানুষের মঙ্গল এবং উপকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, "কেন খ্রীষ্ট বিশ্রামবারে আশ্চর্য কাজ করতেন, তিনি কি জানতেন না যে, এর ফলে যিহূদীরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে? যখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন তখন তিনি কেন তাকে তার বিছানা বহন করতে বাধ্য করেছিলেন? তিনি কি অন্ধ লোকটির চোখে কাদা লেপন করা ছাড়া সুস্থতা দান করতে পারতেন না?" আমার উত্তর হল:-

১. সম্ভবত তিনি সদ্দূকী এবং ফরীশীদের জোরপূর্বক দখল করে নেওয়া ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেন নি। তাদের কর্তৃত্ব ছিল অবৈধ। তাদের শাসন কার্য এবং শাস্তি প্রদানের জন্য স্থাপিত সালিসি ছিল অবৈধ। প্রকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ইচ্ছা তাদের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছিল। এই জন্য খ্রীষ্ট তাদেরকে কোন সুযোগ এবং স্থান দেন নি। তিনি এক মুহূর্তের জন্য তাদের বশীভূত হন নি। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে চলতেন কিন্তু তাদের নিজের তৈরি নিয়মে চলতেন না।

২. তিনি তাঁর কথা এবং কাজের দ্বারা এই আশ্চর্য কাজ করে চতুর্থ আদেশের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং তাদের মন্দতাপূর্ণ ব্যাখ্যা থেকে তা রক্ষা করেছেন। মণ্ডলীতে স্থায়ীভাবে পালিত সাপ্তাহিক বিশ্রামবার সম্পর্কে আমাদের তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, সাত দিনের একদিন (কারণ আইনের ব্যাখ্যার জন্য এখানে যা প্রয়োজন তা কি অবিলম্বে অবশ্যই বাতিল করতে হবে?) পালন করা যাবে এবং এটি যিহূদীদের মত আইনগতভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের দিকে খুব বেশি ঝোঁক দেওয়া ঠিক হবে না। অতি আবশ্যকীয় কাজ এবং দয়ার কাজ করা গ্রহণযোগ্য হবে। নিজের কাজ করার জন্য ব্যস্ত না থেকে যা ঈশ্বরের মহিমা বহন করে সেই কাজ করতে হবে এবং বিশ্রামবারের কাজগুলো করতে হবে।

৩. খ্রীষ্ট বিশ্রামবারকে সুস্থতা প্রদানের কাজ করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন যেন বিশ্রামবার মর্যাদা পায় এবং পবিত্রভাবে পালনা করা যায় এবং এই বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্রামবারে বহুল পরিমাণে আত্মিক সুস্থতার কাজ করা উচিত। সুসমাচারের প্রচারের দ্বারা কতজন অন্ধের চোখ খুলে গেছে, প্রভুর দিনে কত অন্ধের চোখে অঞ্জন দেওয়া হবে। কত পক্ষাঘাতগ্রস্থ অক্ষম আত্মা এই মহান দিনে আরোগ্য লাভ করবে।

গ. ফরীশীদের দ্বারা বিষয়টির যাচাই এবং পরীক্ষা, পদ ১৫। এই বিষয়টি নিয়ে ফরীশীদের মধ্যে রাগ, অনিষ্টকর চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা প্রকাশ পেল এবং এর ক্ষুদ্র কারণ প্রকাশ পেল যে, তাতে আলোচনার মত কিছুই ছিল না, অথচ ফরীশীরা এই বিষয় নিয়ে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, এই পরিস্থিতিতে লোকেরা লোকটিকে ফরীশীদের কাছে এনেছিল তখন তারা চেয়েছিল যেন তার প্রতি সাধিত আশ্চর্য কাজটি আরও অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত হয় এবং এবং ফরীশীরা যেন তার এই সুস্থতার জন্য এবং বর্তমানে তার এই সুখময় জীবনের জন্য তাকে অভিনন্দন জানায় এবং তার প্রতি বিরক্ত প্রকাশ না করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শত্রুতা তাদের মনুষ্যত্বের সমস্ত শিষ্টতা এবং ধার্মিকতাও ধ্বংস করে দিয়েছিল। দেখুন, কীভাবে তারা লোকটিকে উত্ত্যক্ত করেছিল।

১. সুস্থতা সম্পর্কে তারা তাকে জেরা করল।

(১) তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে এই লোকটি জন্মান্ধ ছিল কিনা এবং এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণ খুঁজতে চেষ্টা করলো (পদ ১৮): যিহূদীরা তার বিষয়ে বিশ্বাস করলো না যে, সে অন্ধ ছিল, আর দৃষ্টি পেয়েছে। এর অর্থ হল, তারা বিশ্বাস করতে পারে নি যে, লোকটি জন্ম থেকে অন্ধ ছিল। অনেক মানুষ আছে যারা সুস্পষ্ট সত্য বিষয়ের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাদ করে, তারা দ্রুত সত্য বিষয়টির ক্ষতি করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। কিন্তু তারা সত্য বিষয়টি সম্পর্কে অভিহিত হলেও নিজেরা কখনো তা মানতে চায় না এবং তা গ্রহণ করতে চায় না। এটি পরিণামদর্শীর সাবধানতা নয়, কিন্তু ক্ষতিকারক ধর্মবিশ্বাস। যা হোক তারা এই বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য একটি ভাল কাজ করেছিলেন: যে লোকটি দৃষ্টি শক্তি লাভ করেছিল তার বাবা-মাকে ডেকে পাঠালেন। তারা মনে করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, এতে তারা এই আশ্চর্যকাজটিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারবেন। লোকটির বাবা-মা ছিল খুব গরীব এবং তারা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। যদি তারা বলে যে, তারা নিশ্চিত হতে পারছে না সে তার ছেলে কিনা, অথবা যদি তারা বলে যে, দৃষ্টি শক্তিকে সামান্য কিছু দুর্বলতা আছে অথবা জন্ম থেকে সে খুব কম দেখতে পায়, এই বিষয় নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন তার ছেলেটি দৃষ্টি শক্তি লাভ করতে পারে, অথবা অন্য কোন মিথ্যা উত্তর, কারণ তারা ফরীশীদের বিচারের জন্য ভীত হয়ে পড়েছিল, তাদের কথায় যদি ফরীশীরা লাভবান হয় তাহলে খ্রীষ্টের সাধিত আশ্চর্য কাজের সম্মানকে তারা কেড়ে নেবে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের পরামর্শকে এমনভাবে চালিত করলেন এবং কর্তৃত্ব করলেন যে, এই আশ্চর্য কাজ আরও কার্যকরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের এমন অবস্থার মধ্যে সমর্পণ করলেন যে, হয় তারা আশ্চর্য কাজের বিষয়টি বিশ্বাস করবে অথবা তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। পরীক্ষার এই অংশে আমরা দেখতে পাই:

[১] তার বাবা-মাকে এই প্রশ্ন করা হল (পদ ১৯), তাঁরা কর্তৃত্বের সঙ্গে ভয় দেখিয়ে

জিজ্ঞাসা করলো: "এই কি তোমাদের ছেলে? ধর্ম সাক্ষী রেখে তোমাদের এই কথা বলার সাহস আছে? তোমরা কি বলতে চাও যে, তোমাদের এই ছেলে জন্মান্ধ হয়ে জন্মেছে? তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিত? অথবা সে কি অন্ধ হওয়ার ভান করেছে যাতে ভিক্ষা করার অজুহাত পেতে পারে? এখন সে কীভাবে দেখতে পাচ্ছে? এটি একেবারেই অসম্ভব, এই জন্য তোমরা এমন করে কথা ঘোরাচ্ছ?" যারা সত্যের আলো বহনে অসমর্থ তারা অন্ধকারে তাদের মধ্যে কাজ করে থাকে এবং আলো আসতে বাধা প্রদান করে। এইভাবে কোন কোন নেতারা বিশেষভাবে দুষ্ট নেতারা সাক্ষীদের তাদের মত করে চালিত করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কীভাবে সত্য গোপন করতে হয় এবং কীভাবে সত্যকে ছদ্মবেশ দ্বারা লুকানো যায়। আর এইভাবে তাদেরকে দ্বৈত দোষে জড়িত করে ফেলে। যারমিয়ামের মত, যিনি নিজে পাপ করেছিলেন এবং সমস্ত ইস্রায়েল জাতিকে সেই পাপের পথে চলতে বাধ্য করেছিলেন।

[২] এই সব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাদের উত্তর, যার মধ্যে:-

*প্রথমত*, তারা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করলো যে, এই বিষয়ে তারা নির্বিঘ্নে উত্তর দিয়েছে। নির্বিঘ্নে এই কথার অর্থ হল, নিজেদের জ্ঞান থেকে উত্তর দিয়েছে। নির্বিঘ্নে এই কথার অর্থ হল তারা কোন ভয় ভীতি ছাড়াই উত্তর দিয়েছে (পদ ২০): "আমরা জানি এ আমাদেরই ছেলে" (কারণ প্রতিদিন তারা তার সঙ্গে কথা-বার্তা বলতো এবং একজন প্রকৃত মায়ের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা থাকে সেই ভালবাসা তার সন্তানের প্রতিও ছিল, ১ রাজা ৩:২৬। যার মাধ্যমে তারা জানতো যে, এই ব্যক্তিটি তাদের নিজেদেরই সন্তান) এবং আমরা জানি যে, এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল।" তাদের এটি জানার কারণ ছিল, যেহেতু সে অন্ধ ছিল বলে তারা তার জন্য অনেক দুশ্চিন্তায় ভুগতো এবং তাকে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হত। প্রায়ই তারা তাদের সন্তানের দিকে ব্যথা ভরা অন্তর নিয়ে তাকাত এবং অন্য সব ঝামেলা এবং অসুবিধার চেয়ে সন্তানের অন্ধত্বের জন্য তারা আরও বেশি খেদোক্তি করত। তারা এই কথা ভাবত যে, তাদের এই সন্তান জন্ম না নিলেই ভাল হত, এই রকম দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণাময় জীবন-যাপনের চেয়ে তার জন্ম না হলেই ভাল হত। যারা তাদের নিজ সন্তান কিংবা তাদের কোন আত্মীয়দের শারীরিক বৈকল্যের জন্য লজ্জিত থাকে তারা এই বাবা-মায়ের কাছ থেকে নিন্দাসূচক কথা শোনা উচিত, যারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছে, এ আমাদেরই ছেলে। যদিও সে অন্ধ হয়েই জন্মেছে এবং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত।

*দ্বিতীয়ত*, তার সুস্থতা সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়ার ব্যাপারে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন করল। তারা আংশিকরূপে জানত এ সম্পর্কে, কারণ তারা তাদের ছেলের সুস্থতা কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। তাই তারা তাদের জ্ঞান থেকে কোন কিছুই বলতে পারলো না, তারা এই ব্যাপারে এতই যৎসামান্য জানত যে, এই ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করতে চাইল না। আর এই কারণে তারা কেবলমাত্র এই কথা স্বীকার করেছিল যে, এ তাদেরই ছেলে এবং এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে। এছাড়া তারা আর কোন সাক্ষ্য দিল না।

ক. লক্ষ্য করুন, কি সতর্কভাবে তারা নিজেদের ব্যক্ত করলো (পদ ২১): "কীভাবে সে এখন দেখতে পাচ্ছে তা আমরা জানি না। অথবা কে তার চোখ খুলে দিয়েছে তা আমরা জানি না। অন্য কোন মাধ্যমে কিংবা গুজবের মাধ্যমে কোন তথ্য পাই নি। তাই কীভাবে

আমার ছেলে এখন দেখতে পাচ্ছে এবং কে-ই বা এর চোখ খুলে দিয়েছে এ সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে কোন তথ্য দিতে পারবো না।" দেখুন, চরম সংকটের মধ্যে সুসংহত থাকার জন্য জগতের প্রজ্ঞা কীভাবে শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্ট বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গকারী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং একজন ভণ্ড ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্ধ লোকটির বাবা-মা, যদিও তারা তাদের ছেলের চোখ খুলে যাওয়ায় আশ্চর্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না, তবুও তারা তাদের ছেলের চোখে দেখতে পাওয়া সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিল এবং তারা এই সুস্থতা কাজের জন্য খ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্য প্রকাশ করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান দেখাতে বাধ্য, কারণ যীশু খ্রীষ্ট তাদের ছেলের প্রতি মহা দয়ার কাজ করেছেন। কিন্তু তারা এই কাজ করার সাহস দেখাতে পারে নি। খ্রীষ্টের পক্ষে তারা কোন কথা বলে নি এবং তাঁর সম্মানার্থে এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি কথাও বলে নি। তাই তারা মনে করলো যে, তাদের এই আচরণের জন্য তারা প্রায়শ্চিত্ত করবে। যদি কেউ খ্রীষ্টকে নিয়ে কথা বলতে লজ্জা বোধ করে কিংবা স্বীকার না করে, তাহলে খ্রীষ্ট যখন পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে করে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করবেন এবং তাঁকে অস্বীকার করবেন (লূক ১১:২৩; মার্ক ৮:৩৮)। অন্ধ লোকটির বাবা-মা এই বিষয় নিয়ে আর কোন যুক্তি উত্থাপন করলো না, তারা বিষয়টি ফরীশীদের কাছে সমর্পণ করল: "ওর বয়স হয়েছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও নিজের বিষয়ে নিজেই বলুক।" এই কথার অর্থ হল, যখন ছেলে-মেয়েরা অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে (যখন তারা নাবালক থাকে, বুদ্ধিপূর্বক এবং যথাযথভাবে কথা বলতে অসমর্থ থাকে) তারা তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের বাবা-মায়ের উপর নির্ভর করে। তাদের পক্ষে ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনায় কথা বলতে মণ্ডলীতে তাদের পক্ষে বাপ্তিস্মের জন্য। কিন্তু যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তারা উপযুক্ত হয়, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় এতদিন তাদের পক্ষে তাদের বাবা-মা যে সমস্ত কাজ করে এসেছেন তারা এখন নিজেরা সেই কাজ করতে সমর্থ আছে কি না। এরপর তাদের নিজেদের কথা নিজেদের বলার দায়িত্ব দেওয়া হত। যদিও লোকটি জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল এবং সম্ভবত সে খুব দ্রুত অনেক কিছু বলতে পারতো না। তথাপি সে নিজের পক্ষে যা বলতে পারত তার চেয়ে তার বন্ধুরা বা সঙ্গীরা আরও বেশি বলতে পারত। ঈশ্বর প্রায়ই তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ তত্ত্বাবধানের দ্বারা আমাদের দেহের প্রয়োজন মেটানোর মধ্য দিয়ে আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করে থাকেন (১ করিন্থীয় ১২:২৩,২৪)। তার বাবা-মা নিজেদের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাদের ছেলেকে ফরীশীদের হাতে সোপর্দ করেছিল এবং তাকে বিপদগ্রস্থ করলো। যেখানে তাদের প্রতি এমন করুণার কাজ করার জন্য খ্রীষ্টের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল এবং খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত হওয়া একান্ত উচিত ছিল, সেখানে তারা খ্রীষ্টকে সম্মান জানাবার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগছিল।

খ. লক্ষ্য করুন, কেন তারা এত সাবধানতা অবলম্বন করেছিল (পদ ২২,২৩): কারণ তারা যিহূদী নেতাদের ভয় করত। তাদের সন্তানকে নিজের ওকালতি নিজেকে করতে দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর এটি কোন কারণ ছিল না। অথবা কারণ এটি ছিল না যে, বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে তা সমর্পণ করেছেন; কিন্তু কারণ ছিল এই যে, তারা তাদের কাছ থেকে ঝামেলা মুক্ত হতে চেয়েছিল। অনেক মানুষ আছে যারা কাজের ঝামেলা এড়াবার জন্য তা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয় কিন্তু কার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে

ভ্রুক্ষেপ করে না। *আমার বন্ধু আমার নিকটে এবং আমার সন্তান আমার নিকটে এবং সম্ভবত আমার নিকটে আছে আমার ধর্ম, কিন্তু সবচেয়ে কাছে আমি নিজেই*। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষা অন্য রকম (১ করিন্থীয় ১০:২৪)। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(ক) সাম্প্রতিক নিয়ম যা সেনহেড্রিন প্রণয়ন করেছিল, তাদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের দ্বারা একমত হয়ে এটি প্রণয়ন করেছিল যে, কেউ যদি যীশুকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে তবে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে। লক্ষ্য করুন:

[ক] অপরাধের শাস্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা প্রচারে তারা বাধা দিতে চেয়েছিল, যেন কেউ নাসরতের যীশুকে গ্রহণ না করে এবং স্বীকার না করে যে, নাসরতের যীশু হলেন প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। এই কথা যেন তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে না পারে, যা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের সমতুল্য হবে। তারা নিজেরা একজন খ্রীষ্টের প্রত্যাশায় ছিল, কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই এই কথা চিন্তা করতে পারে নি যে, যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। আদৌ কি যীশু সেই খ্রীষ্ট কিংবা খ্রীষ্ট নন এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন তারা মনে করতো না, দু'টি কারণের জন্য:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের সমস্ত আদেশ এবং বিধি তাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে আত্মিক উপাসনার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা তাদের সমস্ত বাহুল্য আনুষ্ঠানিকতাকে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই সার্বজনীন দয়া এবং ভালবাসার শিক্ষা তাদের একক কর্তৃত্বের মনোভাব এবং তাদের সংকীর্ণ মানসিকতাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। নম্রতা এবং আত্মসংযম, অনুতাপ এবং আত্ম-অস্বীকার এই সব শিক্ষা হল তাদের কাছে একেবারেই নতুন। এই শিক্ষা তাদের কানে কঠিন এবং অদ্ভুত শোনালো।

*দ্বিতীয়ত*, কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহ এবং জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ ও কার্যকলাপ তাদের ঐতিহ্যগত আশার বিপরীত ছিল। তারা প্রত্যাশা করতো যে, খ্রীষ্ট মহা আড়ম্বর এবং বাহ্যিক জাঁকজমক সহ আসবেন, তিনি যে কেবল রোমীয় পরাধীনতার জোয়াল থেকে মুক্ত করবেন তাই নয় কিন্তু সেনহেড্রিনের মহত্বকে আরও সমৃদ্ধশালী করবেন এবং এর প্রত্যেক সদস্যকে রাজকীয় পদে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করবেন। এখন যে খ্রীষ্টের বিবরণ তারা শুনছে, সেই খ্রীষ্টের বাহ্যিক সব কিছুই অতি নগণ্য এবং দারিদ্রতাপূর্ণ। যার আর্বিভাব এবং প্রধান বাসস্থান হল গালীলে, যে জায়গা অবজ্ঞাত এবং ঘৃণিত, যেখানে তিনি তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে পারবেন না, গালীলে লোকজনদের কোন সাহায্য পাবেন না, তার শিষ্যরা কেউ তরবারী যোদ্ধা নন এবং পুরোহিত কিংবা উকিল নন, তাদের কেউ সম্মানিত মানুষ নন, কিন্তু অতি নিকৃষ্ট জেলে, পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার কোন সঙ্কল্প কিংবা প্রতিজ্ঞা করার যোগ্যতা এদের কারও নেই। ইস্রায়েল জাতির আত্মিক এবং স্বর্গীয় সুখ সাচ্ছন্দ্য এবং সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই, একই সাথে তার শিষ্যরা ক্রুশকে প্রত্যাশা করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের সমস্ত ধ্যান ধারণা এমন হতাশাপূর্ণ যে, তারা তাদের লোকদের অন্তরকে লজ্জা এবং অবিশ্বাস দিয়ে পূর্ণ করতে বাধ্য। তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব এমন দুর্বল যা তাদের সমস্ত আশাকে এমন হতাশাগ্রস্থ করবে যে, তারা কখনোই তা পুনস্থাপন করতে পারবে না।

[খ] এই অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে। যদি কেউ নিজে এই কথা স্বীকার করে যে, সে যীশুর শিষ্য, তাহলে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং যিহূদী সমাজ ত্যাগকারী এবং স্বধর্ম ত্যাগকারী হিসেবে সে গণ্য হবে। সে যিহূদী জাতির বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহকারী হিসেবে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিগণিত হবে। এই কারণে তাকে যিহূদীদের সমাজ-ঘর থেকে বহিষ্কার করা হবে। সে এমন একজন মানুষে পরিগণিত হবে যে, যার সমস্ত সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে তাদের সমাজের কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে না। তাদের সমাজচ্যুত করা হবে এবং ইস্রায়েল জনগণ হতে তাকে বহিষ্কার করা হবে। কেবলমাত্র ধর্মীয় সংক্রান্ত বিরুদ্ধচারী নয়, কিন্তু এমন একজন মানুষে পরিণত হবে, যে সমাজে নেতাদের বিচারে কোন দয়া পাবে না। সে সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে, সে আইনের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হবে এবং সামাজিক আলাপ পরিচয় কিংবা জনগণের অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং তার স্বাধীনতা এবং তার সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম, এর উত্থানের শুরু থেকেই দণ্ডবিধানকারী আইন প্রণেতাদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, যেমন মানুষ তার বিবেক বুদ্ধিজ্ঞান দিয়ে বিবেচনা করে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতে চাইলেও তারা তা জোরপূর্বক বাধা প্রদান করতো এবং শাস্তি দেবার জন্য নিজেরা সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, যখন মণ্ডলী পরিচালনার ভার মন্দ লোকের হাতে পড়ে তখন মণ্ডলীর ক্যানন নিজের দিকেই ঘুরে আসে এবং ধর্মীয় বিরুদ্ধ মত সৃষ্টি হয় মাংসিক এবং জাগতিক সুবিধা লাভ করার জন্য। এটি নতুন কিছু নয় যে কাউকে সমাজ-ঘর থেকে বহিষ্কার করলে তারা মনে করতো যে তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিকে সম্মানের কাজ করেছে এবং এজন্য তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবে এবং বহিষ্কৃতদের কাছ থেকে এই কথা শোনার অপেক্ষায় থাকত যে, "সদাপ্রভুর গৌরব হোক" (যিশাইয় ৬৬:৫)। যে নির্দেশের কথা বলা হয়েছে:

১) যিহূদীরা এতে একমত ছিল, অথবা চক্রান্ত করেছিল তাদের সমিতি এবং সমাজ যথার্থভাবে পরিত্রাণকর্তার মুকুট এবং মর্যাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সদাপ্রভু ও তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন হয়েছিল।

২) ইতিপূর্বে তারা এতে একমত হয়েছিল যদিও তিনি মাত্র অল্প কয়েক জনসাধারণের মধ্যে থাকতেন এবং অন্যত্র চলে যেতেন। তাই কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর প্রতি জনসাধারণের মধ্যে হিংসার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে না। তথাপি তারা খুব তাড়াতাড়ি খ্রীষ্টের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সংবাদ জ্ঞাত হল আর তাই তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী তাঁকে দমন করার জন্য একমত হয়েছিল। অতি সম্প্রতি তিনি মন্দির হতে নিজেকে রক্ষা করে বের হয়ে এসেছিলেন। যখন তারা দেখতে পেল যে, খ্রীষ্টকে ধরার যে উদ্যোগ তারা নিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে এই দণ্ড বিষয়ক আইন প্রণয়ন করেছিল যে, যারা খ্রীষ্টের শিষ্য বলে স্বীকার করবে তাদের কি শাস্তি হবে। তারা তাদের সমাজ এবং মজলিসের শত্রুকে দমন করার জন্য এইভাবে একমত হয়েছিল এবং তৎপর হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বর্গে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন এবং তাদের উপহাস করছেন। একইভাবে আমাদেরও করতে পারেন।

(খ) যে আইন অন্ধ লোকটির বাবা-মাকে প্রভাবিত করেছিল খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন কথা বলতে, সেজন্য তারা অস্বীকার করেছিল এবং কৌশলে বিষয়টি তাদের ছেলের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল, কারণ তারা যিহূদীদের ভয় করত। খ্রীষ্ট তাদের সন্তানকে দয়া প্রদর্শন করে সুস্থ করতে গিয়ে যিহূদী সমাজের ভ্রুকুটি এবং কঠোর চাহনি নিজের উপর তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তারা খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ভার গ্রহণ করতে চাইল না। লক্ষ্য করুন, মানুষকে যে ভয় করে সেই ভয় তাঁর পক্ষে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায় (হিতোপদেশ ২৯:২৫)। আর এজন্য মানুষ খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে এবং গ্রহণ করতে অস্বীকার করে থাকে এবং তার সত্য এবং তাঁর মতকে অগ্রাহ্য করে থাকে আর তারা তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে। এইভাবে অন্ধ লোকটির বাবা-মা শাস্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিল এবং যে কোন ঝামেলা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছিল। আসুন এখন আমরা লোকটির নিজের পরীক্ষার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করি। ফরীশীদের সন্দেহ ছিল আদৌ লোকটি জন্মান্ধ কিনা, তারা সন্দেহ মুক্ত হতে চাইল।

(২) তারা তার সুস্থতার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তারা এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করল, পদ ১৫,১৬।

[১] যে প্রশ্ন তার প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করেছিল সেই একই প্রশ্ন ফরীশীরা তাকে আবার জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে সে দেখতে পেল?" আসল ঘটনা অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এই প্রশ্ন করে নি, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কোন সূত্র লাভ করতে পারেন। যদি সত্যিই লোকটি অন্ধত্ব মোচিত হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা খ্রীষ্টকে বিশ্রামবার ভঙ্গকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে। যদি সে ইতিপূর্বে যে বিবরণ দিয়েছিল তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বলে তাহলে তারা তার কথাকে অতিরঞ্জন করে খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে পারবে।

[২] একই উত্তর, বস্তুত যে উত্তর ইতিপূর্বে সে তার প্রতিবেশীকে দিয়েছিল সেই একই বিবরণ সে ফরীশীদের কাছে ব্যক্ত করল: "তিনি আমার চোখের উপর কাদা লাগিয়ে দিলেন, আর আমি তা ধুয়ে ফেলতেই দেখতে পেলাম।" কাদা কীভাবে তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে সে এখানে কিছুই বলে নি, বাস্তবিক খ্রীষ্ট কীভাবে কাদা তৈরি করেছিল তা সে দেখতে পায় নি। এই বিষয়টি অত্যাবশ্যক ছিল না এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে দোষ ধরার সূত্রের জন্য ফরীশীদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য বিষয় হত না, আর এই কারণে সে এই বিষয়টি উল্লেখ করে নি। আগের বিবৃত্তিতে সে বলেছিল, "আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম আর দেখতে পেলাম।" কিন্তু পাছে তারা মনে করে যে, এটি কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্য ক্ষীণ দৃষ্টি লাভ করেছে, তাহলে হয়তো তারা অসার কল্পনা করে উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে, তাই এখন সে বললো, "আমি দেখতে পাচ্ছি, এটি হল সম্পূর্ণরূপে এবং স্থায়ী সুস্থতা।"

[৩] এই ঘটনায় বিভিন্ন মন্তব্য তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল, পদ ১৬।

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট যা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ তার নিন্দা করার এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার কথা চিন্তা করলেন, কোন কোন ফরীশীরা বললেন, "ঐ লোকটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না।"

১) এই নিন্দার শিক্ষা অত্যন্ত সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল - তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, মিথ্যা দাবীকারী ভবিষ্যদ্বক্তা যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি - ঈশ্বরের প্রেরিত না হয়েও যারা পবিত্র ব্যক্তি বলে দাবী করে - বিশ্রামবার পালন করে না। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তা তাঁর আদেশের মধ্যে উল্লেখ করে থাকেন। আর এটি হল তাঁর আদেশ যেন আমরা বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করি। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং তা বজায় রাখতে এবং আনন্দচিত্তে তাঁর কথা শুনতে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বিশ্রামবার পালন করতে হত। স্বর্গের সঙ্গে সহভাগিতা রক্ষার জন্য এই বিশ্রামবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বি-শ্রামবারকে বলা হত নিদর্শন। কারণ তাঁর পবিত্রতার নিদর্শন হল হৃদয়ের পবিত্রতা এবং অপত্রিততার নিদর্শন হল অপবিত্র হৃদয়।

২) আমাদের পরিত্রাণকর্তার প্রতি বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গকারী হিসেবে অভিযোগ আনা একেবারেই অন্যায্য। কারণ তিনি ধর্মীয় বিধিগতভাবে বিশ্রামবার পালন করতেন, কখনোই কোন কার্যকলাপের দ্বারা তা ভঙ্গ করেন নি। যা উত্তম এবং মঙ্গলজনক এমন কাজ ছাড়া আর কোন কাজ তিনি বিশ্রামবার করেন নি। তিনি পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী বিশ্রামবার পালন করতেন না এবং ফরীশীদের কুসংস্কারপূর্ণ এবং ভ্রান্তিপূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী বিশ্রামবার পালন করতেন না। কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি বিশ্রামবার পালন করতেন। আর তাই সন্দেহ মুক্তভাবে বলা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো প্রমাণ করে যে, সে বিশ্রামবারেরও মালিক। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যেভাবে ধর্মীয় নিয়ম তৈরি করেছেন, মানুষের তৈরি অধার্মিক এবং সংকীর্ণ চিত্তের ধর্মীয় নিয়ম তার চেয়ে আরও কঠোর। তারা ঈশ্বরের নিয়মের সঙ্গে নিজেদের তৈরি নিয়ম যুক্ত করেছিল যেমন এই যিহূদীরা বিশ্রাবারের পবিত্রতার বিষয়ে নিজেদের তৈরি নিয়ম যুক্ত করেছিল। বিশ্রামবারে বিভ্রান্তিকর কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকব, কিন্তু যা মঙ্গলজনক কাজ অবশ্যই আমরা তা করব, কিন্তু তাই বলে আমরা অন্যদের একই কঠোরতায় দমন করবো না। কার্য সম্পাদনের জন্য আমাদের সব কিছুর নিয়ম করতে হবে কিন্তু সব কিছুর জন্য বিচার করে শাস্তি দেবার বিধান তৈরি করা উচিত নয়।

*দ্বিতীয়ত*, অন্যরা তাঁর পক্ষে কথা বলেছিলেন এবং যথার্থভাবে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, "যে লোক পাপী সেই লোক কেমন করে এই ধরনের আশ্চর্য কাজ করতে পারে?" সম্ভবত অধার্মিকের মন্ত্রণা-সভার সদস্যদের মধ্যে কিছু মুক্ত চিন্তার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহনকারী ছিলেন, এমন কি খ্রীষ্টের শত্রুদের মধ্যে থেকেও তারা কখনো কখনো খ্রীষ্টের পক্ষে কথা বলেছিলেন। ঘটনার বিষয়টি একেবারেই সহজ সরল যে, এটি ছিল একটি প্রকৃত আশ্চর্য কাজ। যত বেশি অনুসন্ধান করা যাবে তত বেশি বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আর এর আগে খ্রীষ্ট যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন সেই সব আশ্চর্য কাজের কথাও তাদের মনে পড়বে এবং ঐ সব কথা আরও ব্যাপকভাবে বলার সুযোগ লাভ করবে। এই মহৎ চিহ্ন অনেক রয়েছে এবং এর প্রমাণও রয়েছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ছিল: "যে পাপী সে কেমন করে এই রকম আশ্চর্য কাজ করতে পারে" – এর অর্থ হল, কোন খাঁটি মানুষের দ্বারা, তার নিজের নামের দ্বারা এবং তার ক্ষমতার দ্বারা এই আশ্চর্য কাজ করা সম্ভব নয়। অথবা আরও বলা যায়, কোন লোক প্রতারণা করে কিংবা ভণ্ডামি করে এমন কাজ করতে পারবে না, কারণ সে একজন পাপী লোক। কেউ কেউ

হয়তো কিছু আশ্চর্য কাজ করতে পারে এবং আমাদের কিছুটা হলেও বিস্মিত করতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট যেভাবে চিহ্ন দেখিয়েছিলেন এবং প্রকৃতরূপে আশ্চর্য কাজ করেছেন এবং মানুষকে চমৎকৃত করেছেন অন্য কোন মানুষ সেভাবে করতে পারে না। স্বর্গীয় কার্যের ভার না পেলে মানুষ কি এইভাবে বিশ্বাস সৃষ্টিকারী এবং প্রশংসনীয় স্বর্গীয় কাজ করতে পারে? এই একটি কথায় তাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হল, তাদের মতের ভিন্নতার জন্য বিরোধ দেখা দিল, এই নিয়ে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হল এবং এই নিয়ে ফরীশীদের মধ্যে বিভক্ত দেখা দিল। আর এই সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল যারা খ্রীষ্টের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ পরিকল্পনা বাধাগ্রস্থ হল। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পনা অনেক সময় নিষ্ফল হয়েছিল এবং তাদের এই কার্যকলাপ ছিল ক্ষমার অযোগ্য।

২. সুস্থতা সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের পর আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, তারা এখন সুস্থতাকারীর দিকে মনযোগ দিয়েছে। এখানে তা দেখতে পাই:-

(১) তাদের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি কি কথা বলেছিল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল (পদ ১৭), "তুমি তার সম্বন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমারই চোখ খুলে দিয়েছে। তার এই কাজের সম্পর্কে তুমি কি মনে কর? তিনি যে এই কাজ করেছেন এই জন্য তুমি তার সম্পর্কে কি মনে কর?" তাদের সন্তুষ্ট করাতে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যৎসামান্য কথা বলার জন্য সে প্ররোচিত হতে পারতো। এখন সে তাদের আয়ত্বে রয়েছে, তার বাবা-মা যেভাবে বলেছিল – যদি সে বলে, "আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল করে কোন কিছু বুঝতে পারে নি, তবে যতদূর মনে হয় লোকটি সম্ভবত কোন যাদুকর হবে অথবা কোন হাতুড়ে ডাক্তার" – তাহলে এই কথায় তারা উল্লাসিত হত। খ্রীষ্টের শত্রুরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যৎসাধ্য চেষ্টা করেও তাঁর বন্ধুদের কথায় সামান্যতম শত্রুতা করার কোন সূত্র খুঁজে পেত না। কিন্তু যদি সে সম্মানার্থে কথা বলতো তাহলে তাদের নতুন আইন অনুযায়ী খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারতো, যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য বিষয় হত না। তারা এই বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করাতো, যেন এর দ্বারা সুস্থতার জন্য যারা খ্রীষ্টের কাছে আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করতো তাদের নিরস্ত করতে পারে। যদি তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে সহজে অনুগ্রহ লাভ করেও থাকে তবে অবশ্যই তাদের এই জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যে লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন সে খুব ভাল করেই জানত তাঁর সম্পর্কে কি বলতে হবে এবং সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভাল কথা বলার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তার কাছে ছিল। "তুমি তাঁর সম্বন্ধে কি বল?" তাদের এই প্রশ্নের জবাবে হতভাগ্য লোকটি সংক্ষিপ্ত সরল এবং স্পষ্ট উত্তর দিল: "তিনি একজন ভাববাদী, তিনি একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং আশ্চর্য কাজ করার জন্য আর স্বর্গীয় বাণী পৃথিবীর লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।" তিন শত বছরের মধ্যে যিহূদীদের মধ্যে আর কোন ভাববাদী আসে নি। তথাপি তারা এই বিষয়ে নিস্পত্তি করতে চায় নি যে, তাদের কোন ভাববাদী নেই। কারণ তারা খুব ভাল করেই জানতো যে, যিনি আসবেন তিনি সমস্ত খারাপী বন্ধ করবেন, অন্যায় শেষ করবেন, পাপ ঢেকে দেবেন, চিরস্থায়ী ন্যায্যতা স্থাপন করবেন, দর্শন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করবেন এবং মহাপবিত্র স্থানকে অভিষেক করবেন (দানিয়েল ৯:২৪)। সম্ভবত এই লোকটির কোন ধারণা

ছিল না যে, খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত সেই ব্যক্তি, মহান ভাববাদী । কিন্তু সে মনে করেছিল যে, তিনি অন্য ভাববাদীদের সমকক্ষ কোন ভাববাদী । খ্রীষ্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়ার আগে শমরীয় স্ত্রীলোক যেমন মনে করেছিল যে, তিনি একজন সাধারণ ভাববাদী (যোহন ৪:১৯)। তাই এই অন্ধ লোকটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সামান্য ধারণা পেয়েছিল সেই অনুযায়ী খ্রীষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করেছিল, যদিও সে খ্রীষ্ট সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না, কিন্তু ইতিমধ্যে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল, ঈশ্বর তার কাছে এটি প্রকাশ করেছিলেন। এই দরিদ্র অন্ধ ভিখারিটি ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিল এবং স্বর্গীয় কাজের মধ্যে সে আরও প্রমাণ দেখতে পেল এবং বুঝতে পারলো যে, ইস্রায়েলের প্রভু সমস্ত ভাববাদীদের উপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে স্বীকৃত।

(২) লোকটির উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাকে কি বললো। ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণের ফলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল এবং দেখা গেল যে, লক্ষ্যণীয় এবং বিশিষ্ট আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে এবং তারা তা অস্বীকার করতে পারলো না। তাই তারা নতুন পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করল। তারা ঘটনাকে ব্যঙ্গ এবং বিদ্রুপ করলো, এটিকে মন্দ বিষয় বলে অভিহিত করার চেষ্টা করল। যে ব্যক্তি তার দুই চোখে দৃষ্টি শক্তি দান করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে এই অন্ধ লোকটির উত্তর ধারণাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল এবং তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করলো যে, খ্রীষ্ট একজন মন্দ ব্যক্তি (পদ ২৪): "ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি যে সেই ব্যক্তি পাপী।" দু'টি উপায়ে এটি বুঝতে পারা যায়:

[১] পরামর্শের উপায়ের দ্বারা, তারা সুস্থতার জন্য পাপী মানুষের প্রশংসা করার ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা পরামর্শ দিয়েছিল সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করতে হবে, কারণ তিনিই সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এইভাবে ঈশ্বরের সম্মানের জন্য উৎসাহের ছলনার বশবর্তী হয়ে তারা খ্রীষ্টের সম্মান জোরপূর্ব কেড়ে নিতে চাইল। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে, এই মহান সত্যের জন্য উৎসাহের ছলানার বশবর্তী হয়ে তারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের মত উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যেখানে তিনি তার ইচ্ছাকে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যেভাবে তারা পিতাকে সম্মান করে ঠিক সেইভাবে সমস্ত মানুষকে পুত্রের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। সকল মানুষকে স্বীকার করতে হবে যে, "খ্রীষ্ট প্রভু, তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের গৌরব মহিমা জ্ঞাপন করেছি।" যখন ঈশ্বর কোন পাপী মানুষকে আমাদের মঙ্গলজনক কাজের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে ব্যবহার করেন তখন আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের গৌরব করতে হবে, কারণ যা তিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেছেন। তথাপি সাহায্যকারীর কারণে আমাদের কৃতজ্ঞ হতে হবে। এটি অবশ্যই ভাল কথা যে, *ঈশ্বরের প্রশংসা কর*। কিন্তু এখানে এটি মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, "এই লোকটি একজন পাপী, একজন মন্দ মানুষ, আর এই জন্য আরও বেশি করে ঈশ্বরের প্রশংসা কর যিনি কেবলমাত্র এই রকম কাজে সাহায্য করতে সক্ষম।"

[২] শপথ বাক্যের উপায়ের দ্বারা: কেউ কেউ এটি অবলম্বন করেছিল, "আমরা জানি যে, এই লোকটি একজন পাপী, একজন অতি মন্দ লোক এবং মহা ভণ্ড, সে সমস্ত জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে, আমরা এই বিষয়ে সুনিশ্চিত, এই জন্য ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর।

আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, সে তার প্রতারণা এবং ভণ্ডমীর দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ করেছে, ঈশ্বরের নামে তুমি সত্য কথা বল।" দেখুন, প্রভু যীশু সম্পর্কে তারা কথা জঘন্য করা বলেছে: "আমরা তো জানি ঐ লোকটি পাপী, একজন পাপে পতিত মানুষ।" এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই:-

*প্রথমত*, তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার। তারা এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট সম্পর্কে সে কি মনে করে তখন তারা এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখে নি যে, তাদের তথ্যের অভাব রয়েছে। কেবল তাই নয়, তারা ভাল করেই জানত যে, তিনি একজন পাপী এবং কেউ তাদের এর বিপরীতে কোন কিছু বিশ্বাস করাতে পারবে না। তিনি তাদেরকে তাঁকে পাপী বলে প্রমাণ করতে দাবী করেছিলেন (যোহন ৮:৪৬) এবং তারা কেউ কোন উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু এখন তারা খ্রীষ্টের পেছনে তাঁর সম্পর্কে বলছেন যে, তিনি একজন কুকর্মকারী, একজন অপরাধী এবং দুষ্কর্মকারী হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন। এইভাবে মিথ্যা অভিযোগকারীরা নিশ্চিত প্রমাণের জন্য সূত্র খোঁজার জন্য তৎপর হয়েছিল।

*দ্বিতীয়ত*, এর দ্বারা তারা খ্রীষ্টের প্রতি অন্যায় করেছিল এবং তাঁকে অসম্মানিত করেছিল। যখন তিনি মানুষ হয়ে এসেছিলেন তখন কেবল দাস হয়ে জন্মেছিলেন তাই নয় কিন্তু তিনি মানুষের মত পাপের স্বভাব গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি পাপী ছিলেন না (রোমীয় ৮:৩)। মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি পাপীদের মধ্যে বাস করলেন। কেবল তাই নয় তিনি সমস্ত মানুষের পাপের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে সমস্ত পাপ নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন এবং এর জন্য তিনি অবজ্ঞাত এবং লজ্জা পরিহিত হয়েছিলেন।

৩. খ্রীষ্ট সম্পর্কে ফরীশী এবং হতভাগ্য লোকটির মধ্যে বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি হল। তারা বললো, "সে একজন পাপী;" সে বলল, "তিনি একজন ভাববাদী ।" তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট সম্পর্কে তারা যে বিষয়টি প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে চায় সেই বিষয়ে সাক্ষীর কোন অভাব না ঘটে। তারা আশা করেছিল যে, তারা সেই সাক্ষী পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা দেখল যে, দরিদ্র ভিখারিটি তাদের উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছে এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষী দিচ্ছে, তাদের চরম শত্রুর ভূয়সী প্রশংসা করছে। যারা দৃঢ় কণ্ঠে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য আগ্রহী, তাদের জন্য এই হতভাগ্য লোকটির তার পক্ষ সমর্থনের জন্য বিজ্ঞতা এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছিলেন তা উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী একই সময়ে আপনি যা বলবেন তার উত্তর আপনার মুখে দেওয়া হবে। যদিও লোকটি খ্রীষ্টকে দেখে নি, কিন্তু সে তাঁর অনুগ্রহ অনুভব করেছিল। ফরীশী এবং হতভাগ্য লোকটির মধ্যে যে কথা-বার্তা হয়েছিল এর মধ্যে তিনটি ধাপের দিকে আমরা দৃষ্টি দেব:

(১) ঘটনার নিশ্চিত বিষয়ের যে সাক্ষ্য প্রমাণ ফরীশীরা তার মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল সে ঐ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখল। যা সন্দেহজনক তা এড়িয়ে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত, আর এই জন্য:-

[১] সে নিজেকে তার সিদ্ধান্তে স্থির রেখেছিল এবং তার জীবনে ঘটে যাওয়া অপূর্ব ঘটনার জন্য সন্তুষ্ট ছিল বলে বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছিল (পদ ২৫): "তিনি পাপী কিনা তা আমি জানি না; আমি এই বিষয় নিয়ে কোন বিতর্ক করতে চাই না। এর কোন প্রয়োজন আছে বলে

আমি মনে করি না, কারণ বিষয়টি একেবারে সহজ সরল, যদিও আমি সম্পূর্ণভাবে আমার শান্তির মধ্যে থাকতে চাই তবুও আমি এই বিষয়ে যা সত্য তার জন্য কথা বলব।" অথবা খ্রীষ্টের প্রতি এটি প্রতিদান দেওয়া হবে যদি সে বলে, "তিনি পাপী কিনা তা আমি জানি না, তাঁকে পাপী বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমি এখানে বিপরীত বিষয় দেখতে পাচ্ছি আর সে কথাই বলব, কারণ এই একটি বিষয় আমি জানি যে, যে বিষয়ে আপনারা সুনিশ্চিত হতে পেরেছেন বলে মনে করেছেন, আমি সেই বিষয়ে আরও বেশি নিশ্চিত হতে পেরেছি এবং তা সত্য। আমি বাস্তবিক অন্ধ ছিলাম কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর এই জন্য আমি এই কথা বলছি না যে, তিনি আমার ভাল বন্ধু, কিন্তু আমি এই কথা বলব যে, তিনি একজন ভাববাদীর বটে। আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল কথা বলতে সমর্থ এবং তা বলতে বাধ্য।" আমরা এখানে দেখতে পাই:

*প্রথমত*, স্বর্গীয় যীশুর বদনাম করার ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টিকে সে প্রচ্ছন্নভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করলো এবং তিরস্কার করলো: "আপনারা বলছেন যে, আপনারা তাঁকে একজন পাপী হিসেবে জানেন, আর আমিও আপনাদের মত তাঁকে জানি, কিন্তু আমি আপনাদের মত তাঁর এই রকম কোন সুনাম করতে অসমর্থ।"

*দ্বিতীয়ত*, পবিত্র যীশুর ক্ষমতা এবং দয়ার ফলে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল: সে সাহসের সঙ্গে তার উপর নির্ভর করেছিল এবং তার দ্বারা সব কিছু সহ্য করেছিল। একজন মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কোন বিতর্ক চলে না এবং তাঁর বাস্তব ধারণা এবং বিশ্বাসের জন্য যুক্ত প্রদর্শন করার জন্য বিবাদ করা যায় না। এখানে একজন রয়েছে যে খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং অনুগ্রহের যথার্থ প্রত্যক্ষদর্শী, যদিও সে কখনো খ্রীষ্টকে দেখে নি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের করুণা তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়, যারা এর অভাব অনুভব করে থাকে তাদের কাছে। যে লোকটি অন্ধ ছিল সে এখন দেখতে পাচ্ছে। খ্রীষ্টের প্রতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় ভালবাসা এবং আসক্তি উত্থাপিত হয় একজন মানুষের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে (১ যোহন ১:১; প্রেরিত ৪:২০)। হতভাগ্য লোকটি এখানে তার সুস্থতার পদ্ধতির কোন সুন্দর বর্ণনা প্রদান করে নি। দার্শনিকভাবে এই ঘটনার বর্ণনা করার জন্য কোন ভনিতা করে নি, কিন্তু সংক্ষেপে বলেছে, "আমি আগে অন্ধ ছিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি।" এইভাবে আত্মার মধ্যে অনুগ্রহের কাজ ঘটে থাকলে আমরা বলতে পারি না কখন এবং কীভাবে ঘটেছে। কিসের দ্বারা এবং কোন উপায়ে অনুগ্রহের পরিবর্তন ঘটে তা আমরা জানি না, তবুও এবং এর থেকে স্বস্তি এবং শান্তি গ্রহণ করতে পারি যদি আমরা সরাসরি অনুগ্রহের কথা বলতে পারি, "আগে আমি অন্ধ ছিলাম এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।" আগে আমি মাংসিক এবং জাগতিক, ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন করতাম, কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা করি ও গৌরব স্বীকার করি যে, এইগুলো আমার কাছ থেকে এখন দূর হয়ে গেছে" (ইফিষীয় ৫:৮)।

[২] তারা এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণকে দমন করার জন্য এবং নস্যাৎ করার জন্য এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে করা প্রশ্নের নিষ্প্রয়োজন পুনরুক্তি করলো (পদ ২৬): "সে তোমাকে কি করেছে? কেমন করে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?" তারা এই প্রশ্নগুলো করেছিল:

*প্রথমত*, তারা কিছু বলতে চেয়েছিল, বিশেষত নীরব থাকার চেয়ে বরং অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলা ভাল বলে মনে করেছিল। লজ্জিত হওয়া থেকে নিজেদের এড়াবার জন্য

নিরর্থকভাবে তারা শেষবারের মত তর্ক করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক অমূলক কথা বলার জন্য তারা নিজেদের দায়ী করেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, তারা আশা করেছিল, দ্বিতীয়বার তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়ার জন্য জোর করলে হয়তো সে বিভ্রান্তিমূলক কোন তথ্য দেবে, আর তারা সঙ্গে সঙ্গে তথ্যটি লুফে নেবে এবং তারা মনে করতে পারবে যে, খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ফলদায়ক তথ্য পেয়েছে।

(২) সে তাদের ধর্মে বিশ্বাসহীনতার একগুঁয়েমি এবং অজেয় মনোভাব দিয়েই তাদের তিরস্কার করলো এবং তারা তাকে খ্রীষ্টের একজন শিষ্য বলে গালাগালি করল, পদ ২৭-২৯। লোকটি যতই তাদের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে কথা বলেছিল তারা তত তার প্রতি আগের চেয়ে আরও বেশি উগ্র মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।

[১] এই আশ্চর্য কাজের প্রমাণকে তাদের একগুঁয়ে ও অযৌক্তিক বিরোধিতার বিষয় দিয়ে লোকটি তাদের সাহসের সঙ্গে তিরস্কার করল, পদ ২৭। সে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঘটনাটির পুনরুক্তি করে নি কিন্তু সাহসের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "আমিও আগেই আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা শোনেন নি। কেন তবে আপনারা আবার শুনতে চান?" অনেকে মনে করেন যে, লোকটি আন্তরিকভাবে কথা বলেছিল এবং বাস্তবিকভাবে সে প্রত্যাশা করেছিল যে, তারা খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে। "তাঁর অনেক শিষ্য আছে, তাদের মধ্যে আমি একজন, আপনারাও কি তাদের মধ্যে আসতে চান?" কিন্তু এই কথা বলা তার জন্য আরও বিদ্রুপাত্মক হবে, "আপনারাও কি তার শিষ্য হতে চান? না, আমি জানি আপনারা এ সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করছেন না, তাহলে কেন আপনারা এই কথা শোনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, এটি আপনাদের তাঁর শিষ্য করবে অথবা যদি তাঁর শিষ্য না হন তাহলে কি ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না?" এরা একগুঁয়েমি করে আলোর প্রতিকূলে তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে, যেমন এখানে এই ফরীশী করেছে।

*প্রথমত*, নিজেকে তারা ঘৃণিত এবং নিকৃষ্ট হিসাবে পরিগণিত করেছিল, এটি যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখানের জন্য, যখন তর্কের জন্য তারা আর কোন বিষয় খুঁজে পায় নি তখন তারা তর্কে সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

*দ্বিতীয়ত*, তারা অন্য কোন নির্দেশ দেওয়ার সুবিধা থেকে এবং তাদের মন্দ অভিপ্রায় ব্যক্ত করার ও খ্রীষ্টকে দোষী বলে প্রমাণ করার সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। তাদের আগেও একবার বলা হয়েছে কিন্তু তারা শোনে নি। কেন তাদের আবার বলতে হবে? (যিরমিয় ৫১:৯; মথি ১০:১৪)।

*তৃতীয়ত*, এর দ্বারা তারা বৃথাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছে। এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, "আপনারা কি তাঁর শিষ্য হতে চান? না, আপনারা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছেন যে, আপনারা তাঁর শিষ্য হবেন না। তাহলে কেন আবার আপনারা তা শুনতে চান? এর একমাত্র কারণ এটি কি নয় যে, আপনারা তাঁর অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারী হতে চান?" যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণ দেখে নি, কেউ কেউ মনে করেন তারা যেন খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের ঘৃণা করা কিংবা তাদের নির্যাতন করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে না পায়।

[২] এই কারণে তারা লোকটির প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপন করলো এবং তাকে গালাগালি করলো,

পদ ২৮। যে প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার দ্বারা লোকটি কথা বলেছিল তা যখন তারা প্রতিরোধ করতে পারলো না তখন তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং তারা তাকে তিরস্কার করতে শুরু করল। তারা তার সঙ্গে তুই-তোকারি করে এবং জঘন্য ভাষায় কথা বলতে লাগল। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সাক্ষীগণ সত্য এবং আলোর বিরোধী বিষয়কে কীভাবে গ্রহণ করবে? তাদের সমস্ত জুলুম অত্যাচার ও নিন্দার জন্য সদাপ্রভুর গৌরব করবে এবং তাঁর পক্ষে সমস্তই সহ্য করবে (মথি ৫:১১)। বিবেকহীন মানুষ সাধারণত তিরস্কার এবং বিদ্রুপের পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন কিছুর সত্যতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের প্রতি লোকটির ভালবাসার জন্য তারা তাকে ভর্ৎসনা করলো। তারা তাকে বললো, "তুই সেই লোকের শিষ্য।" এটি যথেষ্ট অ বিশ্বাসজনক কথা ছিল। "আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়াকে ঘৃণার বিষয় বলে মনে করি, তাঁকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট পদ ছেড়ে তোর মত বদমায়েশ হতে পারব না।" তারা যতটা পেরেছে খ্রীষ্টের ধর্মকে গালাগালি করল এবং অ বিশ্বাসজনক কথা বললো। তারা খ্রীষ্টের ধর্মকে একটি ঘৃণার্হ এবং নিকৃষ্ট ধর্ম বলে অভিহিত করলো। তারা তাঁকে গালাগালি করলো। ভলগেটে উল্লেখ আছে, *Maledixerunt Eum – তারা তাকে অভিশাপ দিল*। তাদের অভিশাপ কি ছিল? তা ছিল এই: "তুই সেই লোকের শিষ্য।" সাধু আগষ্টিন বলেছেন, "এই রকম অভিশাপ চিরকাল যেন আমাদের উপর এবং আপমাদের সন্তানদের উপর অধিষ্ঠিত থাকে।" যদি আমরা এই কোলাহলপূর্ণ এবং অন্ধ এবং প্রতারণার জগৎকে কাছ থেকে অবজ্ঞা নিন্দা ও ঘৃণার কথা শুনি তাহলে আমরা যেন লজ্জিত না হই, কারণ সেই লজ্জা হবে প্রভুর গৌরবের জন্য। তাকে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে অভিহিত করার কোন কারণ ছিল না। কারণ সে কখনো খ্রীষ্টকে দেখেনি কিংবা তাঁর প্রচার শোনে নি। খ্রীষ্ট তার প্রতি যে অনুগ্রহের কাজ করেছিলেন সে কেবল সেই কথা বলেছিল। কিন্তু তারা এই কথা সহ্য করতে পারে নি।

*দ্বিতীয়ত*, তারা নিজেদের মোশির শিষ্য বলে উল্লেখ করে গর্ব প্রকাশ করল: "আমরা মোশির শিষ্য। আমাদের তাই আর কোন ধর্ম-শিক্ষকের দরকার নেই এবং আমরা অন্য কাউকে প্রত্যাশা করি না।" লক্ষ্য করুন:

১) মাংসিক ভাবাপন্ন ধর্মীয় ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের সুনামের জন্য খুব তৎপর থাকতো, তাদের পদের মর্যাদা এবং সুযোগ সুবিধার জন্য অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতো। এরা তাদের ধর্মের মধ্যে নতুন বিষয় যোগ করার জন্য তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। ফরীশীরা বংশাবলীর দোহাই দিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করতো: "আমরা অব্রাহামের বংশধর।" এখানে তারা তাদের শিক্ষা নিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করলো: "আমরা মোশির শিষ্য।" তারা এমনভাবে কথা বলতো যেন এই সব বিষয় তাদের রক্ষা করবে।

২) এটি খুব দুঃখজনক বিষয় যে, একদিকে তারা প্রতিরোধ করছে এবং অন্য দিকে ভণ্ডামিপূর্ণ উৎসাহ প্রকাশ করছে। খ্রীষ্ট এবং মোশির মধ্যে যথার্থ ঐক্য রয়েছে। মোশি খ্রীষ্টের পথকে প্রস্তুত করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট মোশির কাজকে পূর্ণ করেছিলেন। এই জন্য তারা একদিকে মোশির শিষ্য এবং অপর দিকে তারা খ্রীষ্টের শিষ্য। তা সত্ত্বেও তারা এখানে তীব্র বিরোধিতা করলো। তারা খ্রীষ্টের কোন ক্ষতি করার উদ্যোগ নিতে পারলো না, কিন্তু

মোশির নামের অপব্যবহার করে নিজের রক্ষা করার চেষ্টা করলো। মানুষের দায়িত্বের উৎসাহদাতা হিসেবে যারা এভাবে নিজেদের বিনামূল্যের অনুগ্রহের মূল্যকে অস্বীকার করে "আমরা মোশির শিষ্য।" কিন্তু যারা ঈশ্বরের বিধান মেনে চলতে প্রস্তুত তাদের মধ্য থেকে সমস্ত নীচতা-হীনতা দূর হয়ে যাবে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারবে এবং বিনামূল্যে প্রাপ্ত অনুগ্রহের মূল্য নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে পেরে তা স্বীকার করবে। এই রকম অবস্থা হলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং মানুষের দায়িত্ব দু'টি বিষয় পরস্পর মিলিত হবে এবং চুম্বন করে একে অন্যের সাহায্যকারী হবে।

*তৃতীয়ত*, তারা মোশির পক্ষাবলম্বনের কারণ দেখিয়ে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, (পদ ২৯): "আমরা জানি ঈশ্বর মোশি ভাববাদীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিন্তু ঐ লোকটি কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।" কিন্তু তারা কি জানে না যে, বিভিন্ন বিষয়ের মোশিকে যে কথা বলেছিলেন সেই সব বিষয়ের মধ্যে এটি একটি, যেন তারা অবশ্যই একজন ভাববাদীর অপেক্ষায় থাকে এবং ঈশ্বরের আরও প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় থাকে? তবুও যখন আমাদের প্রভু যীশু মোশিকে ঈশ্বর যা বলেছিলেন সে অনুযায়ী প্রকাশিত হলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণ দিলেন যে, তিনিই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, কিন্তু পুরাতন ধর্মের প্রতি এবং প্রতিষ্ঠিত জাতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার ছলনার বশবর্তী হয়ে তারা যে কেবল খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করেছিলেন তাই নয় কিন্তু তাঁকে পরিত্যাগও করেছিলেন এবং তাঁর করুণাকে অগ্রাহ্য করেছিল। তাদের এই কথা-বার্তায় আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শত্রুতার পক্ষে তারা অতি তুচ্ছ অজুহাত দাঁড় করাল, যা তাঁর শিষ্যদের কেউ কখনো অস্বীকার করে নি: "আমরা জানি যে ঈশ্বর মোশিকে অনেক নির্দেশ দিয়ে কথা বলেছেন এবং ঈশ্বরের প্রতি আমরা তাই কৃতজ্ঞ। আমরাও এই কথা জানি অন্য যে কোন ভাববাদীর চেয়ে তিনি মোশিকে আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন।" কিন্তু তারপর কি? ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন আর এই অনুযায়ী খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করেছিলেন আর সেই যীশু কিনা ভণ্ড? মোশির কি একজন ভাববাদী নন? খ্রীষ্ট সম্পর্কে মোশি সম্মানজনক কথা বললেন (যোহন ৫:৪৬) এবং মোশি সম্পর্কে খ্রীষ্টের সম্মানসূচক কথা বললেন (লূক ১৬:২৯)। তারা উভয়ই ঈশ্বরের একই গৃহের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। মোশি ছিলেন দাস হিসেবে এবং খ্রীষ্ট ছিলেন পুত্র হিসেবে। একজন মোশিকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলে তারা যে উত্তর দিয়েছিল এবং খ্রীষ্টকে মোশির বিরোধী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন তা ছিল কৌশল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন প্রতারণার ও কৌশলের মাধ্যমে বিচার বিবেকহীন জনগণকে বিশ্বাস করাতে পারে যে, মোশি যেমন একজন সত্য ভাববাদী তেমনি করে খ্রীষ্ট একজন নিশ্চিত ভণ্ড ভাববাদী ।

২. কি অযৌক্তিকভাবে তারা তাদের দাবীকে উপস্থাপন করেছিল। এতে তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের মূর্খতাকেই প্রকাশ করেছিল। তারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসহীনতার বিষয়টিকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবী করেছিল। এইভাবে তারা স্বর্গীয় খ্রীষ্ট সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলেছিল, যেমন তারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল এবং তারা তাদের স্মরণ শক্তিকে কার্যকর করে দেখে নি যে, ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অ বিশ্বাসসূচক কথা বললে তাদের গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। তারা যথাসাধ্য ইস্রায়েলের মেষশাবকের প্রতি অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞাসূচক কথা বলেছিল, যেমন তাদের জনগণের কুকুরের সঙ্গে যে বসে

থাকে সে ইস্রায়েলের মেষপালক হওয়ার উপযুক্ত নয়: এই লোকটির বিষয়ে, জঘন্য লোকটি কোথা থেকে এসেছে আমরা তা জানি না। তারা নিজেদের জ্ঞানের চাবীর একমাত্র অধিকারী বলে অভিহিত করতেন। তাদের বিনা অনুমতিতে কেউ কোন প্রচারে যেতে পারবে না, যদি কেউ প্রচার করতে চায় তবে সর্ব প্রথমে তাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, তাদের অনুমতির সীলমোহর অবশ্যই তাদের নিতে হবে। তারা প্রত্যাশা করতেন যে, যারা প্রচার করার জন্য আগ্রহী তারা অবশ্যই তাদের কাছে আবেদন করবে এবং তাদের সন্তুষ্টি জনক কাজ করবে, কিন্তু যীশু কখনোই তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করে নি। তিনি কখনোই কোন অবস্থাতে তাদের ছাড়পত্র দেবার এবং সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়কে স্বীকার করে নি। আর এই কারণে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রীষ্ট একজন অনধিকার প্রবেশকারী। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন নি: তারা জানতো না তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং তিনি কে, আর এই জন্য তারা এই নিষ্পত্তি করেছিল যে, তিনি একজন পাপী। যেখানে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই অনুগ্রহের বিষয়টি বিচার করতে সক্ষম হতে পারি সেখানে তারা তাদের অহঙ্কার এবং সংকীর্ণ অন্তরের জন্য কোন উত্তম বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে চায় নি, কেবল নিজেদের ছাড়া এবং তাদের নিজেদের লাভ ছাড়া। বেশি দিন আগে নয়, যিহূদীরা এই বিষয়ে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছিল (যোহন ৭:২৭): "আমরা তো জানি এ কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।" যখন তারা দেখল তারা একই বিষয়ে বিপরীত কথা বলছে তখন তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করল তারা কি তাদের নিশ্চিত কথনকে সুদৃঢ় করবে নাকি তা অস্বীকার করবে। তারা জানতো না তিনি কোথা থেকে এসেছেন। এটি কাদের দোষ ছিল?

(১) এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, তাদের এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। খ্রীষ্ট যে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের অনুসন্ধান করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং সমস্ত লক্ষণ এবং চিহ্ন তাদের পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই পুরোহিতরা তাদের মত ছিল (যিরমিয় ২:৬); যারা জিজ্ঞাসাও করে নি, *প্রভু কোথায়?*

(২) এটি নিশ্চিত যে, তারা অবশ্যই জানত তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কেবলমাত্র জানা নয় কিন্তু সরকারী খাতা অনুসন্ধান করে জানা যেত যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল বৈৎলেহমে গ্রামে। কিন্তু তারা তা না করে তাঁর শিক্ষার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল। কেবল তাই নয় তাঁর আশ্চর্য কাজ এবং তাঁর কথা-বার্তাকে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছিল। তারা খুব ভাল করে জানতো যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত, তাঁর নিয়ম অধিকতর উত্তম, তাঁর শিক্ষা আরও অনেক বেশি উত্তম, তাঁর কাজ তাঁর উদ্দেশ্য এবং তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই ছিল অতি উত্তম। তাঁর মত এই সব বিষয়ে কেউ এমন পারদর্শী ছিল না। ধর্মে বিশ্বাসহীনতার অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করুন। মানুষ খ্রীষ্টের শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না যদি তারা এই সঙ্কল্পকৃত হয় যে, তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে না। এই রকম অজ্ঞতা এবং অবিশ্বাস তাদের মানুষকে আরও অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়।

(৩) সে এই সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে বিতর্ক করেছিল। তাই তারা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিল।

[১] হতভাগ্য লোকটি দেখতে পেয়েছিল যে, তার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় রয়েছে, যার উত্তর দিতে তারা সক্ষম হয় নি, তাতে সে আরও সাহসী হয়ে উঠলো তার যুক্তির বিষয়গুলো তাদের বিচলিত করে তুলল।

*প্রথমত*, তাদের এই বিশ্বাসহীনতার একগুঁয়েমি ভাব তাকে ভীষণভাবে অবাক করেছিল (পদ ৩০): "কি আশ্চর্য! আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।" তাদের রক্তচক্ষুর দ্বারা সে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহিত হলো না, কিংবা তাদের নিশ্চয়তার দ্বারা সে তার যুক্তি উপস্থাপন থেকে বিচ্যুত হলো না। সে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উত্তর দিল, "কেন? এটি একটি অতি চমৎকার ঘটনা, এমন ঘটনা মানুষের মধ্যে কখনো ঘটে নি আর এই বিষয়ে না জানতে চাওয়া হল অজ্ঞতার একগুঁয়েমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ– এই না জানতে চাওয়া হল আপনাদের ভনিতা। আপনারা বলছেন যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা আপনারা জানেন না, অথচ কি আশ্চর্য দেখুন তিনিই কিন্তু আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।" দু'টি বিষয় তাকে বিস্মিত করেছিল:

১. এমন একজন বিখ্যাত লোকের বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞাত রয়েছে। যিনি তার অন্ধ দুই চোখ খুলে দিয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে লক্ষ্য করার মত। ফরীশী ছিলেন অনুসন্ধিৎসু মানুষ, তাদের মধ্যে ছিল ঐক্য এবং ঘনিষ্টতা। তারা নিজেদের সম্পর্কে ভাবতো যে, তারা হলেন জাতির রক্ষাকারী, তবুও তারা এইভাবে বলতো যে, তারা মনে করে তাঁর মত মানুষ যদি তারা স্বীকার করে এবং তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলে তাহলে তাদের অবস্থাকে নিচে নামিয়ে দেবে, বস্তুত তাদের এই মনোভাব এবং এই ধরনের চিন্তা অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত। অনেক লোক আছেন যারা শিক্ষিত, বিদ্বান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত, যাদের কর্তব্য পেশ সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞান রয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু তবুও তারা খ্রীষ্টের বিস্ময়কর শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ এবং অপরিচিত রয়ে গেছেন, যাদের এই সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তা নেই। যে বিষয়ে পণ্ডিতেরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন সেই অপূর্ব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

২. যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে একটি স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন তাঁর স্বর্গীয় কাজ সম্পর্কে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তারা বলেছিলেন, তারা এই অর্থে বলেছিল, "আমাদের এমন কোন প্রমাণ জানা নেই যে, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর পরিচর্যার কাজের ভার স্বর্গ থেকে এসেছে।" "কি আশ্চর্য কথা"! সেই হতভাগ্য লোকটি বলল, "যে আশ্চর্য কাজ আমার মধ্যে সাধিত হয়েছে তা আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারে নি এবং এটি আপনারা সন্দেহের বাইরে রেখেছেন। আপনারা, আপনাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের বিষয়গুলো দিয়ে অন্য সব কিছুর উপরে ঈশ্বরের বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে থাকেন, অথচ আপনারা আলোর বিরুদ্ধে আপনাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছেন।" যখন জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায় তখন অবিশ্বাস এবং বিস্ময়কর কাজ হয় (যিশাইয় ২৯:১৪)। সেই সত্যকে তারা অস্বীকার করেছিল যার প্রমাণ তারা অস্বীকার করতে অসমর্থ ছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) তারাই অবিশ্বাস করেছিল, যারা জ্ঞান অনুসন্ধান করে আনন্দ পেত এবং তাদের এই জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বিস্ময়কর ব্যাপার (মথি ৬:৬)।

(২) যাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, প্রভু যীশু তাদের জীবনে বিশেষ কোন আশ্চর্য কাজ করেছেন এবং তারা চাতুর্য্যপূর্ণ ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এমন ভাল চিন্তা করে বলে দেখায় যে, যা অন্য কেউ তা করে না। খ্রীষ্ট ফরীশীদের চোখ খুলে দিলে খ্রীষ্ট যে একজন ভাববাদী সেই বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ থাকত না।

*দ্বিতীয়ত*, সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করছিল, পদ ৩১-৩৩। তারা দৃঢ়ভাবে তাদের ধারণায় স্থির ছিল যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেন নি (পদ ১৬), বরং তিনি একজন পাপী (পদ ২৪)। লোকটি তার উত্তরে *খ্রীষ্ট যে একজন পাপী ছিলেন না*, কেবল এই কথাই প্রমাণ করে নি (পদ ৩১) কিন্তু সেই সাথে সে প্রমাণ করেছিল যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, পদ ৩৩।

ক. সে এই যুক্তি দেখিয়েছিল:

(ক) মহৎ জ্ঞান দ্বারা। যদিও সে কখনো বইয়ের একটি অক্ষরও পড়তে সক্ষম ছিল না, সে ঈশ্বরের বিষয় এবং শাস্ত্রের সঙ্গে খুব ভালভাবে পরিচিত ছিল, তার দৃষ্টিশক্তির অভাব ছিল, কিন্তু শ্রবণশক্তি ছিল প্রখর, যার ফলে এই বিশ্বাস এসেছিল। তবুও কেবল এই বিষয়টি তাকে পরিত্রাণ দিতে পারে নি, তার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল এবং এই উপলক্ষ্যে তার আত্মার বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

(খ) খ্রীষ্টের সম্মানের জন্য গভীর উৎসাহের সঙ্গে, যার বিরুদ্ধে অবজ্ঞাজনক কথা শুনে এবং গালাগালি শুনে সে সহ্য করতে পারে নি।

(গ) প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে এবং বীরত্বের ও অদমিতভাবে, কিন্তু তার বিপক্ষদের দাম্ভিকের মত ভয় দেখিয়ে নয়। যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য উচ্চ আকাঙ্খা করে তারা কখনোই মানুষের ভ্রুকুটি ভয় করে না। "এখানে দেখুন," ড. হুইটবাই বলেছেন, "একজন অন্ধ এবং অশিক্ষিত মানুষ সমস্ত শিক্ষিত ফরীশী সম্প্রদায় থেকে আরও সঠিকভাবে স্বর্গীয় বিষয় বিচার করতে পেরেছে। আমরা এই জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেছি যেন আমরা সব সময় পরিষদের ক্ষমতায় পোপ অথবা বিশপদের ক্ষমতার অধীনে চালিত না হই। সাধারণ জনগণের জন্য এটি অস্বাভাবিক নয় যে, তারা তাদের ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে থাকে, এই তত্ত্বাবধানকারীরা মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুলের অপরাধ করে থাকেন।"

খ) তার বাদানুবাদ হয়তো তাদের আচরণ দমন করেছিল, অনেকটা দায়ূদের মত (গীতসংহিতা ৬৬:১৮-২০)। দায়ূদ তাঁর বাদানুবাদে এই উক্তি করেছিলেন, "আমার হৃদয়ে যদি আমি অন্যায় পুষে রাখতাম তাহলে আমার কথা দীন- পৃথিবীর মনিব শুনতেন না।" এখানে একই অর্থ প্রকাশ করেছে, *ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না*। ঐ স্থানে এই কথা ধরে নেয়া যায়, *কিন্তু সত্য সত্যই ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন*। এখানে আমরা ধরে নিতে পারি, সত্য সত্যই ঈশ্বর যীশুর কথা শুনেছেন। যে কাজ কখনোই আগে সাধিত হয় নি সেই কাজ সাধন করে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সম্মান হল এর নিষ্পত্তি, ঈশ্বরের গৌরব হোক! এখানে প্রভু যীশুকে সম্মানিত করা হয়েছে, *তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন!*

(ক) সে একটি সন্দেহাতীত সত্যকে প্রকাশ করলো যে, ভাল মানুষ ছাড়া স্বর্গের প্রিয় পাত্র হতে পারেন না (পদ ৩১): *আমরা এ কথা জানি, আমার মত আপনারাও জানেন যে, ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন লোক ঈশ্বর ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে*

*তবে ঈশ্বর তার কথা শোনেন*। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[ক] এই নিশ্চিত উক্তি যথার্থভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এটি সত্য।

*প্রথমত*, দুষ্টদের সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য করে বলা হয়ে থাকে, *ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না*, এর অর্থ হল, পাপী কথাটা ফরীশীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, যারা খ্রীষ্টকে বলেছিলেন যে, তিনি একজন পাপী। যে কেউ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে কথা বলে সে শয়তানের স্বার্থকেই রক্ষা করে থাকে। এই উক্তি পাপীদের অনুতাপ করাকে নিরুৎসাহিত করে নি কিন্তু যারা পাপ করে যাচ্ছে এবং ভণ্ডদের মত নিজেদেরকে প্রার্থনায় ব্যাপৃতকারী হিসেবে দেখাতে তৎপর রয়েছে এবং ঈশ্বরের অধীন রয়েছে বলে নিজেদের দেখায় তাদের কথা ঈশ্বর শোনেন না, তাদের স্বীকার করেন না এবং তাদের প্রার্থনায় শান্তিপূর্ণ উত্তর দেন না।

*দ্বিতীয়ত*, এই উক্তি ধার্মিকদের প্রতি আনন্দ এবং শান্তি প্রদান করবে, যদি কোন লোক ঈশ্বর ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে তবে ঈশ্বর তার কথা শোনেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১) একজন ভাল মানুষের পূর্ণ চরিত্র: সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বর ভক্ত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে, যথাসময়ে সে ঈশ্বরের এবাদতে সে মশ্গুল থাকে এবং সব সময় নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে। তিনি এমন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তাঁর কাজ করে থাকেন এবং পবিত্র উপাসনার দ্বারা তাঁর নামের মহিমা প্রকাশ করেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য আন্তরিকভাবে বাধ্য থাকেন, বিশ্বাস এবং বাধ্যতা উভয়ই এক সাথে কাজ করে।

২) এই রকম মানুষের অনির্বচনীয় সান্ত্বনা: ঈশ্বর তার কথা শোনেন; তার অভিযোগ শোনেন এবং তাকে সাহায্য করেন, তার মিনতি শোনেন এবং তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন; তার প্রশংসা শোনেন এবং তা গ্রহণ করেন; তার প্রার্থনা শোনেন এবং তার উত্তর দান করেন (গীতসংহিতা ৩৪:১৫)।

[খ] এই সত্যের প্রয়োগ উপযুক্তভাবে এটি প্রমাণ করেছে যে, যার কথায় এমন স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল যে তাতে একজন জন্মান্ধ তার দৃষ্টি শক্তি লাভ করেছিল, তিনি একজন খারাপ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর-পাকের সঙ্গে তার এমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, তিনি সব সময় তাঁর কথা শোনেন (যোহন ৯:৩১,৩২), সুতরাং তিনি একজন নিশ্চিতভাবে পবিত্র মানুষ।

(খ) তার যুক্তি তর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য খ্রীষ্টের সাধিত আশ্চর্য কাজকে বড় করে দেখিয়েছিল (পদ ৩২): "পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কখনো শোনা যায় নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে।" এটি আরও দেখায় যে:

[ক] এটি ছিল একটি অভ্রান্ত আশ্চর্য কাজ এবং প্রকৃতির উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। এমন কথা কখনো শোনা যায় নি যে, কোন মানুষ প্রাকৃতিক কোন উপাদান ব্যবহার করে জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে, লোকটি এবং তার বাবা-মা এই প্রকৃতির বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছিলেন, যদি অন্য কিছুর সাহায্যে সে সুস্থ হত এবং কেউ যদি তাকে সেই বিষয়ে না বলতো তাহলে সে আরও নিশ্চিতভাবে

এই বিষয়ে কথা বলতে পারত না।

[খ] অথবা এটি ছিল একটি অসাধারণ আশ্চর্য কাজ, যা পূর্ববর্তী আশ্চর্য কাজের নজিরের বাইরে। না, মোশি কিংবা অন্য কোন ভাববাদী কেউ করতে পারে নি, যদিও তারা অনেক বড় বড় আশ্চর্য কাজ করেছেন, কিন্তু এই আশ্চর্য কাজের মত এমন অসাধারণ কাজ তাদের মধ্যে কেউ করতে পারে নি। এই ঘটনায় স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং স্বর্গীয় দয়াশীলতার আলো অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মোশি আশ্চর্য কাজের দ্বারা মহামারি এনেছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজের দ্বারা আরোগ্য দানের কাজ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো এমনই ছিল যে, যা আগে কখন তা ঘটে নি।

*দ্বিতীয়ত*, ঈশ্বরের কাছ থেকে করুণা গ্রহণ করে তা গুরুত্বের সঙ্গে এবং বড় করে তুলে ধরার জন্য যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে করুণা গ্রহণ করে থাকেন এবং অতি সম্মানের সাথে তা প্রকাশ করেন, তাদের জীবনে এটি ঘটে থাকে। এর মানে এই নয় যে, তারা মহিমান্বিত হয়েছে কিংবা তারা স্বর্গের অসাধারণ অনুগ্রহ লাভ করার যোগ্য হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা যেন ঈশ্বর আরও গৌরবান্বিত এবং প্রশংসিত হন।

(গ) তাই সে সিদ্ধান্ত দিল, "যদি কেউ ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই করতে পারতেন না।" এই কথার অর্থ হল, এমন অসাধারণ কাজ করতে পারতেন না এবং এমন ঘটনা ঘটাতে পারতেন না। আর এই কারণে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, যদিও বিশ্রামবারের আপনাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী কাজের সাথে খ্রীষ্টের কাজের অমিল রয়েছে। লক্ষ্য করুন, স্বর্গে তিনি যে সব পরিকল্পনা করেছিলেন এই পৃথিবীতে পর্যাপ্তভাবে সেই সব আশ্চর্য কাজ প্রদর্শন করেছিলেন। কারণ যদি তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তাহলে তিনি এইভাবে আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন না। এ কথা সত্য যে, পাপের পুরুষ ভ্রান্তিজনক আশ্চর্য কাজ দিয়ে প্রকাশিত হবে, কিন্তু স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজ করতে পারবে না। এছাড়া এদেরকে মনে করা হয় যে, তারা ভণ্ড ভাববাদী । তারা দেখবে যে, তারা স্বর্গ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে সব কাজ করেছে, কোন চিহ্ন দেখাচ্ছে বা আশ্চর্য কাজ করছে (দ্বি.বি. ১৩:১,২)। তারা এই সব কাজের ছদ্মবেশ ধারণ করে, কারণ এর মাধ্যমে তারা অন্য দেবতাদের উপর বিশ্বাস করার জন্য তাদের প্রলোভিত করতে পারবে। এ কথা সত্য যে, অনেক দুষ্ট লোক আছে যারা খ্রীষ্টের নামে অনেক আশ্চর্য কাজ করে থাকে, কিন্তু তারা যে আশ্চর্য কাজ করে থাকে তা প্রমাণ করতে পারে না যে, তা ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত আশ্চর্য কাজ এবং যার নামে করে তাঁর কাজ বলেও প্রমাণ করতে পারে না। এর দ্বারা আমরা প্রত্যেকেই জানতে পারি যে, আদৌ আমরা ঈশ্বরের নাকি ঈশ্বরের নই: *আমরা কি করি? আমরা ঈশ্বরের জন্য কি করি? আমাদের আত্মার জন্য? আমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করার জন্য কি করছি? অন্যদের চেয়ে বেশি কি করছি?*

[২] ফরীশীরা দেখতে পেল যে, তারা লোকটির কোন যুক্তির সঠিক উত্তর দিতে পারছে না এবং কার্যকরী কোন ফল দেখাতে পারছে না, তখন তারা তার উপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ হল এবং প্রচণ্ড অহংকারের জন্য ও ধৈর্য্যচ্যুত ঘটার জন্য তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিল, পদ ৩৪। আমরা এখানে দেখি:

*প্রথমত*, তাঁরা কি বলেছিল। যখন তারা তার কোন যুক্তির উত্তর দিতে ব্যর্থ হল তখন এর প্রভাব গিয়ে পড়ল এর ব্যক্তিসত্তার উপর: "তোর জন্ম হয়েছে একেবারেই পাপের মধ্যে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিস?" তারা বিষয়টি মন্দভাবে গ্রহণ করেছিল অথচ এটি সদয়ভাবে গ্রহণ করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তারা প্রচণ্ড রাগের বশবর্তী হয়ে হৃদয়ে আঘাত করেছিলেন অথচ তারা তাদের অন্যয়ের জন্য অনুশোচনা করতে পারত। লক্ষ্য করুন:

১) কীভাবে তারা তাকে অবজ্ঞা করেছিল এবং কি কঠিন ভাষায় তাকে তিরস্কার করেছিল এবং বলেছিল, "প্রত্যেক মানুষের মত একেবারে পাপের মধ্যে তোর জন্ম হয়েছে। অন্যদের মত সম্পূর্ণভাবে পাপেপূর্ণ, দেহে ও আত্মায় পাপ বয়ে বেড়াচ্ছিস। তোর আত্মার মধ্যে রয়েছে মন্দতার এবং দুষ্টতার চিহ্ন। তুই এমন একজন মানুষ, যার স্বভাব কলঙ্কময়।" সে যেন অন্ধ হয়েই এমন মনোভাব তাঁদের মধ্যে ছিল এবং এই নিয়ে নিষ্ঠুরের মত তারা তিরস্কার করছিল। তারা তার প্রতি এই আচরণ করল যে, যেন সে তার প্রচণ্ড পাপের কারণে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কলঙ্কময় জীবন-যাপন করছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলস্বরূপ লোকটির অন্ধত্ব মোচনকে অবজ্ঞার দৃষ্টিকে দেখা এবং তাকে তিরস্কার করা ছিল খুবই অন্যায্য। কিন্তু তাদের উচিত ছিল স্বর্গের প্রিয়পাত্র হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা। কেউ কেউ এইভাবে বলে থাকে, "তুই একজন অতি সাধারণ ভিখারি অন্যদের মত তুইও একজন পাপী, কোন সন্দেহ নেই যে, তুই ওদের মতই একজন মন্দ লোক।" বাস্তবিক তার যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছিল যে, তারা যা ভেবেছিল তা ছিল ভুলে ভরা এবং সে ঈশ্বর ভক্তির এক চমৎকার নিদর্শন প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু যখন স্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারী ফরীশীরা কাউকে অবিশ্বাস করতে চায় তখন তারা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে তা করে থাকে।

২) তার শিক্ষাকে অথবা তার কাছ থেকে যে নির্দেশনা লাভ করেছে তার প্রতি কীভাবে তারা অবজ্ঞা দেখিয়েছিল: "কী! তুই? একজন বোকা, জঘন্য লোক, যে জানে না দিন এবং রাতের পার্থক্য, রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করা ভিখারী, সমাজের জঞ্জাল বলে গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত, সম্পদের জঞ্জাল বলে গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত। তুই আমাদের শিক্ষা দেবার দাবী করিস, আমরা যারা নিয়ম-কানুনের ধর্ম-শিক্ষক এবং সমাজের মহান এবং প্রাচীন ব্যক্তি, যারা মোশির আসনে বসেন এবং ইস্রায়েলের প্রভু?" লক্ষ্য করুন, যারা অহঙ্কারী তারা অন্যদের বিশেষ করে নিম্নপদস্থ লোকদের অবজ্ঞার সাথে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমরা যেন নিজেদের সম্পর্কে এই কথা না ভাবি যে, আমরাও ধর্ম-শিক্ষকদের মত বা আমরা খুব জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তি। তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে অথচ তাদের প্রয়োজনীয় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান নেই। যার শিক্ষায় আমাদের আত্মিক জীবনের উন্নত হবে আমরা তাকেই মূল্যায়ন করব। এই বিশ্বাসহীনতার জন্য ফরীশীরা কি দুর্বল অজুহাত দেখাল। এমন একজন অজ্ঞ নির্বোধ লোকের কাছ থেকে এমন চমৎকার শিক্ষা লাভ করা, ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারা এবং নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি ফরীশীদের জন্য অত্যন্ত অ বিশ্বাসজনক ছিল।

## যোহন ৯:৩৫-৩৮ পদ

এই পদে আমরা দেখতে পাই:

ক. হতভাগ্য লোকটির প্রতি আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহপূর্ণ তত্ত্বাবধান (পদ ৩৫): যীশু শুনলেন যে, লোকেরা লোকটিকে বের করে দিয়েছেন। সম্ভবত এটি গ্রামের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেন লোকেরা তার প্রতি শাস্তির জন্য চিৎকার করে লজ্জা দিতে পারে। এই জন্য তিনি তার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে তার খোঁজ করছিলেন এবং পরে তিনি তাকে খুঁজে পেলেন। খ্রীষ্টের এই আচরণ গরীব লোকটির প্রতি তাঁর মমতা এবং অনুগ্রহপূর্ণ তত্ত্বাবধান করার মনোভাব এবং আকাঙ্খাকে প্রকাশ করেছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন এর ফলে লোকটির বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় এবং প্রাণের আনন্দ লাভ করে।

১. কারণ তার নিজের যে জ্ঞান ছিল তা দিয়ে সে প্রভু যীশুর পক্ষে যথাসাধ্য অত্যন্ত ভালভাবে এবং অসীম সাহসের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কথা বলেছিল। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্ট নিশ্চিতভাবে তার সাক্ষীদের রক্ষা এবং সাহায্য করে থাকেন এবং যারা তাঁকে স্বীকার করে এবং তাঁর সত্য এবং পথের বিষয়ে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না তিনি তাদের স্বীকার করে থাকেন। জাগতিক রাজা কিংবা শাসনকর্তারা তাদের প্রতিটি জনগণের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন না এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য এবং রক্ষা করতে সমর্থ নন এবং তাদের রাজকর্মচারী এবং প্রশাসকগণের পক্ষেও সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যে কোন সময়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে যে বিশ্বস্ত সাক্ষ্য বহন করে থাকি তা তিনি জানেন এবং তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকে। আর এটি স্মরণার্থক পুস্তকে লেখা থাকে। তা কেবল ভবিষ্যতে আমাদের সম্মানের জন্য কার্যকরী হবে তাই নয় কিন্তু এটি বর্তমানেও আমাদের সুখের জন্য লিখিত হয়ে থাকে।

২. কারণ ফরীশীরা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। জাগতিকভাবে ধর্মীয় বিচারে যারা অন্যায়ভাবে শাস্তি ভোগ করে থাকে (গীতসংহিতা ১০৩:৬), বিশেষ করে আমাদের প্রভু যীশুর পক্ষে যারা সাক্ষ্য বহন করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট এবং অত্যাচার ভোগ করেছেন এবং অন্যায় অত্যাচার সত্ত্বে তাঁর সাক্ষ্য বহন করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ তাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। এখানে যে হতভাগ্য লোকটি খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিল তার প্রতি খ্রীষ্ট দৃষ্টি দিয়েছিলেন যেন তার দুঃখ-কষ্টকে নিচে ফেলে তার জীবনে সুখ এবং শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে।

(১) যদিও নির্যাতনকারীরা একজন ভাল মানুষকে তাদের মধ্য থেকে বের করে দিতে পারে কিন্তু তারা কখনই তাকে যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না এবং খ্রীষ্টের সাথে এই সম্পর্ককে ধ্বংস করতে পারবে না। যাদের এমন বন্ধু আছে যার কাছ থেকে কেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ নয় তারাই সুখী মানুষ।

(২) খ্রীষ্ট তাদের অনুগ্রহপূর্ণভাবে অন্বেষণ করেন এবং তাদের গ্রহণ করেন যারা তাঁর নামের জন্য মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন ভোগ করেছে এবং যারা তাঁর জন্য সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর জন্য নির্যাতন সয়েছে এবং সমাজচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য তিনি হবেন আশ্রয়স্থল এবং যে সমস্ত ভাই বোন নির্যাতিত এবং বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের জীবন আনন্দ দিয়ে পূর্ণ করবেন।

খ. লোকটির সঙ্গে খ্রীষ্ট সৌহাদ্যপূর্ণ আলাপ করলেন যেন ইস্রায়েলের সান্ত্বনাকারীর সঙ্গে সে পরিচিত হতে পারে। খ্রীষ্ট সম্পর্কে তার যে জ্ঞান ছিল তা আরও উন্নত হল এবং খ্রীষ্ট তাকে

আরও শিক্ষা দান করলেন। যে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকে তাঁকে বিশ্বাস করে আরও কাজের ভার দেওয়া হবে (মথি ১৩:১২)।

১. আমাদের প্রভু যীশু তার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করলেন: "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করেছ? তুমি তাকে খ্রীষ্ট হিসেবে সম্মান দিয়েছ? তুমি কি তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছ? যখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন তখন কি তুমি তাঁকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে?" এটি ছিল তার জগতে প্রকাশিত হওয়ার আগে ধার্মিকের বিশ্বাস। লক্ষ্য করুন:

(১) এখানে খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের পুত্র, আর যিহূদীরা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে তাঁকে এই নামে ডাকতে শিখেছিল (গীতসংহিতা ২:৭)। রাজা বললেন, "সদাপ্রভু যা স্থির করেছেন আমি তা ঘোষণা করব; তিনি আমাকে বলেছেন, *তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা হলাম*" (গীতসংহিতা ৮৯:২৭; যোহন ১:৪৯)। "প্রভু, আপনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র," এর অর্থ হল তিনিই প্রকৃত এবং সত্য খ্রীষ্ট। যারা তাঁর জাগতিক রাজ্যের প্রত্যাশা করতো তারা খ্রীষ্টকে দায়ূদের *বংশধর* বলতে আনন্দবোধ করতো এবং এই নাম তাদের প্রত্যাশাকে আরও উৎসাহিত করত (মথি ২২:৪২)। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন, তা হল পবিত্র, আত্মিক এবং স্বর্গীয়। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে সম্বোধন করতেন এবং দায়ূদের বংশধর বলার চেয়ে অধিকাংশ সময় নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে উল্লেখ করতেন।

(২) পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর ভক্তগণ প্রতিজ্ঞাত নির্দেশনা এবং প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তারা খ্রীষ্টের আকাঙ্খা করেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশায় ছিলেন এবং তারা ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাঁর উপর বিশ্বাস করার বিষয়টি সদয়ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রশ্ন খ্রীষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি বিশ্বাস করেছ?" লক্ষ্য করুন, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এখন আবশ্যক (১ যোহন ৩:২৩) এবং যে বিষয়ে শীঘ্র আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে তা হল, ঈশ্বরের পুত্রের উপরে আমাদের বিশ্বাস এবং এর মাধ্যমে হয় আমরা দাঁড়িয়ে থাকব না হয় পতিত হব চিরকালের জন্য।

২. হতভাগ্য লোকটি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানতে চাইল যেন সে তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে। সে খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করার জন্য এবং তাঁকে স্বীকার করার জন্য সম্মাত হয়েছিল (পদ ৩৬): "প্রভু, তিনি কে আমাকে বলুন, যাতে আমি তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি।"

(১) অনেকে এ কথা মনে করেন যে, তিনি যীশুকে জানতেন যিনি তাঁকে সুস্থ করেছেন, সে জানতো যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু সে এটি জানতো না যে, কোন জন যীশু। আর এই কারণে সে মনে করেছিল যে, সে একজন যীশুর শিষ্যের সঙ্গে কথা বলছেন এবং সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যেন যার সঙ্গে সে কথা বলছে সে যেন তাঁকে তার হুজুরের সঙ্গে অর্থাৎ খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার জন্য পথ দেখায়। কারণ কেবল এটি নয় যে, তার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সে সন্তুষ্ট হয়েছিল বলে তাঁকে দেখার জন্য সে কৌতূহলী হয়েছিল। কিন্তু সে চেয়েছিল যেন সে আরও যথার্থভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে এবং তার বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে। যাঁর উপর সে বিশ্বাস করেছে, সে কে তা তার জানা। একমাত্র খ্রীষ্টই

পারেন তাঁর দিকে আমাদের চালিত করতে।

(২) অনেকে মনে করেন যে, লোকটি এটি বুঝতে পেরেছিল যে, যিনি তাঁর সাথে কথা বলছেন, তিনিই যীশু। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তাকে সুস্থ করেছেন। যাঁর উপর সে বিশ্বাস করেছে তিনি একজন মহান এবং ভাল মানুষ, একজন ভাববাদী । কিন্তু তবু সে জানতো না যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রকৃত খ্রীষ্ট। "রব্বি, আমি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার জন্য এসেছি, যিনি আমাকে দৈহিকভাবে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন। আমাকে বলুন। ওহ্! আমাকে দয়া করে বলুন, কে সেই ঈশ্বরের পুত্র এবং কোথায় আছেন তিনি।" খ্রীষ্টের সম্পর্কে প্রশ্ন এই ইঙ্গিত দেয় যে, খ্রীষ্ট এসে গেছেন এবং এখন তাদের মধ্যে অবস্থান করছেন। সে প্রশ্ন করেছে, "তিনি কোথায় রব্বি?" এই প্রশ্ন যুক্তি সঙ্গত এবং যথার্থ: "তিনি কে রব্বি? আমাকে বলুন, যেন আমি তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি।" যার কথা কখনো শোনে নি, কীভাবে একজন তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে। সুসমাচারের পরিচর্যাকারীর কাজ হল যীশু খ্রীষ্ট কে তা আমাদের কাছে জ্ঞাত করা যেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি (যোহন ২০:৩১): "কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন প্রাপ্ত হও।"

৩. আমাদের প্রভু যীশু সদয়ভাবে তার কাছে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রকাশ করলেন যার উপর সে বিশ্বাস করেছে: "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন (পদ ৩৭)। ঈশ্বরের পুত্রকে খুঁজে পেতে তোমাকে দূরে যেতে হবে না, দেখ তিনি তোমার একেবারেই কাছে আছেন।" খ্রীষ্ট এত স্পষ্টভাবে এবং এত কথার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার বিষয়টি আর কোথাও আমরা দেখতে পাই না, কেবল অন্ধত্ব মোচনপ্রাপ্ত লোকটির কাছে এবং শমরীয় স্ত্রীলোকটির কাছে ছাড়া: "আমিই তিনি যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন।" তিনি কে এই বিষয়টি তর্কের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি অন্যদের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন। জগতের দুর্বল এবং মূর্খ বিষয়গুলো স্বয়ং নিজে প্রকাশ করার জন্য যেভাবে বেছে নিয়েছেন জ্ঞানের এবং বিজ্ঞতার বিষয়গুলো সেভাবে বেছে নেন নি। খ্রীষ্ট লোকটির কাছে দু'টি বিষয়ের দ্বারা অঙ্কিত করেছেন, যা তাঁর প্রতি খ্রীষ্টের মহা অনুগ্রহকে প্রকাশ করেছে।

(১) "তুমি তাঁকে দেখেছ।" তাকে দৃষ্টি দান করার জন্য সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছিল এবং এখন সে কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে গেছেন কারণ সে খ্রীষ্টকে সে তার দুই চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সে আরও বেশি অনুভূতি সম্পন্ন হয়েছে। তার অন্ধত্ব মোচনের কাজটি কি অনির্বচনীয় করুণার কাজ ছিল যে সে খ্রীষ্টকে দুই চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছে, এই পৃথিবীর আলোর চেয়ে তার এই চোখের আলো তার হৃদয়কে আরও বেশি আনন্দিত করে তুলেছে। লক্ষ্য করুন, দৈহিক দৃষ্টি শক্তির মহা সান্ত্বনা আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের আত্মার মঙ্গলকে কার্যকরী করে। অতীতের অন্ধত্বের জীবন থেকে ফিরে আসতে পেরেছে বলে সে এখন খুবই সন্তুষ্ট আমাদের আত্মার সন্তুষ্টির মত। এখন তার চোখ ঈশ্বরের পরিত্রাণকে দেখতে পাচ্ছে। যদি আমরা এটি আমাদের অন্তরের চোখ খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি এর অর্থ হবে আমাদের আত্মিক দৃষ্টি শক্তি লাভ করা এবং এই উদ্দেশ্যে আত্মিক দৃষ্টি লাভ করতে হবে, যেন আমরা খ্রীষ্টকে দেখতে পাই (২ করিন্থীয় ৪:৬)। আমরা কি এই কথা বলতে পারি যে, বিশ্বাসে আমরা

খ্রীষ্টকে দেখেছি, তাঁর সৌন্দর্য এবং তাঁর মহিমা দেখেছি, তাঁর সামর্থ এবং পরিত্রাণ দেওয়ার আকাঙ্খা দেখেছি। এই মনোভাব নিয়ে কি তাঁকে দেখেছি, যেন তাঁকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারি? যিনি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন, আসুন আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

(২) "আর তিনিই সেই যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন।" তার প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ কাজের জন্য সে খ্রীষ্টকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছিল। সে খ্রীষ্টকে কেবল চোখে দেখে সন্তুষ্ট হতে চায় নি কিন্তু সে খ্রীষ্টের সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। স্বেচ্ছায় কথা বলতে না পারলেও অনেক মহান কোন রাজাকে দেখার জন্য আকাঙ্খিত থাকে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর কথা এবং আত্মার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। যারা তার কাছে আসে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেন, দু'জন শিষ্যের কাছে তিনি নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন তাদের অন্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল (লূক ২৪: ৩২)। লক্ষ্য করুন, হতভাগ্য লোকটি ব্যাকুলভাবে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, আর ঠিক ঐ সময় সে খ্রীষ্টকে দেখতে পেল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট প্রায়ই তাঁকে অন্বেষণকারী আত্মার খুব কাছে থাকেন এবং তাঁরা পরস্পর পরিচিত হন। অনেক সন্দেহ প্রবণ খ্রীষ্টান আছেন যারা বলে থাকে, "আমাদের সদাপ্রভু কোথায়?" তারা এই ভেবে ভীত হয়ে পড়ে যে, হয়তো তারা খ্রীষ্টের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, আর তখনই খ্রীষ্ট তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের মধ্যে শক্তি দান করেন।

৪. হতভাগ্য লোকটি অন্তরের ইচ্ছাকে সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণভাবে প্রকাশ করলো এবং আনন্দে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল, সে বলল, "রব্বি, আমি বিশ্বাস করলাম।" এই কথা বলে সে যীশুকে প্রণাম করল।

(১) সে খ্রীষ্টে তার বিশ্বাসকে স্বীকার করলো, "প্রভু, আমি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করলাম।" সে তর্ক-বিতর্ক করে এই কথা বলে নি যে, কে তাকে এমন দয়া দেখিয়েছেন এখন তার জন্য এমন অসাধারণ কাজ করেছেন কিংবা যে চিহ্নের দ্বারা খ্রীষ্টের শিক্ষায় যে সত্যের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সে সন্দেহ প্রকাশ করে নি। সে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিল এবং মুখে তা স্বীকার করেছিল, আর খেঁতলানো নল এখন দেবদারু গাছে পরিণত হল।

(২) সে তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল: সে যীশুকে প্রণাম করল। এটি কেবল একজন মহান ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্য সাময়িক সম্মান প্রদর্শন ছিল না এবং একজন দয়াবান দাতার দানশীলতা স্বীকারের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, কিন্তু এখানে সে তাকে স্বর্গীয় সম্মান প্রদর্শন করলো এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাঁকে প্রণাম করার মাধ্যমে সে দৈহিকভাবে তা স্বীকার করল। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ অরাধ্য নয়। আর এইভাবে খ্রীষ্টকে প্রণাম করার মাধ্যমে সে স্বীকার করলো যে খ্রীষ্টই ঈশ্বর। লক্ষ্য করুন, প্রকৃত বিশ্বাস যীশুর নম্রতা পূর্ণ উপাসনার মধ্য দিয়ে স্বয়ং প্রকাশ পায়। যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছেন তারা সমস্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁর উপাসনা করার যথেষ্ট কারণ দেখতে পান। এই লোকটি সম্পর্কে আর কোন বিবরণ আমরা পাই না। কিন্তু খুব সম্ভব এখন থেকে সে খ্রীষ্টের একজন স্থায়ী শিষ্য হয়েছিল।

## যোহন ৯:৩৯-৪১ পদ

যাকে উত্যক্ত করা হয়েছিল তাকে খ্রীষ্ট শান্তির কথা বললেন, লোকটির উত্ত্যক্তকারীদের দোষের কথা বললেন, গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীদের নমুনা এবং মহা বিচার দিনে বিশ্রামের আশ্বাস (২ থিষলনীকীয় ১:৬,৭)। সম্ভবত এই ঘটনাটি লোকটির সঙ্গে কথা বলার পরপরই ঘটে নি। কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন যেন বিষয়টি স্বয়ং ফরীশীদের কাছে উপস্থাপিত হয়। আমরা এখানে দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর আগমনের পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান করলেন (পদ ৩৯): "মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের মহান বিষয়গুলোর প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পনা করার জন্য আমি এসেছি। আমি আমার বিচারগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে নিশ্চিত করতে আমি এসেছি।" খ্রীষ্ট যে কথা বলেছেন তা প্রচার মঞ্চ থেকে দেয়া কোন প্রচারকর কথার মত ছিল না। কিন্তু তা ছিল সিংহাসনে বসা কোন রাজার মত এবং বিচারাসনে বসা কোন বিচারকের মত।

১. এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাছ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এসেছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি এসেছিলেন বিচার করার জন্য, এর অর্থ হল:

(১) মতবাদ এবং আইন প্রচার করা যা মানুষকে পরীক্ষা করবে এবং কার্যকরভাবে তাদের প্রকাশ করবে এবং পৃথক করবে। আর সম্পূর্ণভাবে যোগ্য প্রতিপন্ন করবে, সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের শাসন কায়েম হয় এবং খুব শীঘ্র ঈশ্বরের বিচার নেমে আসে।

(২) মানুষের অন্তরের চিন্তার প্রকাশ অনুসারে পার্থক্য নিরূপণ করা। মানুষকে পরীক্ষা করা আদৌ সে খ্রীষ্টের প্রতি আসক্ত হবে না কি খ্রীষ্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

(৩) তার মণ্ডলীতে শাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা এবং যিহূদীদের কার্যপ্রণালী লোপ করা এবং সামাজিক কাঠামো নতুন করে তৈরি করবেন। যদিও স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে তা স্থাপিত হয়েছিল তথাপি সময়ের আবর্তে তা পুরাতন এবং অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। সংশোধনের অযোগ্য নেতারা সব কিছুই কলুষিত করে ফেলেছিল তাই সব কিছু আবার নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছিল। এই নতুন করে তৈরি করার জন্য নতুন আদেশ, নতুন নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছিল, প্রয়োজন হয়েছিল নতুন নেতৃত্বের, নতুন কাঠামো যেন যিহূদীদের মন্দতায় পূর্ণ ধর্মীয় চিন্তা চেতনা এবং কার্যক্রম বাতিল করে খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই বিচারের জন্যই তিনি জগতে এসেছিলেন আর এটি একটি মহা বিপ্লব।

২. অতি সম্প্রতি তিনি যে আশ্চর্য কাজ করেছেন তা থেকে উপমার উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি এই মহান সত্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেন যারা দেখতে পায় না তা যেন দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধ হয়। কোন কোন সুসমাচারে প্রায়ই এরকম পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় যে, কারো জন্য এটি জীবনের পরিত্রাণস্বরূপ আমার কাজের জন্য এটি মৃত্যুস্বরূপ।

(১) বিভিন্ন জাতি এবং লোকদের কাছে এটি ছিল উপযুক্ত বিষয়, পরজাতীয়রা যারা দীর্ঘদিন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা সেই আলো দেখতে পেয়েছিল। আর যিহূদীরা যারা দীর্ঘদিন এই আলো উপভোগ করেছিল তাদের চোখের সামনে থেকে এই আলো সরে গেল তাদের কাছে তা গুপ্ত রইল (হোশেয় ১:১০: ২:২৩):

"আমার জন্যই আমি তাকে দেশে বীজের মত করে বুনে দেব, আমি যাকে বলেছিলাম, *আমার দয়ার পাত্র নয়*, তাকেই আমি দয়া করব। আমি যাদের বলেছিলান, *আমার লোক নয়*, তাদের আমি বলব, *তোমরা সবাই আমার লোক;* আর তারা বলবে, *তুমিই আমাদের ঈশ্বর*।" যখন ইস্রায়েল জাতি অন্ধত্ব বরণ করলো এবং অন্ধকারে মগ্ন হল তখনই পরজাতীয়েরা আলো দেখতে পেল।

(২) বিশেষ পুত্রের প্রতি। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন:

[১] যেন যারা আত্মিকভাবে অন্ধ তারা দেখতে পায় তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে যেন তার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এবং তাঁর ক্ষমতা দ্বারা মানুষ দৈহিকভাবে আরোগ্য লাভ করে এবং অনেক অমূল্য আত্মা যেন অন্ধকার থেকে আলোতে আসে। তিনি এসেছিলেন বিচার করার জন্য। এর অর্থ হল, গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেন, লোকদের ভাঙ্গা মত জোড়া দেন, বন্দীদের কাছে স্বাধীনতা এবং কয়েদিদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করেন (যিশাইয় ৬১:১)।

[২] অবশেষে এবং পরিণতিতে রয়েছে, যেন যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায় তারা অন্ধ হয়। নিজেদের জ্ঞানের জন্য যারা অতি দম্ভ করে থাকেন এবং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করে থাকেন ঈশ্বর তাদের নির্বোধ এবং অবিশ্বাসী বলে গণ্য করবেন। যারা যারা ঈশ্বরকে জানে না ক্রুশের প্রচার তাদের কাছে মূর্খতাও বুদ্ধি ভ্রষ্টতাস্বরূপ। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এই জন্য এসেছিলেন যেন মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। যেহেতু যিহূদী সমাজের ধর্মীয় কার্যক্রমের অনুগ্রহ ছিল অস্থায়ী তাই এই পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের উত্তম বিষয়গুলো আত্মিক অনুগ্রহের দ্বারা স্বর্গীয় বিষয়ে পরিণত করা প্রয়োজন ছিল। অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট আলো থেকে মানুষ স্বর্গীয় রাজ্যের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। যারা অবাধ্য তারা আত্মিক মহামারী দ্বারা শাস্তি ভোগ করবে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি দ্বারা নয়। কিন্তু তাদের এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল তাদের ভ্রান্তিজনক বিচার, তাদের কঠিন হৃদয়, অন্ধ বিবেক, তাদের মারাত্মক অন্যায় এবং মন্দ বিষয়ের প্রতি আসক্তি। খ্রীষ্ট ছাগল ও ভেড়ার পাল, ভাল ও খারাপ ছাগল ভেড়াদের মধ্যে বিচার করবেন (যিহিস্কেল ৩৪,১৭,২২): "কাজেই আমি আমার ভেড়াগুলোকে রক্ষা করবো এবং তারা আর লুটের জিনিস হবে না। আমি ভাল এবং খারাপ ভেড়াদের মধ্যে বিচার করব।"

খ. ফরীশীরা খ্রীষ্টের কথায় আপত্তি জানালো। তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিল, তবে তাঁর কাছ থেকে ভাল কিছু শিখবার ইচ্ছায় নয়। কিন্তু তারা চেয়েছিল যেন খ্রীষ্টের কোন দোষ ধরতে পারে। মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিল। তারা খ্রীষ্টকে বললো, "আমরাও কি অন্ধ?" খ্রীষ্ট যখন এই কথা বলেছিলেন যে, "আমি এই জগতে বিচার করবার জন্য এসেছি যেন যারা দেখতে পায় তারা অন্ধ হয়।" তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে খ্রীষ্ট তাদের উদ্দেশ্য করেই কথাটি বলেছেন, যিনি খ্রীষ্ট মানুষের সব কিছু জানেন, যিনি মানুষের মর্মের পরীক্ষাকারী। তারা বলল, "আমরা জানি সাধারণ মানুষরাই অন্ধ, তাই বলে কি আমরাও অন্ধ? আমরা কী? আমরা হলাম রব্বি, ধর্ম-শিক্ষক, নিয়ম-কানুনের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, বিদ্যালয় থেকে উপাধিপ্রাপ্ত; আমরাও কি অন্ধ?" এটি হল *Scandalum magnatum* –

মহান ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করা। লক্ষ্য করুন, বাস্তবিক তাদের তিরস্কারের প্রয়োজন ছিল, এই তিরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত তারা। যদিও তারা অনেক বিষয়ে সুক্ষভাবে বিচার করতে সক্ষম কিন্তু তাদের কেউ যথার্থভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করতে পারে নি। ধর্ম-শিক্ষকদের মত এই ফরীশী এই কথায় অপমানিত বোধ করল (লূক ১১:৪৫): "আমরাও কি অন্ধ? সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যারা এমন শ্রদ্ধার পাত্র, এমন মহান এবং সাধারণ লোকেরা যাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তারা কি অন্ধ?" লক্ষ্য করুন, যার অন্তর মন্দতায় পূর্ণ এবং অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ তার বিরুদ্ধে কোন কথাই শুভ ফল বয়ে আনবে না। কিন্তু যাদের অন্তর পরিষ্কার, যাদের চিন্তা চেতনা খুব উচ্চ তাদের প্রতি যে কোন ন্যায্য অনুযোগ কার্যকরী হয়। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা এবং প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের জন্য আকাঙ্খা করা এবং এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। কিন্তু ফরীশীরা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের জন্য এত বেশি তৎপর থাকতেন যে, নিজেরা ঈশ্বরের প্রাপ্য প্রশংসা করা থেকে বিরত ছিলেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে তারা কোন ক্রমেই তিরস্কার এবং নিন্দা পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের তিরস্কার এবং ব্যঙ্গ করার ফলে তারা তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই তারা আপত্তি জানিয়েছিলেন।

গ. তাদের এই আপত্তির প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন, যদি তাদের এই উত্তর পরিবর্তিত না করে তাহলে তা তাদের চুপ করাবে, "যদি তোমরা অন্ধ হতে, তাহলে তোমাদের কোন দোষ থাকতো না। কিন্তু তোমরা বল যে, তোমরা দেখতে পাও, এই জন্যই তোমাদের দোষ রয়েছে।" তারা অন্ধ নয় বলে তারা গর্বিত ছিল। সাধারণ মানুষের মত তারা কোন কিছু সহজে গ্রহণ করে না এবং তাদের মত তারা সহজে দমনীয় নয়। কিন্তু তারা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখে, যেভাবেই সেই সব কাজ করবার ক্ষমতা এবং সমর্থ তাদের আছে। নিজেদের পরিচালনা করার জন্য তাদের যথেষ্ট বুদ্ধি জ্ঞান, সমর্থ ও ক্ষমতা রয়েছে। তাই তাদের পরিচালনা করার জন্য অন্য কারো নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় না। যে সব বিষয়ে তারা গৌরব বোধ করতো সেই সব বিষয় সম্পর্কে খ্রীষ্ট বলেছেন যে, সেগুলো তাদের লজ্জা এবং ধ্বংসের কারণ হবে। কারণ:

১. "যদি অন্ধ হতে, তোমাদের পাপ থাকতো না।"

(১) "যদি বাস্তবিক তোমরা মূর্খ হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের দোষ খুব মারাত্মক হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং এমন দোষ তোমাদের মধ্যে রয়েছে তা উত্তর দেয়ার মত যথেষ্ট নয়। যদি তোমরা হতভাগ্য অযিহূদীদের মত অন্ধ হয়ে থাক, তাহলে তুলনামূলকভাবে তোমাদের দোষ থাকবে না।" ঈশ্বর মানুষের অজ্ঞানতার সময়কে উপেক্ষা করেছেন। অদৃশ্য এবং অদেখা অজ্ঞানতা যদিও পাপকে সমর্থন করে না, এটি অজুহাত নয় এবং পাপ করতে শিখায় না। যারা আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে তাদের চেয়ে বরং যারা দর্শনের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত তারা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য।

(২) "যদি তোমাদের নিজেদের অন্ধত্বের ব্যাপারে সচেতন হয়ে থাক, যদি তোমরা তোমাদের ভিতরে অন্ধত্বের কোন কিছু না দেখে থাক এবং অন্য কেউ তোমাদেরকে পরিচালনা করার প্রয়োজন অনুভব করে থাকে, তাহলে তোমরা খ্রীষ্টকে তোমাদের পথপ্রদর্শক হিসেকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আর তখন তোমাদের কোন দোষ থাকবে

না। তোমরা সুসমাচারের ধার্মিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং পাপমুক্ত অবস্থায় পৌছাতে সক্ষম হবে।" লক্ষ্য করুন, যারা সুন্দর এবং স্বচ্ছ উপায়ের মাধ্যমে তাদের রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তার প্রবল আত্মবিশ্বাসের চেয়ে আত্মার পরিত্রাণের জন্য কোন বড় বাধা থাকবে না।

২. "কিন্তু তোমরা বল যে, তোমরা দেখতে পাও। তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে এবং তোমরা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছো। তোমাদের পাপ অত্যন্ত বেশি। তোমাদের যে জ্ঞান রয়েছে, তার জন্য তোমাদের মধ্যে আত্মগৌরব রয়েছে। আর তোমরা মনে করছো যে, অন্যেরা তোমাদেরকে যা দেখতে পারবে তোমরা নিজেরা তার চেয়ে আরও ভাল দেখতে পাচ্ছ। এই কারণে তোমরা পাপের মধ্যে রয়েছ। তোমাদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক এবং তোমাদের রোগ অপ্রতিরোধযোগ্য।" তারা সবচেয়ে বড় অন্ধ, যারা দেখেও দেখতে পায় না। তাদের অন্ধত্ব এত বেশি বিপজ্জনক যে, তারা ভনিতা করে যে তারা দেখতে পাচ্ছে। পাগলের মত যে বলে যে সে সুস্থ আছে তাদের সামলানো যতটা কষ্ট অন্য কোন রুগীকে সামলানো এতটা কষ্ট নয়। যারা আত্মঅহংকারী এবং যারা নিজের ক্ষমতায় নির্ভর করে তারা পাপের মধ্যে থাকে। কারণ তারা অনুগ্রহের সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই কারণে তাদের পাপের দোষ ক্ষমাহীন বলে গণ্য হবে। তারা এই জন্য অনুগ্রহের আত্মা থেকে বঞ্চিত হবে। এজন্য তাদের পাপের ক্ষমতা থাকবে অটুট। আপনি কি কোন জ্ঞানী মানুষকে আত্মগৌরব করতে দেখেছেন? এই সব ফরীশীরা ছিল আত্মগৌরবকারী। এরা নিজেদের আইন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঈশ্বরের আইনকে অকার্যকর করেছিল। তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তারা ব্যবস্থা জানতো এবং বুঝতো বটে, কিন্তু পালন করতো না। তারা আইনের বড় বড় বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দিত কিন্তু নিজেরা তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখত। তারা দাবী করতো যে, তারা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন যে, তারা অন্ধ। এই সব ফরীশীদের চেয়ে বরং কর-আদায়কারী এবং বেশ্যাদের আরও বেশি আশা রয়েছে।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ১০

এই অধ্যায়ে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো: ক. খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে রূপকভাবে আলোচনা করেন যে, তিনি মেষদের দ্বার এবং রাখাল (পদ ১-১৮)। খ. এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতানৈক্য (পদ ১৯-২১)। গ. মন্দিরের মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর্বের সময় খ্রীষ্টের সঙ্গে যিহূদীদের বাদানুবাদ (পদ ২২-৩৯)। ঘ. এই সব কারণে তাঁর অন্য এলাকায় প্রস্থান (পদ ৪০-৪২)।

## যোহন ১০:১-১৮ পদ

এটি নিশ্চিত নয় যে, আদৌ খ্রীষ্টের এই আলোচনা শীতকালে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পর্বের সময় হয়েছিল কি না (পদ ২২ অনুসারে), যে সময় বা কাল উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল চলমান ঘটনা নয় কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাও এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এতে যে বিষয়টি সমর্থন দেয় তা হল, খ্রীষ্ট সেখানে যে আলোচনা করেছিলেন তাতে মেষের বিষয় উপমা দিয়ে তিনি তাঁর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, পদ ২৬,২৭। এতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ঐ আলোচনা এবং এখনকার আলোচনা একই সময় হয়েছিল। অথবা এটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সমাপ্তিতে খ্রীষ্টের সঙ্গে ফরীশীদের যে কথা-বার্তার বিষয় উল্লেখ রয়েছে তখনকার এই কথা -বার্তা তারই ধারাবাহিকতা কি না। তারা নিজেদের সম্পর্কে যে বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিল তা হল, তারা মনে করত যে, তারা হল যিহূদী জাতির নেতা, রাখাল, রক্ষাকারী এবং আত্মিক বিষয়ের শাসনকারী। কিন্তু যীশু তাদের কাছ থেকে কোন কার্যভার প্রাপ্ত হন নি, তিনি হলেন অনাধিকার প্রবেশকারী এবং ভণ্ড। এই কারণে লোকদের কর্তব্য হল তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তাঁকে প্রতিহত করা। এর বিপক্ষে খ্রীষ্ট এখানে বর্ণনা করেছেন যে, কে ভণ্ড মেষপালক এবং কে প্রকৃত মেষপালক এবং তারা আদৌ ভণ্ড মেষপালক না কি প্রকৃত মেষপালক এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ভার তিনি তাদের উপর ছেড়ে দিলেন।

ক. এখানে উপমা অথবা তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে (পদ ১-৫)। সেই অঞ্চলে তাদের মেষের পাল রক্ষণাবেক্ষণ এবং চরানোর যে প্রথা ও রীতি ছিল তা থেকে খ্রীষ্ট উদ্ধৃত করেছেন। স্বর্গীয় সত্যের ব্যাখ্যার জন্য যে সব বিষয় লোকদের কাছে অতি পরিচিত এবং সাধারণ তা উপমা হিসেবে ব্যবহার করলে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সব বিষয় অস্পষ্ট রয়েছে তা মানুষের কাছে সহজ এবং সরল এবং বোধগম্য করে দেয়। এই আলোচনার ভূমিকা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ, "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমিন, আমিন।" তিনি যা বলেছেন তার নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বকে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত জোরালো শপথপূর্বক এই কথা বলেছিলেন আমরা মণ্ডলীতে প্রশংসা ও প্রার্থনার সময় আমেন শব্দটি দুইবার করে উচ্চারণ দেখতে পাই (গীতসংহিতা ৪১:১৩; ৭২:১৯; ৮৯:৫২)। যদি আমাদের 'আমেন' স্বর্গে গ্রাহ্য হয় তাহলে খ্রীষ্টের 'আমেন' এই পৃথিবীতে কার্যকারী হবে।

১. এই উপমায় আমরা দেখতে পাই:

(১) চোর এবং ডাকাতের প্রমাণ হল তারা মেষের পালের ক্ষতি করার এবং মনিবের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে (পদ ১): "যে কেউ মেষ পালের খোঁয়াড়ের দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে সে চোর বা ডাকাত।" সে দরজা দিয়ে ঢোকে না, সে বৈধভাবে ঢোকে না; কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ঢোকে, জানালা অথবা দেওয়ালের কোন ছিদ্র দিয়ে ঢোকে। দুষ্ট লোকেরা অনিষ্ট করার জন্য কেমন তৎপর থাকে। তারা তাদের এই দুষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কি ষড়যন্ত্রই না প্রয়োগ করে, কি ভীষণ তৎপর এবং পরিশ্রমই না করে, কি মারাত্মক ঝুঁকি না তারা গ্রহণ করে। ঈশ্বরের কাজে আমাদের অলসতা কিংবা ভীরুতার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

(২) প্রকৃত মেষপালকের পার্থক্য বুঝতে পারা যায়, যার মেষগুলোর প্রতি অধিকার রয়েছে এবং যে মেষগুলোর যত্ন নেয়: "কিন্তু যে কেউ দরজা দিয়ে ভিতরে যায় সে-ই মেষদের রাখাল।" অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত সে দরজা দিয়ে ভিতরে যায় (পদ ২)। সে মেষগুলোকে উত্তম স্থানে চরানির জন্য নিয়ে যায় যেখানে ঘাস, জল ও ছায়া আছে। সে আহত মেষদের ক্ষত বেঁধে দেয়, যে সমস্ত মেষ দুর্বল তাদের সবল করে তোলে (যিহিস্কেল ৩৪:১৬)। মেষের জন্য প্রয়োজন মানুষের যত্ন এবং মেষ এর প্রতিদান দেয়, মেষ মানুষের জন্য খুব উপকারী (১ করিন্থীয় ৯:৭)। যাদের দ্বারা মেষগুলো আশ্রয় এবং খাবার পায় তাদের তারা পোশাক এবং খাবার যোগান দেয়।

(৩) খোঁয়াড়ের প্রবেশ পথ ভাল রাখালের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়: মেষের খোঁয়াড় যে পাহারা দেয় সে সেই রাখালকেই দরজা খুলে দেয়, পদ ৩। প্রাচীনকালে লোকেরা মেষের খোঁয়াড় তাদের বাড়ির সীমানার মধ্যে রাখত। মেষের পালের নিরাপত্তার জন্য তারা তা করত। আর এই কারণে অন্য কারও পক্ষে নির্দিষ্ট এবং আসল দরজা ব্যতিত মেষগুলোর কাছে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যদি খোঁয়াড়ের পাহারাদার দরজা খুলে দিত কিংবা মেষের মনিব নিজে খোঁয়াড়ের চাবি দিত তাহলে কারও পক্ষে আসল দরজা দিয়ে খোঁয়াড়ে ঢোকা সম্ভব হত।

(৪) সে তার মেষদের যত্ন নেয় এবং তাদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করে। মেষরা তার ডাক শোনে, মেষগুলো রাখালের সুপরিচিত কণ্ঠ শুনে খোঁয়াড় থেকে বের হয়ে আসে, যেভাবে বর্তমানে মানুষ তাদের পোষা কুকুর কিংবা ঘোড়াকে ডাকে এবং তার মনিবের কথা শোনে। আরও বড় কথা হল, সে তার নিজ মেষদের নাম ধরে ডেকে থাকে। তাতে যথাযথভাবে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং তাদের সংখ্যা গণনা করা সহজ হয়। রাখালের হিসাব থাকতো যে, তাদের কয়টি মেষ আছে। যদি কোন কারণে একটি কিংবা একাধিক মেষ হারিয়ে যেত তাহলে রাখাল তা বুঝতে পারত। সে খোঁয়াড় থেকে মেষদের বের করে আনার পর তাদের চরানির জন্য নিয়ে যেত চরানির স্থানে। আর (পদ ৪,৫) যখন সে তাদের ঘাস খাওয়াবার জন্য খোঁয়াড় থেকে মেষদের বের করে আনতো, সে তাদের পেছন থেকে চালিত করতো না। কিন্তু সে সামনে থাকত এবং সে আগে আগে হাঁটত আর মেষের পাল তার পিছে পিছে যেত, ঐ সময় এই প্রথা ছিল। যে সমস্ত ক্ষতিকর অথবা বিপদের বিষয়গুলো তাদের সম্মুখীন হতে হয়, তা প্রতিরোধ করার জন্য রাখাল সামনে থাকত এবং মেষরা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাখালের পিছে পিছে যেত।

(৫) যদি অপরিচিত কোন রাখালের উপস্থিতি ঘটে: তারা তার ডাক চেনে, এর দ্বারা তারা তার চিন্তা বুঝতে পারে। আর এই পার্থক্য দ্বারা তারা বুঝতে পারে যে, কে অপরিচিত রাখাল (*গরু তার মালিককে চেনে*, যিশাইয় ১:৩), আর এই জন্য মেষরা অপরিচিত লোকের পিছনে পিছনে যাবে না, কিন্তু কখনো কখনো মেষরা মন্দ পরিকল্পনা নিয়ে অথবা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাখালের কাছ থেকে চলে যেতে পারে। এই চলে যাওয়ার কারণ হল, যার ডাকে মেষগুলো অন্যত্র চলে যায় সেই ডাক প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত রাখালের নয়। এটি হল উপমা এবং আমরা এর অর্থ দেখতে পাই (যিহিস্কেল ৩৪:৩১): "তোমরা আমার মেষ, আমার চরাণির মেষ; তোমরা মানুষ, আমিই তোমাদের ঈশ্বর্।"

২. আসুন আমরা এই উপমা নিয়ে আলোচনা করি:

(১) মেষকে ভাল মানুষের সঙ্গে যথার্থভাবে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর করে তেমনি তাঁর চরানির মেষকে ডাকে। ভাল মানুষ, নতুন সৃষ্টির মত, যার রয়েছে মেষের মত ভাল গুণ, মেষের মত নির্দোষ এবং নিরীহ। নম্র এবং শান্ত, জোরে ডাকাডাকি করে বিরক্তি উৎপাদন করে না। যখন মেষের লোম কাটা হয় মেষরা তখন লোম-ছেদকের সামনে তারা নীরব থাকে এবং যখন তাদের জবাই করা হয় তখন কসাইয়ের ছোরার নিচে নীরবে তাদের মাথা পেতে দেয়, তেমনি ভাল মানুষ যে কোন বিপদ, অমঙ্গল অত্যাচারের সময় শান্ত থাকে, বিচলিত হয় না। মেষ তার মনিবের কাছে উপকারী এবং লাভজনক প্রাণী। তারা মনিবের পোষ মানা এবং মনিবের নির্দেশ পালনকারী প্রাণী। তারা রাখালের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে এবং দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। উৎসর্গের জন্য মেষ খুব বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(২) এই পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরের মণ্ডলী হল খোঁয়াড়, যার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের সন্তানদের জমায়েত করা হবে (যোহন ১১:৫২), যেখানে তারা একসঙ্গে মিলিত হবে এবং একটি সঙ্ঘবদ্ধ দলে পরিণত হবে। এটি হল একটি উত্তম খোঁয়াড় (যিহিস্কেল ৩৪:১৪)। মীখা ২:১২ পদে বলা হয়েছে, "আমি নিশ্চয়ই ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করবো; তাদেরকে বস্রার মেষগণের মত একত্র করবো; যেমন বাথানের মধ্যস্থিত পাল, তেমনি তারা মনুষ্য-বাহুল্যে কোলাহল করবে।" এই খোঁয়াড় সুদৃঢ় দুর্গের মত সুরক্ষিত, কারণ ঈশ্বর নিজেই খোঁয়াড়ের চারপাশে আগুনের দেয়াল হবেন (সখরিয় ২:৫)।

(৩) এই মেষের খোঁয়াড় চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মজবুতভাবে তৈরি করা হত। ধূর্ত প্রতারকরা মেষদের ভুল পথে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রতারিত করে এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনকারীরা তাদের ধ্বংস করে এবং তাদের ভোগ করে। এরা হল হিংস্র নেকড়ে বাঘের মত (প্রেরিত ২০:২৯): "আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের প্রতি মমতা করবে না।" শয়তানের কাছে উৎসর্গ দেবার জন্য চোর এবং ডাকাতরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁর মেষ চুরি করে নিয়ে যায় যেন তারা খাবারের অভাবে কষ্ট পায় এবং মরে যায়। নেকড়ে বাঘ মেষের মত করে পালের মধ্যে থাকে (মথি ৭:১৫): "তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী নেকড়ে বাঘ।"

(৪) মহান রাখাল তাঁর মেষের পালদের অতি চমৎকারভাবে যত্ন নিয়ে থাকেন এবং সব

কিছু তাঁর অধিকারভুক্ত করেন। ঈশ্বর হলেন মহান রাখাল (গীতসংহিতা ২৩:১)। তিনি তাঁর মেষদের জানেন, তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে তিনি ডাকেন। তিনি নিজের জন্য তাদের চিহ্নিত করে রাখেন, তাদের উর্বর স্থানে চালনা করেন, যেন তারা প্রয়োজনীয় ও পরিমিত খাবার পায়। তিনি তাদের সেখানে খাবার দেন এবং তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদেরকে প্রাণের শান্তি এবং সান্ত্বনার কথা বলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়ম অনুসারে চালিত করেন, তিনি তাদেরকে তাঁর আত্মা এবং বাক্য দ্বারা চালিত করেন। তিনি তাদের আগে আগে চলেন, যেন তারা তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে তারা তাঁর পিছে পিছে যেতে পারে।

(৫) যে রাখালকে ঈশ্বরের মেষদের লালন পালনের এবং খাবার দেবার দায়িত্ব দেয়া হয়, তাকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সাথে এবং বিশ্বস্তভাবে পালন করতে হবে। বিচারকর্তা তাদের পক্ষ সমর্থন করবেন, তাদের সুরক্ষা করবেন এবং জাগতিক বিষয়সমূহে সাহায্য করবেন। পরিচর্যাকারীদের তাদের আত্মিক স্বার্থে পরিচর্যা করতে হবে। বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে তাদের খাবার দিতে হবে এবং তা খোলাখুলিভাবে এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কেবল তাই নয়, সুসমাচারের সঠিক নির্দেশনা এবং পরিত্রাণের শান্তির বাণী তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত দরজা দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী তাকে ভিতরে ঢুকতে হবে। আর তাতে দারোয়ান দরজা খুলে দেবে। খ্রীষ্টের আত্মা তাদের আগে গিয়ে দরজা খুলে দেবেন, তাদের মণ্ডলীতে ক্ষমতা দান করবেন এবং তাদের নিজেদের লোকদের নিশ্চয়তা দান করবেন। মণ্ডলীতে তাঁর লোকদের নাম জানতে হবে, তাদের অবস্থা জানতে হবে এবং প্রত্যেকের দিকে তাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য তাদের চালিত করবেন, যেন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারে আর তা পালন করতে পারে। তারা যেন ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয় এবং ঈশ্বর যেন তাদের মুখস্বরূপ হন। তাদের সমস্ত কথা-বার্তায় যেন তারা তাদের বিশ্বাসকে তুলে ধরতে পারে, আর তারা যেন বিশ্বাসীদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়।

(৬) যারা খ্রীষ্টের প্রকৃত মেষ তাদের প্রতি রাখালদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে, অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা অপরিচিত কোন বিষয়ে সতর্ক থাকবে এবং মেষদের তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরে রাখবে।

[১] তারা তাদের রাখালকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার ডাক চেনে – এই দু'টি বিষয় দেখায় যে, তাদের স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার মত শ্রবণ শক্তি আছে এবং তাদের রয়েছে বাধ্যতাপূর্ণ অন্তর।

[২] তারা কখনো অচেনা লোকের পিছনে যাবে না বরং তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। তারা অচেনা লোকের পিছনে যেতে ভয় পাবে, কারণ তারা অচেনা লোকের গলার আওয়াজ চেনে না। খ্রীষ্টের ডাক চিনতে না পেরে ভুল করে কারও পেছনে পেছনে যাওয়া আমাদের জন্য বিপজ্জনক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আর কে আমাদের খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে সেই বিষয়ে বুঝতে না পারলে আমাদের আত্মিক জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যারা তাদের আত্মায় স্বর্গীয় সত্যের ক্ষমতা এবং সার্থকতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং স্বর্গীয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করেছে ও পরিতৃপ্ত হয়েছে তারা শয়তানের চাতুরি ধরতে পারার জন্য চমৎকার বিচক্ষণতা লাভ করেছে।

খ. এই আলোচনার উদ্দেশ্য এবং অর্থ যিহূদীরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল (পদ ৬): খ্রীষ্ট তাদের কাছে উপমা দিয়ে কথা বলেছিলেন। যদিও তাঁর কথা ছিল রূপক, কিন্তু তা ছিল জ্ঞানপূর্ণ, মার্জিত এবং গঠন ও শিক্ষামূলক আলোচনা। কিন্তু কোন বিষয়ে তিনি তাদের কাছে কথা বলেছিলেন তা তারা বুঝতে পারে নি। চোর এবং ডাকাতের কথার মধ্য দিয়ে তিনি কাদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন এবং ভাল রাখাল বলতে তিনি কাকে বুঝিয়েছেন তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। অনেকের পাপ এবং লজ্জার কারণ এটি যে, তারা খ্রীষ্টের কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তারা খ্রীষ্টের কথা বুঝতে পারে না কারণ তাদের বুঝাবার আকাঙ্খা থাকে না, আর খ্রীষ্ট যা বলে তারা তা ভুল বোঝে। যে ব্যাখ্যা তাদের দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে তাদের কোন পরিচিতি ছিল না এবং কোন পরীক্ষাও তারা করে নি, আর তাই তারা এই উপমা বুঝতে পারে নি এবং যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে নি। ফরীশীরা তাদের নিজেদের জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড আত্মগর্বী ছিল। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তারা জ্ঞানী ছিল। তথাপি খ্রীষ্ট কোন বিষয়ে কথা বলেছেন তা বুঝবার মত যথেষ্ট জ্ঞান তাদের ছিল না; এটি ছিল তাদের ক্ষমতার বাইরে। যারা নিজেরা মহাজ্ঞানী বলে দাবী করে তারা সাধারণত ঈশ্বরের বিষয়ে ভীষণভাবে অজ্ঞ থাকে।

গ. এই উপমার খ্রীষ্টের ব্যাখ্যায় নির্দিষ্ট বিষয়টি পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে সমস্ত কথা খুব জটিল, তা বুঝবার জন্য যদি আমরা আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক থাকি, তাহলে অবশ্যই আমরা দেখতে পাব যে, খ্রীষ্ট তা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। আমরা যদি খুঁজে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, একটি পুস্তক অপর একটি পুস্তকের অর্থ প্রকাশ করছে। অনুগ্রহে পূর্ণ আত্মা অনুগ্রহে পূর্ণ খ্রীষ্টকে প্রকাশ করছে। খ্রীষ্ট এই উপমার মধ্যে রাখালকে ডাকাত থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, রাখাল সঠিক দরজা দিয়ে খোঁয়াড়ে ঢোকে, কিন্তু ডাকাত অন্য কোন দিক দিয়ে ঢোকে। এই উপমায় খ্রীষ্ট নিজেকে দরজা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে রাখাল ঢোকে এবং নিজেকে রাখাল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি দরজা দিয়ে ঢোকে, সে-ই রাখাল। খ্রীষ্ট যে অলঙ্কারপূর্ণ উক্তি করেছেন তাতে একই ব্যক্তিকে রাখাল এবং দরজা হিসেবে দেখিয়েছেন। বিষয়টি অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। খ্রীষ্ট নিজ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি ধর্মীয়ভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর মধ্যে জীবন আছে এবং তাঁর নিজের রক্ত দ্বারা দরজা হিসেবে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছেন।

১. খ্রীষ্ট হলেন দরজা। খ্রীষ্ট এই কথা তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা মিথ্যা দাবী করে বলে যে, তারা ধার্মিকতার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা সদোম শহরের লোকদের মত, যারা দরজা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেই দরজা তারা খুঁজে পায় নি। তিনি এই কথা যিহূদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যারা মনে করতো যে, একমাত্র তারাই ঈশ্বরের মেষ। তিনি ফরীশীদের উদ্দেশ্য করেও এই কথা বলেছিলেন যারা মনে করতো একমাত্র তারাই রাখাল: *আমিই মেষের খোঁয়াড়ের দরজা, মণ্ডলীর দরজা*।

(১) সার্বজনীন দরজা:

[১] তিনি হলেন বন্ধ দরজা, যেন চোর ডাকাতের হাত থেকে মেষদের রক্ষা করা যায় এবং চোর-ডাকাতরা ভেতরে ঢুকবার জন্য যোগ্য না হয়। ঘরের দরজা বন্ধ রাখা হয় ঘরের

নিরাপত্তার জন্য। যখন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মধ্যস্থতাকারী হন তখন ঈশ্বরের মণ্ডলী কি মহা নিরাপত্তাই না লাভ করে এবং তাঁর ক্ষমতা, অনুগ্রহ এবং প্রজ্ঞা দিয়ে মণ্ডলীকে রক্ষা করেন আর শত্রুকে প্রতিরোধ করেন।

[২] যোগাযোগ এবং প্রবেশের জন্য তিনিই হলেন খোলা দরজা।

*প্রথমত*, দরজারূপী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের মেষের দলের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করার অধিকার লাভ করি (যোহন ১৪:৬)।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের সাহায্যে এবং তার গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে আমরা ধর্মীয় কথা-বার্তায় যাওয়া আসা করতে পারি; তাঁর নামে আমরা শক্তিশালী হই এবং তাঁর নামে আমরা চলাফেরা করতে পারি (সখরিয় ১০:১২)।

*তৃতীয়ত*, তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মণ্ডলীতে আগমন করেন, মণ্ডলী পরিদর্শন করেন এবং মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

*চতুর্থত*, দরজা হিসেবে খ্রীষ্টের মাধ্যমে মেষের দল অবশেষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে (মথি ২৫:৩৪)।

(২) আরও বিস্তারিতভাবে:

[১] খ্রীষ্ট রাখালদের দরজা। আর এই কারণে যারা তাঁর মধ্য দিয়ে ভিতরে না আসে, তাদের রাখালের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, পদ ১। তারা চোর ও ডাকাত, যদিও তারা দাবী করে যে, তারা মেষের রাখাল; কিন্তু মেষরা তাদের ডাক চেনে না। তিনি সেই সব লোকদের লক্ষ্য করে এই সব কথা বলেছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে যাদের চরিত্র ছিল এই রকম রাখালদের মত। হয় নেতা অথবা কার্যকারীরা খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান না করে এবং খ্রীষ্টের সাথে কোন প্রকার সম্বন্ধ না করে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথবা খ্রীষ্টের সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করছে এবং তাদের মাংসিক ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছে না। লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, তিনি তাদের চরিত্র উল্লেখ করেছেন: তারা হল চোর এবং ডাকাত (পদ ৮)। যারা তাঁর আগে চলে গেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশ্বস্ত রাখাল। তাঁরা নিরূপিত সময়ের আগেই তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তাঁদের পাঠাবার আগেই তাঁরা গিয়েছিলেন (যিরমিয় ২৩:২১)। তাঁরা খ্রীষ্টকে সবার উপরে প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। একইভাবে অবাধ্যতার পুরুষ নিজেকে বড় করে দেখাবে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করবে (২ থিষলনীকীয় ২:৪)। "ধর্মশিক্ষক, নেতা, ফরীশী এবং প্রধান পুরোহিতেরা এবং যত জন তাদের মত আমার পূর্বে এসেছিল, তারা প্রবলভাবে চেষ্টা করেছিল যেন তারা প্রধান হতে পারে, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে এবং তখন তারা সর্বোত্তভাবে বাধা প্রদান করেছেন যেন লোকদের অন্তরে আমার সম্পর্কিত কোন প্রভাব বিস্তার না করে। এরা লোকদের চিত্তাকর্ষক কথা বলে আমার বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছে। এরা হল চোর এবং ডাকাত। তারা সেই সমস্ত অন্তর চুরি করে যা করার জন্য তাদের কোন অধিকার নেই।" তারা আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে চোর এবং ডাকাত বলে দোষী করেছিল, কারণ তিনি দরজাস্বরূপ তাদের মধ্য দিয়ে আসেন

নি এবং তিনি যে কাজ করেছেন এর জন্য তাদের কাছ থেকে তিনি কোন অনুমতি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদেরই তাঁর কাছ থেকে তাদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। তাঁর মাধ্যমে প্রবেশাধিকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁকে তাদের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু তারা তা না করে তাঁর আগে আগে চলছে, তাই নিঃসন্দেহে তারা চোর এবং ডাকাত। তাঁর শিষ্য হিসেবে তারা খোঁয়াড়ে আসে নি আর এই জন্য তারা অন্যায়পূর্বক দখলকারী হিসেবে অভিযুক্ত। তাদের দাবীকৃত কাজ বাতিল করা হবে এবং তাদের পদচ্যুত করা হবে। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলীর ডাকাতেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে শত্রুতা করছে। যে যেভাবেই হোক তারা খ্রীষ্টের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য তৎপর রয়েছে। তারা কেবল রাখাল নয়, কিন্তু রাখালদের রাখালের ক্ষতি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর লক্ষ্য ছিল যেন তাদের হাত থেকে মেষের পাল রক্ষা পায়: মেষরা তাদের ডাক চেনে না। তারা ধার্মিকতার প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে, যা আত্মিক এবং স্বর্গীয়, আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত এবং অনুগ্রহপূর্ণ। কোন মতেই তা পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য দ্বারা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই কিংবা তাদের আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁদের প্রভুর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কখনই হাত না ধুয়ে খাওয়া কিংবা বিশ্রামবারে শষ্যের শীষ ছেঁড়ার মত বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ করেন নি। ভণ্ডামীর চেয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের বড় বিপক্ষতা আর কিছুই নেই। তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ উপাসনা একজন প্রকৃত উৎসর্গকারী আত্মার কাছে সবচেয়ে ঘৃণাজনক বিষয়।

[২] খ্রীষ্ট হলেন মেষদের দরজা (পদ ৯): "আমা দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাবে এবং ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে ও চরাণী পাবে।" সে কেবলমাত্র যে চোর এবং ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাবে তা নয়, কিন্তু সে সুখী হবে। সে ভিতরে আসবে, বাইরে যাবে আর চরে খাবার জায়গা পাবে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, কীভাবে খোঁয়াড়ের মধ্যে যাবে তার সহজ নির্দেশনা: দরজারূপী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ভিতরে আসতে পারি। তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মহান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কৃত অঙ্গীকারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করতে পারি। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মধ্যে না এলে কেউ ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ঢুকতে পারবে না। যারা স্বেচ্ছায় পরিত্রাণকর্তার অনুগ্রহ এবং শাসনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে তারা ছাড়া মানুষের মধ্যে আর কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের সদস্য বলে বিবেচিত হবে না। আমরা এখনই বিশ্বাসের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারি (প্রেরিত ১৪:২৭)। যেহেতু নির্দোষিতার দরজা আমাদের প্রতিকূলে বন্ধ করা হয়েছে এবং যা পার হয়ে যাওয়া যেত তা এখন আর পার হয়ে যাওয়া যায় না (আদিপুস্তক ৩: ২৪)।

*দ্বিতীয়ত*, এই নির্দেশ পালনকারীদের জন্য রয়েছে অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা।

১. ভবিষ্যতে তারা সুরক্ষিত থাকবে, এটি হল তাদের বাড়ির সুযোগ-সুবিধা। অনধিকার প্রবেশের ফলে বাজেয়াপ্ত হয়ে খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হওয়া থেকে এই সব মেষ স্বর্গীয় ন্যায় বিচারের দ্বারা রক্ষা পাবে। মহান রাখালের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা সন্তুষ্টি লাভ করবে। তিনি গর্জনকারী সিংহের শিকার থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তারা

চিরকালের জন্য সুখী হবে।

২. এই সময়ে তারা ভিতরে যাবে ও বাইরে আসবে আর চরে খাবার জায়গা পাবে। এটি হল তাদের পথের সুবিধা। এই পৃথিবীতে তারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা কথা-বার্তা বলবে। একজন মানুষের তার নিজের ঘর যেমন, খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ও তেমন। সেখানে তার ঢুকবার অধিকার রয়েছে, বাইরে যাবার অধিকারও রয়েছে এবং ফিরে আসার অধিকারও রয়েছে। প্রকৃত বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের গৃহের মধ্যে থাকেন। যখন তারা বাইরে যান তখন পথিকের মত বাইরে থাকেন, কিন্তু পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকে। যখন তারা ভিতরে আসেন তখন অনধিকার প্রবেশকারীর মত অবরুদ্ধ থাকেন না, কিন্তু তাদের বাইরে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তারা খুব সকালে মাঠে চলে যায়, তারা খোঁয়াড়ের মধ্যে সন্ধ্যার আগেই চলে আসে। আর এই উভয় সময় রাখাল তাদের চালনা করে, তাদের রক্ষা করে, তাদের জন্য চরানি খুঁজে, কোথায় ঘাস আছে, বিশ্রামের জায়গা আছে এবং খোঁয়াড়ে খাবার যোগাড় করে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা তাদের সাথে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আলাপ করে থাকেন, যার দ্বারা তাদের আত্মিক জীবন সাহায্য লাভ করবে, বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জীবনে অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্খা পূর্ণতা পাবে। তারা ঈশ্বরের গৃহ অনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ করবেন।

(২) খ্রীষ্ট হলেন উত্তম রাখাল, পদ ১১ ইত্যাদি। পুরাতন নিয়মে তাঁকে একজন রাখাল হিসেবে অভিহিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (যিশাইয় ৪০:১১): "তিনি রাখালের মত করে তাঁর মেষের পাল চড়াবেন।" এছাড়া দেখুন ইহি ৩৪:২৩; ৩৭:২৪; সখরিয় ১৩:৭। নতুন নিয়মে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে মহান পালক হিসেবে (ইব্রীয় ১৩:২০), প্রধান রাখাল (১ পিতর ৫:৪), আমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষ (১ পিতর ২:২৫)। ঈশ্বর আমাদের প্রভু, সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা যার চরানির মেষ হয়েছি। তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের রাখাল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং এখানে বার বার এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মণ্ডলী সবার প্রতি যত্নশীল এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। এই জন্য ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে একজন ভাল রাখালকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর এই প্রত্যাশা যেন তাঁর মণ্ডলী থেকে সবার কাছে উপস্থিত হতে পারেন এবং তাদের সবার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন।

(১) খ্রীষ্ট একজন রাখাল এবং তিনি চোরের মত কিংবা তাদের মত নয় যারা দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে। লক্ষ্য করুন:

[১] চোরের অনিষ্টকর পরিকল্পনা (পদ ১০): "চোর আসে, কেবল যেন চুরি, খুন ও বিনাশ করতে পারে।"

*প্রথমত*, চোর যাদের চুরি করে, তারা তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে এবং তাঁর চরানি থেকে তাদের হৃদয় এবং ভালবাসাকে চুরি করে। তারা তাদের আত্মিক জীবনকে হত্যা এবং ধ্বংস করে। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসহীনতার মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা গুপ্তভাবে দোজখের যোগ্য হয়ে ওঠে। আত্মার প্রঞ্চনাকারী হল আত্মার হত্যাকারী। তারা বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে তাদের কাছ থেকে পবিত্র শাস্ত্রে দূরে সরিয়ে রাখে, তারা তাদের পঙ্গু এবং বিকলাঙ্গ করার মাধ্যমে এবং তাদের সম্পদ পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাদের

ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত রাখে। তারা ছলনার কথা বলে খ্রীষ্টের আদেশকে মিথ্যা ভাবতে প্ররোচিত করে এবং খ্রীষ্টের আদেশ পালন না করার জন্য তাদের মনকে অন্য দিকে ব্যস্ত রাখে। তাদের উদ্দেশ্য হত্যা এবং ধ্বংস করা, অজ্ঞতা এবং মূর্তিপূজা হল ধ্বংসাত্মক বিষয়।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্টের দল থেকে যাদের তারা চুরি করতে অসমর্থ কিংবা যাদের তারা নিজেদের ইচ্ছামত চালনা করতে, আদেশ পালন করতে পারে না অথবা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরাতে পারে না তাদের ক্ষতি করার জন্য তারা ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। তাদের লক্ষ্য হল অত্যাচার এবং নিপীড়ন করা, নির্দয়ভাবে হত্যা করা এবং ধ্বংস করা।

[২] রাখালের অনুগ্রহপূর্ণ পরিকল্পনা: তিনি এসেছেন:-

*প্রথমত*, মেষকে জীবন দিতে। এটি চোরের পরিকল্পনার বিপরীত, যার পরিকল্পনা থাকে হত্যা ও ধ্বংস করা (যে পরিকল্পনা করেছিল নেতারা এবং ফরীশীরা)। খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমি মানুষের মধ্যে এসেছি, কারণ":-

১) "যেন তারা জীবন পায়।" তিনি তাঁর পালের মধ্যে জীবন দান করেছেন। অধিকাংশ মণ্ডলীকে দেখলে মনে হবে যেন তারা উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা মানুষের সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া হাড়, যার মধ্যে প্রাণ নেই। চরানিতে মেষের দলের চেয়ে এই মৃত মানুষের হাড়ই বেশি স্থান জুড়ে আছে। খ্রীষ্ট এসেছেন স্বর্গীয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, স্বর্গীয় আদেশকে মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে, দুঃখের কারণসমূহের প্রতিকার করতে এবং মৃত উৎসাহকে জাগরিত করতে। তিনি তাঁর দল থেকে হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে খুঁজতে এসেছেন, ভাঙ্গা ও ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে তিনিই এসেছেন (যিহিস্কেল ৩৪:৩৬): "যারা হারিয়ে গেছে আমি তাদের খুঁজব এবং যারা বিপথে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনবো। আমি আহতদের ঘা বেঁধে দেব এবং দুর্বলদের আনবো।" এটি হল তার মণ্ডলী, যা মৃত অবস্থা থেকে জীবন লাভ করেছে। তিনি নির্দিষ্ট বিশ্বাসীদের জীবন দান করার জন্য এসেছিলেন। তার দেওয়া জীবনের মধ্যে খ্রীষ্টের ভাল বিষয় নিহিত আছে এবং মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শনকে প্রতিহত করার জন্য মূল্য প্রদান করেছেন (আদিপুস্তক ২:১৭): "আমরা জীবন পেয়েছি।" যেমন করে একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মহা অপরাধী ক্ষমা লাভ করে, যেমন করে একজন মৃত্যু পথযাত্রী রোগী সুস্থতা লাভ করে, একজন মৃত লোক যেভাবে পুনরুজীবিত হয়, সেভাবেই আমরা নির্দোষ ও পবিত্র বলে বিবেচিত হব এবং অবশেষে মহিমান্বিত হব।

২) তাদের সেই জীবন আরও সমৃদ্ধশালী ও প্রাচুর্য্যপূর্ণ হবে। আমরা যা পড়েছি তা তুলনামূলক, তা হল পাপের ফলে তারা যা হারিয়েছে এবং যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার চেয়ে জীবন লাভ করার পর তারা যা পেয়ে থাকে তা আরও সমৃদ্ধশালী ও প্রাচুর্যে ভরপুর, মোশির মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যবস্থা পালন করে যে অনুগ্রহ পেয়েছিল এবং দীর্ঘদিন প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে বাস করে সে সুখ ভোগ করেছিল তার চেয়েও খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবন আরও সমৃদ্ধশালী ও প্রাচুর্য্যময়। আমাদের চাওয়া এবং চিন্তা করার সামর্থের চেয়েও আরও অনেক বেশি বিষয়ে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। খ্রীষ্ট এসেছিলেন জীবন দিতে এবং সেই জীবনে থাকবে আরও অনেক এবং আরও উত্তম সুযোগ সুবিধা। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল বেঁচে থাকব তা নয়, কিন্তু সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে

থাকব, প্রাচুর্য্যপূর্ণ অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকব। আমরা আনন্দপূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকব। প্রাচুর্য্যপূর্ণ জীবন হল অনন্ত জীবন, মৃত্যুহীন জীবন অথবা মৃত্যুভয়হীন জীবন। এই জীবন হল আরও অনেক বেশি কিছু।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি এসেছিলেন মেষদের জন্য তাঁর নিজ জীবন দিতে। আর তিনি মেষের জন্য নিজের জীবন দান করেছেন (পদ ১১): "উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে।"

১) প্রত্যেক ভাল রাখালের বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের মেষদের জন্য নিজের জীবন বিপদগ্রস্থ করে এবং মারাত্মক ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। যাকোব ঠিক তাই করেছিলেন। যখন তিনি মেষের পাল চড়াতেন তখন তিনি দিনে গরমে পুড়েছেন, রাতে ঠাণ্ডায় কেঁপেছেন, তাঁর চোখে ঘুম থাকত না (আদিপুস্তক ৩১:৪০)। একইভাবে দায়ূদও এমনটি করেছেন। দায়ূদ যখন মেষ চড়াতেন, তখন পালের মধ্যে সিংহ এবং ভল্লুক আক্রমণ করতো মেষ খাওয়ার জন্য। তিনি এইভাবে পালে আক্রমণকারী সিংহ এবং ভল্লুককে হত্যা করেছিলেন। এই রকম আত্মার রাখাল ছিলেন পৌল। যিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত এবং অবসন্ন হলেও লোকদের কাছে খ্রীষ্টের কথা তুলে ধরতে কখনো দ্বিধা করেন নি। অন্যদের জীবনের পরিত্রাণের তুলনায় নিজের জীবনকে তিনি কখনো প্রিয় মনে করেন নি।

২) কিন্তু মহান রাখালের বিশেষ ক্ষমতা হল, তিনি তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ দিয়ে মণ্ডলীকে কিনেছেন (প্রেরিত ২০:২৮)। নিজ রক্ত ঢেলে দিয়েছেন যেন সেই রক্তে তাদের ধুয়ে দিতে এবং পরিষ্কার করতে পারেন।

(২) খ্রীষ্ট হলেন একজন উত্তম রাখাল, তিনি বেতনজীবী রাখালের মত নন। অনেকে আছে যারা চোর নয়, তাদের লক্ষ্য মেষদের হত্যা করা কিংবা তাদের ধ্বংস করা নয়। যদিও তারা রাখাল হিসেবে গণ্য, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসতর্ক এবং তাদের এই অবহেলার মাধ্যমে পালের বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়। এরা হল অকর্মণ্য এবং নির্বোধ রাখাল (সখরিয় ১১:১৫,১৭)। এই কথার বিপরীত চিত্র হচ্ছে:-

[১] খ্রীষ্ট এখানে নিজেকে ভাল রাখাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন (পদ ১১) এবং আবার একই কথা ১৪ পদে বলেছেন। এই রাখাল ভাল রাখাল, ঈশ্বর যাঁর সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্ট হলেন শ্রেষ্ঠ রাখাল, এই পৃথিবীর মধ্যে আত্মার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানকারী। তাঁর মত এমন যোগ্যতা সম্পন্ন এমন আর কেউ নেই, কেউ তাঁর মত এমন বিশ্বস্ত নয়। তাঁর মত এমন খাবার যোগানদাতা এবং নেতা আর কেউ নেই, তার মত এমন আত্মার রক্ষাকারী এবং আরোগ্যদানকারী এমন কেউ নেই।

[২] বেতনজীবী রাখালের চরিত্র ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে খ্রীষ্ট নিজেকে ভাল রাখাল হিসেবে প্রমাণ করেছেন, পদ ১২-১৪। এখানে আমরা দেখতে পাই:

*প্রথমত*, অবিশ্বস্ত রাখালের অসর্তকতা বর্ণনা করা হয়েছে (পদ ১২,১৩)। সে একজন বেতনজীবী রাখাল, সে দাস হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে এবং সে তার কাজের বিনিময়ে পারিশ-
মিক পেয়ে থাকে, সে মেষের মনিব নয়। এই মেষের মাধ্যমে তাঁর কোন লাভ হয় না আব-

ার ক্ষতিও হয় না। নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলে অথবা ভয়ানক কোন বিপদ দেখলে সে মেষগুলো নেকড়ে বাঘের কাছে রেখে পালিয়ে যায়। বেতনজীবী হওয়ার কারণে সে মেষগুলোর জন্য চিন্তা করে না। এখানে সহজ সরলভাবে দুষ্ট রাখালের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে (সখরিয় ১১:১৭): "ধিক্ সেই অকর্মণ্য পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!" দুষ্ট রাখাল, দুষ্ট নেতা এবং দুষ্ট পরিচর্যাকারীদের মন্দ মনোবৃত্তি এবং তাদের মন্দ কার্যকলাপের জন্য তাদের সম্পর্কে একই বর্ণনা দেওয়া যায়।

ক. তাদের মন্দ কাজের উৎস হল তাদের মন্দ মনোবৃত্তি। বিশ্বাস করে তাদের উপর যে দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়, যখন কোন বিপদ বা কঠিন সময় উপস্থিত হয় তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ কি কাজ করে এবং শান্ত পরিস্থিতির সময় তারা কেন দায়িত্বের ব্যাপারে চিন্তা করে না? কি তাদেরকে ভণ্ড, তুচ্ছীকৃত এবং স্বার্থপর করেছে? তারা হল বেতনজীবী এবং তারা মেষদের প্রতি যথাযথ যত্ন নেয় না। এর অর্থ হল:

(ক) জাগতিক সম্পদ হল তাদের প্রধান সম্পদ। এর কারণ হল তারা বেতনজীবী রাখাল। তারা মেষের রাখাল হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে। যেন তারা এই কাজ করে জীবন ধারণ করতে পারে এবং ধনী হতে পারে। খ্রীষ্টের কাজের সুযোগ হিসেবে এবং উত্তম কাজ হিসেবে তারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এই কাজ তারা করে টাকার প্রতি ভালবাসার জন্য, তাদের পেটের জন্য। কিন্তু এমন নয় যে, বেতনজীবী রাখাল যখন মেষের পরিচর্যা করে তখন তারা এই পরিচর্যার জন্য প্রাণবন্ত থাকে কিংবা সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে। মজুর তার খাবার এবং পরিশ্রমের যোগ্য। লজ্জাকর ভরণপোষণ শীঘ্র লজ্জাকর পরিচর্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু যে সমস্ত বেতনজীবী রাখাল, যারা কাজের চেয়ে বেতনকে বেশি ভালবাসে, যাদের মন কেবল বেতনের দিকেই থাকে এই রকম বেতনজীবীদের যা করতে বলা হয়েছে তা হল (দ্বি.বি. ২৪:১৫): "কাজের দিবসে তার বেতন তাকে দেবে; সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত তা রাখবে না; কেননা সে দরিদ্র, এবং সেই বেতনের উপরে তার মন পড়ে থাকে" (১ শমূয়েল ২:২৯; যিশাইয় ৫৬:১১; মীখা ৩:৫,১১)।

(খ) তাদের কার্যস্থলে তারা খুব সামান্য তত্ত্বাবধান করে। তারা মেষদের কোন মূল্য দেয় না, অন্য আত্মাদের প্রতি তারা উদাসীন থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল তাদের ভাইদের মনিব হওয়া, কিন্তু তাদের ভাইদের রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী হওয়া নয়। তারা কেবল নিজেদের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যারা নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলে পাল ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়? তারা মেষগুলোর জন্য চিন্তা করে না, কারণ মেষগুলো তাদের নিজেদের নয়। যে সমস্ত রাখাল মেষ চরায় তাদের সম্পর্কে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, অনেক মেষ আছে যেগুলো তাদের নিজেদের নয়, সেগুলো তাদের খোয়াড়ের নয় এবং তাদের সম্পত্তি নয়। খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমার মেষ এবং মেষশাবকদের চরাও।" কিন্তু তারা যদি এই বিষয়ে সদয় হয় এবং মেষদের প্রতি তাদের মমতা এবং ভালবাসার আচরণ প্রকাশ করে তাহলে ঐ মেষগুলো তাদের নিজেদের হতে পারে। পৌল যাদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলেছিলেন তাদের তিনি আপন করে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তিনি নিজের একজন বলে অভিহিত করেছেন। যারা আন্তরিকভাবে মণ্ডলীর সহভাগিতায় সম্পৃক্ত হয় নি, তাদের আপন করে নিতে হবে এবং তাদের বিশ্বস্ত করে তুলতে হবে।

খ. তাদের মন্দ কার্যাবলী ছিল তাদের মন্দ নিয়ম নীতির ফল, পদ ১২। এখানে লক্ষ্য করুন:

(ক) কত জঘন্যভাবে বেতনজীবী রাখালরা তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। যখন সে কোন নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে তখন মেষদের রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে সে মেষদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের চেয়ে তাদের নিজেদের বিপদের কথা বেশি চিন্তা করে তারা খুব সহজেই শয়তানের প্রলোভনের শিকারে পরিণত হয়।

(খ) এর ফল কত ভয়ানক। বেতনজীবী রাখালরা মনে করে যে, মেষরা নিজেরাই নিজেদের যত্ন করতে পারবে। কিন্তু তাদের চিন্তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, কারণ যখন নেকড়ে বাঘ আসে তখন মেষদের আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের খেয়ে ফেলে। যখন নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তখন মেষের পাল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং পালের মধ্যে ভয়ানক দুঃখজনক এবং কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এই সব কিছুর জন্য দায়ী থাকে অবিশ্বস্ত এবং বেতনজীবী মেষের রাখাল। অসতর্ক পাহারাদারের হাতে অনেক আত্মার বিনাশ ঘটে।

*দ্বিতীয়ত,* পূর্বে উল্লেখিত দুষ্ট বেতনজীবী রাখালের বিষয়ে যে সমস্ত মন্দ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, একজন উত্তম রাখালের স্নেহশীলতা এবং অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ সেই সমস্ত মন্দ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে (যিহিস্কেল ৩৪:২১,২২): "আমিই উত্তম মেষপালক।" এটি মণ্ডলীর এবং সমস্ত প্রিয়জনদের সুখের এবং আনন্দের বিষয় যে, মণ্ডলীর দুষ্ট কার্যকারীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মন্দরূপে কাজ করার জন্য যে বিশাল ক্ষতি হয়েছে তা দূর করে মণ্ডলীকে আবার তার স্বরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য এখন যিনি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন ভাল রাখাল, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। এখানে রাখালের দয়াশীলতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ক. তাঁর মেষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় রয়েছে। তিনি তাদের সমস্ত বিষয় জানেন, তাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, সেই বিষয়ে তিনি সব সময় সজাগ রয়েছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(ক) তিনি তাঁর মেষগুলোকে জানেন ও চেনেন (পদ ১৪,১৫), একজন ভাল রাখাল হিসেবে (পদ ৩,৪): "আমি আমার মেষগুলোকে জানি এবং তারাও আমাকে জানে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং জানাশোনা থাকে। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে খুব ভাল করে জানেন এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশ পায়।

[ক] খ্রীষ্ট তাঁর মেষগুলোকে চেনেন। তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন যে, কোনগুলো তাঁর নিজের মেষ এবং কোনগুলো তাঁর নিজের মেষ নয়। তিনি মেষদের দুর্বলতাসমূহ জানেন এবং ছাগলদের ছদ্মবেশও জানেন। তিনি তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন যে, তাঁর মেষদের মধ্যে কারা বিশ্বাসের মধ্যে বাস করছে। তিনি তাদের অবস্থার অনুসন্ধান করেন, তাদের জন্য চিন্তা করেন, তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ এবং দয়াপূর্ণ আচরণ করেন এবং একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি সব সময় তাঁর মেষদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যেন তারা

চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করতে পারে। তাঁর আত্মার মাধ্যমে তিনি তাদের কাছে উপস্থিত থাকেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি তাদের চেনেন, এর অর্থ হল তিনি তাদের স্বীকার করেছেন এবং সেই সাথে গ্রহণ করেছেন (গীতসংহিতা ১:৬; ৩৭:১৮; যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৭)।

[খ] তিনি তাদের পরিচিত। তিনি তাদের অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং তারা তাঁকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে। খ্রীষ্টকে তারা জানার আগেই খ্রীষ্ট তাঁর মেষগুলোর অবস্থা জানেন, কারণ তিনিই প্রথমে তাদের জেনেছেন এবং ভালবেসেছেন (১ যোহন ৪:১৯): "তিনি আমাদের প্রথমে ভালবেসে ছিলেন বলেই আমরা তাঁকে ভালবাসি।" আমরা সুখী হওয়ার কারণ এটি নয় যে, আমরা খ্রীষ্টকে প্রথমে চিনেছি, কিন্তু কারণ এই যে, তিনিই আমাদের চিনেছেন (গালাতীয় ৪:৯)। তথাপি এটি খ্রীষ্টের মেষের চরিত্র যে, তারা খ্রীষ্টকে জানে। ভণ্ড এবং অনধিকার প্রবেশকারীর থেকে ভাল জানেন। তারা তাঁর চিন্তা জানে, তাঁর ডাক চেনে, তার মৃত্যুর ক্ষমতার অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁকে চিনে। খ্রীষ্ট এখানে বলতে চেয়েছেন যে, তিনি গৌরব বোধ করছেন কারণ তাঁর মেষ তাঁকে জানে এবং তারা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করে। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতা এবং তাঁর মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা রয়েছে: "পিতা যেমন আমাকে জানেন, আমিও তেমনি পিতাকে জানি।" আমরা এটি এখানে দেখতে পাই:

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ জানাশোনা রয়েছে এবং সম্পর্ক রয়েছে তার ভিত্তি হল খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। অনুগ্রহের চুক্তি, যা এই সম্পর্কের অঙ্গীকার, পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিত্রাণের চুক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যাতে আমরা নিশ্চয়তা লাভ করেছি এবং বিশ্বাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ পিতা ও পুত্র এই বিষয় সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত আছেন। তাঁরা এমন কোন কাজ করেন নি যার ফলে এই বিষয়টি কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হতে পারে কিংবা হতাশার বিষয়ে পরিণত হতে পারে। তিনি যাদের মনোনীত করেছেন তাদের তিনি জানেন এবং নিশ্চিতরূপেই জানেন (যোহন ১৩:১৮) এবং আরও নিশ্চিতভাবেই জানে যে, কার উপর তারা বিশ্বাস করেছে (২ তীমথিয় ১:১২)। উভয়ের ভিত্তি হল খাঁটি জ্ঞান যা পিতা ও পুত্রের অন্তরের মধ্যে রয়েছে, আর উভয়ের মধ্যে শান্তির পরামর্শ এই খাঁটি জ্ঞানের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে উপযুক্ত সাদৃশ্য এবং অন্তরঙ্গের উদাহরণ। এটি পূর্ববর্তী কথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কথাটি এই রকম ছিল: "আমি আমার মেষগুলোকে জানি এবং তারাও আমাকে জানে, পিতা যেমন আমাকে জানেন এবং আমি পিতাকে জানি।" (যোহন ১৭:২১): "পিতা, যেমন তুমি আমার মধ্যে ও আমি তোমার মধ্যে, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।"

১) যেভাবে পিতা পুত্রকে জানেন এবং তাঁকে ভালবাসেন এবং মেষ যেভাবে জবাই হবার জন্য কসাইয়ের কাছে যায় তেমনি তাঁর মৃত্যুর জন্য ক্রুশের দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি জানেন, ঠিক তেমনিভাবে খ্রীষ্ট তাঁর মেষদের জানেন, তাদের উপর রয়েছে তাঁর সতর্ক দয়াপূর্ণ দৃষ্টি, যেভাবে খ্রীষ্টের একাকীত্বের সময়ে পিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তেমনি তাদের একাকীত্বের সময় তিনি তাঁর মেষদের সঙ্গে থাকেন।

২) পুত্র যেমন পিতাকে জানেন, তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁর বাধ্যগত হয়ে চলেন এবং যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেই কাজ করেন, তাঁর ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে বিশ্বাসে ধরে রেখেছিলেন, এমন কি তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন তখনও তিনি তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। ঠিক তেমনি বিশ্বাসীগণ জানেন যে, তিনি দয়ালু অনুগ্রহে পূর্ণ।

(খ) তিনি তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, যারা ভবিষ্যতে তাঁর খোঁয়াড়ের মেষ হবে (পদ ১৬): "আমার আরও মেষ আছে, সেসব এই খোয়াড়ের নয়; তাদেরকেও আমার আনতে হবে এবং তারা আমার রব শুনবে, তাতে এক পাল ও এক পালক হবে।" লক্ষ্য করুন:

[ক] হতভাগ্য পরজাতিদের প্রতি খ্রীষ্টের দৃষ্টি। মাঝে মাঝে তিনি ইস্রায়েল কুলের হারানো মেষদের জন্য তাঁর বিশেষ চিন্তার কথা প্রকাশ করতেন। তাদের কাছে ব্যক্তিগত প্রচারের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি বলেছেন, "আমার আরও মেষ আছে। সময়ের আবর্তে যারা পরজাতির মধ্যে থেকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে এবং তাঁর অনুগত হবে, তাদের এখানে মেষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, তাদের তিনি পেতে চান। যদিও তারা এখন পর্যন্ত অনাহুত, তাদের মধ্যে অনেকে এখনও জন্মায় নি, কিন্তু ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছেন এবং ঈশ্বর স্বর্গীয় ভালবাসার পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ করেছেন। অনেক আত্মা আছে যাদের তিনি এখনও নিজ অধিকারভুক্ত করেন নি, তাদের তাঁর পিতার দানের ক্ষমতার বলে এবং তাঁর নিজের ক্রয়ের দ্বারা অধিকারে আনবেন। এভাবে করিন্থে তাঁর অনেক লোক ছিল, যদিও এখন পর্যন্ত লোকেরা দুষ্টতার মধ্যে ডুবে ছিল (প্রেরিত ১৮:১০)। "আরো অনেক মেষ আমার আছে," খ্রীষ্ট বললেন, "তারা আমার হৃদয়ের মধ্যে আছে, তারা আমার দৃষ্টির মাঝে আছে। আমি নিশ্চিত যে, অতি শীঘ্র আমি তাদের লাভ করতে সক্ষম হব।" খ্রীষ্ট এখানে অন্য মেষদের কথা বলেছেন।

*প্রথমত*, তাঁর উপর যে বদনাম দেওয়া হয়েছিল তা তিনি দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। অল্প সংখ্যক শিষ্য নিয়ে ছোট একটি দল গঠিত হলে একজন ভাল রাখালের প্রয়োজন যেন তাদের চালাতে পারে, হোক সে দরিদ্র। কিন্তু তিনি বললেন, "তোমরা দেখছো তার চেয়ে অনেক বেশি মেষ আমার আছে।"

*দ্বিতীয়ত*, যিহূদীদের অহঙ্কার এবং মিথ্যা বড়াইকে তিনি নীচে নামিয়ে দিলেন, যারা মনে করতো যে, খ্রীষ্ট তাদের মধ্য থেকেই তাঁর মেষদের সংগ্রহ করবেন। "না," খ্রীষ্ট বললেন, "আমার অন্য মেষ আছে যাদের আমি আমার পালের মেষশাবকদের সঙ্গে রাখব, যদিও তোমরা ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করে তাদেরকে তোমাদের কুকুরের পালের মধ্যে রেখেছ।"

[খ] তাদের সম্পর্কে তাঁর অনুগ্রহের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প: "তাদেরকেও আমি নিয়ে আসব, নিয়ে আসব পিতার ঘরের কাছে, তাদের নিয়ে আসব মণ্ডলীর মধ্যে। এটি যথাযথভাবে করার জন্য আমি তাদের অর্থহীন কথা-বার্তা থেকে সরিয়ে আনব, তাদের ইতস্তত হয়ে ঘুর বেড়ানোর অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনব। আমি হারিয়ে যাওয়া মেষদের নিয়ে আসব" (লূক ১৫:৫)। কিন্তু তিনি কেন তাদের সংগ্রহ করবেন? এর আবশ্যকতা কী?

*প্রথমত*, তাদের অবস্থাই তাদের এর আবশ্যকতার প্রয়োজন হয়েছিল। "আমি তাদের

সংগ্রহ করব, নয়তো তারা চিরকাল পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে, কারণ মেষের মত তারা কখনোই আর নিজেদের দলের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। কেউ তাদের ফেরাতে পারবে না এবং কেউ তাদের ফেরাবেও না।"

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর নিজ প্রতিজ্ঞার কারণেই এর প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি তাদের আনবেন, নয়তো এটি প্রমাণিত হবে না যে, তিনি তার কাছে বিশ্বস্ত নন এবং তার দায়িত্ব সত্য নয় বলে প্রতীয়মান হবে। "তারা আমার নিজের, আমি তাদের কিনেছি এবং এর জন্য মূল্য দিয়েছি, আর এই জন্য আমি তাদের অবহেলা করতে পারি না কিংবা তাদের বিনষ্ট হতে দিতে পারি না।" তিনি সেই সমস্ত হারান মেষদের খুঁজে নিয়ে আসবেন যাদের আনবার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

[গ] সুখের ফল এবং এর প্রভাবে রয়েছে দু'টি বিষয়:

*প্রথমত*, "তারা আমার ডাক শুনবে। কেবলমাত্র তাদের মধ্যে আমার ডাক শোনা যাবে তা নয়, যেখানে তারা পরিত্রাণের কথা শোনে নি সেখানে তারা বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে না।" এখন সুসমাচারের বার্তা পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখন তাদের মধ্য দিয়ে সেই কথা শোনানো হবে। "আমি কথা বলবো, যেন তারা সেই কথা শোনে।" বিশ্বাস আসে শ্রবণ থেকে। খ্রীষ্টের কথা মনযোগ দিয়ে শুনলে তা আমাদের খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করবে এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করবে।

*দ্বিতীয়ত*, তাতে একটি মেষের পাল এবং একজন রাখাল হবে। যেহেতু সেখানে কেবল একজন রাখাল থাকবে তাই সেখানে একটি মাত্র মেষের দল হবে। যিহূদী এবং পরজাতি উভয়ই খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে একটি মণ্ডলীতে পরিণত হবে। কোন ভেদাভেদ ছাড়াই তারা মণ্ডলীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা সমভাবে আদান প্রদান করবে এবং পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। খ্রীষ্টের প্রতি তারা বিশ্বাস করে খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত হবে। দু'টি লাঠি আমাদের প্রভুর হাতে যেটি একটি লাঠিতে পরিণত হবে। লক্ষ্য করুন, একজন রাখাল একটি দল তৈরি করে। একজন খ্রীষ্ট তৈরি করবেন একটি মণ্ডলী। সেই মণ্ডলীতে থাকবে একটি নিয়ম, একজন মাত্র নেতা থাকবেন, এক আত্মা দ্বারা মণ্ডলীকে সজীব রাখবে একটি নিয়মের দ্বারা মণ্ডলী পরিচালিত হবে। তাই এর বিশ্বাসীগণ একে অন্যকে ভালবাসা করতে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা থাকতে হবে (ইফিষীয় ৪:৩-৬)।

খ. খ্রীষ্টের মেষদের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাস্তবিক একজন উত্তম রাখাল এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি আরও বেশি তাঁর ভালবাসাকে তুলে ধরতে পারবেন, পদ ১৫,১৭,১৮।

(ক) তাদের পালের জন্য মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করলেন (পদ ১৫): "আমি আমার মেষগুলোর জন্য আমার জীবন দিয়ে দিচ্ছি।" তিনি কেবল তাদের জন্য নিজ জীবনকে বিপদগ্রস্থ করেন নি, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনকে গচ্ছিত রেখেছেন এবং আমাদের পরিত্রাণের আবশ্যকতার জন্য তা সমর্পণ করেছেন। "আমি তা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করেছি, ক্রয়মূল্য নগদ পরিশোধ করেছি।" মেষ জবাই হবার জন্য মনোনীত, উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত, আর পরিত্রাণের মূল্য পরিশোধ হয় মেষের রাখালের রক্ত দিয়ে। তিনি কেবলমাত্র তাদের

মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ দিবেন তা নয়, কিন্তু তাদের পরিবর্তে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ দিবেন। পাপের উৎসর্গতে হাজার হাজার মেষ তাদের রাখালের জন্য উৎসর্গ হত। কিন্তু এখানে অত্যন্ত বিস্ময়কর বিপরীত অবস্থা, এখানে রাখাল তার মেষদের জন্য উৎসর্গ হয়েছেন। দায়ূদ, ইস্রায়েলের রাজা পাপ করেছিলেন বলে ঈশ্বর স্বর্গদূত পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্যের লোকদের ধ্বংস করেছিলেন। তিনি উপযুক্ত কারণে নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন, "পাপ এবং অন্যায় আমি করেছি, ওরা তো মেষের মত, ওরা কি করেছে? কাজেই আমাকে ও আমার পিতার বংশকে তুমি শাস্তি দাও।" কিন্তু দায়ূদের সন্তান এবং তাঁর মেষরা এমন কোন অন্যায় কাজ নেই যা করে নি? তথাপি তিনি বলেছেন, "ওদের শাস্তি তুমি আমাকে দাও।" এটি প্রতীয়মান হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্ট সম্পর্কে করা হয়েছিল (সখরিয় ১৩:৭): "হে তলোয়ার, তুমি আমার পালকের, আমার স্বজাতীয় পুরুষের বিরুদ্ধে জাগ্রত হও, এই বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; পালককে আঘাত কর, তাতে পালের মেষেরা ছড়িয়ে পড়বে।" যদিও রাখালের মৃত্যুর ফলে মেষরা তাৎক্ষণিকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে তাদের একত্র করা হবে।

(খ) তিনি ক্রুশের উপরে সমস্ত পাপ বহন করেছেন, এই বিষয়টি অনেকের কাছে চারটি কারণে বিঘ্নজনক পাথরস্বরূপ ছিল:

[ক] মেষদের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গের অবস্থা তাঁকে আরও সম্মানিত করেছিল এবং তাঁর ক্ষমতাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছিল: "মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমি এই কথার ভিত্তিতে আমি আমার পিতার গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদন প্রত্যাশা করছি। আমাকে এই গৌরাবান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এই জন্য, আমি যেন বাছাইকৃত অবশিষ্টাংশদের জন্য উৎসর্গ স্বরূপ হতে পারি।" ঈশ্বরের পুত্র বলে খ্রীষ্ট যে অনন্তকাল থেকে তাঁর পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন তা নয়। তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ হল, তিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, মানুষের মধ্যে ইম্মানূয়েল হয়ে বাস করেছিলেন, মানুষের পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত হিসেবে খ্রীষ্টের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এখানে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করছেন তাঁর বিশ্বস্ত দাস হিসেবে (যিশাইয় ৪২:১)। এই জন্য তিনি বলেছেন, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র।" মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত যে, তিনি আমাদের প্রতি অধিক ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য তাঁর পুত্রকে ভালবেসেছেন। খ্রীষ্ট তাঁর পিতার ভালবাসার মূল্য কীভাবে দিয়েছেন তা দেখুন। তিনি তাঁর জীবন মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি কি ভেবেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত কাজ এবং তাঁর এই দুঃখভোগ এবং মৃত্যু ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার যথেষ্ট প্রতিদান এবং আমরা কি আমাদের জন্য সামান্যতম চিন্তা করেছি এবং এটি কি পৃথিবীর সবাইকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম? "এই জন্য আমার পিতা আমাকে ভালবাসেন", এর অর্থ হল, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং আমার রূপক দেহের সঙ্গে মিলিত হবে, "কারণ আমি আমার জীবন দিচ্ছি।"

[খ] তিনি তার জীবন মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করবেন তা পুনগ্রহণ করার জন্য, আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি।"

*প্রথমত*, এটি হল তাঁর পিতার ভালবাসার ফল, তাঁর উন্নত অবস্থার প্রথম ধাপ এবং সেই

ভালবাসার ফল। কারণ তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতমের একজন, যিনি মন্দ দেখতে পারেন না (গীতসংহিতা ১৬:১০)। ঈশ্বর ভালবেসে তাকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছেন।

*দ্বিতীয়ত*, এটি তাঁর অন্তরের চিন্তা ছিল যে তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ দেবেন এবং তাঁর নিষ্পাপ আত্মার দিক থেকে তিনি মহা কদরতীতে মৃত্যুর থেকে জীবিত হয়ে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন (রোমীয় ১:৪)। তিনি স্বর্গীয় কৌশল দিয়ে আপাতত মৃত্যুর কাছে হার মেনে নিয়েছেন, যেমন এর আগেই মৃত্যুবরণ করা। যেন তিনি আরও মহিমান্বিতভাবে মৃত্যুকে জয়লাভ করতে পারেন এবং কবরের উপরে বিজয়োল্লাস করতে পারেন। তিনি নিন্দিত দেহে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যেন মহিমান্বিত দেহ গ্রহণ করতে পারেন এবং পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হন। তিনি জীবন দানের জন্য উপযুক্ত ছিলেন এবং এর মাধ্যমে জগতের মানুষ পরিত্রাণের জন্য উপযুক্ত হয়েছিল, একটি গমের দানার মত (যোহন ১২:২৪): "গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি মরে না যায় তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়।"

[গ] তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ এবং মৃত্যুবরণ করেছেন (পদ ১৮): "কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার কাছে আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও আমার কাছে আছে।"

*প্রথমত*, এখানে খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করুন, জীবনের প্রভু, বিশেষরূপে তাঁর নিজ জীবন, যা তাঁর একান্ত নিজের মধ্যে রয়েছে।

১. সমস্ত পৃথিবীর বিরোধিতার মাঝে তাঁর নিজের জীবন রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং তাঁর সম্মতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবন কেড়ে নিতে পারবে না। যদিও মনে হয় যে, খ্রীষ্টের জীবন জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আত্মসমর্পণ। অন্যথা তাঁর জীবন জোর করে কেড়ে নেওয়া অসাধ্য ছিল কখনই তা গ্রহণ করা সম্ভব হত না। খ্রীষ্ট কখন তার শত্রুর হাতে পতিত হন নি, কারণ তিনি তা এড়িয়ে যান নি, কিন্তু তিনি নিজেই তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, কারণ তখন মানব জাতির জন্য তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছিল। "কেউ আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না।" এই রকম দাবী কখনোই কোন সাহসী বীরও করতে পারে নি।

২. নিজ প্রাণ দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

(১) এই কাজ করার সামর্থ্য তাঁর আছে। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আত্মা এবং দেহের মধ্যে মিলনের গিঁট তিনি খুলতে পারেন এবং কোন প্রকার হিংস্রতার কাজ ছাড়াই তিনি আত্মা ও দেহ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম এবং স্বেচ্ছায় নিজ দেহকে উত্থাপন করতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছায় আবার তা মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করতে পারেন। তিনি যখন উচ্চস্বরে ডাকবেন তখন মন্দ আত্মা তাদের মধ্য থেকে চলে যাবে।

(২) তাঁর এই কাজ করার অধিকার আছে। যদিও আমরা এর মধ্যে অনেক নিষ্ঠুরতার কাজ দেখতে পাই, কিন্তু আমরা একটি মাত্র কাজ করতে পারি তা হল যা ন্যায়সঙ্গত তা করা। আমাদের এই কাজ করার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু খ্রীষ্টের সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জীবন ব্যবহার করার। তিনি কোন ঋণী নন (আমাদের মত) জীবন কিংবা মৃত্যুর কাছে।

৩. পুনরায় গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু আমাদের নেই। আমরা একবার মৃত্যুবরণ করবো আর এই মৃত্যু হল মাটিতে জলের মত। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন তিনি তাঁর জীবন মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেন তখন তা তাঁর আয়ত্বের মধ্যে ছিল, তাঁর ডাকের আওতার মধ্যে ছিল, যেন তা পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্ট মনে এই কাছে অংশ নিয়েছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, এখানে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ দেখুন। যেহেতু কেউ তাঁর প্রাণ তাঁর কাছ থেকে বিধি সম্মতভাবে দাবী করে নিতে পারে নি কিংবা জোরপূর্বক কেড়ে নিতে পারে নি, তাই তিনি নিজেই স্বয়ং তাঁর জীবন মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য। তিনি আমাদের পরিত্রাণকর্তা স্বরূপ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন: "আমি এসেছি।" আমাদের জীবনের পাপের শোচনীয় অবস্থার জন্য তাঁকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তিনি নিজেকে উৎসর্গ রূপে দান করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই যীশু খ্রীষ্টের শরীর একবারই উৎসর্গ দেবার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের পাক পবিত্র করা হয়েছে (ইব্রীয় ১০:১০)। তিনি হলেন উৎসর্গের উপাদান এবং উৎসর্গ উভয়ই। অর্থাৎ খ্রীষ্ট মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন নিজেই মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

## যোহন ১০:১৯-২১ পদ

খ্রীষ্ট এর আগে যে সব কথা বলেছিলেন সেই সব কথাকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্ট সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতের ভিন্নতার বিবরণ আমরা এই অংশে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে অমিল দেখা দিল, সৃষ্টি হল ধর্ম বিষয়ে মতের বিভেদ, তাদের মতের ভিন্নতার জন্য দু'টি দলে পরিণত হল তারা এবং তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হল। এই রকম ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশের এবং মতানৈক্যের ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছিল (যোহন ৭:৪৩; ৯:১৬) এবং এখানে আর একবার বিভেদের সৃষ্টি হল। জোড়া লাগা কিংবা গঠনের চেয়ে ভাঙ্গন আরও দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটে। এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্টের কথার মাধ্যমে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এই ঘটনায় হয়তো তাদেরকে খ্রীষ্টের পক্ষে আরও বেশি সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। আসলে তা নয়, তারা দু'টি দল হয়েছিল এবং দু'টি দলই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি পরস্পর বিরোধী হিসেবে, যা খ্রীষ্ট আগে থেকেই বুঝতে পেরে তা উল্লেখ করেছিলেন (লূক ১২:৫১): "তোমরা কি মনে করছো, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? তোমাদেরকে বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ।" পাপের কাছে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেয়ে বরং খ্রীষ্টের শিক্ষা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া ভাল (লূক ১১:২১)। আসুন আমরা স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করি, তাদের মধ্যে কি তর্ক হয়েছিল।

ক. কেউ কেউ খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তা উপলক্ষ্য করে খ্রীষ্ট এবং তাঁর কথাকে উদ্দেশ্য করে জঘন্য ভাষায় কথা বলেছিল। অনেকে ছিল যা প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতার মনোভাবকে প্রকাশ করতো আবার অনেকে ছিল যারা চরম শত্রু হলেও মুখ দিয়ে প্রকাশ করতো না কিন্তু খ্রীষ্টের ক্ষতি করার জন্য মন্দ অভিসন্ধি আটত। তারা এক হয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে খোলাখুলিভাবে বলল, "তাকে মন্দ রূহে পেয়েছে, সে পাগল; তোমরা তাঁর কথা কেন শুনছো?"

১. তারা খ্রীষ্টকে অপবাদ দিল মন্দ আত্মাগ্রস্ত বলে। জগতের সর্বশ্রেষ্ট মানুষকে সবচেয়ে

জঘন্য চরিত্রের মানুষ বলে আখ্যা দিল তারা: "সে একজন পাগল মানুষ, সে উন্মাদ এবং বিকারগ্রস্থ। পাগলা গারদে থাকা মানুষের মত এলোমেলো কথা শোনার চেয়ে কান বন্ধ করে রাখা অনেক ভাল।"

২. তারা তাঁর শ্রোতাদের বিদ্রুপ করে বলল, "তোমরা তার কথা কেন শুনছো? সে কি কথা বলছে তা গভীর মনযোগ দিয়ে শুনে কেন তোমরা তাকে এভাবে উৎসাহিত করছো?" লক্ষ্য করুন, শয়তান মানুষের মত থেকে ঈশ্বরের কথা এবং ঈশ্বরের আদেশ মুছে ফেলে তা এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, মানুষের কাছে তা অত্যন্ত দুর্বল ও মূর্খ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে সে ঈশ্বরের আদেশ সহজেই অমান্য করে এবং এভাবেই শয়তান তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ এইভাবে তাদের প্রয়োজনীয় খাবারকে হাস্যকর বিষয় বলে মনে করে না। কিন্তু তবুও এই লোকেরা তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি খাবারকে হাস্যকর বিষয় বলে মনে করেছিল। যারা খ্রীষ্টের কথা শুনছিল এবং তাদের মধ্যে যাদের মিশ্র বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল তারা খুব শীঘ্র একটি ভার বক্তব্য দিতে সমর্থ হয়েছিল যে, কেন তারা তার কথা শুনছে?

খ. অন্যদল খ্রীষ্টের পক্ষে এবং তাঁর কথার সমর্থনে দাঁড়াল। যদিও তর্কের স্রোত অত্যন্ত প্রবলভাবে বইছিল এবং এই স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা খুব সাহসের কাজ ছিল এবং যদিও তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি এবং খ্রীষ্টের কথার অপব্যবহার করার জন্য এইভাবে মনযোগ দিয়ে শোনে নি। যদি তারা তাঁর সম্পর্কে কোন কথা না বলত, তাহলে তারা এই কথাই সমর্থন করতো যে, তিনি একজন বুদ্ধি-জ্ঞান সম্বলিত মানুষ, তাঁর মধ্যে কোন মন্দ-আত্মা নেই, তিনি কোন মূর্খ ব্যক্তি বা পাপী নন। দেখা গেছে অনেক মানুষ তার বিপক্ষে অন্যদের উস্কিয়ে দেয় আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে, কেউ কেউ খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করে। কিন্তু কখনো কখনো মানুষ খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচার সম্পর্কে অত্যন্ত অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য অপবাদ এবং নিন্দাসূচক কথা বলে। দু'টি বিষয়ে তারা যুক্তি দেখাল:

১. তাঁর শিক্ষার মহত্ব: তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন তা মন্দ-আত্মাগ্রস্থ মানুষের কথা নয়। তার কথাগুলো মিথ্যে বানোয়াট বা কাল্পনিক নয়। যারা পাগল তারা এমনভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। তাঁর কথা শয়তান দ্বারা চালিত কোন ব্যক্তির কথার মত কিংবা স্বেচ্ছাচার মূলক কোন কথার মত নয়। যদি খ্রীষ্টান ধর্ম সত্য ধর্ম না হত তাহলে সমস্ত পৃথিবীর বুকে নিশ্চিতভাবে মহা প্রতারণা করা হত। তাই যদি হত তাহলে তা শয়তানের ধর্ম হত, যে সমস্ত মিথ্যার পিতা। কিন্তু এটি সুনিশ্চিত যে, খ্রীষ্টের শিক্ষা শয়তানের কোন শিক্ষা নয়। কারণ খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে। শয়তান অতি ধূর্ততার সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টের কথার মধ্যে অনেক পবিত্রতা রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা এ কথা নিশ্চিতভাবে জানি যে, খ্রীষ্টের এই কথা কোন অবস্থাতেই শয়তানের কথা নয়। তাই এই এক ব্যক্তির কথাগুলো ঈশ্বরের প্রেরিত কথা। তা দোজখ থেকে বলা হয় নি। তাই নিঃসন্দেহে তা স্বর্গ থেকে এসেছে।

২. তাঁর আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা: মন্দ রূহেরা কি অর্থাৎ যাকে মন্দ রূহে পেয়েছে সেই লোকটি কি এভাবে অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে? কোন পাগল মানুষ কিংবা কোন খারাপ মানুষ কখনোই কোন আশ্চর্য কাজ করতে পারে না। শয়তান প্রকৃতির ক্ষমতার প্রভু

নয় যে, সে এই রকম আশ্চর্য কাজ করতে পারবে। যাদের প্রয়োজন আছে এমন লোকের জন্য ইচ্ছাপূর্বক মানবতার কাজে কখনোই শয়তান নিবেদিত হবে না। শয়তান মানুষের চোখ খোলার চেয়ে অত্যন্ত দ্রুত বন্ধ করতে সক্ষম। তাই যীশু মন্দ আত্মাগ্রস্থ নন।

## যোহন ১০:২২-৩৮ পদ

এই অংশে আমরা মন্দিরে যীশু খ্রীষ্ট এবং যিহূদীদের মধ্যে আর একটি বিবাদের বিবরণ দেখতে পাই। অনুগ্রহপূর্ণ কথা যা খ্রীষ্টের মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অথবা যে বিদ্বেষপূর্ণ কথা অন্যদের মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এর মধ্যে কোন কথা বেশি শক্তিশালী ছিল তা বলা কঠিন।

ক. কোন সময়ে এই তর্ক বিতর্ক হয়েছিল তা আমরা এখানে দেখতে পাই: মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর্বের সময় এই ঘটনা ঘটেছিল। আর তখন ছিল শীতকাল। মন্দিরের নতুন বেদি এবং পবিত্রকরণের উৎসর্গের স্মরণার্থে প্রতি বছর একবার সম্মিলিতভাবে এই পদ পালন করা হত। মন্দির অপবিত্র করা হয় এবং বেদি কলুষিত করার পর যিহূদা ম্যাক্কাবিয়াসের দ্বারা আবার তা পবিত্রকৃত এবং বেদি মেরামত করা হয়। এই সম্পর্কে বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায় ম্যাক্কাবিয়াসের ইতিহাসে। আমরা এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই, দানিয়েল ১৮:১৩,১৪ পদে। তাদের স্বাধীনতার বিষয়টি তাদের কাছে মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করার মত এবং এই বিষয়টি স্মরণার্থে তারা ডিসেম্বর মাসের শুরুতে, যিহূদীদের কিসলিউ মাসের পঁচিশ তারিখ এই পদ পালন করত। আটদিন ধরে চলত এই ঈদ। এই পদ উদ্‌যাপন যিরূশালেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বর্গীয় পদ হলেও প্রত্যেকে তার নিজ নিজ এলাকায় তা পালন করতে পারত। কোন পবিত্র সময়ে নয়, কিন্তু যে কোন ভাল সময়ে পুরীম পর্বের মত (ইষ্টের ৯:১৯)। খ্রীষ্ট পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন যিরূশালেমে অবস্থান করছেন, পদ উদ্‌যাপনের জন্য নয়, পদ পালনের আবশ্যকতার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত হন নি। কিন্তু পর্বের এই আট দিন তাঁর উত্তম কাজ করার পরিকল্পনা ছিল।

খ. যেখানে এই ঘটনা ঘটেছিল সেই স্থানটি কোথায় ছিল (পদ ২৩): "যীশু মন্দিরের মধ্যে রাজা শলোমনের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।" শলোমনের বারান্দার কথা উল্লেখ রয়েছে (প্রেরিত ৩:১১)। শলোমনের বারান্দার নামকরণের কারণ এটি নয় যে, শলোমনের সময় প্রথম এই স্থানে প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর তাই শলোমনের স্মরণার্থে এই নামকরণ করা হয়। শলোমনের বারান্দায় হেঁটে বেড়িয়ে তিনি মহান সেনহেড্রিনের কার্যাবলী লক্ষ্য করেছিলেন, যা ঐ স্থানে স্থাপিত ছিল (গীতসংহিতা ৮২:১)। তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এবং যে কোন লোকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর কাজ সম্পর্কে বলতে পারেন। বারান্দায় হেঁটে বেড়ানোর ব্যাপারটি দেখায় যে, তিনি হয়তো কিছু সময় একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অবহেলিত ব্যক্তির মত। মন্দিরের ধ্বংসের কথা আগের থেকে বুঝতে পেরে বিষন্ন মনে হাঁটছিলেন। এই লোকেরা খ্রীষ্টকে মন্দিরের মধ্যে খুঁজে পেয়ে তাঁকে কিছু বলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে হাঁটছিল।

গ. এই আলাপচারিতায় আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্টের কাছে যিহূদীরা একটি গুরুতর প্রশ্ন করল, পদ ২৪। যিহূদী নেতারা যীশু খ্রীষ্টের চারপাশে জমায়েত হল তাঁকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে। খ্রীষ্ট অপেক্ষা করছিলেন যেন তিনি

তাদের জন্য অনুগ্রহপূর্ণ কোন কাজ করতে পারেন। আর অন্য দিকে এই সব যিহূদী নেতারা সুযোগ খুঁজছিল যেন যে কোন প্রকারে খ্রীষ্টের ক্ষতি করতে পারে। তাঁর পিতার গৃহ, মন্দিরে বিঘ্ন ছাড়া তিনি কখনোই আনন্দিত মনে সময় কাটাতে পারেন নি। যিহূদী নেতারা খ্রীষ্টকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল, যেন তিনি শত্রুপক্ষের সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। অথবা মৌমাছির মত তাঁর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে। তারা খ্রীষ্টের চারপাশে এসে দাঁড়াল এবং তাঁকে বেষ্টন করল তা দেখে মনে হতে পারে যে, তারা হয়তো খ্রীষ্টের প্রতি ঐক্যমত্য হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করছে। দেখে মনে হতে পারে যে, কোন একজন নিরপেক্ষতার ভান করে সত্য সম্পর্কে জানার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে এসেছে। কিন্তু তারা খ্রীষ্টের প্রতি আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তারা এমনভাবে কথা বলছিল যে, তা দেখে সম্ভবত তারা তাদের জাতির চিন্তার কথাই বলছে, যেমন তারা ছিল তাদের জাতির মুখ স্বরূপ। তারা খ্রীষ্টকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন: "আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি খ্রীষ্ট হও তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল।"

(১) তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করল। তারা এমন ভাব প্রকাশ করল যে খ্রীষ্ট এই পর্যন্ত তাদের অন্যায়ভাবে সন্দেহের মধ্যে রেখেছেন। *Ten psychen hemon aireis* – "আর কত দিন আমাদের আত্মাকে চুরি করে রাখবে?" অথবা "আমাদের আত্মাকে দূরে সরিয়ে রাখবে?" তারা জঘন্যভাবে জানালো যে, মানুষের যে ভালবাসা এবং সম্মান তিনি অর্জন করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। তিনি অন্যায়ভাবে তা অর্জন করেছেন; যেভাবে অবশালোম ইস্রায়েলীয়দের হৃদয় হরণ করেছিল, যেমন পথভ্রষ্টকারীরা মিথ্যা কথা বলে ও প্রলোভন দেখিয়ে সরল মানুষদের ঠকায় এবং বিশ্বাসীদের নিজেদের দলে টেনে নেয় (রোমীয় ১৬:১৮; প্রেরিত ২০:৩০)। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী যা মনে করেন আমরা তাই মনে করি: "আর কত দিন তুমি আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি আদৌ খ্রীষ্ট কিনা এই সম্পর্কে আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি কি আমাদের এই প্রশ্নের সুরাহা করতে সমর্থ নও?" এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] এটি ছিল তাদের ধর্মের বিশ্বাসহীনতার ফল এবং ঘোরতর বিদ্বেষ। এরপরে আমাদের প্রভু যীশু আরও পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং খ্রীষ্ট, কিন্তু তারা তখনও খ্রীষ্ট সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছিল। বিষয়টি যখন তাদের কাছে সহজেই বোধগম্য হত তখন তারা তা ইচ্ছাকৃতভাবে সন্দেহের মধ্যে রাখল। তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, তিনিই খ্রীষ্ট এবং একই সঙ্গে তাদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা বলেছিল, না, তিনি সেই খ্রীষ্ট নন যার প্রত্যাশায় তারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। যাদের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা রয়েছে, যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে যে বিষয় নিয়ে তারা প্রবলভাবে বিতর্ক করছিল তার গুরুত্ব এমনভাবে হ্রাস পাবে যেতারা যে প্রতিবাদ করার জন্য বিতর্ক করছিল তা তুচ্ছ এবং হালকা বিষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু বিষয়টি সুরাহা না হয়ে ঝুলে থাকবে।

[২] এটি ছিল তাদের নির্লজ্জতার এবং অসঙ্গত আচরণের দৃষ্টান্ত যে, তারা খ্রীষ্টের উপর তাদের সন্দেহের দোষ চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন, তার কাজে এবং কথায় অসঙ্গতির জন্য তিনি তাদের সন্দেহের মধ্যে রেখেছেন। অথচ তারা নিজেরাই প্রকৃত সত্যকে তাদের কুসংস্কারপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা অস্পষ্টতার মধ্যে রেখেছিল। যদি জ্ঞানের বচন সন্দেহের

সৃষ্টি করে তাহলে মানুষ অনেক সত্য বিষয় জানা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট জানেন এর প্রতিটি অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে সক্ষম। খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে থাকেন আর আমরা নিজেদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করি।

(২) তারা তাঁর কাছে দাবী জানাল যে, তিনি আদৌ খ্রীষ্ট কিনা এই ব্যাপারে যেন তিনি তাদের স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট উত্তর দেন: "অনেক লোক তোমাকে যেভাবে বিশ্বাস করে যদি তুমি সত্যিই খ্রীষ্ট হয়ে থাক তাহলে আমাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে বল। কোন রূপক কথার দ্বারা বলবে না, যেমন, *আমিই পৃথিবীর জ্যোতি* বা *ভাল রাখাল* এবং এই রকম। তুমি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বল, তুমি কি সত্যিই খ্রীষ্ট, নাকি তুমি যোহনের মত, যিনি খ্রীষ্ট ছিলেন না" (যোহন ১:২০)। এই বিষয়ে জরুরিভাবে জানার জন্য তাদের প্রশ্ন করার ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলেই মনে হয়, তারা সত্য জানার আকাঙ্খা নিয়ে এই দাবী করছেন, তারা যেন গ্রহণ করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু তাদের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল মন্দ। তাদের চিন্তা বাস্তবিক ভাল ছিল না। কারণ যদি তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন যে তিনিই খ্রীষ্ট তাহলে রোমীয় সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রু হিসেবে প্রমাণ করাবার জন্য তাদের জন্য আর অন্য কিছুর প্রয়োজন হত না। প্রত্যেকে এই কথা জানত যে, খ্রীষ্ট হবেন একজন রাজা। এই কারণে যদি কেউ এই দাবী করে যে, তিনি খ্রীষ্ট তাহলে তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হবেন। এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা খ্রীষ্টকে চাপ দিচ্ছিল যেন তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি কে। তারা চাইছিল যেন তিনি এই কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট। কিন্তু তারা খ্রীষ্টকে নিজের সম্পর্কে যা বলার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল, অথচ খ্রীষ্ট যখন ইতোপূর্বে নিজের সম্পর্কে কথা বলছিলেন তখন তারা বলেছিল, "তোমার সাক্ষী সত্য নয়, কারণ তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষী দিচ্ছ" (যোহন ৮:১৩)।

২. খ্রীষ্ট তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে:

(১) তিনি বিন্দুমাত্র তাদের সীমাহীন অবিশ্বাস এবং সন্দেহপ্রবণতা অনুযায়ী আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

[১] যা তিনি বলেছিলেন: "আমি তো তোমাদের বলেছি।" তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র, মনুষ্যপুত্র, তাঁর মধ্যে জীবন আছে, বিচার কাজ সম্পন্ন করার অধিকার তাঁর আছে, ইত্যাদি। এই সব কিছু কি তাঁকে খ্রীষ্ট বলে প্রমাণ করে না? এই সব বিষয় তিনি তাদের বলেছিলেন, কিন্তু তারা এর উপর প্রমাণ আনে নি। তাহলে এই কথা আবার কেন তাদের বলতে হবে? এটি কি কেবলমাত্র তাদের কৌতূহলের সন্তুষ্টির জন্য? তারা বিশ্বাস করে নি। তারা দাবী করেছিল যে, তারা কেবলমাত্র সন্দেহ পোষণ করেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার উপর তারা বিশ্বাস করে নি। ধর্মের প্রতি স্পষ্ট বিশ্বাসহীনতার চেয়ে ধর্মে সন্দেহবাদ বেশি ভাল নয়। ঈশ্বর আমাদের কীভাবে শিক্ষা দেন তা এখানে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কীভাবে আমাদের সহজভাবে তার চিন্তার কথা ব্যক্ত করবেন সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে জানার জন্য আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যে সমস্ত স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করেছি এবং যা কিছু তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমরা যেন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। যদি আমরা এর উপর বিশ্বাস না করি এবং যদি

এতে সম্মত না থাকি তাহলে চিরকাল আমরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকব।

[২] তিনি তাঁর জীবনের উদাহরণ দিতে তাঁর কাজের কথা উল্লেখ করলেন। তা কেবল সম্পূর্ণ খাঁটি ছিল তাই নয় কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত উপকারী এবং তাঁর শিক্ষার সমরূপ। বিশেষ করে তাঁর আশ্চর্যকাজসমূহ, যা তিনি তাঁর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত করতে সম্পাদন করেছিলেন। এই কথা নিশ্চিত যে, যদি ঈশ্বর কারও সহবর্তী না থাকেন তাহলে কোন মানুষের পক্ষে এই রকম আশ্চর্য কাজ করা সম্ভব নয় এবং মিথ্যা আশ্চর্য কাজ প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন না।

(২) খ্রীষ্ট তাদের একগুঁয়েমি এবং বিশ্বাসহীনতার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং দোষী করলেন। কেবল তাই নয় তাদের মনে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য অত্যন্ত সহজ সরল এবং শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করলেন: "তোমরা বিশ্বাস কর নি।" পুনরায় বললেন, "তোমরা বিশ্বাস কর নি। তোমরা তোমাদের একই অবস্থানে আছ, তোমরা তোমাদের বিশ্বাসহীনতার একগুঁয়েমির মধ্যে আছ।" কিন্তু যে কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন তা ছিল খুব আশ্চর্যজনক: "তোমরা বিশ্বাস কর নি, কারণ তোমরা আমার মেষ নও। তোমরা আমার উপর বিশ্বাস কর নি কারণ, তোমরা আমার মেষ হতে চাও নি।"

[১] "তোমরা আমার শিষ্য হতে ইচ্ছুক নও, নম্রভাবে শিক্ষা গ্রহণের মনোভাব তোমাদের নেই, খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং নিয়ম গ্রহণ করার জন্য তোমাদের মধ্যে আকাঙ্খা নেই। তোমরা তোমাদের দল নিয়ে মেষপালকের সঙ্গে যুক্ত হতে চাও নি, তোমরা আমাকে দেখার জন্য এবং আমার ডাক শোনার জন্য আমার কাছে আস নি।" খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তাদের বিদ্বেষের ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল যে, তারা পাপ এবং বিশ্বাসহীনতার গোলামে পরিণত হয়েছিল।

[২] "তোমরা আমার শিষ্য হওয়ার জন্য ইচ্ছুক নও, আমার পিতা যাদেরকে আমার হাতে দিয়েছেন, যাদের অনুগ্রহ এবং মহিমার কাছে আনা হয়েছে, তোমরা তাদের মত নও। তোমরা সেই বাছাই করা লোক নও। যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসহীনতার অবিচল থাক তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে এটি প্রমাণ করবে যে, তোমরা আমার শিষ্য নও।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যাদের কখনো বিশ্বাসের অনুগ্রহ প্রদান করেন না তাদের জন্য স্বর্গ এবং সুখের পরিকল্পনাও করেন না। দাম্পত্য জীবনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে শলোমন কি অমর বচন বলেছেন, "ব্যাভিচারী স্ত্রীদের মুখ গভীর খাত; সদাপ্রভুর ক্রোধপাত্রই তার মধ্যে পড়বে" (হিতোপদেশ ২২:১৪)। *Non esse electum, non est causa incredulitatis propriè dicta, sed causa per accidens. Fides autem est donum Dei et effectus prædestinationis* – বাছাইকৃতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় প্রকৃত কারণ ধর্মে অবিশ্বাস নয় কিন্তু একমাত্র কারণ ছিল অনিবার্য্য কারণ। কিন্তু বিশ্বাস হল ঈশ্বরের দান এবং ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব থেকে নির্ধারণের ফল।

(৩) খ্রীষ্ট এখানে যারা তাঁর মেষ তাদের অনুগ্রহে পূর্ণ অবস্থা এবং সুখের অবস্থা এই উভয়ের বর্ণনা করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। কারণ এই রকম অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সেখানে ছিলেন, যদিও নেতারা তা ছিল না।

[১] যারা তাঁর মেষ ছিল না তাদের দিল থেকে তিনি সন্দেহ দূর করে তার প্রতি আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। মেষের চরিত্র কি তা তিনি তাদের কাছে বললেন।

*প্রথমত*, তারা তাঁর ডাক শোনে (পদ ২৭), কারণ তারা তাঁর ডাক চেনে (পদ ৪) তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যেন তারা তাঁর ডাক শোনে, পদ ১৬। তারা এই ডাকের প্রভেদ বুঝতে পারে, "এটি আমার প্রিয়জনের ডাক।" যখন তারা তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর পায়ের কাছে বসে তখন তারা তাঁর কথা শুনে আনন্দ লাভ করে। তারা তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করে এবং তাঁর কথাকে তাদের জন্য নিয়ম বলে তারা মনে করে। খ্রীষ্ট তাদেরকে তাঁর মেষ বলে গণ্য করে না যারা তাঁর ডাকে কান বন্ধ করে রাখে এবং তাঁর মনোমুগ্ধকর কথায় কান দেয় না (গীতসংহিতা ৫৮:৫)।

*দ্বিতীয়ত*, তারা তাঁর পিছনে পিছনে চলে। তারা স্বেচ্ছায় বাধ্যতার দ্বারা তাঁর আদেশ পালন করার জন্য তাঁর পরিচালনার কাজে নিজেকে সমর্পণ করে এবং তাঁর পরিচালনায় চলতে গিয়ে অসীম আনন্দ লাভ করে। সব সময়ের জন্য এই আদেশের বাণী উচ্চারিত হয়েছে, "আমার পিছনে পিছনে চল।" আমরা তাঁকে আমাদের নেতা এবং সেনাপতি হিসেবে বিবেচনা করবো এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করব, তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটব, তাঁর কথার নির্দেশ অনুযায়ী চলব, আমাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নেব, তাঁর আত্মার পরিচালনার অধীনে থাকব, মেষের মত রাখালের পেছনে পেছনে যে কোন স্থানে যাব। তাঁর ডাক শোনা বৃথা হবে যদি আমরা তাঁর পিছনে পিছনে না চলি।

[২] তাদের তিনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন যে, তাদের খ্রীষ্টের মেষ না হওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং দুঃখজনক বিষয়। তিনি এখানে অনুগ্রহের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যে সমস্ত শিষ্যদের অবজ্ঞা এবং তুচ্ছ করা হয়েছিল তাঁর সেই সব হত দরিদ্র লোকদের কি সাহায্য করা হবে এবং তাদের জন্য কি অসীম সুখ রয়েছে তার বর্ণনাও তিনি করলেন। অধিকন্তু তিনি বললেন যে, যারা তাঁর মেষ নয় তাদের দ্বারা তাঁর নিজের মেষদের প্রতি যে কোন বিদ্বেষমূলক আচরণ তিনি প্রতিহত করবেন। শত্রুদের ক্ষমতা এবং প্রভাব তিনি দমন করবেন যেন তাঁর মেষদের কোন ক্ষতি না হয়।

*প্রথমত*, আমাদের প্রভু যীশু তাঁর মেষদের সম্পর্কে খুব ভাল করে জানেন এবং তাদের প্রতি তাঁর লক্ষ্য রয়েছে: "মেষগুলো আমার ডাক শোনে এবং আমি তাদের জানি। তিনি অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করেছেন (২ তীমথিয় ২:১৯) প্রত্যেকের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে (গীতসংহিতা ৩৪:৬), তিনি জানেন তাদের অভাব এবং আকাঙ্খা, তিনি তাদের আত্মার বিপদের অবস্থা জানেন, তিনি জানেন কোথায় তাদের খুঁজে পাবেন, কি তাদের জন্য করতে হবে, সবই তিনি জানেন। তিনি জানেন অন্য মেষরা দূরে আছে। কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে, তারা তাঁর নাগালের মধ্যেই আছে।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাদের জন্য সুখের ব্যবস্থা করেছেন, তাদের তাঁর অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত করেছেন: "আমি তাদের অনন্ত জীবন দেই (পদ ২৮)।"

১) যে অবস্থা তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা খুবই ঐশ্বর্যশালী এবং মূল্যবান। তা হল জীবন, অনন্ত জীবন। মানুষ সজীব প্রাণী। এই জন্য মানুষের জীবনে সুখের প্রয়োজন। মানুষের রয়েছে অবিনশ্বর আত্মা। আর এই আত্মার জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবন। অনন্ত

জীবনের মধ্যে রয়েছে অসীম সুখ এবং শান্তি।

২) এটি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়: "আমি তাদের অনন্ত জীবন দেই। আমি নিজে তাদের প্রদান করি।" অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য এটি দর কষাকষি কিংবা বিক্রয়ের বিষয় নয়। কিন্তু এটি যীশু খ্রীষ্টের বিনামূল্যের দানের দ্বারা প্রদান করা হয়। দাতার এটি দেবার ক্ষমতা রয়েছে। যিনি জীবনের উৎস, অনন্তের পিতা, খ্রীষ্টকে অনন্ত জীবন দেওয়ার সর্বময় অধিকার দিয়েছেন (যোহন ১৭:২)। "আমি অনন্ত জীবন দেব তা নয়, কিন্তু আমি তা এখনই দিচ্ছি। এটি এই মুহূর্তের দান। তিনি এটি দেবার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তিনি তা দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং দেবার জন্য স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ, প্রথম ফল এবং পূর্বে আস্বাদিত। এই আত্মিক জীবন যা অনন্ত জীবনের শুরু, স্বর্গ বীজের মধ্যে, কুঁড়ির মধ্যে, অঙ্কুরের মধ্যে।

*তৃতীয়ত*, এই সুখকে নিশ্চয়তা দান করা এবং রক্ষা করার দায়িত্ব ভার তাঁর উপর অর্পিত আছে।

ক. চিরকালীন ধ্বংসের হাত থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। তিনি এই কথা বলেছেন যে, তিনি কখনোই বিনষ্ট হবে না। যেমন অনন্ত জীবন আছে তেমনি অনন্ত মৃত্যুও আছে। আত্মা ধ্বংস হয় না কিন্তু নষ্ট হয়। এটি চলমান কিন্তু এর সান্ত্বনা এবং সুখ পুনরুদ্ধারের অসাধ্য বলে নষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বাসীগণ এই কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে। যদি কেউ ক্রুশের নীচে আসে তবে সে দোষী বলে গণ্য হবে না। কোন ব্যক্তি দোজখে না যাওয়া পর্যন্ত বিনষ্ট হবে না। কারণ দোজখে না যাওয়া পর্যন্ত তার আশা থাকে। খ্রীষ্টের পালের মধ্য থেকে প্রায়ই কোন না কোন মেষ হারিয়ে যায় এবং তাদের ক্ষতি হওয়ার জন্য কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট সব সময় তাদের রক্ষা করার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।

খ. তারা অনন্তকালীন সুখ থেকে দূরে থাকবে না। কারণ তা তুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের রক্ষা করাতে তা দেবেন।

(ক) কারণ তাঁর ক্ষমতা তাদেরকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত রয়েছে: "কেউই আমার হাত থেকে তাদেরকে কেড়ে নেবে না।" মেষদের নিয়ে এখানে বিরাট প্রতিযোগিতা চলছে। তিনি তাঁর মেষদের প্রতি এত যত্নশীল যে, তিনি কেবলমাত্র তাঁর খোঁয়াড়ের মধ্যে তাদেরকে রেখেছেন এবং তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর হাতের তালুতে এবং অধীনে তাদের রেখেছেন। তাঁর বিশেষ ভালবাসা তাদের ঘিরে রেখেছে এবং তিনি স্বয়ং তাদের সুরক্ষিত করে রেখেছেন। তিনি তাঁর সব লোকদের নিজের অধীনে রেখেছেন (দ্বি.বি. ৩৩:৩)। তবুও তাদের শত্রুরা এতটাই দুঃসাহসী যে তারা যাঁর অধীনে রয়েছে, যিনি তাদের লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাঁর হাত থেকে তারা তাদের কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু তাঁর হাত থেকে তারা কেড়ে নিতে পারে না, চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হয়। লক্ষ্য করুন, যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আছে। শিষ্যদের পরিত্রাণ তারা নিজেরা সংরক্ষণ করছে না কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর দ্বারা তা সংরক্ষিত হচ্ছে। ফরীশী এবং ধর্মীয় নেতারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ভয় ভীতি দেখিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যেন তারা খ্রীষ্টের পিছনে পিছনে না যায়। তারা তাদের গালাগালি নিন্দা এবং তিরষ্কার করছিল এবং তাদের বিভিন্নভাবে আতঙ্কগ্রস্থ করার

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন যে, তারা কৃতকার্য্য হতে পারবে না।

(খ) তাঁর পিতার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে (পদ ২৯): "কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারবে না।" তিনি মানবীয় দুর্বলতায় প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাই পাছে তাদের নিরাপত্তা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর পিতার নিরাপত্তার কাছে তাদের নিয়ে এসেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

[ক] পিতার ক্ষমতা: "আমার পিতা সকলের চেয়ে মহান, মণ্ডলীর অন্য সকলের চেয়ে মহান, অন্য সকল রাখাল নেতা কিংবা পরিচর্যাকারীর চেয়ে মহান এবং তারা যে কাজ করতে অসমর্থ তিনি সেই সমস্ত কাজ করেন।" যে সমস্ত রাখাল অলসভাবে থাকে এবং ঘুমিয়ে থাকে তাদের কাছ থেকে খুব সহজেই শত্রুরা মেষদেরকে কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু তিনি দিনে ও রাতে সর্ব সময়ে তার মেষদের রক্ষা করে থাকেন। তিনি মণ্ডলীর সমস্ত শত্রুদের চেয়ে মহান। যারা মণ্ডলীর শান্তি বিনষ্ট করতে চায় সেই সব বিরোধিদের এবং শিষ্যদের সমস্ত বিশ্বাসহীনতার হাত থেকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করতে সমর্থ এবং তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম। তিনি দোজখ এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্মিলিত শক্তির চেয়েও মহান। তিনি পুরাতন সাপের চেয়ে প্রজ্ঞায় মহান, যদি অতি ধূর্ততার জন্য সে প্রসিদ্ধ। আগুনের মত বিরাট লাল দানবের চেয়েও তিনি শক্তিশালী, যদিও তার নাম *বাহিনী* এবং তার উপাধি হল *আধিপত্য* এবং *ক্ষমতা*। শয়তানের অনেক অনুচর আছে যারা শ্রেষ্ঠ তর ক্ষমতা অর্জনের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু তারা তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি (প্রকাশিত বাক্য ১২:৭,৮)।

[খ] মেষদের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল কাজ তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে সাধিত হয়ে আসছে: "আমার পিতা তাদেরকে আমার হাতে দিয়েছেন এবং তাঁর দেয়া দানকে তিনি যথাযথভাবে রক্ষা করবেন।" তাদেরকে পুত্রের হাতে দেওয়া হয়েছে, যেমন করে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে কোন ধনভাণ্ডারের রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও ঈশ্বর তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি যত্ন নিয়ে থাকেন। সমস্ত স্বর্গীয় পরামর্শের কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সমস্ত বেহেমতী ক্ষমতা ব্যাপৃত রয়েছে।

[গ] এই দু'টি বিষয় থেকে বিশ্বাসীদের রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ বা শয়তান কেউই পিতার হাত থেকে তাদের কেড়ে নিতে পারবে না, তাদের যে অনুগ্রহ রয়েছে তা থেকে কোন ক্রমেই তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। তাদেরকে যে মহিমা প্রদান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা থেকে কেউ তাদের বিরত রাখতে পারবে না। কেউ তাদের ঈশ্বরের আশ্রয় থেকে বের করে আনতে সক্ষম নয়, কেউ তাদের ক্ষমতার অধীনে আনতে সক্ষম হবে না। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কেউ তাঁর হাত থেকে তাদের কেড়ে নিতে পারবে না, কারণ তারা পিতার হাত থেকে তাদের কেড়ে নিতে পারবে না। যদি বলা হয় যে পুত্র সর্বশক্তিমান পিতার সঙ্গে এক নয় তাহলে এর বিতর্কের শেষ হবে না। সুতরাং পিতা ও পুত্র উপাদানে ও কার্যকলাপে এক ও অভিন্ন।

ঘ. এই আলোচনার জন্য খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যিহূদীদের প্রচণ্ড ক্রোধ এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা: "ইহুদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে নিল," পদ ৩১। এর আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন, এই কথা তাঁর পুনরাবৃত্তি ছিল না (পদ ৮:৫৯), কিন্তু তারা পাথর

কুড়িয়ে নিল - বিশাল পাথর। সেখানে অনেক পাথর জমা করে রাখা ছিল, কারণ কুকর্মকারীদের এইভাবে পাথর ছুড়ে মারার জন্য এই সব পাথর জমা করা থাকত। হয়তো তারা অন্য কোন স্থান থেকে নিয়ে এসে জমা করে রেখেছিল যেন যে কোন পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতের বিচার বর্হিভূতভাবে তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায়, তাঁকে যেন ধর্মদ্রোহীর দোষে অভিযুক্ত করা যায়। এই জন্য তারা অত্যন্ত তৎপর ছিল যেন যে কোন অসৎ কর্মের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা যায়, বিশেষ করে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ তাহলে তাদের আর আইনগত বিচারের প্রয়োজন হবে না। পিতা তাঁকে তাঁর সমস্ত কাজে সাহায্য এবং সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী এবং উৎসাহিত করার অভিজ্ঞতা খ্রীষ্টের রয়েছে। আর এই জন্য তাঁর সকল শিষ্যদের তাঁর হাতেও দিয়েছেন। তিনি পরিত্রাণকর্তার যে মহিমা নিশ্চিত করেছেন তা পরিত্রাণের মহিমাকে নিশ্চিত করবে। নিশ্চয়তাকে আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে খ্রীষ্টের মেষদের দরকার দৃঢ় সান্ত্বনা এবং উৎসাহ। এই দুই দায়িত্ব গ্রহ-ণকারীর মিলনকে তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন: "আমি আর পিতা এক এবং যুক্তভাবে কিংবা আলাদাভাবে বিশ্বাসীদের এবং তাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।" একতা, মিলন এবং উত্তম সমঝোতার চেয়ে এটি আরও অনেক বেশি কিছুর ইঙ্গিত দেয়। যা মানুষের পরিত্রাণ দানের কাজে পিতা ও পুত্রের মধ্যে রয়েছে। প্রত্যেক ভাল মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একমত বিশিষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে এক হতে পারে। সুতরাং এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে পিতা ও পুত্রের স্বভাব এক ও অভিন্ন, তাঁরা উভয়েই এক। তাঁরা একই সত্তার অধিকারী এবং তাঁরা ক্ষমতায় এবং মহিমায় এক। কিন্তু যিহূদীরা খ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করার জন্য মনে করেছিল তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে দাবী করছেন। আর এই জন্য তারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রতি তারা যে অ বিশ্বাসসূচক উক্তি করেছিল তা ছিল অযৌক্তিক।

১. তারা নির্লজ্জের মত নয় কিন্তু কর্তৃত্বের সুরে খ্রীষ্টের কাছে এই দাবী করেছিল যে তিনি আদৌ খ্রীষ্ট কিনা? কিন্তু এখন তিনি কেবল এ কথাই বলেন নি যে, তিনি খ্রীষ্ট কিন্তু তিনি যে খ্রীষ্ট এর প্রমাণও তিনি দিলেন, তারা তাঁকে একজন কুকর্মকারী হিসেবে অভিযুক্ত করলেন। যদি প্রচারকরা নম্রভাবে সত্যের বিষয়ে প্রচার করেন তাহলে তারা কাপুরুষ বলে তাঁর কলঙ্ক রটাবে। যদি সাহসের সঙ্গে প্রচার করেন তাহলে তারা তাঁকে উন্মাদ বলে বদনাম রটাবে। প্রজ্ঞা তাঁর সন্তানদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করবে।

২. এর আগে তারা একইভাবে খ্রীষ্টের প্রতি পাথর ছুড়ে মারার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে গোপন করে তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন (যোহন ৮:৫৯) । তবুও তারা আবার সেই একই অর্থহীন উদ্যোগ গ্রহণ করলো। দুঃসাহসিক পাপীরা স্বর্গের দিকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, কিন্তু তা ফিরে এসে তাদের নিজেদের মাথায় আঘাত করেছিল। তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিল কিন্তু কেউ তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারে নি এবং কখনোও কৃতকার্য হতে পারবে না।

৩. খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসহীনতার প্রতিবাদ করলেন (পদ ৩২): "পিতার আদেশ মত অনেক অনেক ভাল ভাল কাজ আমি তোমাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও?" তারা কি করেছে খ্রীষ্টের উত্তরে আমরা তা দেখতে পাই কারণ তারা কোন কিছু বলেছিলেন কিনা তা খুঁজে পাই না। সম্ভবত তারা জনতাকে

খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল যেন তারা তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং খ্রীষ্টকে পাথর ছুড়ে মারে। তারা হয়তো চিৎকার করে বলেছিল, "ওকে পাথর ছুড়ে মার!" যেমন করে তারা পরবর্তী সময়ে বলেছিল, "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।" যেখানে তিনি স্বর্গ থেকে আগুনের মাধ্যমে তাদের উত্তর দিতে পারতেন সেখানে তিনি অতি নম্র এবং শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "আমার পিতার আদেশ মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি তোমাদের দেখিয়েছি, সেগুলোর মধ্যে কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও?" তাঁর কথাগুলো এত বেশি কোমল ছিল যে, তাদের পাথরের মত কঠিন দিল একেবারে গলে যাওয়া উচিত ছিল। তাঁর শত্রুদের সাথে কথা-বার্তা বলার সময় তিনি তাঁর কাজ - চমৎকার ও বিখ্যাত কাজের বিষয় থেকে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। মানুষ তার কাজের দ্বারা প্রমাণ করে যে, সে কে। অভিব্যক্তি উত্তম এবং মহান কাজকে প্রকাশ করে।

১. তাঁর কাজের স্বর্গীয় ক্ষমতা তাদেরকে তাদের অনমনীয় বিশ্বাসহীনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তারা তাঁর যে সমস্ত কাজ দেখেছে তা ছিল ঈশ্বরের কাজ এবং তা প্রকৃতির কাজের অনেক উর্ধ্বে এবং স্বাভাবিক ক্ষমতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এতে তিনি তাদেরকে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সব কিছু করেছেন। এই কাজগুলো তিনি তাদের দেখিয়েছেন। মানুষের সামনে খোলাখুলিভাবে তিনি তা করেছেন। কোন আড়ালে বা গোপন স্থানে তিনি এই সব কাজ করেন নি। এই সব কাজ ঈশ্বরের কাজকে প্রমাণ করে এবং এই কাজ তাদের সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দেয় যে তারা অত্যন্ত কৌতূহলী এবং নিরপেক্ষ দর্শক। তিনি নিজেকে জাহির করার জন্য এই কাজগুলো মোমবাতির আলোতে করেন নি। কিন্তু তিনি দুপুর বেলা এই কাজ করেছেন (যোহন ১৮:২০): "আমি লোকদের কাছে খোলাখুলিভাবে কথা বলেছি।" আরও দেখুন, গীতসংহিতা ১১১:৬। তাঁর কাজ এমনই অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, তাঁর কাজের দায়িত্বের বৈধতাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।

২. তাঁর কাজের স্বর্গীয় অনুগ্রহ তাদেরকে চরম অকৃতজ্ঞ হিসেবে দেষী সাব্যস্ত করল। তিনি তাদের মধ্যে কেবলমাত্র আশ্চর্য কাজই করেন নি, কিন্তু অনুগ্রহপূর্ণ কাজও করেছেন, তাদের হতবুদ্ধি করার জন্য আশ্চর্য কাজ করেন নি কিন্তু তাঁর কাজ ছিল ভালবাসা এবং অনুগ্রহের কাজ, যা তাদের জন্য অনেক মঙ্গলজনক কাজ করেছিল, তাঁর কাজ তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করেছিল এবং তাদের তাঁর আপন করেছিল। তিনি রোগীদের সুস্থ করেছিলেন, কুষ্ঠরোগীদের পবিত্র পবিত্র করেছিলেন, ভুতদের মানুষের মধ্য থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এককভাবে বিবেচনা করে কাজটি করেন নি কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য বিবেচনা করে কাজ করেছেন। তিনি পুনরায় উল্লেখ করলেন এবং এই কথা যুক্ত করলেন, "সেগুলোর মধ্যে কোন কাজের জন্য আমাকে তোমরা পাথর মারতে চাও? তোমরা এই কথা বলতে পারবে না যে, আমি তোমাদের কারও কোন ক্ষতি করেছি এবং আমি কোন নিরীহ লোককে জ্বালাতন করেছি। যে কারণে তোমরা আমার সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করছ তা নিশ্চয়ই আমার কোন ভাল কাজের জন্য আর নিশ্চয়ই কোন মঙ্গলজনক কাজের অনুগ্রহের অংশী তোমরাও হয়েছ। এখন আমাকে বল আমার কোন ভাল কাজের ফলস্বরূপ তোমরা আমার প্রতি এই আচরণ করছ?" লক্ষ্য করুন:

(১) অতিশয় অকৃতজ্ঞতা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আমাদের পাপকে বৃদ্ধি করে থাকে

এবং এটি আমাদের আরও পাপপূর্ণ কাজে লিপ্ত করে। দেখুন ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যে কি যুক্তি উত্থাপন করেছেন (দ্বি.বি. ৩২:৬; যিরমিয় ২:৫; মীখা ৬:৩): "হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের কী করেছি? কীভাবে আমি তোমাদের কষ্ট দিয়েছি?"

(২) যদি আমরা এমন কোন লোকের সাক্ষ্য পাই যারা কেবল আমাদের বিনা কারণে ঘৃণা করছে তাই নয় কিন্তু বিপক্ষদের প্রতি আমাদের ভালবাসার কারণেও ঘৃণা করছে, তাহলে আমরা তা আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে করবো না (গীতসংহিতা ৩৫:১২; ৪১:৯): "এমন কি যে আমার প্রাণের বন্ধু, যার উপর আমার এত বিশ্বাস, সে আমার সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করে, সে আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে। যখন তিনি তাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও? এই কথার দ্বারা তিনি তাঁর নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করতে পেরে ভীষণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যা একজন মানুষকে তার কষ্টভোগের সময় উৎসাহ যোগাবে। খ্রীষ্টের উত্যক্তকারীরা কেন তাঁর সাথে এই রকম শত্রুতামূলক আচরণ করছে তা চিন্তা করার ভার তিনি তাদের উপরই ছেড়ে দিলেন এবং তারা যেন নিজেদের এই প্রশ্ন করে তিনি যতগুলো কাজ করেছেন তার মধ্যে কোন কাজ কি তাদের জনসাধারণের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে কিংবা কোন ক্ষতিকারণ কাজ করেছেন, যদি তা তা না হয়ে থাকে তাহলে কেন আমরা তাঁকে নির্যাতন করব? যেমন করে ইয়োব তাঁর বন্ধুদের পরামর্শ দিয়েছিলেন (ইয়োব ১৯:২৮)।

চ. খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের যুক্তি এবং যার উপর ভিত্তি করে তারা তাদের অভিযোগ এনেছিল তার কারণ, পদ ৩৩। যারা নিজের পাপ ডুমুরের পাতা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছে, তারা কি ঈশ্বর পুত্রের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করার যুক্তিসঙ্গত বিষয় খুঁজে পেয়েছে?

১. তারা এ কথা চিন্তা করতে পারে নি যে, তাদের দেশে এমন শত্রু আছে যাকে তাঁর ভাল কাজের জন্য নির্যাতন ভোগ করতে হবে: "ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না।" তারা তাঁর কোন কোন কাজকে ভাল কাজ বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে সুস্থতা দান (যোহন অধ্যায় ৫), জন্ম থেকে অন্ধ লোককে দৃষ্টি শক্তি দান (যোহন অধ্যায় ৯), এই সমস্ত আশ্চর্য কাজ সেই সমস্ত অঞ্চলে এ পর্যন্ত সবচেয়ে আলোচিত এবং সাড়া সাগানো কাজ ছিল। সবার কাছে এই কাজগুলো ভাল কাজ বলে স্বীকার করেছিল এবং এই আশ্চর্য কাজগুলো ছিল খুবই প্রশংসনীয়। তারা তাঁকে এই কারণ দেখিয়ে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছল যে, তিনি বিশ্রামবারে এই সমস্ত কাজ করেছেন। কিন্তু যদি তিনি কোন ভাল কাজ করে থাকেন তাহলে তারা এ কথা স্বীকার করবে না যে, ঐ ভাল কাজের জন্য তারা তাঁকে পাথর মারতে চায়। কিন্তু বাস্তবিক এই বিষয়গুলো তাদেরকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল (যোহন ১১:৪৭)। যদিও সবই ছিল একবারেই অযৌক্তিক, তবুও তারা তাদের অযৌক্তিকতাকে স্বীকার করবে না।

২. তারা এ কথা চিন্তা করলো যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ করেছেন এবং ঈশ্বরের মহিমা নিজের মহিমা বলে দাবী করেছেন। এই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনল তারা: "কারণ এই যে, তুমি একজন মানুষ হয়েও ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে নিজেকে দাবী করছ।" এখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) তারা দাবী করলো যে, নিয়ম-কানুনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। অথচ এটি ছিল তাদের কৌশল। তারা দেখাতে চাইল যে, স্বর্গীয় মহত্বের এবং সম্মানের জন্য তারা অত্যন্ত তৎপর। ধর্মের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণাজনক কাজের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে ধরে তাকে বিষয়ের সম্মুখীন করতে তারা সর্বদা প্রস্তুত এবং তার প্রতি চরম শাস্তি প্রদান করার জন্য তারা বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না। ধর্মদ্রোহীকে পাথর ছুড়ে মেরে হত্যা করা হত (লেবীয় ২৪:১৬): "আর যে সদাপ্রভুর নামের কুফরী করে, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে; সমস্ত মণ্ডলী তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে।" তারা এই কথা ভাবত এই আইন কেবল আইন সম্মত তাই নয় কিন্তু তা পবিত্র, যে কাজ তারা করেছিল স্তিফানের প্রতি (প্রেরিত ৭:৫৯)। লক্ষ্য করুন, পাপপূর্ণ কাজ প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত কাজ বলে প্রলেপ দেওয়া হয়। যেমন সুবিদিত বিবেকের চেয়ে বেশি সাহসী আর কিছুই নেই (যিশাইয় ৬৬:৫; যোহন ১৬:২)।

(২) চরম শত্রু হিসেবে সুসমাচারের প্রতি তারা চরম অ বিশ্বাসজনক কোন কাজ করতে পারে নি, কিন্তু খ্রীষ্টকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তারা সুসমাচারের চরম শত্রু হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করল। শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত মানুষের চরিত্রের উপর কলঙ্ক রটানো নতুন কোন ঘটনা নয়। এইভাবে জঘন্য কলঙ্ক রটিয়ে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে থাকে।

[১] তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয় তা ছিল ধর্মদ্রোহিতা, ঈশ্বর সম্পর্কে নিন্দাপূর্ণ এবং বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলা। ঈশ্বর স্বয়ং পাপীদের নাগালের বাইরে থাকেন, তিনি কোন অন্যায় সহ্য করেন না। এই জন্য শত্রুরা ঈশ্বরের নামের প্রতি তীব্র বিদ্বেষমূলক থুথু ফেলে আর এইভাবে তাদের মন্দ ইচ্ছা প্রদর্শন করে।

[২] অপরাধের প্রমাণ: "মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।" তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, এটিই যেমন ঈশ্বরের মহিমায় যা তখনই জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে যখন আমরা নিজেকে কেউ ঈশ্বর বলে দাবী করব। তেমনি ঈশ্বরের মহিমা হল এটাই যে, তাঁর সমকক্ষ হওয়ার মত আর কেউ নেই, আর এটি তখনই কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে যখন আমরা কেউ নিজেকে তাঁর সমকক্ষ বলে দাবী করব, অথবা আমরা যে কোন সৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর মত বলে দাবী করব। এখন:-

*প্রথমত*, তারা সত্য থেকে দূরে সরে ছিল। তারা ভেবেছিল ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সমকক্ষতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন - তিনিই ঈশ্বর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বলেন নি। তিনি বলেছিলেন তিনি আর পিতা এক এবং তিনি তাদের অনন্ত জীবন দেন। তিনি দাবী করেছিলেন যে, যদি তিনি এমন কোন ভুল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে থাকেন তাহলে তারা যেন তা উল্লেখ করে।

*দ্বিতীয়ত*, তারা আরও বেশি ভুল করেছিল যখন তারা খ্রীষ্টকে কেবলমাত্র একজন মানুষ রূপেই দেখেছিল এবং তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করার বিষয়টিকে তারা জোরপূর্বক ঈশ্বরের স্থান দখল করার বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন, আর এই দাবী তার নিজের তৈরি। তাঁরা এই কথা চিন্তা করেছিলেন যে, এটি একবারেই অসম্ভব এবং অধার্মিকতার বিষয় যে, তাঁর মত এমন একজন মানুষ যিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশে জন্মিয়েছেন, অতি নিম্নমানের জীবন-যাপন করেছেন, যিনি একজন ঘৃণিত ব্যক্তি, তিনি নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করেছেন

এবং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে উপাধি দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্য সম্মানের দাবীদার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন:

১) যারা একথা বলে যে, খ্রীষ্ট কেবলমাত্র একজন মানুষ এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি, যেমন সোসিনিয়ান (যীশু খ্রীষ্টকে মানব বলে স্বীকার করা) বলেছেন, বস্তুত তাঁকে ধর্মদ্রোহিতা দিয়ে অসুস্থ করা হয়েছে, কিন্তু নিজেদেরকে এই বিষয়ে যথার্থভাবে প্রমাণ করতে হবে।

২) যিনি একজন মানুষ, পাপী মানুষ, নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ করেছেন, যেমন পোপ করেছেন। যিনি দাবী করে থাকেন স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, তিনি প্রশ্নাতীতভাবেই একজন ধর্মদ্রোহী এবং তিনি নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টের শত্রু।

ছ. তাঁর বিরুদ্ধে আনীত তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে খ্রীষ্টের উত্তর (কারণ তারা এটি সত্য বলে দাবী করেছিলেন) এবং ভাল কাজসমূহ যা তারা ধর্মদ্রোহিতার কাজ বলে অভিযোগ করেছিলেন (পদ ৩৪ ইত্যাদি), সেখানে তিনি নিজেকে ধর্মদ্রোহী নন বলে প্রমাণ করলেন দু'টি যুক্তির দ্বারা:

১. তিনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে যুক্তি তুলে ধরলেন। তাদের শরীয়তে কি লেখা আছে তা তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি তাদের বললেন যে, তা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ রয়েছে। যে কেউ খ্রীষ্টের বিরোধিতা করে তাহলে সে শাস্ত্রেও বাক্যসমূহ বাদ দেয়। এটি লেখা আছে (গীতসংহিতা ৮২:৬): "আমিই বলেছি, তোমরা দেবতা, তোমরা সকলে সর্বশক্তিমানের সন্তান।" "যদি তারা ঈশ্বর হয়ে থাকে তাহলে আমি তাদের চেয়ে আরও বেশি।" লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি শাস্ত্রে এই অংশটুকু কীভাবে উদ্ধৃতি করলেন (পদ ৩৫): "যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদেরকে ঈশ্বর বললেন, তাহলে পবিত্র শাস্ত্রের কথা তো আর খণ্ডন হতে পারে না।" ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশ তাদের দেয়া হয়েছিল এবং তাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেমন কাজীগণ; আর এই জন্য তাদেরকে ঈশ্বর বলা হয়েছে (যাত্রা ২২:২৮)। কিছু কিছু ঈশ্বরের বাক্য সরাসরি এসেছে, যেমন মোশির কাছে। অন্যান্য বাক্য উপদেশমূলক আদেশের দ্বারা। শাসনকর্তার মর্যাদা এবং পদ হল স্বর্গ থেকে স্থাপিত এবং শাসনকর্তারা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি আর এই জন্য শাস্ত্র তাদেরকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেছে। আর আমরা এই কথা নিশ্চিতভাবে জানি যে, শাস্ত্রের কথা বাদ দেওয়া যায় না বা পরিবর্তন করা যায় না, অথবা এর মধ্যে কোন ভ্রান্তিজনক কিছু পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য যথার্থ এবং সত্য। শাস্ত্রের সমস্ত ভাষা এবং লেখার পদ্ধতি সমালোচনার বাইরে, অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য, তা সংশোধন করা যায় না (মথি ৫:১৮): "কেননা আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে পর্যন্ত আসমান ও পৃথিবী লুপ্ত না হবে, সেই পর্যন্ত নিয়ম-কানুনের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হবে না, সমস্তই সফল হবে।"

(২) শাস্ত্রে তিনি তা প্রয়োগ করলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব সহজে অনুমান করা যায় যে, যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিলেন তাদের এই অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবিবেচনা প্রসূত। কেবলমাত্র তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করায় তারা এই অভিযোগ এনেছিল, অথচ তাদের নেতাদের তারা একই আখ্যা দিয়ে থাক, আর

এই বিষয়ে শাস্ত্রে তাদের নিশ্চিত করে বলেছে। কিন্তু এই বিতর্ক অব্যাহত ছিল (পদ ৩৬): "পবিত্র শাস্ত্রের কথা তো খণ্ডন হতে পারে না – তবে যাঁকে পিতা পবিত্র করলেন ও পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, তোমরা কি তাঁকে বল যে, তুমি কুফরী করছো, কেননা আমি বললাম যে, আমি ইব্‌নুল্লাহ্?" আমরা এখানে প্রভু যীশুর সম্পর্কে দু'টি বিষয় দেখতে পাই:

[১] ঈশ্বর কর্তৃক তাঁকে মর্যাদাপ্রাপ্ত করা হয়েছে, যাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন: তিনি তাঁকে পবিত্র করলেন এবং এই পৃথিবীতে পাঠালেন। শাসনকর্তারা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডেকেছেন, যদিও ঈশ্বর বাক্য কেবলমাত্র তাদের কাছে এসেছে এবং শাসনের আত্মা পরিমিতভাবে তাদের উপর নেমে এসেছিল, যেমন করে রাজা শৌলের উপর নেমে এসেছিল। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন স্বয়ং বাক্য এবং তার মধ্যে ছিল অপরিমেয় আত্মা। তাদের ব্যবহার করা হয়েছিল নির্দিষ্ট কোন দেশ, শহর, গ্রাম অথবা কোন জাতির জন্য। কিন্তু খ্রীষ্টকে পাঠান হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর জন্য। অনন্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল, যেমন সর্বক্ষমতার অধিকারী প্রভু। তাদেরকে পাঠান হয়েছিল কাছাকাছি লোকদের কাছে। কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সর্বস্থানে। যেমন তিনি অনন্তকাল ধরে পিতার সঙ্গে আছেন। পিতা তাঁকে পবিত্র করেছেন, এর অর্থ হল মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব দেবার জন্য তিনি তাঁকে আলাদা করে রেখেছেন এবং তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে উপযুক্ত এবং যোগ্য করেছিলেন। তাঁকে পবিত্র করা এবং তাঁকে মুদ্রাঙ্কিত করা এই অর্থ (যোহন ৬:২৭)। লক্ষ্য করুন, পিতা যাকে প্রেরণ করেন তাকেই পবিত্র করেন, যাকে তিনি পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনোনীত করেন তাঁকে তিনি পবিত্র উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করেন এবং সুসজ্জীভূত করেন। পবিত্র ঈশ্বর পুরস্কৃত করবেন, এই জন্য তিনি কাজে নিযুক্ত করেন, এই পৃথিবীর এমন কেউ নেই যিনি তাঁর মত পবিত্র এবং এমন কেউ নেই যিনি কাউকে পবিত্র করতে পারেন। পিতার পবিত্রকরণ এবং পিতা কর্তৃক এই পৃথিবীকে প্রেরণ তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকার যথেষ্ট প্রমাণ ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করে। যেহেতু তাঁর মধ্যে পবিত্র সত্তা রয়েছে তাই তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকা হয় (লূক ১:৩৫)। "তাঁর নিষ্পাপ আত্মার দিক থেকে তিনি মহা কুদরতীতে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন" (রোমীয় ১:৪)।

[২] যিহূদী নেতারা খ্রীষ্টকে তীব্রভাবে অবিশ্বাস করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট তাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলকভাবে এই আচরণ করেছে। ঈশ্বর যাকে এমন করে মর্যাদাশীল করেছেন তারা তাঁকে ধর্মদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন: "তাঁর ব্যাপারে তুমি এই এই কথা বলেছ? তোমার এত সাহস যে, তুমি এই এই কথা বলছ? এত দুঃসাহস তোমার যে, তুমি মুখ দিয়ে স্বর্গের বিরুদ্ধে কথা বলছ? তুমি এতই দাম্ভিক এবং নির্লজ্জ যে, সত্যের ঈশ্বর সম্পর্কে তুমি এই কথা বল? তিনি কি মিথ্যা কথা বলেন? আমার মুখের দিকে তাকাও এবং বল তুমি আদৌ সমর্থ কিনা। কি বললে! তুমি ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের পুত্র! এই লোক কি ধর্মদ্রোহী নয়?" বস্তুত তারা খ্রীষ্টকে, পবিত্র যীশুকে অ বিশ্বাসসূচকভাবে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেছে। এই কথা বলা খুবই কঠিন যে, কোনটি বেশি বিস্ময়কর – যে লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে নিশ্বাস গ্রহণ করেও এই রকম কথা বলে অথবা যে লোক এই রকম কথার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্যে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। মানুষের দুষ্টতা এবং ঈশ্বরের ধৈর্য্যশীলতা কোনটি বেশি বিস্ময়কর এই

নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

২. তিনি তাঁর কার্যাবলী থেকে তাঁর বিতর্কের বিষয় তুলে ধরলেন, পদ ৩৭,৩৮। এর আগে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাদানুবাদ করেছিলেন। তিনি নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য নিজেই ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে নিজের দাবী উত্থাপন করলেন, তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি এবং পিতা এক (পদ ৩৭,৩৮): "আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করো না। কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই কার্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানতে পার ও বুঝতে পার যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতাতে আছি।" যদিও এইভাবে জঘন্য ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে তুচ্ছ মানুষে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং তাদের মনোভাব ছিল অপ্রতিকারযোগ্য, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) যে বিষয় থেকে তিনি তাঁর যুক্তি তুলে ধরলেন তা হল তাঁর কাজসমূহ, যা তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যরূপে সম্পন্ন করেছিলেন, যা তাঁর স্বর্গীয় কাজকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। তাঁর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করার দ্বারা তিনি নিজেকে প্রমাণ করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। সেইভাবে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্মেলনকে প্রমাণ করতে হবে।

[১] এই যুক্তি ছিল অত্যন্ত জোরালো। কারণ তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তা সবই ঈশ্বরের কাজ, যা কেবলমাত্র পিতা করতে পারতেন এবং যা পৃথিবীর সাধারণ কোন মানুষ ও প্রকৃতির কাজের দ্বারা তা করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র সর্বময় কর্তৃত্বকারী প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটের ঈশ্বরের দেয়া ক্ষমতা এবং ঈশ্বরের স্বর্গীয় স্বভাবের দ্বারা তা সম্ভব। *Opera Deo propria* – ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার কাজ এবং *Opera Deo Digna* – ঈশ্বরের উপযুক্ত কাজ, স্বর্গীয় ক্ষমতার কাজ। তিনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যে কোন কিছু বাতিল, পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু শাসন করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী রাজা, যিনি তাঁর ক্ষমতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনকে যথার্থভাবে সম্পাদন করেছেন। তিনি তাঁর যে কাজের বিষয়ে বাদানুবাদ করছিলেন তা সুদৃঢ়ভাবে এবং সমর্থন করার জন্য তাঁর স্বর্গে চলে যাওয়ার পর তার প্রেরিতগণ তাঁর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা খ্রীষ্টের নামে এবং খ্রীষ্টের ক্ষমতায় আশ্চর্য কাজগুলো করেছিলেন এবং এই সব আশ্চর্য কাজের দ্বারা খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রত্যয়জনক প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং তা সুদৃঢ় করেছিলেন।

[২] তিনি যতটা সম্ভব স্বচ্ছ এবং সরলভাবে প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন।

*প্রথমত*, "আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে তোমরা আমার উপর বিশ্বাস করবে না।" তিনি তাদের কাছ থেকে অন্ধ কিংবা অস্পষ্ট বিশ্বাস দাবী করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তিনি স্বর্গীয় কাজের যে প্রমাণ দিয়েছেন কেবল তাই যেন তারা স্বীকার করে। তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং আর্কষণের জন্য তিনি অসার দম্ভ করেন নি, তিনি ছলনা কিংবা চাতুর্য্যের দ্বারা তাদের মনকে ভুলাবার চেষ্টা করেন নি, কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের দোষের প্রতি কটুক্তির দ্বারা তাদের প্রভাবিত করেন নি। নির্লজ্জ উক্তির দ্বারা তাদের

বিশ্বাসশীলতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত পরিষ্কার উক্তির দ্বারা তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি আরও নিশ্চিতভাবে বলার চেষ্টা করলেন। খ্রীষ্ট কঠিন হৃদয়ের মনিব নন, যিনি বুনেন নাই সেখানে কাটেন এবং যেখানে ছড়ান নাই সেই খানে কুড়ান, যেখানে কোন বাদানুবাদ করেন নি সেখান থেকে ফল সংগ্রহ করতে চান। বিশ্বাসবিহীনতার জন্য কেউ বিনষ্ট হবে না যাদের বিশ্বাসযোগ্যতার যথেষ্ট কারণ দিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয় নি। অনন্ত প্রজ্ঞা এর বিচার করবেন।

*দ্বিতীয়ত*, "যদি আমি আমার পিতার কথা মত কাজ করি, যদি আমি পবিত্র শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অনস্বীকার্য আশ্চর্য কাজ করে থাকি, তবে আমার উপর বিশ্বাস না আনলেও এবং যদি তোমাদের মধ্যে এমন সন্দেহ জাগে যে, আমার কথা গ্রাহ্য করতে চাও না, তবুও আমার কাজগুলো অন্তত তোমরা বিশ্বাস কর। তোমরা দুই চোখ দিয়ে যা দেখেছ তা বিশ্বাস কর, যে কাজের সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমরা পেয়েছ তা বিশ্বাস কর। আমি সুস্পষ্টভাবে এই বিষয়ে কথা বলেছি।" ঈশ্বরের যে সব বিষয় দেখতে পাওয়া যায় না তা যেমন তাঁর সৃষ্টির কাজে বিভিন্ন পরাক্রম কাজে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় (রোমীয় ১:২০)। তেমনি তাঁর পরিত্রাণের অদৃশ্য বিষয়গুলো তাঁর আশ্চর্য কাজের দ্বারা এবং দয়া ও ক্ষমতা উৎসের কাজের দ্বারা দেখা যায়। এই জন্য যারা এই কাজের জন্য সন্দেহ মুক্ত হতে পারবে না তারা ক্ষমতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(২) কি জন্য তিনি বাদানুবাদ করেছিলেন: "যেন তোমরা তা জানতে পার এবং বিশ্বাস কর, যেন তোমরা তোমাদের বোধশক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে পার এবং পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে যেন তোমরা বুঝতে পার এবং বিশ্বাস করতে পার যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি।" তিনি যা কিছু বলেছেন এটি হল সেই একই কথা (পদ ৩০): "আমি আর পিতা এক।" পিতা যেমন পুত্রের মধ্যে আছেন তেমনি ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা পুত্রের মধ্যে বাস করছে, সমস্ত আশ্চর্য কাজ যেন তিনি স্বর্গীয় ক্ষমতার দ্বারা করতে পারেন। পুত্র পিতার মধ্যে রয়েছেন যেমন করে পিতা পুত্রের সমস্ত চিন্তা চেতনার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। তা কথা-বার্তার দ্বারা নয় কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা, গভীর অন্তরঙ্গতার দ্বারা। আমরা এই বিষয়টি আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। কিন্তু আমরা জানি না, কারণ আমরা অনুসন্ধান করে বিশুদ্ধতা খুঁজে পেতে পারি না। কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। আমরা এর তলদেশ খুঁজে না পেলে আমাদের অবশ্যই এর গভীরতা স্বীকার করতে হবে এবং এর প্রতি সম্মান জানাতে হবে।

## যোহন ১০:৩৯-৪২ পদ

আমরা এই অংশে যিহূদীদের সঙ্গে কথা-বার্তার পরিণতি দেখতে পাই। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এই কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে তারা হয়তো খ্রীষ্টের প্রতি তাদের সন্দেহ দূর করেছিল এবং তাদের মন গলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি। তাদের দিল ছিল পাথরের মত শক্ত। আমরা এখানে আলোচনা করবো:-

ক. কতটা প্রবলভাবে তারা আক্রমণ করেছিল। এই জন্য তারা আবার তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো, পদ ৩৯। তাই:-

১. যেহেতু তিনি তাদের আরোপিত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন

এবং যথার্থ উত্তরের মাধ্যমে সমস্ত অভিযোগ একেবারে মুছে ফেলেছিলেন, তাই তারা তাদের লজ্জা ঢাকার আর কোন উপায় না পেয়ে ইতোপূর্বে পাথর ছুড়ে মারবার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য খ্রীষ্টকে ধরতে চাইল এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনলো। যখন তারা খ্রীষ্টকে জোরপূর্বক দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হল তখন তারা তাদের চিন্তার পরিবর্তন ঘটাল। তারা তাঁকে আইনগতভাবে অভিযুক্ত করার অজুহাতে ধরার চেষ্টা করলো (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৩)।

২. যেহেতু তিনি নিজের সম্পর্কে একই সাক্ষ্য দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তারাও নাছোড়বান্দার মত একইভাবে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতোপূর্বে খ্রীষ্ট যে সব কথা বলেছিলেন, ঠিক একই কথা তিনি আবারও বললেন। যারা বিশ্বস্ত সাক্ষী, তারা একবার যা বলেন তা থেকে কখনও বিচ্যুত হন না। যেহেতু খ্রীষ্ট একইভাবে কথা বলেছিলেন, তাই তারাও তাঁর ক্ষতি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আর তার ফলস্বরূপ তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারার জন্য আরও একবার ধরবার চেষ্টা করল।

খ. তিনি কীভাবে পালিয়ে গিয়ে তাদের হাত থেকে এড়ালেন: তিনি লজ্জাষ্করভাবে পিছু হটে আসেন নি, যার মধ্যে রয়েছে মানবীয় দুর্বলতা। কিন্তু এটি ছিল তাঁর গৌরবময় প্রত্যাবর্তন, যার মধ্যে রয়েছে স্বর্গীয় ক্ষমতা। তিনি কোন বন্ধুর হস্তক্ষেপে তাদের হাত থেকে মুক্ত হন নি, কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা তাদের হিংস্র বেষ্টনি থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজের উপর একটি পর্দা টেনে এনেছিলেন, অথবা তাদের চোখের সামনে কুয়াশা এনেছিলেন, অথবা যাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি, তাদের হাত বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন অস্ত্রসস্ত্র কিংবা জাগতিক ক্ষমতা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সৌভাগ্যকে প্রতিহত করতে পারবে না (প্রকাশিত বাক্য ২:৪)। তিনি নিজেকে মুক্ত করার কারণ এটি নয় যে, তিনি অত্যাচারিত হওয়ার জন্য ভীত হয়েছিলেন কিন্তু কারণ হল তখনও তাঁর সময় হয় নি। যিনি জানেন কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় নিঃসন্দেহে তিনি একথাও জানেন কীভাবে ধার্মিকদের প্রলোভন থেকে রক্ষা করতে হয় এবং তিনি জানেন কীভাবে তাদের মুক্ত করার জন্য পথ তৈরি করতে হয়।

গ. কীভাবে তিনি পরবর্তী সময় অতিবাহিত করলেন: "পরে তিনি আবার জর্ডান নদীর অন্য পারে, যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিতেন, সেই স্থানে গেলেন," পদ ৪০। আমাদের আত্মার পুরোহিত কেবলমাত্র একটি স্থানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য আসেন নি, কিন্তু তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন এবং মানুষের জন্য যা মঙ্গলজনক সেই সমস্ত কাজ করেছেন। এই মহান উপকারী মানুষটি কখনোই তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না, কারণ তিনি যেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেখানেই তাঁর জন্য করণীয় অনেক কাজ থাকত। যদিও যিরূশালেম ছিল রাজকীয় শহর, তথাপি তিনি দেশের অনেক স্থানে তাঁর দয়ার কাজ করার জন্য ভ্রমণ করেছেন। কেবলমাত্র নিজ এলাকা গালীলেই নয় কিন্তু অন্যান্য অংশেও তিনি গিয়েছেন। এমন কি যে সমস্ত এলাকা জর্ডান অঞ্চল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সেই সব জায়গায় তিনি গিয়েছেন। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

১. কি রকম আশ্রয় তিনি সেখানে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি সেই অঞ্চলের একদম নির্জন স্থানে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এই জায়গায় তিনি বিশ্রাম

করার জন্য শান্ত পরিবেশ দেখতে পেলেন যা তিনি যিরূশালেমে কোথাও পান নি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের উত্ত্যক্তকারীরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে তাদের গ্রাম কিংবা দেশ থেকে দূর করে নিতে পারলেও তারা সমগ্র পৃথিবী থেকে খ্রীষ্টকে কিংবা তাঁর সুসমাচারকে দূর করে দিতে পারবে না। যদিও তিনি যিরূশালেমের লোকদের তাঁর খোঁয়াড়ে সংগ্রহ করতে পারেন নি। যদি তাদের সংগ্রহ করা নাও হয় তবুও খ্রীষ্ট মহিমান্বিত প্রভু এবং তিনি মহিমান্বিত থাকবেন। খ্রীষ্ট জর্ডান নদী থেকে দূরে এসে উপস্থিত হয়েছেন ঈশ্বরের রাজ্যের একটি আকার দেবার জন্য। সেখানে এতদিন ছিল যিহূদীরা, কিন্তু এখন তিনি সেই রাজ্যে নিয়ে এসেছেন পরজাতিদের কাছে। এটি প্রায়ই দেখা গেছে যে, যারা জ্ঞানী এবং ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রান্ত তাদের চেয়ে গ্রামের সহজ সরল ও অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকেরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি আরও অনেক বেশি সাড়া দিয়েছে (১ করিন্থীয় ১:২৬,২৭)।

২. সেখানে কি সাফল্য লাভ করেছিল: সেখানে তিনি কেবলমাত্র নিজের নিরাপত্তার জন্য যান নি, কিন্তু সেখানে তিনি গিয়েছিলেন ভাল কাজ করার জন্য। আর তিনি সেই স্থানকে বেছে নিয়েছিলেন যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন (যোহন ১:২৮), কারণ সেখানে যোহনের প্রচার এবং বাপ্তিস্মের প্রভাব কিছুটা হলেও সেখানে অবশিষ্ট ছিল। যা তাদের খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, কারণ প্রায় তিন বছর আগে যোহন এই স্থানে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্ট স্বয়ং নিজে এই বৈথনিয়াতে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন। যোহন তাদের মধ্যে তাঁর পথ প্রস্তুত করার জন্য যে সকল কাজ করেছিলেন সেই সব কাজের কি ফল হয়েছে তা দেখার জন্য খ্রীষ্ট সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং দেখতে চেয়েছিলেন তারা যে সমস্ত কথা শুনে তা গ্রহণ করেছিল তার কতটুকু তারা ধরে রেখেছে। কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে প্রত্যাশিত উত্তর পাওয়া যায়, আমরা এর কারণ উল্লেখ করছি:-

(১) তারা তাঁর কাছে এসেছিল (পদ ৪১) "অনেক লোক যীশুর কাছে গেল।" যদি কোন স্থানে অনুগ্রহ পুনরায় ফিরে আসে তাহলে কিছু সময়ের জন্য থেমে থাকা ভালবাসা আবার জেগে উঠবে, আবার পূর্বের ভালবাসার প্রাণ ফিরে আসবে। অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্ট বৈথনিয়া থাকার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সেখানে অনেক পারাপারের জন্য নৌকা ছিল যে নৌকা নিয়ে তারা জর্ডান নদী পার হয়েছিলেন যেন জনতার সমাবেশে তিনি ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দেবার সুযোগ পেতে পারেন। কারণ তিনি যখন হেঁটে আসছিলেন তখন জনতা তাকে দেখেছিল এবং তাঁর পিছন পিছন এসেছিল।

(২) তিনি চেয়েছিলেন যেন তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। তিনি তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন যেন তারা যতটা সম্ভব তাঁর কাছে আসতে পারে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পিত পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু যিরূশালেমে এইভাবে চেষ্টা চালিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা প্রচণ্ডভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভের সুযোগ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। তারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বলেছিল, "যোহন ভাববাদী কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি বটে, কিন্তু তবুও তিনি এই লোকটির বিষয়ে যা যা বলেছিলেন তার সবই সত্যি।" যোহন ভাববাদীর কাছ থেকে তারা যা শুনেছে এবং তাঁর সম্পর্কে তারা যা দেখেছে তার সঙ্গে খ্রীষ্টের শিক্ষার তুলনা করে তারা দু'টি বিষয় বিবেচনায় আনল।

[১] যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা যোহনের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে, কারণ যোহন ভাববাদী কোন

আশ্চর্য কাজ করেন নি; কিন্তু খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। এখান থেকে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, খ্রীষ্ট যোহন ভাববাদীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আর যোহন যদি এমন বড় মাপের ভাববাদী হন তাহলে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর চেয়ে আরও কত না শ্রেষ্ঠ । অন্যদের তুলনায় তিনি জ্ঞানে, ক্ষমতায়, কর্তৃত্বে অনেক উর্ধ্বে – এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং এই বিষয়টি খ্রীষ্টকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করেছে। যদিও তিনি এলিয় ভাববাদীর আত্মা নিয়ে এসেছিলেন তবুও তিনি কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি (যেভাবে এলিয় ভাববাদী করেছিলেন)। পাছে খ্রীষ্ট এবং এলিয় ভাববাদীর মধ্যে কে খ্রীষ্ট এই নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এই কারণে আশ্চর্য কাজের সম্মান খ্রীষ্টের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যেন খ্রীষ্টের হিসাবে যোগ্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন এবং অনস্বীকার্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারেন, যদিও তিনি যোহন ভাববাদীর পরে এসেছিলেন তবুও তিনি যেন তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী হন।

[২] খ্রীষ্ট যোহন ভাববাদীর সাক্ষীর যথার্থ উত্তর দিয়েছিলেন। যোহন ভাববাদী লোকদেরকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে না আনার জন্য কেবল কোন আশ্চর্য কাজ করেন নি তাই নয় কিন্তু তিনি এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি লোকদের খ্রীষ্টের দিকে চালিত করবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ তাদেরকে শিক্ষানবিশ হিসেবে খ্রীষ্টের কাছে তুলে ধরছেন। আর এই সব কথা এখন তাদের মনে পড়েছে: "তিনি এই লোকটির বিষয় যা যা বলেছিলেন তা সবই সত্যি," তিনি বলেছিলেন, খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি পবিত্র আত্মা এবং আগুন দিয়ে বাপ্তিস্ম দেবেন। যোহন খ্রীষ্ট সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছিলেন যা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করবার জন্য তাদের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছিল। যদিও খ্রীষ্টের গ্রামে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য তাদের কোন আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল না তবুও খ্রীষ্ট যখন তাদের কাছে এসেছিলেন এবং তাদের কাছে তাঁর সুসমাচার তুলে ধরেছিলেন তখন তারা এই স্বীকারোক্তি করেছিল যে, যোহন ভাববাদী যে মহান ব্যক্তির কথা বলেছিলেন, ইনিই তিনি। যখন আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত হই এবং পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর কাছে আসি, আমরা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে সব বিষয় জানতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সব কিছুই সত্যি। কেবল তাই নয়, বাস্তবে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তিনি তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন (১ রাজাবলি ১০:৬,৭)। যোহন ভাববাদী এখন মৃত এবং তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, তবুও তাঁর শ্রোতারা ইতোপূর্বে তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিল তার দ্বারা তারা লাভবান হয়েছিল। তখন তারা যা কিছু শুনেছিল এবং এখন তারা যা দেখছে এবং শুনছে, তা তুলনা করে তারা দেখল যে, তারা দ্বিগুণ অনুগ্রহ লাভ করেছে। কারণ:-

*প্রথমত*, তারা তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করতে পারলো যে, যোহন সত্যিই একজন ভাববাদী ছিলেন, যিনি যে সব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যে যীশুর মহত্ব সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন তিনি এখন উপস্থিত হয়েছেন। যদিও তাঁর শুরু ছিল খুবই সামান্য।

দ্বিতীয়ত, তারা এই কথা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল যে, যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, যার মধ্যে যোহন ভাববাদী যে সব কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই সব কথার পূর্ণতা দেখতে পেয়েছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, বাক্যের সফল এবং সার্থক প্রচার, প্রচারকর

জীবন সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু তার ফল পরবর্তী সময় অন্যদের মাঝে দেখা যায়। যোহন ভাববাদীর মৃত্যুর সঙ্গে সব কিছু নিভে যায় নি। এটি এমন একটি বিষয় তা যেন মাটিতে জল ঢেলে ফেলে পরে আবার তা সংগ্রহ করা (সখরিয় ১:৫,৬)।

(৩) সেখানে অনেক লোক খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। যিনি এমন সব আশ্চর্য কাজ করেছেন, যোহন যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যার প্রতি সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর কাছে তারা তাঁর শিষ্য হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করেছিল (পদ ৪২): "আর সেখানে অনেক লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করল।" এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

[১] তাঁর উপর যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। যিরূশালেমে যখন তারা খ্রীষ্টের শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং সাদরে গ্রহণ করেছিল তা ছিল আঙ্গুর ফল সংগ্রহের সময় আঙ্গুর ফল সংগ্রহের মত, আর এখন তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে, এটি হল খ্রীষ্টের মধ্যে পূর্ণ ফসল সংগ্রহের মত।

[২] কোথায় এই ঘটনা ঘটেছিল: এটি ছিল সেই স্থানে যেখানে যোহন ভাববাদী প্রচার করতেন এবং বাপ্তিস্ম দিতেন এবং সার্থকভাবে তা করেছিলেন। যেখানে সার্থকভাবে অনুতাপের শিক্ষার প্রচার করা হয় সেখানে পুনর্মিলনের শিক্ষারও প্রচার করা হয় এবং সুসমাচার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমৃদ্ধশালী হয়। যেখানে যোহন ভাববাদীর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সেখানে খ্রীষ্ট অগ্রহণযোগ্য হতে পারেন না। প্রায়শ্চিত্তের দিনে জুবিলী তূরীধ্বনি তাদের কানে মিষ্ট লাগবে, যাদের আত্মা পাপের মধ্যে কষ্টভোগ করবে।

# যোহন লিখিত সুসমাচার

# অধ্যায় ১১

এই অধ্যায়ে আমরা সুবিখ্যাত আশ্চর্য কাজের ঘটনার বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবো, যে আশ্চর্য কাজটি খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে সম্পাদন করেছিলেন – মৃত লাসারের জীবন লাভ, যা কেবলমাত্র এই সুসমাচার লেখক তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, অন্য তিন সুসমাচার লেখক খ্রীষ্ট যে সমস্ত কাজ গালীলে সাধন করেছেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, যেখানে খ্রীষ্ট অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন। তবে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সপ্তাহ পর্যন্ত কদাচিৎ তাঁরা যিরূশালেমে সাধিত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যোহন যিরূশালেমে খ্রীষ্টের অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তা স্মরণে রেখেছিলেন এবং তা তাঁর লেখনীর জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন। অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অন্য সুসমাচারের লেখকগণ যখন সুসমাচার লিখেছিলেন, লাসার তখন জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টের সাধিত অন্য যে কোন আশ্চর্য কাজের চেয়ে এই আশ্চর্য কাজের বিবরণ এখানে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ এটি নয় যে, এই আশ্চর্য কাজের মধ্যে অনেক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল, যা অত্যন্ত শিক্ষামূলক ছিল এবং এই আশ্চর্য কাজের মহত্ব এত উচ্চ যে, তা খ্রীষ্টের স্বর্গীয় কাজের প্রমাণকে উপস্থাপন করে। কিন্তু এর কারণ হল, তিনি বায়নাস্বরূপ এই আশ্চর্য কাজটি করেছিলেন, যার চরম প্রমাণ হচ্ছে খ্রীষ্টের নিজের পুনরুত্থান। এখানে আমরা আলোচনা করবো: ক. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে লাসারের অসুস্থতার খবর প্রেরণ এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া, পদ ১-১৬। খ. লাসারের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর খ্রীষ্টের লাসারের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের এই সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া, পদ ১৭-৩২। গ. লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার আশ্চর্যকাজ, পদ ৩৩-৪৪। ঘ. অন্যদের উপর এই আশ্চর্য কাজের প্রভাব, পদ ৪৫-৫৭।

## যোহন ১১:১-১৬ পদ

আমরা এই পদ সমূহে দেখতে পাই:

ক. এই গল্পে যাদের নিয়ে ঘটনা তাদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, পদ ১,২।

১. তারা বৈথনিয়া গ্রামে বাস করতেন। গ্রামটি যিরূশালেম থেকে বেশি দূরে ছিল না। খ্রীষ্ট যখন পদ পালন করার জন্য আসতেন, তখন সাধারণত এই বৈথানিয়া গ্রামে অবস্থান করতেন। এখানে এই গ্রামকে বলা হয়েছে মরিয়ম এবং মার্থার গ্রাম, এর অর্থ হল সেই গ্রাম যেখানে তারা বাস করতেন, যেমন বৈৎসৈদা গ্রামকে বলা হত পিতর এবং আন্দ্রিয়ের গ্রাম (যোহন ১:৪৪)। অনেকে মনে করে থাকলেও আমি তেমন মনে করার কারণ দেখতে পাই না যে, মরিয়ম এবং মার্থা বৈথনিয়া গ্রামের মনিব এবং অন্য সকলে ছিল তাদের প্রজা।

২. এখানে লাসার নামে তাদের একজন ভাই ছিলেন, তার হিব্রু নাম সম্ভবত এলিয়র, যার সংক্ষিপ্তকরণ করে শেষাংশ রেখে নামকরণ করা হয়েছে *লাসার*। ধার্মিকতার অনুগ্রহস্বরূপ

মৃত্যুর পরপরই অব্রাহামের কোলে যাওয়ার রূপক গল্পের হতভাগ্য লোকটির নাম লাসার ব্যবহার করেছিলেন খুব সম্ভবত এই ঘটনার লাসার নাম অনুসারে (লূক ১৬:২২)।

৩. এখানে আমরা দুই বোনের বিবরণ পাই, মার্থা ও মরিয়ম। সম্ভবত তারা এই ঘরের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এবং ঘরের যাবতীয় কাজগুলো পরিচালনা করতেন। সম্ভবত লাসার অবসর জীবন-যাপন করছিলেন এবং নিজেকে অধ্যয়ন বা অন্য কোন কিছুর প্রতি মনোনিবেশে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এই পরিবারটি ছিল ভদ্র, সুখী এবং সুশৃঙ্খল পরিবার এবং এই পরিবারটি সম্পর্কে খ্রীষ্ট বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। ঐ বোনদের স্বামী কিংবা লোকটির স্ত্রী সেখানে ছিলেন না, যেহেতু শুধুমাত্র এই তিনজন সম্পর্কেই জানা গেছে। তবে তাদের ভাই ঘর প্রতিপালন করতেন এবং তার বোনেরা একসঙ্গে বাস করতেন।

৪. তাদের মধ্যে এক বোন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দেন এবং আপন কেশ দিয়ে তাঁর পা মুছে দেন" (পদ ২) । অনেকে মনে করেন, লূক ৭:৩৭-৩৮ পদে যে স্ত্রীলোকের বিবরণ পাওয়া যায় ইনি সেই স্ত্রীলোক , যিনি ছিলেন একজন পাপী, একজন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক । আমি কিন্তু মনে করি, সুসমাচার লেখক স্ত্রীলোকটি অভিষেকের বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন (যোহন ১২:৩)। কারণ সুসমাচার লেখকরা কখনো একজনের ঘটনা একজনের থেকে নিয়ে উল্লেখ করেন নি, কিন্তু যোহন তাঁর সুসমাচারের অধিকাংশ ঘটনা অন্যদের কাছ থেকে নিয়েছেন। খ্রীষ্টের প্রতি অসাধারণ ভক্তি এবং উপাসনা নম্রতাপূর্ণ অন্তর এবং নিবেদিত ভালবাসা থেকে আসে, তিনি কেবল খ্রীষ্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন তাই নয়, কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে তিনি সম্মান লাভ করবেন (মথি ২৬:১৩)। ইনিই সেই নারী এবং তাঁরই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। যাদের আমরা ভালবাসি, তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হই। আমাদের আরও বন্ধু আছে যাদের জন্য আমাদের তাদের দুঃখ-কষ্টে সহভাগী হতে হবে। এই দুঃখজনক অবস্থা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছিল।

খ. লাসারের অসুখের সংবাদ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে পাঠানো হল, পদ ৩। এই বোনেরা জানতেন যে, খ্রীষ্ট কোথায় আছেন। তারা জানতেন যে, খ্রীষ্ট যর্দনের অপর পারে, এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। বোনেরা খ্রীষ্টের কাছে তাদের পরিবারের দুঃখের সংবাদ দেবার জন্য একজন বিশেষ সংবাদদাতাকে পাঠালেন। এই সংবাদ পাঠানোর মধ্য দিয়ে তারা কিছু বিষয় প্রকাশ করলেন:

১. তাদের ভাইয়ের জন্য তাদের চিন্তা এবং ভালবাসা রয়েছে। যদিও খ্রীষ্ট তাদের কাছে এসেছিলেন লাসারের মৃত্যুর পর, তবুও তার বোনেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তার ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তারা তাদের ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা দেখালেন, কারণ তাদের ভাই এখন অসুস্থ। তাদের ভাই এখন খুব কষ্টভোগ করছে, ভাইয়ের সাথে সাথে বোনেরাও কষ্ট পাচ্ছে। যখন আমাদের বন্ধুরা কাঁদবে তখন তাদের সঙ্গে আমাদেরও কাঁদতে হবে। একইভাবে যখন তারা আনন্দ করবে তখন তাদের সঙ্গে আমাদেরও আনন্দ করতে হবে।

২. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ছিল, আর এই জন্য তারা তাদের পরিবারের সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হতেন। যদিও ঈশ্বর আমাদের সমস্ত অভাব এবং দুঃখ-

কষ্ট এবং উদ্বিগ্নতা জানেন, তবুও খ্রীষ্ট সব কিছুই আমাদের কাছ থেকে জেনে থাকেন এবং তিনি চান যেন আমরা সব কিছু তাঁর সামনে রাখি। যে সংবাদ খ্রীষ্টের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। তা কোন আবেদনমূলক ছিল না, সামান্যতম পরামর্শ কিংবা চাপ প্রয়োগ ছিল না। কিন্তু কেবলমাত্র ঘটনার বিষয়টি বুদ্ধিপূর্বক তুলে ধরেছিলেন, "প্রভু, দেখুন, আপনি যাকে ভালবাসেন তার পীড়া হয়েছে।" তারা এ কথা বলেন নি যে, "সে যাকে আমরা ভালবাসি।" বরং তারা বলেছিলেন, "আপনি যাকে ভালবাসেন।" আমাদের প্রার্থনার মহা উৎসাহ লাভ করে থাকি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে। তারা এই কথা বলেন নি, "প্রভু দেখুন তিনি, যিনি আপনাকে ভালবাসতেন।" কিন্তু "যাকে আপনি ভালবাসেন।" কারণ এর মধ্যেই ভালবাসা আছে, আমরা যে তাকে ভালবেসেছিলাম তা নয়, কিন্তু তিনিই আমাদের ভালবেসেছেন। আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কেবল মুখের কথা নয় কিন্তু আমাদের প্রতি তার ভালবাসা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কিছু বন্ধু এবং শিষ্য আছেন তাদের প্রতি অন্যদের তুলনায় তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশি। বারো জনের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে তিনি ভালবাসা করতেন।

(২) খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসেন তারা অসুস্থ হবেন, এটি নতুন কিছু নয়। অন্যদের যা ঘটে থাকে তাদের প্রতি তাই ঘটবে। শারীরিক অসুস্থতা মানুষের দোষ সংশোধন করে এবং ঈশ্বরের লোকদের অনুগ্রহকে যাচাই করে।

(৩) এটি আমাদের জন্য খুব সান্ত্বনার বিষয় যে, আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমাদের যারা আপনজন রয়েছেন তারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন।

(৪) যারা অসুস্থ রয়েছেন আমাদের প্রার্থনায় তারা খুব অনুপ্রাণিত হবেন। যদি আমাদের বিশ্বাসের এই ভিত্তি থাকে যে, খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসেন তাদের মধ্যে তারাও আছেন। আমাদের তাদের জন্য ভালবাসা করা এবং প্রার্থনা করার কারণ হল এই যে, খ্রীষ্ট স্বয়ং তাদের ভালবাসেন এবং যত্ন নেন।

গ. খ্রীষ্ট তাঁর বন্ধুর অসুস্থতার খবর পেয়ে কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তার বিবরণ।

১. তিনি অসুখের অবস্থা এবং এর পরিণামের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। তাই সম্ভবত খুব দ্রুত লাসারের বোনদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, যেন তাদের কাছে তাঁর পৌঁছান পর্যন্ত তারা আশ্বাস পেতে পারেন, কারণ তাঁর পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছিল। লাসারের অসুখ সম্পর্কিত দু'টি পূর্বাভাস তিনি দিয়েছিলেন:

(১) এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য হয় নি। মানুষ মরণশীল, মৃত্যু অনিবার্য্য, কোন সন্দেহ ছিল না যে, লাসার মারা গিয়েছিলেন বাস্তবিক তিনি তখন চারদিনের মৃত।

[১] যে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল তা অসুখের ছিল না, এটি সাধারণত অসুখের সময় যেভাবে সংবাদ পাঠানো হয়, তেমন ছিল না, যেমন রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে তাকে দেখার জন্য আসা প্রয়োজন। কিন্তু এর আরও উদ্দেশ্য ছিল। সংবাদটি যেন এইভাবে পাঠানো হয়েছিল, মৃত্যুকে পরাজিত করে তাকে আবার জীবিত করে তোলা হয়।

[২] এটি অসুখের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল না। তিনি মারা গিয়েছেন অথচ এ কথা বলা হল যে, তিনি মারা যান নি। মৃত্যু পৃথিবীকে চিরস্থায়ী বিদায় জানায়। এটি এমন একটি অবস্থা যেখান থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি না এবং এই অর্থে এটি মৃত্যুর জন্য হয় নি। কবর হল মানুষের দীর্ঘকাল ব্যাপী বাড়ি, অনন্ত গৃহ। এইভাবে খ্রীষ্ট সেই বালকটিকে জীবন ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "বালকটি মারা যায় নি"। ভাল মানুষের অসুস্থতা আশঙ্কাজনক হলেও তা মৃত্যুর জন্য নয়, কারণ তা অনন্ত মৃত্যুর জন্য হবে না। এই পৃথিবীতে দেহের মৃত্যু হল অন্য পৃথিবীতে আত্মার জন্ম। যখন আমরা কিংবা আমাদের বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে পড়ব তখন আমরা দুশ্চিন্তা করবো না কারণ আমাদের এই প্রত্যাশা রয়েছে যে, আমরা আবার তা লাভ করতে সক্ষম হব। কিন্তু এতে আমরা হয়তো অসুখী হতে পারি। এই কারণে এটি প্রজ্ঞার বিষয় হবে যেন আমরা তা এমনভাবে গাঁথি, যার ফলে আমাদের অসুখী হতে হবে না।

(২) এটি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমান্বিত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বর দুঃখ-কষ্ট আসার জন্য অনুমোদন করে থাকেন; যেন তিনি তাদের দেখাতে পারেন যে, একমাত্র তিনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কারণ তাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশার দ্বারা মধুর অনুগ্রহ কার্যকরভাবে প্রকাশের সুযোগ ঘটে। আসুন আমরা আমাদের এই অন্ধকারময় অবস্থার কথা বিবেচনা করি কারণ এই সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য, এই অসুস্থতা এই ক্ষতি অথবা অসন্তোষ, একই রকম। যদি ঈশ্বর মহিমান্বিত হন, আমরা সন্তুষ্ট হতে বাধ্য (লেবীয় ১০:৩)। এটি ছিল ঈশ্বরের মহিমার জন্য, *যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রর মহিমা প্রকাশ পায়*। তাঁকে এই মহিমান্বিত আশ্চর্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলেন। এর আগে খ্রীষ্ট যেমন জন্ম থেকে অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন (যোহন ৯:৩) এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাজ প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি লাসার অসুস্থ হয়েছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট 'জীবনের প্রভু' হিসেবে গৌরাবান্বিত হন। যারা দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে আছেন তাদের জন্য এটি সান্ত্বনার বিষয় যে, খ্রীষ্ট তাদের ভালবাসেন এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে এই সব ঘটেছে যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রর মহিমা প্রকাশ পায়। তাদের সাহায্য করা এবং তাদের প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জ্ঞান, ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ মহিমান্বিত হয় (২ করিন্থীয় ১২:৯,১০)।

২. তিনি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে যেতে বিলম্ব করলেন, পদ ৫,৬। তারা একটি ওজর দেখিয়ে অনুনয় করেছিলেন, "প্রভু, আপনি যাকে ভালবাসেন।" খ্রীষ্ট তাদের এই ওজরকে অনুমোদন করলেন (পদ ৫): "যীশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাসারকে ভালবাসা করতেন।" এইভাবে বিশ্বাসের দাবী স্বর্গের দরবারে অনুমোদিত হয়। এখন কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন, এটি এই রকম হতে পারতো, "যেহেতু তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, তাঁর অসুখ হয়েছে তিনি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করলেন তাকে সুস্থ করার জন্য; যদি তিনি তাদের ভালবেসে থাকেন, এখন সেই সুযোগ এসেছে যেন সব কাজ তাড়াতাড়ি করে সম্পন্ন করার মাধ্যমে সেই ভালবাসাকে তিনি দেখাতে পারেন, কারণ তারা তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তিনি তাঁর ভালবাসাকে দেখাবার জন্য

সম্পূর্ণ বিপরীত উপায় অবলম্বন করলেন। এটি বলা হয় নি, তিনি তাদের ভালবাসতেন বটে, তবুও তিনি দেরি করলেন। কিন্তু তিনি তাদের ভালবাসতেন, এই জন্য তিনি দেরি করলেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, তাঁর বন্ধুর অসুখ হয়েছে, লাসারের কাছে দ্রুত গতিতে আসার বদলে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আরও দুই দিন থেকে গেলেন।

(১) তিনি তাদের ভালবাসতেন, এর অর্থ হল মার্থা এবং মরিয়মের ব্যাপারে তাঁর চমৎকার ধারণা ছিল। তাদের প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং অনুগ্রহ, তাদের বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য, খ্রীষ্টের অন্যান্য শিষ্যদের চেয়ে উপরে ছিল। আর এই কারণে তাদের কাছে আসতে তিনি দেরি করলেন। যেন এর মাধ্যমে তিনি তাদের পরীক্ষা করতে পারেন, যেন এই পরীক্ষায় অবশেষে তাদের প্রশংসিত এবং সম্মানিত হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

(২) তিনি তাদের ভালবাসতেন এর অর্থ হল, তিনি তাদের জন্য মহৎ এবং অসাধারণ কিছু করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি তাদের সাহায্য করার জন্য এমন আশ্চর্য কাজ করেছিলেন যা তিনি তাঁর বন্ধুর জন্য কখনোই করেন নি। আর এই কারণে তিনি তাদের কাছে আসতে দেরি করেছিলেন! যেন লাসার মারা যায় এবং তাঁকে কবর করা হয়, তাঁর আসার আগে। যদি তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কাছে চলে আসতেন এবং লাসারকে তার অসুখ থেকে সুস্থ করতেন তাহলে অনেকের জন্য যা করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু করা হত না। যদি তিনি তাকে সদ্য মৃত অবস্থা থেকে সুস্থ করতেন তাহলে কারও কারও জন্য যা করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু করা হত না। কিন্তু দেরিতে সাহায্য করলে সেই সাহায্যের ফল হবে দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদের জন্য যা করেছেন তার চেয়ে লাসারের জন্য আরও বেশি কিছু করার সুযোগ তিনি পেলেন। লক্ষ্য করুন, আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের কাজে দেরি মনে হলেও এই দেরির পেছনে ঈশ্বরের একটি মঙ্গলপূর্ণ অভিপ্রায় থাকে (যিশাইয় ৫৪:৭,৮; ৪৯:১৪)। বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধুরা তাঁর মন থেকে দূরে ছিলেন না, যদিও তিনি তাদের এই দুঃখের কথা শুনেও তাদের কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। যখন জাগতিক কিংবা আত্মিক, সর্ব সাধারণ কিংবা ব্যক্তিগত পরিত্রাণের কাজ বিলম্বিত হয়, এটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হওয়ার জন্যই থেমে থাকে বা বিলম্বিত হয়, সব কিছুই তার নির্দিষ্ট সময়ে সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়।

ঘ. বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধুদের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সময় শিষ্যদের সঙ্গে খ্রীষ্টের আলাপ, পদ ৭-১৬। খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, "আমি তোমাদের বন্ধু বলে ডেকেছি" – এই কথা যেন পরিষ্কারভাবে তারা বুঝতে পারেন এই জন্য তিনি শিষ্যদের সাথে এই বিষয়ে অত্যন্ত খোলামেলা এবং ঘরোয়াভাবে আলাপ করলেন। দু'টি বিষয় সম্পর্কে তিনি আলাপ করলেন – তাঁর নিজের বিপদ এবং লাসারের মৃত্যু সম্পর্কে।

১. যিহূদিয়ায় তার নিজের সক্রিয় বিপদ, পদ ৭-১০।

(১) যিহূদিয়ায় যিরূশালেমে দিকে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর শিষ্যদের এখানে ইঙ্গিত প্রদান করলেন। শিষ্যরা ছিলেন খ্রীষ্টের পরামর্শের মানুষ। তিনি তাঁদের বললেন (পদ ৭): "চল আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই," যদিও যিহূদিয়ার লোকেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিল। এইভাবে যারা তাকে প্রায়ই সময়েই প্রত্যাখ্যান করে এসেছে তিনি তাদের প্রতি বার বার অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য উদ্যোগ নিতেন। এটি

বিবেচনা করা যেতে পারে:

[১] বৈথ যিরমিয় বন্ধুদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্য হল, তিনি এই পরিবারের মধ্যে যারা দুঃখার্ত রয়েছেন তাদের অবস্থা এবং সমস্ত গুরুতর অবস্থাসমূহ খুব ভাল করে জানতেন, যদিও আর কোন জরুরি খবর তাঁর কাছে পাঠানো হয় নি। দৈহিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও তিনি আত্মিকভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তাদের অবস্থা চরম সীমায় পৌঁছেছে, যখন ভাই এবং বোনেরা তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন: "এখন," তিনি বললেন, "চল আমরা এবার যিহূদিয়াতে যাই।" খ্রীষ্ট তখনই তাদের লোকদের সাহায্য করে থাকেন যখন তাদের সাহায্য করার উপযুক্ত সময় হয়, হ্যাঁ সেই নিরূপিত সময় এসে গেছে। আর আমাদের নিরূপিত মন্দ সময় হল, যখন আমাদের আশা হারিয়ে যায় এবং আমাদের কার্যকলাপের জন্য আমরা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হই। "তখন তারা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি কবর খুলে দেব" (যিহিস্কেল ৩৭:১১, ১৩)। দুঃখের গভীরতার মাঝে এই কারণে নিজেদের গভীর হতাশা থেকে দূরে রাখব, মানুষের চরম কষ্ট হল ঈশ্বরের কাজ করার সুযোগ, *যিহোবা যিরি*।

[২] এটি ছিল শিষ্যদের সাহসের পরীক্ষাস্বরূপ, যেখানে মাত্র অল্প দিন আগে, তাঁদের সদাপ্রভুর জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় তাঁরা সাহসপূর্বক খ্রীষ্টের খ্রীষ্টের পিছন পিছন আদৌ যাবেন কি না, যেখানে তাঁদের জীবন বিপদগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খ্রীষ্টের সব কথা সত্য বলে প্রমাণিত হত বলে এত দ্রুত আবার তাঁদের যিহূদিয়া যাবার জন্য উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তিনি শিষ্যদের এই কথা বলেন নি যে, "তোমরা যিহূদিয়াতে যাও, কিন্তু আমি একা সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকব, কারণ আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে।" না, তিনি সে কথা বলেন নি। তিনি বলেছিলেন, "চল, আমরা যাই।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কখনোই তাঁর লোকদের বিপদগ্রস্থ করেন না, কিন্তু তিনি সব সময় বিপদের সময় তাদের সঙ্গে থাকেন, এমন কি তারা যখন ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হয়, তখনও তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

(২) এই যাত্রার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি (পদ ৮): "রব্বি, এই তো যিহূদীরা আপনাকে পাথর মারবার চেষ্টা করছিল, তবু আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?" আমরা এখানে দেখতে পাই:

[১] তাঁরা খ্রীষ্টকে তাঁর বিপদের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন যে, বেশি দিন আগে নয়, মাত্র কিছু দিন আগে তিনি মৃত্যুর ঝুঁকিতে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সদাপ্রভুর চেয়ে অধিকতর বিষয়ে দুঃখভোগ করার জন্য তৎপর হলেন। তিনি নেতাদের প্রকাশ্যে অবিশ্বাস সহ্য করেছিলেন, এটি অতীত হয়ে গেছে, এই বিষয়টি তিনি মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা বিষয়টি মনে রেখেছিলেন। তাঁরা বিষয়টি ভুলে যান নি। যদিও ঘটনাটি কিছুদিন আগে ঘটেছিল, কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল যেন আজকেই নেতারা খ্রীষ্টকে মারার জন্য পাথর তুলে নিয়েছিল। যদিও ঘটনা ঘটেছিল কমপক্ষে দুই মাস আগে, কিন্তু সেই আতঙ্কের স্মৃতি তাঁদের মনে সতেজ রয়েছে এবং এখনও তা জ্বল জ্বল করছে।

[২] সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে আবার যাওয়ার ব্যাপারটি শিষ্যদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল। "আপনি কি আপনার বন্ধুদের তাদের উপস্থিতিতে সাহায্য করতে চান, যারা আপনাকে

তাদের এলাকা থেকে বের করে দিয়েছিল?" আমাদের চেয়ে আরও সহজে খ্রীষ্ট অ বিশ্বাসকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম। "আপনি কি সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবেন, যারা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন? আপনি কি আবার সেখানে যাবেন যেখানে লোকেরা আপনার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিল?" এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শিষ্যরা তাঁদের প্রভুর নিরাপত্তার জন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন, যেমন পিতর করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "প্রভু, এ দূর হোক, আপনার উপর কখনো এরকম হবে না।" শিষ্যরা চেয়েছিলেন যেন খ্রীষ্ট তাঁর কষ্টভোগ করার প্রবণতা থেকে দূরে সরে আসে কিন্তু তিনি চান নি তাঁর কোন বন্ধু তার এই প্রবণতা থেকে সরে আসার জন্য প্ররোচিত করেন, কারণ তিনি তাঁর পিতার কাছে কথা দিয়েছেন তাই তাঁর কর্তব্য থেকে সরে যাবেন না, যেতে পারেন না। তথাপি শিষ্যরা যখন খ্রীষ্টের নিরাপত্তার বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন ঐ একই সময়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন:

*প্রথমত*, তাঁর ক্ষমতায় সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। সম্ভবত তিনি যিহূদিয়ায় গিয়ে নিজেকে এবং তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন না, তিনি আগের মতই তাদের কাছ থেকে গোপনে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করবেন। তাঁর বাহু কি খাটো হয়ে গেছে? যখন আমরা এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের মণ্ডলী এবং তাঁর আত্মার অনুগ্রহের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খিত হই, তাহলে আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার মধ্যে সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করতে হবে, যিনি নেকড়ে বাঘের পালের মধ্যে থেকে কীভাবে তাঁর মেষের পালকে রক্ষা করতে হয় তা খুব ভাল করে জানেন।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁদের অত্যাচারিত হওয়ার গোপন ভয়। তারা এই কথা ভেবেছিলেন যে, যদি খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করেন তাহলে তাদেরকেও দুঃখভোগ করতে হবে। যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ জনগণের সঙ্গে একই উপায় অবলম্বন করি তখন আমরা বস্তুত ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হই। আমরা যখন বাস্তবিক কেবলমাত্র নিজেদের সম্পদের জন্য আগ্রহী হই, আমাদের সম্মান, আরাম-আয়েশ এবং নিরাপত্তা এবং আমাদের নিজেদের বিষয়গুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি খ্রীষ্টের বিষয় খোঁজার অজুহাতে। এই জন্য আমাদের নীতিগুলো বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং তা অন্যদের থেকে পৃথক করা প্রয়োজন।

(৩) এই আপত্তির প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের উত্তর (পদ ৯,১০): "দিনে কি বারো ঘন্টা নেই?" যিহূদীরা সমস্ত দিনকে বারো ঘণ্টায় ভাগ করত। এক ঘণ্টা ছিল দিনের বারো ভাগের এক ভাগ। তারা দিন ধরতো সূর্যাস্ত থেকে পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। স্বর্গীয় প্রজ্ঞা আমাদের দিনের আলো দিয়েছেন কাজ করার জন্য। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কাজ করার জন্য প্রচুর সময় পাই। দিন ও রাত আসে আর এইভাবে এক সময় বছর ঘুরে আসে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একইভাবে দিনের আলোর মত রাতের অন্ধকার ভোগ করে। একইভাবে ভোর ও গোধূলি পৃথিবীর সমস্ত দেশেই রয়েছে। মানুষের জীবন হল একটি দিন। এই দিনে নানা রকম বয়স, অবস্থা এবং সুযোগসমূহ, দিনের দীর্ঘতা কিংবা স্বল্পতা অনুসারে ঈশ্বর নির্ধারণ করেছেন। এই বিবেচনায় আমাদের কেবল জীবনের দায়িত্ব পালনে ভীষণভাবে ব্যস্ত থাকা উচিত তাই নয়, কিন্তু জীবনের প্রতিকূল অবস্থা কিংবা দুঃখ-কষ্টকেও সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। যদি দিনে বারো ঘণ্টা থাকে তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের দায়িত্ব পালন

করে সেই সময়টি পূর্ণ করা উচিত। একটি মুহূর্ত যেন কর্মহীন অবস্থায় অতিবাহিত না হয়। আমাদের জীবনের সময়টা যতটা দীর্ঘ ততটা সময়ই আমাদের কাজ করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের জীবনের সাক্ষ্যও তুলে ধরতে হবে। খ্রীষ্ট তাঁর কাজে এই বিষয়টি প্রয়োগ করেছেন এবং দেখিয়েছেন কেন তিনি যিহূদিয়াতে যাচ্ছেন, কারণ সেখানে যাবার জন্য তিনি সুস্পষ্ট ডাক পেয়েছেন। এর শুরুর জন্য:-

[১] তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি কেউ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর থাকে এবং যথাসময়ে তার দায়িত্ব সম্পন্ন করে, তাহলে নিশ্চয়ই তার মন আনন্দ পূর্ণ এবং সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটি হল সবার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের পরামর্শ আর এটি ঈশ্বরের দূরদর্শিতার দ্বারা বিশেষভাবে নির্ধারিত: যদি কেউ দিনে চলাফেরা করে তবে সে উছোট খাবে না। এর অর্থ হল, যদি কোন ব্যক্তি তার কাজ শেষ করে এবং সে এই কথা মনে করে যে, সে ঈশ্বরের নিয়মস্বরূপ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে এবং ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ অতি নম্রতার সাথে পালন করেছে, তাহলে বুঝতে হবে সে ঈশ্বরের কোন কাজ অস্থিরভাবে করে নি এবং ঈশ্বরের কাজে কোন সন্দেহ ছিল না। বরং সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, নিশ্চিত হয়ে চলাফেরা করেছে এবং পবিত্র আত্মায় প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করেছে। যে দিনে চলাফেরা করে সে উছোট খায় না, কিন্তু তার পথে তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, *কারণ সে এই পৃথিবীর আলো দেখে,* আর এর দ্বারা সে তার সামনের পথ দেখতে পায়। ঠিক সেই রকম একজন ভাল মানুষ তার পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করে চলে এবং ঈশ্বরের মহিমা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে, কারণ সে দু'টি বৃহৎ আলো দেখতে পায় এবং তার চোখ তাদের উপর নিবদ্ধ রাখে। এইভাবে সে বিশ্বস্ত উপদেশ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে মনের সন্দেহ দূর করে দেয় এবং তার সমস্ত বিপদে শক্তিশালী রক্ষাকারী থাকে (গালাতীয় ৫:৪; গীতসংহিতা ১১৯:৬)। খ্রীষ্ট যে স্থানেই গিয়েছেন দিনের বেলায় হেঁটে গিয়েছেন, ঠিক তেমনি আমরা করতে সক্ষম হব যদি আমরা পিছনে পিছনে চলি এবং তাঁর পদচিহ্ন ধরে চলি।

[২] তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি কেউ তাঁর নিয়ম অনুসারে না চলে তবে সেই মানুষ কষ্টভোগ করবে এবং বিপদগ্রস্থ হবে (পদ ১০): "যদি কেউ রাতে চলাফেরা করে তবে সে উছোট খায়।" এই কথার অর্থ হল, যদি কেউ তার নিজে ইচ্ছা অনুযায়ী চলে তার নিজের চোখ দিয়ে দেখে এবং এই পৃথিবীর কার্যকলাম অনুযায়ী চলে। যদি সে ঈশ্বরের মহিমার চেয়ে তার মাংসিক চিন্তা ধারা এবং জ্ঞানকে উত্তম বলে বিবেচনা করে, তাহলে সে প্রলোভনে পড়বে এবং ফাঁদে আটকা পড়বে। তার জীবনে চরম অশান্তি এবং দুঃখ গ্রহণ করার জন্য দায়ী থাকবে। গাছের পাতা নড়তে দেখলেই ভয়ে কেঁপে উঠবে, যখন কেউ তার পিছনে পিছনে আসবে না কেউ তাকে তাড়া করেছে মনে করে ভয়ে পালিয়ে যাবে। সৎ মানুষ বল্লমকে নড়তে দেখলে হাসে এবং দশ হাজার জন আক্রমণ করতে এলেও ভয়ে কাঁপবে না (যিশাইয় ৩৩:১৪-১৬)। "সে উছোট খাবে, কারণ তার মধ্যে আলো নেই।" আমাদের নৈতিক কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের আলো প্রকাশ পাবে। আমাদের কাজ আমাদের প্রমাণ করবে যে, আমরা আলোতে চলছি কি না। যার মধ্যে ভাল নীতি নেই সে কাজে আন্তরিক হতে পারবে না, তার দৃষ্টি মন্দতায় পূর্ণ। খ্রীষ্ট যিহূদিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্যকে

কেবলমাত্র ন্যায্য বলে প্রমাণই করেন নি, বরং তাঁর সঙ্গে যিহূদিয়াতে যাবার জন্য তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, কোন মন্দ পরিস্থিতিতে ভয় না করার জন্য সাহস যুগিয়েছিলেন।

২. লাসারের মৃত্যুতে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথা-বার্তা, পদ ১১-১৬। আমরা এখানে দেখতে পাই:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে লাসারের মৃত্যুসংবাদ দিলেন এবং তিনি তাদের জানালেন যে, এখন তাঁর কাজ হল যিহূদিয়াতে যাওয়া এবং তাঁর পরিচর্যা করা, পদ ১১। এরপর খ্রীষ্ট শত্রুদের এলাকায় বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর শিষ্যদের প্রস্তুত করলেন। তিনি তাদের জানালেন:-

[১] লাসারের মৃত্যুর সহজ সরল সংবাদ, যদিও তিনি এর কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন নি: "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে।" দেখুন, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কি বলে ডেকেছেন এবং বিশ্বাসীদের মৃত্যুকে তিনি কি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

*প্রথমত*, তিনি একজন বিশ্বাসীকে তাঁর বন্ধু ডেকেছেন: "আমাদের বন্ধু লাসার।" লক্ষ্য করুন:

১) খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তি রয়েছে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ভালবাসার বন্ধন রয়েছে। অনুসারীরা পরস্পর আলাপচারিতা করেন, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বীকার করেছেন এবং এতে তিনি লজ্জিত হন না। তিনি খাঁটি অন্তরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

২) খ্রীষ্ট যাদের তাঁর বন্ধু বলে স্বীকার করার আকাঙ্খা করেন তাঁর সমস্ত শিষ্যরা তাদের বন্ধু বলে স্বীকার করে নেন। খ্রীষ্ট লাসারকে সাধারণ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে কথা বলেছেন, "আমাদের বন্ধু।"

৩) মৃত্যু খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যকার বন্ধুত্বের বন্ধনকে ভাঙ্গতে পারবে না। লাসার এখন মৃত, কিন্তু তবুও তিনি আমাদের বন্ধু।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি বিশ্বাসীদের মৃত্যুকে ঘুম বলে আখ্যায়িত করেছেন: তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই রকম নামের দ্বারা মৃত্যুকে আখ্যায়িত করা ভাল এবং এই আখ্যা মৃত্যুকে আরও ঘরোয়া করবে এবং আমাদের কাছে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে হ্রাস করবে। লাসারের মৃত্যু ছিল একটি অপূর্ব অর্থে ঘুম, যেমন যায়ীরের মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল। লাসার আবার খুব শীঘ্র উত্থিত হয়েছিলেন এবং আমরা এর থেকে বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসী হিসেবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, আমরাও অবশেষে পুনরুত্থিত হব। কেন তাহলে বড় পার্থক্য তৈরি করা হল? এখন ভাল খ্রীষ্টান যখন মারা যান, তখন কেবল ঘুমিয়ে থাকেন, তিনি যেন সারাদিনের পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং পর দিন সতেজতায় জেগে ওঠেন। এখানে মৃত্যুর ঘুমের সুযোগ আছে, এই ঘুম কেবল বন্ধনীর মধ্যে, কিন্তু মৃত্যু হল আমাদের পরিশ্রম এবং উদ্বিগ্নতার পরিসমাপ্তি। আত্মা ঘুমায় না, বরং আরও ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু দেহ ঘুমিয়ে থাকে অস্থিরতা ছাড়া এবং কোন ভীতি ছাড়া। কেউ দেহকে উত্তেজিত কিংবা রাগান্বিত করে না কিংবা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। দুষ্টদেরকে কবর দেওয়া হয় এবং তার কাফন হল অপরাধীর শৃঙ্খল, যে দণ্ডের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু ধার্মিকের জন্য তা হল বিছানা। এই বিছানার

সব কিছুই নরম এবং আরামপ্রদ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জন্য উপযুক্ত। যদিও দেহ পচে যায় সকালে উঠলে এই দেহকে পচন অবস্থায় দেখা যাবে না। এটি বিবাদের দিনের জন্য সংস্কার এবং পরিপাটি করার জন্য আমাদের পোষক খুলে রাখার মত। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বিজয়ের বেশে আমরা উত্থিত হব (যিশাইয় ৫৭:১; ১ থিষ ৪:১৪)। গ্রীকরা তাদের কবরস্থানকে বলে *শয়নাগার - Koimeteria*।

[২] লাসার সম্পর্কে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত: "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" তিনি তা করতে পারতেন তবুও তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। যারা মারা গেছেন তাদের পুনরায় সেই জীবন ফিরিয়ে দিয়ে তাকে পুনরুজীবিত করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে (যোহন ৪:৫০), যেন সে পুনরায় মৃত্যু থেকে দূরে থাকে। কিন্তু তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ আশ্চর্য কাজটি কবর স্থানে দাঁড়িয়ে করার জন্য তুলে রাখলেন: "আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" ঘুম যেমন মৃত্যুর সাদৃশ্য তেমনি মানুষের ঘুম থেকে জেগে ওঠা যখন তাকে ডাকা হয়, বিশেষ করে যখন তার নাম ধরে ডাকা হয়, তা পুনরুত্থানের নির্দশন হিসেবে পরিগণিত হয় (ইয়োব ১৪:১৫): "তখন তুমি ডাকবে।" আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কেবল এই কথাই বলেন নি যে, "আমাদের বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে।" কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও যোগ করে বলেছিলেন, "কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" যে কোন সময় খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যখন তাদের কষ্টের কথা জানতে পারেন, তখন সেই মুহূর্তে তিনি সেই কথা সংস্কার করে কত শান্তিজনক কথাই না তিনি বলে থাকেন। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি যিহূদিয়াতে যাচ্ছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং তিনি তাদের ভয় দূর করার জন্য সাহায্য করলেন যেন তারা উৎসাহপূর্ণ মনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যিহূদিয়াতে যেতে পারেন। তিনি জনসাধারণের সংবাদের ভিত্তিতে মন্দিরের অভিমুখে যাচ্ছেন না, কিন্তু এটি ছিল ব্যক্তিগত যাত্রা যা নিজেকে বা তাদেরকে খুব বেশি জাহির করেন নি এবং পাশাপাশি এই যাত্রা ছিল একটি পরিবারের প্রতি দয়াপূর্ণ কাজ করার জন্য, যে কাজ করার জন্য তারা দায়বদ্ধ ছিলেন।

(২) এই কথার অর্থ তারা বুঝতে ভুল করেছিলেন, আর তাদের এই ভুল ছিল গুরুতর (পদ ১২,১৩): "এতে শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "প্রভু যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে।" এই কথার প্রকাশ পেয়েছে"-

[১] তাঁদের বন্ধু লাসারের জন্য তাদের কিছু চিন্তা ছিল, তাদের আশা ছিল তাদের বন্ধু লাসার ভাল হয়ে যাবেন। একই সময় তিনি তাঁকে মৃত্যু থেকেও রক্ষা করবেন। সে সংবাদবাহক লাসারের মৃত্যুসংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছিল, তার মাধ্যমে শিষ্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভয়াবহ লক্ষণ লাসারের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, যার ফলে লাসার ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে আছেন, তিনি কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন না। আর এখন তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনতে পেলেন যে, লাসার ঘুমিয়ে পড়েছেন, এতে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তাঁর অসুখ দূর হয়ে গেছে এবং তাঁর বিপদের আশঙ্কা কেটে গেছে। ঘুম হল প্রকৃতির চিকিৎসা এবং এর দুর্বল এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এই হল মৃত্যুর ঘুমের সত্য। যদি ভাল খ্রীষ্টান এইভাবে ঘুমান তাহলে এখনকার ঘুমের চেয়ে ভাল ঘুম হবে।

[২] তাদের জন্য গুরুতর চিন্তা। এর দ্বারা তারা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলেন যে, এখন লাসারের কাছে যাওয়া খ্রীষ্টের জন্য অর্থহীন হবে এবং সেখানে গিয়ে খ্রীষ্ট এবং নিজেদের বিপদগ্রস্থ করার আর কোন প্রয়োজন নেই। "যদি লাসার ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে তিনি তাড়াতাড়ি ভাল হবেন, আর আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকতে পারবো।" ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে যখন কোন বিপদের আশংঙ্কা থাকে তখন প্রায়ই আমরা এই রকম আশা করে থাকি যেন ঐ ভাল কাজটি নিজে নিজে সম্পন্ন হয় অথবা অন্য কারও মাধ্যমে তা সম্পাদিত হয়।

(৩) তাঁদের ভুলের সংশোধন (পদ ১৩): যীশু লাসারের মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন। এখানে দেখুন:

[১] খ্রীষ্টের শিষ্যরা কতটা নির্বোধের মত কথা বলেছিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের মত যারা খ্রীষ্টের উক্তির কোন কোন অর্থ ভুল বুঝে তাদের যেন আমরা দোষারোপ না করি। আমাদের ভাইদের ভুলগুলো গুরুতর করে দেখা ভাল নয়। যদি তাদের ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি হয় তবুও তাদের দোষারোপ করা ঠিক নয়, কারণ তাদের ভুল সহজেই প্রতিকার হতে পারে। পুরাতন নিয়মে মৃত্যুকে প্রায়ই ঘুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যদি তারা এই কথা স্মরণ করতে পারে তাহলে তাদের ভুল বোঝার অবসান ঘটবে। খ্রীষ্ট যেহেতু তাদের সঙ্গে পুস্তকী ভাষায় কথা বলেছেন তাঁদের এই কথার অর্থ বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া এটি তাদের সদাপ্রভুর জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক বিষয় হবে যে, তিনি তার বন্ধুর প্রকৃতির ঘুম থেকে জাগাবার দায়িত্ব পালনের জন্য দুই কিংবা তিন দিনের পথ পাড়ি দেবেন, যে কাজ অন্য যে কেউ সেখানে করতে পারে। খ্রীষ্ট যে দায়িত্ব পালন করতে সেখানে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছেন আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তিনি সেখানে একটি মহৎ এবং অসাধারণ কাজ করতে যাচ্ছেন এবং নিজের মহা মূল্যবান কাজ করতে যাচ্ছেন।

[২] সুসমাচার লেখক খুব সতর্কতার সঙ্গে এই ভুল সংশোধন করেছেন: যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। যারা পরভাষায় কথা বলেন অথবা অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করে, এখান থেকে তারা তাদের কথা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করতে পারে। তারা যাতে এই সব কথা ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তাদের ভুল প্রতিকার করতে পারে, এই জন্য তাদের প্রার্থনা করা উচিত।

(৪) লাসারের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁদের কাছে খ্রীষ্টের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা এবং বৈথনিয়াতে যাবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প, পদ ১৪,১৫।

[১] তিনি তাঁদের লাসারের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। এর আগে তিনি যে কথা অস্পষ্টভাবে বলেছিলেন এখন তা তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন এবং কোন অলঙ্কার ছাড়াই বললেন, "লাসার মারা গেছে," পদ ১৪। তাঁর ভক্তদের মৃত্যুসংবাদ খ্রীষ্ট জ্ঞাত আছেন, কারণ তাদের মৃত্যু তাঁর কাছে মহা মূল্যবান, (গীতসংহিতা ১১৬:১৫): "সদাপ্রভুর কাছে তাঁর ভক্তদের মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশি," যদি আমরা এই বিষয়টি বিবেচনা না করি তাহলে তিনি খুশি হবেন না এবং অন্তরে ধারণ করবেন না। দেখুন, খ্রীষ্ট কি সহানুভূতিশীল শিক্ষক এবং যারা পথ ভ্রষ্ট তাদের প্রতি কি দয়ালু এবং অতীতে যে সমস্ত দুর্বোধ্য কথা বলেছিলেন তা বুঝাবার জন্য কত সহজভাবে তিনি তার ব্যাখ্যা দান করেন।

[২] সেখানে যেতে এবং লাসারকে দেখতে কেন খ্রীষ্ট এত দেরি করেছিলেন এর কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদের জানালেন: "কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে খুশি হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না।" যদি খ্রীষ্ট সেখানে যথেষ্ট সময় দিতেন তাহলে নিঃসন্দেহে লাসার সুস্থ হতেন এবং তার মৃত্যু রোধ হত, আর সেটা লাসারের বন্ধুদের জন্য আরও আনন্দের এবং সান্ত্বনার হত। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা দেখতে পেলেন যে, খ্রীষ্ট অন্যান্য সময়ে যেভাবে আশ্চর্য কাজ করে থাকেন, তার চেয়ে আরও বড় কোন আশ্চর্য কাজের প্রমাণ দেখাতে পারছেন না এবং ফলস্বরূপ তাঁদের বিশ্বাসের কোন উন্নতি ঘটছে না। তাই এখন তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করতে যাচ্ছেন। যেন যারা কখনো এর আগে বিশ্বাস করে নি এই আশ্চর্য কাজ দেখে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে (পদ ৪৫)। আর যাদের বিশ্বাস এখন দুর্বল কিংবা বিশ্বাসের স্বল্পতা রয়েছে তাদের বিশ্বাস যাতে পরিপূর্ণ এবং খাঁটি হয় এই আকাঙ্খা করছেন খ্রীষ্ট: আমার এই ইচ্ছা যেন তুমি বিশ্বাস কর।

[৩] তিনি এখন বৈথনিয়া যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি চাইলেন যেন শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে যান। লক্ষ্য করুন, "আসুন আমরা সান্ত্বনা দেবার জন্য বোনদের কাছে যাই," (আমরা হয়তোবা এতটুকুই করতে পারতাম) "এস আমরা তাঁর কাছে যাই।" কারণ খ্রীষ্ট এই মৃত ব্যক্তির মধ্যে আশ্চর্য কাজ করতে সক্ষম। মৃত্যু আমাদের সমস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করে এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে। কিন্তু মৃত্যু খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে আমাদের পৃথক বিচ্ছিন্ন করতে পারে না এবং তাঁর ডাকের নাগালের বাইরে রাখতে পারে না। তিনি যেভাবে ধূলি দিয়ে তাঁর নিয়ম রক্ষা করেন তেমনি তিনি ধূলিতে গমন করতে পারেন। লাসার মারা গেছেন, কিন্তু তবুও "এসো, আমরা তার কাছে যাই।" সম্ভবত তাঁরা এই কথা বলেছিলেন, যদি তিনি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাঁরা সেখানে থাকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন তবে সেখানে যাওয়ার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

(৫) থোমা তাঁর সহশিষ্যদের উৎসাহিত করলেন যেন আনন্দের সঙ্গে তাঁরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন (পদ ১৬): থোমা, যাকে বলা হয় দিদুঃম। থোমা হল হিব্রু শব্দ এবং দিদুঃম হল গ্রীক শব্দ, এই নামের অর্থ 'যমজ'। রিবিকার সন্তান জন্মের সময়ের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে (আদিপুস্তক ২৫:২৪): "সন্তান প্রসবের সময় দেখা গেল তার গর্ভে যমজ সন্তান রয়েছে", এখানে *যমজ* শব্দটির পারিভাষিক শব্দ হল *থোমিম*। সম্ভবত থোমা যমজ ছিলেন। তারা তার সহশিষ্যদের অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন (যখন খ্রীষ্ট এইভাবে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, "চল, আমরা লাসারের কাছে যাই," তখন থোমা এর মধ্যে ভয়ের বিষয় দেখতে পেয়েছিলেন এবং অন্যদের মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন), "চল আমরা যাই, যেন তার সঙ্গে মরতে পারি।" এর অর্থ হল:

[১] অনেকে মনে করেন, যিনি মারা গেছেন সেই লাসারের সঙ্গে তাঁরাও যেন মরতে পারে। লাসার খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং প্রিয় বন্ধু ছিলেন। সম্ভবত থোমার সঙ্গে লাসারের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। তাই যেহেতু তিনি মারা গেছেন, তাই থোমা বললেন, "চল আমরাও যাই, যেন তার সঙ্গে আমরাও মরতে পারি।" কারণ:-

*প্রথমত*, "যদি আমরা বেঁচে থাকি, তাহলে কীভাবে তাকে ছাড়া বেঁচে থাকব জানি না।" সম্ভবত লাসার তাঁদের পক্ষে অনেক কাজ করেছিলেন, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং

তাঁদের প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগান দিয়েছিলেন। তিনি এখন তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর মত এমন একজন মানুষ যিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাঁদের পরিচর্যা করেছিলেন, তাঁর মত এমন মানুষ আর তাঁরা পাবেন না। আর এই কারণে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের জন্য মঙ্গল হবে যদি আমরা তার সঙ্গে মারা যাই।" যাদের সঙ্গে আমাদের ভালবাসার সুদৃঢ় বন্ধন রয়েছে, তাদের জন্য আমরা এইভাবে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জীবিত থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। যদি আমরা এই রকম চিন্তা করি যে, সে মারা গেছে তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, তাহলে সেই চিন্তা দূর করে দিতে হবে। আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বেঁচে থাকতে হবে এবং আনন্দ মনে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু এটাই সব নয়।

*দ্বিতীয়ত*, "যদি আমরা মারা যাই আমরা এই আশা করতে পারি যে, আমরা তার সঙ্গে সুখে থাকব।" মরণের ওপারে একটি সুখের জীবন রয়েছে যদি এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং যদি এই রকম আশার মধ্য দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে এবং লাসারের সুখের অংশী হবে বলে মনে করে, তাহলে সে এই ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে যেন সবাই যায় এবং তার সঙ্গে মরতে পারে। এটি অধিকতর ভাল যে, মৃত্যুতে আমাদের খ্রীষ্টান বন্ধুদের সঙ্গে সেই পৃথিবীতে যাব, যা আগে থেকেই সুশোভিত করে রাখা হয়েছে। দুঃখময় পৃথিবীকে পিছনে ফেলে পরম শান্তির পৃথিবীতে তারা প্রবেশ করবে। অনেকে এই বিষয় থেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন এমনভাবে যাপন করতে হবে যেন মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে আমাদের খ্রীষ্টান বন্ধুদের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারি। একজন ধার্মিক মানুষ এমন আনন্দপূর্ণভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেন, যেন তিনি কাপড় ছেড়ে বিছানায় যাচ্ছেন।

[২] "চল আমরা যাই, যেন আমরা আমাদের হুজুরের সঙ্গে মরতে পারি। যিনি যিহূদিয়ায় নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার জন্য যাচ্ছেন।" আর তাই আমি আরও মনে করি, "যদি তিনি বিপদের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে আসুন আমরাও যাই এবং আমাদের ভাগ্য তাঁর উপর ছেড়ে দেই।" "আমার পিছনে এসো," এই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যিহূদীদের বিদ্বেষের কথা থোমা খুব ভাল করেই জানতেন এবং তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাও তিনি ভাল করে জানতেন। কারণ প্রায়ই খ্রীষ্ট এই সম্পর্কে তাদের কাছে কথা বলেছেন। তাই তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন এটি চিন্তা করা কোন অসঙ্গত কল্পনা হবে না। থোমা প্রকাশ করেছেন:-

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের প্রতি দৃঢ় ভালবাসার জন্য থোমা তাঁর সঙ্গে সানন্দে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, যদিও তাঁর বিশ্বাস দুর্বল ছিল, যা পরবর্তী সময় প্রকাশ পেয়েছিল (যোহন ১৪:৫; ২০:২৫)। "আপনি যেখানে মরবেন আমিও সেখানে মরবো" (রূত ১:১৭)।

*দ্বিতীয়ত*, তিনি তাঁর সহশিষ্যদের জন্য একই আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন: "চল, আমরা সবাই যাই এবং তাঁর সঙ্গে মরি। যদি লোকেরা তাঁকে পাথর মারে তবে আমাদেরকেও পাথর মারতে দেব, কে না এমন প্রভুকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়?" এইভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় যীশুয়ীগণ পরস্পরকে উদ্দীপ্ত রাখা উচিত। আমরা একে অন্যকে বলতে পারি, "চল আমরা তাঁর সঙ্গে মরি"। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের মৃত্যুকে বিবেচনা করে

আমাদেরকেও যে কোন সময় ঈশ্বরের ডাকে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

## যোহন ১১:১৭-৩২ পদ

স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, খ্রীষ্ট যিহূদিয়াতে যাবেন এবং তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে যাবেন। আর এই জন্য তার শিষ্যরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এই যাত্রাপথে কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যেমন জেরিকাতে একজন অন্ধ লোককে সুস্থ করেছিলেন এবং সক্কেয়ের সঙ্গে আলাপ ও তার মন পরিবর্তনের কাজ। যখন আমরা ভাল কোন ভাল কাজ করার সুযোগ পাব, তা করা থেকে আমরা যেন নিজেদের বঞ্চিত না করি। অন্যরা যেমন নিজেদের পথে চলার সময় ভাল কাজ করার সুযোগ থাকলেও অবহেলা করে, আমরা যেন তাদের মত না করি। আমাদের যতদূর সাধ্য অন্যদের মঙ্গল করা আমাদের দায়িত্ব। অবশেষে তিনি বৈথ যিরমিয় কাছে আসলেন, বলা হয় যে এই জায়গা যিরূশালেম থেকে পনের ফার্লং, যা কমপক্ষে দুই মাইল বা তিন কিলোমিটার, পদ ১৮। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যে আশ্চর্য কাজ তিনি এখানে করেছিলেন, তার প্রভাব যিরূশালেমে পড়েছিল এবং যিরূশালেমকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। খ্রীষ্ট গালীলে বিস্তর আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু যিরূশালেমে এবং যিরূশালেমের কাছাকাছি যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা আরও সুবিখ্যাত ছিল। এখানে তিনি একজন আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করেছিলেন এবং অপর জন যে ছিল সে ছিল জন্ম থেকে অন্ধ। আর সর্বশেষ চারদিনের মৃতকে জীবন দান করেছিলেন। বৈথনিয়াতে খ্রীষ্ট আসলেন এবং লক্ষ্য করুন:

ক. বন্ধুদের যে অবস্থা খ্রীষ্ট সেখানে দেখতে পেলেন। তিনি শেষবার যখন তাদের কাছ থেকে চলে আসেন তখন তিনি তাদের সার্বিক অবস্থা ভাল দেখেছিলেন, তারা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ভাল ছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব, যদিও খ্রীষ্ট জানেন পুনরায় তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে আমাদের এবং তাদের মধ্যে কি পরিবর্তন কার্যকর হবে।

১. খ্রীষ্ট এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁদের বন্ধু লাসার কবরের মধ্যে রয়েছেন (পদ ১৭): যীশু *এসে শুনতে পেলেন যে, ইতোমধ্যেই লাসার চার দিন কবরে আছেন*। যখন তিনি গ্রামের কাছে আসলেন, গ্রামের অংশে কবরস্থান আছে, সেখানে আসলেন। সম্ভবত লাসারের কোন প্রতিবেশী অথবা যার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, লাসারকে চার দিন আগে কবর করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, যেদিন বৈথনিয়া থেকে সংবাদদাতারা এসে খ্রীষ্টকে লাসারের অসুখের খবর দিয়েছিল সেই একই দিন লাসার মারা গিয়েছিলেন। এটি এভাবে গণনা করা হয়েছে লাসারের অসুখের সংবাদ শোনার পর খ্রীষ্ট দুই দিন সেই একই জায়গায় অবস্থান করছিলেন আর দুই দিন অতিবাহিত হয়েছে বৈথনিয়াতে যাত্রাপথে। আমরা আর একটু বেশি চিন্তা করি, যে মুহূর্ত খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং এখন তিনি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছেন," ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু এবং কবরস্থ করার পর চার দিন কবরের মধ্যে শায়িত থাকার মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট যাত্রাপথে ছিলেন। তিনি সর্বসমক্ষে ভ্রমণ করেছিলেন, যেমন জেরিকার মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এবং সক্কে

য়ের ঘরে অবস্থান করার জন্য তাঁর কিছুটা সময় ব্যয় হয়েছিল। প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ যদিও সব সময় নিশ্চিতভাবে আসে, কিন্তু তা অনেক সময় দেরিতে আসে।

২. তিনি তাঁর বন্ধুদের অত্যন্ত শোকাহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। মার্থা এবং মরিয়ম তাদের ভাইয়ের মৃত্যুতে দুঃখে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এই কথার দ্বারা, যিহূদী*দের অনেকে মার্থা ও মরিয়মের কাছে এসেছিল, যেন তাদের ভাইয়ের বিষয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে*। লক্ষ্য করুন:

(১) এটি খুবই সাধারণ বিষয়, যেখানে মৃত্যু সেখানেই বিলাপকারী। বিশেষ করে যদি তারা মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় কিংবা প্রিয় হয়ে থাকেন এবং তাদের বংশধরদের মঙ্গলাকাঙ্খী হয়ে থাকেন, তারা অত্যন্ত দুঃখার্ত এবং ব্যথিত হন। যে গৃহের মানুষ মারা যায় সে গৃহকে বলা হয় *শোকের গৃহ* (উপদেশক ৭:২)। যখন মানুষ অনন্তকালের বাড়িতে চলে যাবে তখন বিলাপকারীরা পথে পথে ঘুরবে (উপদেশক ১২:৫), অথবা একাকী বসে থাকবে বা নীরব থাকবে। মার্থাদের এই ঘরটি ছিল ঈশ্বর ভয়শীল ঘর, যেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অবস্থিতি করছিল। তবুও সেই ঘর শোকের ঘরে পরিণত হয়েছিল। অনুগ্রহ মন থেকে সকল দুঃখ দূর করে দেয় (যোহন ১৪:১), কিন্তু তা ঘর থেকে নয়।

(২) যেখানে শোক রয়েছে সেখানে অবশ্যই সান্ত্বনা থাকবে। আমাদের দায়িত্ব হল যারা দুঃখ করে কিংবা শোক করে তাদের সঙ্গে আমাদেরও দুঃখ এবং শোক করা এবং তাদের সান্ত্বনা দান করা এবং তাদের দুঃখে সহভাগী হওয়ার কারণে তারা অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করবে। অনেক সময় আমরা যখন গভীর শোকের মধ্যে থাকি তখন আমরা ভুলে যাই যে, প্রভু আমাদের জন্য সান্ত্বনা রেখেছেন আর এই জন্য আমরা দুঃখে এবং হতাশায় একদম ভেঙ্গে পড়ি। এই কারণে আমাদের সান্ত্বনা বাণী থাকা প্রয়োজন। যখন আমরা দুঃখার্ত থাকি তখন সান্ত্বনার বাণী হবে আমাদের জন্য করুণা, এই জন্য যারা শোকার্ত, তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনান আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। যিহূদী পণ্ডিতগণ এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, মৃতদের কবরস্থ করার পর তার আপনজনদের জন্য সান্ত্বনার বিবেক তৈরি করতে তারা তাদের সহকারীদের বাধ্য করতো। তারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে সান্ত্বনামূলক কথা বলতেন, এর অর্থ হল তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা, যেমন যে সুনাম তিনি অর্জন করেছেন কেবল সেই কথাই বলা নয়, কিন্তু তিনি যে একটি শান্তি ও সুখের স্থানে গিয়েছেন সেই কথাও বলা। যখন কোন আত্মীয় এবং বন্ধু আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য চলে যান, আমরা নিশ্চয়ই তাদের জন্য শোক করি এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করি। আমরা হয়তো তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ি যাদের তিনি পেছনে রেখে গেছেন এবং হারিয়েছেন। যারা আমাদের আগে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন চির সুখের স্থানে, যেখানে আমাদেরকে তাদের কোন প্রয়োজন হবে না, আমরা এই সব কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারি। যিহূদীরা মার্থা এবং মরিয়মের ঘরে তাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং বিশেষ মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাদের দায় দায়িত্ব থেকে সব কিছুই করেছেন, যদিও তারা খ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন। তবুও যাদের খ্রীষ্টের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না তারা তাদের প্রতি সম্পাদিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর একটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে অনেক যিহূদী ও যিহূদী ধর্মাবলম্বী মহিলারা সম্ভবত একসঙ্গে এসেছিলেন যেন তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দান করতে পারেন। তারা

যখন খ্রীষ্টের অসাধারণ আশ্চর্য কাজ দেখেছিলেন তারা নিজেদের দেয়া সান্ত্বনার সঙ্গে তুলনা করে বুঝেছিলেন যে তাদের দেয়া সান্ত্বনা খ্রীষ্টের সান্ত্বনার চেয়ে কত নগণ্য। খ্রীষ্ট প্রধানত তাঁর আশ্চর্য কাজকে সাক্ষী দেবার জন্য প্রেরিত হন নি। তবুও অনেকে আছে যারা তাঁর আশ্চর্য কাজ মেনে নিতে পারে না। আর ঈশ্বর হঠাৎ তাদের মধ্যে এমনভাবে কাজ করেন যে তারা এর সাক্ষ্য বহন করতে বাধ্য হয়, আর তাতে অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

খ. যারা বেঁচে ছিলেন সেই বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে কি প্রকাশ পেয়েছে। যখন খ্রীষ্ট তাঁর যাত্রার জন্য কিছু সময় দেরি করেছিলেন ঐ সময় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে আরও বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন, আরও অধিক আগ্রহে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর প্রস্থান তাঁর প্রত্যাবর্তনকে আরও আদরণীয় করে তোলে। তাঁর উপস্থিতি কতটা মূল্যবান তা তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের শিক্ষা দেয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্ট এবং মার্থার মধ্যে আলাপ।

(১) আমরা এই অংশে পড়েছি যে, "যীশু আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন," পদ ১০।

[১] এতে প্রতীয়মান হয় যে, মার্থা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন আর এই জন্য তাঁর খোঁজ করতে এসেছিলেন। হয় কোন সংবাদদাতাকে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি এসে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে সংবাদ এনে দেয়। অথবা তিনি বার বার এই কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, "যিনি আমাকে ভালবাসেন তোমরা কি কেউ তাঁকে দেখেছ?" তাই যে তাঁকে প্রথমে দেখেছিল সে দৌড়ে এসে মার্থাকে খ্রীষ্টের আগমনের সংবাদ দিয়েছিল। যেভাবেই হোক তিনি প্রথমেই তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন, তাঁর পৌঁছানোর আগেই। মার্থা দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষা করছিলেন এবং বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন, "তিনি কি এসেছেন?" কোন সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খ্রীষ্ট অবশেষে এলেন। দেখার পালা শেষ হওয়ার পর তিনি কথা বললেন এবং মিথ্যা বললেন না।

[২] মার্থা যখন শুনতে পেলেন যে, খ্রীষ্ট আসছেন, তখন তিনি সব কিছু এক পাশে ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাঁকে স্বাগত জানালেন। যে সমস্ত যিহূদীরা লাসারের মৃত্যুর কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাদের প্রতি সব আনুষ্ঠানিকতা এবং সমস্ত আতিথ্য ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলেন খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য। লক্ষ্য করুন, যখন করুণা এবং সান্ত্বনার পথ ধরে ঈশ্বর দয়া এবং ভালবাসা হয়ে আমাদের কাছে আসেন, তখন আমাদের উচিত ঈমানে, প্রত্যাশায় এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়া। অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মার্থা খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রামের বাইরে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই কথা জানাতে গিয়েছিলেন যে, তাদের ঘরে বিভিন্ন মানসিকতার যিহূদীরা জমায়েত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা তাঁর বন্ধু নয়। তাই যদি খ্রীষ্টে চান তাহলে এই সব লোকদের এড়িয়ে যেতে পারেন।

[৩] মার্থা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছিলেন মরিয়ম তখন ঘরে বসে ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি খ্রীষ্টের আগমন সংবাদ পান নি। তিনি তার বসার ঘরে বসেছিলেন এবং যারা এসেছিল তারা তাকে সমবেদনা এবং সহানুভূতি জানাচ্ছিল। অন্য

দিকে মার্থা গৃহস্থলির কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই খ্রীষ্টের আগমনের সংবাদ তিনি খুব তাড়াতাড়ি পেয়েছিলেন। সম্ভবত মার্থা খ্রীষ্টের আগমন সংবাদ তার বোন মরিয়মকে জানানো নি। তার এই উচ্চাভিলাষ ছিল যেন তিনি সর্বপ্রথমে খ্রীষ্টকে স্বাগত জানাতে পারেন। পবিত্র বিজ্ঞতা আমাদের খ্রীষ্টের দিকে চালিত করে, যখন ভ্রাতৃগণ এবং প্রাচীনেরা জানেন না যে, আমরা কি করছি। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেন তিনি খ্রীষ্টের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন দুঃখে এমনই ভারাক্রান্ত ছিল যে, উঠে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। তার চেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে থাকা আরও ভাল মনে করলেন। তাই তিনি শোকাহতের মত বসে ছিলেন এবং বললেন, "শোক প্রকাশ করাই আমি ভাল বলে মনে করি।" এর সঙ্গে এই গল্পের মিল রয়েছে লূক ১০:৩৮ পদের। আমরা এই দুই বোনের মধ্যে ভিন্ন মানসিকতা দেখতে পাই, প্রলোভনের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব দেখতে পাই। মার্থার স্বাভাবিক স্বভাব হল তিনি খুব চটপটে এবং সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন এবং সব কিছুর শেষে থাকতেন। এটি তার জন্য ফাঁদ স্বরূপ হত যখন এর দ্বারা তিনি কেবল অনেক বিষয়ে সতর্ক এবং ব্যস্ত থাকতেন তাই নয়, কিন্তু উপাসনার কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার এই তৎপর স্বভাব তাকে দয়ার্দ্র করেছে, তার হৃদয় থেকে শোককে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছে এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাকে তৎপর করেছে। শুধু তাই নয়, তিনি খুব শীঘ্র খ্রীষ্টের কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। অন্য দিকে মরিয়মের স্বাভাবিক স্বভাব হল তিনি খুব বিচক্ষণ, রক্ষণশীল এবং গম্ভীর। ইতোপূর্বে এই স্বভাবটি তার জন্য সুবিধা হয়েছিল, যখন খ্রীষ্ট তার ঘরে এসেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের পায়ের কাছে বসেছিলেন এবং তাঁর কথা শুনছিলেন, আর মার্থা যেসব বিষয়ে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন সেই সব বিষয়ের প্রতি তার কোন দৃষ্টি ছিল না এবং ঐ বিষয়গুলো খ্রীষ্টের প্রতি তার মনযোগ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কিন্তু এই শোকের পরিস্থিতেতে তার একই মনোভাব তার জন্য ফাঁদস্বরূপ বলে প্রমাণিত হল। তিনি তার হৃদয়ে চেপে বসা শোককে হালকা করতে ব্যর্থ হলেন এবং আরও গভীরভাবে শোক প্রকাশ করলেন: মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন। এখানে দেখুন, আমাদের প্রলোভনের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রজ্ঞাকে কতটা স্বার্থক রাখা প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক স্বভাবের সুবিধাগুলোকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

(২) এখানে খ্রীষ্ট এবং মার্থার মধ্যকার সম্পূর্ণ কথোপকথন লিপিদ্ধ রয়েছে।

[১] খ্রীষ্টের প্রতি মার্থার মিনতি, পদ ২১,২২।

*প্রথমত*, তিনি খ্রীষ্টের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং দেরির জন্য অনুযোগ করলেন। তিনি এই কথা বলেছিলেন কেবল তার ভাইয়ের মৃত্যুর শোকের জন্য নয়, সেই সাথে খ্রীষ্টের অবহেলার জন্য কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশের জন্য: "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।" এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১) বিশ্বাসের সামান্য প্রমাণ। তিনি খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতেন, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার ভাইয়ের অসুখ গুরুতর হলেও খ্রীষ্ট সেই গুরুতর অসুখ ভাল করে দিতে সক্ষম হতেন আর এইভাবে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু রোধ করা যেত। মার্থা খ্রীষ্টের

সহানুভূতির প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন যদি খ্রীষ্ট লাসারের ভীষণ অসুস্থতা দেখতেন, তাঁর প্রিয় মানুষটির জন্য তিনি না কেঁদে পারতেন না। তাঁর সহানুভূতির কারণে তিনি লাসারের অসুখ ভাল করতেন, তার মৃত্যুকে থামিয়ে রাখতেন এবং তাদের এই ভীষণ শোকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। তাঁর সহানুভূতি কখনও ব্যর্থ হত না।

২) কিন্তু এখানে আমরা বিশ্বাসহীনতার দুঃখজনক দৃষ্টান্তও দেখতে পাই। তার বিশ্বাস সত্য ছিল, কিন্তু তা ছিল দুর্বল, বাতালে কাঁপা নলের মত, কারণ তিনি খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন তার কথায়, "প্রভু, যদি আপনি এখানে থাকতেন।" যেখানে তিনি জানতেন যে, খ্রীষ্ট দূর থেকেও সুস্থ করতে সক্ষম এবং তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ কাজ দৈহিক উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অধিকন্তু মার্থা খ্রীষ্টের দয়া এবং প্রজ্ঞাকে কটাক্ষ করলেন যে, তিনি সংবাদ দিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি সব কাজ সংক্ষিপ্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভ ব চলে আসেন। কিন্তু তারপরে তিনি দূরে অবস্থান করেছেন এবং মোটেও তিনি ত্বরা করে আসেন নি। তিনি এখন এসেছেন বটে কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছেন। এখন তিনি তাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন এমন আশা তিনি একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তবুও তিনি নিজেকে সংশোধন করলেন এবং মনে সান্ত্বনা পেলেন যে, খ্রীষ্টের করুণায় তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন। খ্রীষ্টকে দোষারোপ করার জন্য মার্থা নিজেকেই দোষারোপ করলেন এবং এই কথা বললেন তিনি দেরি করে এসেছেন। এবং এখনও তিনি হয়তো কিছু করতে পারেন: "কিন্তু আমি জানি এই হতাশাজনক অবস্থার মাঝেও আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন ঈশ্বর তা আপনাকে দেবেন।" লক্ষ্য করুন:

১) তিনি কতটা আশান্বিত হয়েছিলেন। যদিও মার্থার খ্রীষ্টকে এই কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি যে, আদৌ তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করবেন কি না। কারণ এর আগে খ্রীষ্ট মৃত্যুর এতদিন পর কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করেন নি, তথাপি ভদ্র আবেদনকারীর মত বিনম্রভাবে এই বিষয়ে সুপারিশ করলেন যেন খ্রীষ্ট সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা করেন। অনেক সময় আমরা জানি না যে, কীভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং প্রত্যাশা করতে হবে, তখন ঈশ্বরের কাছে খুব সাধারণ আবেদন করতে হবে। আমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক ঈশ্বরকে তা করতে দিতে হবে। যখন আমরা বুঝতে পারি না কিসের জন্য প্রার্থনা করব, তখন আমাদের জন্য সান্ত্বনার বিষয় হল যে, মহান মধ্যস্থতাকারী আমাদের সব বিষয় জানেন, আমরা কি চাইব, তা তিনি আগে থেকেই জানেন। তিনি সব সময়ই শুনতে পান।

২) তার বিশ্বাস কত দুর্বল ছিল। তিনি একথা বলতে পারতেন, "প্রভু, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি করুন।" কিন্তু তিনি কেবল এই কথা বলেছিলেন, "কিন্তু আমি জানি আপনি কখনোই ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন ঈশ্বর আপনাকে তা দেবেন।" তিনি এই কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, পুত্রের মধ্যে জীবন আছে, খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁর ক্ষমতায় আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। তথাপি এই উভয়েরই বিবেচনায় আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশাকে উৎসাহিত করতে পারি। কোন কিছু বাদ যাবে না: খ্রীষ্ট কর্তৃত্বকারী হিসেবে পৃথিবীতে আছেন এবং স্বর্গে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। খ্রীষ্টের এক হাতে রয়েছে স্বর্ণময় রাজদণ্ড আর অন্য হাতে রয়েছে স্বর্ণময় ধূপদানী। তাঁর ক্ষমতা সব সময় শ্রেষ্ঠ , তাঁর মধ্যস্থতা সব সময় বিজয়ী।

[২] মার্থা দুঃখার্ত মনে আবেদন করেছিলেন খ্রীষ্ট তাঁর উত্তরে তাঁকে অত্যন্ত সান্ত্বনাসূচক কথা বলেছিলেন (পদ ২৩): যীশু তাকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।" তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আবার পিছনে ফিরে তাকালেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, যদি তিনি এখানে থাকতেন তাহলে তার ভাই মারা যেত না। ঐ কথার প্রেক্ষিতে তিনি চিন্তা করলেন যে খ্রীষ্ট তখন থাকলে তার ভাই এখন জীবিত থাকত। আমরা কখনো কখনো আমাদের ভুল চিন্তার জন্য আমাদের সমস্যাগুলো আরও জটিল করে ফেলি। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধিত হয় যখন আমাদের কাজকে তাঁর কাছে অর্পণ করি। খ্রীষ্ট মার্থাকে এবং মার্থার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে তাকাতে নির্দেশ দিলেন এবং চিন্তা করতে বললেন কি হবে, কারণ এটি সুনিশ্চিত এবং নিশ্চিত সান্ত্বনা প্রদান করবে: "তোমার ভাই জীবিত হবে।"

*প্রথমত*, লাসারের বিষয়টি এক অর্থে খ্রীষ্টের কাছে অসাধারণ বিষয় ছিল: তিনি সত্ত্বর তাকে জীবিত করবেন। কিন্তু খ্রীষ্ট যে কাজটি করবেন তা সর্বসমক্ষে বলেছিলেন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কি করবেন তা বলেন নি। তাই নম্রভাবে খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, তিনি কী করেছেন। খ্রীষ্ট অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন মার্থার অনিশ্চিত মনোভাবের সমকক্ষ হওয়ার জন্য, কারণ মার্থা চিন্তা করেছিলেন খ্রীষ্ট কি এখন তাকে জীবিত করবেন না কি শেষ দিনে জীবিত করবেন। তিনি মার্থার বিশ্বাসকে এবং ধৈর্য্যকে পরীক্ষা করেছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, এটি সকল বিশ্বাসীদের জন্য উপযুক্ত এবং শেষ দিনে তাদের পুনরুত্থান। লক্ষ্য করুন, এটি আমাদের জন্য একটি সান্ত্বনার বিষয়, যখন আমরা আমাদের বিশ্বাসী বন্ধুদের এবং আত্মীয়দের কবর করি, তখন আমরা এই চিন্তা করবো যে, তারা আবার জীবিত হবে। মৃত্যুতে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না, তা আগে চলে যায়, একইভাবে দেহ নষ্ট হয় না, কিন্তু তা সঞ্চিত থাকে। খ্রীষ্টের কথা শুনে চিন্তা করুন, "তোমাদের পিতারা তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের সঙ্গীরা পুনরায় জীবিত হবে: এই শুকনো হাড়গুলিতে আবার প্রাণের সঞ্চার হবে।"

[৩] মার্থা তার বিশ্বাসকে খ্রীষ্টের কথার সঙ্গে মিশ্রিত করলেন এবং তার অবিশ্বাস বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত করলেন, পদ ২৪।

*প্রথমত*, মার্থা এই কথাকে একটি বিশ্বস্ত উক্তি হিসেবে গণ্য করেছিলেন যে, *শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে*। যদিও পুনরুত্থানের যে শিক্ষা খ্রীষ্ট দিয়েছিলেন তা পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছিল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দ্বারা, তবুও এটি ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি দুঢ়ভাবে এটি বিশ্বাস করেছিলেন (প্রেরিত ২৪:১৫)।

১) শেষ দিন হবে। সেই দিনে সমস্ত সময় গণনা শেষ হয়ে যাবে, সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২) সেই দিনে সাধারণ পুনরুত্থান হবে, যখন পৃথিবী এবং সমুদ্র তাদের মৃতদের ছেড়ে দেবে।

৩) সেই দিন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পুনরুত্থান হবে। হাড় হাড়ের কাছে ফিরে যাবে সেই দিন। একইভাবে সমস্ত বন্ধু বন্ধুর কাছে যাবে।

*দ্বিতীয়ত*, "আমি জানি শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে, তবুও এই কথার প্রেক্ষিতে মার্থা চিন্তা করলেন যে, এই কথাটি সবার কাছে যথেষ্ট মূল্যবান হিসেবে প্রমাণিত হবে না। দেখুন, আমাদের দুর্বলতা এবং মূর্খতা, যে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর জন্য আমরা কষ্টভোগ করি তা গভীরভাবে আমাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, দুঃখ ও আনন্দ উভয়ই। যা আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও জীবিত হবে।" আর এটি কি যথেষ্ট নয়? তার চিন্তা এমন ছিল না। এইভাবে আমাদের বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের অসোন্তষ, অবিষ্যতের আশাকে আমরা অত্যন্ত অবমূল্যায়ন করি এবং তা কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যেন তার কোন দামই নেই।

[৪] খ্রীষ্ট মার্থাকে আরও শিক্ষা দিলেন এবং তাকে উৎসাহিত করলেন। কারণ খ্রীষ্ট ধূমা যুক্ত সলতে নিভাবেন না, থেঁতলে যাওয়া নল ভাঙ্গবেন না। তিনি মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন," পদ ২৫,২৬। বর্তমানে মার্থার দুঃখকে উদ্ধৃত করে তাঁর বিশ্বাস নিয়ে খ্রীষ্ট দু'টি বিষয় জ্ঞাত করলেন, সেই বিষয়গুলো আমাদের বিশ্বাসকে বেঁধে রাখে।

*প্রথমত*, খ্রীষ্টের ক্ষমতা হল সর্বময় ক্ষমতা: "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, জীবনে উৎস, প্রধান এবং পুনরুত্থানের সৃষ্টিকর্তা। মার্থা বিশ্বাস করতেন যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করবেন ঈশ্বর তাই শুনবেন। কিন্তু মার্থাকে জানালেন তিনি তাঁর কথায় যে কোন কিছু করতে সক্ষম। মার্থা শেষ দিনের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। খ্রীষ্ট তাকে বলেছিলেন যে, ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে, মৃতরা তাঁর কথা শুনবে (যোহন ৫:২৫)। এখান থেকে সহজে বোঝা যায় খ্রীষ্ট মানুষের পৃথিবীকে উঠাবেন, তিনি এমন একজন লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন যিনি চার দিন ধরে কবরে ছিলেন। লক্ষ্য করুন, এটি সমস্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অত্যন্ত সান্ত্বনার বিষয় যে, খ্রীষ্ট হলেন পুনরুত্থান এবং জীবন এবং একইভাবে তাদের জন্যও। পুনরুত্থান হল জীবনে প্রত্যাবর্তন। খ্রীষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনের স্রষ্টা এবং সেই জীবনের স্রষ্টা যেখানে জীবনে ফিরে আসবে। আমরা মৃতের পুনরুত্থান প্রত্যাশা করবো এবং জগতে জীবনে ফিরে আসার জন্যও প্রত্যাশা করব। খ্রীষ্ট হলেন এই উভয়। উভয়ের স্রষ্টা ও প্রধান এবং উভয়ের আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি।

*দ্বিতীয়ত*, নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা, যা আমাদের প্রত্যাশার আরও ভিত্তি দেয় যে, আমরা বেঁচে থাকব। লক্ষ্য করুন:

ক. এই প্রতিজ্ঞা তাদের জন্য বাস্তবিক হবে, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছেন, যারা তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকেন এবং খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন। যিনি বিশ্বাস করেন খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর এবং তিনিই ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের এবং যোগাযোগের মাধ্যম। মানুষ যাতে এই বিষয়ে মজবুত ভিত্তি পায় এবং তা স্মরণ রাখতে পারে এই জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্ট সম্পর্কে বাক্য প্রেরণ করেছেন, আন্তরিকভাবে এর সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং এর সকল মহান অভিপ্রায় সম্পর্কে উত্তর দান করেন। ভবিষ্যতের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তার শর্ত এইভাবে প্রকাশ করেছেন: "আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে।" এতে বোঝা যায়:-

(ক) প্রাকৃতিক জীবন: "এই জগতে যে বেঁচে আছে," সে যিহূদী হোক কিংবা পরজাতি

হোক, পৃথিবীর যেখানেই সে বেঁচে আছে, যদি সে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে বেঁচে থাকবে। কিন্তু এই সময়টা সীমিত: যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই সুযোগ থাকবে। সুতরাং বেঁচে থাকা পর্যন্ত তার সুযোগ রয়েছে। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালীন সময় যদি তুমি আমার উপর বিশ্বাস কর তাহলে আমার মধ্য দিয়ে তুমি সুখী হবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আর সুযোগ থাকবে না। তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।" যে কেউ জীবিত আছে এবং বিশ্বাস করে, এর অর্থ হল, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা (গালাতীয় ২:২০), যে বিশ্বাস তার পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে।

(খ) আত্মিক জীবন: যে বেঁচে আছে এবং বিশ্বাস করেছে সে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ করেছে, যেন স্বর্গীয় এবং পবিত্র জীবনে প্রবেশ করতে পারে। যার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে তিনি হলেন খ্রীষ্ট, যে খ্রীষ্ট জীবন ও আত্মা সৃষ্টি করেছেন।

খ. প্রতিজ্ঞাসমূহ কি ছিল (পদ ২৫): "সে মরলেও জীবিত হবে।" কেবল তাই নয়, "সে কখনোও মরবে না" (পদ ২৬)। মানুষ দেহ ও আত্মার দ্বারা সৃষ্ট মানুষ উভয়ের সুখের জন্য বন্দোবস্ত করে।

(ক) দেহের জন্য: অনুগ্রহপূর্ণ পুনরুত্থানের প্রতিজ্ঞা রয়েছে এখানে। যদি দেহ পাপের কারণে মারা যায় (যেখানে কোন পরিত্রাণকর্তা নেই, যেখানে দেহ মারা যাবে), তবুও এটি আবার জীবিত হবে। যে সমস্ত জটিল পরিস্থিতি মৃত্যুর কারণে উপস্থিত হয়ে থাকে তা উপেক্ষিত হবে এবং কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না। যদিও মৃত্যু অনিবার্য, যদিও মৃত্যুর পরিণাম অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার, যদিও মৃত্যুর বন্ধন খুবই শক্তিশালী, যদিও সে মারা যাবে এবং তাকে কবর করা হবে, যদিও সেই মৃতদেহ পচে যাবে এবং এমনভাবে মিশে যাবে যে, তখন তা আর স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না, তাদের আলাদা করা সম্ভব নয়, তখন এই কঠিন এবং শক্তিশালী অবস্থা থাকলেও আমরা নিশ্চিত যে, তিনি আবার জীবিত হবেন: দেহ মহিমান্বিত দেহ হিসেবে উত্থাপিত হবে।

(খ) আত্মার জন্য: এখানে অনুগ্রহপূর্ণ অমরত্বের প্রতিজ্ঞা রয়েছে। যে জীবিত আছে এবং বিশ্বাস করেছে, সে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলনের গুণে সে জীবিত থাকবে সে কখনো মারা যাবে না। এই আত্মিক জীবন কখনো ধ্বংস হবে না, কিন্তু আত্মিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে। আত্মা যেমন এর স্বভাবগতভাবে আত্মিক, তা অমর। তাই যদি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তা আত্মিক জীবনে জীবিত থাকে তাহলে এর আত্মিক স্বভাব তার মধ্যে থাকবে, এর সুখ ও আনন্দও হবে অনন্ত, "এই আত্মা কখনো মারা যাবে না," অনন্ত সুখ এবং শান্তি থে.কে কখনো অন্যথা হবে না এবং এই জীবনের কোন সাময়িক বিরতি হবে না। কিংবা কোন ব্যাঘাত ঘটবে না, এই দেহের যে জীবন আছে তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। দেহের মরণশীলতা অবশেষে জীবনকে গ্রাস করে। কিন্তু আত্মার জীবন, হল বিশ্বাসের আত্মা, মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে অমরত্বে প্রবেশ করে। সে মারা যাবে না। দেহ কবরে চিরকাল মৃত থাকবে না। দেহ মারা যাবে (দুইজন সাক্ষীর মত)। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সময়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় এবং যখন আর কোন সময় থাকে না, এর সমস্ত বিভাগ থেমে যাবে এবং শেষ হয়ে যাবে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ করবে। কিন্তু এটা সব কিছু নয়, চিরকালের যে মৃত্যু তাতে আত্মা মারা যাবে না, অনন্ত কালের জন্য মারা যাবে না, তা অনুগ্রহপূর্ণ এবং পবিত্র হবে অর্থাৎ

অনুগ্রহপূর্ণ এবং সুখী, সে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রথম ফল হিসেবে পুনরুত্থানের অংশী হবে, খ্রীষ্টের অংশী হবে, যে পুনরুত্থিত হবে। যা চিরকালের মৃত্যু তা দ্বিতীয় মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না (যোহন ৬:৪০)। খ্রীষ্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর? তুমি কি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত আছ? তুমি কি এই জন্য আমার কথা গ্রহণ করবে?" লক্ষ্য করুন, যখন আমরা অন্য জগতের মহৎ বিষয় সম্পর্কে খ্রীষ্টের কথা পড়ি কিংবা শুনি তখন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে, "আমরা কি এই কথা বিশ্বাস করি, বিশেষত এই সত্য, যাতে বিভিন্ন জটিলতার সঙ্গে উপস্থিত হয়, যা আমার বিষয়কে উপযুক্ত করেছে? আমার বিশ্বাস কি আমাকে এই বিষয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে এবং আত্মা কি এর নিশ্চয়তা দান করেছে, এই জন্য আমি কেবল এই কথা বলব না যে আমি বিশ্বাস করি, আমি এটি এইভাবে বিশ্বাস করি।" মার্থা তাঁর ভাইয়ের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসার জন্য তার ভাইয়ের এই জগতে উত্থানের কথা ভাবতে পারে নি। খ্রীষ্ট তাকে এই সম্পর্কে আশার বাণী শোনানোর আগে তিনি তাকে অন্য জগতের চিন্তার দিকে চালিত করেছিলেন, অন্য জগত: "অন্য কোন উপায়ে নয়, কিন্তু যদি তুমি এই বিষয়ে বিশ্বাস কর, তাহলে সব জানতে পারবে, ভবিষ্যত রাজ্যে যেতে পারবে।" প্রভু যে রাজ্য মনোনীত করেছেন সেখানে যে সুখ তা এই বর্তমান অবস্থার শান্তি ও সুখের চেয়ে এত বেশি যে তা পরিমাপ করা যাবে না। কারণ অনন্ত জীবনে প্রবেশের ফলে যে শান্তি আমরা লাভ করবো তা অন্য কোনভাবে লাভ করা যাবে না।

[৫] খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন মার্থা অকপটভাবে তা স্বীকার করলেন, পদ ২৭। এখানে আমরা মার্থার বিশ্বাস দেখতে পাই, তিনি চমৎকার স্বীকারোক্তিমূলক কথা বলেছিলেন, তিনি চমৎকার একটি সাক্ষ্য তুলে ধরলেন। একইভাবে পিতরও স্বীকার করেছিলেন (মথি ১৬:১৬,১৭), আর এটি সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ।

*প্রথমত*, এটি ছিল তার বিশ্বাসের পথ প্রদর্শক এবং এটি ছিল খ্রীষ্টের বাক্য। কোন কিছু পরিবর্তন, আপত্তি বা শর্ত ছাড়াই মার্থা খ্রীষ্ট যা বলেছেন সমস্ত কথা স্বীকার করে গ্রহণ করলেন, "হ্যাঁ প্রভু", এর দ্বারা মার্থা স্বীকার করলেন যে, খ্রীষ্ট যে সব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সত্য এবং তা একমাত্র খ্রীষ্টের পক্ষে সম্ভব আর এই কারণে তিনি সুস্পষ্টভাবে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। বিশ্বাস স্বর্গীয় প্রত্যাদেশকে প্রতিধ্বনি করে, একই কথা ফিরিয়ে আনে এবং এগুলোর দ্বারা তা মেনে চলতে সঙ্কল্পবদ্ধ করে: "হ্যাঁ প্রভু, এই বাক্য অনুসারে ঘটেছে, আমি তা বিশ্বাস করি এবং গ্রহণ করেছি," বলেছেন রাণী এলিজাবেথ।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি এবং এটি হল খ্রীষ্টের ক্ষমতা। তিনি এই কথার প্রতি বিশ্বাস এনেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যিনি এই কথা বলেছিলেন তিনি হলেন খ্রীষ্ট। তাঁর কথা সমর্থনের জন্য মজবুত ভিত্তিকে অবলম্বন করেছিলেন। "আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রীষ্ট, আর এই কারণে আমি আপনার এই কথা বিশ্বাস করেছি।"

ক. যীশু সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে একই ফল:

(ক) তিনি হলেন খ্রীষ্ট, অথবা অভিষিক্ত, প্রতিজ্ঞাত এবং প্রত্যাশিত।

(খ) তিনি হলেন "ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র।" খ্রীষ্টকে এই নামে ডাকা হয়েছে (গীতসংহিতা ২:৭), কাজের মাধ্যমে নয়, কিন্তু স্বভাবের মাধ্যমে।

(গ) ইনি হলেন তিনিই যার পৃথিবীতে আসার কথা ছিল। অনুগ্রহ, যা মণ্ডলীর ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘ বছর ধরে অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু মার্থা বর্তমান হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন।

খ. এখান থেকে তিনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এর জন্য কি কারণ দেখিয়েছিলেন। যদি তিনি প্রকাশ করেন যে, যীশুই খ্রীষ্ট, তাহলে খ্রীষ্টই যে পুনরুত্থান ও জীবন তা বিশ্বাস করার জন্য আর কোন জটিলতা থাকে না। যদি তিনি খ্রীষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে:-

(ক) তিনি জ্যোতি এবং সত্যের উৎস এবং তাঁর সমস্ত কথা বিশ্বস্ত এবং স্বর্গীয় বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি তাঁর কথার উপর ভিত্তি করে। যদি তিনি খ্রীষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি একজন ভাববাদী এবং আমরা অবশ্যই তাঁর কথা শুনব।

(খ) তিনি জীবন এবং অনুগ্রহের উৎস, আর এই কারণে আমরা তাঁর ক্ষমতা এবং সমর্থের উপর নির্ভর করবো এবং তাঁর সত্য নিষ্ঠার উপর নির্ভর করব। যে দেহ ধূলায় মিশে গেছে, সেই দেহ কীভাবে আবার জীবিত হবে? কীভাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মা চিরকাল জীবিত থাকবে? আমরা তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা এটি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে এই সব কিছু সম্পন্ন করার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্ব ভার পেয়েছেন, যার মধ্যে জীবন আছে এবং তা আমাদের জন্য।

২. খ্রীষ্টের এবং অন্য বোন মরিয়মের সাথে কথা-বার্তা। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) খ্রীষ্টের আগমনের যে সংবাদ মার্থা মরিয়মকে দিয়েছিলেন (পদ ২৮): "প্রভু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।" যখন মার্থা মরিয়মকে এই কথা বললেন তখন তাঁর আর অন্য কারও কথার প্রয়োজন হয় নি, তিনি উঠে তাড়াতাড়ি যীশুর কাছে গেলেন। মরিয়মের মনকে আশ্বস্ত করার জন্য মার্থা মরিয়মকে যীশুর আগমন সংবাদ দিয়েছিলেন।

[১] মার্থা স্বয়ং খ্রীষ্টের সঙ্গে কথা বলে, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। তিনি এই চিন্তায় তাঁর বোনকে খবর দিয়েছিলেন যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে কথা বলে তিনিও তাঁর মত শিক্ষা লাভ করতে পারেন এবং সান্ত্বনা পান। এর আগে মার্থা মরিয়মকে যীশুর কাছ থেকে সরিয়ে এনে তাঁর প্রচণ্ড কাজের চাপকে হালকা করতে চেয়েছিলেন (লূক ১০:৪০)। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, মার্থা নিজেকে সংশোধন করার কারণে তিনি মরিয়মকে খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য তৎপর হলেন।

[২] মার্থা মরিয়মকে গোপনে ডাকলেন এবং তাঁর কানে ফিস ফিস করে খ্রীষ্টের আগমনের সংবাদ দিলেন। এর কারণ ছিল সেখানে অনেক লোকের সমাবেশ ছিল, যারা ছিল যিহূদী, যারা খ্রীষ্টের বন্ধু ছিল না। যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার মধ্যে ভক্তদের ডাকা হয়েছে গোপনে এবং ব্যক্তিগত দাওয়াতের মাধ্যমে, এই নিমন্ত্রণ কেবল তাদের দেওয়া হয়েছে অন্যদের নয়। যারা জাগতিক রুটি খেয়েছিল তারা খ্রীষ্টকে জানে না, মধ্যস্থতাকারীর আনন্দ তাদের মধ্যে কার্যকরী হবে না।

[৩] মার্থা খ্রীষ্টের নির্দেশে মরিয়মকে ডেকেছিলেন। খ্রীষ্ট মার্থাকে আদেশ করেছিলেন, "য-াও, তোমার বোনকে ডেকে আন।" এই ডাক যা ছিল কার্যকারী, খ্রীষ্টের পাঠানোর মাধ্যমে

যাকে আনা হবে তার জীবনে আশ্চর্য ফল দেখা যাবে। "প্রভু এখানে আছেন এবং তোমাকে ডাকছেন।"

*প্রথমত*, তিনি খ্রীষ্টকে প্রভু বলে সম্বোধন করলেন, একজন শিক্ষাদাতা প্রভু। এই উপাধি দ্বারা সাধারণত তাঁকে ডাকা হত এবং এই উপাধি তাদের জানা ছিল। জর্জ হার্বার্ট খ্রীষ্টকে এই নামে ডেকে আনন্দ পেতেন, "আমার প্রভু।"

*দ্বিতীয়ত*, মার্থা আনন্দ প্রকাশ করে খ্রীষ্টের আগমন সংবাদ দিয়েছিলেন: প্রভু এসেছেন। আমরা যার প্রতিক্ষায় দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছি তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, এটি বর্তমানে তাদের শোক ও দুঃখের অবস্থায় অত্যন্ত বলদায়ক ছিল। "লাসার আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, সেই সঙ্গে আমাদের মনের আনন্দও চলে গেছে। কিন্তু প্রভু এসেছেন যিনি প্রিয় বন্ধুর চেয়ে অধিকতর ভাল এবং আমরা যা কিছু হারিয়েছি তা নিশ্চিতভাবেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে পূরণ হবে। যিনি আমাদের প্রভু তিনি এসেছেন তিনি আমাদের শিক্ষা দেবেন কীভাবে দুঃখের মাঝে আমরা মঙ্গল লাভ করবো (গীতসংহিতা ৯৪:১২), যিনি আমাদের শিক্ষা দেবেন এবং সান্ত্বনাও দেবেন।"

*তৃতীয়ত*, মার্থা তার বোনকে আমন্ত্রণ জানালেন যেন তিনি গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করেন: "তিনি তোমাকে ডাকছেন, তোমার কি অবস্থা হয়েছে তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন এই জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" লক্ষ্য করুন, যখন আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট আসেন, তিনি আমাদের ডাকেন। তাঁর কথা এবং আদেশের মধ্য দিয়ে তিনি ডাকেন, আমাদের দিয়ে তাদের ডাকান, তিনি স্বয়ং আমাদের ডাকেন। "আমার অন্তর তোমার এই কথাই বলছে, *তোমরা আমাকে ডাক*। হে প্রভু, তাই আমি তোমাকে ডাকব। যদি তিনি তোমাকে ডাকেন, তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দান করবেন" (গীতসংহিতা ২৭:৮)।

(২) যে সংবাদ মার্থা তাকে দিয়েছিলেন তা শুনে মরিয়ম খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন (পদ ২৯): যে মুহূর্তে এই শুভ সংবাদটি শুনতে পেলেন যে, প্রভু এসেছেন, তিনি খুব তাড়াতাড়ি উঠলেন এবং তাঁর কাছে গেলেন। মরিয়ম মুহূর্তে চিন্তা করলেন, তিনি এখন তাঁর কত কাছে। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তিনি কতটা কাছে তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার মন আনন্দে ছেয়ে গেল এবং তিনি দৌড়ে গেলেন খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য। খ্রীষ্টের প্রতি জীবন্ত ও সজীব বিশ্বাস আমাদের দুর্বলতাকে দূর করে দেয় এবং অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের জীবন পরিপূর্ণ করে দেয়। আর তাই যখন তিনি ডাকেন তখন আমরা আনন্দে পূর্ণ হয়ে তার কাছে ছুটে যেতে পারি। যখন খ্রীষ্ট এসেছেন:-

[১] তখন মার্থা তার শোকের অবস্থা সম্পর্কে আদৌ বিবেচনা করেন নি, তিনি সমস্ত অনুষ্ঠান ভুলে গেছেন, এই অবস্থায় সাধারণ যে কীর্তি তা তিনি উপেক্ষা করে দৌড়ে গেলেন গ্রামের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য। যে কোন সময় যখন আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই আমরা যেন তখন ভদ্রতা, শিষ্টাচার এবং সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ের দিকে না তাকাই।

[২] তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। যে সমস্ত যিহূদী তাঁর কাছে এসেছিল সান্ত্বনা দিতে এবং তাকে যারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল তাদের কারও সঙ্গে তিনি কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। তিনি তাদের সবাইকে ফেলে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন।

তিনি যে কেবল তাদের উপদেশের জন্য প্রশ্ন করেন নি তাই নয়, কিন্তু তাদের ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে তিনি তাদের কোন কথা বলেন নি। কিংবা তার এই অসৌজন্যমূলক আ-চরণের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেন নি।

(৩) আমরা এখানে জেনেছি (পদ ৩০), তিনি কোথায় প্রভুকে পেয়েছিলেন। তিনি তখনও বৈথনিয়াতে এসে পৌছান নি, কিন্তু গ্রামের এক প্রান্তে ছিলেন, মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের ভালবাসা তাঁর কাজের প্রতি। যেখানে কবরস্থান ছিল খ্রীষ্ট সেই স্থানের খুব কাছেই অবস্থান করছিলেন। যে কোন সময় সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। দূর পথ হেঁটে আসার ফলে তাঁর ক্লান্তিকে দূর করার জন্য বিশ্রাম নিতে তিনি গ্রামের মধ্যে আসেন নি। যে কাজ করার জন্য তিনি এসেছেন তা না করা পর্যন্ত তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। ফলে এটি জাঁকজমকের মত হয়ে পড়ে এবং তা বিশাল দর্শক সাথে নিয়ে আশ্চর্য কাজ করার পরিকল্পনার মত হয়ে পড়ে।

[২] খ্রীষ্টের প্রতি মরিয়মের ভালবাসা। তার ভালবাসা তখনও গভীর ছিল। যদিও খ্রীষ্টের বিলম্বের কারণে মনে হয়েছে যে খ্রীষ্ট দয়াহীন, তবুও মার্থা খ্রীষ্টের প্রতি ভুল বুঝে ক্রুদ্ধ হন নি। "এসো, তাঁর অসম্মান নিজেরা গ্রহণ করে আমরা শহরের বাইরে তাঁর কাছে যাই" (ইব্রীয় ১৩:১৩)।

(৪) মরিয়ম যখন খ্রীষ্টের সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে গিয়েছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত যিহূদীরা তার উঠে যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল (পদ ৩১): তারা বলল, "মরিয়ম কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।" মরিয়মের চেয়ে মার্থা শোকের মাঝে আরও বেশি অটল ছিলেন, যিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের এবং দুঃখে পূর্ণ আত্মার স্ত্রীলোক । এটি ছিল তার স্বাভাবিক স্বভাব। ঐ লোকেরা তার শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ও সাহায্য করার জন্য তৎপর ছিলেন। এই সান্ত্বনা দানকারীরা দেখতে পেল যে তাদের কার্যকলাপ তার সাহায্যের ব্যাপারে কোন কাজে আসছে না। দুঃখে তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। যখন তিনি উঠে বাইরে এলেন এবং খ্রীষ্টের কাছে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তখন ধারণা করলো যে, তিনি কবরের কাছে কাঁদবার জন্য যাচ্ছেন। দেখুন:-

[১] শোককারীরা প্রায়ই কি নির্বুদ্ধিতা এবং ভুল করে থাকে। তারা কীভাবে তাদের শোককে গুরুতর করবে তার মতলব আঁটে এবং তা তীব্র পর্যায়ে নিয়ে যায়। আমাদের জীবনে এই অবস্থা এলে আমাদের নিজেদের বেদনা ও শোককে গুরুতর করে প্রকাশ না করে প্রফুল্ল রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং বলতে হবে আমাদের কষ্টের মধ্যে আমরা নিজেদের শান্ত রাখতে পেরেছি। আমরা খুব বেশি উত্তেজিত হই নি, এমন কি মৃত্যুতে স্থির থাকতে আমাদের গুরুতর দুঃখগুলোকে বেঁধে রাখব এবং আমরা তৎপর থাকব ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জানবার জন্য। আমাদের জীবনে ঈশ্বর কীভাবে মঙ্গল সাধন করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন আমাদের জীবনে কার্যকারী করতে চাই তখন আমাদের কি দায়িত্ব থাকে? কেন শোককারী কাঁদবার জন্য কবর স্থানে ছুটে যান? যখন আর কোন আশাই থাকে না তখন কেন এইভাবে শোক প্রকাশ করে? কেন আমরা আমাদের শোককে আরও গুরুতর এবং ভয়াবহ করার

চেষ্টা করি?

[২] সান্ত্বনাদানকারীদের কি প্রজ্ঞা এবং দায়িত্ব। তাদের দায়িত্ব হল শোককারীদের এমনভাবে সান্ত্বনা দান করা যাতে করে তারা আরও শোকাহত না হয়ে শোক প্রশমিত করে। তাদের জন্য সমবেদনা জানাতে হবে যাতে তাদের শোক প্রতিরোধ করা যায় এবং সমস্ত বেদনা এবং দুঃখ যেন দূর হয়ে যায়। ঐ যিহূদীরা মরিয়মকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু মরিয়ম যীশুর কাছে যাচ্ছিলেন। এখানে খ্রীষ্ট অনুগ্রহপূর্ণ আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, যা তার অপূর্ব একটি সাক্ষ্য বহন করেছিল। যীশুর বন্ধুদের তাদের দুঃখের সময় বুদ্ধিপূর্বক আচরণ করা মঙ্গলজনক হবে। কারণ এর দ্বারা আমরা তাঁকে আরও ভালো করে জানতে পারব।

(৫) প্রভু যীশুর প্রতি মরিয়মের সম্ভাষণ (পদ ৩২): মরিয়ম এলেন, তার সঙ্গে সান্ত্বনা দানকারীরাও উপস্থিত হলেন। মরিয়ম যীশুর পায়ের উপর পড়লেন, দুঃখে অভিভূত মানুষের মত এবং প্রবলভাবে কেঁদে বললেন (যেমন প্রকাশ পেয়েছে ৩৩ পদে), "প্রভু আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।" ঠিক একইভাবে এইভাবে মার্থাও বলেছিলেন, কারণ এই কথাটি দু'জন পরস্পরকে বার বার বলেছিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] তার অভিব্যক্তি ছিল খুব নম্র এবং বিনীত: তিনি তাঁর পায়ের উপর পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃখের ভারে তাঁর পায়ের উপর পড়েন নি। কিন্তু পায়ের উপর পড়েছিলেন বিনম্র আবেদনকারীর মত। এই মরিয়ম খ্রীষ্টের পায়ের কাছে বসে খ্রীষ্টের কথা শুনছিলেন, (লূক ১০:৩৯)। আর এখানে আমরা তার আর একটি কাজ দেখতে পেয়েছি। লক্ষ্য করুন, শান্তির দিনে যারা নিজেকে খ্রীষ্টের পায়ের কাছে অর্পণ করে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা আজকের কষ্টের দিনে যদি প্রভুর পায়ের কাছে নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এবং নম্রভাবে সমর্পণ করে, তাহলে তারা সান্ত্বনা লাভ করতে সক্ষম হবে এবং প্রভু তাদের কষ্ট, দুঃখ এবং হতাশা থেকে মুক্ত করবেন। তিনি তাঁর পায়ের উপর পড়লেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং তিনি চাইলেন যেন খ্রীষ্ট তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করে দেন। যখন আমরা শোকের মধ্যে থাকি আমাদের অবশ্যই অনুতাপের দুঃখ নিয়ে যীশু খ্রীষ্টের পায়ের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে এবং পাপের জন্য এবং স্বর্গীয় পরিচালনার কাছে আমাদের অনুতাপকে তুলে ধরতে হবে। খ্রীষ্টের পায়ের উপরে মরিয়মের পতিত হওয়া ছিল খ্রীষ্টের প্রতি তার গভীর সম্মানের নিদর্শন এবং তিনি দেখালেন যে, খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তাদের রাজা এবং শাসনকর্তাদের প্রতি এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে তারা অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জাগতিক রাজাদের মত জাগতিক গৌরব লাভের জন্য আসেন নি। যারা এইভাবে ভক্তির অভিব্যক্তির দ্বারা খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তারা নিশ্চিতভাবেই সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চে স্থান দেয় এবং এর দ্বারা খ্রীষ্টকে স্বর্গীয় সম্মান দেবার মনস্থ করে। এর দ্বারা মরিয়ম মার্থার মত বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টান বিশ্বাসকে স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "আমি বিশ্বাস করেছি যে, পৃথিবীতে যার আসবার কথা আছে আপনি সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।" খ্রীষ্টের কাছে হাঁটু পেতে মুখ দিয়ে তিনি এই কথা স্বীকার করলেন। এই বিষয়টির সাথে তুলনা করা যায় রোমীয় ১৪:১১ এবং ফিলি ২:১০,১১ পদ । মরিয়ম এই কাজটি

করেছিলেন তার সঙ্গে উপস্থিত যিহূদীদের সামনে, তারা তার বন্ধু এবং তার পরিবারের লোকজন হলেও তারা ছিল খ্রীষ্টের ঘোরতর শত্রু। তবুও মরিয়ম তাদের চোখের সামনেই খ্রীষ্টের পায়ের উপর পড়েছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি তিনি এই কাজ করার জন্য তিনি কোন লজ্জাবোধ করেন নি এবং তার বন্ধু এবং পরিবারের লোকদের সামনে এই কাজটি করতে অস্বীকার করেন নি। তারা রাগ করলো কিংবা খুশি হল কিনা এই দিকে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের সামনেই খ্রীষ্টের পায়ের উপর পড়েছিলেন। যদি এটি তাদের দৃষ্টিতে নিচু কাজ হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সম্মান দেখাবার জন্য আরও কিছু করতে প্রস্তুত। আমরা সেই সদাপ্রভুর সেবা করি, যার কাছে লজ্জা করার কারণ নেই। আমরা তাঁর কাজ করার জন্য লোকদের সমস্ত রকম অবিশ্বাস নিন্দা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

[২] তার অভিব্যক্তি ছিল খুব বেদনাদায়ক, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মারা যেত না।" খ্রীষ্টের এই বিলম্ব ছিল মঙ্গলের জন্য এবং তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন। তবুও তারা দুই বোনই খ্রীষ্টকে তাদের মুখ দিয়ে একইভাবে তাদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। খ্রীষ্ট যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন সেই কথার পুনরুক্তি করলেন, তিনি তাদের বললেন যে, তিনি তাদের এবং লোকদের সামনে বিশেষ কিছু করতে চান। যখন তিনি এসেছেন তখন অবশ্যই তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন, কিন্তু তাদের এই কথাতে নয়। তিনি তাদের শোকের অবস্থাকে বিবেচনা করলেন এবং তাদের কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলার বিষয়টিও বিবেচনা করলেন। আর তাই তিনি তাদের এই রুঢ় কথাকে উপেক্ষা করলেন এবং এই অবস্থায় আমাদের নম্রতা এবং বিনয়ী হওয়ার উদাহরণ দিলেন। মরিয়ম আর কোন কথা যোগ করে নি মার্থার মত। তিনি মার্থার চেয়ে কম কথা বলেছিলেন। কিন্তু মার্থার চেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন। তার কণ্ঠস্বর এবং তার চোখের জল ছিল উৎসর্গীকৃত। তার কথা খ্রীষ্টের কানে উচ্চস্বর বলে মনে হয়েছিল, কথায় কোন অলঙ্কার ছিল না।

## যোহন ১১:৩৩-৪৪ পদ

এই অংশে আমরা দেখতে পাই:

ক. শোকাহত বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতিসুলভ আচরণ করলেন এবং তাদের দুঃখের সহভাগী হলেন, তিনভাবে তিনি প্রকাশ করলেন:

১. তাঁর আত্মার অস্থিরতা মানসিক কষ্টের মাধ্যমে (পদ ৩৩) : যীশু মরিয়মকে এবং তার সঙ্গে যে যিহূদীরা এসেছিল তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে খুব অস্থির হলেন। এই যিহূদীরা কাঁদছিল কারণ তারা তাদের একজন ভাল প্রতিবেশী এবং যাকে তারা ভালবাসত সেই লোকটিকে হারিয়েছে। মার্থা মরিয়ম কাঁদছিলেন কারণ তাদের একমাত্র এবং পরম ভালবাসার ভাইটি মারা গেছেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন স্থানটি কান্নার স্থানে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি আত্মায় কষ্ট পেতে লাগলেন এবং ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) মার্থা, মরিয়ম এবং তাদের বন্ধুদের চোখের জল ঈশ্বরের পুত্রর দিলকে অত্যন্ত দুঃখার্ত করেছিল। দুঃখপূর্ণ জগতে এটি কি নিদারুন নিদর্শন! যখন আমাদের অতি প্রিয় মানুষেরা মৃত্যুবরণ করেন তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা কেঁদে থাকি। এই কারণে তারা কাঁদছিলেন

এবং শোক করছিলেন। সম্ভবত লাসার তার বোনদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছিলেন এবং তাদের ভবিষ্যত সব কিছুই তার হাতে ছিল। এই অবস্থায় আজকাল মানুষ কি করে? যদিও তারা চায় না যে তাদের প্রিয়জন মারা যাক, তবুও তারা মৃত্যুবরণ করে। তারা এটি আশা করে না যে তারা আবার বেঁচে উঠবে। কিন্তু এই বোনেরা তাদের ভাইয়ের মৃত্যুতে সব কিছুর বিনিময়ে চেয়েছিলেন যেন তাদের ভাই পুনরায় জীবিত হন। খ্রীষ্ট আমাদের এই শিক্ষা দেন, যারা কাঁদছে তাদের সঙ্গে যেন আমরাও কাঁদি, যেমন এই স্থানে যিহূদীরা মার্থা ও মরিয়মের সাথে কেঁদেছিল। আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, আমরাও রক্ত-মাংসের মানুষ। এই যিহূদীরা সত্যিকারভাবে তাদের বন্ধুদের ভালবাসতো এবং তারা তাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় আনন্দে অংশী হত। ভালবাসার বন্ধন ছাড়া কি বন্ধুত্ব হতে পারে? (ইয়োব ১৬:৫)।

(২) যারা দুঃখার্ত এবং শোকাহত তাদের প্রতি ঈশ্বরের পুত্রর অনুগ্রহ এবং সহানুভূতি রয়েছে। "তাদের সকলের দুঃখে তিনি দুঃখিত হলেন (যিশাইয় ৬৩:৯; বিচার ১০:১৬)। ইস্রায়েলের কষ্ট দেখে সদাপ্রভুর মনে দুঃখ হল।" যখন খ্রীষ্ট সবার চোখে জল দেখলেন, যখন তিনি দেখতে পেলেন সবাই কাঁদছে, তখন:-

[১] তিনি হৃদয়ে খুব অস্থির হলেন। তিনি দুঃখভোগ করার জন্য প্রলুব্ধ হলেন (আমাদের মত, যখন কোন ভীষণ শোকের অবস্থা সৃষ্টি হয় আমাদের হৃদয়কেও কখনোও কখনোও আলোড়িত করে), কিন্তু প্রলুব্ধ হলেও খ্রীষ্ট পাপ করেন নি। এই অভিব্যক্তির কারণ হচ্ছে:

*প্রথমত*, তাদের অতিরিক্ত শোক তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিল (মার্ক ৫:৩৯): "তোমরা কেন গোলমাল এবং কান্নাকাটি করছো? এখানে কেন এত অস্থিরতা! যদি তারা ঈশ্বর, স্বর্গ কিংবা অন্য পৃথিবীকে বিশ্বাস করতো তাহলে কি তারা এই রকম আচরণ করত?"

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর মানুষের দুঃখপূর্ণ অবস্থার অনুভূতি উপলব্ধি করা এবং মৃত্যুর ক্ষমতা যা মানুষকে বশীভূত করে রেখেছে। মৃত্যুর এবং কবরের উপর প্রবল আক্রমণের ফলে খ্রীষ্ট মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি এই জন্য আমাদের কষ্ট ব্যথা বেদনা থেকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন যেন মানুষ মৃত্যুর এই ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আমরা যখন শোকে অভিভূত হয়ে পড়ি তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন আমাদের শোকের পাথর দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাদের শান্তি দেবার জন্য। তাদের শোকের বহিঃপ্রকাশ চোখের জল দেখে তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন।

*তৃতীয়ত*, তাদের এই দুঃখে তিনি তাদের প্রতি দয়াপূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। যে সমস্ত মণ্ডলী দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় আছে তাদের আন্তরিকভাবে প্রভুর কাছে তাদের প্রতি সান্ত্বনা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করতে হবে (যিশাইয় ৬৩:১৫)। খ্রীষ্ট এই বিষয় নিয়ে কেবল চিন্তাই করেন নি, কিন্তু তিনি হৃদয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তবিকই এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। লোকদের এই শোক প্রকাশ খ্রীষ্টকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। দায়ূদের ভণ্ড বন্ধুরা কৃত্রিমভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল, তাদের শত্রুতার ছদ্মবেশের আড়ালে (গীতসংহিতা ৪১:৬)। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যে, কোন প্রকার কপটতা ছাড়া আমরা যেন অন্যদের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রকাশ করি। খ্রীষ্টের গভীর এবং আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে।

[২] তিনি খুব অস্থির হলেন, তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন। এই জন্য এই অংশটুকু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মধ্যে মানবীয় সমস্ত কষ্ট এবং ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের সঠিক নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাই তাদের দুঃখ-কষ্ট তীব্র হবে না। তাদের কষ্টের মাঝে তিনি শান্তির পরশ দিবেন। তিনি কখনো অস্থির হন না। কিন্তু তখনই অস্থির হন যখন আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য দুঃখভোগ করেন এবং সহানুভূতি দেখান। তাঁর নিজের দুঃখকে তিনি কদাচিৎ প্রকাশ করেন। তাঁর ক্ষমতা রয়েছে তাঁর দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তা পুনরায় গ্রহণ করার জন্য।

(২) তিনি তাঁর বন্ধুর মৃতদেহের অবস্থানের সম্পর্কে অত্যন্ত অনুগ্রহপূর্ণ প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন (পদ ৩৪): "লাসারকে কোথায় রেখেছ?" তিনি জানতেন তাকে কোথায় কবর করা হয়েছিল, তবুও তিনি তাদের এই প্রশ্ন করলেন; কারণ:-

(১) এইভাবে তিনি দেখালেন যে, তিনি একজন মানুষ। এমন কি ঈশ্বরের মহান কাজ সম্পাদনের এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখনও তিনি নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি নিজেকে মনুষ্যপুত্র হিসেবে প্রকাশ করতে ভালবাসতেন: *Non nescit, sed quasi nescit* – যদি খ্রীষ্ট তাঁর নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানে সরাসরি এই কাজ করতে উদ্যোগী হতেন তাহলে অবিশ্বাসী যিহূদীরা এটিকে খ্রীষ্ট এবং লাসারের মধ্যে একটি চাতুরীপূর্ণ কাজ বলে সন্দেহ করার সুযোগ পেত। তারা এই ঘটনাকে খ্রীষ্ট এবং লাসারের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটিত বিষয় বলে এই ঘটনাকে প্রতারণা বলে অভিহিত করতে পারত।

(৩) তিনি তাঁর বন্ধুদের মনের দুঃখ এবং শোককে দূর করতে চেষ্টা করলেন, তাদের অন্তরে আরও মহান কিছু প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলার দ্বারা। তিনি যেন বলেছিলেন, "আমি এখানে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আসি নি। না, আমার এখানে অন্য কাজ রয়েছে। এসো, আমরা কবরস্থ করার কাজ স্থগিত রাখি এবং সেখানে আমাদের কাজের জন্য যাই।" লক্ষ্য করুন, প্রভু চান আমরা যেন আমাদের অত্যাধিক দুঃখ এবং কষ্ট থেকে মুক্তি পাই।

(৪) এর দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, যখন তাঁর ভক্তরা কবরস্থ হন তখন তার দেহের বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন। তিনি লক্ষ্য রাখেন তাদের কোথায় কবর করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি মনযোগী হন। এটি কেবলমাত্র ধূলির সঙ্গে চুক্তি নয় কিন্তু তা রক্ষা করা।

৩. এটি তাঁর চোখের জলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই লোকেরা তাঁকে এই কথা বলে নি যে, লাসারকে কোথায় রাখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে তা দেখাবার আকাঙ্খায় বলেছিল, "প্রভু, এসে দেখুন।" তারা তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে গেল, যেন তিনি নিজ চোখে তার কবরকে দেখে তাঁর মনের দুঃখকে আরও প্রবল করতে পারেন।

(১) তিনি এমনভাবে কবরে যাচ্ছিলেন যেন তিনি সেখানে মৃতদেহকে দেখতে যাচ্ছেন: "যীশু কাঁদলেন," পদ ৩৫। অত্যন্ত ছোট পদ । কিন্তু এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

[১] খ্রীষ্ট ছিলেন বাস্তবিক এবং প্রকৃতই মানুষ এবং শিশুদের অংশী হয়েছিলেন কেবলমাত্র রক্তে মাংসে নয়, কিন্তু মানবীয় রূহে। তিনি মানুষের মতই দুঃখ-কষ্ট আনন্দ অনুভব করতেন এবং তা প্রকাশ করতেন। এছাড়া অন্যান্য মানবীয় সব অনুভূতি তিনি প্রকাশ করতেন। এই কথায় তিনি তাঁর মানব প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছেন। এই কথায় এই উভয় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি মানুষ হিসেবে কাঁদছিলেন এবং একজন দয়াপূর্ণ মানুষ হিসেবে কেঁদেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রকাশের আগে এটি করেছিলেন।

[২] তিনি একজন শোকাহত ও দুঃখার্ত মানুষ এবং যাতনার সাথে পরিচিত মানুষ ছিলেন। এই সম্পর্কে যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:৩)। আমরা কখনো এই কথা পড়ি নি যে, তিনি হেসেছেন। কিন্তু আমরা একাধিকবার তাঁর কাঁদবার বিষয় উল্লেখ পাই। কিন্তু তিনি এটি দেখান নি যে কেবল মানুষের দুঃখ-কষ্টের সময় ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, যারা আত্মায় সময় কাটান তারা অবশ্যই চোখের জলে প্রার্থনা করে থাকেন।

[৩] সহানুভূতির চোখের জল ভাল যীশুয়ীতে পরিণত করে এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্য করে। যারা দুঃখ-কষ্ট এবং শোকের মধ্যে নিমজ্জিত আছে তাদের সান্ত্বনা দানকারী বন্ধু হিসেবে তারা সাহায্য করতে সক্ষম, বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্টের মত একজন সাহায্যকারী বন্ধু।

(২) খ্রীষ্টের কান্নার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে:-

[১] কেউ কেউ এর সরল এবং সহজ ব্যাখ্যা দান করেছেন যা ছিল খুবই স্বাভাবিক (পদ ৩৬): তাতে যিহূদীরা বলল, "দেখ উনি লাসারকে কি ভালবাসেন।" যার সঙ্গে গভীর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, যার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় নেই এবং সার্বক্ষণিক অবস্থান করতেন না, কারণ তিনি বেশির ভাগ সময় গালীলে অবস্থান করতেন যা ছিল বৈথনিয়া থেকে অনেক দূরের পথ, এরকম অবস্থায় একজন মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা দেখে যিহূদীরা ভীষণভাবে অবাক হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমরা অন্যদের প্রতি বিশেষত আমাদের বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা দেখাবার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারি। তাদের বেঁচে থাকার সময় এবং তাদের মৃত্যুতে উভয় ক্ষেত্রে আমরা ভালবাসা দেখাতে পারি। আমাদের ভাইয়েরা যারা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাস বজায় রেখে এবং পূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ক রেখে মারা যায় তাদের জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করা উচিত, যদিও আশা শেষ হয়ে যায় না। কারণ বিশ্বাসীরা মৃত্যুতে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। ঈশ্বরের ভক্তরা স্তিফানকে কবর করেছিলেন এবং তাঁর জন্য বিলাপ করেছিলেন (প্রেরিত ৮:২)। যদিও কান্না মৃত্যুর জন্য কোন উপকার বয়ে আনে না, কিন্তু এই কান্না হল স্মৃতির চিহ্ন। এই চোখের জল লাসারের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা নির্দেশ করে। কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য নিজের মৃত্যু দ্বারা সবার প্রতি তার ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রেখেছিলেন। যখন তিনি কেবলমাত্র কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন তখন লোকেরা বলেছিল, "দেখ উনি লাসারকে কত ভালবাসা করতেন।" আমাদের এর চেয়ে আরও বেশি বলার প্রমাণ রয়েছে, কারণ তাদের জন্য তিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন: "দেখ, তিনি আমাদের কত ভালবাসেন! তাঁর মত এমন ভালবাসা আর কারও নেই।"

[২] অনেকে এই চোখের জলের বিষয়ে বিরক্তিসূচক এবং মন্দভাবে অভিব্যক্তি ব্যক্ত

করেছে। তারা যেন বলতে চেয়েছিল এই চোখের জল ফেলা ছাড়া তিনি আর কোন কিছুই তাঁর বন্ধুর জন্য করতে সমর্থ নন। তারা বলেছিল (পদ ৩৭): "এই যে ব্যক্তি অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছেন, ইনি কি ওর মৃত্যুও নিবারণ করতে পারতেন না?" এটি ছিল চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য।

*প্রথমত*, তিনি লাসারের মৃত্যুর ফলে এমন শোকাহত যে, তিনি চোখের জল ফেলছেন। যদি তিনি তার মৃত্যুকে রোধ করতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন। আর যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, খ্রীষ্ট আদৌ মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম নন। একইভাবে যখন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, যেহেতু খ্রীষ্ট ক্রুশ থেকে নেমে আসতে পারছেন না তাই তিনি নিজেকে রক্ষা করতে এবং মৃত্যু থেকে নিজের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম নন। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সব সময় তাঁর ক্ষমতাকে প্রদর্শন করেন না। আমরা যেন এটি চিন্তা না করি যে, স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রদর্শিত না হলে তা ঈশ্বরের দুর্বলতা। খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসেন, সেই বন্ধুরা যদি মারা যান, যদি তাঁর মণ্ডলীতে যাদের তিনি ভালবাসেন তারা অত্যাচারিত এবং দুর্দাশায় পতিত হন, আমরা যেন কখনই তা ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং ভালবাসার ত্রুটি বলে দোষারোপ না করি। কিন্তু আমরা যেন এই বিষয়টি এইভাবে চিন্তা করি যে, এই ঘটনায় প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা রয়েছে।

*দ্বিতীয়ত*, তাই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, বস্তুত তাঁর অন্ধদের চোখে খুলে দেওয়ার ঘটনায়। প্রশ্নটি এমন ছিল যে, তিনি যে অন্ধদের চোখ খুলে দিয়েছিলেন সেই ঘটনা আদৌ প্রতারণা না হয়ে থাকে তাহলে তিনি লাসারের মৃত্যু রোধ করতে পারতেন। তারা অতীতের মত একইভাবে সন্দেহ পোষণ করল। তারা ভাবল যে খ্রীষ্টের ক্ষমতা খুব সীমিত তাই তিনি স্বর্গ থেকে আসেন নি। খ্রীষ্ট খুব শীঘ্র সন্দেহবাদী লোকদের সন্দেহ দূর করেছিলেন লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবন দানের মাধ্যমে। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার চেয়ে এই কাজটি ছিল অধিকতর উত্তম কাজ। কিন্তু তিনি নিজেকে আরও বেশি মহিমান্বিত করার জন্য এই আশ্চর্য কাজটি করেন নি।

খ. কবরস্থানে খ্রীষ্টের উপস্থিতি এবং এই আশ্চর্য কাজের জন্য তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণ।

১. কবরের কাছাকাছি এসে তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠলেন (পদ ৩৮): তাতে যীশু পুনর্বার হৃদয়ে উত্তেজিত হয়ে কবরের কাছে আসলেন। তিনি অস্থির হলেন:-

(১) তাঁর ক্ষমতার ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের সন্দেহপূর্ণ কথা-বার্তায় এবং লাসারের মৃত্যু প্রতিরোধ করতে না পারার কারণে তাঁকে দোষারোপ করার জন্য খ্রীষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাদের হৃদয়ের কঠিনতার জন্য তিনি অন্তরে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। মানুষের মূর্খতা এবং পাপের জন্য তিনি যে কষ্টভোগ করেছিলেন এবং দুঃখভোগ করেছিলেন এই জন্য তিনি কখনো খুব বেশি অস্থির হন নি। বিশেষ করে যিরূশালেমের জন্য অস্থির হয়েছিলেন। "হে যিরূশালেম, দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন পড়ে রইলো" (মথি ২৩:৩৭)।

(২) যখন কবরের কাছে তাঁরা এলেন, তখন দুই বোনের বিলাপ আরও তীব্র হল। এই কবর তাদের আরও বেশি কান্নার জন্য প্রভাবিত করল। তাই অন্য সময়ের চেয়ে এখন তাদের মানসিক কষ্ট শোক এবং বিলাপ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল। তাদের বিলাপ এবং

শোক খ্রীষ্টের মানবীয় অনুভূতিকে স্পর্শ করল।

(৩) অনেকে মনে করেন যে, তিনি তাঁর শোকের অভিব্যক্তি আত্মিকভাবে প্রকাশ করেছেন। কারণ খ্রীষ্ট তাঁর বন্ধুদের দয়া করার আকাঙ্খায় লাসারকে আবার এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনলেন। বিশ্রাম থেকে নতুন এক জীবন শুরু করার জন্য তাকে উত্থাপন করলেন। এটি ছিল মার্থা এবং মরিয়মের প্রতি দয়া প্রদর্শন, কিন্তু তাঁর কাছে এটি প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় দূরে সরে যাওয়া কাউকে পুনরুত্থান করে আবার তাকে একটি শান্ত এবং নিরাপদ পোতাশ্রয়ে রাখার মত। যদি লাসারকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হত তাহলে দ্রুত অন্য পৃথিবীতে তার কাছে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু জীবনকে ফিরিয়ে দিতে লাসারকে মৃত জগতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

(৪) একজন মানুষ যেভাবে মানবীয় স্বভাবের দুঃখ-কষ্ট অবস্থার মধ্যে থাকে তেমনি খ্রীষ্টের মধ্যেও সেই মানবীয় স্বভাব ছিল, তিনি লাসারের জন্য ভীষণভাবে দুঃখার্ত হলেন, মৃত্যুকে জয় করার জন্য তিনি এখন কবর থেকে লাসারকে মুক্ত করার প্রস্তুত হলেন। তিনি এখন যা করতে যাচ্ছেন তার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন। তিনি যেন চিৎকার করে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন এবং ভিক্ষা চেয়েছিলেন (ইব্রীয় ৫:৭)। যখন প্রচারকদের মৃত আত্মার কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য পাঠানো হয় তখন তা অত্যন্ত কার্যকরী হবে। যদি যারা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে এবং প্রচার করে। প্রচারকদের ঐ সব লোকদের গভীর মমত্ববোধ থাকতে হবে।

২. যে কবরে লাসারকে শায়িত রাখা হয়েছিল সেই কবরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "কবরটা ছিল একটি গুহা সেই গুহার মুখে একটি পাথর বসান ছিল।" সাধারণ মানুষের কবর সাধারণত মাটি খুঁড়ে দেওয়া হয়, যেভাবে আমরা কবর দিয়ে থাকি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকে ভিন্নভাবে কবর দিয়ে থাকে, এ জন্য সমাধি কক্ষ তৈরি করে। এই রকম কবরে যীশু খ্রীষ্টকে কবর দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত যিহূদীদের মধ্যে এই প্রথা তাদের পিতৃ পুরুষদের অনুকরণে করেছিল, যার মৃতদেহ মকপেলা গুহায় কবর দেওয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ২৩:১৯)। মৃত্যুর পর মৃতের আপনজন এবং বন্ধুরা তাদের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বিশেষ করে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর তাকে ঐ কবর কক্ষে রাখা হয় এবং তারপর একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। দানিয়েলকে যেভাবে কবরে রাখা হয়েছিল হয়তো কবরটা সেরকম ছিল (দানিয়েল ৬:১৭): "পরে একটি প্রস্তর আনা হল ও খাতের মুখে স্থাপিত হল।" মৃত্যুর নিয়ম পরিবর্তন হয় না এবং মানুষের মধ্য থেকে প্রাণ আলাদা হয়ে যায়। সে এমন স্থানে চলে যায় যেখান থেকে সে আর কখনো ফিরে আসতে পারে না। এই পাথর সম্ভবত একটি 'কবর পাথর' ছিল, যা দিয়ে কবর মুখ বন্ধ করা হত। যাকে গ্রীক ভাষায় বলা হত *নিমিওন* (*Mnemeion*), অর্থাৎ স্মারকলিপি, কারণ এটি মৃতের স্মারক এবং জীবনের স্মরণার্থে চিহ্ন। আমরাও এইভাবে কবরের উপর স্মারক চিহ্ন হিসেবে পাথর স্থাপন করে থাকি। এটি ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় *এ মনেনডো* (*À Monendo*), কারণ এটি সতর্কবার্তা দেয়।

৩. পাথর সরাবার আদেশ দেওয়া হল (পদ ৩৯): "তোমরা পাথরখানা সরিয়ে ফেল।" তিনি এই কারণে পাথর সরাতে বলেছিলেন, যেন যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই কবরের

মধ্যে লাসারের দেহকে মৃত অবস্থায় শায়িত দেখতে পায়। তার দেহ যখন কবর থেকে বের হয়ে আসবে তখন যেন সকলে বুঝতে পারে যে, এই দেহ আসল দেহ, তিনি আদৌ কোন মন্দ-আত্মা বা অশরীরী আত্মা নন। তিনি কিছু সংখ্যক দাসকে ব্যবহার করলেন, কবরের পাথর সরাবার জন্য যেন তারাও সাক্ষী হতে পারে। যখন পাথর সরান হবে তখন মৃতদেহ থেকে পচা গন্ধ বের হলে বুঝতে পারবে যে, এই দেহটি বাস্তবিকই মৃত। আত্মিক জীবনে আত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্য পাথর সরানো একটি উত্তম পদক্ষেপ, যখন মনের সমস্ত সংস্কার দূর হয়ে যাবে এবং একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ের মধ্যে যাবার জন্য পথ তৈরি হবে তখন ঈশ্বরের বাক্য সেখানে তার কাজ করতে থাকবে এবং যা বলার তা বলবে।

৪. কবরের মুখ খোলার বিরুদ্ধে মার্থা আপত্তি জানালেন: "প্রভু, এখন ওতে দুর্গন্ধ হয়েছে, কেননা অদ্য চার দিন।" সে চার দিন যাবৎ ভিন্ন পৃথিবীতে আছে, সে এখন কবরের চার দিনের নাগরিক এবং অধিবাসী। সম্ভবত মার্থা মৃতদেহের গন্ধ অনুভব করেছিলেন যখন কবরের দরজা খোলা হয়েছিল, আর তাই সজোরে এভাবে কথাটি বলে উঠেছিল।

(১) আমরা এখান থেকেই খুব সহজে মানব দেহের প্রকৃতি বুঝতে পারি: চার দিন মাত্র অল্প দিন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে মানব দেহের কি বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এই দেহ দীর্ঘদিন খাদ্যবিহীন অবস্থায় থাকে, আরও বেশি সময় জীবনবিহীন অবস্থায় থাকে! মৃতদেহে (ড. হ্যামন্ড বলেছেন) রস নিঃসরণের কাজ চলতে থাকে। বাহাত্তর ঘণ্টা পর তা সম্পূর্ণ হয় এবং তখন মানবদেহ সাধারণত পচে যায়। আর যিহূদীরা বলে মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর দেহে এমনই পরিবর্তন ঘটে যে, কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না এটি আদৌ মানব দেহ কি না। খ্রীষ্ট তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি পাপ দেখতে পারেন না।

(২) এটি বলা সহজ নয়, মার্থার এই কথা বলার পেছনে কি পরিকল্পনা ছিল।

[১] অনেকে মনে করেন মার্থা এই কথা স্বাভাবিক কোমলভাবেই বলেছিলেন এবং শালীনভাবে বলেছিলেন, এখন দেহে পচন ধরেছে। তিনি চান নি যে এইভাবে জনসমক্ষে কবর খুলে দেখান হয়।

[২] আবার অন্যরা মনে করেন, খ্রীষ্টের কথা চিন্তা করেই মার্থা এই কথা বলেছিলেন, পাছে কবরের পাথর সরিয়ে ফেললে মৃতদেহের দুর্গন্ধে তাঁর ব্যাঘাত হয় এবং বিরক্তির উদ্রেক করে। যা অত্যন্ত মন্দ তার সঙ্গে খোলা কবরের তুলনা করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৫:৯)। যেখানে অস্বাস্থ্যকর বা অরুচিকর কিছু আছে তার কাছে তাঁর প্রভু থাকতে পারেন না। কিন্তু তিনি তাদের মত নন যারা দুর্গন্ধ সুগন্ধের মত সহ্য করতে পারেন না। খ্রীষ্ট যদি তাদের মত হতেন তাহলে এই পাপে পূর্ণ দুর্গন্ধময় পৃথিবীতে মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য এই পৃথিবীতে আসতে পারতেন না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ পাপী, ভাল মানুষ একজনও নেই (গীতসংহিতা ১৪:৩)।

[৩] খ্রীষ্ট যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে মনে হয়, এটি ছিল তার অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাষা: "প্রভু, এখন তার প্রতি কোন দয়ার কাজ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার দেহে পচন ধরেছে এবং এটি একবারেই অসম্ভব যে, যে দেহে পচন

ধরেছে তা আবার জীবিত হবে।" মার্থা খ্রীষ্টের কাজকে আশাহীন এবং অসম্ভব বলে মনে করল। আগে এবং পরে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, মৃত অবস্থা থেকে কেউ জীবিত হয়ে জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছে। যখন আমাদের হাড় শুকিয়ে যায়, আমরা তখন বলার জন্য তৈরি হই, আমাদের আশা শেষ হয়ে গেছে। তথাপি তার এই সন্দিগ্ধ কথা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজকে আরও বেশি প্রমাণিত এবং প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, লাসার সত্যি সত্যি মারা গিয়েছিলেন। তিনি আদৌ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন না। কারণ যদিও মৃতদেহের দশা কৃত্রিম হত তাহলে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ হত না। তারা পরামর্শ দিল যেন খ্রীষ্ট যা করতে যাচ্ছিলেন তা না করেন। কিন্তু যা তাঁর জন্য অধিক সম্মানের কাজ তাই যেন করেন।

৫) খ্রীষ্ট মার্থাকে তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন (পদ ৪০): "আমি কি তোমাকে বলি নি যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?" খ্রীষ্ট মার্থাকে যে কথা বলেছিলেন তা এর আগে লিপিবদ্ধ হয় নি। সম্ভবত এই কথা খ্রীষ্ট মার্থাকে সেই সময় বলেছিলেন যখন মার্থা খ্রীষ্টকে বলেছিলেন (পদ ২৭): "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করেছি যে, পৃথিবীতে যাঁর আগমন হবে, আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।" লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্য এই কথাই যথেষ্ট, যেখানে এটি পুনরুক্তি হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট আমাদের সকল নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থাকি তাহলে আমরা তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবো এবং তার মহিমা দেখতে পাব: "যদি তুমি বিশ্বাস কর, তবে এই পৃথিবীতে তোমার জন্য ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ দেখতে পাবে এবং অন্য পৃথিবীতেও তা দেখতে পাবে।" যদি আমরা খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস করি এবং তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাব এবং আমরা সুখী হব।

(২) আমাদের উৎসাহের জন্য খ্রীষ্ট যে সমস্ত নিশ্চিত করুণার কথা বলেছেন তা আমাদের সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। মার্থা যে কথা বলেছেন খ্রীষ্ট সেই কথায় সরাসরি কোন উত্তর দেন নি, কিংবা এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেন নি যা তিনি করতে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি তাকে যে সাধারণ নিশ্চয়তার কথা বলেছেন তা ধরে রাখার জন্য মার্থাকে আদেশ দিলেন: "কেবল বিশ্বাস কর।" আমরা ভুলে যাই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা বলেছেন, আমাদের তাই তাঁর আত্মার দ্বারা এই কথা চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের তাঁকে প্রয়োজন আছে: "আমি কি তোমাকে বলি নি যে, যদি তুমি বিশ্বাস কর তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে? আর তুমি কি মনে কর যে, তিনি কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন?"

৬) কবরের মুখ খুলে দেওয়া ছিল খ্রীষ্টের আদেশের প্রতি বাধ্যতা, তা মার্থার আপত্তি সত্ত্বেও (পদ ৪১): তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। যখন মার্থা খ্রীষ্টের কথায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর আপত্তি তুলে নিয়েছিলেন তখন লোকেরা কবরের মুখ খুলে দিয়েছিল। যদি আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে চাই, তাহলে অবশ্যই খ্রীষ্টকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে দিতে হবে এবং আমরা তাঁকে কোন পরামর্শ দেব না কিন্তু তাঁর কাজকে স্বীকার করে নেব। তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল। আর তারা কেবলমাত্র এতটুকুই করতে পেরেছিল। খ্রীষ্ট কিন্তু তাকে জীবন দান করেছিলেন। মানুষ যা করতে পারে তা হল প্রভুর জন্য প্রস্তুত করা, উপত্যকা পূর্ণ করা, পাহাড় সমান করা এবং যেমন এখানে তারা

পাথরখানা সরিয়ে দিয়েছিল।

গ. মহান আশ্চর্য কাজটি অনুষ্ঠিত হল। যে সমস্ত দর্শক কবরের কাছে জমায়েত হয়েছিল তাদের মধ্যে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন পাথরখানা সরিয়ে দেয়, ধুলা ধুলার কাছে, মাটি মাটির কাছে সোপর্দ করতে নয়, কিন্তু আবার ধুলা ধুলা এবং মাটি থেকে মাটি গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রত্যাশাকে পুনরুজ্জীবিত করা, খ্রীষ্ট তাঁর এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

১. তিনি নিজেকে তাঁর স্বর্গীয় জীবন্ত পিতার কাছে সমর্পণ করলেন, তিনি এইভাবেই ডেকে থাকেন (যোহন ৬:২৭) আর ঈশ্বরের দৃষ্টি এখানে রয়েছে।

(১) তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা খুবই অর্থপূর্ণ ছিল: তিনি উপরের দিকে তাকালেন। স্বর্গের দিকে তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, এর বাহ্যিক প্রকাশ ছিল এটি এবং যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দেখাবার জন্য যে, তিনি কোথা থেকে এই কাজ করার জন্য শক্তি লাভ করেছেন। আমাদের জন্যও এটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁর এই বাহ্যিক চিহ্নের দ্বারা তিনি আমাদের অনুশীলন করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন (যোহন ১৭:১)। দেখুন, যারা এই বিষয় নিয়ে অন্যায়ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল তাদের কীভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার দিকে আমাদের হৃদয় তুলে ধরি। প্রার্থনা কী? কেবল ঈশ্বরের কাছে আমাদের আত্মা তুলে ধরা এবং আমাদের ভালবাসা এবং আমাদের সমস্ত আচরণ স্বর্গের দিকে তুলে ধরা। তিনি উপরের দিকে তাকালেন, যেন তিনি স্বর্গের দিকে তাকালেন। যেখানে লাসারের দেহ শায়িত ছিল যেখান থেকে বহু দূরে তার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল এবং এখান থেকে উত্থিত সকল বাধা এবং জটিলতা তিনি উপেক্ষা করলেন, যেন তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ থাকে। অব্রাহাম যা করেছিলেন সেইভাবে করার জন্য আমাদের তিনি শিক্ষা দিলেন। অব্রাহাম কখনো এই চিন্তা করেন নি যে, তাঁর দেহ এখন মৃত এবং সারার গর্ভাশয় এখন মৃতপ্রায়। আর এই কারণে তিনি বিশ্বাসের উপাধি অর্জন করেছিলেন, প্রতিজ্ঞার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কখনো দোলায়মান হয় নি (রোমীয় ৪:২০): "ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মনে কখনোও কোন সন্দেহ আসে নি।"

(২) দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছিলেন, আর তিনি এমনই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমার ধন্যবাদ আদায় করি।"

[১] তিনি তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিলেন:

*প্রথমত*, প্রার্থনায় ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকা এবং তাঁর কাছে যেমন সন্তান পিতার কাছে আসে নম্র ও ভক্তি সহকারে এবং পবিত্র সাহসের সঙ্গে।

*দ্বিতীয়ত*, আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের মহিমা করতে হবে এবং যখন আমরা আমাদের জীবনে আরও করুণার জন্য নিবেদন করবো তখন অবশ্যই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অতীতে প্রাপ্ত সমস্ত সাহায্য স্বীকার করতে হবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন, যা ঈশ্বরের গৌরবকে প্রকাশ করে, আমাদের প্রার্থনায় তা অত্যন্ত নম্রভাবে উল্লেখ করতে হবে, আর তা করা আমাদের জন্য উপযুক্ত।

[২] আমাদের পরিত্রাণকর্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের লক্ষ্য ছিল এই আশ্চর্য কাজের স্থির নিশ্চয়তাকে প্রকাশ করা। যে কাজ তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে এক যোগে মিলিত হয়ে সম্পন্ন করতে যাচ্ছেন: "পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেই যে, এই বিষয়ে তোমার ও আমার ইচ্ছা সব সময় এক।" এলিয় এবং ইলিশায় মৃতকে উত্থাপন করেছিলেন চাকরের মত অনুনয়ের মাধ্যমে। কিন্তু খ্রীষ্টের পুত্রের মত ক্ষমতার দ্বারা। তাঁর মধ্যে জীবন আছে তা দিয়ে এবং তাঁর ক্ষমতা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জীবিত করতে সক্ষম এবং এটি তাঁর নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন (পদ ১১): "আমি নিদ্রা থেকে তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" তবুও প্রার্থনার মাধ্যমে যা অর্জন করেছেন তা এখানে তিনি বলেছেন, কারণ তাঁর পিতা তাঁর কথা শোনেন। সম্ভবত যখন তিনি আর একবার আত্মায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন (পদ ৩৩,৩৮)। এই সময় তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন, যা মুখে প্রকাশ পায় নি।

*প্রথমত*, প্রার্থনার উত্তর পেয়েছেন এইভাবে তিনি এই আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে কথা বলেছেন:-

১) কারণ তিনি নিজেকে নত নম্র করেছিলেন, যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তবুও তিনি প্রার্থনা করা এবং গ্রহণ করা বাধ্যতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতাকারীর সম্মান অনুরোধের ফলে লাভ করেছিলেন, যদিও এটি তাঁর অধিকার ছিল (ফিলিপীয় ২:৮; যোহন ১৭:৫)। জগত সৃষ্টির পূর্বে তাঁর যে মহিমা ছিল তার জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন, যদিও কখনো সেই অধিকার হারায় নি। তিনি এর দাবীদার।

২) যেহেতু তিনি এই রকম সম্মানসূচক প্রার্থনায় সন্তুষ্ট তা স্বর্গীয় ক্ষমতা ও অনুগ্রহের সম্পদ খুলে দেওয়ার চাবী তৈরি করে। এইভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, বিশ্বাসের জীবন্ত অনুশীলনের দ্বারা পবিত্রতার মধ্যে প্রবেশ করা।

*দ্বিতীয়ত*, খ্রীষ্ট নিশ্চিত ছিলেন তাঁর প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্তির, তার স্বীকারোক্তি:

ক. এই উত্তরের তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বীকারোক্তি: "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমার ধন্যবাদ আদায় করি।" যদিও আশ্চর্য কাজটি তখনও অনুষ্ঠিত হয় নি, তবুও প্রার্থনার উত্তর লাভ করেছেন, বিজয়ের পূর্বে তিনি বিজয়োল্লাস করেছেন। খ্রীষ্ট যেভাবে নিশ্চিত হওয়ার দাবী করেছেন সেইভাবে কেউ দাবী করতে পারবে না। আমরা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের দ্বারা করুণার আশা করতে পারি যে, ঈশ্বর পূর্বে আমাদের জন্য তা প্রদান করেছেন আর আমরা এই আশার জন্য আমরা আনন্দ লাভ করতে পারি এবং এর জন্য ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাতে হবে। লক্ষ্য করুন:

(ক) প্রার্থনায় করুণার উত্তর আমাদের অবশ্যই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের প্রতি করুণা করার অনুমোদনের জন্যও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আমাদের প্রার্থনা দুর্বল হলেও তার প্রতি মনযোগী হওয়া আমাদের জন্য মহা অনুগ্রহ বলে মনে করতে হবে।

(খ) প্রার্থনার উপর প্রাপ্তির পর অতি দ্রুত আমাদের ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। আমাদের ডাকার আগেই এবং আমাদের কোন কথা বলার আগেই ঈশ্বরের সেই কথা শোনার মাধ্যমে তিনি যেমন আমাদের করুণার মাধ্যমে উত্তর দিয়ে থাকেন তেমনি আমাদের উচিত ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর করুণা অনুমোদনের আগেই তাঁর

প্রশংসা করা এবং আমাদের জন্য মঙ্গলজনক কথা বলার জন্য এবং সান্ত্বনার কথা বলার জন্য আমাদের ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো।

খ. যে কোন সময়ে তাঁর আনন্দ পূর্ণ উত্তর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: (পদ ৪২): "আর আমি জানতাম, তুমি সর্বদা আমার কথা শুনে থাক।" কেউ যেন এই কথা মনে না করে যে, খ্রীষ্টকে কেবল এখনই অসাধারণ অনুগ্রহ অনুমোদন করা হয়েছে, এর আগে এইভাবে করা হয় নি আর কখনো এভাবে করা হবে না। না, এই কথা মনে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সব সময় একই রকম স্বর্গীয় ক্ষমতা তাঁর সঙ্গে ছিল, তিনি অন্য কোন কার্যভার গ্রহণ করেন নি কেবলমাত্র ঈশ্বরের পরামর্শ অনুযায়ী কোন কাজ ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য তা তিনি জানতেন এবং সেইভাবে সমস্ত কাজ সম্পাদন করতেন। "আমি তোমার ধন্যবাদ আদায় করি," (তিনি বলেছেন), "কারণ তুমি আমার কথা শুনেছ। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(ক) স্বর্গে আমাদের সদাপ্রভু যীশুর প্রভাব রয়েছে। পিতা সব সময় তাঁর কথা শোনেন, সমস্ত কাজ তিনি পিতার সামনে উপস্থিত করেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত কাজ সফলতা লাভ করেন। আমরা আরও জানি স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রভাব একটুও কমবে না, যা আমাদের তাঁর মধ্যস্থতার উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করে এবং আমাদের সমস্ত নিবেদন তাঁর হাতে রাখতে অনুপ্রাণিত করে। কারণ আমরা নিশ্চিত যে, পিতা সব সময় তাঁর কথা শুনে থাকেন।

(খ) এই প্রভাবে তাঁর দৃঢ় নিশ্চয়তা রয়েছে: "আমি তা জানি।" এই সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর সব কাজে পিতার প্রসন্নতা এবং পিতার সঙ্গে ঐক্যের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে যেভাবে নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন আমরা সেভাবে নিশ্চয়তা লাভ করতে সমর্থ নই। কিন্তু আমরা এটি জানি যে, আমরা যা কিছু চাই তা তিনি শোনেন। তবে এও জানি যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে যা চেয়েছি তা আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে।"

*তৃতীয়ত*, কিন্তু কেন খ্রীষ্ট এই আশ্চর্য কাজটি সাধন করার জন্য জনসাধারণের সামনে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন? তিনি তা উল্লেখ করেছেন, "কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সে জন্যই এই কথা বললাম।" কারণ প্রার্থনা প্রচার হতে পারে।

১) এই ঘটনায় খ্রীষ্টের শত্রুদের বিরোধিতা এবং তার প্রতিক্রিয়া। এটি ধর্মদ্রোহিতার কাজ এই প্রস্তাব দিয়ে ফরীশী এবং তাদের অধীনস্থ লোককে বললেন যে, খ্রীষ্ট শয়তানের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই আশ্চর্য কাজ করেছেন। তাদের এই কথা ছিল ভ্রান্ত। তারা যে কথা বলেছিল খ্রীষ্ট তাঁর কাজের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ খ্রীষ্ট জনসমক্ষে খোলাখুলিভাবে ঈশ্বরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন প্রার্থনার মাধ্যমে, কোন যাদ্র মন্ত্রে নয়, ফিস ফিস কিংবা বিড় বিড় করে কথা বলে নয় কিংবা ভুতদের ক্ষমতা ব্যবহার করে নয় (যিশাইয় ৮:১৯)। কিন্তু তিনি উপর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা করে স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং স্বর্গের উপর নির্ভর করেছিলেন।

২) যারা তাঁর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিল এই কাজ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল: "কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ মানুষের জীবন ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং তাদের রক্ষা করার জন্যই পাঠিয়েছ।" মোশি মাটিকে দুইভাগ করেছিলেন এবং কারুনের পরিবারের সব লোককে গ্রাস করেছিল, আর এইভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন (গণনা ১৬:৩১), ইলিয়াম ভাববাদী প্রার্থনা করেছিলেন আর স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে লোকদের গ্রাস করেছিল, আর এইভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত। কারণ মরীয়ত হল ভীতিকর এবং মৃত্যুজনক বিধান। কিন্তু খ্রীষ্ট প্রমাণ করেছেন যে, তার কাজ হল জীবিত করা। কেউ কেউ এই ব্যাখ্যা দেন, যদি খ্রীষ্ট নিজ ক্ষমতায় এই আশ্চর্য কাজটি করতেন তাহলে তাঁর যে সমস্ত দুর্বল শিষ্য আছেন, যারা এখন তাঁর স্বর্গীয় স্বভাব সম্পর্কে অবগত নন তাঁরা মনে করতেন যে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং এতে তারা বিঘ্ন পেতে পারতেন। এই শিশুরা শক্ত খাবার গ্রহণ করতে পারবে না এই কারণে তিনি তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নিজেকে অস্বীকারের পথ বেছে নিয়েছিলেন, যেন তিনি আরও সহজভাবে আমাদের কাছে কথা বলতে পারেন। তিনি যা বলেছেন তাতে তিনি নিজের মর্যাদা নিয়ে খুব বেশি পরামর্শ করেন নি, যেমন আমাদের পরিত্রাণ।

২) এবার তিনি এই পৃথিবীর তার মৃত বন্ধুর দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার বের হয়ে এসো।"

(১) তিনি তাঁর ক্ষমতার ও ইচ্ছার নীরব প্রচেষ্টার দ্বারা লাসারকে জীবিত করতে পারতেন, জীবনের আত্মার অদৃশ্য কাজ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি ডাক দেওয়ার মাধ্যমে জোরে ডাক দেওয়ার মাধ্যমে এই কাজ করলেন।

[১] লাসারের পুনরুত্থানের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে তিনি এই নতুন অবস্থা সৃষ্টি করলেন; তিনি কথা বললেন আর তা ঘটে গেল। তিনি খুব উচ্চস্বরে ডাকলেন, এটি ছিল তাঁর কাজের মহত্ব এবং এই কাজে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের চিহ্ন স্বরূপ এবং এটি যেন মৃত্যুর দুয়ারে আমন্ত্রণ করার জন্য তার মনের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ছিল। যেমন করে সৈন্যরা প্রবলভাবে আদেশ করার সময় চিৎকার করে উঠে। লাসারের প্রতি কথা বলার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে ডেকে ওঠা ছিল সঙ্গত; কারণ:-

*প্রথমত*, লাসারের আত্মা যা ফিরিয়ে আনতে হত এবং তা দূরে ছিল, কবরের কাছে ঘোরাফেরা করছিল না, যিহূদীরা এভাবে কল্পনা করে থাকে। যদি কেউ দূরে থাকে, তাকে জোরে চিৎকার করে ডাকা স্বাভাবিক।

*দ্বিতীয়ত*, লাসারের দেহ যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে এটি ঘুমিয়ে আছে, আর আমরা যদি কাউকে ঘুম থেকে জাগাতে চাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃতভাবে জোরে ডাক দিয়ে থাকি। তিনি উচ্চেস্বরে ডেকে ওঠা ছিল শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণতা (যিশাইয় ৪৫:১৯): "আমি গোপনে অন্ধকারময় দেশের কোন স্থানে কথা বলি নি।"

[২] অন্যান্য আশ্চর্য কাজের আদর্শ বিশেষত অন্যদের পুনরুত্থানের আদর্শেও ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের ক্ষমতা ছিল খুবই কার্যকরী। এই উচ্চস্বরে ডাকা ছিল একটি নিদর্শন।

*প্রথমত*, এটি হল সুসমাচারের ডাক, যার মাধ্যমে পাপের কবরের থেকে মৃত আত্মাকে বের করে আনা হয়, যে পুনরুত্থানের কথা খ্রীষ্ট আগে বলেছিলেন (৫:২৫) এবং তাঁর কথার অর্থ দেখতে পাই (যোহন ৬:৬৩), আর এখন তিনি তার নমুনা দেখালেন। তাঁর কথার দ্বারা, তিনি আত্মাকে বলছেন, "জীবিত হও"। হ্যাঁ, তিনি তাদের বলছেন "জীবিত হও" (যিহিস্কেল ১৬:৬), "মৃত্যু থেকে জীবিত হও" (ইফিষীয় ৫:১৪)। যখন যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বাণী বললেন, তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে নিশ্বাস মৃত এবং শুকনা হাড়ের মধ্যে ঢুকে তাদের জীবিত করেছিল (যিহিস্কেল ৩৭:১০)। যারা তাঁর আদেশ শুনে ফিরে আসা এবং জীবিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই লোক খ্রীষ্টের ক্ষমতা লাভ করে পরিবর্তিত হয় এবং নতুনভাবে সৃষ্টি হয়, লাসারকে ডাকার মাধ্যমে লাসার যেমন কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হয়ে এসেছিল, তেমনি তারাও খ্রীষ্টের ক্ষমতায় পাপের মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হবে।

*দ্বিতীয়ত*, শেষ দিনে স্বর্গদূতদের তূরী ধ্বনি বাজবে আর তাতে যারা কবরের মধ্যে রয়েছে তারা সবাই জীবিত হবে এবং মহা বিচারের সামনে পড়বে, যখন খ্রীষ্ট নেমে আসবেন উচ্চ রবে চিৎকার করে, ডাক দিয়ে, বা আদেশ দিয়ে, যেমন এখানে আদেশ করেছেন, "বের হয়ে এস।" তিনি স্বর্গে ডাকবেন তাদের আত্মার জন্য এবং এই পৃথিবীতে ডাকবেন দেহের জন্য, যেন তিনি তার লোকদের বিচার করতে পারেন।

(২) এই ডাক ছিল উচ্চ স্বরে কিন্তু সংক্ষিপ্ত, তথাপি কবরের সুরক্ষিতস্থানে আঘাত করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে মহা ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে নেমে এসেছিল।

[১] তিনি তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন, আমরা যেভাবে পরিচিত লোককে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য নাম ধরে ডাকি, ঠিক সেই রকম। ঈশ্বর তার অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ মোশিকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে নাম দ্বারা চিনি। শেষ দিনে মৃতদের নাম ধরে ডাকা হবে এবং তারা কবর থেকে উত্থাপিত হবে। তিনি আকাশের তারাদের নাম ধরে ডাকেন যেন তাঁর তারাদের নামের মাধ্যমে পৃথক করতে পারেন এবং এই পৃথিবীর ধূলিতে যারা আছেন তাদের নামও জানেন, যেন তাদের কাউকে তিনি না হারান।

[২] তিনি কবর থেকে তাকে ডাকলেন, তিনি এমনভাবে লাসারের সাথে কথা বললেন যেন তিনি জীবিত আছেন এবং কবরের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসা ছাড়া তার আর কোন করণীয় নেই। তিনি লাসারকে এই কথা বলেন নি, "বেঁচে ওঠ।" কারণ তিনি তাঁকে অবশ্যই জীবন দেবেন। কিন্তু তিনি তাকে বললেন, "বের হয়ে এস," কারণ যখন খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা আমরা আত্মিকভাবে বেঁচে উঠি, তখন অবশ্যই আমরা জেগে উঠি স্থান পরিবর্তনের জন্য। খ্রীষ্ট যাদের পুনর্জীবিত করেন, তাদের পাপের কবরে এবং এই পৃথিবীতে কোন স্থান নেই এবং এই জন্য তাদের বের হয়ে আসতে হবে।

[৩] উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল হয়েছিল: *তাতে সেই মৃত ব্যক্তি বের হয়ে আসলেন*, পদ ৪৪। খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং কথা একত্রে গিয়ে লাসারের দেহ এবং আত্মা পুনর্মিলিত করেছিল, আর তখন লাসার বের হয়ে এসেছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে অদৃশ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, কিন্তু দৃশ্যত ফলের দ্বারা, আমাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার জন্য। চার দিন কবরের থাকার সময় লাসারের আত্মা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোথায় ছিল এর কি কোন প্রশ্ন করা হয়েছে? আমরা তা বলি নি, কিন্তু আমাদের এটি মনে করার কারণ

রয়েছে যে, তা ছিল পরমদেশে, আনন্দে ও সুখে ছিল। কিন্তু আপনি বলবেন, পুনরায় দেহের বন্দীর মধ্যে আত্মা ফিরে আসা কি নির্দয়তা নয়? যদি তাই হয়েও থাকে তবুও খ্রীষ্টের সম্মানে এবং তাঁর মঙ্গলজনক কাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে না, সাধু পৌল মাংসে সার্বক্ষণিক যে কষ্টভোগ করেছিলেন যখন তিনি বুঝেছিলেন যে খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে এই কষ্ট অনেক ভাল। পুনরুত্থানের পর যদি লাসারকে কোন প্রশ্ন করা হয়, মৃত্যুর পর তার দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় দেহে ফিরে আসা সম্পর্কে এবং অন্য পৃথিবী সম্পর্কে, তাহলে কি তিনি কোন বর্ণনা কিংবা বিবরণ দিতে পারবেন, আমি মনে করি এই উভয় পরিবর্তন এমন দুর্জ্ঞেয় ছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই সাধু পৌলের মত বলতেন, "শরীরে না কি অশরীরে তা আমি জানি না" এবং যা কিছু তিনি শুনেছিলেন এবং দেখেছিলেন তা বলা বিধেয় নয় এবং তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমরা কল্পনার জগতে নিজেদের কাঠামো তৈরি করতে পারি না, অন্যদের ক্ষেত্রে আরও কম, আত্মার পৃথিবীর কোন উপযুক্ত ধারণা করতে এবং ঐ পৃথিবীর কোন বিষয় সম্পর্কে কোন তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করতে আমরা একেবারেই অক্ষম। এই অংশে যা লেখা হয়েছে আমরা যেন এর উপর জ্ঞানী হওয়ার জন্য আকাঙ্খী না হই এবং এই সব কিছুই লাসারের পুনরুত্থান সম্পর্কে লেখা হয়েছে, যে যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। কেউ কেউ এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা অনেকের বিবরণ পাই যাদের মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে। তারা সন্দেহাতীতভাবে পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে মানুষ হিসেবেই জীবন-যাপন করেছিলেন। তবুও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া তাদের মধ্যে একজনেরও কোন কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নেই।

(৩) এই আশ্চর্য কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:-

[১] ত্বরিতভাবে। খ্রীষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন বের হয়ে এস, আর লাসার বের হয়ে এসেছিলেন এবং মাঝে কোন রকম মধ্যস্থতা কিংবা কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি। আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বের হয়ে এসেছিলেন। বলার চেয়ে দ্রুত কাজ সমাধা হয়েছিল। জীবন সৃষ্টি হোক, তখনই জীবন সৃষ্টি হল। পুনরুত্থানের এক মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে, চোখের পলকের মধ্যে বদলে যাবে (১ করিন্থীয় ১৫:৫২)। সর্ব ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর এটি করে থাকেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা করেন: তারা আমাকে ডাকবে আর আমি তাদের উত্তর দেব। "এই যে আমি" – এই ডাকে তারা তাঁর কাছে চলে আসবে, যেমন করে লাসার এসেছিলেন।

[২] পরিপূর্ণভাবে লাসার সরাসরি এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি এত দৃঢ়ভাবে কবর থেকে উঠেছিলেন যে তিনি যেন চিরকালের জন্য বিছানা থেকে উঠেছেন এবং কেবল জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছেন তাই নয় কিন্তু তার দেহের স্বাস্থ্যও ফিরে পেয়েছেন। তিনি মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত হয়েছিলেন অন্যান্য মানুষের মত জীবন-যাপন করার জন্য।

[৩] কেউ কেউ এই আশ্চর্য কাজকে অনেক বেশি আশ্চর্য কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন, কারণ লাসার কবর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। যদিও তিনি তখন কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিলেন, যা দিয়ে তাঁর হাত এবং পা বাঁধা ছিল এবং মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল (কারণ এটি ছিল যিহূদীদের কবর দেওয়ার রীতি) এবং যেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে ঠিক একই কবরের কাপড়ে বের হয়ে এসেছিলেন। এতে

নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পায় যে, কবর থেকে যিনি বের হয়ে এসেছিলেন তিনিই লাসার অন্য কেউ নয়। আর তিনি যে কেবল জীবিত হয়েছিলেন তাই নয় কিন্তু খুব দ্রুত শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হেঁটে বেড়ানোর জন্য সমর্থ হয়েছিলেন, যদিও তখনও তিনি কবরের কাপড়ে বন্ধন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যিই মারা গিয়েছিলেন, কারণ অন্যথায় এই কয়েকদিন মুখ বন্ধ থাকার জন্য নিশ্বাস গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। তার বন্ধন মুক্ত করে তাকে সাহায্য করা হয়েছিল যেন তিনি নিজেকে স্পর্শ করতে পারেন এবং নিজেকে দেখতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে, তিনিই স্বয়ং, আর এভাবেই এই আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হবেন। আমরা এখানে দেখতে পাই:

*প্রথমত*, নিজেদের বয়ে বেড়াচ্ছি যে আমরা, সেই আমরা কতই না ক্ষুদ্র। আর যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব তখন ক্ষুদ্র অবস্থাতেই চলে যেতে হবে, সঙ্গী হবে কবরের কাপড় এবং কফিন। কবরের মধ্যে পোশাক পরিবর্তন হবে না, কবরের কাপড় ছাড়া আর অন্য কিছু সঙ্গে থাকবে না।

*দ্বিতীয়ত*, কোন অবস্থায় আমরা কবরের মধ্যে থাকব। কবরের মধ্যে আমাদের চোখ বাধা থাকবে এবং হাত পা বাধা অবস্থায় থাকবে। আমাদের জ্ঞান প্রজ্ঞা ও কৌশল সেখানে কোন কাজ করতে পারবে কি? আমরা যখন কবরে যাব তখন আমাদের ঐ অবস্থায় থাকতে হবে। লাসার কবর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন তবে কবরের পোশাক তাকে আটকে রেখেছিল এবং বাধাগ্রস্থ করেছিল। আমরা খুব ভালভাবেভাবেই কল্পনা করতে পারি যে, যারা কবরের কাছে ছিল তারা লাসারকে একইভাবে উঠে আসতে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়েছিল এবং অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। আমরাও নিশ্চয়ই কবর থেকে কাউকে উঠে আসতে দেখলে আশ্চর্য হব এবং ভয় পাব। কিন্তু খ্রীষ্ট খুব সাধারণভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে লোকদের কাজে ব্যাপৃত করেছিলেন: "ওর বাঁধন খুলে দাও", কবরের পোশাক ঢিলা করে দিয়েছিল যেন তিনি সহজে নিজে নিজে বাড়ি চলে আসতে পারেন এবং নিজের পোশাক পরতে পারেন। কোন সাহায্যকারী বা অন্য কোন সাহায্য ছাড়াই যেন তিনি হেঁটে আসতে পারেন। পুরাতন নিয়মে হনোক এবং এলিয় ভাববাদীর বিবরণে অদৃশ্য এবং ভবিষ্যত অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আদিপুরুষ যুগের মাঝে একজন মোশির নিয়মাবলির মাঝে অন্য জন, এইভাবে লাসারের পুনরুত্থান, নতুন নিয়মের পুনরুত্থানের শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য পরিকল্পনা।

## যোহন ১১:৪৫-৫৭ পদ

আমরা এখানে মহিমান্বিত আশ্চর্য কাজের প্রভাবের বিবরণ পাই। সচরাচর যেভাবে হয়ে থাকে, এই আশ্চর্য কাজের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কেউ কেউ এই আশ্চর্য কাজের ফলে খ্রীষ্টকে তাদের জীবনের পরিত্রাণকর্তা বলে তার উপর বিশ্বাস করল। আবার অন্য দিকে অন্যরা তাঁকে মৃত্যুর যোগ্য বলে মনে করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।

ক. কেউ কেউ এই আশ্চর্য কাজের দ্বারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিল। অনেক যিহূদীরা যখন সদাপ্রভু খ্রীষ্টের এই মহিমান্বিত আশ্চর্য কাজ দেখেছিল তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল, কারণ এই আশ্চর্য কাজটি ছিল তাঁর স্বর্গীয় কাজের অকাট্য প্রমাণ। এই যিহূদীরা প্রায়ই তাঁর আশ্চর্য কাজের কথা শুনত, তারা এই কাজগুলোকে চাতুরী কাজ বলে দোষারোপ করত, তারা এই আশ্চর্য কাজের বিষয় নিয়ে

সন্দেহ পোষণ করত, কিন্তু এখন তারা স্বচক্ষে এই মহিমান্বিত কাজটি দেখল এবং তাদের এই আশ্চর্য কাজ দেখার ফলে তাদের বিশ্বাসহীনতার পরাজয় ঘটল। অবশেষে তারা তা স্বীকার করল। *কিন্তু তারাই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, যারা না দেখে বিশ্বাস করেছে*। আমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে আরও অনেক কিছু দেখেছি, খ্রীষ্টকে আরও ভালবাসা করার এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করার আরও কারণ আমরা দেখেছি। এর মধ্যে অনেক যিহূদী ছিল যারা মরিয়মকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এসেছিল। যখন আমরা অন্যদের প্রতি ভাল কাজ করি তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের পথের মধ্যে নিজেদের অর্পণ করি। আর যখন আমরা ভাল কাজ করি তখন আমরা খুব ভাল কিছু করার সুযোগ লাভ করি।

খ. এই আশ্চর্য কাজের ফলে অন্যরা খুব রাগান্বিত হয়েছিল; এবং তারা তাদের অবিশ্বাসে অটল ছিল আর অন্য দিলকে আরও কঠিন করেছিল।

১. গুপ্তচরেরা যে কাজ করেছিল তারা কি রকম ছিল (পদ ৪৬): তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা এই আশ্চর্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, এ পর্যন্ত তারা যা দেখেছে তাতে সন্দেহ দূর হলেও তারা ফরীশীদের কাছে চলে গেল। যাদের কাছে তারা গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে এরা খুব ভাল করেই জানত যে, এরা হল খ্রীষ্টের শত্রু। তারা তাদের কাছে খ্রীষ্ট যা যা করেছিলেন সব ঘটনা খুলে বলল। তাদের বয়ে আনা সংবাদের বিষয় কেবল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ছিল তাই নয় কিন্তু তারা যে উদ্দেশ্যে ফরীশীদের এই সংবাদ দিয়েছিল তার চেয়ে খ্রীষ্টের পক্ষে এই সংবাদ আরও বেশি কার্যকর হয়েছিল। এই সংবাদ খ্রীষ্টের পক্ষেই গিয়েছিল। কিন্তু যারা সব সময় বিদ্বেষপূর্ণ পরিকল্পনা করতো এই ঘটনা তাদের বিদ্বেষকে আরও উস্কে দিয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং খ্রীষ্টকে তীব্রভাবে অভিযুক্ত করার জন্য এর চেয়ে আরও বেশি সূত্রের প্রয়োজন নেই বলে মনে করল। এখানে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই:

(১) খ্রীষ্টের প্রতি একগুঁয়েমি অবিশ্বাস, মহিমান্বিত আশ্চর্য কাজকে তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং এটি কল্পনা করা খুবই কঠিন যে কীভাবে তারা খ্রীষ্টের এই আশ্চর্য কাজের প্রমাণকে ব্যর্থ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই পৃথিবীর দেবতা তাদের দিলকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

(২) বদ্ধমূল শত্রুতা। যদি তারা সন্তুষ্ট হতে না পারে যে, লাসার খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে, তবুও কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, তারা শান্ত হয়ে যাবে এবং খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্ররোচিত করবে না। কিন্তু যদি পর্যাপ্ত জল আগুনকে নিভিয়ে না ফেলে তাহলে এটি তাকে প্রজ্বলিত করে তুলবে। খ্রীষ্ট কি করেছিলেন এই লোকেরা এসে তা বলেছিল এবং যা সত্য তার চেয়ে বেশি কিছু বলে নি। কিন্তু তাদের ক্ষতি করার আকাঙ্খা তাদের সংবাদকে পিচাশের মত কাজের মিশ্রণ করেছিল মিথ্যাকে একীভূত করার জন্য। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং মিথ্যা সৃষ্টি করা অত্যন্ত খারাপ বিষয়। বাকচাতুরিকে বলা হয় মিথ্যা, মিথ্যা বলা জিহ্বা হল প্রবঞ্চনার জিহ্বা।

২. বিচারকরা, নেতারা, অন্ধনেতারা, লোকদের বয়ে আনা সংবাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র তাদের রাগ প্রশমিত করে নি এবং আমরা এখানে বলেছি তারা কি করেছে।

(১) বিশেষ মহাসভা আহ্বান করা হয়েছিল এবং সভা করেছিল (পদ ৪৭): "তখন প্রধান

পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের একত্র করলেন, যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল: *পৃথিবীর রাজাগণ দণ্ডায়মান হয়, শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে* (গীতসংহিতা ২:২)। সেনহেড্রিনের পরামর্শ জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হত, কিন্তু এখানে অন্যায় করার জন্য পরামর্শ করা হয়েছে, মানুষের মহা ক্ষতি ও অনিষ্ট করার জন্য এই পরামর্শ করেছিলেন তারা। জাতির শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত ছিল তাদের চোখের দৃষ্টিতে শান্তি লুকানো ছিল এবং তাদের পরামর্শে শান্তি লুকানো ছিল। একসঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য মহাসভা আহ্বান করা হয় নি, কিন্তু পারস্পরিক ক্রোধের জন্য যেমন লোহা লোহাকে ধারালো করে এবং যেমন কয়লা কয়লাকে পোড়ায় এবং কাঠ আগুনকে জ্বালায়, তেমনি তারা একজন অন্যজনকে প্রজ্বলিত করেছিলেন শত্রুতা দিয়ে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রাগ জাগিয়ে তুললেন।

(২) এই ঘটনার প্রস্তাব এবং এর গুরুত্ব এবং এর প্রভাব।

[১] এই যীশুর ব্যাপারে তারা কি করতে পারেন এই নিয়ে তারা আলোচনা করছিলেন। কারণ খ্রীষ্টের ক্রমবর্ধমান সম্মান এবং জনগণের মাঝে তার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন এবং তারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর তাই খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং তাঁকে বিরত রাখার জন্য তারা তৎপর হয়েছিলেন এবং একত্রে বসে আলোচনা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, "আমরা এখন কি করি? এই লোকটি তো অনেক আশ্চর্য কাজ করছে।"

*প্রথমত*, তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং তারা এটাও স্বীকার করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। এইভাবে তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। কারণ তারা খ্রীষ্টের বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রশংসাযোগ্য কাজকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তবুও তারা তাঁর কাজকে অস্বীকার করেছিলেন।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের এখন কি করা উচিত এই নিয়ে তারা চিন্তা করেছিলেন। তারা নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছিলেন, কারণ তারা খ্রীষ্টকে ধরার জন্য এবং দমন করার জন্য দ্রুত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। তাঁকে খ্রীষ্টরূপে গ্রহণ করবেন কি করবেন না এই নিয়ে তারা একটুও চিন্তা করলেন না। যদিও তারা স্বীকার করেছিলেন যে, তারা খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষা করছেন, আর খ্রীষ্ট পরিপূর্ণ এবং কার্যকরী প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, তিনিই সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু তারা তাঁকে তাদের শত্রু হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। আর এই মনোভাব নিয়েই তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছিলেন: "আমরা এখন কি করি? আমরা কি আমাদের সমাজের রক্ষাকারী নই? যেভাবে তাঁর শিক্ষা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আমাদের অবস্থান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এটি কি কিছুই নয়, এটি কি খুব হালকা বিষয়? আমরা কি এই অবিশ্বাস খুব সহজে মেনে নেব এবং আমাদের দক্ষতায় এবং ক্ষমতায় জীবন ধারণের জন্য যা কিছু অর্জন করেছি সব কিছুই কি ধ্বংস হয়ে যাবে, আমরা কি এই বিষয়ে তৎপর হব না? যা কিছু ঘটেছে তাতে এখন আমাদের কি করণীয় আছে? আর এই ব্যাপারে আমরা এখন কি ভাবছি? আমরা কি সব সময় এইভাবেই কথা বলে যাব, কার্যকরী কোন ব্যবস্থা কি নিতে পারব না?"

[২] যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তারা তাদের সমাজ ও জাতি রোমীয়দের দ্বারা বিপদগ্রস্থ হওয়ার এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার কারণ বলে আশঙ্কা করছিলেন (পদ ৪৮): "যদি আমরা তাকে না থামাই, যদি আমরা তাকে এভাবে চলতে দেই, তাহলে সমস্ত লোক তাঁর উপর বিশ্বাস করবে এবং এর ফলে সে একজন নতুন রাজা হিসেবে উদয় হবে, আর তাতে রোমীয়রা ক্রোধান্বিত হবে, তারা সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের মন্দির এবং জাতি উভয়ই ধ্বংস করে ফেলবে। সুতরাং আমাদের আর একটু সময়ও নষ্ট করা উচিত নয়।" তাদের কি অভিমত ছিল দেখুন:

*প্রথমত*, তাদের নিজেদের ক্ষমতা। তারা বলেছিল, তারা যেন চিন্তা করেছিলেন খ্রীষ্টের কাজের উন্নতি এবং সফলতা নির্ভর করছে তাদের এই বিষয়টি উপেক্ষা করার উপর; যেন তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাঁর আশ্চর্য কাজ করেই যাবেন এবং শিষ্য তৈরি করতেই থাকবেন; যেন যিনি মৃত্যুকে বশীভূত করেছেন তাঁকে বশীভূত করার ক্ষমতা তাদের আছে; অথবা যেন তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু সর্ব শক্তিমানের বিরুদ্ধে এইভাবে হাস্যকরভাবে হিংসাত্মক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য স্বর্গে বসে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হাসছেন।

*দ্বিতীয়ত*, তাদের কার্যধারা। তারা নিজেদের শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টির এবং পরিমাণদর্শিতার মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে এবং তাদের নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিচক্ষণতায় পূর্ণ বলে কল্পনা করে গর্ববোধ করতেন।

ক. তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের ধারা নিয়ে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, যদি তাঁকে এইভাবে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হয় তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত লোক তাঁর উপর বিশ্বাস করবে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে এই সব সম্পাদন করার ফলে তাঁর শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজ তাদের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। তাই এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যাবে না। জনগণের মনে তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা জাগতে দেওয়া যাবে না, তা হলে সমস্ত লোক তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তাঁর অনুসারী হবে। তারা খ্রীষ্টের সমস্ত কাজকে হুমকি বলে মনে করলেন এবং তাঁর কাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন, যদিও তা তারা ভিন্ন উপায়ে করতে চাইলেন। এই একই লোকেরা তাঁর সম্পর্কে ঘৃণাভাবে কথা বলেছিলেন (যোহন ৭:৪৮): "নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ তো তার উপর বিশ্বাস করে নি।" তাদের মধ্যে এই ভয় কাজ করেছিল যে, যদি সমস্ত লোক খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তাহলে তাদের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ভেঙ্গে যাবে, সব কিছুই হারিয়ে ফেলবে তারা। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের সার্থকতা তখনই হয় যখন এর শত্রুরা সুসমাচারকে ভয় করে। যদি আত্মা পরিত্রাণ লাভ করে তাহলে তারা বিনষ্ট হবে।

খ. তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যদি যিহূদী জাতির সাধারণ লোকেরা খ্রীষ্টের অনুসারী হয় তাহলে রোমীয়দের প্রচণ্ড রাগ তাদের উপর নেমে আসবে। তারা এসে তাদের স্থান ও জাতি উভয় কেড়ে নেবে; অধিকাংশ স্থান, বিশেষত যিরূশালেম অথবা মন্দিরের মত পবিত্র স্থান এবং তাদের জায়গা, তাদের প্রিয় জায়গা, তাদের ভক্তির স্থান। তারা তাদের মন্দিরের মর্যাদা, তাদের ক্ষমতা এবং বিশ্বাসের স্থান সবই কেড়ে নেবে। এই কথা সত্য যে, রোমীয়রা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। রোমীয়রা একথা জানত যে, যিহূদীরা অন্য আর কিছুই চায় না, কিন্তু ক্ষমতা এবং সুযোগ পেলে তারা তাদের পরাধী-

নতার জোয়াল ভেঙ্গে ফেলবে। এটি অতীব সত্য যে, যদি রোমীয় সৈন্য তাদের উপর চড়াও হয় তাহলে যিহূদীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। তথাপি এটি কাপুরুষের পরিচয় হয় যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া না যায় যিনি ঈশ্বরের এবং মানুষের মঙ্গলজনক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যদি তারা নিজেদের সাধুতা এবং বিশুদ্ধতা রক্ষা করে থাকে তাহলে রোমীয়দের কাছ থেকে ভীত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তারা ভীরু কাপুরুষের মত কথা বললেন, যেমন যিহূদিয়ার লোকেরা শিমিয়োনকে অত্যন্ত হীনভাবে বলেছিল, "তুমি কি জান না যে, ফিলিস্তিনিরা আমাদের শাসন করছে?" (বিচারকর্তৃকগণ ১৫:১১)। যখন মানুষ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হারিয়ে ফেলে তখন তারা তাদের সাহসও হারিয়ে ফেলে।

(ক) কিন্তু এই কথা মিথ্যা যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের ক্রমবৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য রোমীয়রা রাগান্বিত এবং উত্তেজিত হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে তাদের স্থান ও জাতি কেড়ে নেবে, কারণ এই সুসমাচার কোন রাজা কিংবা সম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এই সুসমাচার অত্যন্ত মঙ্গলজনক। খ্রীষ্টের কাজের ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রতি রোমীয়দের কোন আগ্রহ ছিল না, কিংবা তাদের কোন ক্ষোভ ছিল না। কারণ খ্রীষ্ট সিজারকে কর দেবার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন এবং শয়তানকে সহ্য না করার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু ক্রুশ তুলে নিতে শিক্ষা দিয়েছেন। রোমীয় সরকার তাঁর বিচার করবার সময় কোন দোষ খুঁজে পান নি। খ্রীষ্টের চেয়ে পুরোহিতদের দ্বারা বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য রোমীয়রা যিহূদী জাতির কাছে আরও হুমকিস্বরূপ ছিল। লক্ষ্য করুন, মিথ্যা ভয় প্রায়ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) খ্রীষ্টের প্রচারকে প্রশয় দানের দ্বারা রোমীয়দের অসন্তুষ্ট হওয়ার বাস্তবিক কিছুটা বিপদ ছিল। তথাপি একজন ভাল মানুষকে ঘৃণা করা এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করার রীতি তাদের ছিল না। লক্ষ্য করুন:

[ক] যারা খ্রীষ্টের এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের শত্রু ছিল তারা প্রায়ই তাদের শত্রুতাকে জোরালো করতো এইভাবে যে, তারা দেখাতো তারা জনগণের মঙ্গল চায় এবং তারা জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত। আর এটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁর সুসমাচার প্রচারকদের ইস্রায়েলের সমস্যা সৃষ্টিকারী এবং পৃথিবীর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোক বলে অভিহিত করত।

[খ] মাংসিক রীতি-নীতি সাধারণত ন্যায় বিচারের নিয়মের বিপরীত অবস্থার কারণ হিসেবে গণ্য। বিশ্বস্ততা এবং দায়িত্ব পালনের চেয়ে মানুষ যখন তার নিজের স্বচ্ছ এবং নিরাপত্তার জন্য বেশি চিন্তা করে তখন প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যদি তারা যা জাগতিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যা মন্দতায় পরিপূর্ণ তা অনুপযুক্ত বলে মনে করে। কিন্তু দেখুন, মূল বিষয় কি ছিল। তারা দাবী করেছিলেন যে তারা অত্যন্ত ভীত যে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে প্রশ্রয় দেবার কারণে রোমীয়রা এসে তাদের উচ্ছেদ এবং বিনাশ করবে। এই জন্য ভুল হোক কিংবা ঠিক হোক তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিরুদ্ধাচারণ করবেই। কিন্তু এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছিল যে, তারা সুসমাচারের প্রতি নিপীড়ন করার ফলে যে বিষয়ে তারা ভয় করেছিল তাদের প্রতি ঠিক তাই ঘটেছিল। তাদের অন্যায় অবিচার এমনই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রোমীয়রা এসে তাদের স্থান ও জাতি কেড়ে নিয়েছিল এবং তাদের স্থান তাদের চিনতে পারে নি। লক্ষ্য করুন, যে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আমাদের উপর নেমে আসে তা থেকে মুক্তির পথ আমরা

খুঁজে বেড়াই, কিন্তু পাপের ফলে কার্যকরভাবে আরও দুঃখ-কষ্ট আমাদের মাথার উপর নেমে আসে। যারা মনে করে খ্রীষ্টের কাজের প্রতিরোধ করার ফলে তারা নিজেদের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করতে পারবে তারা যা চিন্তা করেছে তার চেয়ে যিরূশালেমকে আরও কষ্ট দায়ক পাথর হিসেবে দেখতে পাবে (সখরিয় ১২:৩)। "দুষ্ট লোকেরা যা ভয় করে তাই তাদের উপরে ঘটবে।" (হিতোপদেশ ১০:২৪)।

(৩) কাইয়াফা মহাসভায় এই প্রসঙ্গে বক্তব্য দেবার সময় বিদ্বেষপরায়ণ কিন্তু একটি নিগুঢ় কথা বলেছিলেন।

[১] এই বিদ্বেষের প্রকাশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, পদ ৪৯-৫০। তিনি মহাপুরোহিত হিসেবে এবং মহাসভার প্রধান হিসেবে এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত দেবার জন্য তিনি স্পষ্টভাবে বললেন যে, "তোমরা কিছুই জান না, তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভাব তোমাদের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করছে, এটি এমন কোন বিষয় নয় যে, এই নিয়ে বিতর্ক করতে হবে, এটি খুব শীঘ্র নির্ধারিত হবে, যদি তোমরা এই বচন গ্রহণ কর, "গোটা জাতি নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।" এখানে আমরা দেখতে পাই,

*প্রথমত*, কাইয়াফা ছিলেন মহাসভার সদস্য এবং ঐ বছরের মহাপুরোহিত। মহাপুরোহিতের পদটি স্বর্গীয় নিয়োগের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। হারোণের বংশের পুরুষরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদের অধিকারী হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, মহাসভার সদস্য পদের অধিকারী যারা হত তাদের মধ্য থেকে মহাপুরোহিত মনোনীত হত। সেই সূত্রে সেই বছর মহাপুরোহিত হয়েছিলেন কাইয়াফা।

*দ্বিতীয়ত*, এই উপদেশের অর্থ ছিল, সংক্ষিপ্ত তা হল যে কোনভাবেই হোক খ্রীষ্টের মৃত্যুর উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের এই কথা চিন্তা করার কারণ রয়েছে যে তারা দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করেছিলেন যে বস্তুত তিনিই খ্রীষ্ট। তাঁর শিক্ষা তাদের প্রিয় ঐতিহ্য অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদের দেয়া নিয়ম-কানুন এবং জাগতিক স্বার্থের সঙ্গে এতই বৈপরীত্য রয়েছে এবং তাঁর পরিকল্পনা তাদের খ্রীষ্টের রাজ্যের ধারণা থেকে এত বিপরীত যে, তারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল, *তিনি যেই হোন না কেন তিনি মৃত্যুর যোগ্য*। কাইয়াফা এই কথা বলেন নি যে, তাকে দমন কর, অবরুদ্ধ কর, দূরীভূত কর। তারা ভেবেছিল যে যদি তাকে দমন করা না হয় তাহলে তাদের জন্য বিপদের কারণ হবে, তাই তাকে মরতেই হবে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে নিজেদের তৎপরভাবে ব্যবহার করে তারা সাধারণ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেয় এবং নিষ্ঠুর হিসেবে কুখ্যাত হয়।

*তৃতীয়ত*, এটি আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল, এর সব কিছুই ছিল চাতুর্য্যপূর্ণ কাজ এর সঙ্গে তুলনা করা যায় পুরাতন সাপের কাজ।

১) তিনি নিজের চাতুর্য্যপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমরা মনে করি এতে মহাপুরোহিত তার সীমা অতিক্রম করেছিলেন, যদিও ঊরীম এবং তুম্মীম অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছিল। কেমন অবজ্ঞাসূচকভাবে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কিছুই জান না। তোমরা যা করতে পার তার চেয়ে আমি আরও বেশি করতে পারি। এই জন্য এই বিষয় নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।" এইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়

সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া তাদের কাছে এটি সাধারণ বিষয় ছিল। তারা নিজেদের জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং প্রত্যাশা করতেন যে, লোকেরা যেন তাদের সম্পর্কে তা-ই মনে করে।

২) তিনি এই বিষয়টি সরল এবং তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয় বলে অভিমত পোষণ করেছিলেন এবং তিনি তাদের অজ্ঞ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন যারা এই বিষয়টিকে তাঁর মত চিন্তা করে নি। লক্ষ্য করুন, সত্য এবং ন্যায় বিচার প্রায়ই ঘৃণা এবং অজ্ঞতার দ্বারা দমিত হয়। *আর বিচার পশ্চাতে হটে পড়েছে এবং ধার্মিকতা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; বস্তুত চকে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে ও সরলতা প্রবেশ করতে পায় না* (যিশাইয় ৫৯:১৪)।

৩) তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে একটি রাজনৈতিক উক্তি করেছিলেন, "জনগণের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে।" আমাদের জন্য এটি মঙ্গল যেন পুরোহিতেরা যারা প্রত্যেকেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, যেন একজন মানুষ সমস্ত লোকদের জন্য মরতে পারেন। এটি বাস্তবিক সত্য, এটি উপযুক্ত এটি অত্যন্ত সম্মানজনক, একজন মানুষ অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপদাপন্ন করা সম্মানজনক কাজ (ফিলিপীয় ২:১৭; ১ যোহন ৩:১৬)। কিন্তু একজন নির্দোষ লোককে সাধারণ জনগণের জীবন রক্ষার জন্য মৃত্যুর কাছে সমর্পণের পরামর্শ নিঃসন্দেহে শয়তানের কার্যপ্রণালী। কাইয়াফা চাতুর্য্যপূর্ণভাবে অতি মহান এবং শ্রেষ্ঠ মানব বলে কটাক্ষ করেছিলেন, যে কোন একক ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজের জীবন ব্যয় করছে সমস্ত মানুষের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য। দেশের কাল্পনিক অমঙ্গল প্রতিরোধ করতে একজন মানুষের পরিকল্পিত হত্যার মধ্যে কি এমন স্পষ্ট অনুগ্রহ থাকতে পারে? বিষয় এই রকম হওয়া আবশ্যক: তাদের নিজের উপরে এবং তাদের জাতির উপরে তাদের নিজের পাপের দায়ভার বর্তানো উচিত, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য তাদের আতঙ্কিত হওয়া আদৌ কি যুক্তি সঙ্গত কোন কারণ আছে? যতটুকু তারা রোমীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার সাহস দেখিয়েছে, তার চেয়ে বেশি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান করা কি উচিত ছিল না? যদি ঈশ্বর তাদের সঙ্গে থাকে তাহলে কে তাদের ক্ষতি করবে? লক্ষ্য করুন, মাংসিক কর্মপন্থা যা কেবল পার্থিব বিবেচনায় পরিচালিত হয়, এটি পাপ থেকে সবাইকে রক্ষার চিন্তা করতে পারে না, তাই শেষ পর্যন্ত সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

[২] কাইয়াফার পরামর্শে যে রহস্য ছিল তা তার কথায় প্রকাশ পায় নি। কিন্তু সুসমাচার লেখক আমাদের কাছে তা উপস্থাপন করেছেন (পদ ৫১-৫২): কাইয়াফা যে নিজে থেকে এই কথা বলেছিলেন তা নয়, এটি কেবলমাত্র তার শত্রুতার এবং কর্মপন্থার ভাষা ছিল না, কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যদিও তিনি নিজের এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না যে, যীশু গোটা জাতির জন্য জীবন দেবেন। এখানে দুষ্টতার কথার উপর মহামূল্যবান কথা বলা হয়েছে। যদিও কাইয়াফা মন্দভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি যা মঙ্গলজনক তা-ই ঈশ্বর করেছিলেন। অনিষ্ট করার যে পরামর্শ কাইয়াফা দিয়েছিলেন, তা ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদের পরামর্শ। দয়াপূর্ণ কাজ আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা যদি মানুষের কথায় ও তাদের কাজের উপর তা স্থাপন করি তাহলে তারা ভয় পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লোকদের ভয় দূর করতে সাহায্য করবে। যদি কোন দুষ্ট

লোক আমাদের বিরুদ্ধে অনিষ্ট করার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে তবে মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গল হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল পরিকল্পনা আমরা যথা সময়ে দেখতে পাব। কিন্তু স্বর্গের অসাধারণ নির্দেশনা কায়ফাকে বলার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল অতি মহৎ বিষয় সম্পর্কিত। প্রতিটি মানুষের দিল যেভাবে ঈশ্বরের হাতে রয়েছে তেমনি তাদের ভাষাও তার হাতে রয়েছে। তারাই ভ্রান্ত যারা এই কথা বলে, "আমাদের জিহ্বা আমাদের নিজেদের, তাই আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই বলি এবং তা ঈশ্বরের বিচারের মধ্যে গণিত হবে না, অথবা আমাদের যা খুশি তাই বলতে পারি এবং তা তাঁর ক্ষমতা এবং দূরদর্শিতার দ্বারা বাধাগ্রস্থ হবে না।" বালাক যা বলতে পারতেন তা তিনি বলেন নি যখন তিনি ইস্রায়েল জাতিকে অভিশাপ দিতে এসেছিলেন, লাবন যখন যাকোবের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিলেন তখন তিনিই পারেন নি।

(৪) সুসমাচারের লেখক কায়ফার কথার ব্যাখ্যা দান করেছেন।

[১] কাইয়াফা যা বলেছেন তা তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, এটি কেবল কথার কথা ছিল না। কিন্তু এটি ছিল অপূর্ব উদ্দেশ্যে উক্তি। এই কথা তার নিজের কথা ছিল না। কিন্তু মহা সভাকে উত্তেজিত করে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যা বলেছিলেন তা ছিল তার নিজের কথা, আরও বলা যায় তা ছিল শয়তানের কথা। কিন্তু এটি ছিল ভবিষ্যদ্বাণী, এটি ছিল ঈশ্বরের ঘোষণা, তাঁর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার আত্মিক ইস্রায়েলীয়দের তাদের পাপ এবং মন্দতা থেকে রক্ষা করা, কাইয়াফা নিজ থেকে এই কথা বলেন নি কারণ তিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের পরিকল্পনার বিষয় জানতেন না এবং তিনি এই অর্থে এই কথা বলেন নি, তার হৃদয়ে এই রকম কোন ধারণা ছিল না। কারণ খ্রীষ্টের ধ্বংস এবং হত্যা করা ছাড়া আর কোন চিন্তা তার হৃদয়ে ছিল না (যিশাইয় ১০:৭)।

*প্রথমত*, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু তারা যা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তা ভবিষ্যদ্বাণী হত না, তা ছিল তাদের নিজেদের কথা। কিন্তু কাইয়াফা কি ভাববাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন না? তিনি তাই *এই একজন* ছিলেন, যদিও খারাপ মানুষ এবং খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের ঘোরতর শত্রু। লক্ষ্য করুন:

১) ঈশ্বর প্রায়ই দুষ্ট লোকদের তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, এমন কি তাদের উদ্দেশ্য যদি বিপরীতও হয়। কারণ তিনি তাদের কেবল শৃঙ্খলিত করতে চান তাই নয় কিন্তু তাদের ক্ষতিকর কাজ করা থেকে বিরত রাখতে চান, কিন্তু লাগাম দিয়ে ধরে রাখেন যেন তারা যা করতে চাইছে তা করতে না পারে।

২) মানুষ নিজের মুখে ভবিষ্যদ্বাণীর যে কথা বলে থাকে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের নীতির কোন অব্যর্থ প্রমাণ রাখতে পারে না। " সদাপ্রভু, সদাপ্রভু আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যদ্বাণী করি নি?" ছলনার কথা হিসেবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

*দ্বিতীয়ত*, সেই বছরের মহাপুরোহিত হিসেবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু তিনি মহাপুরোহিত হওয়ার জন্য যে তিনি সব কিছু যথার্থভাবে করতে সক্ষম ছিলেন অথবা ভাববাদী হওয়ার যোগ্যতা ছিল, তা কিন্তু নয়। আমরা এই কথা মনে করতে অসমর্থ যে, পুরোহিততী কাজ করতে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য তাঁর মাথায় চিরকাল পুরোহিতের

তাজ থাকবে।

১) মহাপুরোহিত হিসেবে এবং পুরোহিতদের মধ্যে উচ্চপদ এবং প্রাধান্যের জন্য অন্যদের চেয়ে তার মুখ দিয়ে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন, যেন এই বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব পায় অথবা এর গুরুত্বের জন্য যেন লঙ্ঘন করা না হয়। মহান ব্যক্তির মন্তব্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত মূল্যবান চিন্তা থাকে: রাজার মুখে স্বর্গীয় বচন থাকে। এই জন্য স্বর্গীয় বচন মহাপুরোহিতের মুখে দেয়া হয়েছে যেন তার মুখ দিয়ে এই কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, খ্রীষ্ট সমস্ত জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করা ভাল এবং যেন তার দ্বারা কোন অন্যায় না হয়।

২) তার মহাপুরোহিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানের নির্ধারিত বছরে সেই বিখ্যাত বছরে, অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (যোয়েল ২:২৮,২৯; প্রেরিত ২:১৭)। ছেলে-মেয়েদের রুটির টুকরা যেভাবে টেবিলের নীচে কুকুরদের মধ্যে পড়ে থাকে, তেমনি করে অনুগ্রহের হালকা বর্ষণ কাইয়াফার উপর নেসে এসেছিল। এই বছর ছিল লেবীয় পুরোহিততীর শেষ বছর এবং যিনি সেই বছরের মহাপুরোহিত ছিলেন, যার মুখ দিয়ে ঈশ্বর কথা বলিয়েছিলেন, তার কাছ থেকে পুরোহিতের সরিয়ে নিয়ে নতুন পুরোহিতের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল। তিনি ঐ বছর তাদের জাতির জন্য কোন পশু উৎসর্গ দেন নি (যা বহু বছর ধরে চলমান ছিল), কিন্তু তিনি নিজেই উৎসর্গ করেছিলেন এবং পাপের উৎসর্গের সমস্ত কাজ শেষ করে দিয়েছিলেন, এই সমর্পণ তাঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল, যেমন ইসহাক যাকোবকে তাঁর অজ্ঞাতসারে আশীর্বাদ করেছিলেন।

*তৃতীয়ত*, তার ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় ছিল খ্রীষ্ট এই জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করবেন। এই সত্য বিষয়টি সকল ভাববাদী গণ সাক্ষ্য বহন করেছিলেন যে, তারা খ্রীষ্টের কষ্টভোগ করাবেন (১ পিতর ১:১১)। খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি পরিত্রাণ ও জীবন লাভ করবে। কাইয়াফা এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে এর মধ্য দিয়ে তারা যিহূদী ধর্মে আরও গভীরভাবে অনুগত থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর বুঝিয়েছিলেন যে, এর মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টের শিক্ষাকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর অনুসারী হবে, সকল বিশ্বাসী অব্রাহামের আত্মিক বংশ। খ্রীষ্টের মৃত্যুর যে বিষয়টি কাইয়াফা তুলে ধরেছেন তা প্রমাণ করেছে যে, এর মধ্য দিয়ে তাদের জাতির নিরাপত্তার এবং প্রতিষ্ঠার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন তা বিনষ্ট হয়ে গেছে, কারণ এর ফলে তাদের উপর প্রচণ্ড ক্রোধ নেমে এসেছিল। কিন্তু এর ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টের উৎকর্ষতা এবং অগ্রযাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তিনি ধ্বংস হবে বলে আশা করেছিলেন। কারণ খ্রীষ্ট মাটি থেকে উঁচুতে উঠে সকল মানুষকেই তাঁর কাছে টেনে এনেছিলেন। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে: যীশু মৃত্যুবরণ করবেন, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন অন্যদের জন্য, কেবল তাদের মঙ্গলের জন্যই নয়, কিন্তু তাদের পরিবর্তে তাদের জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করবেন। কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য এটি ছিল তাদের প্রথম উৎসর্গ। যদি সমস্ত যিহূদী জাতি সর্বসম্মতভাবে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করতো এবং তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করতো তাহলে তারা যে কেবল অনন্ত কালের জন্য পরিত্রাণ পেত তা নয় কিন্তু একটি জাতি হিসেবে তারা বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা পেত।" দায়ূদের বংশের পাপ ও অশুচী ধুয়ে ফেলার জন্য একটি বর্ণনা

খোলা হবে" (সখরিয় ১৩:১)। তিনি এই জাতির জন্য এমনভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যেন সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়, কিন্তু যেন অবশিষ্টাংশ বা পরিত্রাণ পায় (রোমীয় ১১:৫)।

[২] সুসমাচারের লেখক কাইয়াফার কথার উপর সবিস্তারে লিখেছেন (পদ ৫২), "কেবল যিহূদী জাতির জন্য নয়," স্বর্গের প্রিয় মানুষ এই বিষয়ে আরও এভাবে চিন্তা করেছেন যে, "ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জমায়েত করে এক করবার জন্য তিনি মরবেন।" এখানে লক্ষ্য করুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্ট যে সমস্ত লোকদের জন্য মারা গিয়েছিলেন: কেবলমাত্র যিহূদী জাতির জন্য নয় (এটি অপেক্ষাকৃত হালকা বিষয় হত যদি ঈশ্বরের পুত্র তার উপর অর্পিত বিশাল দায়িত্ব কেবল যাকোবের বংশের জন্য এবং ইস্রায়েলীয়দের পরিত্যক্তদের জন্য সমর্থন করতেন), না যেন সারা পৃথিবীর লোক পরিত্রাণ পায় (যিশাইয় ৪৯:৬)। ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের জমায়েত করে এক করার জন্য তিনি মরবেন।

১) অনেকে মনে করেন ঈশ্বরের সন্তানেরা হল যারা পরজাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, যারা ছিল প্রত্যেক জাতিন মধ্যে ঈশ্বরের ভক্ত লোক, (প্রেরিত ২:৫), যারা ঈশ্বরকে ভয় করত, (প্রেরিত ১০:২) এবং তাঁর উপাসনা করতো (প্রেরিত ১৭:৪), যারা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা যারা অব্রাহামের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিল কিন্তু মোশির নিয়ম-কানুনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতো না, কিন্তু তারা সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, তাদের নিজের কোন ধর্মীয় সমাবেশ ছিল না, তাদের একত্রিতভাবে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করার যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। খ্রীষ্ট তাদের একত্র করে বৃহৎ সমাজে পরিণত করার জন্য মারা গিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁর কাছ থেকে সম্মানজনক উপাধি লাভ করে এবং তাঁর দ্বারা শাসিত হয়। এটি একটি মনের উপর স্থাপিত হয়ে আছে যেন সমস্ত লোক ঈশ্বরকেই সম্মান করতে পারে এবং প্রত্যেকে নিজের আত্মার কথা বিবেচনা করে ঈশ্বরের প্রশ্রয় গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের অধীনে রেখে তাঁর পক্ষভুক্ত করে।

২) অন্যরা মনে করেন যে, যারা অনুগ্রহের বাছাইয়ের অধিকারভুক্ত তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত। কারণ আমরা যাতে ঈশ্বরের চোখে পবিত্র এবং নিখুঁত হতে পারি সেই জন্য ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন (ইফিষীয় ১:৫)। যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাস করছিল তারা সবাই একত্র হয়ে এক জাতি বিশিষ্ট হল (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯)। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সময় থেকে শেষ সময় পর্যন্ত। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বংশের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। তিনি তাঁর রক্তের দ্বারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছিলেন সেইভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস করে।

*দ্বিতীয়ত*, এই লোকদের সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সংগ্রহ করার জন্য এবং তাদের জমায়েত করে এক করার জন্য যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। যারা তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিল তাদের তাঁর কাছে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ দিতে এবং যারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদেরকে তাঁর মধ্য দিয়ে একতাবদ্ধ করা। খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল:-

১) আমাদের হৃদয়ের মহা আকর্ষণ। কারণ এই মৃত্যুতে তিনি নিজেকে উঁচুতে উঠিয়েছিলেন

যেন সমস্ত মানুষকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করতে পারেন। আত্মার শুদ্ধতা তাদের খ্রীষ্টের কাছে একত্রিত করে তাদের রক্ষক এবং আশ্রয়দাতা হিসেবে। তাঁর মৃত্যুতে এই বিষয়গুলো কার্যকর হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু দ্বারা তিনি তাদের কিনে নিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য পবিত্র আত্মা দান হিসেবে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের জন্য তাঁর ভালবাসা হল আমাদের ভালবাসার চুম্বক পাথর।

২) আমাদের একতার মহান কেন্দ্র। তিনি তাদের একত্র করে এক করবেন (ইফিষীয় ১:১০)। তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর সব কিছু একত্র করে খ্রীষ্টের শাসনের অধীনে আনবেন। তাঁর মধ্য দিয়ে তারা এক হবে, এক দেহ, এক আত্মা এবং তাঁর মধ্য দিয়ে পরস্পর এক হবে। সকল সদস্য তাদের প্রধান নেতার কাছে মিলিত হবার মত এবং সকল শাখা এক শিকড়ের সঙ্গে মিলিত হবার মত সকল স্থানের সকল বয়সের বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হবে। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর গুণে সমস্ত বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনা লাভের জন্য যোগ্য করেছেন এবং তাঁর পরিবারের অংশী করেছেন (ইব্রীয় ২:১১-১৩) এবং তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য দ্বারা এই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা একে অন্যকে ভালবাসে (যোহন ১৩:৩৪)।

(৫) এই আলোচনার ফল ছিল, তারা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, খ্রীষ্টকে তারা হত্যা করবে (পদ ৫৩): "সেই দিন থেকে যিহূদী নেতারা যীশুকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল।" এখন তারা পরস্পরের চিন্তা বুঝতে পেরেছে এবং প্রত্যেককে নিজের এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখল যে, "খ্রীষ্টকে মরতেই হবে।" আর এটি প্রতীয়মান হয় যে, একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তারা প্রতিদিন এই বিষয়ে বিবেচনা করতো এবং এই নিয়ে পরামর্শ করতো যে, কীভাবে তাঁর মৃত্যু কার্যকর করা যায়। লক্ষ্য করুন, পাপ ক্রমশ পাপকে বৃদ্ধি করে পরিপক্ক করে (যাকোব ১:১৫; ইহি ৭:১০)। এখন তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মহা অনিষ্টকর কাজ করার জন্য দু'টি নতুন চিন্তা ধারায় অগ্রসর হল।

[১] আগে তারা এককভাবে চিন্তা করতো এবং এখন তারা একতাবদ্ধ হয়ে একমত বিশিষ্ট হয়ে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এর ফলে তাদের অন্যায় কাজের হাত আরও শক্তিশালী হল, তাদের পরস্পরের হাত একত্রিত হয়েছিল অন্যায় কাজের জন্য এবং তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য পূর্ণ নিশ্চয়তায় অগ্রসর হল। দুষ্ট লোকেরা পরস্পরকে নিশ্চয়তা দেয় এবং উৎসাহিত করে। আর একে অন্যকে মন্দ কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে, তুলনীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। অশুচী মনের মানুষ নিজেরা অনুপ্রাণিত বোধ করে যখন তারা তাদের সমমনা কাউকে খুঁজে পায়। যে দুষ্টতা পূর্ণ কাজ আগে তাঁর একার পক্ষে করা কঠিন হত তা অন্য অশুচী লোকদের যোগ দেওয়ার ফলে সেই কাজ জোরালোভাবে করতে সক্ষম হয়।

[২] আগে তারা যে কাজ করার জন্য আকাঙ্খী হত তা করার জন্য ছলনার প্রয়োজন হত। কিন্তু তারা সমমনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সহজেই ছলনার বুদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। এতে তাদের কাঙ্খিত কাজগুলো করার জন্য নানা ছলনা দিয়ে পরিকল্পনা সাজায়। এর ফলে তারা যে কাজগুলো করতো তা পাপে পরিণত হয়। এই লোকেরা খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য তাদের সম্মিলিত শক্তি বুদ্ধি কূট কৌশল ব্যবহার করতে লাগল। তাদের লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক খ্রীষ্টকে ধরে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করবে এবং ভুল হোক বা ঠিক হোক

বিচারে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যাপারে তা দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। তারা আগে থেকেই নির্ধারণ করেছিল বিচারে কি করতে হবে বা বলতে হবে।

(৬) দুষ্টচক্রীদের গোপন আলোচনার সিদ্ধান্ত জানতে পেরে খ্রীষ্ট আত্মগোপন করলেন (পদ ৫৪)।

[১] তিনি প্রকাশ্যে জনগণের সামনে আসা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেন: *তাতে যীশু আর প্রকাশ্যরূপে যিহূদীদের মধ্যে যাতায়াত করলেন না*। যিহূদিয়ার অধিবাসী যাদের বলা হত যিহূদী, বিশেষভাবে যারা যিরূশালেমে বাস করত, তিনি তাদের মধ্যে চলাচল বন্ধ করে দিলেন। এই এলাকা থেকে ঐ এলাকা ঘুরে ঘুরে যে রকম স্বাধীনভাবে এবং খোলাখুলিভাবে প্রচার ও আশ্চর্য কাজ করতেন সেভাবে আর করতে পারলেন না। এই বিষয় থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু যিহূদিয়ায় অবস্থান করার সময় তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। আর এইভাবে মহাপুরোহিত ইস্রায়েলের জ্যোতিকে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

[২] তিনি দেশের অজ্ঞাত স্থানে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তিনি আবারও বিশ্রামের জন্য কচিৎ অজানা কোন গ্রামে অবস্থান করতেন। তিনি সেই এলাকা ছেড়ে মরুভূমির কাছাকাছি এলাকায় চলে গেলেন, যেন লোকজনের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারেন। তিনি যিরমিয়ের মত আকাঙ্খা করলেন, যদি মরুভূমিতে থাকার কোন জায়গা থাকত তাহলে তিনি লোকদের ছেড়ে সেখানে চলে গিয়ে বাস করতেন (যিরমিয় ৯:২)। তিনি ইফ্রয়িম নামে একটি এলাকায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। অনেকে মনে করেন, ইফ্রাথা হল বেথলেহেম, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা যিহূদিয়ার মরুভূমির সীমানায় অবস্থিত। অন্যরা মনে করেন এফ্রন অথবা ইফ্রোয়িম, যার উল্লেখ রয়েছে (২ বংশাবলি ১৩:১৯)। তাঁর শিষ্যরাও সেখানে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শিষ্যরা তাদের প্রভুকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেন নি এবং খ্রীষ্ট নিজেও তাঁর শিষ্যদের বিপদের মধ্যে রেখে আসেন নি। কীভাবে কথা-বার্তা বলে অবসর সময়কে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে একান্তে কথা-বার্তা বলছিলেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার করার কারণে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খুব কমই একান্ত আলাপ করার সুযোগ পেতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, যেন তাঁর পরিবারের লোকদের সঙ্গেই আলাপ করছিলেন। তিনি বাধ্য হয়ে মন্দির থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং সেই সাথে সেখানে তাঁর আলাপ আলোচনা বন্ধ হয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই তা সেখানে অনেক শিক্ষাপদ ছিল। আমরা ভাল কাজ করতে পারলেও যখন ভাল কাজ করতে অসমর্থ হই তখন অবশ্যই আমাদের ভাল কাজ করতে হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট কেন এমন আত্মগোপন করলেন? কারণ এটি ছিল না যে হয় তিনি তাঁর শত্রুদের ক্ষমতায় ভীত ছিলেন অথবা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে পারছিলেন না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অনেক উপায় ছিল। তিনি দুঃখভোগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না এবং দুঃখভোগ করার জন্য অপ্রস্তুতও ছিলেন না। কিন্তু তিনি কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন।

*প্রথমত*, যিরূশালেম এবং যিহূদী জাতির লোকদের উপর তাঁর অসন্তোষের চিহ্ন রাখার জন্য। তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁর সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই ন্যায়সঙ্গত কারণে তিনি তাদের কাছ থেকে নিজেকে এবং তাঁর সুসমাচারকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যিনি শিক্ষকদের রাজা তিনি নিজেকে দেশের এক প্রান্তে সরিয়ে এনেছেন (যিশাইয় ৩০:১০)।

সেখানে তাঁর কোন উন্মুক্ত দর্শন ছিল না। এটি যেন অন্ধকারের দুঃখের পূর্ব লক্ষণ যা খুব শীঘ্র যিরূশালেমে ঘটতে যাচ্ছে, কারণ সে জানে না কি পরিণতি কি হবে।

*দ্বিতীয়ত*, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের নিষ্ঠুরতাকে আরও ক্ষমার অযোগ্য করার জন্য সমর্পণ করতে। জনসমক্ষে তাঁর উপস্থিতির ফলে যদি তাদের দুর্দশা হয়ে থাকে, যদি তাঁর উপস্থিতি জনগণের বিপদের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে নিজেকে এই নির্জন স্থানে সরিয়ে আনার ফলে তাদের রাগ নিশ্চয়ই প্রশমিত হবে। যখন দায়ূদ গাতে পালিয়ে যান, শৌল সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে আর খোঁজার চেষ্টা করেন নি (১ শমূয়েল ২৭:৪)। কিন্তু এটি ছিল জীবন, মহামূল্যবান জীবন, যা দুষ্ট লোকেরা শিকার করার জন্য তৎপর হয়ে আছে।

*তৃতীয়ত*, তাঁর নিরূপিত সময় তখনও আসে নি। এই কারণে তিনি বিপদকে পরিহার করেছিলেন। এমন মানুষ সাধারণত এক্ষেত্রে যা করে তাই তিনি করেছিলেন। তাঁর পালিয়ে আসা ছিল যথা সময়ে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার ন্যায় নিশ্চয়তা এবং অনুপ্রেরণা স্বরূপ এবং যারা তাদের মঙ্গলের জন্য বল প্রয়োগ করেছিল তাদের জন্য এটি ছিল শাস্তি স্বরূপ এবং নির্জন এবং অজ্ঞান স্থানে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। *শিষ্যদের তাদের প্রভুর চেয়ে বড় নয়*।

*চতুর্থত*, তাঁর এই নির্জন বাস ছিল কিছু সময়ের জন্য, এই সময়ের মধ্যে তিনি যিরূশালেমে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, যেন তাঁর নিরূপিত সময় যখন আসবে তা আরও লক্ষ্যণীয় এবং অর্থপূর্ণ হয়। পরবর্তী সময় যখন তিনি জনসমক্ষে আবির্ভূত হবেন তখন তারা আনন্দের এবং প্রশংসার উচ্চধ্বণি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবে আর তখন তিনি শোভাযাত্রা সহকারে নগরের মধ্যে প্রবেশ করবেন।

(৭) খ্রীষ্টের নির্জন বাসের সময় তারা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কঠোর অনুসন্ধান চালিয়েছিল (পদ ৫৫-৫৭)।

[১] নিস্তার-পর্বের অনুষ্ঠানের সময় কাছে এসে গিয়েছিল, আর খ্রীষ্টের শত্রুরা এই সময় তাঁর উপস্থিতি আশা করেছিল। প্রথা অনুসারে প্রায় সব যিহূদীরা শুচি হবার জন্য যিরূশালেমে আসত এবং যীশুও নিয়মিতভাবে প্রতি বছর নিস্তার-পর্ব পালন করার জন্য যিরূশালেমে আসতেন (পদ ৫৫): *তখন যিহূদীদের নিস্তার পর্ব সন্নিকট ছিল*। এই পর্ব তাদের দিনপঞ্জিতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে থাকত এবং কিছু দিন আগে থেকেই তারা গভীর প্রত্যাশায় থাকত এই পর্বের জন্য। যখন তিনি জনসমক্ষে তাঁর পরিচর্যার কাজ শুরু করেন তখন থেকে এ পর্যন্ত এটি ছিল খ্রীষ্টের চতুর্থ এবং শেষবারের মত পর্ব পালন। এ সম্পর্কে যথাযথভাবে বলা হয়েছে (২ বংশাবলি ৩৫:১৮): *শমূয়েল ভাববাদীর সময় থেকে ইস্রায়েলে এই রকম নিস্তার পর্ব পালিত হয় নি*, কারণ এই নিস্তার-পর্বে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য উৎসর্গ হয়েছিলেন। তখন যিহূদীদের নিস্তার-পর্ব কাছে এসে গিয়েছিল। পর্বের আগে নিজেকে শুচি করার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে যিরূশালেমে গিয়েছিল।

*প্রথমত*, এটি তাদের আবশ্যকীয় শুচি ছিল, যারা কোন পাপের মধ্যে জীবন-যাপন করছিল তারা এসেছিল পাক সাফের জল দিয়ে সিক্ত হওয়ার জন্য এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী শুচি হওয়ার অন্য অনুষ্ঠান পালন করার জন্য। কারণ তাদের অশুচি অবস্থায় তারা নিস্তার-পর্বে খাওয়া

দাওয়া করতো না (গণনা ৯:৬)। এইভাবে আমাদের সুসমাচারের আমরা আমাদের অনুতাপকে নবায়ন করি এবং বিশ্বাসে খ্রীষ্টের রক্তে ধুয়ে ফেলি।

*দ্বিতীয়ত*, সেচ্ছাকৃত শুচিতা, বা আত্ম-স্বতন্ত্রীকরণ, রোজা এবং প্রার্থনার দ্বারা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা, যা নিস্তার-পর্বের আগে অনেকে তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতো এবং উপাসনা করে সময় কাটাত। এবং এটি যিরূশালেমে করার জন্য বেছে নিত মন্দিরের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সুযোগের কারণে। কোন কিছু লাভ করার প্রত্যাশায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে আমাদের পবিত্রভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

[২] একটি উৎকণ্ঠায় পূর্ণ প্রশ্ন: তারা বলল, "তোমাদের কেমন বোধ হয়? তিনি কি পর্বে আসবেন না?" পদ ৫৭।

*প্রথমত*, অনেকে মনে করেন, যারা খ্রীষ্টের মঙ্গলকাঙ্খী ছিল তারাই এই প্রশ্ন করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টের আগমনের প্রত্যাশা করেছিল, যেন তারা নিজেদের শুচি করতে পারে। তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। আর সম্ভবত তিনি খুব শীঘ্র আসায় তারা তাদের শুচি হওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং এখানে দাঁড়িয়ে তারা প্রশ্ন করেছিল *খ্রীষ্টের খবর কী?* এমন কেউ আছে যারা এই আশার বাণী শোনাতে পারে যে তারা তাঁকে দেখেছেন? যদি তারা সেখানে থাকে এবং অধিকাংশ ধর্মনি'লোক হয়ে থাকে এবং ধর্মের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকে যারা খ্রীষ্টকে এই সম্মান প্রদর্শন করেছে, তাহলে এটি প্রধান ঈমামের শত্রুতার প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ এবং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ।

*দ্বিতীয়ত*, অন্যদিকে এটি মনে করা হয় যে, যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই প্রশ্ন করেছিল তারা ছিল খ্রীষ্টের শত্রু, যারা খ্রীষ্টকে ধরার জন্য আশা করে ছিল। তারা দেখতে পেল যে গ্রাম থেকে আসা ধর্মপ্রাণ লোকদের দ্বারা শহর পরিপূর্ণ হতে শুরু হয়েছে তারা ভেবেচিন্তে দেখল যে, এত লোকের মধ্যে তারা তাঁকে খুঁজে পাবে না। নিস্তার-পর্বের আগত লোকদের সাহায্য করার সময় যারা নিজেদের শুচি করার জন্য এসেছিল, তাদের নিজ এলাকায় দায়িত্ব অনুযায়ী তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল, "তোমাদের কি মনে হয়? তিনি কি এই ঈদে একেবারেই আসবেন না?" উদ্দেশ্য হল:-

১) খ্রীষ্টের প্রতি অসন্তোষের প্রতিফলন, যেন তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পেয়ে প্রভুর এই পর্বে উপস্থিতি হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। যদি অন্যরা ধর্মহীনতার মধ্য দিয়ে অনুপস্থিত থাকত, তারা এর উপর সমালোচনা করতো না, কিন্তু যদি খ্রীষ্ট অনুপস্থিত থাকতেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য (কারণ ঈশ্বর দয়া চান উৎসর্গ নয়), তাহলে তাকে নিন্দা করা হত, যেমন দায়ূদের হয়েছিল। পর্বের সময় তাঁর আসন খালি দেখে শৌল প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন ইয়াসির ছেলে উপস্থিত নেই। কিন্তু শৌল মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন দায়ূদ যখন তাঁর আসনে বসবেন তখন তিনি তাঁর বর্শা দিয়ে দায়ূদকে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবেন (১ শমূয়েল ২০:২৫-২৭)। এটি খুবই দুঃখজনক বিষয় হয়, যখন পবিত্র আদেশ মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

২) একটি ভীতিকর উপলব্ধি তাদের মনে দেখা দিয়েছিল যে তারা তাদের খেলার সুযোগ হারাবে: "তিনি কি এই পর্বে একেবারেই আসবেন না? যদি তিনি না আসেন, তাহলে

আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে আর আমরা শেষ হয়ে যাব, কারণ তাকে ধরে আনার জন্য আমরা দেশের মধ্যে আমাদের কোন অনুচর পাঠাই নি।"

[৩] প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা খ্রীষ্টকে ধরবার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন (পদ ৫৭)। মহান সেনহেড্রিন এই ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত কঠোর আদেশ ও দাবী করেছিলেন যে, যদি কেউ নগরে কিংবা দেশের যে কোন স্থানে হোক খ্রীষ্ট কোথায় আছে তা যেন তাদের জানায়। তারা দাবী করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট একজন অপরাধী, আর তাই বিচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই যেন তারা তাঁকে ধরতে পারেন। সম্ভবত তারা খ্রীষ্টের সন্ধানদাতাকে পুরস্কার দেবার প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, আর যদি কেউ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর দ্বারা খ্রীষ্টকে লোকদের কাছে অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তি এবং অত্যন্ত নিন্দাজনক ব্যক্তি এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত এবং আইনের চোখে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যাকে যে কেউ আঘাত করতে পারে। দেখুন:

*প্রথমত*, খ্রীষ্টকে অপরাধী করার জন্য তারা কেমন সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল এবং এর জন্য কত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছিল। এক এক বার যখন তাদের ধর্মীয় চেতনা জাগে এবং তাদের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা সবাই অন্য কিছু করার জন্য তৎপর হয়।

*দ্বিতীয়ত*, কীভাবে তারা অন্যদেরকেও তাদের অন্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিল। যদি কেউ নিজেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উপযুক্ত মনে করে তবে অবশ্যই তাকে চিন্তা করতে হবে যে, সে খ্রীষ্টের একজন বিশ্বাসঘাতক। তাকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে, এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করতে সে বাধ্য। এইভাবে জনগণের মধ্যে মঙ্গলজনক কাজ করার যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। লক্ষ্য করুন, দুষ্ট নেতাদের পাপের প্রকাপ এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা সাধারণ জনগণকে তাদের অধার্মিকতার কাজের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘোষণা যদিও সন্দেহ নেই যে, অনেক লোক জানতো খ্রীষ্ট কোথায় আছেন। তথাপি তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার জন্য তাঁর মঙ্গল কামনায় এবং অনেকের বিবেকে ঈশ্বরের কথা বলেছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছিলেন, কারণ সর্বোপরি ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।